পবিত্র বাইবেল
পরিচিতি ও পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ।

লেখক পরিচিতি

ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
জন্ম: ঝিনাইদহ জেলায় ১৯৫৮ সালে।
মৃত্যু: ১১ই মে ২০১৬।

পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান। মাতা বেগম লুৎফন্নাহার। ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল পর্যন্ত অধ্যয়নের পর ১৯৭৯ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে হাদীস বিষয়ে কামিল পাশ করেন। সৌদি আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬, ১৯৯২ ও ১৯৯৮ সালে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

দেশ ও বিদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমের কাছে তিনি পড়াশোনা ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক (রাহ.), মাওলানা মিয়া মোহাম্মাদ কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আব্দুল বারী সিলেটী (রাহ.), মাওলানা ড. আইউব আলী (রাহ.), মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহ.), আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয ইবন বায (রাহ.), আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল রহমান আল-জিবরীন (রাহ.), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (রাহ.), শাইখ সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল শাইখ, শাইখ সালিহ ইবন ফাওযান ইবন আব্দুল্লাহ আল ফাওযান।

কর্ম জীবনে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৯৮ সালে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের ১১ই মে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ইংরেজী ও আরবি ভাষায় তাঁর প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।

গবেষণা কর্মের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আল ফারুক একাডেমী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রচার ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে 'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১২ সালে Education and Charity Foundation Jhenaidah নামে একটি শিক্ষা ও সমাজ সেবাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষাপ্রচার, ধর্ম প্রচার, দুস্থ নারী ও শিশুদের সেবা ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।
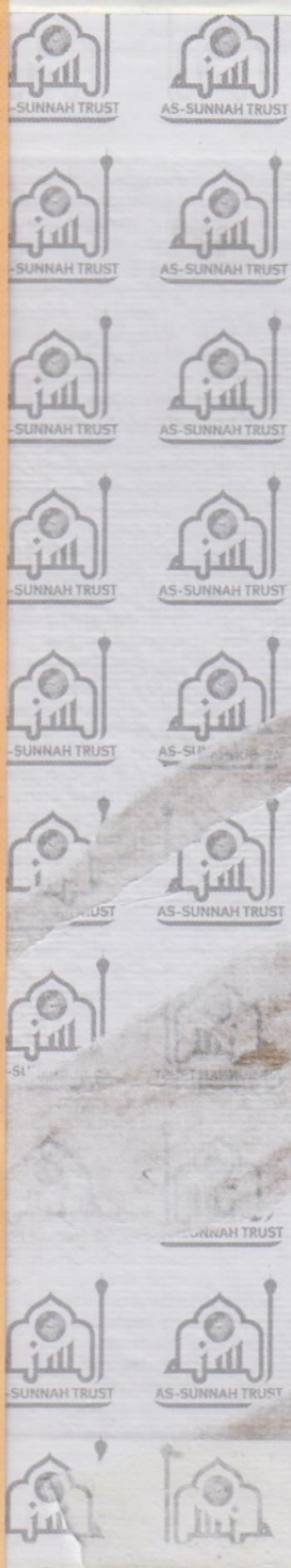
বইটি সম্পর্কে লেখকের কথা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্তে। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য, তাঁর বান্দা আদম, নূহ, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের জন্য, তাঁদের পরিজন ও সহচরদের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে অধ্যাপনার কারণে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আমাদের পড়তে ও পড়াতে হয়। ছাত্র ও গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে কিছু লেখা আশা করেন।

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই খ্রিষ্টধর্মীয় প্রচারকগণ বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার জোরদার করেছেন। মুসলিমরা যেহেতু তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের (সকলের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) প্রতি ভক্তিপ্রবণ, সেহেতু মুসলিম সমাজে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তারা এ সকল ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করেন। এ ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব নয় বলে প্রমাণ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা প্রচার করেন।

মুসলিম প্রচারকগণ এ বিষয়ে তথ্যনির্ভর গ্রন্থাদি আশা করেন। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় বইয়ের অভাব। এ অভাব পূরণ করে পবিত্র বাইবেল পর্যালোচনা করে বাঙালি পাঠকের সামনে সামগ্রিক তথ্যাদি তুলে ধরাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ধর্ম আলোচনায় কেউ কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তবে বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেন এবং হওয়াই উচিত। প্রতিটা মানুষই তার বিশ্বাসের পক্ষে এবং বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। নাস্তিক, ধর্মবিহীন আস্তিক এবং ধর্মানুসারী আস্তিক প্রত্যেকেই তার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হন। আমি ও আমার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। তবে আমি আমার সাধ্যমত তথ্য উপস্থাপনায় ও পর্যালোচনায় বস্তুনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছি। বিশেষত অন্য ধর্মের আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহ যে নির্দেশনা ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা মেনে চলার চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ বলেন "তোমরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া বিতর্ক করবে না" (সূরা-২৯ আনকাবূত: আয়াত ৪৬)। মহান আল্লাহ বলেন "আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ডাকে তোমরা তাদের বিষয়ে কটূক্তি করবেনা।" (সূরা-৬ আনআম: আয়াত ১০৮)।

গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা ও ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা মূলনীতি রক্ষার চেষ্টা করেছি:

প্রথমত: পবিত্র বাইবেল বিষয়ক সকল তথ্য ইহুদি-খ্রিষ্টান বা পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষকদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বাইবেলের পর্যালোচনা বা সমালোচনায় ইহুদি-খ্রিষ্টান বা পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষক বা সমালোচকদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রয়োজনে গবেষকদের মূল ইংরেজি বক্তব্য যথাসম্ভব উদ্ধৃত করার পরে অনুবাদ করা হয়েছে, যেন আগ্রহী পাঠক মূলের সাথে অনুবাদ মিলিয়ে দেখতে পারেন।

তৃতীয়ত: সকল পর্যালোচনায় বাইবেলের বক্তব্যের উপরে নির্ভর করা হয়েছে। বাইবেলের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাইবেল সোসাইটি বা খ্রিষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রচারিত বঙ্গানুবাদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদের অস্পষ্টতা দূর করার প্রয়োজন ছাড়া স্বাধীন অনুবাদ পরিহার করা হয়েছে।

পবিত্র বাইবেল
পরিচিতি ও পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
মোবাইল:০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
www.assunnahtrust.com

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট ভবন
পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৮৮৯৯৯৯৬৮, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫

প্রকাশ কাল: জুন ২০১৬

প্রচ্ছদ: সাইফ আলী

বিক্রয় কেন্দ্র: ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪

মূল্য: ৬০০ (ছয়শত) টাকা মাত্র।

মূদ্রণ: আহান প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৯, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

ISBN: 978-984-90053-7-7

POBITRO BIBLE: PORICHITI O PORJALOCHONA (The Holy Bible: Introduction & Review) by Professor Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. June 2016. Price TK 600.00 only.

রক্ত মাখা পাণ্ডুলিপি

মে ১১, ২০১৬। সকাল ৬ টা ৫৬ মিনিটে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার আমাকে ফোন করেছিলেন। ফোন করে তিনি ঢাকার পথে রওনা দিচ্ছেন সেটাই আমাকে নিশ্চিত করেছিলেন। কথা ছিল অফিসে যাওয়ার সময় আমার বাসার সিকিউরিটি গার্ডের কাছে এই বইয়ের কয়েক পাতা স্যাম্পল প্রিন্ট করে রেখে যাব। উনার ড্রাইভার এসে সেগুলো নিয়ে যাবে। স্যার সেগুলো দেখে রাখবেন আর পরদিন ফজরের পর দারুস সালামে আমি স্যারের সাথে বসে খুটি-নাটি বিষয়গুলো ফাইনাল করব। অফিসের পথেই আমার স্ত্রীর ফোন পেয়েছিলাম। গাড়ি চালাচ্ছিলাম বলে সে আমাকে কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল-'অফিসে যেয়েই ফোন দিও'। তার কণ্ঠ শুনে বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু এই ক্ষণজন্মা মহান মানুষটা যে এরই মধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এটা কোনভাবেই কল্পনা করতে পারিনি। ততক্ষণে টেলিভিশনের ব্রেকিং নিউজে খবর চলে এসেছে। ঝিনেদা থেকে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পরেই সকাল আটটার কিছু আগে মাগুরাতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি অসংখ্য ভক্তকে কাঁদিয়ে তাঁর প্রিয় রবের সান্নিধ্যে চলে গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বাসায় ফিরতেই গেটের সিকিউরিটি গার্ড বলল, 'স্যার কেউ তো কাগজগুলো নিতে আসল না।' হায়, আর কেউ যে আসবেও না! সপ্তাহ খানেক পর আসসুন্নাহ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ড. শোয়াইব আহমাদ পুলিশ হেফাজত থেকে পাওয়া দোমড়ানো মুচড়ানো গাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত বইটার যে ড্রাফ্‌ট কপি সাথে নিয়ে স্যার ঢাকায় আসছিলেন সেটা আমাকে হস্তান্তর করেন। সেই পাণ্ডুলিপিতে স্যারের শরীরের রক্তের শুকনো দাগ লেগে লেগে আছে।

উপরের কথাগুলো লেখেছেন হোসেন এম জাকির। শায়খ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে তাঁর প্রথম বই 'যেই আবর্তে গড়ে উঠি' উপহার দিতে তিনি গত ফেব্রুয়ারী মাসে আসসুন্নাহ ট্রাস্টে এসেছিলেন। সেই থেকে তিনি শায়খের 'পবিত্র বাইবেলঃ পরিচিতি ও পর্যলোচনা' বইয়ের অঙ্গসজ্জা, প্রুফ দেখা এবং সার্বিক এডিটিংয়ের কাজে জড়িয়ে পড়েন। শায়খের মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তাঁরা এই বইয়ের বিষয়ে পারস্পারিক মতামত এবং পরামর্শ আদান প্রদান করেছেন। তাঁরা ১২ তারিখ ভোরে ঢাকায় একসাথে বসে বইটার কাজ সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

খ্রীষ্ট ধর্মগুরুগণ বাইবেল লিপিবদ্ধকরণ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের সময় এর নানান বিকৃতি ঘটিয়েছেন। বাংলা ভাষায় অনুদিত বাইবেলের ক্ষেত্রেও তাঁরা একই পথ অনুসরণ করেছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানদের জন্য বিষয়টা খুবই বিভ্রান্তিকর। ইদানীং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদেরকে ঈসায়ী মুসলমান পরিচয় দিয়ে এবং খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কে অসত্য তথ্যের আশ্রয় নিয়ে বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। এই ব্যাপারে শায়খ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর খুবই মর্মাহত এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেজন্যই তিনি এই বিশাল বইটা রচনায় হাত দিয়েছিলেন।

এই বইটা নিয়ে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। পাঠকের কথা চিন্তা করে বই ছাপানোর খরচ কমাতে তিনি কখনও পেশাদার শিল্পীকে দিয়ে তাঁর কোন বইয়ের প্রচ্ছদ করানোর কথা ভাবেননি। শুধু এই বইটার ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। তিন মাস আগে প্রুফ দেখা শেষ হয়ে গেলেও বইটা প্রকাশে সময় নিয়েছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে এর মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টায়।

শায়খের রক্ত মাখা ড্রাফ্‌ট পাণ্ডুলিপিতে তাঁর হাতে লেখা নোট এবং তাঁর নিজ হাতে টাইপ করা কিছু পরামর্শের আলোকে আমরা অতি দ্রুত বইটা সম্পাদনার কাজ শেষ করে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি। বিনা পারিশ্রমিকে ইসলামকে ভালবেসে বইটা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা

করেছেন আমরা তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁদেরকে ইহ-পরকালীন জীবনে জাযা খায়ের দান করুন। তিনি আশা করতেন বাংলা ভাষাভাষী আলিম ও দা'ঈগণ এই বই থেকে উপকৃত হবেন। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা কবুল করুন এবং এই বইসহ তাঁর সকল লেখনী, অডিও-ভিডিও লেকচারসমগ্রকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

এই বইয়ের প্রকাশনা ছাড়াও আমরা তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজগুলো তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য মহান আল্লাহর তৌফিক কামনা করছি।

আস সুন্নাহ ট্রাস্ট পরিচালনা পর্ষদ
ঝিনাইদহ, ২৫ মে ২০১৬।

সূচীপত্র

ভূমিকা ৩৫

প্রথম অধ্যায়: বাইবেল পরিচিতি ৪৫

১. ১. বাইবেল: নামকরণ ও অর্থ ৪৫

১. ১. ১. উৎপত্তি ও অর্থ ৪৫

১. ১. ২. বাইবেল বনাম পবিত্র বাইবেল ৪৫

১. ১. ৩. গ্রিক বনাম হিব্রু ৪৫

১. ১. ৪. বাইবেল বনাম কিতাবুল মোকাদ্দস ৪৬

১. ১. ৫. কী নাম ছিল এ গ্রন্থের যীশুর যুগে? ৪৬

১. ২. বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ৪৭

১. ২. ১. খ্রিষ্টর্মীয় বাইবেলের দু'টা অংশ ৪৭

১. ২. ২. বিভিন্ন প্রকারের বাইবেল ও বিভিন্ন সংখ্যার পুস্তক ৪৭

১. ২. ৩. খ্রিষ্টধর্মীয় পুরাতন নিয়ম বনাম ইহূদী বাইবেল ৪৯

১. ২. ৪. পুরাতন নিয়মের আরো অনেক পুস্তক ৫৫

১. ২. ৫. মূল পুস্তকগুলোর বক্তব্যের পার্থক্য ৫৭

১. ২. ৬. ইহূদী বাইবেল, পুরাতন নিয়ম বনাম তৌরাত ৫৯

১. ৩. বাইবেলের নতুন নিয়ম ৬০

১. ৩. ১. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন নতুন নিয়ম ৬০

১. ৩. ২. নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর তালিকা ৬৫

১. ৩. ৩. নতুন নিয়মের সন্দেহজনক পুস্তকাবলি ৬৭

১. ৩. ৪. নতুন নিয়ম বনাম ইঞ্জিল শরীফ ৭৩

১. ৩. ৫. 'ইঞ্জিল' বনাম 'মতানুসারে ইঞ্জিল' ৭৫

১. ৩. ৬. 'মতানুসারে ইঞ্জিল' ও প্রকৃত ইঞ্জিল ৭৫

১. ৪. বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর বাংলা নাম ৭৬

১. ৪. ১. নামের অনুবাদ ও অনুবাদের হেরফের ৭৬

১. ৪. ২. বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর বিভিন্ন বাংলা নাম ৭৭

১. ৫. বাইবেলের বাংলা অনুবাদের সমস্যা ৮০

১. ৫. ১. হিব্রু, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা বনাম ইংরেজি ভাষা ৮০

১. ৫. ২. ইংরেজি অনুবাদের সমস্যা ৮১

১. ৫. ২. ১. ঈশ্বরগণ বনাম ঈশ্বর ৮১

১. ৫. ২. ২. বাইবেলে থেকে Hell (নরক) চিরবিদায় নিচ্ছে! ৮১

১. ৫. ৩. বাংলা ভাষায় বাইবেল ও অনুবাদের হেরফের ৮৩

১. ৫. ৪. worship অনুবাদের হেরফের ৮৩

১. ৫. ৪. ১. worship শব্দটার আভিধানিক অর্থ ৮৩
১. ৫. ৪. ২. worship শব্দটার বাইবেলীয় অর্থ সাজদা করা ৮৩
১. ৫. ৪. ৩. উবুড় হওয়া ও ইবাদত করা সমার্থক ৮৫
১. ৫. ৪. ৪. worship শব্দটাকে ইবাদত বা পূজা অর্থে ব্যবহার ৮৫
১. ৫. ৪. ৫. worship বিষয়ে বাইবেলীয় বিধান ও রকমারি অনুবাদ ৮৬
১.৫. ৪. ৬. ওয়র্শিপ বা উবুড় হওয়া অর্থ সম্মান দেখানো বা সালাম করা ৮৬
১. ৫. ৪. ৭. যীশুর সাজদাকে উবুড় হওয়া বলা হল ৮৭
১. ৫. ৪. ৮. 'ওয়র্শিপ' বা ইবাদত অর্থ উবুড় হওয়া! ৮৮
১. ৫. ৪. ৯. ওয়র্শিপ বা ইবাদত অর্থ সম্মান দেখানো ৮৮
১. ৫. ৪. ১০. ওয়র্শিপ বা ইবাদত করা অর্থ পা ধরা ৮৯
১. ৫. ৪. ১১. ওয়র্শিপ অর্থ কদমবুসি ৮৯
১. ৫. ৪. ১২. ওয়র্শিপ বা ইবাদত অর্থ সম্মান বা গৌরব ৯০
১. ৫. ৪. ১৩. 'ওয়র্শিপ' বা ইবাদত অর্থ 'ভয় করা'! ৯০
১. ৫. ৪. ১৪. যীশুর ক্ষেত্রে ওয়র্শিপ আবার সেজদা হয়ে গেল ৯০
১. ৫. ৫. wine অনুবাদের হেরফের ৯১
১. ৫. ৫. ১. আঙুরের জুস খেয়েও মানুষ মাতাল হয় ৯১
১. ৫. ৫. ২. আংগুরের রস খেয়ে নবীরা উলঙ্গ হন ও ব্যভিচার করেন! ৯১
১. ৫. ৫. ৩. ফুর্তিতে মাতাল হওয়ার জন্য আংগুরের রস পান করুন ৯১
১. ৫. ৫. ৪. আংগুর রস ভালবাসলে সে কখনো ধনী হতে পারবেন না ৯২
১. ৫. ৫. ৫. সমস্যার সমাধানে ইংরেজি বাইবেল পড়ুন ৯২
১. ৫. ৫. ৬. মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই আংগুর-রস মদে পরিণত হয়! ৯২
১. ৫. ৬. অনুবাদে বিকৃতির আরো কিছু নমুনা ৯৩
১. ৬. পুরাতন নিয়মের সংকলনের বিবর্তন ১০০
১. ৬. ১. তৃতীয় শতাব্দীতে হিব্রু বাইবেল চূড়ান্ত রূপ পায় ১০০
১. ৬. ২. প্রথম শতাব্দীর ইহূদী পণ্ডিত যোসেফাসের তালিকা ১০২
১. ৬. ৩. তৃতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টান পণ্ডিত ওরিগনের তালিকা ১০৩
১. ৭. নতুন নিয়ম সংকলনের বিবর্তন ১০৪
১. ৭. ১. প্রথম শতাব্দীতে কোনো ইঞ্জিল বা নতুন নিয়ম ছিল না ১০৪
১. ৭. ২. পল ও ক্লিমেন্ট ইঞ্জিলীয় যীশু সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন ১০৫
১. ৭. ৩. মথি, মার্ক, পিতর, যাকোব ও অন্যান্য শিষ্যের অবস্থা ১০৮
১. ৭. ৪. দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নতুন নিয়ম গঠনে মতভেদ ১০৯
১. ৭. ৫. সংকলনের ভিত্তি ও গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড ১১০
১. ৭. ৮. বাইবেলের অধ্যায় ও শ্লোক বিন্যাস ১১০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পাণ্ডুলিপি, প্রামাণ্যতা ও অভ্রান্ততা ১১৩
২. ১. ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতার প্রয়োজনীয়তা ১১৩
২. ২. প্রামাণ্যতার ভিত্তিঃ পাণ্ডুলিপি ও লেখক ১১৪
২. ৩. সাহিত্য, উপন্যাস বনাম ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১১৪
২. ৪. প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর পাণ্ডুলিপির অবস্থা ১১৫
২. ৫. তৃতীয় শতাব্দীতে ওরিগনের বক্তব্য ১১৬
২. ৬. পুরাতন নিয়মের প্রাচীনতম হিব্রু পাণ্ডুলিপি ১১৭
২. ৭. নতুন নিয়মের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ১১৮
২. ৮. বাইবেলের প্রাচীনতম গ্রিক পাণ্ডুলিপি ১২০
২. ৮. ১. ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপি ১২০
২. ৮. ২. সিনাইয়ের পাণ্ডুলিপি ১২০
২. ৮. ৩. আলেকজেন্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি ১২১
২. ৮. ৪. ইফ্রমীয় পাণ্ডুলিপি ১২১
২. ৮. ৫. ক্লারমন্টানের পাণ্ডুলিপি ১২১
২. ৮. ৬. পাণ্ডুলিপিগুলোর পুস্তকতালিকার তুলনা ১২২
২. ৯. প্রাচীন পাণ্ডুলিপি প্রামাণ্যতার পক্ষে না বিপক্ষে ১২৫
২. ১০. ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা ও বাইবেলের পুস্তকাদি ১২৭
২. ১১. পুরাতন নিয়মের রচনাকাল ও লেখক ১২৯
২. ১১. ১. তোরাহ বা পঞ্চপুস্তক ১২৯
২. ১১. ১. ১, পাণ্ডুলিপির অবস্থা ১২৯
২. ১১. ১. ২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৩০
২. ১১. ১. ৩. তৌরাতের সাক্ষ্যে তৌরাতের আকৃতি ১৩৬
২. ১১. ১. ৪. যিহিষ্কেলের পুস্তকের সাথে তৌরাতের তুলনা ১৩৭
২. ১১. ১. ৫. প্রচলিত তৌরাতের উপস্থাপনা পদ্ধতি ১৩৭
২. ১১. ১. ৬. বিদ্যমান পুস্তকগুলোর বক্তব্য ও ভুলভ্রান্তি ১৩৭
২. ১১. ১. ৭. ভাষার বিবর্তন ও তৌরাতের ভাষা অধ্যয়ন ১৩৭
২. ১১. ১. ৮. প্রচলিত তৌরাতের রচনাকাল বিষয়ে পাশ্চাত্য গবেষকগণ ১৩৮
২. ১১. ২. যাবূর বনাম গীতসংহিতা ১৩৯
২. ১১. ৩. পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তক ১৪০
২. ১২. ইঞ্জিলগুলোর রচনাকাল ও লেখক ১৪১
২. ১২. ১. ঈসা মাসীহের ভাষা কি ছিল? ১৪১
২. ১২. ২. কোন ভাষায় যীশু তাঁর ইঞ্জিল প্রচার করেন? ১৪৩
২. ১২. ৩. যীশু অ-ইহূদীদের মাঝে ধর্ম প্রচার নিষেধ করেন ১৪৪
২. ১২. ৪. মূল হিব্রু বা আরামীয় থেকে গ্রিক অনুবাদ? ১৪৫

২. ১২. ৪. ১. অনুবাদ ও মূলের মধ্যে পার্থক্য ১৪৬
২. ১২. ৪. ২. যীশুর কথা শিষ্যরাও বুঝতেন না ১৪৭
২. ১২. ৪. ৩. অনুবাদকের পরিচয় ও যোগ্যতা ১৪৮
২. ১২. ৫. যীশু ও শিষ্যদের নামে গ্রিকভাষীদের লেখা পুস্তক? ১৪৮
২. ১২. ৬. হারিয়ে গেল মূল ইঞ্জিল ১৫০
২. ১২. ৬. ১. প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের ইহুদীয় বিশ্বাস ১৫০
২. ১২. ৬. ২. অচীরেই কিয়ামত হওয়ার বিশ্বাস ১৫২
২. ১২. ৬. ৩. বিরুদ্ধমত দমনে নির্মমতা ১৫৩
২. ১২. ৭. ইঞ্জিল লেখকরা ঐশ্বরিক প্রেরণার দাবি করেননি ১৫৪
২. ১২. ৮. প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো বেনামি ১৫৪
২. ১২. ৯. দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ইঞ্জিলগুলো অজ্ঞাত ১৫৬
২. ১২. ১০. সাধু মথির মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল ১৫৯
২. ১২. ১১. সাধু মার্কের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল ১৬৩
২. ১২. ১২. সাধু লূকের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল ১৬৫
২. ১২. ১৩. সাধু যোহনের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল ১৬৮
২. ১২. ১৪. ইঞ্জিলটার ভাষ্যমতে তা যোহনের মৃত্যুর পরে লেখা ১৭০
২. ১২. ১৫. দত্তক পুত্র তত্ত্ব বাতিল করতে বাক্যতত্ত্বীদের রচিত ১৭২
২. ১২. ১৬. তিন ইঞ্জিল বনাম চার ইঞ্জিল ১৭৪
২. ১২. ১৭. মতানুসারে ইঞ্জিলগুলোর মূল পাঠ হারিয়ে গিয়েছে ১৭৬
২. ১৩. নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তক ১৭৭
২. ১৩. ১. লূক ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ ১৭৭
২. ১৩. ২. যোহন ও নতুন নিয়মের ৫টা পুস্তক ১৭৮
২. ১৩. ৩. পল ও নতুন নিয়মের ১৪টা পুস্তক ১৮০
২. ১৩. ৪. পলীয় পত্রাবলির রচয়িতা প্রসঙ্গে গবেষকগণ ১৮৪
২. ১৩. ৫. যাকোব ১৮৫
২. ১৩. ৬. পিতর ১৮৭
২. ১৩. ৭. যিহুদা ১৮৮
২. ১৪. বাইবেলের অভ্রান্ততা ১৮৯
২. ১৪. ১. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য ১৮৯
২. ১৪. ১. ১. যীশু ও প্রেরিতগণের নীরবতা ও সরব সাক্ষ্য ১৮৯
২. ১৪. ১. ২. তাওরাত ও নবীদের স্থায়িত্বের ভবিষ্যদ্বাণী ১৯০
২. ১৪. ২. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা ১৯০
২. ১৪. ২. ১. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য প্রমাণিত নয় ১৯০
২. ১৪. ২. ২. বিদ্যমানতার সাক্ষ্য অভ্রান্ততার নয় ১৯১

২. ১৪. ২. ৩. কোন্ বাইবেল? প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, অর্থোডক্স বা গ্রিক? ১৯১
২. ১৪. ২. ৪. বিধান পালনের নির্দেশ লিখিত রূপের অভ্রান্ততা নয় ১৯১
২. ১৪. ২. ৫. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য বিকৃতিকে নিশ্চিত করে ১৯১
২. ১৪. ২. ৬. যীশু ও প্রেরিতগণের উদ্ধৃতি বিকৃতি প্রমাণ করে ১৯২
২. ১৪. ২. ৭. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্যে নতুন নিয়ম ধর্মগ্রন্থ নয় ১৯২
২. ১৪. ৩. অভ্রান্ততা বিষয়ে পিতরের বক্তব্য ১৯২
২. ১৪. ৪. পিতরের বক্তব্য পর্যালোচনা ১৯৩
২.১৪.৪.১. সঠিক ও জাল ধর্মগ্রন্থের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য ১৯৩
২.১৪.৪.২. প্রেরিতগণ নিজেদেরকে ভাববাদী বলে বিশ্বাস করতেন না ১৯৩
২.১৪.৪.৩. প্রেরিতগণ অধিকাংশ কথা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখেননি ১৯৪
২.১৪.৪.৪. যীশুর শিষ্যরা প্রেরিতগণের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেননি ১৯৪
২.১৪.৪.৫. বাইবেল পিতরের বক্তব্য অসত্য বলে প্রমাণ করে ১৯৫
২. ১৪. ৫. অভ্রান্ততা বিষয়ে পলের বক্তব্য ১৯৭
২. ১৪. ৬. সাধু পলের বক্তব্য পর্যালোচনা ১৯৭
২.১৪.৬.১. প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি বনাম শাস্ত্রের সকল কথা ১৯৭
২.১৪.৬.২. পল শুধু পুরাতন নিয়মকেই 'পাক কিতাব' বলে গণ্য করেছেন ১৯৭
২.১৪.৬.৩. পল নিজেই অনেক ধর্মগ্রন্থ জাল বলে উল্লেখ করেছেন ১৯৮
২.১৪.৬.৪. প্রশ্ন থেকেই গেল: কোন্ পাক কিতাব? ১৯৯
২.১৪.৬.৫. পলের কথায় নতুন নিয়ম ছাড়া সকল ধর্মগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ১৯৯
২. ১৪. ৭. বাইবেল বিকৃতি সম্পর্কে বাইবেলের সাক্ষ্য ২০০
২. ১৪. ৮. বাইবেল বিকৃতিতে অধ্যাপকদের লেখনি ২০১
তৃতীয় অধ্যায়: বৈপরীত্য ২০৫
৩. ১. বৈপরীত্যের প্রকার ও মাত্রা ২০৫
৩. ১. ১. যীশুর সমর্পণ বিষয়ক বৈপরীত্য ২০৫
৩. ১. ২. ঈশ্বর করুণা করেন এবং করেন না ২০৭
৩. ১. ৩. ঈশ্বরের ভয় বনাম ঈশ্বরের প্রেম ২০৭
৩. ১. ৪. ভাল কর্ম প্রকাশ্যে অথবা গোপনে পালন ২০৮
৩. ১. ৫. ঈশ্বর না শয়তান? ২০৮
৩. ২. তাওরাত ও পুরাতন নিয়মের কিছু বৈপরীত্য ২০৯
৩. ২. ১. সৃষ্টির ক্রম বর্ণনায় বৈপরীত্য ২০৯
৩. ২. ২. সৃষ্টিজগত ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মঙ্গলময় না অমঙ্গলময়? ২১০
৩. ২. ৩. নূহের (আ) নৌকায় কত জোড়া প্রাণী ছিল? ২১১
৩. ২. ৪. বনি-ইসরাইরা মিসরে কতদিন ছিল? ২১১
৩. ২. ৫. মোশি মহা-বিনয়ী না মহা কঠোর? ২১২

৩. ২. ৬. যিহোশূয়ের পুস্তকের দু' অধ্যায়ের বৈপরীত্য ২১২
৩. ২. ৭. হেবরন দখল করলেন কে? যিহোশূয় না কালেব? ২১২
৩. ২. ৮. দ্বিতীয় বিবরণের সাথে যিহোশূয়ের বৈপরীত্য ২১৩
৩. ২. ৯. একটা বাক্যের মধ্যে অদ্ভুত বৈপরীত্য ২১৩
৩. ২. ১০. তালুত দাউদকে চিনতেন অথবা চিনতেন না? ২১৩
৩. ২. ১১. জালুতকে হত্যা করল কে? দাউদ না ইলহানন? ২১৪
৩. ২. ১২. কর্তিত পুরুষাঙ্গের সংখ্যা ১০০ না ২০০? ২১৪
৩. ২. ১৩. তালুতের মেয়ে মীখলের সন্তান ছিল অথবা ছিল না? ২১৫
৩. ২. ১৪. বংশাবলির দুটো অধ্যায়ের মধ্যে বৈপরীত্য ২১৫
৩. ২. ১৫. বিন ইয়ামীনের সন্তানদের নাম ও সংখ্যায় বৈপরীত্য ২১৬
৩. ২. ১৬. দাউদের বীরদের বর্ণনায় বৈপরীত্য ২১৬
৩. ২. ১৭. ইস্রায়েল ও যিহূদার সৈনিকদের সংখ্যার বৈপরীত্য ২১৬
৩. ২. ১৮. দাউদের শাস্তি ৩ না ৭ বছরের দুর্ভিক্ষ? ২১৬
৩. ২. ১৯. দাউদের বন্দীদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য ২১৭
৩. ২. ২০. দাউদ-যোদ্ধা কর্তৃক নিহতদের সংখ্যায় বৈপরীত্য ২১৭
৩. ২. ২১. দাউদ কর্তৃক নিহতদের বর্ণনায় বৈপরীত্য ২১৮
৩. ২. ২২. অবিয় রাজার মাতার নাম কী ছিল? ২১৮
৩. ২. ২৩. চার হাজার ও চল্লিশ হাজারের বৈপরীত্য ২১৮
৩. ২. ২৪. তেত্রিশ হাজার ও ছত্রিশ হাজারের বৈপরীত্য ২১৯
৩. ২. ২৫. দু' হাজার ও তিন হাজারের বৈপরীত্য ২১৯
৩. ২. ২৬. শলোমনের প্রধান অধ্যক্ষ কত জন ছিলেন? ২১৯
৩. ২. ২৭. অহসিয় ২২ না ৪২ বছর বয়সে রাজা হলেন? ২১৯
৩. ২. ২৮. যিহোয়াখীন ১৮ না ৮ বছরে রাজা হলেন? ২২০
৩. ২. ২৯. মৃত্যুর দশ বছর পর যুদ্ধ যাত্রা করলেন? ২২১
৩. ২. ৩০. ইয্রা ও নহিমিয়ের বৈপরীত্য ২২১
৩. ২. ৩১. গণনা পুস্তকের সাথে যিহিস্কেলের বৈপরীত্য ২২২
৩. ২. ৩২. ঈশ্বরের ক্রোধ অস্থায়ী না চিরস্থায়ী ২২২
৩. ২. ৩৩. যাজক-পাদরিরা কুমারী না বেশ্যা বিবাহ করবেন? ২২৩
৩. ৩. তাওরাতের বিভিন্ন সংস্করণের বৈপরীত্য ২২৩
৩. ৩. ১. প্লাবন-পূর্ব মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য ২২৪
৩. ৩. ২. প্লাবন পরবর্তী মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য ২২৪
৩. ৩. ৩. বেদি-পর্বতের নামকরণে বৈপরীত্য ২২৫
৩. ৩. ৪. না বনাম হ্যাঁ ২২৫
৩. ৪. ইঞ্জিল ও নতুন নিয়মের কিছু বৈপরীত্য ২২৫

৩. ৫. যীশুর জীবন ও কর্মে ইঞ্জিলীয় বৈপরীত্য ২২৬
৩. ৫. ১. পিতার ঔরসে না পাক-রূহের শক্তিতে? ২২৬
৩. ৫. ২. যীশুর বংশ-তালিকায় মথি ও লূকের বহুবিধ বৈপরীত্য ২২৭
৩. ৫. ৩. যীশুর বংশ-তালিকায় নতুন ও পুরাতনের বৈপরীত্য ২২৮
৩. ৫. ৪. যীশুর জন্ম তারিখ বিষয়ে বৈপরীত্য ২৩১
৩. ৫. ৫. যীশুর জন্মস্থান বিষয়ক বৈপরীত্য ২৩২
৩. ৫. ৬. যীশুর জন্ম-পরবর্তী ঘটনা বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৩৩
৩. ৫. ৭. যীশু যোহন কর্তৃক বাপ্তাইজ হয়েছিলেন কি না? ২৩৪
৩. ৫. ৮. যোহন বাপ্তাইজক কখন চিনলেন যীশুকে? ২৩৫
৩. ৫. ৯. বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর তিনদিন যীশু কোথায় ছিলেন? ২৩৫
৩. ৫. ১০. শয়তানের পরীক্ষার পর যীশু কোথায় গেলেন? ২৩৬
৩. ৫. ১১. যোহন বাপ্তাইজকের গ্রেফতারের পূর্বে না পরে? ২৩৬
৩. ৫. ১২. অলৌকিক খাদ্যের পর জনতার মূল্যায়ন ২৩৭
৩. ৫. ১৩. অলৌকিক খাদ্য প্রদানের স্থান বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৩৮
৩. ৫. ১৪. খাদ্য প্রদানের পর যীশু ও শিষ্যরা কোথায় গেলেন ২৩৮
৩. ৫. ১৫. শূকরপালের গণ-আত্মহত্যা কোথায় ঘটেছিল ২৪০
৩. ৫. ১৬. যীশুর প্রথম গণভাষণ সমতলে না পর্বতে? ২৪২
৩. ৫. ১৭. পর্বতের আশীর্বাদগুলো কী এবং কতগুলো? ২৪৩
৩. ৫. ১৮. যীশুর যেরুজালেম যাত্রার বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৪৩
৩. ৫. ১৯. ডুমুর গাছ কখন শুকালো? তৎক্ষণাৎ না পরদিন? ২৪৩
৩. ৫. ২০. যীশুর উপদেশ বর্ণনায় মথি ও লূকের বৈপরীত্য ২৪৩
৩. ৫. ২১. গর্দভী ও গর্দভশাবক না শুধু গর্দভশাবক? ২৪৪
৩. ৫. ২২. শিষ্যদের সাথে সাক্ষাতের বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৪৪
৩. ৫. ২৩. অধ্যক্ষ-কন্যাকে জীবিত করার বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৪৫
৩. ৫. ২৪. শতপতির দাসকে সুস্থ করার বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৪৫
৩. ৫. ২৫. যীশুর বিতর্কের তারিখ বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৪৬
৩. ৫. ২৬. যীশুর কার্য বর্ণনার ক্রমবিন্যাসে বৈপরীত্য ২৪৬
৩. ৫. ২৭. যীশুর কার্য বিবরণীতে মার্ক ও মথির বৈপরীত্য ২৪৬
৩. ৫. ২৮. যীশুর কার্যাবলি বর্ণনায় মথি ও লূকের বৈপরীত্য ২৪৭
৩. ৫. ২৯. প্রেরিতদের লাঠি রাখার আদেশ ও নিষেধ! ২৪৭
৩. ৫. ৩০. ভূতে ধরা মেয়েটার মাতার পরিচয়ে বৈপরীত্য ২৪৭
৩. ৫. ৩১. যীশু কর্তৃক রোগমুক্তদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৪৭
৩. ৫. ৩২. যীশু ক'জনকে দৃষ্টি দান করলেন? ২৪৭
৩. ৫. ৩৩. যীশুর দেহে সুগন্ধি ঢালার বর্ণনায় বহুবিধ বৈপরীত্য ২৪৮

৩. ৫. ৩৪. ধর্মধামের প্রতিবাদ প্রচারের শুরুতে না শেষে? ২৪৮
৩. ৫. ৩৫. যীশু কত বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন? ২৪৯
৩. ৫. ৩৬. নিস্তারপর্ব ও প্রভুর ভোজের বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৪৯
৩. ৫. ৩৭. রুটিতে হাত ডুবাল কে? যীশু না যিহূদা? ২৪৯
৩. ৫. ৩৮. কেউ জিজ্ঞাসা করেননি? নাকি করেছিলেন? ২৫০
৩. ৫. ৩৯. যীশু অলৌকিক কাজ প্রকাশ না গোপন করতেন? ২৫০
৩. ৫. ৪০. অলৌকিক কর্ম বিশ্বাসকে সহজ না কঠিন করতে? ২৫২
৩. ৬. যীশুর ক্রুশে মৃত্যু প্রসঙ্গে ইঞ্জিলীয় বৈপরীত্য ২৫৩
৩. ৬. ১. এহুদা ষড়যন্ত্র শুরু করল ভোজের আগে না পরে? ২৫৪
৩. ৬. ২. যীশু বিশ্বাসঘাতকতার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কখন? ২৫৪
৩. ৬. ৩. যীশুর গ্রেফতারে এহুদার অবস্থা বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৫৫
৩. ৬. ৪. পিতরের অস্বীকারের বর্ণনায় ৮টা বৈপরীত্য ২৫৫
৩. ৬. ৫. ইষ্করিয়োতীয় যিহূদার মৃত্যুর বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৫৬
৩. ৬. ৬. ইহূদীরা যীশুকে জেরা করলেন রাতে না সকালে? ২৫৭
৩. ৬. ৭. জেরা করলেন কে? মহাপুরোহিত না মহাসভা? ২৫৭
৩. ৬. ৮. কোন্ অভিযোগে ইহূদীরা যীশুর বিচার করলেন? ২৫৮
৩. ৬. ৯. ঈশ্বরের পুত্র হওয়া প্রশংসনীয় না মৃত্যুযোগ্য অপরাধ? ২৫৯
৩. ৬. ১০ ইহূদীরা বিচার না জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন? ২৬২
৩. ৬. ১১. পীলাতের নিকট অভিযোগ ও যীশুর বক্তব্যে বৈপরীত্য ২৬২
৩. ৬. ১২. হেরোদ এন্টিপাসও কি যীশুর বিচার করেছিলেন? ২৬৩
৩. ৬. ১৩. উপহাসকারীদের বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৬৪
৩. ৬. ১৪. যীশুর ক্রুশবহনকারীর বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৬৪
৩. ৬. ১৫. যীশুর মাথায় টাঙানো বিবরণে কী লেখা ছিল? ২৬৪
৩. ৬. ১৬. সৈন্যরা যীশুকে কী রঙের পোশাক পরাল? ২৬৪
৩. ৬. ১৭. ক্রুশে চড়ানোর সময় বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৬৫
৩. ৬. ১৮. যীশুর শেষ পানীয়ের বিবরণে বৈপরীত্য ২৬৫
৩. ৬. ১৯. দস্যুদ্বয়ের তিরস্কার বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৬৬
৩. ৬. ২০. যীশুর শেষ বক্তব্য বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৬৬
৩. ৬. ২১. যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তারিখ বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৬৬
৩. ৬. ২২. উপস্থিত মহিলাদের পরিচয় ও অবস্থান ২৬৭
৩. ৬. ২৩. পুরুষ শিষ্যরা কেউ কি ক্রুশের সময় ছিলেন? ২৬৮
৩. ৬. ২৪. যীশুকে কবর দিলেন কে? ২৬৯
৩. ৭. যীশুর পুনুরুত্থানের বর্ণনায় ইঞ্জিলীয় বৈপরীত্য ২৭০
৩. ৭. ১. সূর্যোদয়ের পরে না আঁধার থাকতে? ২৭০

৩. ৭. ২. একজন, দুজন, তিনজন না অনেক মহিলা? ২৭১
৩. ৭. ৩. কবর তাদের সামনে খোলা হল না খোলাই ছিল? ২৭১
৩. ৭. ৪. কোথায় ছিলেন ফেরেশতা? ২৭১
৩. ৭. ৫. ফেরেশতা একজন না দুজন ছিলেন? ২৭১
৩. ৭. ৬. ফেরেশতা বসে ছিলেন না হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়ালেন? ২৭২
৩. ৭. ৭. জীবিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মহিলারা কী করলেন? ২৭২
৩. ৭. ৮. মহিলারা কবরে ঢুকলেন না দৌড়ে ফিরে গেলেন ২৭২
৩. ৭. ৯. ভয় মিশ্রিত মহানন্দে না মহা-আতঙ্কে ফিরে গেলেন? ২৭২
৩. ৭. ১০. প্রথম কারা প্রবেশ করলেন? মহিলারা না পুরুষরা? ২৭৩
৩. ৭. ১১. একজন শিষ্য কবরে ঢুকলেন না দুজন? ২৭৩
৩. ৭. ১২. যীশু প্রথম কাকে কোথায় সাক্ষাৎ দিলেন? ২৭৩
৩. ৭. ১৩. কয় দিনে কতবার কোথায় কার সাথে সাক্ষাৎ? ২৭৫
৩. ৭. ১৪. যীশু মোট কতজনকে সাক্ষাৎ দেন? ২৭৭
৩. ৭. ১৫. সাক্ষাতের স্থানগুলোর বর্ণনায় বৈপরীত্য ২৭৮
৩. ৭. ১৬. পুনরুত্থানের কত দিন পর যীশু স্বর্গে গমন করেন? ২৭৯
৩. ৭. ১৭. ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে যীশুর প্রেরিত ছিলেন কতজন? ২৭৯
৩. ৭. ১৮. কোথা থেকে স্বর্গারোহণ?। ২৭৯
৩. ৮. পুনরুত্থান জগাখিচুড়ি: স্কট বিডস্ট্রাপ ২৮০
৩. ৯. নতুন ও পুরাতনের অন্যান্য বৈপরীত্য ২৮৩
৩. ৯. ১. মন্দ আত্মা দ্বারা অলৌকিক কর্ম সম্ভব বা সম্ভব নয় ২৮৩
৩. ৯. ২. ঈশ্বরকে দেখা বা শোনা যায় না অথবা যায়? ২৮৪
৩. ৯. ৩. ঈশ্বর কাউকে পরীক্ষা করেন অথবা করেন না? ২৮৬
৩. ৯. ৪. প্রত্যেকেই পাপ করে? না কিছু মানুষ পাপ করে না? ২৮৬
৩. ৯. ৫. বিবাহ ঈশ্বরের অনুগ্রহের উৎস না অনুগ্রহে বাধা ২৮৬
৩. ৯. ৬. নিরপেক্ষ কি পক্ষে না বিপক্ষে ২৮৭
৩. ৯. ৭. পিতা ও পুত্র এক, পৃথক অথবা বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ২৮৮
৩. ৯. ৮. যীশুর আগমন শান্তি না অশান্তির জন্য? ২৯০
৩. ৯. ৯. শুধু খ্রিষ্টানরা না সকল সৎ মানুষই মুক্তি পাবেন?। ২৯০
৩. ৯. ১০. যীশু মানুষদের বিচার করবেন অথবা করবেন না? ২৯১
৩. ৯. ১১. যীশুর আগমন তৌরাত প্রতিষ্ঠা না বাতিল করতে? ২৯২
৩. ৯. ১২. তাওরাত পালন মুক্তির সহায়ক না বাধা?। ২৯৪
৩. ৯. ১৩. বিশ্বাসেই মুক্তি না কর্মেরও প্রয়োজন? ২৯৪
৩. ৯. ১৪. শরীয়তমুক্ত ঈমানের সাথে পাপ করলে মুক্তি না শাস্তি? ২৯৭
৩. ৯. ১৫. সকল ক্ষমতা ঈশ্বরের না যীশুরও ক্ষমতা আছে? ২৯৮

৩. ৯. ১৬. শুধু ১,৪৪,০০০ কুমার পুরুষ না সবাই বেহেশতী? ২৯৮
৩. ৯. ১৭. যীশুর তিরোধানের পূর্বে পবিত্র আত্মার আগমন? ২৯৯
৩. ৯. ১৮. শিষ্যরা পবিত্র আত্মা লাভ করলেন কখন? ৩০০
৩. ৯. ১৯. নিজের বিষয়ে যীশুর সাক্ষ্যের সত্যতা ৩০০
৩. ৯. ২০. নারীর জন্য শুধু প্রসব বেদনা না ধার্মিকতাও জরুরী? ৩০০
৩. ৯. ২১. তলোয়ার বা অস্ত্র ধারণের আদেশ ও নিষেধ ৩০১
৩. ৯. ২২. যোহন বাপ্তাইজক ইলিয়াস অথবা ইলিয়াস নন ৩০২
৩. ৯. ২৩. হেরোদ যোহনকে কারারুদ্ধ করলেন কেন? ৩০৩
৩. ৯. ২৪. যোহন বাপ্তাইজকের খাদ্য বর্ণনায় বৈপরীত্য ৩০৩
৩. ৯. ২৫. সাধু পলের মন পরিবর্তনের বর্ণনায় বহুবিধ বৈপরীত্য ৩০৩
৩. ৯. ২৬. দুষ্ট ধার্মিকের প্রায়শ্চিত্ত না ধার্মিক দুষ্টের প্রায়শ্চিত্ত? ৩০৪
৩. ৯. ২৭. তোরাহ ও ব্যবস্থা দোষযুক্ত না দোষমুক্ত? ৩০৫
৩. ৯. ২৮. যীশুর শিষ্যদের কেউ বিনষ্ট হবেন বা হবেন না? ৩০৫
৩. ৯. ২৯. ঈশ্বর নিরপেক্ষ না পক্ষপাতিত্ব করেন? ৩০৫
৩. ৯. ৩০. ঈশ্বর মানুষের পরিত্রাণ না বিভ্রান্তি চান? ৩০৭
৩. ৯. ৩১. মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম পুনরুত্থিত হন কে? ৩০৭
৩. ৯. ৩২. কবরস্থ ব্যক্তি জীবিত হন অথবা হন না ৩০৮
৩. ৯. ৩৩. ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের নামকরণে বৈপরীত্য ৩০৮
৩. ৯. ৩৪. অবরাহামে পুত্র একজন না দুজন? ৩০৯
৩. ৯. ৩৫. খতনা মুক্তির চিরস্থায়ী বিধান না চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধক ৩১০
৩. ৯. ৩৬. আদমের পাপে কত জনের মৃত্যু? ৩১২
৩. ৯. ৩৭. পাপের জন্য রক্তপাত না তাওবা ও নেক কর্ম? ৩১৪
৩. ৯. ৩৮. সরাসরি না ত্রাণকর্তার মধ্যস্থতায়? ৩১৪
৩. ৯. ৩৯. শনিবার পালন চিরস্থায়ী না অস্থায়ী বিধান? ৩১৫
৩. ৯. ৪০. খাদ্য নিষেধাজ্ঞা ঐশ্বরিক না মানবীয় বিধান ৩১৬
৩. ৯. ৪১. ঈশ্বরের বাক্য অভ্রান্ত না ভ্রান্তিজড়িত ৩১৭
৩. ৯. ৪২. ঈশ্বর মিথ্যা বলেন অথবা বলেন না? ৩১৯
৩. ৯. ৪৩. যীশু পাপ বহন করবেন না সকল পাপের শাস্তি হবে ৩২০
৩. ৯. ৪৪. যীশুর বোঝা হালকা না ভারী? ৩২২
৩. ৯. ৪৫. যীশুকে প্রভু বলাই কি পাক-রূহ পাওয়ার প্রমাণ? ৩২৪
৩. ৯. ৪৬. পৃথিবী চিরস্থায়ী না অস্থায়ী ৩২৪
৩. ৫. ৪৭. যীশুর পাশে বসার আবেদন করলেন কে? ৩২৫
৩. ৯. ৪৮. শয়তানরা বন্দী না মুক্ত? ৩২৫
৩. ৯. ৪৯. সাপের মত হওয়া প্রশংসনীয় না নিন্দনীয় ৩২৬

৩. ৯. ৫০. পিতর স্বর্গরাজ্যের মালিক না দূরকৃত শয়তান? ৩২৬
৩. ৯. ৫১. যীশুর জামাতের প্রথম ভিত্তি পিতর না যাকোব? ৩২৭
৩. ৫. ৫২. যীশুর করগ্রাহক শিষ্যের নামে বৈপরীত্য ৩২৭
৩. ৫. ৫৩. প্রেরিতগণের নামের তালিকায় বৈপরীত্য ৩২৮
৩. ৯. ৫৪. প্রচারের নির্দেশ: বৈপরীত্য, পরিবর্তন না সংযোজন? ৩২৯
৩. ১০. বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা ৩৩১
৩. ১০. ১. বৈপরীত্য ব্যাখ্যার সাধারণ পদ্ধতিসমূহ ৩৩১
৩. ১০. ২. আনুমানিক সমাধানের কয়েকটা নমুনা ৩৩৪
৩. ১০. ৩. যীশুর বংশতালিকার বৈপরীত্য ব্যাখ্যা ৩৩৭
চতুর্থ অধ্যায়: ভুলভ্রান্তি ৩৪১
৪. ১. তৌরাত ও পুরাতন নিয়মের কিছু ভুলভ্রান্তি ৩৪১
৪. ১. ১. ফল ভোজনেই আদমের নিশ্চিত মৃত্যু ৩৪১
৪. ১. ২. মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর ৩৪১
৪. ১. ৩. নূহ (আ) এর নৌকার আয়তন ৩৪২
৪. ১. ৪. বনি ইসরাইলের মিসরে অবস্থানকাল ৩৪৩
৪. ১. ৫. খরগোশ জাবর কাটে না! ৩৪৩
৪. ১. ৬. বাদুর পাখি নয়! ৩৪৪
৪. ১. ৭. ভাবীকে বিবাহ করলে মৃত্যু বা নিঃসন্তান থাকা! ৩৪৫
৪. ১. ৮. ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল ৩৪৫
৪. ১. ৯. আমালেকের স্মৃতি চিরতরে মুছে দেওয়া ৩৪৭
৪. ১. ১০. যে ভুলের জন্য দাউদের পুত্রত্ব ও খ্রিষ্টত্ব বাতিল ৩৪৭
৪. ১. ১১. যে ভুলের কারণে যীশুর খ্রিষ্টত্ব বাতিল ৩৪৮
৪. ১. ১২. বৈত-শেমশ গ্রামের নিহতদের সংখ্যা ৩৪৯
৪. ১. ১৩. শলোমনের মন্দিরের বারান্দা উচ্চতা ৩৫০
৪. ১. ১৪. অবিয় ও যারবিয়ামের সৈন্যসংখ্যা ৩৫০
৪. ১. ১৫. এক দেশের রাজাকে অন্য দেশের রাজা বলা ৩৫০
৪. ১. ১৬. চাচা ভাই হয়ে গেলেন ৩৫১
৪. ১. ১৭. যিহোয়াকীমের পরিণতি ৩৫১
৪. ১. ১৮. নীল নদ শুকিয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ৩৫১
৪. ১. ১৯. দামেস্ক আর শহর না থাকার ভবিষ্যদ্বাণী ৩৫২
৪. ১. ২০. আহস রাজা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী ৩৫২
৪. ১. ২১. টায়ার শহর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী ৩৫৩
৪. ১. ২২. মিসর বিষয়ে যিহিষ্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী ৩৫৪
৪. ২. ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান কিছু ভুলভ্রান্তি ৩৫৫

৪. ২. ১. যাকোব কুলের উপর যীশুর রাজত্ব ৩৫৫
৪. ২. ২. মরিয়মের পুত্রের নাম যীশু না ইম্মানুয়েল? ৩৫৫
৪. ২. ৩. একচল্লিশকে বিয়াল্লিশ বানানো ৩৫৬
৪. ২. ৪. যীশুর পিতামাতার বৈৎলেহমে গমন ৩৫৬
৪. ২. ৫. রাজা হেরোদের শিশু গণহত্যা ৩৫৮
৪. ২. ৬. হোশেয়র ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর জন্য? ৩৬০
৪. ২. ৭. শিশু-গণহত্যা বিষয়ে যিরমিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ৩৬২
৪. ২. ৮. যোহন বাপ্তাইজক কখন মৃত্যুবরণ করেন? ৩৬৩
৪. ২. ৯. টায়ার থেকে সীদোন হয়ে গালীলে যাওয়া ৩৬৩
৪. ২. ১০. খাওয়ার আগে সকল ইহূদীর হাত ধোয়া ৩৬৪
৪. ২. ১১. ইহূদী স্ত্রীর স্বামীকে তালাক দেওয়া ৩৬৪
৪. ২. ১২. পাহাড় বা বৃক্ষকে সমুদ্রে পাঠানো ৩৬৫
৪. ২. ১৩. সাপ বা বিষে ক্ষতি না হওয়া ৩৬৫
৪. ২. ১৪. শত্রুর উপর ও সকল কিছুর উপর ক্ষমতা ৩৬৬
৪. ২. ১৫. কবর থেকে মৃতদের বেরিয়ে আসা ও অন্যান্য ৩৬৬
৪. ২. ১৬. ইউনুস নবীর মুজিযা দেখানো ৩৬৭
৪. ২. ১৭. শলোমনের মন্দির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী ৩৬৮
৪. ২. ১৮. ধর্মধাম ধ্বংসের পরেই যীশুর পুনরাগমন ৩৭০
৪. ২. ১৯. শিষ্যদের জীবদ্দশায় কিয়ামতের কথা ৩৭১
৪. ২. ২০. বার শিষ্যের বার সিংহাসনের ভবিষ্যদ্বাণী ৩৭৩
৪. ২. ২১. স্বর্গ উন্মুক্ত ও ফিরিশিতাদের উঠানামা ৩৭৩
৪. ২. ২২. যীশুর পূর্বে কারো স্বর্গে না উঠা ৩৭৩
৪. ২. ২৩. পবিত্র আত্মার সহায়তার প্রতিশ্রুতি ৩৭৪
৪. ২. ২৪. মহাযাজকের রুটি খাওয়ার বর্ণনা ৩৭৫
৪. ২. ২৫. মরা বীজ কি ফসল ফলায়? ৩৭৬
৪. ২. ২৬. সরিষা-দানা সবচেয়ে ছোট ও শাক জাতীয়? ৩৭৭
৪. ২. ২৭. বৈৎসৈদা গালীল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ৩৭৮
৪. ২. ২৮. ক্রুশারোহণের দিনেই স্বর্গে গমন ৩৭৮
৪. ২. ২৯. কায়াফার ভাববাদিত্ব ও ভাববাণী ৩৭৯
৪. ২. ৩০. শতগুণ পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রীপুত্র ও সম্পদ লাভ! ৩৮০
৪. ২. ৩১. যীশুর স্বজনদের অবিশ্বাস! ৩৮০
৪. ২. ৩২. মাতার সাথে যীশুর অশোভন আচরণ ৩৮১
৪. ২. ৩৩. যীশুর দুর্বোধ্যতা বা অবোধ্যতা ৩৮২
৪. ২. ৩৪. শিষ্যদের অবিশ্বাস অবিশ্বাস্য ৩৮২

৪. ৩. নতুন নিয়মের অন্যান্য কিছু ভুলভ্রান্তি ৩৮৯
৪. ৩. ১. নিজেদের জীবদ্দশায় যীশুর পুনরাগমন ৩৮৯
৪. ৩. ২. তৌরাতের বিষয়ে নতুন নিয়মের বর্ণনা ৩৯০
৪. ৩. ৩. পুনরুত্থানের পর বারো প্রেরিতকে দেখা দেওয়া ৩৯১
৪. ৩. ৪. পুরাতন নিয়মের বক্তব্যের ভুল অর্থ গ্রহণ ৩৯২
পঞ্চম অধ্যায়: বিকৃতি ৩৯৭
৫. ১. বিকৃতির প্রাচুর্য ও ওযরখাহি ৩৯৭
৫. ১. ১. মোশির পুস্তকের মধ্যে তাঁর ৪০০ বছর পরের কথা ৩৯৭
৫. ১. ২. মোশির পরের যুগের ঘটনা তাঁর পুস্তকের মধ্যে ৩৯৮
৫. ১. ৩. মোশির পুস্তকের মধ্যে অন্য ঐশী পুস্তকের উদ্ধৃতি ৩৯৮
৫. ১. ৪. 'অদ্য পর্যন্ত' সংযোজন ৩৯৯
৫. ১. ৫. মোশির তৌরাতে তাঁর মৃত্যু ও কবর হারানোর কাহিনী ৩৯৯
৫. ১. ৬. যিহোশূয়ের পুস্তকে তাঁর মৃত্যু ও পরবর্তী ঘঁনা ৩৯৯
৫. ২. নতুন নিয়মে পুরাতন নিয়মের পাঠ বিকৃতি ৪০০
৫. ২. ১. মালাখির উদ্ধৃতিতে ইঞ্জিলগুলোর বিকৃতি ৪০১
৫. ২. ২. মীখার উদ্ধৃতিতে মথির বিকৃতি ৪০১
৫. ২. ৩. যিশাইয়র উদ্ধৃতিতে পলের বিকৃতি ৪০২
৫. ২. ৪. গণনাপুস্তকের উদ্ধৃতিতে পলের বিকৃতি ৪০২
৫. ২. ৫. আদিপুস্তকের উদ্ধৃতিতে প্রেরিত পুস্তকের বিকৃতি ৪০২
৫. ২. ৬. গীতসংহিতার উদ্ধৃতিতে ইব্রীয় পুস্তকের বিকৃতি ৪০৩
৫. ২. ৭. যিশাইয়র উদ্ধৃতিতে মথির বিকৃতি ৪০৫
৫. ২. ৮. ইলিয়াসের অনাবৃষ্টির বর্ণনায় লূক ও ইয়াকুবের বিকৃতি ৪০৮
৫. ২. ৯. ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা বিষয়ক মথির উদ্ধৃতি বিকৃত ৪০৮
৫. ২. ১০. গীতসংহিতার উদ্ধৃতিতে প্রেরিতের বিকৃতি ৪১০
৫. ২. ১১. অ-ইহূদীদের দীক্ষায় আমোষের বক্তব্যের বিকৃতি ৪১৩
৫. ২. ১২. তৌরাত পালনকারীকে অভিশপ্ত প্রমাণে পলের বিকৃতি ৪১৪
৫. ২. ১৩. নাসরতীয় যীশু বিষয়ক উদ্ধৃতিতে মথির বিকৃতি ৪১৬
৫. ২. ১৪. ঈমান বিষয়ে যীশুর মুখে পাক-কিতাবের উদ্ধৃতি ৪১৬
৫. ২. ১৫. শনিবার লঙ্ঘন বিষয়ে যীশুর মুখে তৌরাতের উদ্ধৃতি ৪১৭
৫. ২. ১৬. শিষ্যদের রক্ষায় যীশুর মুখে পাক কিতাবের উদ্ধৃতি ৪১৭
৫. ২. ১৭. যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে পাক কিতাবের উদ্ধৃতি ৪১৭
৫. ২. ১৮. পাক রূহ ও আল্লাহর রহমত বিষয়ে যাকোবের উদ্ধৃতি ৪১৭
৫. ২. ১৯. খ্রিষ্টের দুঃখভোগ বিষয়ক উদ্ধৃতি ৪১৮
৫. ৩. নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান স্বীকৃত বিকৃতি ৪১৯

৫. ৩. ১. পবিত্র পুস্তকে একটি বাক্যের বিভিন্ন অবস্থা ৪১৯
৫. ৩. ২. মথি ২০ অধ্যায়ের সংযোজিত ও বিয়োজিত রূপ ৪২০
৫. ৩. ৩. মথির ইঞ্জিলে বিয়োজনের বিকৃতি ৪২০
৫. ৩. ৪. মার্কের ইঞ্জিলের সংযোজিত শ্লোকমালা ৪২১
৫. ৩. ৫. লূক ৯/৫৫-৫৬ বাংলা বাইবেলগুলোয় বিভিন্ন রকম ৪২৩
৫. ৩. ৬. লূকের ইঞ্জিলের মধ্যে দুটি সংযোজিত শব্দ ৪২৪
৫. ৩. ৭. যোহনের ইঞ্জিলের মধ্যে একটা সংযোজিত গল্প ৪২৫
৫. ৩. ৮. ইয়েট (yet) বা 'এখনো' সংযোজন ৪২৭
৫. ৩. ৯. মানুষের পুত্রকে ঈশ্বরের পুত্র বানানো ৪২৮
৫. ৩. ১০. 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র' ৪২৯
৫. ৩. ১১. যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বানানোর জন্য সংযোজন ৪৩০
৫. ৩. ১২. ঈশ্বরের দাসত্বের পরিবর্তে ঈশ্বরের পুত্রত্ব ৪৩১
৫. ৩. ১৩. দাসের পরিবর্তে পুত্র লেখার আরো নমুনা ৪৩১
৫. ৩. ১৪. যীশুকে রক্তমাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর বানানো ৪৩২
৫. ৩. ১৫. ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন নিয়মের বিকৃতি ৪৩২
৫. ৪. অনেক ঐশী পুস্তক একেবারেই গায়েব ৪৩৪
৫. ৫. বাইবেলীয় বিকৃতি: একটা অনুচিন্তা! ৪৩৬
৫. ৫. ১. চার পর্যায়ের বাইবেলীয় পরিবর্তন ৪৩৬
৫. ৫. ২. সত্যের ব্যতিক্রমই মিথ্যা ও অবিশ্বস্ততা ৪৩৬
৫. ৫. ৩. পবিত্র পুস্তকের মধ্যে মিথ্যা: পবিত্র আত্মার নিন্দা ৪৩৭
৫. ৫. ৪. পবিত্র পুস্তকে সংযোজন বা বিয়োজন ৪৩৭
৫. ৫. ৫. ঈশ্বরের দুষ্ট আত্মা ও মিথ্যাবাদী আত্মা ৪৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ঈশ্বর ও নবীগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা ৪৩৯
৬. ১. মহান স্রষ্টা বিষয়ক অশোভনীয়তা ৪৪০
৬. ১. ১. পাপীর অপরাধে নিরপরাধের শাস্তি ৪৪১
৬. ১. ২. ঈশ্বর কি তার নিখুঁত বিধানে স্থির? ৪৪২
৬. ১. ৩. একের অপরাধে অন্যের শাস্তির বাইবেলীয় বিবরণ ৪৪৩
৬. ১. ৩. ১. কয়েকজন মানুষের অপরাধে সকল সৃষ্টিকে হত্যা ৪৪৩
৬. ১. ৩. ২. বাছুর নির্মাণকারী হারোণকে বাদ দিয়ে অন্যদের শাস্তি ৪৪৩
৬. ১. ৩. ৩. ফিরাউনের অপরাধে নিষ্পাপ অসহায়দের শাস্তি ৪৪৩
৬. ১. ৩. ৪. বিনা অপরাধে ত্রিশ জন মানুষ হত্যার ব্যবস্থা ৪৪৪
৬. ১. ৩. ৫. ইমাম আলীর অপরাধে হাজার হাজার নিরপরাধের শাস্তি ৪৪৪
৬. ১. ৩. ৬. অপরাধীদের সাথে নিরপরাধদের মহামারি দিয়ে হত্যা ৪৪৫
৬. ১. ৩. ৭. বনি-ইসরাইলের অপরাধে মাদিয়ানীয়দের গণহত্যা ৪৪৫

৬. ১. ৩. ৮. দাউদের অপরাধে ৭০ হাজার নিরপরাধ মানুষ হত্যা ৪৪৫
৬. ১. ৩. ৯. দাউদের অপরাধে নিষ্পাপ নবজাত শিশুকে হত্যা ৪৪৬
৬.১.৩.১০. পূর্বপুরুষদের অপরাধে ৪০০ বছর পরের মানুষদের গণহত্যা ৪৪৬
৬. ১. ৩. ১১. তালুতের অপরাধে তালুতের পুত্র ও নাতিদের হত্যা ৪৪৬
৬.১.৩.১২.পূর্বপুরুষদের পাপের ভার ৪০০০ বছর পরের মানুষদের উপর ৪৪৭
৬. ১. ৩. ১৩. পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য উত্তরপুরুষদের চিরস্থায়ী শাস্তি ৪৪৭
৬.১.৩.১৪. একের অপরাধে অন্যের শাস্তিই বাইবেলীয় ধার্মিকতার ভিত্তি ৪৪৮
৬. ১. ৪. ঈশ্বর কি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ নন? ৪৪৮
৬. ১. ৫. বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে কঠিন শাস্তি ৪৪৯
৬. ১. ৬. সাধারণ পাপে পরকালীন অনন্ত শাস্তি ৪৪৯
৬. ১. ৭. মহাপাপীদের দায়মুক্তি বা প্রতিরক্ষা ৪৪৯
৬. ১. ৮. ক্রোধ সম্বরণে অক্ষমতা! ৪৫০
৬. ১. ৯. ঈর্ষাকাতরতা! ৪৫০
৬. ১. ১০. অনুশোচনা! ৪৫০
৬. ১. ১১. হত্যাপ্রীতির বর্ণনা ৪৫০
৬. ১. ১২. পক্ষপাতিত্বের বিবরণ ৪৫১
৬. ১. ১৩. কানান ও ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ৪৫২
৬. ১. ১৪. মিসরবাসীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ৪৫৩
৬. ১. ১৫. মিসরীয় প্রথম সন্তানদের হত্যা উপলক্ষে ঈদ পালন ৪৫৪
৬. ১. ১৬. আরো অনেক পক্ষপাতিত্বের বিবরণ ৪৫৫
৬. ১. ১৬. ১. অবরাহামের প্রতি পক্ষপাতিত্ব? ৪৫৫
৬. ১. ১৬. ২. যাকোবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব? ৪৫৬
৬. ১. ১৬. ৩. যাকোব-পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব? ৪৫৬
৬. ১. ১৬. ৪. মোশি ও হারোনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব? ৪৫৬
৬. ১. ১৬. ৫. দাউদ ও তাঁর পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ৪৫৭
৬. ১. ১৭. প্রতিবন্ধীদের প্রতি ঘৃণা ৪৫৭
৬. ১. ১৮. অযৌক্তিক অভিশাপ বাস্তবায়ন ৪৫৮
৬. ১. ১৯. মানুষের সাথে মলযুদ্ধ ৪৬০
৬. ১. ২০. বাইবেলীয় ঈশ্বরের মন্দ আত্মা! ৪৬১
৬. ১. ২১. বাইবেলীয় ঈশ্বরের মিথ্যাবাদী আত্মা! ৪৬২
৬. ১. ২২. ঈশ্বর পরামর্শের মুখাপেক্ষী! ৪৬২
৬. ১. ২৩. ঈশ্বরকে নিয়ম স্মরণ করাতে রংধনু স্মারক ৪৬২
৬. ১. ২৪. ঈশ্বর সর্বগ্রাসী আগুন ও ঈশ্বরের নাক থেকে ধোঁয়া ৪৬৩
৬. ১. ২৫. ঈশ্বর কি এতই ভয়ঙ্কর? ৪৬৩

৬. ১. ২৬. ঈশ্বর নিজেই নিজের নবীকে হত্যা করতে চান! ৪৬৪
৬. ১. ২৭. ঈশ্বর কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন? ৪৬৪
৬.১.২৭.১. মিসর থেকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ৪৬৪
৬.১.২৭.২. দাউদের মহানত্ব ও ঈশ্বরের প্রজাদের চির নিরাপদ বাসস্থান ৪৬৫
৬. ১. ২৮. শয়তান কি ঈশ্বরকে প্ররোচিত করতে পারে? ৪৬৫
৬. ১. ২৯. ঈশ্বর বিষয়ক পরস্পর বিরোধী বিশেষণ ৪৬৬
৬. ১. ২৯. ১. প্রেম-মমতা বনাম ক্রোধ-নির্মমতা ৪৬৬
৬. ১. ২৯. ২. সর্বজ্ঞতা বনাম অজ্ঞতা! ৪৬৭
৬. ১. ২৯. ৩. অপরিবর্তনীয়তা বনাম অস্থিরচিত্ততা ৪৬৮
৬. ১. ২৯. ৪. মঙ্গলময়তা বনাম অমঙ্গলময়তা ৪৬৮
৬. ১. ২৯. ৫. উলঙ্গতার বিপক্ষে অথবা পক্ষে ৪৬৯
৬. ১. ২৯. ৬. ন্যায়বিচার বনাম অবিচার ৪৬৯
৬.১.২৯.৭. ঈশ্বর মানুষের সততা ও মুক্তি চান না বিভ্রান্তি ও ধ্বংস চান? ৪৬৯
৬. ১. ২৯. ৮. ব্যভিচার ও হত্যার বিপক্ষে না পক্ষে ৪৭০
৬. ১. ২৯. ৯. প্রতিমা-প্রতিকৃতির পক্ষে না বিপক্ষে ৪৭০
৬. ১. ২৯. ১০. আরো কিছু অশোভন বিশেষণ ৪৭০
৬. ১. ৩০. আরো কিছু অযৌক্তিক-অশোভন কথা ৪৭০
৬. ২. নবীগণ বিষয়ক অযৌক্তিক-অশোভনীয় তথ্যাদি ৪৭১
৬. ২. ১. আদম ও হাওয়ার ইচ্ছাকৃত মহাপাপ! ৪৭১
৬. ২. ২. নোহের মাতলামি ও নগ্নতার গল্প ৪৭৪
৬. ২. ৩. অবরাহামের অশালীনতা ও পাপের গল্প ৪৭৪
৬. ২. ৩. ১. নিষিদ্ধ ও বিবেক বিরোধী বিবাহ ৪৭৪
৬. ২. ৩. ২. অবরাহামের মিথ্যা কথন ৪৭৫
৬. ২. ৪. লোট-এর ব্যভিচার সমাচার ৪৭৫
৬. ২. ৫. ইসহাকের মিথ্যা কথন ৪৭৬
৬. ২. ৫. যাকোবের অশালীনতা ও মিথ্যাচারের গল্প ৪৭৭
৬. ২. ৫. ১. দুই সহোদরাকে একত্রে বিবাহ ৪৭৭
৬. ২. ৫. ২. অমানবিক ক্রয়বিক্রয় ৪৭৮
৬. ২. ৫. ৩. যাকোবের মিথ্যা কথন ও প্রতারণা ৪৭৯
৬. ২. ৬. যাকোব-পুত্র রূবেন ও যিহূদা ৪৮১
৬. ২. ৬. ১. পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার ৪৮১
৬. ২. ৬. ২. পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার ৪৮১
৬. ২. ৭. মোশি ও হারোণের অবিশ্বাস ও প্রতিমাপূজার বর্ণনা ৪৮৩
৬. ২. ৭. ১. মূসা ও হারূন অজাচার-জাত সন্তান! ৪৮৩

৬. ২. ৭. ২. মোশি ও হারোণের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা ৪৮৪
৬. ২. ৭. ৩. মোশির ঈশ্বর-নিন্দা বা কুফরী কথা ৪৮৫
৬. ২. ৭. ৪. হারোণের গোবৎস পূজা ৪৮৫
৬. ২. ৭. ৫. মোশি ও ইস্রায়েলীদের মিথ্যাচার ৪৮৬
৬. ২. ৭. ৬. মোশির পরিকল্পিত নরহত্যা ৪৮৭
৬. ২. ৮. হযরত শামাউনের বেশ্যাগমন ৪৮৭
৬. ২. ৯. শমূয়েল ভাববাদীর মিথ্যাচারিতা ৪৮৮
৬. ২. ১০. ঈশ্বরের ভাববাদী ও খ্রিষ্ট শৌলের পাপাচার ৪৮৮
৬. ২. ১১. ঈশ্বরের পুত্র ও খ্রিষ্ট দাউদের অশালীনতা ও পাপ! ৪৮৯
৬. ২. ১১. ১. বিবাহের পণ দুশত পুরুষ হত্যা ও লিঙ্গাগ্র কর্তন! ৪৮৯
৬. ২. ১১. ২. দাউদের মিথ্যাচার ৪৯০
৬. ২. ১১. ৩. দাউদের উলঙ্গতা ৪৯০
৬. ২. ১১. ৪. দাউদের ব্যভিচার, ধর্ষণ ও হত্যা ৪৯১
৬. ২. ১১. ৫. অতিবৃদ্ধ হওয়ার পরে শ্রেষ্ঠসুন্দরী কুমারী মেয়েকে বিবাহ ৪৯৩
৬. ২. ১১. ৬. দাউদের কসম-ভঙ্গ ৪৯৩
৬. ২. ১১. ৭. দাউদের বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষ্য ৪৯৪
৬. ২. ১২. দাউদ পুত্র অম্মোন ও অবশালোম ৪৯৪
৬. ২. ১২. ১. নিজের বোনকে ধর্ষণ ৪৯৪
৬. ২. ১২. ২. জনসমক্ষে পিতার স্ত্রীগণকে পাইকারিভাবে ধর্ষণ করা ৪৯৫
৬. ২. ১৩. ঈশ্বরের পুত্র শলোমনের মহাপাপ সমাচার ৪৯৭
৬. ২. ১৩. ১. শলোমনের কয়েকটা হত্যাকাণ্ড ৪৯৭
৬. ২. ১৩. ২. অবৈধভাবে একহাজার স্ত্রী গ্রহণ ৪৯৮
৬. ২. ১৩. ৩. শলোমনের মূর্তিপূজা ৪৯৯
৬. ২. ১৪. ইলিশায় ভাববাদীয় ক্রোধ ও শিশুদের গণহত্যা ৫০১
৬. ২. ১৫. যিশাইয় ভাববাদীর উলঙ্গতা ৫০১
৬. ২. ১৬. যিহিষ্কেল ভাববাদীর মল ও গোবর ভক্ষণ ৫০২
৬. ২. ১৭. মিকাহ নবীর উলঙ্গতা ৫০৩
৬. ২. ১৮. অজ্ঞাতনামা ভাববাদীর মিথ্যাচার ও নরহত্যা ৫০৩
সপ্তম অধ্যায়ঃ যীশু ও প্রেরিতগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা ৫০৫
৭. ১. যীশু খ্রিষ্ট বিষয়ক অশোভনীয়তা ৫০৫
৭. ১. ১. আগুন জ্বালানো ও বিভক্তি সৃষ্টি ৫০৫
৭. ১. ২. পারিবারিক সম্প্রীতির অবমূল্যায়ন ৫০৬
৭. ১. ৩. মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ৫০৮
৭. ১. ৪. সাপ ধরা ও বিষ পান করা ৫১০

৭. ১. ৫. অযৌক্তিক ধ্বংস ও বৃক্ষ নিধন ৫১৩
৭. ১. ৬. অকারণে দু হাজার প্রাণী হত্যা ৫১৪
৭. ১. ৭. অলৌকিক কর্মে অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা ৫১৫
৭. ১. ৮. গ্রামবাসী ও আত্মীয়দের অবিশ্বাস! ৫১৬
৭. ১. ৯. গালি ও ক্রোধ ৫১৭
৭. ১. ১০. মানুষের ভয় ও জীবনের মায়া ৫১৯
৭. ১. ১১. মৃত্যুর ভয়ে মর্মভেদী দুঃখ! ৫১৯
৭. ১. ১২. রক্তপিপাসা ও হত্যাপ্রিয়তা ৫২৩
৭. ১. ১৩. বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ৫২৫
৭. ১. ১৪. ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ৫২৯
৭. ১. ১৫. নিরপরাধকে অভিশাপ ৫২৯
৭. ১. ১৬. ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন না ঈশ্বরের পরিবর্তন? ৫৩১
৭. ১. ১৭. যীশু মানুষদের মুক্তি না ধ্বংস চেয়েছেন? ৫৩১
৭. ১. ১৮. যীশুর উপহার নির্মম শাসক! ৫৩২
৭. ১. ১৯. প্রভাতীয় নক্ষত্রঃ লুসিফার বা শয়তান! ৫৩৩
৭. ১. ২০. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি! ৫৩৪
৭. ১. ২১. মেয়েটা কি মারা গিয়েছিল না ঘুমিয়েছিল? ৫৩৪
৭. ১. ২২. মিথ্যা-কথা, খারাপ-কথা অথবা অবিশ্বাস? ৫৩৫
৭. ১. ২৩. যীশু কি পাক কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন? ৫৩৮
৭. ১. ২৩. ১. কোন্ জাকারিয়া পবিত্র স্থানে খুন হয়েছিলেন? ৫৩৮
৭. ১. ২৩. ২. মূসা (আ) মানুষদের অভিযুক্ত করেন? ৫৩৯
৭. ১. ২৪. অস্বাভাবিক-অযৌক্তিক নির্দেশনা ৫৪০
৭. ১. ২৪. ১. আত্মীয়স্বজন ও ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত না করা ৫৪০
৭. ১. ২৪. ২. যীশুর উম্মত জন্য সব কিছু বর্জনের শর্তারোপ ৫৪০
৭. ১. ২৪. ৩. বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করে দান করার নির্দেশ ৫৪০
৭. ১. ২৪. ৪. আহারের পূর্বে হাত ধোয়ার বিরোধিতা ৫৪১
৭. ১. ২৪. ৫. পিতার কবর দেওয়া ও বিদায় নেওয়াও নিষিদ্ধ! ৫৪১
৭. ১. ২৪. ৬. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলরা চোর-ডাকাত! ৫৪২
৭. ১. ২৪. ৭. দুষ্ট লোককে প্রতিরোধ না করা ৫৪২
৭. ১. ২৪. ৮. নরমাংস ভক্ষণ ও নররক্ত পান ৫৪২
৭. ১. ২৪. ৯. চোখ উপড়ে ফেলা ও হাত কেটে ফেলা ৫৪৩
৭. ১. ২৪. ১০. তালাক দেওয়া পাপ ও পুনর্বিবাহ ব্যভিচার! ৫৪৪
৭. ১. ২৫. মদখোর-মাতাল! ৫৪৪
৭. ১. ২৬. অশালীন প্রেম! ৫৪৬

৭. ১. ২৭. মহিলা সেবিকাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ৫৪৭
৭. ১. ২৮. যীশুকে বদদোয়াগ্রস্ত বা অভিশপ্ত বলা! ৫৪৯
৭. ২. প্রেরিতগণ বিষয়ক অশোভন তথ্যাদি ৫৫১
৭. ২. ১. যিহূদার চৌর্যবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা ৫৫১
৭. ২. ২. বেদনার্ত যীশুকে রেখে প্রেরিতদের ঘুম ৫৫১
৭. ২. ৩. সাহাবীদের পলায়নঃ কাপুরুষতা না অবিশ্বাস ৫৫১
৭. ২. ৪. পিতরের উলঙ্গতা ৫৫২
৭. ২. ৫. পিতরের অস্বীকার! ৫৫২
৭. ২. ৬. পিতরের অন্যায়, লোক-ভয় ও ভণ্ডামি! ৫৫২
৭. ২. ৭. পিতরের নির্বুদ্ধিতা ৫৫৩
৭. ২. ৮. পিতরের হত্যাকাণ্ড ৫৫৩
৭. ২. ৯. পৃথিবীর সকল সৃষ্টির কাছে পলের ইঞ্জিল প্রচার ৫৫৪
৭. ২. ১০. পলের ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে ফেরেশতার প্রচার ৫৫৪
৭. ২. ১১. প্রেরিতদের কিছু অযৌক্তিক-অশোভন নির্দেশনা ৫৫৪
৭. ২. ১১. ১. আত্মার বশে চললে তাওরাত মান্য করা নিষ্প্রয়োজন! ৫৫৪
৭. ২. ১১. ২. বিধবার বিবাহের আগ্রহ খ্রিষ্টবিরোধী ও অভিশাপযোগ্য ৫৫৬
৭. ২. ১১. ৩. অর্থের ভালবাসা সকল পাপের মূল? ৫৫৭
অষ্টম অধ্যায়ঃ অযৌক্তিকতা ও অশালীনতা ৫৫৯
৮. ১. অযৌক্তিক বিধিবিধান ৫৫৯
৮. ১. ১. কুরবানীর নামে পশু পোড়ানো ও রক্ত মাখানো ৫৫৯
৮. ১. ২. নরবলি ও মানুষ পুড়ানোর বিধান ৫৬২
৮. ১. ৩. কুমারী মেয়েকে পোড়ানো কুরবানি দেওয়া ৫৬৩
৮. ১. ৪. নরমাংস ভক্ষণ ও নিজ সন্তানের মাংস ভক্ষণ ৫৬৩
৮. ১. ৫. অপরাধের কারণে পুড়িয়ে হত্যা করা ৫৬৪
৮. ১. ৫. ১. পুরো জনপদকে পোড়ানো কোরবানি দেওয়া ৫৬৪
৮. ১. ৫. ২. চোর ও তার বংশকে পুড়িয়ে মারা ৫৬৫
৮. ১. ৫. ৩. ব্যভিচারীকে পুড়িয়ে মারা ৫৬৫
৮. ১. ৫. ৪. অবৈধ বিবাহের জন্য পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড ৫৬৫
৮. ১. ৫. ৫. অবাধ্য যাজক-ইমামদের বলিদান ও পুড়ানো ৫৬৫
৮. ১. ৫. ৬. আগুনের ইন্ধন হওয়া অবাধ্যদের শাস্তি ৫৬৫
৮. ১. ৬. বাইবেলের মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধসমূহ ৫৬৬
৮. ১. ৬. ১. শনিবারে যে কোনো কর্ম করলেই মৃত্যুদণ্ড ৫৬৬
৮. ১. ৬. ২. যাজক, পাদরি বা ইমামের কথা না শোনা ৫৬৬
৮. ১. ৬. ৩. যাদু ব্যবহার ৫৬৭

৮. ১. ৬. ৪. জিন-ভূত ব্যবহার বা জিন-ভূতের সাথে সম্পর্ক রাখা ৫৬৭
৮. ১. ৬. ৫. জিন-সাধক বা কবিরাজের নিকট যাওয়া ৫৬৭
৮. ১. ৬. ৬. পিতা বা মাতাকে আঘাত করা ৫৬৭
৮. ১. ৬. ৭. পিতা বা মাতাকে অসম্মান করে কথা বলা ৫৬৭
৮. ১. ৬. ৮. মাসিকের সময় স্ত্রীসহবাসে উভয়ের মৃত্যুদণ্ড ৫৬৭
৮. ১. ৬. ৯. ভাবীকে বিবাহ করলে মৃত্যুদণ্ড না সন্তানহীনতা? ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১০. পশুর সাথে সম্পর্কে মানুষ ও পশু উভয়কেই হত্যা ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১১. সমকামিতা ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১২. ব্যভিচার ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১৩. পিতার স্ত্রীর সাথে সহবাস ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১৪. পুত্রবধুর সাথে সহবাস ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১৫. বোন বা সৎবোনকে বিবাহ করা ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১৬. ব্যভিচারিণীর সন্তানদেরও হত্যা করতে হবে ৫৬৮
৮. ১. ৬. ১৭. মানুষ খুন বা হত্যা ৫৬৯
৮. ১. ৬. ১৮. হারোণ-বংশীয় ছাড়া কেউ যাজক-ইমাম হলে মৃত্যুদণ্ড ৫৬৯
৮. ১. ৬. ১৯. কোনো নবীর কথা সত্য না হলে তাকে হত্যা করতে হবে ৫৬৯
৮. ১. ৬. ২০. অন্য ধর্মের অনুসরণ বা ধর্মান্তর ৫৬৯
৮. ১. ৬. ২১. ভিন্নধর্মের নবী ও ভণ্ড নবীদের হত্যা করতে হবে ৫৭০
৮. ১. ৬. ২২. অলৌকিক কুদরত দেখানো নবীকেও হত্যা করতে হবে ৫৭০
৮. ১. ৬. ২৩. অন্যধর্মের প্রতি আহ্বানকারীকেও হত্যা করতে হবে ৫৭০
৮. ১. ৬. ২৪. ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে আপত্তিকর কথার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ৫৭০
৮. ১. ৬. ২৫. আবাস তাম্বুর কাছে গেলেই মৃত্যুদণ্ড ৫৭১
৮. ১. ৬. ২৬. নাপাক অবস্থায় আবাস তাম্বুতে গেলে মৃত্যু ৫৭১
৮. ১. ৬. ২৭. রক্তপানের শাস্তি মৃত্যু ৫৭২
৮. ১. ৬. ২৮. বনি-ইসরাইলের মাবুদের ইচ্ছামত না চললেই মৃত্যুদণ্ড ৫৭২
৮. ১. ৬. ২৯. ছোটবড় বিভিন্ন পাপের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ৫৭২
৮. ১. ৬. ৩০. নতুন কনেকে পাথর মেরে হত্যার বিধান ৫৭২
৮. ১. ৭. মালিকের সাথে গরুকেও পাথর মেরে হত্যা করা ৫৭৩
৮. ১. ৮. অবাধ্য সন্তানকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ ৫৭৩
৮. ১. ৯. নারী সম্পত্তি মাত্র: ধর্ষিতাকেও হত্যা করতে হবে ৫৭৪
৮. ১. ১০. ধর্ষণের সুবিধা ও জোর করে বিবাহের কৌশল ৫৭৫
৮. ১. ১১. ধর্ষণীয় বিবাহের নানারূপ ৫৭৬
৮. ১. ১১. ১. পরিবার হত্যা করে কুমারী কন্যাদেরকে স্ত্রী বানানো ৫৭৬
৮. ১. ১১. ২. শত্রু জাতির সুন্দরী মেয়েদের স্ত্রী বানানো ৫৭৭

৮. ১. ১১. ৩. শুধু কুমারীদেরকেই এভাবে ধর্ষণ-বিবাহ করা যাবে ৫৭৭
৮. ১. ১২. জোরপূর্ববক বিবাহ? ধর্ষণ? অথবা ব্যভিচার? ৫৭৭
৮. ১. ১৩. শিশুদের দৈহিক নির্যাতন ৫৭৯
৮. ১. ১৪. বাইবেলের কিছু বিস্ময়কর পাপ ৫৭৯
৮. ১. ১৪. ১. সন্তান প্রসব পাপ ও মেয়ে সন্তান প্রসব বড় পাপ ৫৭৯
৮. ১. ১৪. ২. বীর্যপাত ও পুরুষের স্রাব পাপ এবং পাপের কাফফারা ৫৭৯
৮. ১. ১৪. ৩. মাসিক ঋতুস্রাব পাপ ও পাপের কাফফারা ৫৮০
৮. ১. ১৪. ৪. উন্নত প্রজনন, এক জমিতে দু' ফসল ও দু' সুতোর কাপড় ৫৮০
৮. ১. ১৪. ৫. চুল ও দাড়ির কোণা বা আগা ছাটা পাপ ৫৮০
৮. ১. ১৪. ৬. তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ নিষিদ্ধ ও ব্যভিচারতুল্য পাপ ৫৮০
৮. ১. ১৫. জাতি-বৈষম্য ও জাতি-বিদ্বেষ ৫৮১
৮. ১. ১৬. জাতি-বৈষম্যের প্রকটতা: অখাদ্য বিক্রয় ৫৮৩
৮. ১. ১৭. নারী বৈষম্য বা নারী নির্যাতন ৫৮৪
৮. ১. ১৭. ১. সন্দেহের কারণে স্ত্রীকে নির্যাতন ৫৮৪
৮. ১. ১৭. ২. নারী জন্মগতভাবেই অপরাধী ৫৮৫
৮. ১. ১৭. ৩. নারীর ধূর্ততা ভয়ঙ্করতম! ৫৮৫
৮. ১. ১৭. ৪. নারীর কারণেই পতন এবং মৃত্যু ৫৮৫
৮. ১. ১৭. ৫. কথা বলতে দিয়ো না এবং তালাক দাও ৫৮৬
৮. ১. ১৭. ৬. নারী কতই না ঘৃণ্য! ৫৮৬
৮. ১. ১৭. ৭. কন্যা সন্তান সকল দুশ্চিন্তা ও লজ্জার কারণ ৫৮৬
৮. ১. ১৭. ৮. স্ত্রী স্বামীর অধীন যেমন মানুষ ঈশ্বরের অধীন ৫৮৬
৮. ১. ১৭. ৯. নারীর জন্য চুল ছোট করা নিষিদ্ধ ৫৮৭
৮. ১. ১৭. ১০. ঈশ্বরের অধীনতার মতই স্বামীর অধীনতা মেনে নাও ৫৮৭
৮. ১. ১৭. ১১. নারী, বাধ্য থাক, চুপ থাক, কথা বোলো না ৫৮৭
৮. ১. ১৭. ১২. স্বামীই প্রভু, রাজা ও মালিক ৫৮৮
৮. ১. ১৭. ১৩. রাণী বাছাইয়ের জন্য ব্যাবহারিক প্রতিযোগিতা ৫৮৮
৮. ১. ১৭. ১৪. পুরুষের মূল্য নারীর চেয়ে অনেক বেশি ৫৮৮
৮. ১. ১৮. বাইবেলের কিছু বিস্ময়কর বিধান ৫৮৯
৮. ১. ১৮. ১. হারাম ও হালাল প্রাণীর মৃতদেহ স্পর্শ করার বিবিধ বিধান ৫৮৯
৮. ১. ১৮. ২. নাপাক প্রাণীর জন্য চুলা, বাসন ইত্যাদি ভাঙার বিধান ৫৮৯
৮. ১. ১৮. ৩. নাপাক পুরুষের ছোঁয়ায় নাপাক হওয়া ও বাসন ভাঙা ৫৮৯
৮. ১. ১৮. ৪. নাপাক মহিলার ছোঁয়ায় নাপাক হওয়া ও বাসন ভাঙা ৫৯০
৮. ১. ১৮. ৫. মৃতদেহের নিকটবর্তী হলে ৭ দিন নাপাক! ৫৯০
৮. ১. ১৮. ৬. হত্যার অপরাধ থেকে মুক্ত হতে হত্যা করার বিধান ৫৯১

৮. ১. ১৯. কাপড়, পাথর, কাঠ ও বাড়িঘরের কুষ্ঠরোগ! ৫৯২
৮. ১. ১৯. ১. কাপড়েরও কুষ্ঠরোগ হয়! ৫৯২
৮. ১. ১৯. ২. পাথর ও কাঠেরও কুষ্ঠরোগ হয়! ৫৯৩
৮. ১. ২০. কুষ্ঠরোগ থেকে পবিত্রতায় পাখি হত্যা ও রক্তস্নান ৫৯৩
৮. ১. ২১. মদপানের উৎসাহ ও নির্দেশ ৫৯৩
৮. ১. ২১. ১. পবিত্র বাইবেলে মদের উল্লেখ ও ব্যবহারের ব্যাপকতা ৫৯৩
৮. ১. ২১. ২. মদের প্রাচুর্য নবীদের 'দোয়া' ৫৯৪
৮. ১. ২১. ৩. মদ ঈশ্বরের অন্যতম উপহার ও আশীর্বাদ ৫৯৪
৮. ১. ২১. ৪. ঈশ্বরের পেয় নৈবেদ্য হিসেবে মদ কুরবানী ৫৯৫
৮. ১. ২১. ৫. মদে ঈশ্বর ও মানুষ সকলেই খুশী ৫৯৫
৮. ১. ২১. ৬. খুশিমত মদ খেয়ে আনন্দ-ফুর্তি করার ঐশ্বরির নির্দেশ ৫৯৫
৮. ১. ২১. ৭. মদ পান করানোর ঐশ্বরিক নির্দেশ ৫৯৬
৮. ১. ২২. শাসকের নির্দেশ অমান্য করাই ধর্মদ্রোহিতা ৫৯৬
৮. ১. ২৩. পরপুরুষের লিঙ্গ ধরলে হাত কাটার বিধান ৫৯৭
৮. ১. ২৪. পুরোহিততান্ত্রিকতা ৫৯৮
৮. ১. ২৫. বাইবেলের পুরাতন ও নতুন 'রক্তাক্ত' নিয়ম ৫৯৯
৮. ২. অযৌক্তিক তথ্য ও বক্তব্য ৫৯৯
৮. ২. ১. সৃষ্ট জগতের বয়স ৫৯৯
৮. ২. ২. প্রত্যেক 'বীজোৎপাদক ওষধি'-ই কি ভক্ষণযোগ্য? ৬০০
৮. ২. ৩. কাবিলের চিহ্ন ও শহর তৈরি! ৬০০
৮. ২. ৪. ঈশ্বর-পুত্রদের সাথে মানব-কন্যাদের বিবাহে দৈত্য সৃষ্টি ৬০১
৮. ২. ৫. নোহের বন্যা বিশ্বব্যাপী? ৬০১
৮. ২. ৬. ডোরাকাটা ছায়ায় মিলন হলে ডোরাকাটা সন্তান ৬০১
৮. ২. ৭. চারপেয়ে পাখী বা পতঙ্গ ৬০৩
৮. ২. ৮. পৃথিবী সমতল না গোলকাকৃতির? ৬০৩
৮. ২. ৯. স্বর্গের মধ্যে ভয়ঙ্কর শব্দ ও ভয়ঙ্করদর্শন প্রাণী ৬০৩
৮. ২. ১০. বেহেশতের আয়তন মাত্র ১৫০০ মাইল ৬০৩
৮. ২. ১১. আটত্রিশ বছরে ৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ৬০৪
৮. ২. ১২. শলোমনের মহাপ্রজ্ঞা ৬০৪
৮. ২. ১৩. ষাট হাত-বিশ হাত ঘর তৈরির গল্প ৬০৪
৮. ২. ১৪. সাত দিনে ১ লক্ষ ৪২ হাজার কুরবানী ৬০৫
৮. ২. ১৫. লাখে লাখে মরে সৈন্য কাতারে কাতার! ৬০৫
৮. ২. ১৬. বেহেশতের মধ্যে শয়তান-ফেরেশতা মহাযুদ্ধ ৬০৫
৮. ২. ১৭. বিবাহ দুনিয়ার কষ্ট ও পরকালের ক্ষতি! ৬০৬

৮. ২. ১৮. আরো কিছু অযৌক্তিকতা ও অতিরঞ্জন ৬০৬
৮. ৩. ভাষার অশোভনীয়তা ৬০৯
৮. ৩. ১. আতঙ্কময় হত্যা বর্ণনা ৬০৯
৮. ৩. ২. অশোভন উদাহরণ ৬১০
৮. ৩. ৩. যৌনাঙ্গের ও যৌনতার খোলামেলা বর্ণনা ৬১০
৮. ৩. ৪. পায়খানা-প্রস্রাব খাওয়া! ৬১২
৮. ৩. ৫. 'দেওয়ালে পেশাব করে' ৬১২
৮. ৩. ৬. মানুষের উপর মল ঢেলে দেওয়া ৬১৩
৮. ৩. ৭. উপদেশের মধ্যে অশালীন বর্ণনা কি খুবই জরুরী? ৬১৩
৮. ৩. ৮. দৈহিক-জৈবিক প্রেমের অশোভন বর্ণনা ৬১৪
৮. ৩. ৯. নারীর স্তনের বর্ণনা ৬১৫
৮. ৩. ১০. প্রেমিকার জন্য যৌন-উদ্দীপক ও জন্ম নিরোধক ৬১৬
৮. ৩. ১১. চূড়ান্ত অশ্লীল বর্ণনা? ৬১৬
নবম অধ্যায়: হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ ৬১৯
৯. ১. ঈশ্বরের চিরন্তন ও অলঙ্ঘনীয় বিধান ৬১৯
৯. ২. বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর যুদ্ধকেন্দ্রিকতা ৬১৯
৯. ২. ১. যাত্রাপুস্তক ৬১৯
৯. ২. ২. গণনাপুস্তক ৬২০
৯. ২. ৩. দ্বিতীয় বিবরণ ৬২১
৯. ৩. ঐশ্বরিক হত্যা ৬২২
৯. ৩. ১. নিজের মনোনীত প্রজাদেরকে হত্যা ৬২৩
৯.৩. ১. ১. ঈশ্বর ও মোশির কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা জানতে চাওয়ায় হত্যা ৬২৩
৯. ৩. ১. ২. হারোণকে মহা-যাজক বানানোর প্রতিবাদ করায় হত্যা ৬২৩
৯. ৩. ১. ৩. কারুন ও অন্যান্যদের হত্যার প্রতিবাদ করায় গণহত্যা ৬২৪
৯.৩.১.৪.অন্য জাতির মেয়েদের বিবাহ বা ব্যভিচার করায় খুন ও গণহত্যা ৬২৪
৯. ৩. ১. ৫. ঈশ্বরের বিষয়ে অভিযোগের কারণে গণহত্যা ৬২৪
৯. ৩. ১. ৬. প্রতিশ্রুত দেশ সম্পর্কে খারাপ কথা বলায় গণহত্যা ৬২৪
৯. ৩. ১. ৭. যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য চুরির কারণে চোর ও নিরপরাধদের হত্যা ৬২৪
৯. ৩. ১. ৮. নিয়ম সিন্দুকের দিকে দৃষ্টিপাতের কারণে গণহত্যা ৬২৫
৯. ৩. ১. ৯. নিয়ম সিন্দুকে হাত দেওয়ার কারণে হত্যা ৬২৫
৯. ৩. ১. ১০. দাউদের অপরাধে বনি-ইসরাইলের গণহত্যা ৬২৬
৯. ৩. ১. ১১. মনোনীত প্রিয় জাতির গণহত্যার প্রতিজ্ঞা ৬২৬
৯. ৩. ১. ১২. সৎ ও অসৎ সবাইকে হত্যা করার ঘোষণা ৬২৭
৯. ৩. ১. ১৩. সকল টাকা চার্চে না দেওয়ায় হত্যা ৬২৭

৯. ৩. ২. পরজাতি, বিধর্মী বা শত্রু হত্যা ৬২৭
৯. ৩. ২. ১. যিহোশূয়ের পক্ষে গিবিয়োনে সদাপ্রভুর মহাসংহার ৬২৭
৯. ৩. ২. ২. শমরিয়া দেশীয় ঈশ্বরের বিধান না মানায় সিংহ দিয়ে হত্যা ৬২৮
৯. ৩. ২. ৩. এক রাতে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার বিধর্মী সৈন্য হত্যা ৬২৮
৯. ৩. ২. ৪. নিজেকে মাবুদ প্রমাণ করতে ১ লক্ষ ২৭ হাজার হত্যা ৬২৮
৯. ৩. ২. ৫. ভিমরুল দিয়ে গণহত্যা ৬২৮
৯. ৩. ২. ৬. লক্ষলক্ষ মানুষকে মন শক্ত করে নিহত হতে বাধ্য করা ৬২৯
৯. ৩. ২. ৭. ফেরেশতাদের মাধ্যমে গণহত্যার ব্যবস্থা ৬২৯
৯. ৩. ২. ৮. ঈশ্বরের আত্মার গণহত্যা ৬২৯
৯. ৪. যুদ্ধ ও হত্যা বিষয়ক নির্দেশনা ৬৩০
৯. ৪. ১. সদাপ্রভু একজন যুদ্ধ-মানব ৬৩০
৯. ৪. ২. ঈশ্বরের তীর ও তলোয়ারের রক্তপান ও মাংসভক্ষণ ৬৩১
৯. ৪. ৩. পবিত্র যুদ্ধের ঘোষণা ও অস্ত্র তৈরির নির্দেশ ৬৩১
৯. ৪. ৪. যুদ্ধ করাই সাধু ও ধার্মিকদের বৈশিষ্ট্য ৬৩১
৯. ৪. ৫. ঈশ্বর ধার্মিকদেরকে যুদ্ধে প্রশিক্ষিত ও অভ্যস্ত করেন ৬৩২
৯. ৪. ৬. যুদ্ধ ও হত্যায় অনাগ্রহী ধার্মিক অভিশপ্ত ৬৩২
৯. ৪. ৭. গণহত্যা ঈশ্বরের প্রিয় মানত ৬৩৩
৯. ৪. ৮. উস্কানি দিয়ে হলেও যুদ্ধে বাধ্য করতে হবে ৬৩৩
৯. ৪. ৯. যুদ্ধজয় ও হত্যার সুযোগই ধার্মিকতার পুরস্কার ৬৩৩
৯. ৪. ১০. চূড়ান্ত নির্দয়তাঃ দয়া প্রদর্শন নিষিদ্ধ ৬৩৩
৯. ৪. ১১. শত্রুদের রক্তের মধ্যে হেটে বেড়ানো ৬৩৪
৯. ৪. ১২. দুষ্টদের রক্তে পা ধোয়াই ধার্মিকদের কর্ম ও পুরস্কার ৬৩৪
৯. ৪. ১৩. দুষ্টদের পুড়িয়ে ফেল! ৬৩৪
৯. ৪. ১৪. শিশু হত্যার মহাসুখ ও মহা আশীর্বাদ ৬৩৫
৯. ৪. ১৫. যুদ্ধের উদ্দেশ্যঃ দখল, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধর্মনির্মূল ৬৩৫
৯. ৪. ১৫. ১. হত্যা, ধর্মস্থান ধ্বংস, বিতাড়ন ও দখল ৬৩৫
৯. ৪. ১৫. ২. পরধর্ম নির্মূল ও অন্য ধর্মের ধর্মস্থান ধ্বংস ৬৩৬
৯. ৪. ১৫. ৩. অধীনতা অথবা গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ ৬৩৭
৯. ৪. ১৫. ৪. নারীদের সতীত্ব নষ্ট করা ৬৩৭
৯. ৪. ১৫. ৫. কুমারী যুবতী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দীকে হত্যা ৬৩৭
৯. ৪. ১৫. ৬. ঈশ্বরের জন্য কিছু কুমারীকে বরাদ্দ রাখতে হবে! ৬৩৭
৯. ৪. ১৫. ৭. নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকল 'মানুষ' হত্যা ৬৩৮
৯. ৪. ১৫. ৮. সকল 'মানুষ' ও সকল 'প্রাণী' হত্যা ও নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ ৬৩৮
৯. ৪. ১৫. ৯. যীশুকে রাজা হিসাবে চায় না এমন সকলকে হত্যার নির্দেশ ৬৩৯

৯. ৪. ১৫. ১০. বিজিত দেশ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ ৬৩৯
৯. ৪. ১৬. শুধু ভেড়ার জন্য যুদ্ধ ও অকারণ ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ ৬৪০
৯. ৪. ১৭. পূর্বপুরুষদের অপরাধে গণহত্যার নির্দেশ ৬৪১
৯. ৪. ১৮. হত্যার বিভিন্ন পদ্ধতির নির্দেশনা ৬৪২
৯. ৪. ১৮. ১. শিশুদের পাথরে আছড়ে মারার নির্দেশনা! ৬৪২
৯. ৪. ১৮. ২. গর্ভবর্তী মহিলাদের উদর বিদীর্ণ করা ৬৪২
৯. ৪. ১৮. ৩. পশুদের পায়ের শিরা কেটে দেওয়ার নির্দেশ ৬৪২
৯. ৪. ১৯. আতংক ও সন্ত্রাস বাইবেলীয় যুদ্ধের একটা লক্ষ্য ৬৪২
৯. ৪. ২০. নির্বিচার গণহত্যার নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি ৬৪৩
৯. ৪. ২০. ১. তালুতের প্রতি গণহত্যার ঐশ্বরিক আদেশ ৬৪৩
৯. ৪. ২০. ২. ঐশ্বরির নির্দেশ পালনে তালুতের বাধ্যতা ও অবাধ্যতা ৬৪৩
৯. ৪. ২০. ৩. তালুতের অবাধ্যতায় ঈশ্বরের অনুশোচনা ও ক্রোধ ৬৪৪
৯. ৪. ২০. ৪. একটি মানুষ হত্যা না করায় ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গলেন? ৬৪৫
৯. ৪. ২০. ৫. তালুতের ওযরখাহি অগ্রাহ্য হল ৬৪৫
৯. ৪. ২০. ৬. তালুতের পাপ-স্বীকার ও তাওবাও অগ্রাহ্য হল ৬৪৬
৯. ৪. ২০. ৭. তালুতের মহাপাপের শাস্তি: দাউদকে অভিষেক ৬৪৬
৯. ৪. ২০. ৮. ঈশ্বর দুষ্ট আত্মা পাঠিয়ে তালুতকে বিপথগামী করলেন ৬৪৭
৯. ৪. ২০. ৯. একই শাস্তি পেলেন ইস্রাইলের রাজা আহাব ৬৪৭
৯. ৫. যুদ্ধ বাস্তবায়নে বাইবেলীয় আদর্শ ৬৫১
৯. ৬. মনোনীত প্রজাদের পারস্পরিক যুদ্ধের আদর্শ ৬৫২
৯. ৬. ১. মন্দিরে আগুন ধরিয়ে সহস্রাধিক নারী-পুরুষ হত্যা ৬৫২
৯. ৬. ২. আফরাহীম গোষ্ঠীর ৪২ হাজার মানুষ হত্যা ৬৫৪
৯. ৬. ৩. বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর কয়েক লক্ষ মানুষকে গণহত্যা ৬৫৫
৯. ৬. ৩. ১. ঘটনার প্রেক্ষাপট ৬৫৫
৯. ৬. ৩. ২. উভয় পক্ষের ৬৫ হাজার যোদ্ধা হত্যার ব্যবস্থা করলেন ঈশ্বর ৬৫৬
৯. ৬. ৩. ৩. অযোদ্ধা পুরুষ, নারী, শিশু ও পশু হত্যা ও শহর পোড়ানো ৬৫৭
৯. ৬. ৪. যাবেশ-গিলিয়দের বনি-ইসরাইলদের গণহত্যা ৬৫৭
৯. ৬. ৫. নবী ও মসীহ তালূত কর্তৃক ইমামদের গণহত্যা ৬৫৯
৯. ৬. ৫. ১. মসীহ দাউদ মিথ্যা বলে প্রতারণা করলেন ৬৫৯
৯. ৬. ৫. ২. মসীহ তালুত নারী, শিশু, পশু ও ইমামগণকে হত্যা করলেন ৬৬০
৯. ৬. ৬. নাবল ও তার লোকদের গণহত্যায় দাউদের শপথ ৬৬১
৯. ৬. ৭. তালুত-পুত্র ও দাউদ বাহিনীর মধ্যে হত্যাকাণ্ড ৬৬২
৯. ৬. ৮. দাউদ-বাহিনী ও দাউদ-পুত্রের বাহিনীর মধ্যে হত্যাযজ্ঞ ৬৬৩
৯. ৬. ৯. এক যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ বনি-ইসরাইলের হত্যাযজ্ঞ ৬৬৪

৯. ৬. ১০. হত্যাযজ্ঞ ও গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে ফেলা ৬৬৫
৯. ৭. অন্যান্য জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদর্শ ৬৬৫
৯. ৭. ১. ইসরাইল ও তাঁর পুত্রদের গণহত্যা ও লুটতরাজ ৬৬৫
৯. ৭. ২. মোশির নেতৃত্বে মাদিয়ানীয়দের নির্বিচার গণহত্যা ৬৬৬
৯. ৭. ২. ১. মোশির আশ্রয়স্থল ও শ্বশুরালয় ৬৬৬
৯. ৭. ২. ২. গণহত্যার কারণ কসবীর ব্যভিচার! ৬৬৬
৯. ৭. ২. ৩. বাউরের পুত্র বালাম ৬৬৭
৯. ৭. ২. ৪. গণহত্যার পুনরাদেশ ৬৬৭
৯. ৭. ২. ৫. নারী-শিশুদের বাঁচিয়ে রেখে সকল পুরুষ হত্যা ৬৬৮
৯. ৭. ২. ৬. মোশির ক্রোধ ও কুমারী ছাড়া সকল নারী-শিশুকে হত্যা ৬৬৮
৯. ৭. ২. ৭. বত্রিশ হাজার কুমারী মেয়ে ৬৬৮
৯. ৭. ২. ৮. ঈশ্বরের পুরোহিতদের জন্য বরাদ্দকৃত কুমারী মেয়েরা ৬৬৯
৯. ৭. ২. ৯. ঈশ্বরের জন্য বরাদ্দকৃত কুমারী মেয়েরা ৬৬৯
৯. ৭. ২. ১০. যীশুর পবিত্রতা রক্ষায় এ গণহত্যা ঈশ্বরের প্রেমের প্রকাশ! ৬৬৯
৯. ৭. ২. ১১. যীশু বংশের পবিত্রতার কয়েকটা তথ্য ৬৭১
৯. ৭. ২. ১২. মার্ক টোয়েনের 'লেটারস ফরম দি আর্থ' ৬৭৪
৯. ৭. ৩. সকল মানুষ ও প্রাণী হত্যা ও অগ্নিসংযোগ ৬৭৭
৯. ৭. ৩. ১. রাজা অরাদ, তার প্রজারা ও সকল গ্রাম নিঃশেষে ধ্বংস ৬৭৭
৯. ৭. ৩. ২. অসহায় জেরিকো ও ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা ৬৭৭
৯.৭. ৩. ৩. অনেকগুলো রাজ্য দখল ও শ্বাসগ্রহণের মত সকল প্রাণী হত্যা ৬৭৮
৯.৭.৩.৪. লক্ষলক্ষ নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা ও পায়ের শিরা কেটে হত্যা ৬৭৯
৯. ৭. ৩. ৫. আরো অনেক গণহত্যা ও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে হত্যা ৬৮১
৯. ৭. ৩. ৬. বিশটা গ্রাম অতি মহাসংহারে সংহার করা ৬৮১
৯. ৭. ৪. নারী-শিশু নির্বিশেষে সকল মানুষ হত্যা এবং পশু লুট ৬৮১
৯. ৭. ৪. ১. আমোরীয়দের সকল নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর হত্যা ৬৮২
৯. ৭. ৪. ২. নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে বাশন দেশের সকল মানুষ হত্যা ৬৮২
৯. ৭. ৪. ৩. অয় শহরের গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ ৬৮৩
৯. ৭. ৫. সাধারণ কিছু নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ বা প্রতারণামূলক হত্যা ৬৮৩
৯. ৭. ৫. ১. এক লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য ও অযোদ্ধাদের হত্যা ৬৮৩
৯. ৭. ৫. ২. মহিলা নবী, মহিলা ঘাতক এবং মিথ্যা ও প্রতারণা ৬৮৪
৯. ৭. ৫. ৩. হযরত শামাউনের নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা ৬৮৫
৯. ৭. ৬. দখল ও হত্যার ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো কারণ জরুরী নয় ৬৮৭
৯.৭. ৬. ১. কোনো 'কারণ' ছাড়াই একটা দেশের সবাইকে হত্যা ও দখল ৬৮৭
৯. ৭. ৬. ২. নিরীহ নির্বিরোধী অসহায় একটা জনপদ হত্যা ও ধ্বংস ৬৮৭

৯. ৭. ৭. শুধু হত্যার জন্যই হত্যা ৬৮৯
৯. ৭. ৭. ১. ঈশ্বরের পুত্র, খ্রিষ্ট ও নবী দাউদের অকারণ হত্যা ৬৮৯
৯. ৭. ৭. ২. ঈশ্বরের পুত্র, খ্রিষ্ট ও নবী দাউদের সকারণ হত্যা ৬৯১
৯. ৭. ৭. গণহত্যা ও যুদ্ধবন্দীর প্রতি আচরণের বাইবেলীয় আদর্শ ৬৯২
৯. ৭. ৭. ১. যুদ্ধবন্দী রাজাকে হত্যা করে গাছে টাঙিয়ে রাখা ৬৯২
৯. ৭. ৭. ২. যুদ্ধবন্দী রাজাদের ঘাড়ে পা রেখে হত্যা করে টাঙিয়ে রাখা ৬৯৩
৯. ৭. ৭. ৩. হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে মাথা নিয়ে যাওয়া ৬৯৩
৯. ৭. ৭. ৪. যুদ্ধবন্দীকে টুকরো টুকরো করে মাবুদের সামনে বলি দেওয়া ৬৯৩
৯. ৭. ৭. ৫. অসহায় বন্দীদেরকে পাশাপাশি শুইয়ে হত্যা করা ৬৯৪
৯.৭. ৭. ৬. করাত, লোহার মই, লোহার কুড়ালি ও ইটভাটার মধ্যে হত্যা ৬৯৪
৯. ৭. ৭. ৭. বন্দী এক হাজার ছয়শ' ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে হত্যা ৬৯৪
৯. ৭. ৭. ৮. বন্দী ছয় হাজার নয় শত ঘোড়াকে পায়ের রগ কেটে হত্যা ৬৯৫
৯. ৭. ৮. গুপ্তহত্যা ও আত্মহত্যায় বাইবেলীয় আদর্শ ৬৯৫
৯. ৭. ৮. ১. যুদ্ধের ঘোষণা ছাড়াই গুপ্তহত্যা ৬৯৫
৯. ৭. ৮. ২. আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী শত্রু-হত্যা ৬৯৭
৯. ৮. ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা ৬৯৮
৯. ৮. ১. নবী এলিয় ১০২ জন ঈশ্বরের প্রজা হত্যা করলেন ৬৯৮
৯. ৮. ২. নবী এলিয় ৪৫০ জন বিধর্মী নবী জবাই করলেন ৬৯৯
৯. ৮. ৩. ঈশ্বরের অভিষিক্ত বাদশাহ যেহূর বর্বর হত্যাযজ্ঞ ৭০০
৯. ৮. ৩. ১. নিজের প্রভু ইসরাইলের রাজাকে হত্যা ৭০১
৯. ৮. ৩. ২. এহূদা রাজ্যের বাদশাহকে হত্যা ৭০১
৯. ৮. ৩. ৩. ইসরায়েল-রাজার মাতা ঈষেবলকে নির্মমভাবে হত্যা ৭০১
৯. ৮. ৩. ৪. আহাব বংশের নিরস্ত্র অসহায় মানুষদেরকে হত্যা ৭০২
৯. ৮. ৩. ৫. নিহতদের মাথাগুলো গাদা করে শহর-দরজায় রেখে দেওয়া ৭০২
৯. ৮. ৩. ৬. আহাবের বন্ধু, ইমাম ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের হত্যা ৭০৩
৯. ৮. ৩. ৭. প্রতারণামূলকভাবে বাল-পূজারীদের হত্যা ৭০৩
৯. ৮. ৩. ৮. উপরের সকল হত্যাকাণ্ড ঈশ্বরের চোখে সঠিক ৭০৪
দশম অধ্যায়ঃ পবিত্র বাইবেল ও মুহাম্মদ (ﷺ) ৭০৭
উপসংহারঃ বাইবেল বনাম বাইবেলীয় ধর্মবিশ্বাস ৭৩৫
গ্রন্থপঞ্জি ৭৪১

ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর জন্য, তাঁর বান্দা আদম, নূহ, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের জন্য, তাঁদের পরিজন ও সহচরদের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে অধ্যাপনার কারণে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আমাদের পড়তে ও পড়াতে হয়। ছাত্র ও গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে কিছু লেখা আশা করেন। পাশাপাশি সংযুক্ত হয়েছে ধর্মপ্রচার বিষয়ক বিশেষ প্রেক্ষাপট। বিশ্বায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সভ্যতা, ভাষা ও সংস্কৃতির মত সকল ধর্মও কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে। বেড়েছে আন্তঃধর্মীয় আলোচনা, সংলাপ, বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন ধর্মের প্রচার বেড়েছে। বিভিন্ন ধর্ম অধ্যয়নে মানুষের আগ্রহও বেড়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজ ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধর্মের প্রচারকদের প্রচারণা খণ্ডনের চেষ্টাও বাড়িয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটেই এ পুস্তকটার রচনা।

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই খ্রিষ্টধর্মীয় প্রচারকরা বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার জোরদার করেছেন। স্বভাবতই তারা বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলিমকে খ্রিষ্টধর্মের গুরুত্ব বোঝাতে কমবেশি হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা নবীর উপর আক্রমণ করেন। বিশেষ করে মুসলিমরা যেহেতু তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের (সকলের প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক) প্রতি ভক্তিপ্রবণ, সেহেতু মুসলিম সমাজে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তারা এ সকল ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করেন। এ ছাড়া মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব নয় বলে প্রমাণ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা প্রচার করেন। তাদের বক্তব্য অনেক মুসলিমকে আহত করে। কখনো বা সংঘাত সৃষ্টি করে।

মুসলিম প্রচারকরা এ বিষয়ে তথ্য নির্ভর গ্রন্থাদি আশা করেন। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় বইয়ের অভাব। এ অভাব পূরণ করে পবিত্র বাইবেল পর্যালোচনা ও সমালোচনায় বাঙালি পাঠকের সামনে সামগ্রিক তথ্যাদি তুলে ধরাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

ধর্মতত্ত্বের পাঠক ও পাঠদাতা হিসেবে আমরা মনে করি, ধর্ম আলোচনায় কেউ কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তবে বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেন এবং হওয়াই উচিত। প্রতিটা মানুষই তার বিশ্বাসের পক্ষে এবং বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। নাস্তিক, ধর্মবিহীন আস্তিক এবং ধর্মানুসারী আস্তিক প্রত্যেকেই তার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হন। আমিও আমার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। তবে আমি আমার সাধ্যমত তথ্য উপস্থাপনায় ও পর্যালোচনায় বস্তুনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছি। বিশেষত অন্য ধর্মের আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহ যে নির্দেশনা ও বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তা মেনে চলার চেষ্টা করেছি। কুরআন বলছে: "তোমরা ধর্মগ্রন্থ-অনুসারীদের (অন্য ধর্মের অনুসারীদের) সাথে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া বিতর্ক করবে না" (সূরা-২৯ আনকাবূত: আয়াত ৪৬)। কুরআন অন্যত্র বলেছে: "আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ডাকে তোমরা তাদের বিষয়ে কটুক্তি করবে না।" (সূরা-৬ আনআম: আয়াত ১০৮)।

গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা ও ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা মূলনীতি রক্ষার চেষ্টা করেছি:

প্রথমতঃ পবিত্র বাইবেল বিষয়ক সকল তথ্য ইহুদি-খ্রিষ্টান বা পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষকদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বাইবেলের পর্যালোচনা বা সমালোচনায় ইহুদি-খ্রিষ্টান বা পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষক বা সমালোচকদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রয়োজনে গবেষকদের মূল ইংরেজি বক্তব্য যথাসম্ভব উদ্ধৃত করার পরে অনুবাদ করা হয়েছে, যেন আগ্রহী পাঠক মূলের সাথে অনুবাদ মিলিয়ে দেখতে পারেন।

তৃতীয়তঃ সকল পর্যালোচনায় বাইবেলের বক্তব্যের উপরে নির্ভর করা হয়েছে। বাইবেলের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাইবেল সোসাইটি বা খ্রিষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রচারিত বঙ্গানুবাদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদের অস্পষ্টতা দূর করার প্রয়োজন ছাড়া স্বাধীন অনুবাদ পরিহার করা হয়েছে।

পবিত্র বাইবেল ও মুসলিম মানস

প্রথমতঃ ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামি বিশ্বাস

তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল নামগুলো মুসলিম মানসে ভক্তিপূত। তবে এ সকল গ্রন্থের বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা অধিকাংশ মুসলিমই জানেন না। ফলে বর্তমানে প্রচলিত এ সকল নামের গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অশোভন তথ্য তাদেরকে ভয়ঙ্করভাবে আহত করে। এ সকল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

(ক) মহান আল্লাহ মূসা (আ)-কে তাওরাত, দাউদ (আ)-কে যাবূর ও ঈসা (আ)-কে ইঞ্জিল নামক ধর্মগ্রন্থ ওহীর মাধ্যমে প্রদান করেন। (সূরা-৩ আল-ইমরান ৩, ৪৮, ৬৫; সূরা-৪ নিসাঃ ১৬৩; সূরা-৫ মায়িদাঃ ৪৬, ৬৬, ৪৭, ৬৬, ৬৮, ১১০; সূরা-৬ আন'আমঃ ১৫৪; সূরা-৭ আ'রাফঃ ১৫৭; সূরা-৯ তাওবাঃ ১১১; সূরা-১৭ বনী ইসরাঈলঃ ৫৫; সূরা-৪৮ ফাতহঃ ২৯; সূরা-৫৭ হাদীদঃ ২৭ আয়াত)

(খ) তাঁদের অনুসারীরা গ্রন্থগুলি বিকৃত করেছেন। তিনভাবে তারা তা বিকৃত করেছেনঃ (১) নিজেরা মনগড়াভাবে কিছু লেখে ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ও ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রচার করেছেন, (২) ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃত করেছেন। (৩) ধর্মগ্রন্থের অনেক পুস্তক বা তথ্য তারা ভুলে গিয়েছেন বা হারিয়ে ফেলেছেন। (সূরা-২ বাকারা ৭৫, ৭৯; সূরা-৩ আল-ইমরান ৭৮-৭৯; সূরা-৫ মায়িদাঃ ১৩, ১৪, ১৫, ৪১ আয়াত)

(গ) বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন, বিলুপ্তি, ভুলে যাওয়া, গোপন করা ইত্যাদির পরেও 'আহল কিতাব'দের নিকট তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল নামে কিছু কিতাব রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে আল্লাহর বাণী ও মানবীয় বিকৃতি সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া এ সকল বিকৃত গ্রন্থও তাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস প্রমাণ করে না। বরং তাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস ও কর্মই প্রচলিত বিকৃত ধর্মগ্রন্থের নিন্দা বা অপ্রমাণ করে। কুরআন মাঝে মাঝে এ বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। (সূরা-২ বাকারাঃ ১১৩; সূরা-৩ আল-ইমরানঃ ৯৩; সূরা-৫ মায়িদাঃ ৪৩, ৪৭, ৬৮; সূরা-১০ ইউনূসঃ ৯৪ আয়াত)

(ঘ) কুরআন কারীমই সংরক্ষক-বিচারক। মহান আল্লাহর বাণী ও মানবীয় বিকৃতির সংমিশ্রণ এ সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ঠিক কোন্ কথাটা সঠিক ওহী এবং কোন্ কথাটা বিকৃতি তা বোঝার বা যাচাই করার কোনো বৈজ্ঞানিক, পাণ্ডুলিপিগত বা অন্য কোনো পথ নেই। এখন এগুলোর মধ্য থেকে সঠিক বক্তব্য যাচাই করার একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর সর্বশেষ ওহী আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেনঃ "এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirmer) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (watcher) রূপে।" (সূরা-৫ মায়িদাঃ ৪৮ আয়াত)

দ্বিতীয়তঃ নবীদের মর্যাদায় বাইবেল ও কুরআন

ইসলামি বিশ্বাসে মহান আল্লাহর মহান নবীরা সকলেই মানুষ ছিলেন এবং মানবীয় সততা ও পবিত্রতায় আদর্শ ছিলেন। মহান আল্লাহর বিধান পালন, বাস্তবায়ন, বিনয়, সততা, ক্রন্দন ও আল্লাহ-ভীতিতে তাঁরা অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। কুরআন ও হাদীসে তাঁদেরকে এভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত অনেক নবীর নাম পবিত্র বাইবেলের মধ্যেও বিদ্যমান। একজন মুসলিম স্বভাবতই ধারণা করেন যে, বাইবেলও তাঁদের পবিত্রতা ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পবিত্র বাইবেলে নবীদেরকে অত্যন্ত নোংরাভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে নবীরা নিস্পাপ নন, তবে ঈসা মসীহ নিস্পাপ। কিন্তু ইঞ্জিল শরীফে তাঁকেও নোংরাভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। পর্যালোচনার প্রয়োজনে আমাদেরকে এ সকল বিষয় উদ্ধৃত করতে হয়েছে। বিষয়গুলো বিশ্বাসী মুসলিমকে ভয়ঙ্করভাবে আহত করে। কারণ কোনো ধর্মের কোনো নবীর বিষয়ে এ জাতীয় নোংরা কথা তারা চিন্তাও করতে পারেন না। আমাদের এ গ্রন্থে এ সকল বিষয় উল্লেখ করাকে তারা ইসলামি বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করতে পারেন।

তাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমরা পবিত্র বাইবেলের বর্ণনামূলক পর্যালোচনার জন্যই এ সকল তথ্য উল্লেখ করেছি। এ সকল তথ্য এ সকল মহান মানুষের পাপ বা নীচতা প্রমাণ করে না, বরং এ সকল গ্রন্থের অপ্রামাণ্যতা প্রমাণ করে। বাইবেলীয় এ সকল তথ্য ইহুদি বা খ্রিষ্টানরা তাদের বিশ্বাসের আলোকে ব্যাখ্যা করেন, তবে মুসলিম বিশ্বাসে এগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মিথ্যা।

বাইবেলের বঙ্গানুবাদ, পরিভাষা ও বানান

ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্ট প্রচারক উইলিয়াম কেরি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে। ধর্মপুস্তক বা পবিত্র বাইবেল নামে তা প্রচারিত হয়। পরবর্তী প্রায় দু'শত বছর যাবৎ বাইবেলের বাংলা অনুবাদে মূলত কেরির পরিভাষাগুলোই ব্যবহার করা হয়। বিগত কয়েক দশক ধরে খ্রিষ্টান প্রচারকরা 'ইসলামী বাংলায়' বাইবেলের অনুবাদ করছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল-২০০০, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ এবং বাচিব প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩।

প্রথম অধ্যায়ে অনুবাদ প্রসঙ্গে পাঠক দেখবেন যে, কেরির অনুবাদ মূলানুগ হলেও তা দুর্বোধ্য। পরবর্তী অনুবাদ সহজবোধ্য হলেও অনেক সময় তাতে মূল অর্থ সংরক্ষিত হয়নি। মূল অর্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি সহজবোধ্য অনুবাদ উদ্ধৃত করার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন বাংলা বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে হয়েছে। অনুবাদের ভাষা ও পরিভাষার পরিবর্তন অনুধাবনের জন্য কয়েকটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

প্রথম উদ্ধৃতি: ইঞ্জিল শরীফের প্রথম পুস্তক 'মথি' ৩ অধ্যায় ১-৩ শ্লোক

(১) কেরি: "সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা কথিত হইয়াছিল, 'প্রান্তরে এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।"

(২) পবিত্র বাইবেল জুবিলী বাইবেল-১৯৯৯, ২০০৬: "নির্ধারিত সময়ে দীক্ষাগুরু যোহন আবির্ভূত হলেন। তিনি যুদেয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার করতেন, তিনি বলতেন, মন পরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে। ইনিই সেই ব্যক্তি যার বিষয়ে নবী ইসাইয়া বলেছিলেন, এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরূপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর...।"

(৩) পবিত্র বাইবেল-২০০০: "পরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিহূদিয়ার মরু-এলাকায় এসে এই বলে প্রচার করতে লাগলেন, পাপ থেকে মন ফেরাও, কারণ স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে। এই যোহনের বিষয়েই নবী যিশাইয় বলেছিলেন, মরু-এলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, তোমরা প্রভুর পথ ঠিক কর... ।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "পরে তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এহুদিয়ার মরুভূমিতে এসে এই বলে তবলিগ করতে লাগলেন, তওবা কর, কারণ বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে। এই ইয়াহিয়ার বিষয়েই নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, তোমরা মাবুদের পথ ঠিক কর।"

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: "সেই সময়ে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া উপস্থিত হয়ে এহুদিয়ার মরুভূমিতে তবলিগ করতে লাগলেন, তিনি বললেন, তওবা কর, কেননা বেহেশতী-রাজ্য সন্নিকট হল। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, 'মরুভূমিতে এক জনের কণ্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।"

ইংরেজি অনুবাদ অধ্যয়ন করলে পাঠক দেখবেন যে, সেগুলোতে শব্দ ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটলেও নাম (proper noun) বা ধর্মীয় পরিভাষাগুলোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু বাংলায় এ জাতীয় পরিবর্তন পাঠকের জন্য সমস্যা তৈরি করে। উপরের অনুবাদে বিশেষ করে নিম্নের পরিবর্তন লক্ষণীয়: ইংরেজি John the Baptist বাংলায় যোহন বাপ্তাইজক, দীক্ষাগুরু যোহন, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এবং বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া। ইংরেজি Judaea বাংলায় যিহূদিয়া, যুদেয়া এবং এহুদিয়া। ইংরেজি Repent বাংলায় মন ফিরাও, মনপরিবর্তন কর এবং তওবা কর। ইংরেজি kingdom of heaven বাংলায় স্বর্গ-রাজ্য এবং বেহেশতী রাজ্য। ইংরেজি prophet বাংলায় ভাববাদী ও নবী। ইংরেজি Esaias/ Isaiah বাংলায় যিশাইয়, ইসাইয়া এবং ইশাইয়া এবং ইংরেজি Lord বাংলায় প্রভু ও মাবুদ।

এখানে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে পরিবর্তনশীলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২০০০ ও ২০০৬ সংস্করণে John the Baptist অনুবাদ করেছে "তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া"; কিন্তু ২০১৩ সংস্করণ লেখেছে "বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া"।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি: মথি ১০ অধ্যায়ের ৫-৭ শ্লোক

(১) কেরি: "এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন– তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।"

(২) জুবিলী: "এই বারোজনকে যীশু প্রেরণ করলেন, আর তাদের এই নির্দেশ দিলেন, তোমরা বিজাতীয়দের এলাকায় যেয়ো না, সামারীয়দের কোন শহরেও প্রবেশ করো না; বরং ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলোর কাছে যাও। পথে যেতে যেতে তোমরা এ কথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"

(৩) বাইবেল-২০০০: "যীশু সেই বারোজনকে এই সব আদেশ দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা অযিহূদীদের কাছে বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যেয়ো না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের কাছে যেয়ো। তোমরা যেতে যেতে এই কথা প্রচার করো যে, স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "ঈসা সেই বারোজনকে এই সব হুকুম দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা

অ-ইহুদীদের কাছে বা সামেরীয়দের কোন গ্রামে যেয়ো না, বরং ইসরাইল জাতির হারানো ভেড়াদের কাছে যেয়ো। তোমরা যেতে যেতে এই কথা তবলিগ কর যে, বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে।"

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: "এই বারো জনকে ঈসা প্রেরণ করলেন, আর তাঁদেরকে এই হুকুম দিলেন– তোমরা অ-ইহুদীদের পথে যেও না এবং সামেরিয়দের কোন নগরে প্রবেশ করো না, বরং ইসরাইল-কুলের হারানো মেষদের কাছে যাও। আর তোমরা যেতে যেতে এই সুসমাচার তবলিগ কর, 'বেহেশতী-রাজ্য সন্নিকট'।"

এখানে ইংরেজি Jesus বাংলায় যীশু ও ঈসা; Gentiles বাংলায় পরজাতি, বিজাতীয়, অযিহূদী, অইহুদী; Samaritans বাংলায় শমরীয়, সামরীয়, সামেরিয়; Israel বাংলায় ইস্রায়েল ও ইসরাইল এবং heaven বাংলায় স্বর্গ ও বেহেশত।

তৃতীয় উদ্ধৃতি: মথি ২৬ অধ্যায়ের ৬৩-৬৫ শ্লোক

(১) কেরি: "মহাযাজক তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বর-নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন ? দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে...।"

(২) জুবিলী: "মহাযাজক তাঁকে বললেন, 'জীবনময় ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে আমি তোমাকে বলছি, আমাদের বল, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, সেই ঈশ্বর পুত্র? উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, আপনি নিজেই কথাটা বললেন, এমন কি আমি আপনাদের বলছি, এখন থেকে আপনারা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘবাহনে আসতে দেখবেন। তখন মহাযাজক নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বললেন, এ ঈশ্বরনিন্দা করল! সাক্ষীতে আমাদের আর কী দরকার ? দেখুন, আপনারা এইমাত্র ঈশ্বরনিন্দা শুনলেন...।"

(৩) বাইবেল-২০০০: "মহাপুরোহিত আবার তাকে বললেন, 'তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য দিয়ে আমাদের বল যে, তুমি সেই মশীহ, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র কি না।' তখন যীশু তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আমি আপনাদের এটাও বলছি, এর পরে আপনারা মনুষ্যপুত্রকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে এবং মেঘে করে আসতে দেখবেন।' তখন মহাপুরোহিত তাঁর কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "এ ঈশ্বরকে অপমান করল। আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার? এখনই তো আপনারা শুনলেন, সে ঈশ্বরকে অপমান করল।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "মহা-ইমাম আবার তাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে আমাদের বল যে, তুমি সেই মসীহ্ ইবনুল্লাহ কি না। তখন ঈসা তাঁকে বললেন, 'জ্বী, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আমি আপনাদের এটাও বলছি, এর পরে আপনারা ইবনে-আদমকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডান পাশে বসে থাকতে এবং মেঘে করে আসতে দেখবেন।' তখন মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বললেন, 'এ কুফরী করল। আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার? এখনই তো আপনারা শুনলেন, সে কুফরী করল।"

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: "মহা-ইমাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে জীবন্ত আল্লাহ্‌র নামে কসম দিচ্ছি, আমাদেরকে বল দেখি তুমি কি সেই মসীহ, আল্লাহ্‌র পুত্র? জবাবে ঈসা বললেন, তুমিই বললে; আরও আমি তোমাদেরকে বলছি, এখন থেকে তোমরা ইবনুল-ইনসানকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে

থাকতে এবং আসমানের মেঘরথে আসতে দেখবে। তখন মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, এ কুফরী করল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ, এখন তোমরা কুফরী শুনলে... ।"

এখানেও ভাষার পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিভাষার পরিবর্তন লক্ষণীয়। উপরে আলোচিত শব্দগুলো ছাড়াও এখানে লক্ষণীয়: ইংরেজি high priest বাংলায় মহাযাজক, মহাপুরোহিত ও মহা-ইমাম। ইংরেজি God বাংলায় ঈশ্বর ও আল্লাহ। ইংরেজি blasphemy বাংলায় ঈশ্বর নিন্দা, ঈশ্বর অপমান ও কুফরী।

ইংরেজি Son of God বাংলা অনুবাদে 'ঈশ্বরের পুত্র' থেকে মুসলমানি বাংলায় 'আল্লাহর পুত্র' না হয়ে আরবি ভাষায় 'ইবনুল্লাহ' হয়ে গিয়েছে। ইংরেজি Son of man বাংলা অনুবাদে 'মনুষ্যপুত্র' ও 'মানবপুত্র' থেকে আরো সহজ বাংলায় 'মানুষের ছেলে' হতে পারত। কিন্তু বঙ্গানুবাদে তা আরবি হয়ে গিয়েছে। মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬-এ ইবনে আদম হওয়ার পরে মোকাদ্দস-২০১৩-এ তা 'ইবনুল ইনসান' হয়ে গিয়েছে।

এখানেও আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস নামক বাংলা বাইবেলে পরিভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। Son of man বা মানুষের পুত্র বাক্যাংশটার অনুবাদ এক সংস্করণে ইবনে আদম ও অন্য সংস্করণে ইবনুল ইনসান লেখা হয়েছে। বাঙালি পাঠকের জন্য দুটোই দুর্বোধ্য, বিশেষত 'ইবনুল ইনসান' কথাটার অর্থ শিখিয়ে না দিলে মুসলিম বা অমুসলিম কোনো বাঙালি পাঠকই বোঝবেন না। 'ঈশ্বরের পুত্র' পরিবর্তন করে 'ইবনুল্লাহ' লেখাও একইরূপ। আল্লাহর পুত্র বললে মুসলিম-অমুসলিম সকল বাঙালি পাঠকই বুঝেন। তবে 'ইবনুল্লাহ' কথাটার অর্থ কোনো বাঙালিই বোঝেন না। তবে যদি কেউ আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ হন তবে ভিন্ন কথা।

চতুর্থ উদ্ধৃতি: ইঞ্জিলের তৃতীয় পুস্তক লূক, ১১ অধ্যায় ৫০-৫১ শ্লোক

(১) কেরি: "যেন জগতের পত্তনাবধি যত ভাববাদীর রক্তপাত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ এই কালের লোকদের কাছে লওয়া যায়– হেবলের রক্ত অবধি সেই সখরিয়ের রক্ত পর্যন্ত যিনি যজ্ঞবেদি ও মন্দিরের মধ্যস্থানে নিহত হইয়াছিলেন... ।"

(২) জুবিলী: "যেন জগৎপত্তন থেকে যে সকল নবীর রক্ত ঝরানো হয়েছে, তার হিসাব এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে চেয়ে নেওয়া হয়,– আবেলের রক্ত থেকে শুরু ক'রে সেই জাখারিয়ারই রক্ত পর্যন্ত যাঁকে যজ্ঞবেদি ও গৃহের মাঝখানে হত্যা করা হয়েছিল।"

(৩) বাইবেল-২০০০: "এর ফল হল, জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে আরম্ভ করে যত জন নবীকে খুন করা হয়েছে, তাদের রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা। হ্যাঁ, আমি আপনাদের বলছি, হেবলের খুন থেকে আরম্ভ করে যে সখরিয়কে বেদী এবং পবিত্র স্থানের মধ্যে মেরে ফেলা হয়েছিল সেই সখরিয়ের খুন পর্যন্ত... ।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "এর ফল হল, দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে যতজন নবীকে খুন করা হয়েছে, তাঁদের রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা। জ্বী, আমি আপনাদের বলছি, হাবিলের খুন থেকে শুরু করে যে জাকারিয়াকে কোরবানগাহ্ এবং পবিত্র স্থানের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিল সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত.."

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: "যেন দুনিয়া পত্তনের সময় থেকে যত নবীর রক্তপাত হয়েছে তার প্রতিশোধ এই কালের লোকদের কাছ থেকে নেয়া যায়– হাবিলের রক্ত থেকে সেই জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত যিনি কোরবানগাহ ও বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যস্থানে নিহত হয়েছিলেন– ... ।"

এখানে ইংরেজি Abel বাংলায় হেবল, আবেল ও হাবিল; Zacharias বাংলায় সখরিয়, জাখারিয়া ও জাকারিয়া; altar বাংলায় যজ্ঞবেদি, বেদী ও কোরবানগাহ এবং temple বাংলায় মন্দির, গৃহ, পবিত্র স্থান ও বায়তুল মোকাদ্দস। এখানেও কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদের পরিবর্তন লক্ষণীয়। ২০০০ ও ২০০৬ সংস্করণে 'টেম্পল' শব্দটার অর্থ পবিত্র স্থান। কিন্তু ২০১৩ সংস্করণে শব্দটার অর্থ 'বায়তুল মোকাদ্দস'।

পঞ্চম উদ্ধৃতি: নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিলের চতুর্থ পুস্তক যোহন বা ইউহোন্নার প্রথম অধ্যায়ের ৪৫-৪৬ শ্লোক

(১) কেরি: "ফিলিপ নথনেলের দেখা পাইলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, মোশি ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণ যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার দেখা পাইয়াছি; তিনি নাসরতীয় যীশু, যোষেফের পুত্র ...।"

(২) জুবিলী: "ফিলিফ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'মোশী বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি; তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যীশু।"

(৩) বাইবেল-২০০০: ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, 'মোশি যাঁর কথা আইন-কানুনে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি যোষেফের পুত্র যীশু, নাসরত গ্রামের লোক'...।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, 'মূসা যাঁর কথা তৌরাত শরীফে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি ইউসুফের পুত্র ঈসা, নাসরত গ্রামের লোক'...।"

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: "ফিলিপ নথনেলের দেখা পেলেন, আর তাঁকে বললেন, মূসা শরীয়তে ও নবীরা যাঁর কথা লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি; তিনি নাসরতীয় ঈসা, ইউসুফের পুত্র ...।"

এখানে আমরা ইতোপূর্বে আলোচিত নাম ও পরিভাষার পরিবর্তন ছাড়াও নতুন কয়েকটা বিষয় দেখছি। ইংরেজি Moses বাংলায় মোশি, মোশী ও মূসা; ইংরেজি the law বাংলায় ব্যবস্থা, বিধান-পুস্তক, আইন-কানুন, তৌরাত শরীফ ও শরীয়ত; ইংরেজি Nazareth বাংলা নাসরত ও নাজারেথ এবং ইংরেজি Joseph বাংলায় যোষেফ, যোসেফ ও ইউসুফ।

এখানেও কিতাবুল মোকাদ্দসে অনুবাদে পরিবর্তন। ইংরেজি the law শব্দটার আভিধানিক অর্থ আইন। ধর্মীয় পরিভাষায় হিব্রু 'তোরাহ' শব্দটার অর্থ বিধান, ব্যবস্থা বা আইন। এজন্য তোরাহ বোঝাতে ইংরেজি বাইবেলে 'the law' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। পাঠক যদি ইন্টারনেটে হিব্রু বাইবেল অথবা ইংরেজি উচ্চারণে হিব্রু বাইবেল (hebrew bible english transliteration) পাঠ করেন তবে দেখবেন যে, ইংরেজিতে যেখানে 'the law of Moses/ the law' লেখা হয়েছে, হিব্রুতে সেখানে 'তোরাহ' লেখা রয়েছে। আমরা দেখলাম যে, পরিভাষাটার অনুবাদে কেরি: 'ব্যবস্থা', জুবিলী, 'বিধান-পুস্তক' এবং বাইবেল-২০০০ 'আইন-কানুন'। আক্ষরিক অনুবাদ হিসেবে এগুলো গ্রহণযোগ্য। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসে যেহেতু 'তৌরাত' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেহেতু ইংরেজি 'ল' পরিভাষার অনুবাদে মূল হিব্রু 'তৌরাত' লেখা স্বাভাবিক ছিল। আমরা দেখছি যে, মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ শব্দটার অনুবাদ করেছে 'তৌরাত শরীফ', কিন্তু মোকাদ্দস-২০১৩ লেখেছে 'শরীয়ত'।

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ল' শব্দের অনুবাদে 'তৌরাত শরীফ' বা 'তৌরাত কিতাব' লেখেছে, তবে কোথাও কোথাও 'শরীয়ত' লেখেছে। পক্ষান্তরে কিতাবুল মোকাদ্দস-

২০১৩ 'ল' শব্দের অনুবাদে সর্বদা 'শরীয়ত' লেখেছে।

আমরা জানি যে, 'শরীয়ত' ও 'তৌরাত' কখনোই সমার্থক নয়; যেমন 'কুরআন' ও 'শরীয়ত' সমার্থক নয়। তাহলে তৌরাত শব্দটা বঙ্গানুবাদে ব্যবহার করা সত্ত্বেও অনুবাদের সময় মূল হিব্রু 'তোরাহ' শব্দটার অনুবাদে 'তৌরাত' না লেখে শরীয়ত লেখার কারণ কী? বাহ্যত তৌরাত বিষয়ক বহুবিধ অভিযোগ অস্পষ্ট করা। আরো কয়েকটা নমুনা দেখুন:

(১) যিহোশূয়/ ইউসা ৮/৩১-৩২: "as it is written in the book of the law of Moses ... And he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel."

এখানে 'the law of Moses' বাক্যাংশ দু' শ্লোকে দু' বার ব্যবহার করা হয়েছে। মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ প্রথমে তৌরাত ও পরে শরীয়ত লেখেছে। "মূসার তৌরাত কিতাবে যেমন লেখা আছে সেই অনুসারেই তিনি তা তৈরি করলেন। ... ইউসা পাহাড়ের উপরে বনি-ইসরাইলদের সামনে পাথরের উপরে মূসার শরীয়ত লিখলেন।"

মোকাদ্দস-২০১৩ উভয় স্থানেই শরীয়ত লেখেছে। "তেমনি তারা মূসার শরীয়ত-কিতাবে লেখা হুকুম অনুসারে ... সেখানে পাথরগুলোর উপরে বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে তিনি মূসার লেখা শরীয়তের একটি অনুলিপি লিখলেন।"

'HEBREW TRANSLITERATION SCRIPTURE' ওয়েবসাইটে শ্লোকদ্বয় নিম্নরূপ[১]: "as it is written in the sefer ha Torah Mosheh ... And he wrote there upon the stones a copy of ha Torah Mosheh, which he wrote in the presence of Benai Yisrael" "মোশেহর তৌরাত পুস্তকে যেভাবে লেখা... তিনি পাথরের উপরে মোশেহর তৌরাতটি লেখলেন, যা তিনি লেখলেন বনি-ইসরাইলের সম্মুখে।"

(২) ১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ২/৩ ইংরেজি KJV: And keep the charge of the LORD thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses.." হিব্রু উচ্চারণ নির্ভর ইংরেজি অনুবাদ: ".... as it is written in the Torah Mosheh: মোশেহের তৌরাতে যেভাবে লেখা আছে।"[২]

অথচ কিতাবুল মোকাদ্দসের সকল সংস্করণেই এখানে তৌরাত না লেখে শরীয়ত লেখা হয়েছে। মোকাদ্দস-২০০৬: "তোমার মাবুদ আল্লাহর ইচ্ছামত তুমি তাঁর পথে চলবে এবং মূসার শরীয়তে লেখা মাবুদের সব নিয়ম, হুকুম, নির্দেশ ও দাবি মেনে চলবে...।" মোকাদ্দস-২০১৩: "আর তোমার আল্লাহ মাবুদের রক্ষণীয় বিধান রক্ষা করে তাঁর পথে চল, মূসার শরীয়তে লেখা তাঁর বিধি, তাঁর হুকুম, তাঁর অনুশাসন ও তাঁর সমস্ত সাক্ষ্য পালন কর...।"

(৩) ২ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ২৩/২৫ হিব্রু অনুসারী ইংরেজি অনুবাদ: "that turned to YHWH with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the Torah of Mosheh..."[৩] ইংরেজি: KJV: "... turned to the LORD with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses."

---

[১] http://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Scriptures/Tenakh/Yehoshua/Yehoshua08.htm

[২] http://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Scriptures/Tenakh/Melekim-Alef/Melekhim-Alef02.htm

[৩] http://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Scriptures/Tenakh/Melekim-Bet/Melekhhim- Bet23.htm

এখানেও আমরা দেখছি যে, হিব্রু 'মোশেহের তৌরাত' বাক্যাংশকে ইংরেজিতে 'ল অব মোসেস' বলা হয়েছে। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের সকল সংস্করণেই 'তৌরাত' বাদ দিয়ে 'শরীয়ত' লেখা হয়েছে।

এভাবে ভাষার বিবর্তনের পাশাপাশি বাইবেল অনুবাদকরা ধর্মীয় নাম ও পরিভাষাও পরিবর্তন করেছেন। আরেকটা নমুনা প্রেরিত বনাম সাহাবী। যীশু খ্রিষ্টের বার জন নির্বাচিত শিষ্যকে ইংরেজিতে (Apostle) বলা হয়। শব্দটার আভিধানিক অর্থ 'প্রেরিত'। যীশু শিষ্যদের মধ্য থেকে যে বার জনকে প্রচার ও সেবার জন্য 'প্রেরণ' করেন খ্রিষ্টধর্মীয় পরিভাষায় তাদেরকে প্রেরিত বলা হয়। কেরির অনুবাদে এবং পরবর্তী অনুবাদগুলোতে প্রেরিত পরিভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে 'মুসলিম' অনুবাদগুলোতে প্রেরিত বোঝাতে 'সাহাবী' শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি 'সাধারণ' অনুবাদগুলোতে প্রেরিত পরিভাষার ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। কোনো বাইবেলে 'সাহাবী' এবং কোনো বাইবেলে 'প্রেরিত'। 'প্রেরিত' পরিভাষার সাথে পরিচিত পাঠকের কাছে 'সাহাবী' পরিভাষা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট। এর বিপরীতে সাহাবী পরিভাষার সাথে পরিচিত পাঠকের কাছে প্রেরিত শব্দটা অপরিচিত। আমরা কোন পরিভাষা ব্যবহার করব?

অনুরূপভাবে বাইবেলের প্রথম পুস্তকটার নাম কোনো কোনো বাইবেলে 'আদিপুস্তক' এবং কোনো কোনো বাইবেলে 'পয়দায়েশ'। আমরা কোন নাম ব্যবহার করব? একটার সাথে পরিচিতের কাছে অন্যটা দুর্বোধ্য।

নাম ও পরিভাষার পরিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখুন:

ইংরেজি	কেরি ও অন্যান্য	কিতাবুল মোকাদ্দস
Abraham	অবরাহাম	ইব্রাহিম
Amalek	অমালেক	আমালেক
Angel	দূত, ঈশ্বরের দূত	ফেরেশতা
Aron	হারোণ	ঘারুন
Canaan	কনান	কেনান
Children of Israel	ইস্রায়েল সন্তানগণ	বনি ইসরাইল
Christ	খ্রীষ্ট, মশীহ	এসীহ
Church	মণ্ডলী	জামাত
disciple, Apostle	শিষ্য, প্রেরিত	গাহাবী
Ezra	ইয্রা	উযাইর
Gentile	পরজাতি	অ-ইহুদি
Gospel	সুসমাচার	ইঞ্জিল
High priest	মহাযাজক, মহাপুরোহি	মহা-ইমাম
Holy Ghost/ Spirit	পবিত্র আত্মা	পাক-রূহ
Israel	ইস্রায়েল	ইসরাইল

ইংরেজি	কেরি ও অন্যান্য	কিতাবুল মোকাদ্দস
Jacob, James	যাকোব	ইয়াকুব
Jerusalem	যিরুশালেম	জেরুজালেম, জেরুশালেম
Jesus	খ্রীশু	ঈসা
Jew	যিহুদী	ইহুদী
John	যোহন	ইয়াহিয়া
John	যোহন	ইউহোন্না
Joshua	যিহোশূয়	ইউসা
Judah Judaea, Judea	যিহূদা (রাজ্য)	এহুদা/ এহুদিয়া
Judah, Judas, Jude	যিহূদা (ব্যক্তি)	এহুদা
Moses	মোশি, মোশী	মূসা
Passover	নিস্তার পর্ব	উদ্ধার ঈদ, ঈদুল ফেসাখ,
Pharaoh	ফরৌণ	ফেরাউন
Philistines	পলেষ্টীয়	ফিলিস্তিনী
Priest	যাজক, পুরোহিত	ইমাম
Sacrifice	উলি	কোরবানী/ বলি
Scribe	অধ্যাপক	আলেম
Scripture	শাস্ত্র	পাক-কিতাব
Solomon	শলোমন	সোলায়মান
Temple	মন্দির, ধর্মধাম,	এবাদতখানা, বাইতুল মোকাদ্দস
The law	ব্যবস্থা	তৌরাত, শরীয়ত
Joseph	যোষেফ, যোসেফ	ইফসুফ

উপরের জটিলতার আলোকে আমরা অনুবাদ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে নিম্নের মূলনীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

(ক) সাধু ভাষার উদ্ধৃতি কেরির অনুবাদ থেকে গৃহীত। চলিত ভাষায় মুসলমানি অনুবাদ কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ থেকে গৃহীত। চলিত সাধারণ বাংলা অনুবাদ পবিত্র বাইবেল-২০০০ থেকে গৃহীত। ক্যাথলিক বাইবেলের উদ্ধৃতিগুলো জুবিলী বাইবেল থেকে গৃহীত।

(খ) কেরির অনুবাদকে মূল ধরা হয়েছে। এজন্য কেরি থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের সময় শুধু বাইবেলের

পুস্তক, অধ্যায় ও শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে, সংস্করণের উল্লেখ করা হয়নি। যেমন (মথি ৩/১-৩), (লূক ১১/৫০-৫১), (যোহন ১/৪৫-৪৬) ইত্যাদি। অন্যান্য সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাইবেলের পুস্তক, অধ্যায় ও শ্লোকের পাশাপাশি উদ্ধৃতির শুরুতে বা শেষে সংস্করণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন (মথি ৩/১-৩, জুবিলী), (মথি ৩/১-৩, বা.-২০০০), (মথি ৩/১-৩, মো.-০৬), (মথি ৩/১-৩, মো.-১৩), (যোহন ১/৪৫-৪৬, জুবিলী), (যোহন ১/৪৫-৪৬, বা.-২০০০), (ইউহোন্না ১/৪৫-৪৬, মো.-০৬), (ইউহোন্না ১/৪৫-৪৬, মো.-১৩)... ইত্যাদি। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ থেকে অধিকাংশ উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে বলে অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি। এজন্য এ সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সংস্করণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। অন্যান্য সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) নবীদের এবং বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর নামের ক্ষেত্রে আমরা কেরির পরিভাষা অধিক ব্যবহার করেছি। পাশাপাশি কিতাবুল মোকাদ্দসের পরিভাষাও ব্যবহার করেছি। যেমন অবরাহাম, ইবরাহিম, মোশি, মূসা, শলোমন, সুলায়মান, যীশু, ঈসা, খ্রিষ্ট, মসীহ, পবিত্র আত্মা, পাক-রুহ, প্রেরিত, সাহাবী, যিহুদা, এহুদা, যাজক, ইমাম, বলি, কোরবানি, ব্যবস্থা, তৌরাত.... ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আদিপুস্তক, পয়দায়েশ, যাত্রাপুস্তক, হিজরত, গণনাপুস্তক, শুমারী, যিহোশূয়, ইউসা, বিচারকর্তৃগণ, কাজীগণ, শমূয়েল, শামুয়েল, রাজাবলি, বাদশাহনামা, ইত্যাদি।

অনেক ভাষাতেই বানান সমস্যা রয়েছে। ইংরেজি ভাষা বানান সংস্কারের প্রক্রিয়া পার হয়ে এসেছে। ফলে সমস্যাগুলো স্থির রয়েছে এবং সাধারণ লেখক ও পাঠকদের জন্য ভাষার ব্যবহার সহজ হয়েছে। বাংলা বানানের বিবর্তন ও পরিবর্তন চলমান। বস্তুত ভাষাবিদদের হাতে বাংলা ভাষার সাথে আমরা সাধারণ বাঙালিরাও নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছি। ছোটবেলা থেকে যে বানানগুলো লেখে ও দেখে অভ্যস্ত হয়েছি এখন সেগুলো বাতিল বা ভুল বলে গণ্য হচ্ছে। শ্রবণের সাথে বানান মিলাতে যেয়ে দর্শনের সাথে সঙ্ঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যার সাথে আমাদের এ গ্রন্থে যুক্ত হয়েছে বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদে বানানের ভিন্নতা। আমাদের সমস্যার সাথে পাঠককে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করছি:

- বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদ বাইবেলগুলো বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করেছে। এজন্য উদ্ধৃতির মধ্যে মূল গ্রন্থের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

- ঙ, ং, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ও-কার ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ধৃত পাঠের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। লেখকের নিজের বক্তব্যে প্রমিত রীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন যিহূদী, ইহুদী, ইহুদি, কোরবানী-কোরবানি, ফিলিস্তিনী, ফিলিস্তিনি, বারো, বার, এগারো, এগার, বলব, বলবো, বলছ, বলছো, রং, রঙ, আংগুর, আঙ্গুর, সংগে, সঙ্গে...

- 'যীশু খ্রীষ্ট' বানানটার বিষয়ে বাংলা প্রমিত নিয়ম অনুসারে 'যিশু খ্রিস্ট' লেখতে হয়। তবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা 'যীশু' শব্দটা সর্বদা ঈ-কার দিয়েই লেখেন। আর 'খ্রীষ্ট' শব্দটার ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণত ঈ-কার ব্যবহার করেন। কিন্তু 'খ্রিষ্টান', 'খ্রিষ্টাব্দ' ইত্যাদি লেখতে সাধারণত সকলেই ই-কার ব্যবহার করেন। সামগ্রিক বিবেচনায় আমরা 'যীশু খ্রিষ্ট', 'খ্রিষ্টান', 'খ্রিষ্টাব্দ' ব্যবহার করেছি।

- ঈসা মসীহ লেখতে কিতাবুল মোকাদ্দসে 'ম'-এর সাথে 'আ'-কার ব্যবহার করা হয়নি, যদিও আরবি প্রতিবর্ণায়ন নিয়মে 'মাসীহ' লেখা উচিত। আমরা সর্বত্রই 'মসীহ' ব্যবহার করা চেষ্টা করেছি।

- আরবি উচ্চারণ অনুসারে আমরা 'তাওরাত' লেখে ও বলে অভ্যস্ত। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে সর্বদা 'তৌরাত' লেখা হয়েছে। এজন্য এ গ্রন্থে আমরা সাধারণভাবে 'তৌরাত' লেখেছি। আরবি উচ্চারণ অনুসারে 'ইনজীল' লেখাই বিধেয়, তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের ব্যবহার অনুসারে আমরা সর্বদা 'ইঞ্জিল' লেখেছি।
- ফেরেশতা, বেহেশত ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে কিতাবুল মোকাদ্দস এ-কার ব্যবহার করেছে। আমরা সকল ক্ষেত্রেই এভাবে এ-কার ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি, যদিও সাধারণভাবে আমরা এ সকল ক্ষেত্রে ই-কার ব্যবহার করে অভ্যস্থ।
- আমরা দেখলাম, 'জেরুজালেম' বানানে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ ও ২০১৩-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদ্ধৃতির বাইরে আমরা সর্বত্র 'জেরুজালেম' ব্যবহার করেছি।

এই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে অনেকেই উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। মুশাহিদ আলী, এমদাদুল হক, আব্দুল মালেক, হোসেন এম জাকির ও অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু প্রুফ দেখে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। সাইফ আলী প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম পুরুস্কার প্রদান করুন।

খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রথম অধ্যায়
বাইবেল পরিচিতি

১. ১. বাইবেলঃ নামকরণ ও অর্থ

১. ১. ১. উৎপত্তি ও অর্থ

'বাইবেল' শব্দটা বাঙালিদের নিকট অতি পরিচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের সকল বাংলাভাষী সাধারণভাবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থকে 'বাইবেল' নামে চেনেন। ইংরেজি ও সকল ইউরোপীয় ভাষায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর বৃটিশ খ্রিষ্টান মিশনারিরা বাংলাদেশে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে 'পবিত্র বাইবেল' নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করেন।

বাইবেল শব্দটার অর্থ 'পুস্তক'। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বর্তমান বৈরুতের নিকটবর্তী প্রাচীন ফনিশিয়া (Phoenicia) রাজ্যের একটা শহরের নাম ছিল 'বিব্‌লস' (Byblos)। এ শহর থেকেই গ্রিকরা প্রাচীন 'কাগজ' প্যাপিরাস (papyrus) আমদানি করত। এজন্য গ্রিক ভাষায় প্যাপিরাস বা কাগজ এবং প্যাপিরাস বাণ্ডিল (papyrus scroll) 'বিবলস' (Byblos/biblos) এবং কাগজে লেখা ছোট পুস্তক 'বিবলিয়ন' (biblion=small book) নামে পরিচিত ছিল। মাইক্রোসফট এনকার্টা বিশ্বকোষের 'বাইবেল' আর্টিকেলে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

The term Bible is derived through Latin from the Greek biblia, or "books," the diminutive form of byblos, the word for "papyrus" or "paper," which was exported from the ancient Phoenician port city of Biblos. By the time of the Middle Ages the books of the Bible were considered a unified entity.

"বাইবেল শব্দটা ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে গ্রিক 'বিবলিয়া' শব্দ থেকে আগত। এটা মূলত 'বিবলস' শব্দ থেকে গৃহীত। বিবলস অর্থ ছিল প্যাপিরাস বা কাগজ, যা প্রাচীন ফনিসিয়ান বন্দরনগরী 'বিবলস' থেকে আমদানি করা হত। মধ্যযুগে এসে বাইবেলের পুস্তকগুলোকে একীভূত অস্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হত।"

১. ১. ২. বাইবেল বনাম পবিত্র বাইবেল

উপরের তথ্য থেকে আমরা দেখছি যে, 'বাইবেল' শব্দটার অর্থ 'পুস্তক' বা 'পুস্তকমালা'। আমরা আরো দেখছি যে, প্রাচীন যুগে 'বাইবেল'-কে 'পবিত্র বাইবেল' বলার প্রচলন ছিল না। মধ্যযুগে ল্যাটিন ভাষায় কখনো কখনো 'বিবলিয়া' শব্দটার সাথে 'স্যাকরা' (sacra) শব্দ ব্যবহার করা হত, যার অর্থ পবিত্র (sacred)। এ ব্যবহারের ভিত্তিতে ইংরেজিতে 'the holy Bible' বা 'পবিত্র বাইবেল' বলার প্রচলন ছিল। বর্তমানে 'বাইবেল' ও 'পবিত্র বাইবেল' উভয় পরিভাষাই দেখতে পাওয়া যায়।

১. ১. ৩. গ্রিক বনাম হিব্রু

আমরা দেখছি যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থটার নাম মূলত গ্রিক ভাষা থেকে গৃহীত এবং ল্যাটিন ভাষায় পরিমার্জিত হয়ে 'পবিত্র বাইবেল' নামে পরিচিত। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, এ গ্রন্থটা মূলত হিব্রু ভাষায় রচিত ও প্রচারিত। অনেক শতাব্দী পরে গ্রন্থটা গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আমরা জানি, প্রতিটা গ্রন্থেরই তার নিজস্ব ভাষায় নাম থাকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হলেও গ্রন্থটার মূল নাম (proper noun) অবিকৃত ও অভিন্নই থাকে। তাহলে 'বাইবেল' নামক এ

বইটার হিব্রু ভাষায় নাম কী ছিল? বইটার সংকলক ও প্রচারকরা কি হিব্রু ভাষায় বইটার কোনো নাম দেননি? দিলে তা কী ছিল এবং কেনই বা তা পরিবর্তন করে গ্রিক ভাষায় নামকরণ করা হল? প্রশ্নগুলোর উত্তর সুস্পষ্ট নয়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন হিব্রু নাম রয়েছে। সংকলিত গ্রন্থমালারও হিব্রু নাম আছে। তবে গ্রিক ভাষার বাইবেল শব্দটাই নাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

১. ১. ৪. বাইবেল বনাম কিতাবুল মোকাদ্দস

'বাইবেল' শব্দটা মূল আভিধানিক অর্থে যে কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ব্যবহারিকভাবে তা খ্রিষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম যা ব্যাকরণের পরিভাষায় 'proper noun' অর্থাৎ নিজস্ব নাম বা সংজ্ঞাবাচক নাম। যেমন 'কুরআন', 'বেদ', 'গীতা', 'ত্রিপিটক' ইত্যাদি প্রত্যেক শব্দের আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন ব্যবহারিকভাবে তা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের নিজস্ব নাম বা 'proper noun'-এ পরিণত হয়েছে। এজন্য এ সকল গ্রন্থ যে ভাষাতেই অনুবাদ করা হোক না কেন, গ্রন্থের মূল নাম অপরিবর্তিত থাকে।

খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতরা সাধারণভাবে এ নীতি অনুসরণ করলেও আমরা দেখি যে, অনেক সময় তারা ব্যক্তি, স্থান বা গ্রন্থের নিজস্ব নামও অনুবাদ করেন। বাইবেলের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়েছে। বাইবেল শব্দটা 'proper noun' হওয়ার কারণে বাইবেলের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদে তারা নামটা বহাল রেখেছেন। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও তারা 'বাইবেল' নামটা অপরিবর্তিত রেখেছিলেন।

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার কলরাডো (Colorado) রাষ্ট্রের কলরাডো স্প্রীংস (Colorado springs) শহরে অনুষ্ঠিত (north American conference on muslim evangelization) 'মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানো বিষয়ে উত্তর আমেরিকান সম্মেলনে' খ্রিষ্টান প্রচারকরা মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল ধর্মগ্রন্থগুলোকে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ও আকর্ষণীয় পরিভাষায় অনুবাদ করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে বর্তমানে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি বাইবেলকে 'কিতাবুল মোকাদ্দস' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছে।

মধ্যযুগ থেকে বাইবেলের আরবি অনুবাদের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানরা 'আল-কিতাবুল মুকাদ্দাস' শব্দ ব্যবহার করেন। 'কিতাব' শব্দটা 'বাইবেল' শব্দের আরবি অনুবাদ, অর্থাৎ 'গ্রন্থ'। আর 'মুকাদ্দাস' শব্দের অর্থ 'পবিত্র'। এভাবে 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' অর্থ 'পবিত্র গ্রন্থ'। এখানে লক্ষণীয়, গ্রন্থটার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের জন্য আরবি অনুবাদ নাম ব্যবহার। এখানে প্রথমত একটা নাম (proper noun)-এর অনুবাদ করা হয়েছে, যা অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয়ত অনুবাদের ভাষায় নামটার অনুবাদ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ভাষার অবোধ্য বা দুর্বোধ্য নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করা।

১. ১. ৫. কী নাম ছিল এ গ্রন্থের যীশুর যুগে?

মূসা (আ.) বা মোশি থেকে ঈসা (আ.) বা যীশু পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর যে ধর্মগ্রন্থটা প্রচলিত ছিল তার নিশ্চয় একটা নাম ছিল। কী নাম ছিল তার? বাইবেল থেকে জানা যায় যে, যীশু ও তাঁর শিষ্যরা 'বাইবেল' বা 'কিতাবুল মোকাদ্দস' নাম জানতেন না। 'বাইবেল' নামক গ্রন্থটা বুঝাতে তাঁরা নিম্নের পরিভাষা ব্যবহার করতেন:

(১) the scripture/scriptures। এ শব্দটার মূল অর্থ: লিখিত বিষয় (what is written) বা লিখিত পুস্তক। ব্যবহারিকভাবে এর অর্থ ধর্মগ্রন্থ বা লিখিত শাস্ত্র।[১]

---

[১] মথি ২১/৪২; ২২/২৯; ২৬/৫৪; ২৬/৫৬; মার্ক ১২/১০; ১২/২৪; ১৪/৪৯; ১৫/২৮; লূক ৪/২১; ২৪/২৭; ২৪/৩২;

(২) The Law and the Prophets। অর্থাৎ 'তৌরাত ও নবীগণ'। কেরির অনুবাদে 'ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ'। (দেখুন: মথি ৫/১৭; ৭/১২; ১১/১৩; ২২/৪০; লূক ১৬/১৬; ২৪/৪৪; যোহন ১/৪৫; প্রেরিত ১৩/১৫; ২৪/১৪; ২৮/২৩; রোমীয় ৩/২১)

(৩) the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms। 'মূসার তৌরাত এবং নবীগণ ও গীতসংহিতা অথবা দাউদের গীতসংহিতা। (দেখুন: লূক ২৪/৪৪। আরো দেখুন: লূক ২০/৪২; প্রেরিত ১/২০)

পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, ইহুদি বাইবেল তিন অংশে বিভক্ত: (১) তৌরাত (The Law), (২) নাবিয়্যীম: নবীগণের পুস্তক (the Prophets) এবং (৩) কিতুবীম: লিখনিসমূহ (the Writings)। গীতসংহিতা পুস্তকটা তৃতীয় অংশের মধ্যে বিদ্যমান। 'তৌরাত-এর 'তা', 'নাবিয়্যীম'-এর 'না' ও 'কিতুবীম'-এর 'ক' নিয়ে একত্রে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ইহুদি সংস্করণকে ইহুদিরা 'তানাক' বলেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকে বাইবেল নামক ধর্মগ্রন্থের কোনো একক নাম ছিল না। এ গ্রন্থসমষ্টিকে একত্রে 'ধর্মগ্রন্থ' বলা হত। অথবা এ গ্রন্থের দুটো অংশকে পৃথকভাবে নাম উল্লেখ করে বলা হত: 'তৌরাত ও নবীগণ'। ইহুদি বাইবেল বা পুরাতন নিয়মের তৃতীয় অংশ 'কিতুবীম'-এর মধ্য থেকে গীতসংহিতা পুস্তকটা সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বাহ্যত 'কিতুবীম' নামক এ অংশটা তখনও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি এবং 'ধর্মগ্রন্থ'-এর অংশ হিসেবে গণ্য হয়নি।

১. ২. বাইবেলের পুরাতন নিয়ম

১. ২. ১. খ্রিষ্টধর্মীয় বাইবেলের দু'টা অংশ

খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে দুভাগে ভাগ করেন: পুরাতন নিয়ম বা পুরাতন সন্ধি (Old Testament) ও নতুন নিয়ম, নতুন সন্ধি বা নবসন্ধি (New Testament)। প্রথমভাগের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে তারা দাবি করেন যে, সেগুলো ইহুদি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ। অর্থাৎ যীশুর আগমনের পূর্বে বনি-ইসরাইল বা ইহুদিদের মধ্যে যে সকল নবী আগমন করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থগুলোকে ইহুদিরা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সংকলন করেন। এটা ইহুদি বাইবেল (Jewish Bible) এবং হিব্রু বাইবেল (Hebrew Bible) নামে পরিচিত। এটাকেই খ্রিষ্টানরা তাদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম হিসেবে গণ্য করেন। দ্বিতীয় অংশ নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলোর বিষয়ে তারা দাবি করেন যে, এগুলো যীশুর 'ইঞ্জিল' এবং তাঁর শিষ্যদের বা তাঁদের শিষ্যদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ বা পত্র।

১. ২. ২. বিভিন্ন প্রকারের বাইবেল ও বিভিন্ন সংখ্যার পুস্তক

আমরা সকলেই জানি যে, প্রত্যেক ধর্মের অনেক দল-উপদল আছে। কিন্তু একই ধর্মের দল-উপদলের জন্য ভিন্নভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থাকে বলে হয়ত আমাদের কোনো পাঠকই জানেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে অনেক দল-উপদল বিদ্যমান। কিন্তু কুরআন, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদির ভিন্নভিন্ন সংস্করণ বা ভিন্নভিন্ন বই আছে বলে আমরা জানি না। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মের বিষয়টা ভিন্ন। খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিভিন্ন চার্চ বা ধর্মীয় জামাতের জন্য ভিন্নভিন্ন 'বাইবেল' বিদ্যমান। এ

২৪/৩৯; যোহন ২/২২; ৫/৩৯; ৭/৩৮; ৭/৪২; ১০/৩৫; ১৩/১৮; ১৭/১২; ১৯/২৪; ১৯/২৮; ১৯/৩৬; ১৯/৩৭; ২০/৯; প্রেরিত ১/১৬; ৮/৩২; ৮/৩৫; ১৭/২; ১৭/১১; ১৮/২৪; ১৮/২৮; রোমীয় ১/২, ৪/৩; ৯/১৭; ১০/১১; ১১/২; ১৫/৪; ১৬/২৬; গালাতীয় ৩/৮; ৩/২২; ৪/৪০; ১ কলসীয় ১৫/৩; ১৫/৪; ১ তীমথিয় ৫/১৮; ২ তীমথিয় ৩/১৫; ৩/১৬; যাকোব ২/৮; ২/২৩; ৪/৫; ১ পিতর ২/৬; ২ পিতর ২/২০; ৩/১৬।

সকল বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান পুস্তকের সংখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যে সকল পুস্তক সকল বাইবেলে বিদ্যমান সেগুলোর বিষয়বস্তু, অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, শ্লোক ইত্যাদির মধ্যেও অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। বাইবেলের পার্থক্য জানার জন্য খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বের খ্রিষ্টানরা মূলত তিনটা বৃহৎ দলে বিভক্তঃ ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ও অর্থোডক্স। এ তিনটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের বিভক্তির মূল কারণ পোপের আধিপত্য।

(১) ক্যাথলিক বা সর্বজনীনঃ খ্রিষ্টধর্মের মূল ধারা ক্যাথলিক (Catholic) অর্থাৎ সর্বজনীন বা রোমান ক্যাথলিক (Roman Catholic) হিসেবে পরিচিত। রোমের বা ভ্যাটিকানের চার্চ ও পোপের নিয়ন্ত্রনাধীন খ্রিষ্টধর্ম এ নামে পরিচিত।

শুরু থেকেই খ্রিষ্টান প্রচারকরা বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান পুরোহিত ও ধর্মযাজককে 'বিশপ' (Bishop/greek: episkopos) অর্থাৎ সর্দার বা তত্ত্বাবধায়ক (overseer) অথবা প্রেসবিটার (presbyter) অর্থাৎ মুরব্বি (elder) বলে আখ্যায়িত করতেন। বিশপকে সাধারণত 'বাবা' বা পিতা বলে ডাকা হত। এই শব্দটার গ্রিক পাপ্পাস (pappas), ল্যাটিন পাপা (papa) এবং ইংরেজি পোপ (Pope)। ক্রমান্বয়ে রোমের বিশপ, অর্থাৎ ভ্যাটিকানে অবস্থিত সেন্ট পিটার চার্চের প্রধান পুরোহিত নিজেকে পুরো খ্রিষ্টধর্মের প্রধান বা প্রধান বিশপ বলে দাবি করতে থাকেন। একমাত্র তিনিই বাবা বা পোপ হিসেবে আখ্যায়িত হতে থাকেন। মূলত একাদশ খ্রিষ্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্ম পুরোপুরিই ভ্যাটিকানের পোপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মের প্রথম হাজার বছর খ্রিষ্টধর্ম বলতে ক্যাথলিক ধর্মকেই বুঝানো হত।[২]

(২) অর্থোডক্স বা গোঁড়াঃ ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন (Constantine the Great) খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিমে ইউরোপ থেকে পূর্বে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রমান্বয়ে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়ে যায়। গ্রিকভাষী পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিশপরা রোমের বিশপের একছত্র আধিপত্য মানতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাদের বিশ্বাসে প্রত্যেক বিশপই স্বাধীন 'পাপা', বাবা বা পোপ এবং সকল বিশপ সম মর্যাদার অধিকারী। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়েও মতানৈক্য দেখা দেয়। বিশেষ করে যীশু খ্রিষ্টের প্রকৃতি নিয়ে। খ্রিষ্টধর্মের মূল কালিমা 'নাইসীন ক্রীড' বা নিসিয়ার আকীদার মধ্যে পশ্চিমের খ্রিষ্টানরা সংযোজন করেন যে, 'পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র উভয় থেকে আগত'। পূর্বের খ্রিষ্টানরা এ সংযোজন বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন। বিবাদের এক পর্যায়ে ১০৫৪ সালে পূর্বের খ্রিষ্টানরা পশ্চিমের বা ভ্যাটিকানের পোপের প্রভাবাধীন খ্রিষ্টানদের থেকে বিভক্ত হয়ে যান। তারা অর্থোডক্স (Orthodox) অর্থাৎ গোঁড়া, মৌলবাদী বা মূলধারার অনুসারী হিসেবে পরিচিত। খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে এ বিভক্তি বড় বিভক্তি (Great Schism) নামে পরিচিত।[৩]

(৩) প্রটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদীঃ খ্রিষ্টধর্মের মূল ধারা পোপের নিয়ন্ত্রণেই চলতে থাকে। ১৬শ খ্রিষ্টীয় শতকে পোপের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কোনো কোনো ধর্মগুরু বিদ্রোহ করেন। এদের অন্যতম ছিলেন প্রসিদ্ধ জার্মান ধর্মগুরু মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রি.)। তিনি এবং সমসাময়িক কিছু ধর্মগুরু ধর্মের মধ্যে পোপের নেতৃত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে যে নতুন ধর্মীয় ফিরকা বা ধারার সৃষ্টি হয় সেটা প্রটেস্ট্যান্ট (Protestant) বা প্রতিবাদী বলে পরিচিত।[৪]

---

[২] Microsoft Encarta, articles: catholic, bishop, pope, papacy, schism.

[৩] Microsoft Encarta: Orthodox church, bishop, pope, papacy, schism.

[৪] Microsoft Encarta, articles: protestant, protestantism, Martin Luther

(৪) মূল এ তিন সম্প্রদায়ের তিন প্রকার বাইবেল ছাড়াও আরো অনেক সম্প্রদায়ের পৃথক বাইবেল বিদ্যমান। বিশেষত খ্রিষ্টধর্মের সুতিকাগার ও খ্রিষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে যে সকল অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিন ও বৃহত্তর সিরিয়া, আরমেনিয়া, মিসর ও ইথিওপিয়া। এ সকল এলাকার খ্রিষ্টানরা প্রাচীন যুগ থেকে নিজস্ব 'বাইবেল' অনুসরণ করেন। তাদের বাইবেলের সাথে প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

১. ২. ৩. খ্রিষ্টধর্মীয় পুরাতন নিয়ম বনাম ইহুদি বাইবেল

উপরের কয়েক প্রকার বাইবেলের আলোচনার জন্য প্রথমে ইহুদি বাইবেলের আলোচনা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে, ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ইহুদি বাইবেল (Jewish Bible) এবং হিব্রু বাইবেল (Hebrew Bible) নামে পরিচিত। ইহুদি বাইবেলই খ্রিষ্টান বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, তবে ইহুদি বাইবেল ও খ্রিষ্টান বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মধ্যে পুস্তকের সংখ্যা ও বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে।

খৃস্টান বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মূল ভিত্তি ইহুদি বাইবেলের 'গ্রীক অনুবাদ' বা গ্রিক সংস্করণ। ইহুদি বাইবেলের গ্রিক সংস্করণকে সেপ্টুআজিন্ট (Septuagint) বা সত্তরের কর্ম বলা হয়।

ইহুদিদের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক ভাষা হিব্রু। পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলো হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার প্যালেস্টাইন দখল করেন এবং তা গ্রিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইহুদিরা গ্রিক নাগরিকে পরিণত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে গ্রিক ভাষার কিছু প্রচলন শুরু হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে, খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৫-২৪৫ সালের দিকে ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলো গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কথিত আছে যে, মিসরের শাসক ২য় টলেমি: টলেমি ফিলাডেলফাস (Ptolemy Philadelphus)- এর রাজত্বকালে (খ্রি. পূ. ২৮৫-২৪৬) তাঁর নির্দেশে ৭০/৭২ জন পণ্ডিত তা 'আলেকজান্দ্রীয় গ্রিক ভাষায়' অনুবাদ করেন। এই গ্রিক অনুবাদটাই the Septuagint (LXX) বা সত্তরের অনুবাদ বলে প্রসিদ্ধ। একে গ্রিক পুরাতন নিয়মও (Greek Old Testament) বলা হয়। যীশুর সময়ে এ অনুবাদটা প্রচলিত ছিল।

বাহ্যত প্রজাদের মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু জানার উদ্দেশ্যে শাসকরা এ অনুবাদ তৈরি করেন। যেমন মুসলিম শাসকদের অনুরোধে সর্বপ্রথম রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করা হয়। তবে ক্রমান্বয়ে এ গ্রিক সংস্করণের ব্যবহার ইহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদিরা, বিশেষত ফিলিস্তিনের বাইরে, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী ইহুদিরা হিব্রু ভাষায় দুর্বল হয়ে পড়েন। তারা গ্রিক ভাষা ব্যবহারে অধিক অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। তারা এ গ্রিক বাইবেলের উপর নির্ভর করতে থাকেন। প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা এটার উপরেই নির্ভর করতেন। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ইহুদিরা এ গ্রিক বাইবেলের উপরেই নির্ভর করতেন। ইহুদি পণ্ডিতরা ইহুদি বাইবেলের হিব্রু সংস্করণ ও গ্রিক সংস্করণকে একইরূপ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতেন। উইকিপিডিয়া 'Septuagint' প্রবন্ধের 'Jewish use' অনুচ্ছেদে লেখেছে: "Pre-Christian Jews, Philo and Josephus considered the Septuagint on equal standing with the Hebrew text." অর্থাৎ "খ্রিষ্টপূর্ব ইহুদি ফিলো (মৃত্যু ৫০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং যোসেফাস (মৃত্যু ১০০ খ্রিষ্টাব্দ) সেপ্টুআজিন্ট বা সত্তরের অনুবাদকে হিব্রু ভাষ্যের মত একইরূপ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতেন।"

পঞ্চম খ্রিষ্টীয় শতকের শেষ দিক থেকে ইহুদিরা গ্রিক পাণ্ডুলিপি পরিত্যাগ করে হিব্রু পাণ্ডুলিপির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তবে খ্রিষ্টানরা গ্রিক নির্ভরতা অব্যাহত রাখেন। প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দী থেকে পরবর্তী প্রায় দেড় হাজার বছর সকল খ্রিষ্টানই গ্রিক পুরাতন নিয়মের উপর নির্ভর করেন। প্রাচীন সকল খ্রিষ্টীয় বাইবেলের ভিত্তি এ 'সত্তরের অনুবাদ'। উইকিপিডিয়ার ভাষায়: "The Septuagint is the basis

for the Old Latin, Slavonic, Syriac, Old Armenian, Old Georgian and Coptic versions of the Christian Old Testament.": "সেপ্টুআজিন্ট-ই প্রাচীন ল্যাটিন, স্লাভোনিক, সিরীয়, প্রাচীন আর্মেনিয়ান, প্রাচীন জর্জিয়ান ও কপ্টিক সকল খ্রিষ্টান বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ভিত্তি" (উইকিপিডিয়াঃ Septuagint)। সপ্তদশ শতক থেকে প্রটেস্ট্যান্টরা হিব্রু ভাষ্যের উপর নির্ভর করতে শুরু করেন।[৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, পুরাতন নিয়মের ক্ষেত্রে প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ভিত্তি হিব্রু সংস্করণ। অবশিষ্ট সকল খ্রিষ্টান বাইবেলের ভিত্তি সেপ্টুআজিন্ট। তবে বাস্তবে আমরা দেখি যে, গ্রিক সেপ্টুআজিন্ট-এর সাথে ক্যাথলিক ও অন্যান্য বাইবেলের অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা নিম্নে হিব্রু ইহুদি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান পুস্তকগুলোর পাশাপাশি গ্রিক সেপ্টুআজিন্ট, ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ও গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ স্বীকৃত 'ক্যানন' বা বিধিসম্মত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর তালিকা প্রদান করছি। উল্লেখ্য যে, মিসরীয়, কপ্টিক, ইথিওপীয়, আর্মেনীয় ইত্যাদি খ্রিষ্টধর্মীয় চার্চের নিকট স্বীকৃত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির ক্ষেত্রে আরো কিছু ভিন্নতা রয়েছে। বিস্তারিত জানতে পাঠক এনকার্টার Bible/Books of the Bible এবং উইকিপিডিয়ার Books of the Bible ও Septuagint প্রবন্ধগুলো পাঠ করুনঃ

ক্রমিক	ইহুদি বাইবেল (২৪ পুস্তকে ৩৯)	প্রটেস্ট্যান্ট ৩৯ পুস্তক	ক্যাথলিক ৪৬ পুস্তক	অর্থোডক্স ৫১ পুস্তক	সেপ্টুআজিন্ট ৫৩ পুস্তক
1	Genesis	Genesis	Genesis	Genesis	Genesis
2	Exodus	Exodus	Exodus	Exodus	Exodus
3	Leviticus	Leviticus	Leviticus	Leviticus	Leviticus
4	Numbers	Numbers	Numbers	Numbers	Numbers
5	Deuteronomy	Deuteronomy	Deuteronomy	Deuteronomy	Deuteronomy
6	Joshua	Joshua	Joshua	Joshua (Iesous)	Joshua
7	Judges	Judges	Judges	Judges	Judges
8	1 Samuel	Ruth	Ruth	Ruth	Ruth
9	2 Samuel	1 Samuel	1 Samuel	1 Samuel	I Samuel
10	1 Kings	2 Samuel	2 Samuel	2 Samuel	II Samuel
11	2 Kings	1 Kings	1 Kings	1 Kings	I Kings
12	Isaiah	2 Kings	2 Kings	2 Kings	II Kings
13	Jeremiah	1 Chronicles	1 Chronicles	1 Chronicles	I Chronicles
14	Ezekiel	2 Chronicles	2 Chronicles	2 Chronicles	II Chronicles
15	Hosea	Ezra	Ezra	1 Esdras	1 Esdras
16	Joel	Nehemiah	Nehemiah	Ezra (2 Esdras)	Ezra
17	Amos	Esther	Tobit	Nehemiah	Nehemiah (2 books as one)
18	Obadiah	Job	Judith	Tobit (Tobias)	Tobit/ Tobias
19	Jonah	Psalms	Esther	Judith	Judith
20	Micah	Proverbs	1 Maccabees	Esther	Esther with

[৫] উপরের বিষয়গুলোর জন্য উইকিপিডিয়া, এনকার্টা, ব্রিটানিকা ইত্যাদি বিশ্বকোষে নিম্নের আর্টিকেলগুলো দেখুনঃ Septuagint, Old Testament, Development of the Hebrew Bible canon, Development of the Old Testament canon

ক্রমিক	ইহুদি বাইবেল (২৪ পুস্তকে ৩৯)	প্রটেস্ট্যান্ট ৩৯ পুস্তক	ক্যাথলিক ৪৬ পুস্তক	অর্থোডক্স ৫১ পুস্তক	সেপ্টুআজিন্ট ৫৩ পুস্তক
					additions
21	Nahum	Ecclesiastes	2 Maccabees	1 Maccabees	1 Maccabees
22	Habakkuk	Song of Solomon	Job	2 Maccabees	2 Maccabees
23	Zephaniah	Isaiah	Psalms	3 Maccabees	3 Maccabees
24	Haggai	Jeremiah	Proverbs	4 Maccabees	Psalms
25	Zechariah	Lamentations	Ecclesiastes	Job	Psalm 151
26	Malachi	Ezekiel	Song of Songs	Psalms	Prayer of Manasseh
27	Psalms	Daniel	Wisdom	Prayer of Manasseh	Job
28	Proverbs	Hosea	Sirach	Proverbs	Proverbs
29	Job	Joel	Isaiah	Ecclesiastes	Ecclesiastes
30	Song of Songs	Amos	Jeremiah	Song of Songs	Song of Solomon
31	Ruth	Obadiah	Lamentations	Wisdom	Wisdom
32	Lamentations	Jonah	Baruch	Sirach	Sirach/ Ecclesiasticus
33	Ecclesiastes	Micah	Ezekiel	Isaiah	Psalms of Solomon
34	Esther	Nahum	Daniel	Jeremiah	Hosea
35	Daniel	Habakkuk	Hosea	Lamentations	Amos
36	Ezra	Zephaniah	Joel	Baruch	Micah
37	Nehemiah	Haggai	Amos	Letter of Jeremiah	Joel
38	1 Chronicles	Zechariah	Obadiah	Ezekiel	Obadiah
39	2 Chronicles	Malachi	Jonah	Daniel	Jonah
40			Micah	Hosea	Nahum
41			Nahum	Joel	Habakkuk
42			Habakkuk	Amos	Zephaniah
43			Zephaniah	Obadiah	Haggai
44			Haggai	Jonah	Zachariah
45			Zechariah	Micah	Malachi
46			Malachi	Nahum	Isaiah
47				Habakkuk	Jeremiah
48				Zephaniah	Baruch
49				Haggai	Lamentations
50				Zechariah	Letter of

ক্রমিক	ইহুদি বাইবেল (২৪ পুস্তকে ৩৯)	প্রটেস্ট্যান্ট ৩৯ পুস্তক	ক্যাথলিক ৪৬ পুস্তক	অর্থোডক্স ৫১ পুস্তক	সেপ্টুআজিন্ট ৫৩ পুস্তক
					Jeremiah
51				Malachi	Ezekiel
52					Daniel with additions
53					4 Maccabees

মিসরীয়-আফ্রিকান কপ্টিক অর্থোডক্স খৃস্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম অংশ ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়ার অর্থোডক্স টেওয়াহিদো (Orthodox Tewahedo) খৃস্টমণ্ডলী। এ সম্প্রদায় স্বীকৃত ও ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়ায় বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলকে অর্থোডক্স টেওয়াহিদো বাইবেল (the Orthodox Tewahedo Bible) বলা হয়। এ বাইবেলের মধ্যে অর্থোডক্স বাইবেলের উপরের ৫১ পুস্তক ছাড়াও নিম্নের অতিরিক্ত পুস্তকগুলো বিদ্যমান: (১) Jubilees, (২) Enoch, (৩) Ezra 2nd, (৪) Ezra Sutuel, (৫) 4 Baruch, (৬) Josippon,। এছাড়া এ বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মাকাবীয় পুস্তকগুলো অর্থোডক্স বাইবেলের মাকাবীয় চারটা পুস্তক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইথিওপীয় বাইবেল বা আবিসিনিয়ান ক্যানন (Abyssinian canon)-এর বিভিন্ন সংস্করণ বা পাণ্ডুলিপির মধ্যে Ascension of Isaiah নামক আরো একটা পুস্তক বিদ্যমান। পাঠক বিস্তারিত জানতে উইকিপিডিয়ায়: Orthodox Tewahedo biblical canon, Ascension of Isaiah, Book of Jubilees, Book of Enoch, 1 Esdras, 4 Baruch, Josippon প্রবন্ধগুলো পাঠ করুন।

সুপ্রিয় পাঠক, এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

প্রথমত: ইহুদি বাইবেল বা তানাখ/তানাক (Tanakh/Tenak)-এর পুস্তকসংখ্যা ২৪, যেগুলোর মধ্যে উপরের ৩৯টা পুস্তক বিদ্যমান। তালিকাটা নিম্নরূপ:

(১-৭) ১ থেকে ৭ নং পুস্তক: ৭টা পৃথক পুস্তক।

(৮) ৮ ও ৯ নং পুস্তক: ১ শমূয়েল ও ২ শমূয়েল একটা পুস্তক।

(৯) ১০ ও ১১ নং পুস্তক: ১ রাজাবলি ও ২ রাজাবলি একটা পুস্তক।

(১০-১২) ১২ থেকে ১৪ নং তিনটা পৃথক পুস্তক (যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল)

(১৩) ১৫ থেকে ২৬ নং পর্যন্ত ১২টা পুস্তক একত্রে 'দ্বাদশ' (The Twelve/ Trei Asar) (বারজন গৌণ নবী) নামে একটা পুস্তক।

(১৪-২২) ২৭ থেকে ৩৫ নং পর্যন্ত ৯টা পৃথক পুস্তক।

(২৩) ৩৬ ও ৩৭ নং পুস্তকদ্বয় (ইযরা ও নহিমিয়) একত্রে একটা পুস্তক।

(২৪) ৩৮ ও ৩৯ নং পুস্তকদ্বয় (১ বংশাবলি ও ২ বংশাবলি)

দ্বিতীয়ত: ইহুদিদের একটা সম্প্রদায় শমরীয় (Samaritan) ইহুদিরা পুরাতন নিয়মের শুধু প্রথম ৫টা গ্রন্থ বিশুদ্ধ ও পালনীয় বলে স্বীকার করেন, যা শমরীয় তৌরাত, শমরীয় পঞ্চপুস্তক বা শমরীয় বৈধ বাইবেল (The Samaritan Pentateuch/ the Samaritan Torah/ The Samaritan canon) নামে প্রসিদ্ধ। বাইবেলের অন্য সকল পুস্তকের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা তারা অস্বীকার করেন। তারা মূল হিব্রু পাণ্ডুলিপির অনুসরণ করেন। এনকার্টায় শমরীয় তৌরাতকে তৌরাতের প্রাচীনতর ভাষ্য (an older text of the first

five books of the Bible) বলা হয়েছে। আধুনিক ইহুদি তৌরাত এবং গ্রিক তৌরাতের সাথে শমরীয় তৌরাতের প্রায় ৬ হাজার পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি (Dead Sea Scrolls) আবিষ্কারের পর পাশ্চাত্য গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন যে, ইহুদি বাইবেল ও খ্রিষ্টান বাইবেলের চেয়ে শমরীয় বাইবেল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে অধিক মিল-সম্পন্ন।[৬]

তৃতীয়ত: ইহুদি বাইবেল ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের পুস্তকগুলোর সংখ্যা একই। তবে পুস্তকগুলোর ক্রমবিন্যাসে অনেক পার্থক্য। ধর্মগ্রন্থের সূরা বা পুস্তকগুলোর মধ্যে এরূপ অমিল মুসলিম পাঠকের কাছে খুবই অগ্রহণযোগ্য ও অবিশ্বাস্য বিষয়। ধর্মগ্রন্থের সূরা, অধ্যায় বা পুস্তকগুলোকে এভাবে ইচ্ছামত আগে পরে করা যায় বলে মুসলিমরা ভাবতেও পারেন না। এমনকি কোনো সাধারণ লেখকের সংকলিত ও সম্পাদিত একটা গ্রন্থমালার বইগুলো পরবর্তীকালে কেউ আগে পিছে করলে তা সকল গবেষক ও সমালোচকের নিকট অগ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা বিষয়টাকে হাল্কা হিসেবেই দেখেন।

চতুর্থত: আমরা দেখলাম যে, পুরাতন নিয়মের মূল ভিত্তি গ্রিক সেপ্টুআজিন্ট (Septuagint)-এর মধ্যে ৫৩টা পুস্তক, অর্থোডক্স পুরাতন নিয়মে ৫১টা পুস্তক, ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মে ৪৬টি পুস্তক এবং প্রটেস্ট্যান্ট পুরাতন নিয়মে ৩৯টা পুস্তক বিদ্যমান। একই ধর্মের একই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এত পার্থক্য পৃথিবীর আর কোনো প্রসিদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আছে বলে জানা যায় না।

'বাইবেলের বৈধ-বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলি: এক গোঁড়া বাইবেল বিশ্বাসী প্রেক্ষাপট:The Canon of the Bible A conservative, bible believing perspective' নামক আর্টিকেলে (দেখুন http://www.bible.ca/canon.htm) এবং 'খ্রিষ্টীয় বাইবেল, রোমান ক্যাথলিক বাইবেল, গ্রীক অর্থোডক্স বাইবেলের তালিকা: List of books in the Christian Bible, Roman Catholic Bible, Greek Orthodox Bible' (দেখুন http://www.bible.ca/b-canon-orthodox-catholic-christian-bible-books.htm) থেকে বিভিন্ন খ্রিষ্টীয় বাইবেলের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করছি। উল্লেখ্য যে, এসব ওয়েবসাইটে খ্রিষ্টীয়ান বাইবেল বলতে প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেল বুঝানো হয়েছে।

	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম	Christian's Bible (খ্রিষ্টান বাইবেল)	Roman Catholic Bible (রোমান ক্যাথলিক বাইবেল)	Greek Orthodox Bible (গ্রীক অর্থোডক্স বাইবেল)	The Septuagint (সেপ্টুআ-জিন্ট)
1.	1 Esdras	১ ইসদরাস	নেই	নেই	আছে	আছে
2.	Tobit	তোবিত	নেই	আছে	আছে	আছে
3.	Judith	যুদিথ	নেই	আছে	আছে	আছে
4.	Additions to Esther (103 Vrs)	ইস্টেরে (১০৩ শ্লোক) সংযোজন	নেই	আছে	আছে	আছে

[৬] উইকিপিডিয়া: The Samaritan Pentateuch, ব্রিটানিকা: biblical literature/ The Samaritan canon, এনকার্টা: Samaria.

	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম	Christian's Bible (খ্রিষ্টান বাইবেল)	Roman Catholic Bible (রোমান ক্যাথলিক বাইবেল)	Greek Orthodox Bible (গ্রীক অর্থোডক্স বাইবেল)	The Septuagint (সেপ্টুআ-জিন্ট)
5.	Wisdom of Solomon	সলোমনের প্রজ্ঞাপুস্তক	নেই	আছে	আছে	আছে
6.	Ecclesiasticus	বিন সিরাহ	নেই	আছে	আছে	আছে
7.	Baruch	বারুক	নেই	আছে	আছে	আছে
8.	Epistle of Jeremiah	যিরমিয়ের পত্র	নেই	আছে	আছে	আছে
9.	Song of the Three Children	তিন শিশুর সঙ্গীত	নেই	আছে	আছে	আছে
10.	Story of Susanna	সুসান্নার গল্প	নেই	আছে	আছে	আছে
11.	Bel and the Dragon	বেল ও ড্রাগন	নেই	আছে	আছে	আছে
12.	Prayer of Manasseh	মনশির প্রার্থনা	নেই	আছে	আছে	আছে
13.	1 Maccabees	১ মাকাবীয়	নেই	আছে	আছে	আছে
14.	2 Maccabees	২ মাকাবীয়	নেই	আছে	আছে	আছে
15.	3 Maccabees	৩ মাকাবীয়	নেই	নেই	আছে	আছে
16.	4 Maccabees	৪ মাকাবীয়	নেই	নেই	আছে	আছে
17.	Psalm 151	গীতসংহিতা ১৫১	নেই	নেই	আছে	আছে
18.	Psalms of Solomon	সলোমনের গীতসংহিতা	নেই	নেই	নেই	আছে

পক্ষমত: আমরা দেখছি যে, ক্যাথলিক বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ৪৬ এবং অর্থোডক্স পুরাতন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ৫১। পক্ষান্তরে তারা সকলেই যে মূল গ্রিক সংস্করণ বা সেপ্টুআজিন্টের উপর নির্ভর করেছেন তার মধ্যে পুস্তকের সংখ্যা ৫৩। এভাবে আমরা দেখছি যে, মূল গ্রিক সেপ্টুআজিন্টের মধ্যে ১৪টা পুস্তক বিদ্যমান যেগুলো ইহুদি ও প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানরা বাতিল বলে গণ্য করেছেন। এগুলোর মধ্য থেকে ৭টা পুস্তক ক্যাথলিকরা গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট ৭টার মধ্যে ৫টা

অর্থোডক্সরা গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট দু'টা পুস্তক তিন সম্প্রদায়ই বাতিল করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, ইথিওপীয়, মিসরীয়, সিরীয় ইত্যাদি প্রাচীন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলোর বাইবেলের মধ্যে এ সকল পুস্তক বিদ্যমান।

ষষ্ঠত: প্রটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মের ৭টা পুস্তককে সন্দেহভাজন বা 'জাল' বলে গণ্য করেছেন। প্রায় ১৬০০ বছর পবিত্র বাইবলের অন্তর্ভুক্ত আসমানি গ্রন্থ বা ঐশ্বরিক পুস্তক হিসেবে গণ্য হওয়ার পর প্রটেস্ট্যান্টরা সপ্তদশ শতাব্দীতে এগুলোকে বাদ দিয়ে তাদের বাইবেল মুদ্রণ করেন। তবে প্রটেস্ট্যান্টদের স্বীকৃত নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে এ সকল জাল বা বাতিলকৃত বইয়ের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।[৭]

১. ২. ৪. পুরাতন নিয়মের আরো অনেক পুস্তক

পুরাতন নিয়মের উপরের গ্রন্থগুলো ছাড়াও আরো অনেক পুস্তক রয়েছে, যেগুলো প্রাচীনকাল থেকে ইহুদি সমাজে এবং প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টান সমাজে আসমানী গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তী যুগের ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুরা সেগুলোকে 'বিশুদ্ধ' বা 'আইনসিদ্ধ' (canonical) বলে গ্রহণ করেননি। এগুলোকে তারা এপক্রিপা (apocrypha) অর্থাৎ সন্দেহজনক, অনির্ভরযোগ্য, লুকানো বা জাল পুস্তক বলে গণ্য করেছেন। তবে তাদের স্বীকৃত কোনো কোনো পুস্তকে এ সকল জাল পুস্তকের উদ্ধৃতি বিদ্যমান। এছাড়া স্বীকৃত বাইবেলের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যেও এ সকল সন্দেহজনক বা জাল পুস্তক বিদ্যমান। নিম্নে এজাতীয় কিছু পুস্তকের নাম দেখুন:[৮]

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
১.	Assumption of Moses	মূসার স্বর্গারোহণ
২.	Book of Jubilees	জয়ন্তী পুস্তক
৩.	History of the Captivity in Babylon	ব্যাবিলনে বন্দিদশার ইতিহাস
৪.	III Baruch	বারুখের ৩য় পুস্তক
৫.	Paralipomena Jeremiae, or the Rest of the Words of Baruch: 4 Baruch	বারুখের ৪র্থ পুস্তক
৬.	Martyrdom and Ascension of Isaiah	যিশাইয়র শহীদ হওয়া ও উর্ধ্বারোহণ
৭.	Pseudo-Philo's Liber Antiquitatum Biblicarum (The Biblical Antiquities of Philo)	ফিলো রচিত বাইবেলীয় প্রাচীনকালের নিদর্শনাবলি
৮.	The Apocalypse of Baruch	বারুখের নিকট প্রকাশিত বাক্য

---

৭ বিস্তারিত দেখুন: The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, pp883, 932-935. উইকিপিডিয়া: Non-canonical books referenced in the Bible.

৮ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: biblical literature; উইকিপিডিয়া: Jewish apocrypha, Biblical apocrypha, Pseudepigrapha, The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden, Non-canonical books referenced in the Bible. আরো দেখুন: The Forgotten Books of Eden, by Rutherford H. Platt, Jr., [1926], full text e text at sacred-texts.com.

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
৯.	Jannes and Jambres/ Iannes	যান্নি ও যামব্রি
১০.	Joseph and Aseneth	যোসেফ (ইউসুফ) ও আসেন্থ
১১.	Letter of Aristeas	আরিস্টিসের পত্র
১২.	Life of Adam and Eve	আদম ও হাওয়ার জীবনী
১৩.	Lives of the Prophets	নবীগণের জীবনী
১৪.	Ladder of Jacob	যাকোবের (ইয়াকুবের) মই
১৫.	History of the Rechabites	রেকাবীয়দের ইতিহাস
১৬.	Eldad and Modad	এলদাদ ও মদাদ
১৭.	History of Joseph	যোসেফের (ইউসুফের) ইতিহাস
১৮.	Odes of Solomon	শলোমনের কবিতা-গাঁথা
১৯.	Prayer of Joseph	যোসেফের প্রার্থনা
২০.	Prayer of Jacob	যাকোবের প্রার্থনা
২১.	The First Book of Adam and Eve	আদম ও হাওয়ার প্রথম পুস্তক
২২.	The Second Book of Adam and Eve	আদম ও হাওয়ার দ্বিতীয় পুস্তক
২৩.	The Book of the Secrets of Enoch	ইনোকের রহস্য পুস্তক
২৪.	The Story of Ahikar	অহিকারের কাহিনী
২৫.	The Testaments of the Twelve Patriarchs	দ্বাদশ কুলপতির নিয়ম পুস্তক
২৬.	Testament of Reuben	রুবেনের নিয়ম পুস্তক
২৭.	Testament of Simeon	শিমোনের নিয়ম পুস্তক
২৮.	Testament of Levi	লেবীর নিয়ম পুস্তক
২৯.	The Testament of Judah	যিহূদার নিয়ম পুস্তক
৩০.	The Testament of Issachar	ইশাখরের নিয়ম পুস্তক
৩১.	The Testament of Zebulun	সেবুলূনের নিয়ম পুস্তক
৩২.	The Testament of Dan	দানের নিয়ম পুস্তক
৩৩.	The Testament of Naphtali	নাপ্তালির নিয়ম পুস্তক
৩৪.	The Testament Of Gad	গাদের নিয়ম পুস্তক

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
৩৫.	The Testament of Asher	আশেরের নিয়ম পুস্তক
৩৬.	The Testament of Joseph	যোষেফের নিয়ম পুস্তক
৩৭.	The Testament of Benjamin	বিন ইয়ামিনের নিয়ম পুস্তক
৩৮.	The Book of Enoch	ইনোকের পুস্তক
৩৯.	The Testament of Job	ইয়োবের (আইউবের) নিয়ম পুস্তক

১. ২. ৫. মূল পুস্তকগুলোর বক্তব্যের পার্থক্য

সম্মানিত পাঠক, পার্থক্য বা ভিন্নতা শুধু পুস্তকগুলোর ক্ষেত্রেই নয়। যে পুস্তকগুলো সকল বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান সেগুলোর বক্তব্যের মধ্যেও অনেক ভিন্নতা রয়েছে। উইকিপিডিয়ার সেপ্টুআজিন্ট (Septuagint) প্রবন্ধ থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান সকলের নিকট স্বীকৃত 'তৌরাত' নামে প্রসিদ্ধ পঞ্চপুস্তক থেকে দু'টা নমুনা পেশ করছি। (http://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint)

প্রথম নমুনা: আদিপুস্তক চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ শ্লোক (Genesis 4:7)

সেপ্টুআজিন্ট বা গ্রিক পুরাতন নিয়মে (NETS) এ শ্লোকটা নিম্নরূপ: "If you offer correctly but do not divide correctly, have you not sinned? Be still; his recourse is to you, and you will rule over him.": "যদি তুমি সঠিকভাবে নিবেদন/ উৎসর্গ কর কিন্তু সঠিকভাবে বণ্টন না কর, তবে তুমি কি পাপ করলে না? স্থির/ শান্ত হও; তার আশ্রয়/ অবলম্বন তোমার প্রতি, এবং তুমি তার উপর রাজত্ব/ শাসন করবে।"

ইহুদি বাইবেলে (**Masoretic/ MT: Judaica Press**) শ্লোকটা নিম্নরূপ: "Is it not so that if you improve, it will be forgiven you? If you do not improve, however, at the entrance, sin is lying, and to you is its longing, but you can rule over it." "এটাই কি বিষয় নয় যে, যদি তুমি উন্নতি কর, তবে তোমাকে ক্ষমা করা হবে? যাই হোক, যদি তুমি উন্নতি না কর, প্রবেশের সময়েই/ শুরুতেই পাপ অবস্থান করবে, এবং তোমার প্রতিই তা আকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তুমি তার উপর রাজত্ব/শাসন করতে পার।"

ল্যাটিন ভলগেট **(Latin Vulgate/ Douay-Rheims)**-এ শ্লোকটার বক্তব্য নিম্নরূপ: "If thou do well, shalt thou not receive? but if ill, shall not sin forthwith be present at the door? but the lust thereof shall be under thee, and thou shalt have dominion over it." "তুমি যদি ভাল কর, তুমি কি পাবে না? কিন্তু যদি মন্দ হয় তবে পাপ কি তৎক্ষণাৎ দরজায় উপস্থিত হবে না? কিন্তু তার লালসা/ কামনা তোমার নিচে থাকবে এবং তার উপর তোমার কর্তৃত্ব থাকবে।"

উল্লেখ্য যে, বাংলা বাইবেলগুলোতে উপরের বৈপরীত্য তত সুস্পষ্ট নয়। বাংলা অনুবাদগুলো হিব্রু ও ল্যাটিন পাঠের নিকটবর্তী। কেরি: "যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা রহিয়াছে, এবং তুমি তাহার উপর কর্তৃত্ব করিবে।"

জুবিলী বাইবেলের অনুবাদঃ "সদ্ব্যবহার করলে তুমি কি মুখ উচ্চ করে রাখবে না? কিন্তু সদ্ব্যবহার না করলে পাপই তোমার দ্বারে ওত পেতে বসে রয়েছে। তোমার জন্য সেই পাপ লোলুপ বটে, কিন্তু তা দমন করা তোমার উপরই নির্ভর করবে।"

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ জুবিলী বাইবেলের কাছাকাছি, কিন্তু ২০১৩ সালে প্রকাশিত কিতাবুল মোকদ্দসের অনুবাদ কেরির অনুবাদের অনুরূপ।

দ্বিতীয় নমুনাঃ দ্বিতীয় বিবরণের ৩২/৪৩ মূসার গীত (the Song of Moses)

ইহুদি বাইবেলের (Masoretic) ভাষ্যঃ "1 Shout for joy, O nations, with his people. 2 For he will avenge the blood of his servants. 3 And will render vengeance to his adversaries. 4 And will purge his land, his people."

"১ চিৎকার কর আনন্দের জন্য, হে জাতিগণ, তার প্রজাদের সাথে। ২ কারণ তিনি তার দাসদের রক্তের প্রতিশোধ নিবেন। ৩ এবং প্রদান করবেন প্রতিশোধ তার বিরোধীদের প্রতি। ৪ এবং বিশোধিত করবেন তার দেশ ও তার প্রজাদেরকে।"

কুমরান পাণ্ডুলিপিতে বক্তব্যটা এরকমঃ "1 Shout for joy, O heavens, with him. 2 And worship him, all you divine ones. 3 For he will avenge the blood of his sons. 4 And he will render vengeance to his adversaries. 5 And he will recompense the ones hating him. 6 And he purges the land of his people."

"১ চিৎকার কর আনন্দের জন্য, হে আকাশমণ্ডল, তার সাথে। ২ এবং ইবাদত কর তার, তোমরা দেবগণ সকলে। ৩ কারণ তিনি তার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিবেন। ৪ এবং তিনি প্রদান করবেন প্রতিশোধ তার বিরোধীদের প্রতি। ৫ এবং তিনি প্রতিফল দিবেন তাদেরকে যারা তাকে ঘৃণা করে। ৬ এবং বিশোধিত করবেন তার দেশ ও তার প্রজাদেরকে।"

সেপ্টুআজিন্ট বা মূল গ্রিক পুরাতন নিয়মের ভাষ্যঃ "1 Shout for joy, O heavens, with him. 2 And let all the sons of God worship him. 3 Shout for joy, O nations, with his people. 4 And let all the angels of God be strong in him. 5 Because he avenges the blood of his sons. 6 And he will avenge and recompense justice to his enemies. 7 And he will recompense the ones hating. 8 And the Lord will cleanse the land of his people."

"১ চিৎকার কর আনন্দের জন্য, হে আকাশমণ্ডল, তার সাথে। ২ আল্লাহর সকল পুত্র তার ইবাদত করুক। ৩ চিৎকার কর আনন্দের জন্য, হে জাতিগণ, তার প্রজাদের সাথে। ৪ এবং আল্লাহর সকল ফেরেশতা তার মধ্যে সুদৃঢ়/ স্থির হোক। ৫ কারণ তিনি তার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিবেন। ৬ এবং তিনি প্রতিশোধ নিবেন এবং ন্যায় প্রতিফল দিবেন তার শত্রুদেরকে। ৭ এবং তিনি প্রতিফল দিবেন তাদেরকে যারা ঘৃণাকারী। ৮ এবং প্রভু পরিস্কার করবেন দেশ এবং তার প্রজাদেরকে।"

ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন, রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন ও অন্যান্য ভার্শনে ইহুদি পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইংলিশ স্টান্ডার্ড ভার্শন, নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন ইত্যাদি সংস্করণে সেপ্টুআজিন্ট-এর পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ সকল অনুবাদে ঈশ্বরের সকল পুত্র (all the sons of God)-এর পরিবর্তে ঈশ্বরের সকল ফেরেশতা (all the angels of God) লেখা হয়েছে। ইন্টারনেটে

biblestudytools.com[৯], biblegateway.com[১০] ইত্যাদি ওয়েবসাইট থেকে পাঠক বিষয়টা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, বাইবেলের বাংলা অনুবাদে এ পার্থক্য দৃশ্যমান। কেরির অনুবাদ হচ্ছে: "জাতিগণ, তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষনাদ কর; কেননা তিনি আপন দাসদের রক্তের প্রতিফল দিবেন, আপন বিপক্ষগণের প্রতিশোধ লইবেন, আপন দেশের জন্য, আপন প্রজাগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।"

জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ এরকম: "আকাশমণ্ডল, তাঁর সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর! ঈশ্বরের সকল সন্তান তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করুক! জাতিসকল, তাঁর জনগণের সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর! ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর শক্তির কথা প্রচার করুন। কেননা তিনি তাঁর আপন দাসদের রক্তের প্রতিশোধ নেবেন, তাঁর আপন বিরোধীদের উপরেই প্রতিফল ফিরিয়ে দেবেন, যারা তাঁকে ঘৃণা করে, তিনি তাদের যোগ্য মজুরি দেবেন তাঁর আপন জনগণের দেশভূমি শোধন করবেন।"

সম্মানিত পাঠক, ধর্মগ্রন্থের একই পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে এরূপ ভিন্নতা অ-খ্রিষ্টান গবেষক ছাড়াও আধুনিক অনেক খ্রিষ্টান গবেষককেও প্রচণ্ডভাবে বিব্রত করে। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা দাবি করেন যে, প্রচলিত পঞ্চপুস্তক মূসা (আ.) থেকে হুবহু বর্ণিত অভ্রান্ত ঐশ্বরিক বাণী। এরূপ ভিন্নতা এ দাবির সাথে সাংঘর্ষিক। উল্লেখ্য যে, বাইবেলের প্রায় সকল পুস্তকের সকল শ্লোকেরই একাধিক পাঠ ও ভিন্নতা রয়েছে।

১. ২. ৬. ইহুদি বাইবেল, পুরাতন নিয়ম বনাম তৌরাত

তোরাহ, তৌরাত, তাওরাত বা 'তাওরাহ' হিব্রু শব্দ। এর অর্থ আইন বা শিক্ষা (law or doctrine)। কখনো কখনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা ইহুদি বাইবেল বা পুরাতন নিয়মকে 'তৌরাত শরীফ' নামে প্রচার করেন। বিষয়টা সঠিক নয়। আমরা দেখেছি যে, ইহুদি বাইবেলের ২৪টা পুস্তক তিন ভাগে বিভক্ত:

(ক) প্রথম ৫টা পুস্তক তোরাহ (Torah/The Law)

(খ) পরবর্তী ৮টা পুস্তক নাবী বা নাবিয়্যীম (Navi/Nevi'im: Prophets), অর্থাৎ নবীগণ। তন্মধ্যে প্রথম ৪টা পুস্তক পূর্ববর্তী নবীগণ (Earlier Prophets): যিহশূয়, বিচারকর্তৃগণ, ১ শমূয়েল ও ২ শমূয়েল একত্রে এবং ১ রাজাবলি ও ২ রাজাবলি একত্রে। আর পরবর্তী ৪টা পুস্তক পরবর্তী নবীগণ (Latter Prophets): যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল তিনটা পুস্তক এবং পরবর্তী ১২ পুস্তক: হোশেয়, যোয়েল, আমোস, ওবাদিয়, যোনা, মিখা, নাহূম, হাবাক্কুক, যেফনিয়, হগয়, সখরিয় ও মালাখি একটা পুস্তক।

(গ) সর্বশেষ ১১টা পুস্তক কিতুবীম (Ketuvim) বা লিখনিসমূহ (The Writings): গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, ইয়োব, পরমগীত, রুত, বিলাপ, উপদেশক, ইস্টের, দানিয়েল, ইয্রা ও নেহেমিয় একত্রে এবং ১ বংশাবলি ও ২ বংশাবলি একত্রে।

তিন অংশের এ ২৪টা পুস্তকের সমষ্টিকে একত্রে তানাক (Tanak/ Tanakh) বলা হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি নামটা তিন অংশের প্রথম বর্ণের সমন্বয়। তৌরাতের 'তা', 'নাবিয়্যীম'-এর 'না' এবং 'কিতুবীম'-এর 'ক' একত্রে মিলিয়ে 'তানাক' বা 'তানাখ' নামকরণ করা হয়েছে। ইহুদিরা শুধু প্রথম অংশকেই 'তৌরাত' বলেন। কখনোই তারা এ তিন অংশের সমন্বিত ২৪টা পুস্তকের সংকলনকে তৌরাত বলে দাবি করেন না।

পক্ষান্তরে ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মে পুস্তকগুলো চারভাগে ভাগ করা হয়েছে:

---

[৯] http://www.biblestudytools.com/nlt/deuteronomy/32.html.

[১০] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+32

(১) তৌরাত বা পঞ্চপুস্তক (The Pentateuch/Torah): প্রথম ৫ পুস্তক।
(২) ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ (The Historical Books): পরবর্তী ১৬টা পুস্তক।
(৩) প্রজ্ঞাপুস্তকসমূহ (The Wisdom Books): পরবর্তী ৭টা পুস্তক।
(৪) নবীগণের পুস্তকসমূহ (The Prophetical Books): সর্বশেষ ১৮টা পুস্তক।

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের বিভাজন ও বিন্যাস অনেকটা ক্যাথলিক বাইবেলের মতই, তবে প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে প্রজ্ঞাপুস্তকসমূহকে কাব্যিক পুস্তকসমূহ (The Poetical Books) নামকরণ করা হয়েছে। তাদের বিন্যাস নিম্নরূপ:
(১) তৌরাত বা পঞ্চপুস্তক (The Pentateuch/Torah): প্রথম ৫ পুস্তক।
(২) ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ (The Historical Books): ১২টা পুস্তক।
(৩) কাব্যিক পুস্তকসমূহ (The Poetical Books): ৫টা পুস্তক।
(৪) নবীগণের পুস্তকসমূহ (The Prophetical Books): ১৭টা পুস্তক।[১১]

চার অংশের সমন্বিত সংকলনকে সকল খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সকল বাইবেলেই ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament), অর্থাৎ 'পুরাতন নিয়ম', 'পুরাতন ব্যবস্থা' বা 'পুরাতন সন্ধি' বলে নামকরণ করা হয়েছে। কোনো খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ৪৬ বা ৩৯ পুস্তকের সমষ্টিকে 'তৌরাত' বলে দাবি বা নামকরণ করেননি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মীয় পরিভাষায় পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তককে একত্রে তৌরাত বলা হয় না। আর ইসলামি পরিভাষায় মূসা (আ.)-এর উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থটাই শুধু 'তাওরাত'। কাজেই পুরাতন নিয়মকে 'তৌরাত' বলা ধর্মীয় ও নৈতিকভাবে সঠিক নয় বলেই প্রতীয়মান।

১. ৩. বাইবেলের নতুন নিয়ম

১. ৩. ১. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন নতুন নিয়ম

আমরা দেখেছি, খ্রিষ্টান বাইবেলের দ্বিতীয় অংশকে 'নতুন নিয়ম' বা 'নবসন্ধি' বলা হয়। প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয় বাইবেলেই বর্তমানে এ অংশে ২৭টা পুস্তক বিদ্যমান। পুস্তকগুলোর তালিকা প্রদানের পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

প্রথমত: খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিসরে খ্রিষ্টানদের মধ্যে মিসরীয় গ্রিক ইঞ্জিল (The Greek Gospel of the Egyptians) প্রচলিত ছিল। গসপেলটা পরবর্তী মিসরীয় কপ্টিক গসপেল ও প্রচলিত নতুন নিয়মের গসপেলগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। খ্রিষ্টানরা ভিন্নমত দমনের সময় ভিন্নমতের মানুষদের নির্মূল করার পাশাপাশি তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো নির্মূল করতেন। ফলে প্রাচীন এ গসপেলের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখায় বিভিন্ন উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া টমাসের ইঞ্জিল (the Gospel of Thomas) নামক ইঞ্জিলের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি কিছু দিন আগে মিসরে পাওয়া গেছে এবং মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটা প্রচলিত নতুন নিয়মের মধ্যে নেই।[১২]

দ্বিতীয়ত: খ্রিষ্টধর্মের সুতিকাগার ফিলিস্তিন ও বৃহত্তর সিরিয়ার খ্রিষ্টানরা দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই ভিন্ন এক 'নতুন নিয়ম'-এর উপর নির্ভর করতেন। আসিরীয় টিটান (Tatian the Assyrian) দ্বিতীয় খ্রিষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ছিলেন (জন্ম ১২০ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৮০ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর সংকলিত ইঞ্জিলের

---

[১১] বিস্তারিত দেখুন: এনকার্টা: Books of the Bible

[১২] উইকিপিডিয়া: The Greek Gospel of the Egyptians, the Gospel of Thomas

নাম ছিল ডায়াটেসারন (the Diatessaron), অর্থাৎ সাদৃশ্যময় (harmony)। তার কর্ম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় খ্রিষ্টীয় শতকে 'ইঞ্জিল' নামে অনেক পুস্তক প্রচারিত হতে শুরু করে। তিনি তাঁর গ্রন্থের মধ্যে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর বিষয় একত্রে সংকলিত করেন। প্রচলিত চার ইঞ্জিলের অনেক বিষয় তাঁর সংকলনে বিদ্যমান। তবে প্রচলিত চার ইঞ্জিলের তথ্যের সাথে তাঁর অনেক তথ্য সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও ভিন্ন। প্রচলিত চার ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান অনেক প্রসিদ্ধ গল্প ও ঘটনা তিনি বাদ দিয়েছেন। প্রচলিত চার ইঞ্জিলের কোনোটার সাথেই তার পুরো মিল নেই। তার সংকলিত এ বাইবেলটা তৃতীয়-চতুর্থ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে ফিলিস্তিন ও বৃহত্তর সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

চতুর্থ খ্রিষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধতম খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ইউসিবিয়াস (Eusebius) লেখেছেন: "These, indeed, use the Law and Prophets and Gospels, ... but ... abuse Paul the apostle and set aside his epistles, neiter do they receive the Acts of the Apostles." "তারা (সিরীয়রা) তোরাহ, নবীগণের পুস্তক ও ইঞ্জিলগুলো ব্যবহার করে।... তবে ... তারা শিষ্য পলকে গালি দেয় এবং তার পত্রগুলো প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি তারা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীও গ্রহণ করে না।"[১৩]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সিরীয় খ্রিষ্টানদের নতুন নিয়মে বা টিটানের সংকলিত নতুন নিয়মে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ও পলের পত্রাবলির কিছুই ছিল না।

উল্লেখ্য যে, টিটান কঠোর একত্ববাদী খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনি যীশুর ঈশ্বরত্বের স্বীকৃতি দেননি। এমনকি মুক্তিলাভের (redemption) জন্য যীশুর নামও তিনি উল্লেখ করেননি। খ্রিষ্টান চার্চ তাকে ধর্মদ্রোহী (heretic) বলে ঘোষণা দেয়। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূলের সাথে সাথে তাদের ধর্মগ্রন্থও নির্মূল করা হয়। তার স্থান পূরণ করে সিরীয় পেশিট্টা।[১৪]

উইকিপিডিয়ার Development of the New Testament canon প্রবন্ধের Outside the Empire অংশে Syriac Canon অনুচ্ছেদের বক্তব্য: "Moreover, after the pronouncements of the 4th century on the proper content of the Bible, Tatian was declared a heretic and in the early 4th century Bishop Theodoretus of Cyrrhus and Bishop Rabbula of Edessa (both in Syria) rooted out all copies they could find of the Diatessaron and replaced them with the four canonical Gospels (M 215). As a result, no early copies of the Diatessaron survive... ." "সর্বোপরি ৪র্থ শতাব্দীতে বাইবেলের সঠিক বিষয়বস্তু ঘোষণা করার পরে টিটানকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ৪র্থ শতাব্দীর শুরু থেকে সিরহাসের বিশপ থিওডোরেটাস এবং এডেসার বিশপ রাব্বুলা (উভয়ই সিরিয়ার) ডায়াটেসারনের যত কপির খোজ পেয়েছিলেন তার সবই ধ্বংস করেন। তদস্থলে চার্চের বিধিসম্মত গসপেলগুলো প্রবর্তন করেন। ফলে ডায়াটেসারনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কিছুই আর টিকে নেই।"

তৃতীয়ত: ডায়াটেসারনের পরে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্মের সুতিকাগার ফিলিস্তিন বা বৃহত্তর সিরিয়ায় যে 'নতুন নিয়ম' প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল তা সিরীয় পেশিট্টা (Syriac Peshitta) বা সিরীয় সাধারণ সংস্করণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সিরীয় ভাষা মূলত যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের ব্যবহৃত আরামিক ভাষারই একটা শাখা বা উপভাষা (dialect, or group of dialects, of Eastern Aramaic)। এ বাইবেলের পুরাতন নিয়মটা হিব্রু ভাষা থেকে এবং নতুন নিয়মটা গ্রিক ভাষা থেকে অনূদিত। ৪০০

---

[১৩] Eusebius, Ecclesiastical History, p 166. আরো দেখুন উইকিপিডিয়া: Syriac Canon.

[১৪] বিস্তারিত দেখুন: উইকিপিডিয়া: Tatian, Diatessaron.

খ্রিষ্টাব্দে মৃত প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু সেন্ট ক্যাথেরিনের (St. Catherine) তালিকায় পেশিট্টা নতুন নিয়মে সতেরটা গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। উইকিপিডিয়া Development of the New Testament canon প্রবন্ধের Outside the Empire অংশে Syriac Canon অনুচ্ছেদে উল্লেখ করছেঃ "McDonald & Sanders 2002, lists the following Syrian catalogue of St. Catherine's, c.400: Gospels (4): Matt, Mark, Luke, John, Acts, Gal, Rom, Heb, Col, Eph, Phil, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm"

"ম্যাকডোনাল্ড ও সানডারস ২০০২ সেন্ট ক্যাথেরিনের (৪০০ খ্রি.) সিরিয়ান ক্যাটালগ থেকে নিম্নের তালিকা প্রদান করেছেন: চার গসপেল: (১) মথি, (২) মার্ক, (৩) লূক, (৪) যোহন, (৫) প্রেরিত, (৬) গালাতীয়, (৭) রোমীয়, (৮) ইব্রীয়, (৯) কলসীয়, (১০) ইফিসীয়, (১১) ফিলিপীয়, (১২) ১ থিষলনীকীয়, (১৩) ২ থিষলনীকীয়, (১৪) ১ তিমথীয়, (১৫) ২ তিমথীয়, (১৬) তীত, (১৭) ফিলীমন।"

উইকিপিডিয়ার পেশিট্টা (Peshitta) প্রবন্ধের আলোচনাও এটা প্রমাণ করে। উইকিপিডিয়ার বক্তব্য উদ্ধৃত করার পূর্বে বাইবেলীয় পুস্তকগুলো সম্পর্কে দুটো খ্রিষ্টীয় পরিভাষা বুঝতে হবে: (ক) এন্টিলেগোমেনা (Antilegomena) এবং (খ) সাধারণীয় পত্রাবলি (General epistles/ Catholic Epistles)

(ক) নতুন নিয়মের কয়েকটা পুস্তককে এন্টিলেগোমেনা (Antilegomena) বা সন্দেহযুক্ত বা বিতর্কিত পুস্তক বলা হয়। চতুর্থ খ্রিষ্টীয় শতকের ইউসিবিয়াস (৩৪০ খ্রি.) তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এ পুস্তকগুলোকে অনেকে খ্রিষ্টীয় বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করলেও এগুলোর বিশুদ্ধতা সন্দেহযুক্ত ও বিতর্কিত। এগুলোর মধ্যে প্রচলিত নতুন নিয়মের শেষের ৬টা পুস্তক রয়েছে। সেগুলোর তালিকা নিম্নরূপঃ

(১) যাকোবের পত্র (the Epistle of James)। প্রচলিত নতুন নিয়মে ২০ নং।
(২) পিতরের দ্বিতীয় পত্র (2 Peter)। প্রচলিত নতুন নিয়মে ২২ নং।
(৩) যোহনের দ্বিতীয় পত্র (2 John)। প্রচলিত নতুন নিয়মে ২৪ নং।
(৪) যোহনের তৃতীয় পত্র (3 John)। প্রচলিত নতুন নিয়মে ২৫ নং।
(৫) যিহূদার পত্র (the Epistle of Jude)। প্রচলিত নতুন নিয়মে ২৬ নং।
(৬) যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (Apocalypse of / The Revelation to John)। প্রচলিত নতুন নিয়মের ২৭ নং পুস্তক।
(৭) পলের কার্যবিবরণী (Acts of Paul),
(৮) হারমাসের রাখাল (the Shepherd of Hermas),
(৯) বার্নাবাসের পত্র (the Epistle of Barnabas) (১১) ডিডাচে (the Didache) বা ১২ শিষ্যের শিক্ষা।
(১০) পিতরের নিকট প্রকাশিত পত্র (the Apocalypse of Peter),
(১১) ইব্রীয়গণের সুসমাচার (the Gospel of the Hebrews/ the gospel according to Hebrews)।

সর্বশেষ পুস্তক দুটো কোনো খ্রিষ্টান বাইবেলেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রথম ৬টা পুস্তক প্রচলিত নতুন নিয়মের মধ্যে সংযোজিত। পরবর্তী তিনটা পুস্তকও কোনো কোনো খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বাইবেলে বা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।[১৫]

---

[১৫] উইকিপিডিয়া, Antilegomena.

(খ) দ্বিতীয় পরিভাষা সাধারণ পত্রাবলি। উইকিপিডিয়ার সাধারণ পত্রাবলি (General epistles/ Catholic Epistles) আর্টিকেলে এগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:
(১) ইব্রীয়গণের প্রতি পত্র (Epistle to the Hebrews),
(২) যাকবের পত্র (Letter of James),
(৩) পিতরের প্রথম পত্র (First Epistle of Peter),
(৪) পিতরের দ্বিতীয় পত্র (Second Epistle of Peter),
(৫) যোহনের প্রথম পত্র (First Epistle of John),
(৬) যোহনের দ্বিতীয় পত্র (Second Epistle of John),
(৭) যোহনের তৃতীয় পত্র (Third Epistle of John),
(৮) যিহুদার পত্র (Epistle of Jude)

উইকিপিডিয়া (Wikipedia) বিশ্বকোষের পেশিট্টা (Peshitta) আর্টিকেলের সিরীয় নতুন নিয়ম (Syriac New Testament) অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"One thing is certain, that the earliest New Testament of the Syriac church lacked not only the Antilegomena... but the whole of the Catholic Epistles."

অর্থাৎ "একটি বিষয় নিশ্চিত যে, সিরীয় চার্চের প্রাচীনতম এ 'নতুন নিয়মে'-র মধ্যে এন্টিলেগোমেনা (Antilegomena) বা সন্দেহযুক্ত পুস্তকগুলো তো নেই-ই, উপরন্তু 'সাধারণীয় পত্রগুলোর' কোনোটাই এর মধ্যে নেই।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রচলিত নতুন নিয়মের শেষের পুস্তিকাগুলো সিরীয় নতুন নিয়মের মধ্যে ছিল না। সিরীয় নতুন নিয়ম ছিল মূলত ৪ ইঞ্জিল, প্রেরিতগণের কার্যবিবরণী পুস্তক ও সাধু পলের পত্রাবলি। বর্তমানে নতুন নিয়মে সাধু পলের নামে ১৪টা পত্র বিদ্যমান। সেন্ট ক্যাথেরিনের বর্ণনা অনুসারে ১ ও ২ করিন্থীয় পেশিট্টার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তবে ইব্রীয় পুস্তকটা ছিল। পক্ষান্তরে উইকিপিডিয়ার বর্ণনা অনুসারে ইব্রীয় পুস্তকসহ শেষের ৯টা পুস্তকের কোনোটাই সিরীয় নতুন নিয়মের মধ্যে ছিল না। তবে পরবর্তীকালে সিরীয় নতুন নিয়মের মধ্যে যাকোবের পত্র, পিতরের ১ম পত্র ও যোহনের ১ম পত্র সংযোজন করা হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ পরবর্তী গবেষকরা এ বাইবেলের পুস্তকসংখ্যা ২২ বলে উল্লেখ করেছেন।

৪র্থ-৫ম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম খ্রিষ্টান ধর্মগুরু জন ক্রীযোস্টম (John Chrysostom: 347-407), থিওডোরেট (Theodoret: 393-466) প্রমুখ প্রাচীন ধর্মগুরু ২২ পুস্তকের নতুন নিয়মের উপর নির্ভর করেছেন এবং এরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে মালানকারা সিরীয় অর্থোডক্স চার্চ (Malankara Syrian Orthodox Church) এবং পূর্ব সিরীয় ক্যালডিয়ান ক্যাথলিক চার্চ (East Syriac Chaldean Catholic Church) পেশিট্টার ২২ পুস্তকের উপরেই নির্ভর করেন।

চতুর্থত: প্রাচীনতম খ্রিষ্টীয় চার্চগুলোর অন্যতম মিসরীয় বা কপ্টিক (Egyptian/ Coptic) চার্চ। কপ্টিক বাইবেলের মধ্যে অতিরিক্ত দু'টা পুস্তক সংযোজিত। ক্লিমেন্টের প্রথম পত্র ও ক্লিমেন্টের ২য় পত্র (the two Epistles of Clement)।

পঞ্চমত: আর্মেনিয়ান এপস্টলিক চার্চ (The Armenian Apostolic church)-এর বাইবেলে প্রচলিত ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ২৭ নং পুস্তক: 'প্রকাশিত বাক্য' পুস্তকটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের তৃতীয় পত্র (Third Epistle to the Corinthians) নামে একটা পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া শিষ্যদের প্রতি ঈশ্বরের মাতার উপদেশ (Advice of the Mother of God to the Apostles), ক্রিয়াপসের পুস্তকগুলো (the Books of Criapos) এবং বার্নাবাসের পত্র (Epistle of Barnabas) পুস্তকগুলোকে অনেকে আর্মেনিয়ান নতুন নিয়মের

অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে তা সর্বজনস্বীকৃত হয়নি।[১৬]

ষষ্ঠতঃ ইথিওপিয়ান চার্চ (Ethiopian Orthodox Church)-এর বাইবেল, ইথিওপিক বাইবেল (Ethiopic Bible) বা ইথিওপিয়ান নতুন নিয়ম (Ethiopian New Testament)-এ প্রচলিত ২৭টা পুস্তকের সাথে অতিরিক্ত আরো কয়েকটা পুস্তক বিদ্যমানঃ (১) সিনডস (the Sinodos) (পুস্তকটা কিছু প্রার্থনা ও বিধিবিধানের সংকলন এবং তা রোমের ক্লিমেন্টের সংকলিত বলে মনে করা হয়), (২) ইথিওপিয়ান ক্লিমেন্ট (Ethiopic Clement): ক্লিমেন্টের পত্রের ইথিওপীয় ভাষ্য, (৩) অকটাটেউক (Octateuch) (ধারণা করা হয় যে, বইটা পিটার লেখেছিলেন রোমের ক্লিমেন্টকে) (৪) প্রতিজ্ঞাপুস্তক (নিয়মপুস্তক) ১ম খণ্ড (the Book of the Covenant 1), (৫) প্রতিজ্ঞাপুস্তক ২য় খণ্ড (the Book of the Covenant 2) (৬) ডিডাসক্যালিয়া (the Didascalia): চার্চের নিয়মকানুন বিষয়ক।

ইথিওপিয়ান অর্থোডক্স চার্চ স্বীকৃত বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অতিরিক্ত বইগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (১) হারমাসের রাখাল (the Shepherd of Hermas), (২) ক্লিমেন্টের প্রথম পত্র (1 Clement), (৩) পলের কার্যবিবরণী (Acts of Paul)।[১৭]

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে নতুন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ২৭ হলেও বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীন ও আধুনিক অনেক বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তক সংখ্যার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন খ্রিষ্টীয় বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান পুস্তকগুলোর তালিকা উল্লেখের আগে এ বিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একটা বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। বাইবেলীয় সাহিত্য (biblical literature) আর্টিকেলে '৪র্থ শতকের কানুন নির্ণয়' (Determination of the canon in the 4^{th} century) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

Athanasius, a 4^{th}-century bishop of Alexandria and a significant theologian, delimited the canon and settled the strife between East and West. On a principle of inclusiveness, both Revelation and Hebrews (as part of the Pauline corpus) were accepted. The 27 books of the New Testament—and they only—were declared canonical. In the Greek churches there was still controversy about Revelation, but in the Latin Church, under the influence of Jerome, Athanasius' decision was accepted. It is notable, however, that, in a mid-4th-century manuscript called Codex Sinaiticus, the Letter of Barnabas and the Shepherd of Hermas are included at the end but with no indication of secondary status, and that, in the 5th-century Codex Alexandrinus, there is no demarcation between Revelation and I and II Clement. In the Syriac Church, Tatian's Diatessaron (.... It was the standard Gospel text in the Syrian Middle East until about AD 400) was used until the 5th century, and in the 3rd century the 14 Pauline Letters were added. Because Tatian had been declared a heretic, there was a clear episcopal order to have the four separated Gospels when, according to tradition, Rabbula, bishop of

---

[১৬] বিস্তারিত জানতে উইকিপিডিয়া, ব্রিটানিকা, এনকার্টা ইত্যাদি বিশ্বকোষে Apocrypha, Peshitta, Antilegomena, General epistles, Development of the New Testament canon/ Armenian canon আর্টিকেলগুলো দেখুন।

[১৭] দেখুনঃ উইকিপিডিয়া Development of the New Testament canon/East African canons; New Testament apocrypha/ Development of the New Testament canon.

Edessa, introduced the Syriac version known as the Peshitta—also adding Acts, James, I Peter, and I John—making a 22-book canon. Only much later, perhaps in the 7th century, did the Syriac canon come into agreement with the Greek 27 books.

"চতুর্থ শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ ও প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু এথানেসিয়াস নতুন নিয়মের আইনসিদ্ধ পুস্তকগুলো নির্ধারণ করেন এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায় (ক্যাথলিক/ রোমান ক্যাথলিক) ও পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায় (অর্থোডক্স/ গ্রিক অর্থোডক্স)-এর মধ্যে বিদ্যমান বিভক্তির সমাধান করেন। বাদ না দিয়ে ঢুকিয়ে নাও- এ নীতির ভিত্তিতে 'প্রকাশিত বাক্য' ও 'ইব্রীয়গণের প্রতি পত্র' (পলীয় রচনাবলির অংশ হিসেবে) উভয়কেই তিনি গ্রহণ করেন। নতুন নিয়মের ২৭টা পুস্তক এবং শুধু এ ২৭টাকেই আইনসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। গ্রিক অর্থোডক্স চার্চগুলোর মধ্যে এখনো 'প্রকাশিত বাক্য' পুস্তকটার বিষয়ে বিতর্ক-বিরোধ বিদ্যমান। তবে ল্যাটিন (ক্যাথলিক) চার্চে (পরবর্তী ৫ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু) জীরোমের (Saint Jerome) প্রভাবে এথানেসিয়াসের মতটা স্বীকৃত হয়ে যায়।

সর্বাবস্থায়, এখানে উল্লেখ্য যে, সিনাইয়ের পাণ্ডুলিপি (Codex Sinaiticus) নামে প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের বাইবেলের লিখিত পাণ্ডুলিপির শেষে বার্নাবাসের পত্র এবং হারমাসের রাখাল পুস্তকদুটো বিদ্যমান। বই দুটো নতুন নিয়মের অন্যান্য বইয়ের চেয়ে ভিন্ন মানের বা দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে পাণ্ডুলিপিটার মধ্যে কোনোরূপ ইঙ্গিত নেই। আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি (Codex Alexandrinus) নামে প্রসিদ্ধ ৫ম শতাব্দীর বাইবেলীয় পাণ্ডুলিপির মধ্যে ক্লিমেন্টের প্রথম পত্র ও ক্লিমেন্টের দ্বিতীয় পত্র বিদ্যমান। এ দুটো পুস্তক যে প্রকাশিত বাক্য থেকে ভিন্ন সেরূপ কোনো ইঙ্গিত বা পৃথকীকরণ সেখানে নেই।

সিরীয় চার্চে টিটানের ডায়াটেসারন ব্যবহৃত হত ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত। প্রায় ৪০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সিরীয় চার্চে এটাই ছিল গসপেল বা ইঞ্জিলের বিশুদ্ধ ও সঠিক পাঠ। তৃতীয় শতাব্দীতে এর মধ্যে পলের ১৪টা পত্র সংযোজন করা হয়। টিটানকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা দেওয়ার কারণে বিশপের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় যে, পৃথক চার গসপেলকে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রচলিত মত থেকে জানা যায় যে, যখন (৫ম শতাব্দীতে) এডেসার বিশপ রাব্বুলা পেশিট্টা নামক নতুন নিয়মের সিরীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন তখন তিনি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী, যাকোব, ১ পিতর ও ১ যোহন পুস্তকগুলো এর মধ্যে সংযোজন করেন। এভাবে ২২ পুস্তকের আইনসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। অনেক পরে ৭ম শতাব্দীতে সিরিয়ান বাইবেলের মধ্যে গ্রিক ২৭ পুস্তকই সংযোজন করা হয়।"

১. ৩. ২. নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর তালিকা

ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট নতুন নিয়মের পাশাপাশি সিরীয়, ইথিওপীয়, মিসরীয় কপ্টিক ও আর্মেনিয়ান এপস্টলিক চার্চের পুস্তকগুলোর নামের তালিকা নিম্নরূপ। বিস্তারিত জানতে পাঠক এনকার্টার Bible/Books of the Bible এবং উইকিপিডিয়ার Books of the Bible ও Orthodox Tewahedo biblical canon প্রবন্ধগুলো পাঠ করুন।

ক্রম	সিরীয়	ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট	মিসরীয়	আর্মেনীয়	ইথিওপীয়/ টেওয়াহিদো
1.	Matthew	Matthew	Matthew	Matthew	Matthew
2.	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark
3.	Luke	Luke	Luke	Luke	Luke

ক্রম	সিরীয়	ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট	মিসরীয়	আর্মেনীয়	ইথিওপীয়/ টেওয়াহিদো
4.	John	John	John	John	John
5.	Acts	Acts	Acts	Acts	Acts
6.	Romans	Romans	Romans	Romans	Romans
7.	Corinthians 1	Corinthians 1	Corinthians 1	Corinthians 1	Corinthians 1
8.	Corinthians 2	Corinthians 2	Corinthians 2	Corinthians 2	Corinthians 2
9.	Galatians	Galatians	Galatians	Galatians	Galatians
10.	Ephesians	Ephesians	Ephesians	Ephesians	Ephesians
11.	Philippians	Philippians	Philippians	Philippians	Philippians
12.	Colossians	Colossians	Colossians	Colossians	Colossians
13.	Thessalonians 1	Thessalonians 1	Thessalonians 1	Thessalonians 1	Thessalonians 1
14.	Thessalonians 2	Thessalonians 2	Thessalonians 2	Thessalonians 2	Thessalonians 2
15.	Timothy 1	Timothy 1	Timothy 1	Timothy 1	Timothy 1
16.	Timothy 2	Timothy 2	Timothy 2	Timothy 2	Timothy 2
17.	Titus	Titus	Titus	Titus	Titus
18.	Philemon	Philemon	Philemon	Philemon	Philemon
19.	Hebrews	Hebrews	Hebrews	Hebrews	Hebrews
20.	James (সংযোজিত)	James	James	James	James
21.	1 Peter (সংযোজিত)	Peter 1	Peter 1	Peter 1	Peter 1
22.		Peter 2	Peter 2	Peter 2	Peter 2
23.	1 John (সংযোজিত)	John 1	John 1	John 1	John 1
24.		John 2	John 2	John 2	John 2
25.		John 3	John 3	John 3	John 3
26.		Jude	Jude	Jude	Jude
27.		Revelation	Revelation		Revelation

ক্রম	সিরীয়	ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট	মিসরীয়	আর্মেনীয়	ইথিওপীয়/ টেওয়াহিদো
28.			Clement 1		Clement 1
29.			Clement 2		Ser`atä Seyon (30 canons)
30.				Corinthians 3	Te'ezaz (71 canons)
31.				Epistle of Barnabas	Gessew (56 canons)
32.				Advice of the Mother of God to the Apostles	Abtelis (81 canons)
33.				the Books of Criapos	
34.					the Sinodos
35.					Octateuch
36.					Book of the Covenant 1
37.					Book of the Covenant 11
38.					the Didascalia
39.					the Shepherd of Hermas
40.					Acts of Paul

১. ৩. ৩. নতুন নিয়মের সন্দেহজনক পুস্তকাবলি

উপরের তালিকা থেকে আমরা দেখছি যে, প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট নতুন নিয়মের মধ্যে ২৭টা পুস্তক থাকলেও বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীন ও আধুনিক নতুন নিয়ম বা চার্চ স্বীকৃত নতুন নিয়ম (New Testament canon)-এর মধ্যে ৪০টা পুস্তক বিদ্যমান। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ছাড়া আরো শতাধিক ইঞ্জিল, পত্র ও পুস্তক প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টানদের মধ্যে 'ইঞ্জিল শরীফ' ও 'নতুন নিয়মের আসমানি পুস্তক' হিসেবে প্রচলিত ছিল। তবে সেগুলো কোনো চার্চ স্বীকৃত 'নতুন নিয়মের' মধ্যে স্থান পায়নি। এগুলোকে নতুন নিয়মের গোপন, সন্দেহজনক বা জাল পুস্তক (New Testament apocrypha) অথবা সন্দেহজনক বা গোপন নতুন নিয়ম (Apocryphal New Testament) বলা হয়। এ বিষয়ে

এনকার্টার Bible প্রবন্ধের The New Testament পরিচ্ছেদের precanonical writings অর্থাৎ 'চার্চস্বীকৃত নতুন নিয়ম সৃষ্টির আগের লেখালেখি' প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

"The 27 books of the New Testament are only a fraction of the literary production of the Christian communities in their first three centuries. ... As many as 50 Gospels were in circulation during this time." "খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলো খ্রিষ্টীয় প্রথম তিন শতকে যা কিছু লেখেছিল ২৭টা পুস্তক হচ্ছে তার অতি সামান্য অংশ। ... এ সময়ে প্রায় ৫০টা ইঞ্জিল প্রচলিত ছিল।"

এনকার্টার সন্দেহজনক নতুন নিয়ম (Apocryphal New Testament) প্রবন্ধে বলা হয়েছেঃ Apocryphal New Testament ... title that refers to more than 100 books written by Christian authors between the 2nd and 4th centuries. "সন্দেহজনক নতুন নিয়ম.. বলতে এক শতেরও অধিক পুস্তক বুঝানো হয় যেগুলো খ্রিষ্টান লেখকরা ২য় থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে লেখেছিলেন।"

আমরা উইকিপিডিয়ার The New Testament apocrypha ও The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden প্রবন্ধ থেকে, http://www.biblestudytools.com/ apocrypha/ ওয়েবসাইট এবং http://www.interfaith.org/christianity/ apocrypha/ ওয়েবসাইট থেকে নিম্নে নতুন নিয়মের দেড় শতাধিক বইয়ের তালিকা প্রদান করছি। এগুলোর কয়েকটা পুস্তক এখনো প্রচলিত কোনো কোনো বিধিবদ্ধ বা স্বীকৃত (canonical) নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান।

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
1	Gospel of the Ebionites	এবোনাইটদের ইঞ্জিল
2	Gospel of the Hebrews	হিব্রুগণের ইঞ্জিল
3	Gospel of the Nazarenes	নাসারাগণের (নাযারীন) ইঞ্জিল
4	Gospel of Marcion	মারসিওনের ইঞ্জিল
5	Gospel of the Lord (Marcion)	প্রভুর ইঞ্জিল (মারসিওন)
6	Gospel of Mani	মানির ইঞ্জিল
7	Gospel of Apelles	এপিলিসের ইঞ্জিল
8	Gospel of Bardesanes/ Bardaisan	বারডাইসানে ইঞ্জিল
9	Gospel of Basilides	বাসিলাইডসের ইঞ্জিল
10	Gospel of Thomas	থমাসের ইঞ্জিল
11	Gospel of Peter	পিতরের ইঞ্জিল
12	Gospel of Bamabas	বার্নাবাসের ইঞ্জিল
13	Gospel of Nicodemus	নিকোডেমাসের ইঞ্জিল
14	Gospel of Bartholomew	বার্থলমেয়র ইঞ্জিল
15	Gospel of Judas (Iscariot)	জুডাস (ইস্করিয়ট)-এর ইঞ্জিল
16	Gospel of Mary (Magdalene)	মেরি (মগ্দিলিন)-এর ইঞ্জিল

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
17	Gospel of the Nativity of Mary	মেরির জন্মের ইঞ্জিল
18	Gospel of Philip	ফিলিপের ইঞ্জিল
19	Greek Gospel of the Egyptians	মিসরীয়দের গ্রিক ইঞ্জিল
20	Coptic Gospel of the Egyptians	মিসরীয়দের কপ্টিক ইঞ্জিল
21	Gospel of Truth	সত্যের ইঞ্জিল
22	Egerton Gospel	ইজার্টন ইঞ্জিল
23	Gospel of Jesus' Wife	যীশুর স্ত্রীর ইঞ্জিল
24	Gospel of Eve	হাওয়ার ইঞ্জিল
25	Gospel of the Four Heavenly Realms	চার স্বর্গীয় অঞ্চলের ইঞ্জিল
26	Gospel of Matthias	ম্যাথিয়াসের ইঞ্জিল
27	Gospel of Perfection	বিশুদ্ধতার ইঞ্জিল
28	Gospel of the Seventy	সত্তরের ইঞ্জিল
29	Gospel of Thaddaeus	থাড্ডাউসের ইঞ্জিল
30	Gospel of the Twelve	দ্বাদশের ইঞ্জিল
31	Gospel of Cerinthus	সেরিন্থাসের ইঞ্জিল
32	Secret Gospel of John/ Apocryphon of John	যোহনের গোপন ইঞ্জিল
33	Apocryphon of John (long version)	যোহনের গোপন ইঞ্জিল (দীর্ঘ সংস্করণ)
34	Gospel of the Saviour/ The Unknown Berlin Gospel	ত্রাণকর্তার ইঞ্জিল (বার্লিনের পরিচয়হীন ইঞ্জিল)
35	The Secret Gospel of Mark	মার্কের গোপন ইঞ্জিল
36	The Oxyrhynchus Gospels	অক্সিরিনকাস ইঞ্জিল
37	Infancy Gospel (protevangelium/ Protoevangelium) of James	যাকোব রচিত শৈশবীয় ইঞ্জিল
38	Infancy Gospel of Matthew/ Birth of Mary and Infancy of the Saviour	মথি রচিত শৈশবীয় ইঞ্জিল/ মেরির জন্ম ও ত্রাণকর্তার শিশুকাল
39	Infancy Gospel of Thomas Greek A	থমাস রচিত শৈশবীয় ইঞ্জিল গ্রিক-ক
40	Infancy Gospel of Thomas – Greek B	থমাস রচিত শৈশবীয় ইঞ্জিল গ্রিক-খ
41	Infancy Gospel of Thomas – Latin	থমাস রচিত শৈশবীয় ইঞ্জিল ল্যাটিন
42	Syriac Infancy Gospel	সিরীয় শৈশবীয় ইঞ্জিল
43	Arabic Infancy Gospel	আরবি শৈশবীয় ইঞ্জিল
44	First Infancy Gospel of Jesus Christ	যীশু খ্রিষ্টের প্রথম শৈশবীয় ইঞ্জিল

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
45	History of Joseph the Carpenter	সুত্রধর যোশেফের ইতিহাস
46	Life of John the Baptist	যোহন বাপ্তাইজকের জীবনী
47	Pseudo-Cyril of Jerusalem on the Life and the Passion of Christ	খ্রিষ্টের জীবন ও যন্ত্রণা বিষয়ে জেরুজালেমের সিরিলের নামীয় পুস্তক
48	Diatessaron/ Harmonized gospel	ডায়টেসরন: সমন্বিত ইঞ্জিল
49	Questions of Bartholomew	বার্থলমেয়র প্রশ্নাবলি
50	Resurrection of Jesus Christ (according to Bartholomew)	যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান (বার্থলমেয়র মতানুসারে)
51	The Sophia of Jesus Christ	যীশু খ্রিষ্টের প্রজ্ঞাপুস্তক (সোফিয়া)
52	Coptic Apocalypse of Paul	পলের নিকট প্রকাশিত বাক্য কপ্টিক
53	Apocalypse of Paul	পলের নিকট প্রকাশিত বাক্য
54	Apocryphon of James/ Secret Book of James	যাকোবের নিকট প্রকাশিত বাক্য/ যাকোবের গোপন পুস্তক
55	Book of Thomas the Contender	প্রতিযোগী থমাসের পুস্তক
56	Dialogue of the Saviour	ত্রাণকর্তার কথোপকথন
57	Apocalypse of Peter	পিতরের নিকট প্রকাশিত বাক্য
58	Gnostic Apocalypse of Peter	পিতরের নিকট প্রকাশিত বাক্য মারফতি
59	Pistis Sophia	বিশ্বাসের প্রজ্ঞা/ ত্রাণকর্তার প্রজ্ঞা
60	Second Treatise of the Great Seth	মহান সেথের দ্বিতীয় গবেষণা গ্রন্থ
61	Trimorphic Protennoia	ট্রায়মরফিক প্রটেনিয়া (ত্রিপর্যায়িক প্রটেনিয়া)
62	Ophite Diagrams	অফাইট ডায়াগ্রাম (অফাইট রেখাচিত্র)
63	Acts 29	প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ২৯
64	Acts of Andrew	এন্ড্রুর কার্যবিবরণী
65	Acts of Barnabas	বার্নাবাসের কার্যবিবরণী
66	Acts of John	যোহনের কার্যবিবরণী
67	Acts of John the Theologian	ধর্মতাত্ত্বিক যোহনের কার্যবিবরণী
68	Acts of the Martyrs	শহীদদের কার্যবিবরণী
69	Acts of Paul	পলের কার্যবিবরণী
70	Acts of Paul and Thecla	পল ও থেলকার কার্যবিবরণী
71	Acts of Peter	পিতরের কার্যবিবরণী
72	Acts of Peter and Andrew	পিতর ও এন্ড্রুর কার্যবিবরণী

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
73	Acts of Peter and Paul	পল ও পিতরের কার্যবিবরণী
74	Acts of Peter and the Twelve	পিতর ও দ্বাদশের কার্য বিবরণী
75	Acts of Philip	ফিলিপের কার্যবিবরণী
76	Acts of Pilate	পিলেটের কার্যবিবরণী
77	Acts of Thomas	থমাসের কার্যবিবরণী
78	Acts of Timothy	তিমোথির কার্যবিবরণী
79	Acts of Xanthippe, Polyxena, and Rebecca	যানথিপ, পেলিক্সেনা ও রেবেকার কার্যবিবরণী
80	Acts and Martyrdom of St. Matthew the Apostle	শিষ্য মথির কার্যবিবরণী ও শহীদ হওয়ার বিবরণ
81	Acts of Thaddeus (Epistles of Pontius Pilate)	থাড্ডিয়াসের কার্যবিবরণী/ পন্টিয়াস পিলেটের পত্র
82	Acts of Xanthippe and Polyxena	যানথিপ ও পেলিক্সেনার কার্যবিবরণী
83	Epistle of Bamabas	বার্নাবাসের পত্র
84	Epistles of Clement 1	ক্লিমেন্টের ১ম পত্র
85	Epistles of Clement 2	ক্লিমেন্টের ২য় পত্র
86	Epistles of Clement 3	ক্লিমেন্টের ৩য় পত্র
87	Epistle of the Corinthians to Paul	পলের প্রতি করিন্থীয়দের পত্র
88	Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans	স্মিরনীয়দের প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
89	Epistle of Ignatius to the Trallians	ট্রালিয়ানদের প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
90	Epistle of Polycarp to the Philippians	ফিলিপীয়দের প্রতি পলিকার্পের পত্র
91	Epistle to Diognetus	ডায়গনেটাসের প্রতি পত্র
92	Epistle to the Laodiceans (Paul)	লোডিসীয়দের প্রতি পত্র
93	Epistle to Seneca the Younger (Paul)	যুবক সিনিকার প্রতি পত্র
94	Paul and Seneca	পল ও সিনিকা
95	Third Epistle to the Corinthians	করিন্থীয়দের প্রতি তৃতীয় পত্র
96	Epistles of Pontius Pilate	পন্টিয়া পিলেটের পত্র
97	Letter of Aristeas	এরিস্টাসের পত্র
98	Apocalypse (Revelation) of Pseudo-Methodius	মেথোডিয়াসের নামে প্রচারিত প্রকাশিত বাক্য
99	Apocalypse of Thomas	থমাসের প্রতি প্রকাশিত বাক্য

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
100	Apocalypse of Stephen	স্টিফেনের প্রতি প্রকাশিত বাক্য
101	First Apocalypse of James	যাকোবের প্রতি প্রকাশিত বাক্য ১
102	Second Apocalypse of James	যাকোবের প্রতি প্রকাশিত বাক্য ২
103	Revelation of John the Theologian	ধর্মতাত্ত্বিক যোহনের প্রতি প্রকাশিত বাক্য
104	Revelation of Paul	পলের প্রতি প্রকাশিত বাক্য
105	The Shepherd of Hermas	হারমাসের রাখাল
106	The Home Going of Mary	মেরির গৃহে প্রত্যাবর্তন
107	The Falling asleep of the Mother of God	ঈশ্বরের মাতার ঘুমিয়ে পড়া
108	The Descent of Mary	মেরির অবতরণ
109	Apostolic Constitutions	শিষ্যদের সংবিধান
110	Book of Nepos	নেপোসের পুস্তক
111	Canons of the Apostles	শিষ্যদের কানুন
112	Cave of Treasures	গুপ্তধনের গুহা
113	Didache (Teachings of the Twelve Apostles)	বার শিষ্যের শিক্ষামালা
114	Liturgy of St James	সাধু যাকোবের নীতিমালা
115	Penitence of Origen	অরিগনের অনুশোচনা
116	Prayer of Paul	পলের প্রার্থনা
117	Sentences of Sextus	সেক্সটাসের বিচার
118	Physiologus	ফিযিওলোগাস (প্রাণিদের কাহিনী)
119	Book of the Bee	মৌমাছির পুস্তক
120	The Naassene Fragment	নাসীন পাণ্ডুলিপি
121	The Fayyum Fragment	ফাইউম পাণ্ডুলিপি
122	Memoria Apostolorum	শিষ্যগণের স্মৃতি
123	Martyrdom of Polycarp	পলিকার্পের শহীদ হওয়া
124	Epistula Apostolorum/ Letter of the Apostles	শিষ্যগণের পত্র
125	Epistle of Pseudo-Titus	তিতের নামীয় পত্র
126	Letter of Peter to Philip,	ফিলিপের প্রতি পিতরের পত্র
127	The Epistles of Jesus to Abgarus	এবগারাসের প্রতি যীশুর পত্র
128	Decretum Gelasianum or the Gelasian	জেলাসিআনের ডিগ্রী

ক্রম	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
	Decree	
129	Acts of Andrew and Matthias	এন্ড্রু ও ম্যাথিয়াসের কার্যবিবরণী
130	Martyrdom of Bartholomew	বার্থলমেয়র শহীদ হওয়া
131	Book of John the Evangelist	ইঞ্জিল প্রচারক যোহনের পুস্তক
132	The Martyrdom of Matthew	মথির শহীদ হওয়া
133	Teaching of Thaddeus	থাড্ডিয়াসের শিক্ষা
134	Consummation of Thomas	থমাসের পরিপূর্ণতা
135	Book of John concerning the dormition of Mary (transitus mariæ)	মেরির ঊর্ধ্বারোহণ বিষয়ে যোহনের পুস্তক
136	Narrative of Joseph of Arimathaea	আরিমাথিয়ার যোসেফের বর্ণনা
137	Avenging of the Saviour	ত্রাণকর্তার প্রতিশোধ
138	Alexandrians	আলেকজান্দ্রীয়গণ
139	Muratonian Canon (fragment)	মুরাটোনিয়ান বাইবেল (পাণ্ডুলিপির অংশ)
140	Traditions of Mattias	মাটিয়াসের ঐতিহ্য
141	Preaching of Peter	পিতরের প্রচার
142	Didascalia Apostolorum	ডিডাসক্যালিয়া: শিষ্যগণের নিয়মকানুন
143	Psuedo-Sibylline Oracles (Sibyl)	সিবিলের নামে প্রচলিত বক্তব্যসমূহ
144	The Apostles' Creed	প্রেরিতগণের ধর্ম বিশ্বাস
145	The Epistle of Ignatius to the Ephesians	ইফিষীয় প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
146	The Epistle of Ignatius to the Magnesians	মাগনেসীয়দের প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
147	The Epistle of Ignatius to the Trallians	ট্রালীয়দর প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
148	The Epistle of Ignatius to the Romans	রোমীয়দের প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
149	The Epistle of Ignatius to the Philadelphians	ফিলাডেলফীয়দের প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
150	The Epistle of Ignatius to the Smyrneans	স্মারনীয়দের প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
151	The Epistle of Ignatius to Polycarp	পরিকার্পেপর প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র
152	Letter of Herod To Pilate the Governor	গভর্নর পীলাতের প্রতি হেরোডের পত্র
153	Letter of Pilate to Herod	হেরোদের প্রতি পীলাতের পত্র

১. ৩. ৪. নতুন নিয়ম বনাম ইঞ্জিল শরীফ

উপরের ২৭টা গ্রন্থের মধ্যে প্রথম চারটা গ্রন্থকে 'ইঞ্জিল চতুষ্টয়' বলা হয়। ইঞ্জিল শব্দটা মূলত গ্রিক ভাষা থেকে আরবিকৃত শব্দ। এনকার্টা ইংলিশ ডিকশনারি (Encarta English Dictionary) অনুসারে গ্রিক

'eu' অর্থ ভাল (good) এবং 'aggelein' অর্থ ঘোষণা (announce), একত্রে 'euaggelos' অর্থ সুসংবাদ ঘোষণা (bringing good news)। গ্রিক 'euaggelion' শব্দের অর্থ সুসংবাদ (good news)। এ শব্দটা থেকে আরবি 'ইঞ্জিল' শব্দ এবং ইংরেজি 'ইভাঞ্জেল' (evangel) শব্দের উৎপত্তি।

ইঞ্জিল বা ইভাঞ্জেল বলতে প্রথম চারটা পুস্তককেই শুধু বোঝানো হয়। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের বাইবেল সোসাইটি পুরো নতুন নিয়মকেই 'ইঞ্জিল' নামে প্রচার করে। তারা চার ইঞ্জিলের পরের পুস্তকগুলোকেও ইঞ্জিলের অমুক বা তমুক খণ্ড বলে উল্লেখ করছেন। বিষয়টা অনুবাদের ক্ষেত্রে বিকৃতি (Distortion) বলেই প্রতীয়মান। ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ অবশ্যই আক্ষরিক ও মূলাশ্রয়ী হতে হবে। কিন্তু বাইবেলের অনুবাদকরা দু'ভাবে মৌলিকতা নষ্ট করেছেন:

(ক) প্রথম চারটা পুস্তকের ক্ষেত্রে মূল গ্রিক ও ইংরেজি নাম 'সাধু মথির, মার্কের, লূকের বা যোহনের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল' কথাটার অনুবাদে তারা লেখছেন: 'ইঞ্জিল শরিফ, প্রথম খণ্ড: মথি'।

(খ) চারটা 'মতানুসারে ইঞ্জিল'-এর পরের ২৩টা পুস্তক বা পত্রকেও তারা ইঞ্জিল বা ইঞ্জিলের বিভিন্ন খণ্ড বা 'সিপারা' বলে চালিয়ে দেচ্ছেন।

তারা দাবি করছেন যে, গ্রন্থগুলো মূল গ্রিক থেকে অনূদিত। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, মূল গ্রিকে এ দুটো বিষয়ের একটাও নেই। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

প্রথমত: আমরা দেখলাম যে, নতুন নিয়মের প্রথম চারটা পুস্তককে খ্রিষ্টানরা 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করেছেন। এছাড়া বাকি ২৩টা পুস্তককে বিগত ২ হাজার বছরে কোনো খ্রিষ্টান 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করেননি।

দ্বিতীয়ত: আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বাংলা অনুবাদকে তারা 'কিতাবুল মোকাদ্দস' নামকরণ করেছেন। খ্রিষ্টানরা বাইবেলের আরবি অনুবাদকে মূলত এ নামে আখ্যায়িত করেন। তারা বলতে পারেন যে, আমরা বাংলা অনুবাদের জন্য আরবি নাম ব্যবহার করেছি। এক্ষেত্রেও তারা সঙ্গতি নষ্ট করেছেন। বাইবেলের নতুন নিয়মকে কখনোই আরবিতে 'ইঞ্জিল' বলা হয় না। আরবিতে প্রথম চারটা পুস্তককেই শুধু 'ইঞ্জিল' বলা হয়। আর ২৭ পুস্তকের সমষ্টিকে একত্রে العهد الجديد বলা হয়, যার অর্থ 'নতুন নিয়ম' বা 'নব সন্ধি'।

তৃতীয়ত: যে কোনো জাগতিক 'ডকুমেন্ট' অনুবাদের ক্ষেত্রে এরূপ করলে তা 'ক্রিমিন্যাল' বা ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে। পাঠক একটু চিন্তা করুন:

(১) আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার একটা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ড্রীমস ফ্রম মাই ফাদার' (Dreams from My Father)। যদি কেউ এ শিরোনামে বই ছেপে তার মধ্যে আমেরিকা সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা মন্ত্রীর লেখা কিছু বই সংযোজন করে প্রকাশ করেন বা ড্রীমস বইটার প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ইত্যাদি নামে প্রকাশ বা প্রচার করেন এবং মানুষ এ সকল সংযোজিত পুস্তকের বক্তব্য বারাক ওবামার বক্তব্য হিসেবে গণ্য করে তবে বারাক ওবামা ও আমেরিকার প্রশাসন বিষয়টাকে কিভাবে দেখবেন? পাঠক এরূপ কর্মকে কতটুকু সঠিক ও বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ করবেন?

(২) 'বাংলাদেশের সংবিধান' শিরোনাম দিয়ে একটা বই ছেপে এর মধ্যে যদি সুপ্রিম কোর্টের কিছু রায়, সরকারি কিছু গেজেট, প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর লেখা কিছু পুস্তক সংযোজন করে বাংলাদেশ সংবিধান দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড ইত্যাদি নামে সংবিধানের সাথেই প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং মানুষ এ সকল সংযোজিত পুস্তকের বক্তব্য 'বাংলাদেশের সংবিধান'-এর বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃতি দিতে থাকে তখন বাংলাদেশ সরকার বিষয়টাকে কিভাবে নেবেন?

সকল ডকুমেন্টের ক্ষেত্রেই বিষয়টা সুস্পষ্ট। যে সকল পণ্ডিত বাইবেল অনুবাদ করেছেন তাদের লেখা কোনো গ্রন্থ বা তাদের সম্পত্তির কোনো দলিলের মধ্যে এরূপ কিছু করা হলে তারা তাকে প্রতারণা বলে গণ্য করবেন এবং আদালতের আশ্রয় নেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে তারা মূলকে সংরক্ষণ করছেন না।

পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে যে, মিথ্যা ঈশ্বরের নিকট ঘৃণিত ও বিশ্বস্ততা মুক্তির পথ (লেবীয় ১৯/১১; হিতোপদেশ ১২/২২), অনন্ত নরকই মিথ্যাবাদীদের ঠিকানা (প্রকাশিত বাক্য ২১/৮)। বাইবেলেই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সামান্যতম সংযোজন বা বিয়োজন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং কেউ এরূপ করলে সে পরকালের মুক্তি থেকে বঞ্চিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ২২/১৮-১৯)। নতুন নিয়মকে ইঞ্জিল বলা কি মিথ্যা ও অবিশ্বস্ততা নয়? প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ইত্যাদি সংযোজন করা কি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সংযোজন নয়? তাহলে ধার্মিক মানুষ কিভাবে এরূপ করেন?

১. ৩. ৫. 'ইঞ্জিল' বনাম 'মতানুসারে ইঞ্জিল'

আমরা দেখলাম যে, ২৭টা বইয়ের মধ্যে মাত্র চারটা বইকে খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিল বলে দাবি করেছেন। মূল গ্রিক বা ইংরেজি বাইবেলে এগুলোর নাম নিম্নরূপঃ

(১) The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew/ The Gospel According To St. Matthew: সাধু মথির মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল/ সাধু মথির মতানুসারে ইঞ্জিল।

(২) The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Mark/ The Gospel According To St. Mark: সাধু মার্কের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল।

(৩) The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Luke/ The Gospel According To St. Luke: সাধু লূকের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল।

(৪) The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. John/ The Gospel According To St. John: সাধু যোহনের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল।

নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি পুস্তক লেখে তা 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করেন, এজন্যই পুস্তকগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানব যে, যীশুর তিরোধানের শতাধিক বছর পরে অনেক মানুষ 'ইঞ্জিল' লেখে প্রচার করতে শুরু করেন যে, এগুলো যীশুর ইঞ্জিল। এজন্য এগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়: 'অমুকের মতানুসারে এটা ইঞ্জিল'। আমরা নতুন নিয়মের সন্দেহজনক পুস্তকগুলোর মধ্যে আরো অনেক 'মতানুসারে ইঞ্জিল' দেখেছি।

১. ৩. ৬. 'মতানুসারে ইঞ্জিল' ও প্রকৃত ইঞ্জিল

এ সকল 'মতানুসারে ইঞ্জিলের' সাথে 'ঈসা মাসীহের ইঞ্জিলের' মুল পার্থক্য ঈসা মাসীহের 'ইঞ্জিল' আল্লাহর কালাম বা তাঁর নিজের বক্তব্য। আর প্রচলিত 'মতানুসারে ইঞ্জিল' চারটার মধ্যে আল্লাহর কোনো কালাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এগুলোর মধ্যে ঈসা মাসীহের বক্তব্যও কম। এগুলো মূলত তাঁর জীবনীগ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে ঈসা মাসীহ বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের বর্ণনা সংকলন করা হয়েছে।

এছাড়া আমরা দেখলাম যে, এরূপ প্রায় অর্ধশত 'মতানুসারে ইঞ্জিল' দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করে এ চারটাকে বাছাই করেন। এ বিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার biblical literature প্রবন্ধের বক্তব্য:

As far as the New Testament is concerned, there could be no Bible without a church that created it; yet conversely, having been nurtured by the content of the writings themselves, the church selected the canon. ... Indeed, until c. AD 150, Christians could produce writings either anonymously or pseudonymously—i.e., using the name of some acknowledged important biblical or apostolic figure. The practice was not believed to be either a trick or fraud. ...

"নতুন নিয়মের বিষয়টা হল, যদি চার্চ (ধর্মীয় মণ্ডলি বা জামাত) বাইবেল তৈরি না করত তাহলে কোনো বাইবেলই থাকত না। অপরদিকে লেখনিগুলোর বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে চার্চই বাইবেলের বইগুলো বাছাই করেছে। ... প্রকৃত বিষয় হল, ১৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে যে কোনো খ্রিষ্টান নাম প্রকাশ না করে, অথবা কোনো প্রসিদ্ধ বাইবেলীয় ব্যক্তিত্ব বা যীশুর শিষ্যদের নামে বই লেখতে পারতেন। এরূপ কর্মকে ছলচাতুরি বা প্রতারণা বলে গণ্য করা হত না! ..."

বিষয়টা বিস্ময়কর। ১০০/১৫০ বছর পরে যে কোনো খ্রিষ্টান সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে একটা বই লেখে প্রচার করছেন, এটা মথি লিখিত ইঞ্জিল, এটা পিতর লিখিত ইঞ্জিল... এভাবে যীশুর শিষ্যদের বা সাধুদের নামে যে যা পারছে লেখে প্রচার করছে। এরূপ কর্মকে উক্ত ধার্মিক লেখক বা সমাজের অন্য কোনো ধার্মিক খ্রিষ্টান কেউই অন্যায় বা পাপ বলে গণ্য করছেন না! এগুলো সমাজে ইঞ্জিল নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার আরো ১০০/১৫০ বছর পর এরূপ ধার্মিক খ্রিষ্টানরা 'অজ্ঞাত ধার্মিক মানুষদের লেখা' অর্ধশত ইঞ্জিল থেকে শুধু বিষয়বস্তুর পছন্দনীয়তার দিকে তাকিয়ে ৪টা ইঞ্জিল বেছে নিয়ে 'নতুন নিয়ম'-এর অর্ন্তভুক্ত করলেন! এ বিষয়ে মাইক্রোসফট এনকার্টার বক্তব্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যেখানে বলা হয়েছে প্রথম তিন শতকে ৫০টার মত ইঞ্জিল চালু ছিল এবং নতুন নিয়মের ২৭টা বই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লিখিত ধর্মগ্রন্থগুলোর সামান্য অংশমাত্র।

১. ৪. বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর বাংলা নাম

১. ৪. ১. নামের অনুবাদ ও অনুবাদের হেরফের

জাগতিক কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে নিজস্ব নাম (proper noun)-এর আক্ষরিক বা আভিধানিক অনুবাদ বিকৃতি/পরিবর্তন বা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য। তবে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজস্ব নাম (proper noun)-এর অনুবাদ করেন। বাইবেলের নামের ক্ষেত্রে যেরূপ, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর নামের ক্ষেত্রেও আমরা তদ্রূপই দেখতে পাই। একইভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তারা একই ভাষায় বিভিন্নভাবে নামকরণ করেন। এজন্য অনেক সময় তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হয়। যেমন বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান প্রথম পুস্তকটার ইংরেজি নাম 'The Book of Genesis', অর্থাৎ সূচনাপুস্তক বা সৃষ্টিপুস্তক। বাংলা বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে এ বইটার বাংলা নাম 'আদিপুস্তক'। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস নামক বাইবেলে এ বইটার নাম 'পয়দায়েশ'। এখন তথ্যসূত্রে 'আদিপুস্তক' লেখা হলে সাধারণ পাঠক পুরো 'কিতাবুল মোকাদ্দস' ঘেটেও এ বইটা খুঁজে পাবেন না। আবার 'পয়দায়েশ' লেখা হলে প্রচলিত বাংলা বাইবেলের কোথাও তা খুঁজে পাবেন না। ফলে তিনি বিব্রত হবেন অথবা তথ্যসূত্র প্রদানকারীর প্রতি সন্দিহান বা বিরক্ত হবেন। বাইবেলের প্রায় সকল পুস্তকের ক্ষেত্রেই নামের এরূপ হেরফের বিদ্যমান। এজন্য বাইবেল বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্ধৃতি প্রদানের পূর্বে আমরা বাংলা বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে ব্যবহৃত বাংলা নামগুলো এখানে উল্লেখ করছি। স্বভাবতই আমরা এখানে শুধু ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান পুস্তকগুলোর বাংলা নাম উল্লেখ করছি। কারণ অন্য কোনো বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি।

১. ৪. ২. বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর বিভিন্ন বাংলা নাম

প্রথমত: পুরাতন নিয়ম

ইংরেজি নাম	পবিত্র বাইবেল: জুবিলী	পবিত্র বাইবেল: কেরি	কিতাবুল মোকাদ্দস
Genesis	আদিপুস্তক	আদিপুস্তক	পয়দায়েশ
Exodus	যাত্রাপুস্তক	যাত্রাপুস্তক	হিজরত
Leviticus	লেবীয় পুস্তক	লেবীয় পুস্তক	লেবীয়
Numbers	গণনা পুস্তক	গণনা পুস্তক	শুমারী
Deuteronomy	দ্বিতীয় বিবরণ	দ্বিতীয় বিবরণ	দ্বিতীয় বিবরণ
Joshua	যোশুয়া	যিহোশূয়	ইউসা
Judges	বিচারকচরিত	বিচারকর্তৃগণ	কাজীগণ
Ruth	রুথ	রূত	রূত
1 Samuel	সামুয়েল ১ম পুস্তক	১ শমূয়েল	১ শামুয়েল
2 Samuel	সামুয়েল ২য় পুস্তক	২ শমূয়েল	২ শামুয়েল
1 Kings	রাজাবলি ১ম পুস্তক	১ রাজাবলি	১ বাদশাহ্‌নামা
2 Kings	রাজাবলি ২য় পুস্তক	২ রাজাবলি	২ বাদশাহ্‌নামা
1 Chronicles	বংশাবলি ১ম পুস্তক	১ বংশাবলি	১ খান্দাননামা
2 Chronicles	বংশাবলি ২য় পুস্তক	২ বংশাবলি	২ খান্দাননামা
Ezra	এজরা	ইষ্রা	উযায়ের
Nehemiah	নেহেমিয়া	ইহিমিয়	ইহিমিয়া
Tobias	তোবিত	**পুরো বইটা জাল গণ্যে বাতিলকৃত (১)**	
Judith	যুদিথ	**পুরো বইটা জাল গণ্যে বাতিলকৃত (২)**	
Esther	এস্থার	ইষ্টের	ইষ্টের
1st Machabees	মাকাবীয় ১ম পুস্তক	**পুরো বইটা জাল গণ্যে বাতিলকৃত (৩)**	
2nd Machabees	মাকাবীয় ২য় পুস্তক	**পুরো বইটা জাল গণ্যে বাতিলকৃত (৪)**	
Job	যোব	ইয়োব	আইয়ুব
Psalms	সামসঙ্গীত মালা	গীতসংহিতা	জবুর শরীফ
Proverbs	প্রবচনমালা	হিতোপদেশ	মেসাল
Ecclesiastes	উপদেশক	উপদেশক	হেদায়েতকারী

ইংরেজি নাম	পবিত্র বাইবেলঃ জুবিলী	পবিত্র বাইবেলঃ কেরি	কিতাবুল মোকাদ্দস
Song of Solomon	পরম গীত	পরমগীত	সোলায়মান
The Book of Wisdom	প্রজ্ঞা পুস্তক	**পুরো বইটা জাল গণ্যে বাতিলকৃত (৫)**	
Ecclesiasticus: Sirach	বেন-সিরা	**পুরো বইটা জাল গণ্যে বাতিলকৃত (৬)**	
Isaiah	ইসাইয়া	যিশাইয়	ইশাইয়া
Jeremiah	যেরেমিয়া	ডযরমিয়	ইয়ারমিয়া
Lamentations	বিলাপ-গাঁথা	ডবলাপ	মাতম
Baruch	বারুক	**পুরো বইটা জাল গণ্যে বাতিলকৃত (৭)**	
Ezekiel	এজেকিয়েল	যিহিস্কেল	হেজকিল/ ইহিস্কেল
Daniel	দানিয়েল	দানিয়েল	দানিয়াল
Hosea	হোসেয়া	হোশেয়	হোসিয়া
Joel	যোয়েল	যোয়েল	যোয়েল
Amos	আমোস	আমোষ	আমোস
Obadiah	ওবাদিয়া	ওবদিয়	ওবদিয়
Jonah	যোনা	যোনা	ইউনুস
Micah	মিখা	মীখা	মিকাহ্
Nahum	ইাহুম	নহূম	নাহূম
Habakkuk	হাবাকুক	হবক্কুক	হাবাক্কুক
Zephaniah	জেফানিয়া	গফনিয়	গফনিয়
Haggai	হগয়	হগয়	হগয়
Zechariah	জাখারিয়া	সখরিয়	জাকারিয়া
Malachi	মালাখি	মালাখি	মালাখি

দ্বিতীয়তঃ নতুন নিয়ম

ইংরেজি নাম	পবিত্র বাইবেলঃ জুবিলী	পবিত্র বাইবেলঃ কেরি	কিতাবুল মোকাদ্দস
The Gospel According to Matthew	মথি	মথি	মথি
The Gospel According to Mark	মার্ক	মার্ক	মার্ক

ইংরেজি নাম	পবিত্র বাইবেল: জুবিলী	পবিত্র বাইবেল: কেরি	কিতাবুল মোকাদ্দস
The Gospel According to Luke	লূক	লূক	লূক
The Gospel According to John	যোহন	যোহন	ইউহোন্না
The Acts of the Apostles	শিষ্যচরিত	প্রেরিত	প্রেরিত
The Letter of Paul to the Romans	রোমীয়	রোমীয়	রোমীয়
The 1st Letter of Paul to the Corinthians	১ করিন্থীয়	১ করিন্থীয়	১ করিন্থীয়
The 2nd Letter of Paul to the Corinthians	২ করিন্থীয়	২ করিন্থীয়	২ করিন্থীয়
The Letter of Paul to the Galatians	গালাতীয়	গালাতীয়	গালাতীয়
The Letter of Paul to the Ephesians	এফেসীয়	ইফিষীয়	ইফিষীয়
The Letter of Paul to the Philippians	ফিলিপ্পীয়	ফিলিপীয়	ফিলিপীয়
The Letter of Paul to the Colossians	কলসীয়	কলসীয়	কলসীয়
The 1st Letter of Paul to the Thessalonians	১ থেসালোনিকীয়	১ থিষলনীকীয়	১ থিষলনীকীয়
The 2nd Letter of Paul to the Thessalonians	২ থেসালোনিকীয়	২ থিষলনীকীয়	২ থিষলনীকীয়
The First Letter of Paul to Timothy	১ তিমথি	১ তীমথিয়	১ তীমথিয়
The Second Letter of Paul to Timothy	২ তিমথি	২ তীমথিয়	২ তীমথিয়
The Letter of Paul to Titus	তীত	তীত	তীত
The Letter of Paul to Philemon	ফিলেমন	ফিলীমন	ফিলীমন
The Letter to the Hebrews	হিব্রু	ইব্রীয়	ইবরানী
The Letter of James	যাকোব	যাকোব	ইয়াকুব
The First Letter of Peter	১ পিতর	১ পিতর	১ পিতর
The Second Letter of Peter	২ পিতর	২ পিতর	২ পিতর
The First Letter of John	১ যোহন	১ যোহন	১ ইউহোন্না
The Second Letter of John	২ যোহন	২ যোহন	২ ইউহোন্না
The Third Letter of John	৩ যোহন	৩ যোহন	৩ ইউহোন্না
The Letter of Jude	যুদ	যিহূদা	এহুদা
The Revelation to John	প্রত্যাদেশ	প্রকাশিত বাক্য	প্রকাশিত কালাম

১. ৫. বাইবেলের বাংলা অনুবাদের সমস্যা

সুপ্রিয় পাঠক, নাম সমস্যার চেয়েও কঠিন অনুবাদ সমস্যা। বাইবেলের একই পুস্তকের অনুবাদে বিভিন্ন বাংলা বাইবেলের মধ্যে তথ্যের ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষণীয়। ইংরেজি পাঠের সাথে তুলনা করলে অনেক অনুবাদই বিকৃত বা পরিবর্তিত বলে দেখা যায়।

১. ৫. ১. হিব্রু, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা বনাম ইংরেজি ভাষা

বাইবেলের মূল ভাষা হিব্রু ও গ্রিক। এ ভাষাদ্বয়ে রচিত বাইবেল সহজপ্রাপ্য নয় এবং ভাষা দুটোও অত্যন্ত কঠিন। মধ্যযুগে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় গ্রিকভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের উপরেই নির্ভর করত। ল্যাটিন ভাষা কারো মাতৃভাষা ছিল না। শুধু ধর্মগুরুরা এ ভাষা চর্চা করতেন। ফলে বাইবেল সম্পর্কে খ্রিষ্টান জনগণ কিছুই জানত না। ধর্মগুরুরা জনগণের ভাষায় বাইবেল অনুবাদের ঘোর বিরোধিতা করতেন। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষদিকে প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু 'John Wycliffe'- জন উইকলিফ (১৩৩০-১৩৮৮) সর্বপ্রথম বাইবেলকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অপরাধে খ্রিষ্টান চার্চের পক্ষ থেকে তাঁকে এবং তাঁর অনূদিত বাইবেলের পাঠকদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তি প্রদান করা হয়। উইকলিফের মৃত্যু হওয়ার কারণে চার্চের নির্দেশে তাঁর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে আগুনে পুড়িয়ে ছাইগুলো নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।[১৮]

ক্যাথলিক চার্চ ও পোপ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কোনো ভাষায় বাইবেল অনুবাদের ঘোর বিরোধিতা করলেও খ্রিষ্টীয় ১৬শ শতকে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত জোরালো হয় এবং তারা মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদের পক্ষে ছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যাস্ট রাজা জেমস ইংরেজিতে বাইবেল অনুবাদের জন্য খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের সমন্বয়ে একটা কমিটি গঠন করেন। তাদের অনূদিত ও সম্পদিত বাইবেলটা 'কিং জেমস বাইবেল' বা কিং জেমস ভার্শন নামে প্রসিদ্ধ। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়।

এটা ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৪ শত বছর 'অথোরাইজড ভার্শন' অর্থাৎ অনুমোদিত, স্বীকৃত বা নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বলে গৃহীত। আমেরিকার খ্রিষ্টীয় চার্চ সম্মেলনী (the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA) ১৯৫২-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলোর উপর নির্ভর করে রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (The Revised Standard Version: RSV) প্রকাশ করে। এরপর এ সংস্করণের উপর নির্ভর করে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নিউ রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (the New Revised Standard Version: NRSV) এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে ইংলিশ স্টান্ডার্ড ভার্শন (the English Standard Version: ESV) প্রকাশ করা হয়। ইহুদি ও খ্রিষ্টান বাইবেল গবেষকরা এ ভার্শনগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নির্ভর বলে উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজি অনুবাদ কতটুকু মূলাশ্রয়ী আমরা তা জানি না। ইংরেজি অনুবাদ বিষয়ক আপত্তি ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কিছু তথ্যের জন্য পাঠক নিম্নের ওয়েবসাইটটা দেখতে পারেন: http://www.rejectionofpascalswager.net/versions.html। তবে আমরা যেহেতু মূল হিব্রু বা গ্রিক ভাষা জানি না সেহেতু আমরা এ সকল ইংরেজি ভার্শনকেই মূল হিসেবে গণ্য করছি। আমরা দেখব যে, বাইবেলের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির একটার সাথে আরেকটার মিল নেই। বিশেষত নতুন নিয়মের একটা শ্লোকও দুটো পাণ্ডুলিপিতে অবিকল একরকম নয়। প্রতিটা শ্লোকেই পাণ্ডুলিপিগত বৈপরীত্য বিদ্যমান। আমরা আশা করি এ সকল সমস্যার মধ্য থেকেই এ সকল স্বীকৃত ইংরেজি ভার্শনে মূল পাঠ যথাসম্ভব সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[১৮] বিস্তারিত জানতে উইকিপিডিয়ায়: John Wycliffe প্রবন্ধটা দেখুন।

১. ৫. ২. ইংরেজি অনুবাদের সমস্যা

১. ৫. ২. ১. ঈশ্বরগণ বনাম ঈশ্বর

ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের পরিমার্জন, পরিবর্তন বা কারচুপির একটা নমুনা উল্লেখ করা যায়। পবিত্র বাইবেলের প্রথম বাক্য "In the beginning God created the heaven and the earth"। কেরি: "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।" জুবিলী: "আদিতে যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন।" বা-২০০০ ও মো.-০৬: "সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর/ আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবী/ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন।" (আদিপুস্তক/ পয়দাশে ১/১)

এখানে ইংরেজি 'গড' শব্দকে বাংলায় ঈশ্বর, পরমেশ্বর ও আল্লাহ বলা হয়েছে। মূল হিব্রুতে শব্দটা 'এলোহিম' (Elohim)। এলোহিম শব্দটা বহুবচন, এর অর্থ ঈশ্বরগণ। এর একবচন: 'এল' (El), যার অর্থ ঈশ্বর। একজনকে বোঝাতে বহুবচনের সর্বনামের ব্যবহার বিভিন্ন ভাষায় দেখা যায়। যেমন রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় তিনি বলেন 'আমরা, প্রেসিডেন্ট...'। অনেক সময় লেখক নিজের বক্তব্য বা মত বুঝাতে 'আমি' না বলে 'আমরা' বলেন। এভাবে যে কোনো ভাষায় ব্যক্তি নিজেকে বুঝাতে অনেক সময়ই বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করে। তবে এক ব্যক্তিকে বুঝাতে নিজ নাম (proper noun) বা সাধারণ বিশেষ্য (common noun)-এর বহুবচন ব্যবহার কোনো ভাষাতেই পাওয়া যায় না। এখানে মূল অনুবাদ হওয়া দরকার ছিল: আদিতে ঈশ্বরগণ, পরমেশ্বরগণ....!

ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেন। কেউ বলেন, সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা বুঝাতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো খ্রিষ্টান প্রচারক দাবি করেন, ঈশ্বরের ত্রিত্ব বা ত্রিত্ববাদ বুঝাতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীরা দাবি করেন যে, বহুবচন কখনোই 'তিন' বুঝায় না; বরং তেত্রিশ কোটিও বুঝাতে পারে। কাজেই বহুবচন দ্বারা তিন দাবি করা একেবারেই ভিত্তিহীন। এছাড়া 'ত্রিত্ববাদে' ঈশ্বর বহুজন বা তিনজন নন; বরং একজন। তাঁকে Gods, ঈশ্বরগণ, পরমেশ্বরগণ ইত্যাদি বলা যায় না। ঈশ্বর একাধিক বলে ধারণা করা খ্রিষ্টধর্মে কুফরী বলে গণ্য। কাজেই বাইবেলের এ ব্যবহার দ্বারা ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করা যায় না; বরং ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করা যায় এবং বহু-ঈশ্বরবাদ প্রমাণ করা যায়। সর্বাবস্থায় এক্ষেত্রে অনুবাদের সঙ্গতিপূর্ণ (Consistent) হবার দাবি ছিল, অনুবাদেও বহুবচন ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ব্যাখা বা টীকা লেখা।

১. ৫. ২. ২. বাইবেলে থেকে Hell (নরক) চিরবিদায় নিচ্ছে!

আমরা দেখেছি যে, কিং জেমস ভার্শনটা অথোরাইজড বা 'অনুমোদিত' সংস্করণ বলে গণ্য। বর্তমানে ইংরেজিতে আরো অনেক অনুবাদ বিদ্যমান। এ সকল অনুবাদে অনেক পরিবর্তনও করা হচ্ছে। একটা নমুনা 'হেল' (Hell) অর্থাৎ নরক, দোজখ বা জাহান্নাম। কিং জেমস বাইবেলের মধ্যে এ শব্দটা ৫৪ স্থানে বিদ্যমান। এর বিপরীতে আধুনিক অনেক ইংরেজি বাইবেলে শব্দটা একবারও উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো অনুবাদই ঈশ্বরের মূল কথাটা পাঠককে প্রদান করছে না। বরং অনুবাদক বা সম্পাদকের নিজস্ব মতের আলোকেই ঈশ্বরের কথা সাজানো হচ্ছে। Tentmaker নামক যাজক সম্প্রদায়ের ওয়েবসাইটে গ্যারি অ্যামিরল্ট (Gary Amirault) বিভিন্ন অনূদিত বাইবেলের মধ্যে নরক শব্দের উপস্থিতির নিম্নরূপ একটা তালিকা উল্লেখ করছেন[১৯]:

---

[১৯] http://www.tentmaker.org/articles/Hell_is_Leaving_the_Bible_Forever.html

Number of times "Hell" appears in the text in English Bible Translations			
Bible Translations	Old Test	New Test	Total
"Authorized" King James Version	31	23	54
New King James Version	19	13	32
American Standard Version	0	13	13
New American Standard Bible	0	13	13
Revised Standard Version	0	12	12
New Revised Standard Version	0	12	12
Revised English Bible	0	13	13
New Living Translation	0	13	13
Amplified	0	13	13
New International Version	0	14	14
Darby	0	12	12
New Century Version	0	12	12
Wesley's New Testament (1755)		0	0
Scarlett's N.T. (1798)		0	0
The New Testament in Greek and English (Kneeland, 1823)		0	0
Young's Literal Translation (1891)	0	0	0
Twentieth Century New Testament (1900)		0	0
Rotherham's Emphasized Bible (reprinted, 1902)	0	0	0
Fenton's Holy Bible in Modern English (1903)	0	0	0
Weymouth's New Testament in Modern Speech (1903)		0	0
Jewish Publication Society Bible Old Testament (1917)	0		0
Panin's Numeric English New Testament (1914)		0	0
The People's New Covenant (Overbury, 1925)		0	0
Hanson's New Covenant (1884)		0	0
Western N.T. (1926)		0	0
NT of our Lord and Savior Anointed (Tomanek, 1958)		0	0
Concordant Literal NT (1983)		0	0
The N.T., A Translation (Clementson, 1938)		0	0
Emphatic Diaglott, Greek/English Interlinear (Wilson, 1942)		0	0
New American Bible (1970)	0	0	0
Restoration of Original Sacred Name Bible (1976)	0	0	0
Tanakh, The Holy Scriptures, Old Testament (1985)	0		0
The New Testament, A New Translation (Greber, 1980)		0	0

Number of times "Hell" appears in the text in English Bible Translations			
Bible Translations	Old Test	New Test	Total
Christian Bible (1991)	0	0	0
World English Bible (in progress)	0	0	0
Orthodox Jewish Brit Chadasha [NT Only]		0	0
Zondervan Parallel N.T. in Greek and English (1975)		0	0
Int. NASB-NIV Parallel N.T. in Greek and English (1993)		0	0

১. ৫. ৩. বাংলা ভাষায় বাইবেল ও অনুবাদের হেরফের

পলাশির যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়ের পরে ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানরা বাংলায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রসিদ্ধ ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান মিশনারি William Carey: উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) সর্বপ্রথম ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাভাষায় পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে ভারতে ও বাংলাদেশে বাংলা বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

কাফিরদের-অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্মের মানুষদের- খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের চেতনা থেকেই বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা হয়। উইলিয়াম কেরি এ প্রসঙ্গে একটা পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটার নামঃ (An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens) 'কাফিরদের ধর্মান্তর করার জন্য উপকরণাদির ব্যবহার বিষয়ে খ্রিষ্টানদের দায়বদ্ধতা-বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে এক অনুসন্ধান।"[২০] ধর্মান্তরের এ উদ্দেশ্যের কারণেই সম্ভবত এ সকল অনুবাদে আমরা বিভিন্ন প্রকারের অস্পষ্টতা, পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন দেখতে পাই। এখানে সামান্য কয়েকটা উদাহরণ পেশ করছি:

১. ৫. ৪. worship অনুবাদের হেরফের

বাইবেলের বাংলা অনুবাদের বিকৃতির একটা দিক হচ্ছে বিভিন্ন শব্দের অনুবাদে হেরফের করা। এখানে ইংরেজি ওয়র্শিপ (worship) ও ওয়াইন (wine) শব্দ দুটোর অনুবাদে বাংলা বাইবেলে, বিশেষত বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'কিতাবুল মোকাদ্দস' নামক বাইবেলের বিকৃতি আলোচনা করব।

১. ৫. ৪. ১. worship শব্দটার আভিধানিক অর্থ

গুগলের অনলাইন অভিধানসহ যে কোনো অভিধানে পাঠক দেখবেন যে, worship শব্দটার অর্থ পূজা, উপাসনা, ভজনা, বন্দনা, অর্চনা, আরাধনা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় 'ইবাদত' শব্দটাকে ইংরেজিতে 'ওয়র্শিপ ' বলা হয়। শব্দটার মূল অর্থ ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তি যার মধ্যে 'দেবত্ব' বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করেন তার প্রতি যে বিশেষ ভক্তি নিবেদন করেন সেই বিশেষ ভক্তি বা ভক্তির প্রকাশকে 'ওয়র্শিপ ' বা 'ইবাদত' বলা হয়।

১. ৫. ৪. ২. worship শব্দটার বাইবেলীয় অর্থ সাজদা করা

বাইবেলের ব্যবহার থেকে প্রতীয়মান যে, ওয়র্শিপ বলতে 'সাজদা' করা বুঝানো হয়েছে। আরবি বাইবেলে 'ওয়র্শিপ ' শব্দটার প্রতিশব্দ হিসেবে 'সাজদা' লেখা হয়েছে এবং 'সার্ভ' (serve) শব্দটার প্রতিশব্দ 'ইবাদত' বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল হিব্রু শব্দটা আমরা জানতে পারছি না। তবে হিব্রু ও আরবি উভয়ই

---

[২০] উইকিপিডিয়ায় 'উইলিয়াম কেরি' (William Carey) প্রবন্ধটা দেখুন।

সেমিটিক ভাষা এবং প্রায় একই শব্দ ও বাক্যরীতি ব্যবহার করে। এতে প্রতীয়মান যে, মূল হিব্রু ভাষার 'সাজদা' বা তদর্থক শব্দকেই ইংরেজিতে ' ওয়র্শিপ ' শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা কেরির অনুবাদে শব্দটার অর্থ 'প্রণিপাত' লেখা হয়েছে। এতেও প্রতীয়মান হয় যে, মূল শব্দটা 'সাজদা' বা 'প্রণিপাত'। এছাড়া বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে bow down অর্থাৎ মাথা নোয়ানো বা সাজদা করা এবং ওয়র্শিপ বা ইবাদত করাকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে জানা যায় যে, বাইবেলের পরিভাষায় ওয়র্শিপ অর্থ সাজদা করা।

যাত্রাপুস্তক/হিজরত ২০/৫ শ্লোকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা বা প্রতিমার ইবাদত নিষেধ করে ঈশ্বর বলছেন: "Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them"। কেরির অনুবাদ: "তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "তোমরা তাদের পুজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না।" আরবি বাইবেল: "لا تسجد لهن ولا تعبدهن", অর্থাৎ "তোমরা তাদের সাজদাও করবে না, তাদের ইবাদতও করবে না।" একই কথা বলেছেন ঈশ্বর দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৯ শ্লোকে এবং একই অনুবাদ করা হয়েছে আরবি ও বাংলায়।

আদিপুস্তক/পয়দায়েশ ২৪/২৬: 'And the man bowed down his head, and worshipped the LORD': "লোকটি তার মাথা নোয়াল এবং প্রভুর ইবাদত করল।" কেরির অনুবাদ: "তখন সে ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "তখন সেই গোলাম মাবুদকে সেজদা করে"।

আদিপুস্তক ২৪/৪৮: 'And I bowed down my head, and worshipped the LORD': "আমি আমার মাথা নত করলাম এবং সদাপ্রভুর ইবাদত করলাম।" কেরির অনুবাদ: "আর মস্তক নমন করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করিলাম।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "তারপর আমি মাবুদকে সেজদা করলাম।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, ওয়র্শিপ (worship) বা ইবাদত এবং বাউ ডাউন (bow down) উভয় শব্দই আরবিতে সাজদা এবং বাংলায় প্রণিপাত, সাজদা/ সেজদা বা পূজা অনুবাদ করা হয়েছে। বাউ ডাউন (bow down) বা সাজদা করার আরেকটা বাইবেলীয় পরিভাষা (fell on his face) মুখের উপর পড়ে যাওয়া, উবুড় হয়ে পড়া বা মাটির উপর মুখ রাখা এবং (fell on the ground) মাটির উপর পড়ে যাওয়া। (দেখুন: আদিপুস্তক/পয়দায়েশ ১৭/৩; যিহোশূয়/ যোশুয়া ৫/১৪; ১ শমূয়েল ২০/৪১; ২ শমূয়েল ৯/৬; ১ রাজাবলি ১৮/৭; মথি ২৬/৩৯; মার্ক ৯/২০; ১৪/৩৫; লূক ৫/১২)

নতুন নিয়মের দুটো বক্তব্য আরো নিশ্চিত করে যে, বাইবেলে (fell on his face) উবুড় হওয়া ও (worship) ইবাদত করা উভয়ই একই অর্থে ব্যবহৃত। যীশু একজন কুষ্ঠরোগী বা চর্মরোগীকে সুস্থ করেন। মথি ও লূক উভয়েই ঘটনাটা লেখেছেন। মথি বলেন: "And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean": অর্থাৎ 'সেই সময় একজন কুষ্ঠরোগী এসে তাকে ইবাদত (সাজদা) করে বলল...'। কিতাবুল মোকাদ্দস: "সেই সময় একজন চর্মরোগী এসে তাঁর সামনে উবুড় হয়ে বলল, হুজুর, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।" (মথি ৮/২)

এখানে যে কর্মটা বুঝাতে মথি 'ওয়র্শিপ ' শব্দটা ব্যবহার করেছেন, সে কর্মের বর্ণনায় লূক (fell on his face) মুখের উপর পড়া বা সাজদা করা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন: "behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean": "...কুষ্ঠরোগে পূর্ণ একজন লোক যীশুকে দেখে মুখের উপর পড়ে গেল ও কাকুতি মিনতি করে বলল...।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "ঈসাকে দেখে সে উবুড় হয়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'হুজুর, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।" (লূক ৫/১২)

এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, বাইবেলের পরিভাষায় উবুড় হওয়া, মাটিতে পড়া, সাজদা করা, প্রণিপাত করা ও ইবাদত করা একই অর্থে ব্যবহৃত।

বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসেও ওয়রশিপ (worship) অর্থ 'সেজদা' করা বলা হয়েছে। উপরে আমরা দেখেছি যে, পয়দায়েশ ২৪/২৬ ও ২৪/৪৮ শ্লোকে worship শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে: 'সেজদা করা'। অনুরূপভাবে শয়তান কর্তৃক যীশুকে পরীক্ষা করা প্রসঙ্গে মথি ৪/৯ ও লূক ৪/৭ শ্লোকে শয়তানের বক্তব্য "All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me"। কেরির অনুবাদ: "তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর"। কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে সেজদা কর তবে এই সবই আমি তোমাকে দেব।"

প্রেরিত ১০/২৫: "as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him"। কিতাবুল মোকাদ্দস: "পিতর যখন ঘরে ঢুকলেন তখন কর্ণীলিয় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে সেজদা করলেন।"

এখানেও ওয়র্শিপ -এর অর্থ 'সেজদা করা' লেখা হয়েছে।

১. ৫. ৪. ৩. উবুড় হওয়া ও ইবাদত করা সমার্থক

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা আরো নিশ্চিত হলাম যে, বাইবেলের পরিভাষায় উবুড় হওয়ার অর্থ সাজদা করা বা ইবাদত করা। এজন্য fell on his face অর্থাৎ উবুড় হওয়া, মুখের উপর পড়া বা মাটিতে পড়া এবং worship অর্থাৎ ইবাদত করা বা পূজা করাকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছেন মথি ও লূক।

কেরির অনুবাদে সঙ্গতি রক্ষা করার প্রবণতা দেখা যায়। সেখানে সর্বদা ওয়র্শিপ অর্থ প্রণিপাত, উপাসনা বা পূজা এবং 'বাউ ডাউন' এবং 'ফেল অন ফেস' অর্থ উবুড় হওয়া লেখা হয়েছে। তবে কিতাবুল মোকাদ্দস এ সঙ্গতি রক্ষা করেনি। ঈশ্বর বা যীশুর প্রসঙ্গে ওয়র্শিপ বা বাউ ডাউন অর্থ 'সেজদা করা' লেখা হয়েছে। আর নবী, ফেরেশতা, বাদশাহ বা অন্যদের ক্ষেত্রে একই শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে উবুড় হওয়া, সালাম করা ইত্যাদি। বাহ্যত মুসলিম বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং যীশুর দেবত্ব প্রমাণ করতেই একই শব্দের অর্থ বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।

আমরা দেখেছি বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে হিজরত ২০/৫ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৯ শ্লোকে 'bow down' শব্দের অর্থ করা হয়েছে: পূজা করা। অন্যত্র fell on his face অর্থাৎ মুখের উপর পড়া বা উবুড় হওয়ার অর্থ সেজদা করা লেখা হয়েছে। আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১৭/১-৩: "And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram ... And Abram fell on his face..."। কেরির অনুবাদ: "অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন... তখন অব্রাম উবুড় হইয়া পড়িলেন...।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "ইব্রামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর তখন মাবুদ তাঁকে দেখা দিয়ে... এতে ইব্রাম সেজদায় পড়লেন।"

১. ৫. ৪. ৪. worship শব্দটাকে ইবাদত বা পূজা অর্থে ব্যবহার

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের পরিভাষায় 'ওয়র্শিপ' অর্থই 'সাজদা করা' বা 'মাটিতে উপুড় হয়ে পড়া'। তবে বাইবেলের অনুবাদে বিভিন্ন স্থানে ওয়র্শিপ অর্থ ইবাদত, উপাসনা, ভজনা বা পূজাও লেখা হয়েছে।

মথি ১৫/৯ ও মার্ক ৭/৭ উভয় শ্লোকেই বলা হয়েছে: "But in vain they do worship me"। কেরির অনুবাদ: "ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে।"

যোহন/ ইউহোন্না ৪/২০-২৪ শ্লোকে ওয়র্শিপ শব্দটা ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। দশ স্থানেই কেরির অনুবাদে 'ভজনা' এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে 'এবাদত' লেখা হয়েছে। প্রথম শ্লোকটা (৪/২০) হচ্ছে- "Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship": "আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে এবাদত করতেন, কিন্তু আপনারা বলে থাকেন জেরুজালেমেই লোকদের এবাদত করা উচিত।" পরবর্তী ৪ শ্লোকে শব্দটা ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সকল স্থানেই বাংলায় এবাদত বা ভজনা বলা হয়েছে।

এভাবে কিতাবুল মোকাদ্দসে বিভিন্ন স্থানে ওয়র্শিপ অর্থ এবাদত, উপাসনা বা পূজা লেখা হয়েছে। দেখুনঃ যোহন/ ইউহোন্না ১২/২০; প্রেরিত ৭/৪২; ৭/৪৩; ৮/২৭; ১৭/২৩; ১৮/১৩; ২৪/১১; ২৪/১৪। কেরির অনুবাদে ভজনা বা পূজা লেখা হয়েছে।

১. ৫. ৪. ৫. worship বিষয়ে বাইবেলীয় বিধান ও রকমারি অনুবাদ

পবিত্র বাইবেলে অধিকাংশ স্থানে একমাত্র ঈশ্বরকে 'ওয়র্শিপ' করতে বলা হয়েছে। অন্য কোনো দেবতা, প্রতিমা বা বস্তুকে 'ওয়র্শিপ' করতে নিষেধ করা হয়েছে। (যাত্রাপুস্তক ২০/৫; ৩৪/১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৯; ৩০/১৭; ২ রাজাবলি ১৭/৩৬; মথি ৪/১০...) কিন্তু এর বিপরীতে বাইবেলে অনেক স্থানে নবীরা বা বশ্বাসীরা ঈশ্বর ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে ওয়র্শিপ (worship) এবং বাউ ডাউন (bow down/ fell on his face) করেছেন। আমরা দেখেছি যে, বাইবেলীয় পরিভাষায় ওয়র্শিপ অর্থ সাজদা বা ইবাদত করা এবং বাউ ডাউন, উপুড় হওয়া বা মুখের উপর পড়ার অর্থও সাজদা করা। অর্থাৎ তাঁরা ঈশ্বর ছাড়া অন্যদের সাজদা করতেন। এছাড়া তাঁরা অন্যদের সাজদা ও ইবাদত গ্রহণ করেছেন। উপুড় হওয়া এবং মুখের উপর পড়ে যাওয়ার কথা- অর্থাৎ সাজদা করার কথা তো অনেক স্থানেই বিদ্যমান। এছাড়া ঈশ্বর ছাড়া অন্যকে 'ওয়র্শিপ' অর্থাৎ ইবাদত করার কথাও বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলে এ সকল বিষয় খুবই সুস্পষ্ট। উইলিয়াম কেরির অনুবাদ অনেকটাই মূলাশ্রয়ী। সকল ক্ষেত্রেই ওয়র্শিপ শব্দটার অর্থ লেখা হয়েছে 'প্রণিপাত করা', অর্থাৎ সাজদা করা। কিন্তু 'কিতাবুল মোকাদ্দস' নামক বাংলা বাইবেলে এক্ষেত্রে অনেক হেরফের করা হয়েছে। একই শব্দ কখনো পূজা, কখনো সালাম, কখনো 'সেজদা' ইত্যাদি রকমারি অনুবাদ করা হয়েছে। এতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান নবীরা ও ধার্মিকরা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাজদা করতেন তা পাঠক জানতে পারছেন না। বরং তারা জানছেন যে, তারা আল্লাহর সাজদা বা পূজা করতেন আর ফেরেশতা, নবী ও অন্যদেরকে 'উবুড় হয়ে' সালাম করতেন বা সম্মান দেখাতেন। অন্য সকল ফেরেশতা, নবী, বাদশাহ ও ধার্মিকের মতই যীশু খ্রিষ্টকেও সে যুগের ধার্মিক বা ভক্তরা এভাবে 'সাজদা' করে 'সম্মান' করতেন। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসে নবী, বাদশাহ, ধার্মিক বা ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে 'ওয়র্শিপ', 'বাউ ডাউন' বা 'ফেল অন হিজ ফেস' বলতে সালাম, সম্মান প্রদর্শন বা কদমবুছি শব্দ ব্যবহার করছেন। পক্ষান্তরে যীশু খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে একই শব্দের অনুবাদে 'সেজদা' শব্দ ব্যবহার করছেন। বাহ্যত এ দ্বারা তারা বুঝাচ্ছেন যে, যীশুকেও ঈশ্বরের মত ইবাদত করা হত এবং যীশু তা গ্রহণ করতেন। এখানে সামান্য কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করছিঃ

১. ৫. ৪. ৬. ওয়র্শিপ ও উবুড় হওয়া অর্থ সম্মান দেখানো বা সালাম করা

(ক) যিহোশূয় ফেরেশতাকে সাজদা ও ইবাদত করলেন

উপরে কয়েকটা উদ্ধৃতিতে আমরা দেখলাম যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে worship, bow down, fell on his face শব্দগুলোর অর্থ 'সেজদা করা' বা 'এবাদত করা' লেখা হয়েছে। অন্যান্য স্থানে এ শব্দগুলোর অনুবাদে অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

যিহোশূয় বা ইউসা পুস্তকের ৫/১৩-১৪ শ্লোক কিতাবুল মোকাদ্দসে নিম্নরূপঃ "জেরিকোর কাছাকাছি গেলে পর ইউসা খোলা তলোয়ার হাতে একজন লোককে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। ইউসা তাঁর

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কার পক্ষের লোক- আমাদের, না আমাদের শত্রুদের?' জবাবে তিনি বললেন, 'আমি কারও পক্ষের লোক নই। আমি মাবুদের সৈন্যদলের সেনাপতি, এখন আমি এখানে এসেছি।' এই কথা শুনে ইউসা মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন।"

শেষ বাক্যটার ইংরেজি 'fell on his face to the earth, and did worship'। অর্থাৎ: "তিনি মাটিতে মুখ রেখে সাজদা করলেন এবং ইবাদত করলেন।" আমরা দেখেছি যে, কেরির অনুবাদে 'fell on his face' অর্থ উপুড় হওয়া এবং 'worship' অর্থ প্রণিপাত বা সাজদা। এ মূলনীতি ঠিক রেখে এ শ্লোকে কেরির অনুবাদ: "তখন যিহোশূয় ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন।" কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ এখানে অসঙ্গতিপূর্ণ। উপরে বিভিন্ন স্থানে 'fell on his face' অর্থ লেখা হয়েছে: 'সেজদায় পড়লেন'। অথচ এখানে একই কথার অর্থ লেখা হয়েছে 'উবুড় হয়ে'। এরপর 'ওয়র্শিপ' শব্দটার অর্থ লেখা হয়েছে 'সম্মান দেখানো'।

(খ) দাউদ তালুতের ছেলে যোনাথনকে সাজদা করলেন!

১ শমূয়েল ২০/৪১ "David arose out of a place toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself three times" অর্থাৎ "দাউদ দক্ষিণের দিকে একটা স্থান থেকে উঠে আসলেন, মাটির উপর তার মুখ রেখে পড়ে গেলেন: সাজদা করলেন এবং তিনবার নিজেকে উপুড় করলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "দাউদ সেই পাথরটার দক্ষিণ দিক থেকে উঠে আসলেন। তিনি যোনাথনের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তিনবার তাঁকে সালাম জানালেন।"

এখানেও সাজদা করাকে 'মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সালাম জানানো' বলা হল!

(গ) ধার্মিক ওবদিয় নবী ইলিয়াসকে সাজদা করলেন

১ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ১৮/৭: "Obadiah was in the way, behold, Elijah met him: and he knew him, and fell on his face": "ওবদিয় পথ দিয়ে যেতে ইলিয়াসকে দেখে চিনতে পেরে 'তার মুখের উপর পড়ে গেলেন': তাকে সাজদা করলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "ওবদিয় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ইলিয়াসের সংগে তাঁর দেখা হল। ওবদিয় তাঁকে চিনতে পেরে মাটিতে উবুড় হয়ে বললেন...।"

এভাবে বাইবেলে অনেক স্থানে নবীরা বা ধার্মিকরা অন্যদের সামনে মাটিতে উবুড় হয়েছেন, অর্থাৎ সাজদা করেছেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে উবুড় হওয়া, সালাম করা, সম্মান দেখানো ইত্যাদি অনুবাদের মাধ্যমে মূল তথ্যটা একেবারেই অস্পষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখব যে, যীশুর ক্ষেত্রে এ শব্দের অর্থে 'সেজদা করা' লেখা হয়েছে।

(ঘ) ধার্মিক মহিলা নবী আল-ইয়াসাকে সাজদা করলেন

আল-ইয়াসা একজন মহিলার মৃত সন্তানকে জীবিত করেন। তখন মহিলা তাঁকে সাজদা করেন: ২ বাদশাহনামা ৪/৩৭ "Then she went in, and fell at his feet, and bowed herself to the ground: তখন স্ত্রীলোকটি ভিতরে আসল এবং তাঁর পায়ের উপর সাজদা করল।" কেরি: "তখন সে স্ত্রীলোক নিকটে গিয়া তাঁর পদতলে পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "স্ত্রীলোকটি ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ে পড়লেন এবং মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সালাম জানালেন।"

১. ৫. ৪. ৭. যীশুর সাজদাকে উবুড় হওয়া বলা হল

বাইবেল থেকে আমরা জানছি যে, যীশু আল্লাহকে সাজদা করতেন, সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং সাজদারত অবস্থায় দুআ বা মুনাজাত করতেন।

মথি ২৬/৩৯: "And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying: তিনি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মুখের উপর পড়লেন, অর্থাৎ সাজদা করলেন এবং দুআ করে বললেন... ।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং মুনাজাত করে বললেন... ।"

মার্ক ১৪/৩৫: "And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed" অর্থাৎ "তিনি কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে মাটির উপর পড়লেনঃ সাজদা করলেন এবং দুআ করলেন"। কিতাবুল মোকাদ্দস: "তার পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে মুনাজাত করলেন।"

আমরা দেখেছি, ঠিক এ বাক্যাংশকেই কিতাবুল মোকাদ্দসে অন্যান্য স্থানে 'সেজদা করা' বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে উবুড় হওয়া বলা হয়েছে।

১. ৫. ৪. ৮. 'ওয়র্শিপ' বা ইবাদত অর্থ উবুড় হওয়া।

এভাবে বাইবেলে বহু স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টিকে: নবী, ফেরেশতা, বাদশাহ বা অন্যদেরকে সাজদা করা হয়েছে এবং নবীরা ও ধার্মিকরাই এরূপ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি 'ওয়র্শিপ' বা 'ইবাদত' শব্দটাও আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরে আমরা দেখেছি যে, ইউসা বা যিহোশূয় ফেরেশতাকে 'ইবাদত' করেছেন বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেরির অনুবাদে সকল স্থানে 'প্রণিপাত' লেখা হয়েছে। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে অনেক হেরফের রয়েছে। এ পুস্তকেই অনেক স্থানে ওয়র্শিপ অর্থ সেজদা (সাজদা) বা এবাদত (ইবাদত) লেখা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে 'ওয়র্শিপ' শব্দের এমন সব অর্থ লেখা হয়েছে যা শব্দটার আভিধানিক বা ব্যবহারিক অর্থ থেকে বহু দূরবর্তী।

কোথাও ওয়র্শিপের অর্থ লেখা হয়েছে 'উবুড় হওয়া'। মথি লেখেছেন: "there came a certain ruler, and worshipped him, saying": "তখন একজন নেতা/শাসক আসলেন এবং তাঁকে ইবাদত/উপাসনা/ ভজনা করে বললেন।" (মথি ৯/১৮)। এখানে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "তখন একজন ইহুদি নেতা তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁর সামনে উবুড় হয়ে বললেন।"

অন্যত্র মথি লেখেছেন: "Then came she and worshipped him, saying: তখন স্ত্রীলোকটি এসে তাঁকে ইবাদত করে বলল... ।" (মথি ১৫/২৫)। কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "সেই স্ত্রীলোকটি কিন্তু ঈসার কাছে এসে তাঁর সামনে উবুড় হয়ে পড়ে বলল।"

এভাবে বারবার ওয়র্শিপ শব্দের অর্থ লেখা হচ্ছে 'উবুড় হওয়া'। অথচ অন্যান্য স্থানে এ শব্দেরই অর্থ লেখা হয়েছে 'এবাদত করা' বা 'সেজদা করা'। আর এ কথা তো সকলেরই জানা যে, দেবতার সামনে উবুড় হয়ে সাজদা করা ছাড়া সাধারণ চিত, কাত বা উবুড় হওয়ার সাথে 'ওয়র্শিপ' শব্দটার কোনো সম্পর্ক নেই।

১. ৫. ৪. ৯. 'ওয়র্শিপ' বা 'ইবাদত' অর্থ সম্মান দেখানো

অন্যান্য স্থানে ওয়র্শিপ শব্দটার অর্থ সম্মান দেখানো লেখা হয়েছে। শুধু ঈশ্বর বা দেবতাকে ধর্মীয় ভক্তি বা সম্মান দেখানোকেই ইবাদত বা ওয়র্শিপ বলা হয় এবং সাজদার মাধ্যমেই তা প্রকাশ করা হয়। শুধু সম্মান দেখানোকে কখনোই ওয়র্শিপ বলা হয় না। মানুষ মা, বাবা, শিক্ষক, শাসক ও অন্য অনেককেই সম্মান দেখায়। এরূপ সম্মান দেখানোর কারণে কাউকে বলা হয় না যে, সে পিতা, মাতা, শিক্ষক, শাসক বা অমুকের পূজারী, ইবাদতকারী বা ওয়র্শিপার। এরূপ অর্থের কয়েকটা নমুনা দেখুন:

দানিয়েল ২/৪৬: "the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel"

অর্থাৎ "নেবুকাদনেজার তার মুখের উপর পড়ে গেলেন: সাজদা করলেন এবং দানিয়েলের ইবাদত বা পূজা করলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "তখন বাদশাহ বখতে-নাসার দানিয়েলের সামনে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন। এবং তাঁর সামনে শস্য কোরবানী করতে ও ধূপ জ্বালাতে হুকুম করলেন।"

এখানে মূল ইংরেজিতে 'সাজদা করা' এবং 'ইবাদত করা' দুটো কর্মই উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু 'দানিয়েল পূজার' অংশ হিসেবে তাঁর সামনে শস্য কোরবানী ও ধূপ জ্বালানো হল। তারপরও কিতাবুল মোকাদ্দসে 'উবুড় হয়ে সম্মান দেখালেন' বলে পুরো বিষয়টাই অস্পষ্ট করা হয়েছে।

মথি লেখেছেন যে, যীশুর জন্মের পরে পূর্বদেশীয় কিছু পণ্ডিত তাঁকে সাজদা করার জন্য আগমন করেন। তারা রাজা হেরোদকে বলেন: "Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him": "ইহুদিদের যে রাজার জন্ম হয়েছে তিনি কোথায়? আমরা পূর্বদিকে তাঁর তারা দেখেছি এবং তাঁকে ইবাদত (সাজদা) করার জন্য এসেছি।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "ইহুদিদের যে বাদশাহ জন্মেছেন তিনি কোথায়? পূর্ব দিকের আসমানে আমরা তাঁর তারা দেখে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে এসেছি।" (মথি ২/২)

রাজা হেরোদ তাদেরকে বলেন: "when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also": "তাঁকে যদি আপনারা খুঁজে পান তবে আমাকে জানাবেন, যেন আমিও তাঁর ইবাদত (সাজদা) করতে পারি।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "যেন আমিও গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে পারি।" (মথি ২/৮) একইভাবে 'ওয়র্শিপ' শব্দের এ অর্থ দেখুন মথি ২/১১; ৮/২।

বিষয়টা বড়ই অদ্ভুত! ওয়র্শিপ শব্দের আভিধানিক অর্থ ভজনা বা ইবাদত এবং বাইবেলের ব্যবহারিক অর্থ সাজদা করা। উভয় অর্থই কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা জানেন এবং বারবার ব্যবহারও করেছেন। অথচ এখানে তারা প্রকৃত অর্থ বেমালুম চেপে যেয়ে এক শব্দের বদলে দীর্ঘ শব্দমালার অদ্ভুত একটা অর্থ লেখলেন।

১. ৫. ৪. ১০. ওয়র্শিপ বা ইবাদত করা অর্থ পা ধরা

অন্যত্র 'ওয়র্শিপ' বা ইবাদত অর্থ লেখা হয়েছে পা ধরা! মথি ১৮/২৬ শ্লোকে যীশু বলেন: "The servant therefore fell down, and worshipped him: তাতে সেই কর্মচারী মাটিতে পড়ল বা সাজদা করল এবং তার মালিককে ইবাদত করল।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "তাতে সেই কর্মচারী মাটিতে পড়ে মালিকের পা ধরে বলল"।

১. ৫. ৪. ১১. ওয়র্শিপ অর্থ কদমবুসি

যীশু বলেছেন যে, ইহুদিদেরকে তিনি খ্রিষ্টানদের সামনে নত করাবেন এবং ইহুদিরা খ্রিষ্টানদের পায়ে পড়ে 'ইবাদত' (worship) করবে। প্রকাশিত বাক্য ৩/৯: "I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet: যারা নিজেদেরকে ইহুদি বলে অথচ ইহুদি নয়, শয়তানের দলের (শয়তানের সিনাগগের) সেই মিথ্যাবাদী লোকদের আমি তোমার কাছে আনব যেন তারা তোমার পায়ে পড়ে ইবাদত করে।"

"worship before thy feet: তারা তোমার পায়ে পড়ে ইবাদত করবে" কথাটার অনুবাদ কেরি: "তোমার চরণ সমীপে তাহাদিগকে উপস্থিত করাইয়া প্রণিপাত করাইব।" জুবিলী বাইবেল: "ওদের এনে আমি তোমার পায়ের সামনে প্রণিপাত করতে বাধ্য করব।" কি. মো. "তোমার পায়ের কাছে কদমবুসি করাব"।

১. ৫. ৪. ১২. ওয়র্শিপ বা ইবাদত অর্থ সম্মান বা গৌরব

লূক ১৪/১০ যীশু বলেনঃ "But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee: আপনি যখন দাওয়াত পাবেন তখন বরং সবচেয়ে নীচু জায়গায় গিয়ে বসবেন। তাহলে দাওয়াত-কর্তা এসে আপনাকে বলবেন, 'বন্ধু, আরও ভাল জায়গায় গিয়ে বসুন।' তখন অন্য সব মেহমানদের সামনে আপনি ইবাদত (ইংরেজিঃ worship, কেরিঃ গৌরব; কিতাবুল মোকাদ্দসঃ সম্মান) পাবেন।"

১. ৫. ৪. ১৩. 'ওয়র্শিপ' বা ইবাদত অর্থ 'ভয় করা'

কিতাবুল মোকাদ্দসে অন্যত্র 'ওয়র্শিপ' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে ভয় করা। মথি ৪/১০ ও লূক ৪/৮ঃ "it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve: লেখা আছে তুমি তোমার ঈশ্বরের ইবাদত (সাজদা) করবে এবং তাঁরই সেবা (ইবাদত) করবে।" কেরির অনুবাদঃ "লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।" কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদঃ "পাক কিতাবে লেখা আছে, তুমি তোমার মাবুদ আল্লাহকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে।"

এরূপ স্বাধীন অনুবাদ ধর্মগ্রন্থ তো দূরের কথা সাধারণ সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রেও বিকৃতি বলে বিবেচিত হবে বলে আমরা ধারণা করি। যীশুর এ বক্তব্যটা দ্বিতীয় বিবরণ ৬/১৩ শ্লোকের উদ্ধৃতি। দ্বিতীয় বিবরণে 'ওয়র্শিপ' (সাজদা বা ইবাদত) শব্দের পরিবর্তে ফিয়ার (ভয়) শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছেঃ "Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him": "তুমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বরকে ভয় করবে এবং তাঁর সেবা করবে।" কিন্তু এখানে যীশু 'ওয়র্শিপ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেরির অনুবাদে মৌলিকতা রক্ষা করা হলেও কিতাবুল মোকাদ্দসে যীশুর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে।

১. ৫. ৪. ১৪. যীশুর ক্ষেত্রে ওয়র্শিপ আবার 'সেজদা' হয়ে গেল

উপরে আমরা দেখলাম যে, ওয়র্শিপ শব্দটার অর্থ ইবাদত, পূজা, প্রণিপাত বা সাজদা করা। কিন্তু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে শব্দটার অর্থ বহুভাবে হেরফের করা হয়েছে। এ হেরফেরের সর্বশেষ রূপ যীশুর ক্ষেত্রে ওয়র্শিপ সালাম করা, সম্মান দেখানো, কদমবুসি করা ইত্যাদি থেকে হঠাৎ করেই 'সেজদা করা' বা 'উপুড় হয়ে সেজদা করা' হয়ে গেল। কয়েকটা নমুনা দেখুনঃ

মথি ১৪/৩৩ঃ "Then they that were in the ship came and worshipped him, saying..."। কিতাবুল মোকাদ্দসঃ "যাঁরা নৌকার মধ্যে ছিলেন তাঁরা ঈসাকে সেজদা করে বললেন, সত্যিই আপনি ইবনুল্লাহ।"

মথি ২৮/৯ঃ "And they came and held him by the feet, and worshipped him"। কিতাবুল মোকাদ্দসঃ "তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে পা ধরে তাঁকে সেজদা করলেন।"

মথি ২৮/১৭ঃ "And when they saw him, they worshipped him: but some doubted"। কি. মো.ঃ "সেখানে ঈসাকে দেখে তাঁরা তাঁকে সেজদা করলেন, কিন্তু কয়েকজন সন্দেহ করলেন।" (বাইবেল-২০০০ঃ প্রণাম করে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন)

লূক ২৪/৫২ঃ "And they worshipped him"। কি. মোঃ "তখন তারা উবুড় হয়ে তাঁকে সেজদা করলেন।" (বা.-০০ঃ উপুড় হয়ে প্রণাম করে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন)

যোহন/ইউহোন্না ৯/৩৮ঃ "And he said, Lord, I believe. And he worshipped him"। কি. মোঃ

"তখন লোকটি বলল, 'হুজুর, আমি ঈমান আনলাম।' এই বলে সে ঈসাকে সেজদা করল।" (প্রণাম করে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন)

বাহ্যত যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্যই ওয়র্শিপ শব্দের অনুবাদে এরূপ লুকোচুরি। যে শব্দটার অর্থ প্রণাম করা, সালাম করা ইত্যাদি লেখা হল, অবিকল সে শব্দটাই যীশুর ক্ষেত্রে 'প্রণাম করে ঈশ্বরের সম্মান জানান' বা 'সাজদা করা' হয়ে গেল!! অথচ যীশুকে যেভাবে ওয়র্শিপ, সাজদা বা 'প্রণাম করে ঈশ্বরের সম্মান' করা হয়েছে এরূপ 'ওয়র্শিপ' বাইবেলের নবী ও ধার্মিকরা ফেরেশতা, নবী, বাদশাহ ও অন্যদের করেছেন। বাইবেলীয় নবী ও ধার্মিকদেরকে নির্বিচারে এভাবে ওয়র্শিপ করা হয়েছে। ওয়র্শিপ এবং সমার্থক শব্দগুলো তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই একইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু অনুবাদের স্বেচ্ছাচারিতায় বাংলাভাষী পাঠকের কাছ থেকে সত্য হারিয়ে গেল!

১. ৫. ৫. wine অনুবাদের হেরফের

ইংরেজি ওয়াইন (wine) শব্দটার অর্থ 'মদ' বা 'আঙ্গুর থেকে প্রস্তুত মদ', আরবি খামর (خمر)। এনকার্টা ডিকশনারি ওয়াইন শব্দের অর্থ লেখেছেঃ "an alcoholic drink made by fermenting the juice of grapesঃ আঙ্গুরের রস গাজিয়ে তুলে তৈরি করা মাদক পানীয়।" এনকার্টা বিশ্বকোষ লেখেছেঃ "Wine, alcoholic beverage made from the juice of grapesঃ ওয়াইনঃ আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি মাদক পানীয়।" মাদকমুক্ত আঙ্গুররস, দ্রাক্ষারস বা গ্রেপ জুসকে কখনোই 'ওয়াইন' বলা হয় না।

মদ বা মাদক পানীয় বুঝাতে বাইবেলে wine অর্থাৎ মদ এবং strong drink অর্থাৎ মাদক পানীয় শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা বাইবেলগুলোতে অধিকাংশ স্থানে ওয়াইনের অনুবাদ করা হয়েছে দ্রাক্ষারস বা আঙ্গুর রস। এজন্য ইংরেজি ভাষায় বাইবেল পাঠ করলে মদের বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশনা অনুধাবন করা যত সহজ হয় বাংলায় তা একেবারেই সম্ভব নয়। বাইবেলের বাংলা অনুবাদগুলোর মধ্যে বিদ্যমান 'আঙ্গুর-রস' বিষয়ে অনেক কথা পাঠককে মাতাল না করলেও হতবাক করে। অনুবাদের হাতছাফাইয়ে ইংরেজি 'ওয়াইন' শব্দটা কোথাও 'আঙ্গুর রস' বা 'দ্রাক্ষারস' এবং কোথাও মদে পরিণত হয়েছে এবং কোথাও শব্দটার অনুবাদ একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে।

১. ৫. ৫. ১. আঙ্গুরের জুস খেয়েও মানুষ মাতাল হয়

অবাক বিস্ময়ে পাঠক বাংলা বাইবেলে বারবার পড়বেন, আঙ্গুর রস খেলে মানুষ মাতাল হয় (গীতসংহিতা ৭৮/৬৫)। "আফরাহীমের ইমাম ও নবীরা এখন আঙ্গুর-রস খেয়ে টলে ও মাতলামি করে..." (ইশাইয়া/ যিশাইয় ২৮/৭)। "আঙ্গুর রস খেয়ে ভীষণ মাতাল লোকের মত হয়েছি" (যিরমিয়/ইয়ারমিয়া ২৩/৯)। "আঙ্গুর রস খেয়ে টলতে থাকবে।" (যিরমিয় ২৫/১৫)। আঙ্গুর-রস খেয়ে কি পাঠক কখনো টলেছেন ও মাতলামি করেছেন? ভীষণ মাতাল হয়েছেন?

১. ৫. ৫. ২. আঙ্গুরের রস খেয়ে নবীরা উলঙ্গ হন ও ব্যভিচার করেন!

নোহ আঙ্গুর-রস খেয়ে উলঙ্গ হলেন (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৯/২১-২৪) এবং লোট আঙ্গুরের রস খেয়ে নিজের মেয়েদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেন (আদিপুস্তক/পয়দায়েশ ১৯/৩২-৩৫)। পাঠক হতবাক হয়ে চিন্তা করবেন আঙ্গুর-রস বা গ্রেপ-জুস খেলে কিভাবে এরূপ হতে পারে?

১. ৫. ৫. ৩. ফুর্তিতে মাতাল হওয়ার জন্য আঙ্গুরের রস পান করুন

আঙ্গুর রসে মানুষের হৃদয় ফুর্তিতে ভরে যায় বা ফুর্তিতে মাতাল হয়ে উঠে! (২ শমুয়েল ১৩/২৮; ইষ্টের ১/১০; গীতসংহিতা/জবুর ১০৪/১৫; উপদেশক/ হেদায়েতকারী ১০/১৯; জাকারিয়া/সখরিয় ১০/৭)। পাঠক বুঝতে পারেন না কিভাবে তা হয়! আমরা যখন আঙ্গুরের জুস পান করি তখন

কোনোই 'ফুর্তি' হয় না!

পাঠক পড়বেনঃ "যাদের মনে খুব কষ্ট আছে তাদের আঙ্গুর রস দাও। তারা তা খেয়ে তাদের অভাবের কথা ভুলে যাক, তাদের দুঃখ-কষ্ট আর তাদের মনে না থাকুক" (মেসাল/ হিতোপদেশ ৩১/৬-৭)। পাঠক আরও পড়বেনঃ "আমি স্বজ্ঞানে আঙ্গুর রস খেয়ে শরীরকে উত্তেজিত করলাম এবং নির্বোধের মত কাজ করে নিজেকে খুশী করবার চেষ্টা করলাম।" (উপদেশক/ হেদায়েতকারী ২/৩) পাঠক হতবাক হয়ে ভাববেন, আঙ্গুরের রস খেলে কিভাবে মানুষ দুঃখকষ্টের কথা ভুলে যেতে পারে? আঙ্গুরের রস খাওয়ার মধ্যে নির্বুদ্ধিতাই বা কী? আর আঙ্গুরের রস খেলে শরীরই বা কিভাবে উত্তেজিত হয়?

১. ৫. ৫. ৪. আঙ্গুর রস ভালবাসলে সে কখনো ধনী হতে পারবে না

বাংলা বাইবেলে পাঠক যখন পড়বেন, আঙ্গুর রস ভালবাসলে সে কখনো ধনী হতে পারে না (মেসাল/হিতোপদেশ ২১/১৭) তখন দিশেহারা হয়ে ভাববেন যে, কথাটা কিভাবে সত্য হতে পারে? আঙ্গুরের জুস পছন্দ করলে সমস্যা কোথায়?

১. ৫. ৫. ৫. সমস্যার সমাধানে ইংরেজি বাইবেল পড়ুন

ইংরেজি ভাষায় বাইবেল পড়লে পাঠকের উপরের সকল বিস্ময় কেটে যাবে। তবে অন্য একটা বিস্ময় তার উপর ভর করবেঃ কিভাবে মূল বাইবেলের মদ বাংলা বাইবেলে আঙ্গুর-রস বা গ্রেপ-জুসে পরিণত হল!

১. ৫. ৫. ৬. মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই আঙ্গুর-রস মদে পরিণত হয়।

বাংলা বাইবেলগুলোতে 'ওয়াইনের' অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রাক্ষারস বা আঙ্গুর-রস লেখা হলেও মাঝে মাঝে মদ লেখা হয়েছে। মাঝে মাঝেই আমরা দেখি যে, ইংরেজি 'ওয়াইন' নিরীহ আঙ্গুর রস থেকে মদে পরিণত হয়েছে! কয়েকটা নমুনা দেখুনঃ

(How long wilt thou be drunken? put away thy wine from thee) "তুমি মদ খেয়ে আর কতক্ষণ নিজেকে মাতাল করে রাখবে, মদ আর খেয়ো না।" (১ শামুয়েল ১/১৪)। (drink the wine of violence): "জুলুম হল তাদের মদ" (মেসাল/ হিতোপদেশ ৪/১৭)। (Wine is a mocker): যে লোক মদানো আঙ্গুর-রস খেয়ে মাতাল হয় সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।" (মেসাল ২০/১) (They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine when it is red) যারা অনেকক্ষণ ধরে মদ খায় তাদেরই এই রকম হয়; তারা মিশানো মদ খেয়ে দেখবার জন্য তার খোঁজে যায়। মদের দিকে তাকায়ো না যদিও তা লাল রঙ্গের।" (মেসাল ২৩/৩০-৩১) (it is not for kings to drink wine) "বাদশাহদের পক্ষে মাদানো আঙ্গুর রস খাওয়া উপযুক্ত নয়।" (মেসালঃ ৩১/৪)

(they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine) "তারা মদের মত করে নিজেদের রক্ত খেয়ে মাতাল হবে।" (ইশাইয়া ৪৯/২৬)। (all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth): "ওহে সমস্ত মদখোর, তোমরা টাটকা আঙ্গুর-রসের মদের জন্য বিলাপ কর; কারণ তা তোমাদের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।" (যোয়েল ১/৫)। (These men are full of new wine) "ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।" (প্রেরিত ২/১৩)। (the wine of the wrath of her fornication): "জেনার ভয়ংকর মদ" (প্রকাশিত কালাম ১৪/৮; ১৮/৩)। (the wine of the wrath of God): "আল্লাহর গজবের মদ" (প্রকাশিত ১৪/১০)। (the wine of the fierceness of his wrath): "তাঁর গজবের ভয়ংকর মদে" (প্রকাশিত ১৬/১৯)।

২০০৬ সালে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি (BBS) প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দসে উপরের সকল স্থানে 'ওয়াইন' শব্দটার অনুবাদে মদ বা মদানো আঙ্গুর-রস বলা হয়েছে। অথচ একই শব্দকে একই প্রসঙ্গে অন্যান্য স্থানে আঙ্গুর-রস বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে প্রকাশিত বাচিপ (BACIB) পরিবেশিত কিতাবুল মোকাদ্দসে আবার অধিকাংশ মদকেই আঙ্গুর রস বানানো হয়েছে। তবে দু'-এক স্থানে তা মদই রয়ে গিয়েছে (যেমন মেসাল ৩১/৪)।

আবার অনেক স্থানে ওয়াইন শব্দটার অনুবাদ বাদ দিয়ে শুধু মাতাল বা মতলামি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে: (be not drunk with wine) "মাতাল হয়ো না..।" (ইফিষীয় ৫/১৮)। (Not given to wine, no striker): "তিনি যেন মাতাল বা বদমেজাজী না হন।" (১ তীমথিয় ৩/৩)। (not given to much wine) "তাঁরা যেন মাতাল না হন..."। (১ তীমথিয় ৩/৮)। (not given to wine, no striker): "মাতাল বা বদমেজাজী" (তীত ১/৭)। (not given to much wine): "মাতাল হওয়া তাঁদের উচিত নয়।" (তীত ২/৩)। (excess of wine): "মাতলামি করে।" (১ পিতর ৪/৩)

১. ৫. ৬. অনুবাদে বিকৃতির আরো কিছু নমুনা

প্রথম নমুনা: 'গীতসংহিতা' বা জবুর শরীফের ৮২/৬ কিং জেমস ভার্শন (King James Version: KJV) বা অথোরাইজড ভার্শন (Authorized Version: AV)-এ নিম্নরূপ: "I have said, Ye are gods; and all of you are children of the Most High": "আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর, এবং তোমাদের সকলেই শ্রেষ্ঠতমের সন্তান"। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (Revised Standard Version: RSV)-এর ভাষ্য নিম্নরূপ: "I say, you are gods, sons of the Most High, all of you" : "আমি বলি, তোমরা ঈশ্বর, শ্রেষ্ঠতমের পুত্র, তোমরা সকলেই"।

কেরি: "আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান।" জুবিলী: "আমি বলেছি, তোমরা ঐশীজীব! তোমরা সবাই পরাৎপরের সন্তান।" পবিত্র বাইবেল ২০০০: "আমি বলেছিলাম, তোমরা যেন ঈশ্বর, তোমরা সবাই মহান ঈশ্বরের সন্তান।" কিতাবুল মোকাদ্দস ২০০৬: "আমি বলেছিলাম, তোমরা যেন আল্লাহ, তোমরা সবাই আল্লাহ তা'লার সন্তান।" কিতাবুল মোকাদ্দস ২০১৩: "আমিই বলেছি, তোমরা দেবতা, তোমরা সকলে সর্বশক্তিমানের সন্তান।"

মূল ইংরেজি পাঠ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে মানুষদেরকে, সকল মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বাইবেলীয় পরিভাষায় কাউকে ঈশ্বর বলা বা ঈশ্বরের পুত্র বলা দ্বারা কোনো দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব বুঝায় না; বরং ঈশ্বরের দাস ও সৃষ্টি বুঝায়। কেরির বাংলা অনুবাদ মূলাশ্রয়ী। তবে অন্যান্য অনুবাদে মানুষকে ঈশ্বর বলার বিষয়টা অস্পষ্ট করা হয়েছে। জুবিলী বাইবেল ও মুকাদ্দস-১৩ 'ঐশীজীব' ও 'দেবতা' শব্দ ব্যবহার করেছে। আর অন্য দুই অনুবাদে 'যেন' শব্দটা অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় নমুনা: বাইবেলের Proverbs নামের পুস্তকটার বাংলা নাম কেরি বাইবেলে 'হিতোপদেশ', জুবিলী বাইবেলে 'প্রবচনমালা' এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে 'মেসাল'। এ পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ৪ ও ৫ শ্লোক নিম্নরূপ: "Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit": "মুর্খকে উত্তর দিও না তার মুর্খতা অনুসারে; পাছে তুমিও তার মতই হয়ে যাও। মুর্খকে উত্তর দাও তার মুর্খতা অনুসারে; পাছে সে তার অহমিকায় জ্ঞানী হয়।"

কেরির অনুবাদ: "(৪) হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতা অনুসারে উত্তর দিও না, পাছে তুমিও তাহার সদৃশ হও। (৫) হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতা অনুসারে উত্তর দেও, পাছে সে নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হয়।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ কেরির অনুরূপ।

জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: "নির্বোধকে তার মুর্খতা অনুসারে উত্তর দিয়ো না, পাছে তুমিও তার মত হও। নির্বোধকে তার মুর্খতা অনুসারেই উত্তর দাও, পাছে সে নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে।"

এর বিপরীতে পবিত্র বাইবেল ২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "প্রয়োজন বোধে বিবেচনাহীনকে তার বোকামি অনুসারে জবাব দিয়ো না, জবাব দিলে তুমিও তার মত হয়ে যাবে। প্রয়োজন বোধে বিবেচনাহীনকে তার বোকামি অনুসারে জবাব দিয়ো, তা না হলে সে তার নিজের চোখে নিজেকে জ্ঞানী মনে করবে।"

এখানে 'প্রয়োজন বোধে' শব্দদুটো সংযোজন করা হয়েছে। বস্তুত বাইবেল সমালোচকরা এ দুটো শ্লোককে বাইবেলীয় বৈপরীত্যের সুস্পষ্ট নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ, একই পুস্তকের একই অধ্যায়ের পাশাপাশি দুটো শ্লোকে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দুটো আদেশ দেওয়া হয়েছে: প্রথম আদেশ: নির্বোধকে তার নির্বুদ্ধিতা অনুসারে উত্তর দিয়ো না। দ্বিতীয় আদেশ: নির্বোধকে তার নির্বুদ্ধিতা অনুসারে উত্তর দাও।

খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা বিভিন্নভাবে এ বৈপরীত্যের উত্তর প্রদান করেছেন। কিন্তু কেউই পাক কিতাবের মধ্যে দুটো শব্দ সংযোজন করার সাহসিকতা দেখাননি। কিন্তু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা সে সাহস দেখালেন। প্রাচীন কাল থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এরূপ সংযোজনের সময় বন্ধনী ব্যবহার করতেন। বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের সম্পাদকরা 'প্রয়োজন বোধে' দুটো শব্দ পবিত্র পুস্তকের মধ্যে সংযোজন করার জন্য এরূপ কোনো বন্ধনীরও 'প্রয়োজন বোধ' করেননি।

তৃতীয় নমুনা: মথি ৫/৩৯ KJV: "ye resist not evil..." (তোমরা দুষ্ট/পাপী/মন্দ/বদমাইশ লোককে প্রতিরোধ করো না) RSV: Do not resist one who is evil... (যে ব্যক্তি দুষ্ট/ মন্দ/ পাপী/ বদমাইশ তাকে তোমরা প্রতিরোধ করো না।) কেরি ও কিতাবুল মোকদ্দস-২০১৩: "তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; (বরং যে কেউ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও।)" জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: "দুর্জনকে প্রতিরোধ করো না... ।"

এর বিপরীতে পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তোমাদের সংগে যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না..."

পাঠক হয়ত বলবেন, অর্থ তো কাছাকাছিই! কিন্তু ধর্মগ্রন্থের মূল পাঠে কি লেখা আছে? "তোমাদের সংগে যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না"? এ কথাটার ইংরেজি কী? পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে এরূপ সংযোজন ও বিয়োজন কি অনুবাদের বিশ্বস্ততা ও ধর্মগ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষা করে?

প্রকৃত বিষয় হল, যীশুর এ বাক্যটা অনেক সমালোচনা কুড়িয়েছে। দুষ্টকে প্রতিরোধ না করলে সমাজ টিকবে কি করে? সম্ভবত এজন্য অনুবাদকরা অর্থকে সহনীয় করার চেষ্টা করেছেন। তবে এতে পবিত্র পুস্তকের অর্থ বিকৃতি ছাড়া কোনো লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ এক্ষেত্রেও প্রশ্ন একই থাকে। আমাদের সন্তানদেরকে কি আমরা এটাই শিক্ষা দেব? তোমাদের কেউ মারলে, অত্যাচার করলে, ধর্ষণ করলে, পকেট মারলে.... তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছুই বলবে না? বরং আরেকবার অপরাধটা করার সুযোগ দেবে?

চতুর্থ নমুনা: মথি ২৫/১৫ নিম্নরূপ: KJV: And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; RSV: to one he gave five talents, to another two, and to another one...

কেরি এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "তিনি এক জনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত, এবং আর এক জনকে এক তালন্ত ... দিলেন।"

জুবিলী বাইবেল: "একজনকে তিনি পাঁচশ' মোহর, অন্যজনকে দু'শো মোহর, ও আর একজনকে একশ' মোহর ... দিলেন।"

পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস: "তিনি একজনকে পাঁচহাজার, একজনকে দু'হাজার ও একজনকে এক হাজার টাকা দিলেন।"

আমরা জানি না, বাইবেল সোসাইটিগুলোর নিকট শত ও হাজার একই সংখ্যা কি না! তবে আমরা দেখছি যে, কেরির অনুবাদ মূলাশ্রয়ী। তালন্ত (talent) যেহেতু প্রাচীন মুদ্রা, সেহেতু টীকায় তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে 'এক তালন্ত'-কে ইচ্ছামত 'এক শত টাকা' বা 'এক হাজার টাকা' বলে অনুবাদ করা মোটেও গ্রহণযোগ্য অনুবাদ বলে গণ্য নয়।

পঞ্চম নমুনা: মার্ক ১৬/১৫: KJV: Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. RSV: Go into all the world and preach the gospel to the whole creation

উভয় ভার্শনের অর্থ এক। কেরি এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার/তবলিগ কর।" জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: "তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।" কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদ: "তোমরা দুনিয়ার সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে আল্লাহর দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ কর।"

এখানে every creature/ the whole creation বা 'প্রত্যেক সৃষ্টি/ সকল সৃষ্টি' বাক্যাংশের অনুবাদ করা হয়েছে: 'সব লোকদের'। এ অনুবাদের মাধ্যমে যীশুর মূল নির্দেশ পরিবর্তন করা হয়েছে। সৃষ্টি আর লোক এক নয়। সৃষ্টি অর্থ মানুষ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি। পক্ষান্তরে লোক বলতে মানুষ বুঝানো হয়। ইংরেজিতে সব লোকদের বুঝাতে 'every man, every person/ all people' ইত্যাদি বলা হবে।

বাহ্যত এ পরিবর্তনের বাহ্যিক কারণ বাইবেল সমালোচকদের তীর। তারা বলেন, যীশু সকল সৃষ্টির কাছে গসপেল বা ইঞ্জিল প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সৃষ্টি বলতে মাছ, পাখি, সাপ, বিচ্ছু সবই বুঝায়। খ্রিষ্টান প্রচারকরা কখনোই এগুলোর কাছে ইঞ্জিল প্রচার করেন না! এ সমালোচনা থেকে বাঁচতেই সম্ভবত এরূপ বিকৃতি। গ্রহণযোগ্য ধর্মগ্রন্থের জন্য যীশুর নির্দেশকে অবিকৃতি রেখে ব্যাখ্যা করাই কি উত্তম ছিল না?

ষষ্ঠ নমুনা: 'লূক' ৯/২৮: KJV: And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray. RSV: Now about eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up on the mountain to pray.

কেরির অনুবাদ: এই সকল কথা বলিবার পরে, অনুমান আট দিন গত হইলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য পর্বতে উঠিলেন।" জুবিলী বাইবেল ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ সংস্করণের অনুবাদেও 'আনুমানিক আট দিন' বলা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এ (eight days)-এর অনুবাদে 'এক সপ্তাহ' বলা হয়েছে।

পবিত্র বাইবেল-২০০০: "এই সব কথা বলবার প্রায় এক সপ্তা পরে যীশু প্রার্থনা করবার জন্য পিতর, যোহন ও যাকোবকে নিয়ে একটা পাহাড়ে গেলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "এই সব কথা বলবার প্রায় এক সপ্তা পরে ঈসা মুনাজাত করবার জন্য পিতর, ইউহোন্না ও ইয়াকুবকে নিয়ে একটা পাহাড়ে গেলেন।"

আমরা জানি না, অনুবাদকদের কাছে এক সপ্তাহ এবং আট দিন একই কিনা অথবা তাদের সপ্তাহ আট

দিনে হয় কি না! তবে মূল ভাষ্যের '৮ দিন' কথাকে এভাবে ইচ্ছমত এক সপ্তা বানানো কখনোই গ্রহণযোগ্য অনুবাদ নয়।

সপ্তম নমুনা: লূক ১০/১৯: KJV: Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. RSV: Behold, I have given you the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy: and nothing shall by hurt you.

পাঠক দেখছেন যে উভয় সংস্করণের অর্থ: "দেখ, আমি তোমাদেরকে সাপ ও বিচ্ছুর উপর দিয়ে হেঁটে যাবার ক্ষমতা দিয়েছি এবং শত্রুর সকল শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছি। কোনো কিছুই কোনোভাবে তোমাদের ক্ষতি করবে না।"

কেরি: "দেখ, আমি তোমাদেরকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোনো মতে তোমাদের কোনো হানি করিবে না।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ কেরির অনুরূপ।

পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "আমি তোমাদেরকে সাপ ও বিছার উপর দিয়ে হেঁটে যাবার ক্ষমতা দিয়েছি এবং তোমাদের শত্রু শয়তানের সমস্ত শক্তির উপরেও ক্ষমতা দিয়েছি। কোনো কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না।"

এখানে 'শয়তান' শব্দটা অনুবাদের মধ্যে সংযোজন করা হয়েছে যা এ শ্লোকের মূল পাঠে কোথাও নেই। এ শ্লোকটা নিয়ে অনেক আপত্তি বিদ্যমান। যীশুর প্রেরিতগণ ও শিষ্যরা কখনোই শত্রুদের উপর ক্ষমতা পাননি। ইহুদি ও রোমানরা তাদের ইচ্ছামত নির্যাতন ও হত্যা করেছেন। বাহ্যত এ আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য এ শব্দকে সংযোজন করা হয়েছে। এভাবে পবিত্র পুস্তকের মধ্যে একটা শব্দ যোগ করা হয়েছে। অথচ পবিত্র পুস্তকের শেষ কথা: যদি কেউ পবিত্র পুস্তকের মধ্যে একটা শব্দও যোগ করে তবে পবিত্র পুস্তকের সকল অভিশাপ ও গযব তার জন্য যোগ করা হবে! আর এরূপ 'অভিশপ্ত' সংযোজন দ্বারা তাঁরা আপত্তি খণ্ডন করতে পারেননি। কারণ, যীশুর দেওয়া এ ক্ষমতা ১২ প্রেরিতের একজন ইস্করিয়োতীয় যিহূদার কোনোই উপকার করতে পারেনি। শয়তান তাকে পুরোপুরিই গ্রাস করে।

অষ্টম নমুনা: নতুন নিয়মের চতুর্থ পুস্তক যোহন বা ইউহোন্না। যোহন ১২/২৫ ইংরেজিতে নিম্নরূপ: KJV: "He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal". RSV: "He wjp loves his life loses it; and he who hates his life in this world will keep it for eternal life." উভয় ভার্শনেই অর্থ: "যে তার নিজ জীবন/ প্রাণ ভালবাসবে সে তা হারাবে; এবং যে এ জগতে তার নিজের জীবন ঘৃণা করবে সে অনন্ত জীবনের জন্য তা সংরক্ষণ করবে।"

কেরির অনুবাদ: "যে আপন প্রাণ ভালবাসে সে তাহা হারায়; আর যে এই জগতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের জন্য তাহা রক্ষা করিবে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ কেরির অনুবাদের অনুরূপ।

পবিত্র বাইবেল-২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ নিম্নরূপ: "যে নিজের প্রাণকে **বেশী** ভালবাসে সে তার **সত্যিকারের জীবন** হারায়, কিন্তু যে এই দুনিয়াতে **তা করে না** সে তার **সত্যিকারের জীবন** অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে।"

আমরা দেখছি যে, কেরির অনুবাদ মূলানুগ। শুধু 'হেট' বা ঘৃণা করাকে 'অপ্রিয় জ্ঞান করা' লেখা হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী অনুবাদ খুবই একেবারেই ভিন্ন অর্থবাহী। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মূল অর্থ পরিবর্তন করে 'বেশী' শব্দটা যোগ করা হয়েছে। একইভাবে মূল বক্তব্য বিনষ্ট করে 'সত্যিকারের জীবন' শব্দদু'টো যোগ করা হয়েছে। আর হেট বা ঘৃণা করা শব্দটা বেমালুম চেপে যেয়ে 'তা না করে' বলা হয়েছে। 'তা না করা' অর্থাৎ কোনো কিছুকে 'বেশি ভাল না বাসা' কি 'হেট' বা ঘৃণা করার সমার্থক? বিশ্বের কোনো ভাষায় কি তা আছে? কোনো বিবেকবান মানুষ কি তা বলবেন? আমি আমার কোনো বন্ধুকে কম ভালবাসি- এর অর্থ কি আমি তাকে ঘৃণা করি?

কোনো ছাত্র যদি গ্রামার পরীক্ষায় এরূপ স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ অনুবাদ করে তবে শিক্ষক কিভাবে তার মূল্যায়ন করবেন? কোনো আর্থিক বা রাজনৈতিক ডকুমেন্টের এরূপ অনুবাদ করা হলে তা কি 'অপরাধ' বলে গণ্য করা হবে না? এরূপ বিকৃতির কারণ বুঝতে পারা পাঠকের জন্য হয়ত কঠিন হতে পারে। ইঞ্জিলের এ বক্তব্যটা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রচুর সমালোচনা কুড়িয়েছে। কারণ নিজের জীবনকে ভালবাসা সহজাত মানবীয় প্রকৃতি। কাউকে বলা যায় যে, তুমি জীবনের চেয়ে দেশ, রাষ্ট্র, ধর্ম বা ঈশ্বরকে বেশি ভালবাসবে। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, জীবনকে ভালবাসলেই তুমি চাকরি বা অনন্ত জীবন হারাবে। এজন্য যীশুর নামে কথিত বক্তব্যটা খুবই আপত্তিকর।

অন্যদিকে অনন্ত জীবন লাভ করতে জীবনকে ঘৃণা করতে হবে কথাটাও একই রকম অগ্রহণযোগ্য। কেউ যদি জীবনকে ঘৃণা-ই করে তবে তাকে অনন্তকালের জন্য রক্ষার চেষ্টা করবে কেন? জীবনের প্রতি প্রেমই তো তাকে তা অনন্তকালের জন্য রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে। জীবনের প্রতি ঘৃণা মানুষকে অসুস্থ ও অপ্রকৃতস্থ করে।[২১]

বস্তুত যীশুর নামে ইঞ্জিলের মধ্যে লিখিত অনেক কথাই এধরনের প্রান্তিক। দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী ও জ্ঞানবাদী বা 'মারফতি' (gnostic) সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এসব 'প্রান্তিক' আবেগী কথাগুলো খুবই বাজার পেত। সম্ভবত এগুলো যীশুর নামে বানানো কথা। সর্বাবস্থায় এগুলোর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু মূল বক্তব্যের মধ্যে মানবীয় ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে তাকে যীশুর বা ঈশ্বরের কথা বলে চালানো কি ধর্ম, মানবতা, বিবেক বা জাগতিক আইনে গ্রহণযোগ্য?

নবম নমুনা: রোমীয় ৩/৭: KJV: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?" (তার গৌরবের প্রতি আমার মিথ্যায় ঈশ্বরের সত্য যদি অধিকমাত্রায় উপচে পড়ে তবে আমি কেন পাপী বলে বিচারিত হই?)। RSV: But if through my false-hood God's truthfulness abounds to his goory, why am I still being cindermned as a sinner? (যদি আমার মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের সত্যবাদিতা তাঁর মর্যাদায় উপচে পড়ে তবে এরপরও আমিও কেন পাপী বলে নিন্দিত হচ্ছি?)

কেরির অনুবাদ: "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি আল্লাহর সত্য তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমিও বা এখন গুনাহগার বলে আর বিচারের সম্মুখীন হচ্ছি কেন?"

জুবিলী বাইবেল: "কিন্তু আমার মিথ্যাচারিতায় যদি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমি কেনই বা এখনও পাপী বলে বিবেচিত হচ্ছি?"

---

[২১] http://www.thegodmurders.com/id90.html

পবিত্র বাইবেল ২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস ২০০৬: "কেউ হয়ত বলবে, আমার মিথ্যা কথা বলবার দরুন আরও ভালভাবে প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বর/ আল্লাহ সত্যবাদী। এতে যখন ঈশ্বর/ আল্লাহ গৌরব লাভ করেন তখন পাপী/ গুনাহগার বলে আমাকে দোষী করা হয় কেন?"

সম্মানিত পাঠক, আপনি দেখছেন যে, 'কেউ হয়ত বলবে' কথাটুকু এ শ্লোকের কোনো ইংরেজি পাঠে নেই, প্রথমে উদ্ধৃত বাংলা অনুবাদেও নেই।সর্বশেষ দুটো অনুবাদে 'কেউ হয়ত বলবে' কথাটুকু সংযোজন করে পুরো বক্তব্যের অর্থই পরিবর্তন করা হয়েছে।

মূলত সাধু পল তার বিভিন্ন পত্রে বারবার বলেছেন যে, তিনি বহুরূপী। ঈশ্বরের ধর্ম বিস্তারের স্বার্থে তিনি প্রত্যেকের মন জুগিয়ে ভিন্ন কথা বলেন বা মিথ্যা কথা বলেন (দেখুন ১ করিন্থীয় ৯/ ১৯-২২)। এ কথাটাই তিনি এখানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। কিন্তু একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বাক্যাংশ সংযোজন করে মূল কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলা হয়েছে। বাহ্যত তাঁর স্বস্বীকৃত মিথ্যাচার অস্পষ্ট করার জন্যই এরূপ করা হয়েছে।

দশম নমুনাঃ করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পলের ১ম পত্রের ১৫ অধ্যায়ে পল যীশু খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর যে সকল শিষ্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৫ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকটা KJV ও RSV এবং সকল বাইবেলেঃ "And that he was seen of Cephas, then of the twelve"

কেরি ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন।"

পবিত্র বাইবেলে ২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "আর তিনি পিতরকে এবং পরে তাঁর প্রেরিতদের/ সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন।"

প্রথম অনুবাদ মূলাশ্রয়ী। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদে 'the twelve' বা 'সেই বারোজন' পরিবর্তন করে 'প্রেরিতদের' এবং 'সাহাবীদের' লেখা হয়েছে। এভাবে মূলের পরিবর্তন ছাড়াও অসাধু সম্পাদনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এখানে সাধু পল ভুল করেছেন। যীশু মৃত্যু থেকে উঠার পরে যখন প্রেরিতদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন 'সেই বারো' জনের একজন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ফলে প্রেরিতদের সংখ্যা ছিল ১১ জন। এজন্য সাধু পলের কথাটা এখানে ভুল। এ ভুল দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সাধু পল পবিত্র আত্মার সাহায্যে তাঁর পত্রগুলো লেখেননি। বরং সাধারণ একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবেই লেখেছেন। এজন্য তাঁর ভুল হত। বাহ্যত এ ভুলটা লুকানোর জন্য মূলকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

একাদশ নমুনাঃ করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পলের দ্বিতীয় পত্রের শেষে (১৩/১২) পল লেখেছেন: "Greet one another with an holy kiss: একে অপরকে সালাম জানাবে একটা পবিত্র চুমু দিয়ে।" কেরির অনুবাদ: "পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে মঙ্গলবাদ কর।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে সালাম জানাও।" কিন্তু পবিত্র বাইবেল ২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "মহব্বতের মনোভাব নিয়ে তোমরা একে অপরকে সালাম জানায়ো।"

সুপ্রিয় পাঠক, অনুবাদটা কেমন মনে হচ্ছে? পরীক্ষার খাতায় যদি কেউ লেখে যে, 'holy kiss'-এর অর্থ 'মহব্বতের মনোভাব' তবে নিরপেক্ষ পরীক্ষক তাকে কেমন নম্বর দেবেন? কোনো মামলা-মোকদ্দমার কাগজে 'kiss'-এর অনুবাদে মহব্বতের মনোভাব লেখলে কি বিচারক সঠিক বিচার করতে পারবেন? এ অনুবাদটা শুধু বিকৃতই নয়; উপরন্তু এতে ধর্মগ্রন্থের শিক্ষাকেও বিকৃত করা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থ নির্দেশ দিচ্ছে 'চুম্বন'-এর দ্বারা 'সালাম' দিতে। অথচ 'কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬' পাঠ করে কোনো খ্রিষ্টানই ঈশ্বরের এ পবিত্র নির্দেশ বুঝতে বা পালন করতে পারবেন না।

দ্বাদশ নমুনা: নতুন নিয়মের উনবিংশ পুস্তক 'ইব্রীয়'। বিগত প্রায় দু' হাজার বছর যাবৎ পত্রটা সাধু পলের লেখা বলে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমানে বাইবেল সোসাইটিগুলো পত্রটা বেনামি ও অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের লেখা বলে প্রচার করছেন। এ পত্রের ৬ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক কিং জেমস ভার্শন (KJV)-এ নিম্নরূপ: "Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on perfection" (অতএব, খ্রিষ্টের শিক্ষার মূলনীতিগুলো পরিত্যাগ করে আসুন আমরা পূর্ণতার দিকে গমন করি) রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (RSV) নিম্নরূপ: "Therefore let us leave the elementrary doctrine of Christ and go on to maturity" (অতএব আসুন আমরা খ্রিষ্টের প্রাথমিক শিক্ষা পরিত্যাগ করি এবং পরিপক্কতার দিকে গমন করি)।

এখানে সাধু পলের (বা অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের?) বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। তিনি বলছেন যে, খ্রিষ্টের শিক্ষা ছিল প্রাথমিক এবং সাধু পলের (বা অজ্ঞাত লেখকের?) শিক্ষা উন্নত স্তরের। কাজেই প্রাথমিককে পিছে রেখে উন্নত স্তরে এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মানিত পাঠক যদি biblegateway.com ওয়েবসাইটে ইব্রীয় ৬/১-এর সকল ইংরেজি মিলিয়ে পড়েন[২২] তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। যদিও কোনো কোনো ইংরেজি অনুবাদে বিষয়টাকে কিছুটা অস্পষ্ট করা হয়েছে, অধিকাংশ অনুবাদেই বিষয়টা সুস্পষ্ট। যেমন এমপ্লিফাইড বাইবেল (Amplified Bible)-এর পাঠ নিম্নরূপ:

Therefore let us go on and get past the elementary stage in the teachings *and* doctrine of Christ (the Messiah), advancing steadily toward the completeness *and* perfection that belong to spiritual maturity. "অতএব, এস, আমরা খ্রিষ্টের নীতি ও শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পিছনে রেখে চলে যাই, স্থিরভাবে এগিয়ে যাই পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার দিকে, যা আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার অন্তর্ভুক্ত।"

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, যীশুর শিষ্যরা অনেকেই যীশুর শিক্ষা অনুসারে তৌরাতের শরীয়ত পালন করাকে গুরুত্ব দিতেন। পক্ষান্তরে সাধু পল শরীয়ত পালনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এজন্য শিষ্যরা অনেকেই পলের বিরোধিতা করেছেন। এ বিরোধিতাকে পাশ কাটাতে তিনি এখানে ' খ্রিষ্টান' বা 'খ্রিস্টীয় শিক্ষাকে' প্রাথমিক ও পূর্ণতার পরিপন্থী এবং তাঁর নিজের পলীয় শিক্ষাকে পূর্ণতর বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্ট প্রাইমারি ও সাধু পল বিশ্ববিদ্যালয়!

কিন্তু বাংলা অনুবাদে বিষয়টা অস্পষ্ট। কেরির অনুবাদ: "অতএব আইস, আমরা খ্রিষ্ট বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাতে ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই।" জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ নিম্নরূপ: "সুতরাং এসো, খ্রিষ্ট বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা পাশে রেখে আমরা সিদ্ধতার কথার দিকে এগিয়ে যাই।" পবিত্র বাইবেল ২০০০: "এইজন্য খ্রিষ্টের বিষয়ে প্রথমে যে শিক্ষা পেয়েছি, এস, তা ছাড়িয়ে আমরা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাই।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "এজন্য মসীহের বিষয়ে প্রথমে যে শিক্ষা পেয়েছি, এস, তা ছাড়িয়ে আমরা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাই।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "অতএব এসো, আমরা মসীহ বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষার কথা পিছনে ফেলে পরিপক্কতা লাভের চেষ্টায় অগ্রসর হই।"

যদিও সকল সম্পাদনার পরেও এ বক্তব্য নিশ্চিত করছে যে, যীশুর বিষয়ে প্রথমে যে শিক্ষা যীশুর প্রেরিতরা ও যীশুকে স্বচক্ষে দেখা শিষ্যরা প্রচার করেছিলেন সেগুলো পূর্ণতার পরিপন্থী, বাতিলযোগ্য ও পলীয় ধারার শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

---

[২২] https://www.biblegateway.com/verse/en/Hebrews%206:1

বাইবেলের বঙ্গানুবাদে এরূপ হেরফের অগণিত। সবচেয়ে অবাক বিষয় যে, এরূপ বিকৃতি সবই ধার্মিক মানুষেরা করছেন, যারা পবিত্র বাইবেলকে অভ্রান্ত ঐশী বাণী বলে বিশ্বাস করেন। আর বাইবেলের মধ্যেই মিথ্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মিথ্যাবাদীকে চির জাহান্নামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বাইবেলের মধ্যে সামান্যতম সংযোজন বা বিয়োজন নিষেধ করা হয়েছে এবং কেউ এরূপ করলে তার জন্য ভয়ঙ্করতম অভিশাপ ও পরিণতির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। (লেবীয় ১৯/১১; হিতোপদেশ ১২/২২, মথি ১২/৩১-৩২, প্রকাশিত বাক্য ২১/৮, ২২/১৮-১৯)

সর্বাবস্থায়, বঙ্গানুবাদের এ হেরফেরের কারণে আমরা বাইবেলের বাংলা উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কেরির অনুবাদের উপর নির্ভর করব। সহজবোধ্য হওয়ার জন্য কখনো কখনো পরবর্তী অনুবাদের উপরও নির্ভর করব। পাশাপাশি ইংরেজি অথোরাইজড ভার্শন/কিং জেমস ভার্শন (AV/KJV), রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্শন (RSV) ও অন্যান্য ইংরেজি অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করব।

১. ৬. পুরাতন নিয়ম সংকলনের বিবর্তন

১. ৬. ১. তৃতীয় শতাব্দীতে হিব্রু বাইবেল চূড়ান্ত রূপ পায়

বাইবেলের বিবর্তন বিষয়ে দুটো বিষয় বিবেচ্যঃ (১) পুস্তকগুলোর সংখ্যা এবং (২) পুস্তকগুলোর বক্তব্য বা বিষয়বস্তু। খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন যে, বাইবেলের পুস্তকগুলো বিভিন্ন নবীর লেখা এবং তাঁদের সময় থেকেই সংকলিত। তবে বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহুদি-খ্রিষ্টান গবেষক পণ্ডিতদের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাইবেলের পুস্তকগুলোর সংখ্যা ও বিষয়বস্তু উভয়ই যুগে যুগে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। পুস্তকগুলোর সংখ্যার হেরফের আমরা দেখেছি। যীশুর প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে মোশির (মূসা আ.-এর) আগমন। মোশির পরে প্রায় হাজার বছর ধরে ইহুদি জাতির বিভিন্ন নবীর নামে অনেক ধর্মগ্রন্থ তাদের সমাজে প্রচলিত হয়। সময়ের আবর্তনে সেগুলো পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। পুস্তকগুলোর সংখ্যা এবং আকার নিয়ে অনেক মতভেদ ছিল। যীশুর প্রায় ৩০০ বছর পরে 'ইহুদি বাইবেল'-এর চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণ করা হয়।

আমরা দেখেছি যে, যীশু খ্রিষ্টের প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলোকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কিন্তু প্রায় ৫০০ বছর পরে ইহুদিরা এ পুস্তকের মধ্যে বিদ্যমান অনেক পুস্তক অগ্রহণযোগ্য বলে বাতিল করেন এবং অন্য অনেক পুস্তকের বিষয়বস্তুর বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেন।

প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের শেষ দিক থেকেই ইহুদি বাইবেলের একটা চূড়ান্ত ও নির্ধারিত রূপ দানের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল একদিকে রোমান আক্রমণে ইহুদি রাজ্যের বিলুপ্তি, ইহুদিদের নির্বাসন এবং ইহুদি জাতির অস্তিত্বের সংকট। আরেকদিকে উদীয়মান খ্রিষ্টান ধর্ম কর্তৃক ইহুদি বাইবেলের গ্রিক অনুবাদের অপব্যবহার। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সিডি সংস্করণের Biblical litarature প্রবন্ধে the new testament canon প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

"In the last decade of the 1st century, the Synod of Jamnia (Jabneh), in Palestine, fixed the canon of the Bible for Judaism, which, following a long period of flux and fluidity and controversy about certain of its books.... A possible factor in the timing of this Jewish canon was a situation of crisis: the fall of Jerusalem and reaction to the fact that the Septuagint was used by Christians and to their advantage, as in the translation of the Hebrew word 'alma (young woman) in chapter 7, verse 14, of Isaiah—"Behold, a young woman shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel"—into the

Greek term parthenos (virgin).”

“প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের শেষ দশকে ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত ইহুদি ধর্মগুরুদের ‘জামনিয়া (জাবনেহ) সম্মেলনে ইহুদিদের জন্য বিশুদ্ধ বা স্বীকৃত বাইবেল নির্ধারণ করা হয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিরন্তর পরিবর্তন প্রবাহ, তারল্য এবং এর কিছু পুস্তকের বিষয়ে মতপার্থক্যের পরে এ নির্ধারণ সম্পন্ন হয়। ... ইহুদি ধর্মগ্রন্থটা এ সময়ে নির্ধারণ করার একটা সম্ভাব্য কারণ ছিল সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব: জেরুজালেমের পতন ঘটে (ইহুদিদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়) এবং সেপ্টুআজিন্ট বা ইহুদি বাইবেলের গ্রিক অনুবাদকে খ্রিষ্টানরা তাদের সুবিধামত ব্যবহার করতে থাকে। যেমন যিশাইয়র পুস্তকের ৭ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক নিম্নরূপ: “দেখ! একজন যুবতী মেয়ে গর্ভবতী হবে এবং একটা শিশু প্রসব করবে এবং তার নাম রাখা হবে ‘ইম্মানুয়েল’। এ শ্লোকে হিব্রু বাইবেল বিদ্যমান ‘আলমা’ (যুবতী মেয়ে) শব্দটাকে গ্রিক ‘পারথেনস’ (কুমারী) বলে অনুবাদ করা।”

তবে এ প্রচেষ্টা চূড়ান্ত রূপ পেতে আরো শতাধিক বছর পার হয় বলে উল্লেখ করেছেন গবেষকরা। উইকিপিডিয়া লেখেছে: “There is no scholarly consensus as to when the Hebrew Bible canon was fixed: some scholars argue that it was fixed by the Hasmonean dynasty, while others argue it was not fixed until the second century CE or even later”

“স্বীকৃত হিব্রু বাইবেল কখন নির্ধারিত হয়েছে সে বিষয়ে গবেষকদের কোনো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেই। কেউ বলেন হাসমোনিয়ান (Hasmonean) রাজত্বকালে (খৃস্টপূর্ব ১৪০-১১৬ অব্দ) তা সংকলিত হয়েছে। অন্যরা বলেন খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক বা তার পরেও ইহুদি বাইবেল নির্ধারিত হয়নি।”[২৩]

অর্থোডক্স ধর্মগুরু ফ্রান্সিস জেমস বার্নস্টেইন (Fr. James Bernstein, Orthodox churchman) ‘কোনটা প্রথম: চার্চ না নতুন নিয়ম?’ (Which Came First: The Church or the New Testament? 1994, p 5) পুস্তকে (http://www.protomartyr.org/first.html) বলেন:

“...the Jews did not decide upon a definitive list or canon of Old Testament books until after the rise of Christianity. .... The modern Jewish canon was not rigidly fixed until the third century A.D. Interestingly, it is this later version of the Jewish canon of the Old Testament, rather than the canon of early Christianity, that is followed by most modern Protestants today. When the Apostles lived and wrote, there was no New Testament and no finalized Old Testament. The concept of "Scripture" was much less well-defined than I had envisioned.”

“ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের তালিকা বা পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধ পুস্তকগুলোর বিষয়ে ইহুদিরা কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, খ্রিষ্টধর্মের উত্থানের পরবর্তী সময় পর্যন্ত। .... তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতক পর্যন্ত আধুনিক ইহুদি ধর্মগ্রন্থের স্বীকৃত বা বৈধ রূপটা দৃঢ়ভাবে ঠিক করা হয়নি। মজার বিষয় হল, আধুনিক যুগের অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট পুরাতন নিয়মের ক্ষেত্রে প্রথম যুগের খ্রিষ্টধর্মীয় ধর্মগ্রন্থ (সেপ্টুআজিন্ট) বাদ দিয়ে পরবর্তীতে সংকলিত ইহুদি বাইবেল অনুসরণ করেন। যখন শিষ্যরা জীবিত ছিলেন এবং (তাঁদের পুস্তক বা পত্রগুলো) লেখতেন তখন ‘নতুন নিয়ম’ বলে কিছুই ছিল না এবং পুরাতন নিয়মের চূড়ান্ত কোনো রূপও বিদ্যমান ছিল না। ‘ধর্মগ্রন্থ’ বিষয়ক ধারণা আমার পূর্ব ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ঢিলেঢালা ছিল।”

---

[২৩] উইকিপিডিয়া: Development of the Hebrew Bible canon, The Hasmonean dynasty.

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার biblical literature প্রবন্ধে ইহুদি বাইবেলের তৃতীয় অংশ 'কেতুবীম' (The Ketuvim) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"That the formation of the Ketuvim as a corpus was not completed until a very late date is evidenced by the absence of a fixed name, or indeed any real name, for the third division of Scripture. Ben Sira refers to "the other books of our fathers," "the rest of the books"; Philo speaks simply of "other writings" and Josephus of "the remaining books." A widespread practice of entitling the entire Scriptures "the Torah and the Prophets" indicates a considerable hiatus between the canonization of the Prophets and the Ketuvim. ... Ben Sira omits mention of Daniel and Esther. No fragments of Esther have turned up among the biblical scrolls (*e.g.,* the Dead Sea Scrolls) from the Judaean Desert. ... A synod at Jabneh (*c.* 100 CE) seems to have ruled on the matter, but it took a generation or two before their decisions came to be unanimously accepted and the Ketuvim regarded as being definitively closed. The destruction of the Jewish state in 70 CE, the breakdown of central authority, and the ever widening Diaspora (collectively, Jews dispersed to foreign lands) all contributed to the urgent necessity of providing a closed and authoritative corpus of sacred Scriptures."

"একক সংকলন হিসেবে 'কেতুবীম'-এর রূপগ্রহণ অনেক দেরি করে হয়েছে। এর প্রমাণ, ইহুদি বাইবেলের তৃতীয় অংশ হিসেবে এর কোনো নির্ধারিত নাম ছিল না, বরং কোনো নামই ছিল না। বেন-সিরা এ অংশের বিষয়ে বলেছেন: 'আমাদের পিতৃগণের অন্যান্য পুস্তক' অথবা 'অন্যান্য পুস্তক'। ফিলো (মৃত্যু ৫০ খ্রি.) শুধু বলেছেন: 'অন্যান্য লিখনি'। যোশেফাস (মৃত্যু ১০০ খ্রি.) বলেছেন: 'অবশিষ্ট পুস্তকগুলো'। ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলো একত্রে বুঝাতে ব্যাপকভাবে বলা হত: 'তৌরাত ও নবীগণ'। এতে বুঝা যায় যে, নবীগণের পুস্তকগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং 'কেতুবীম' গ্রন্থগুলোর গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে দীর্ঘ সময় পার হয়েছে। ... বেন-সিরা দানিয়েল ও ইস্টেরের কোনো উল্লেখই করেননি। জুদিয় রাজ্যের (বর্তমান জর্দানের) মরুভূমিতে পাওয়া বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলোর (মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি) মধ্যে ইস্টেরের কোনো অংশ পাওয়া যায়নি। ... জাবানেহ-এ অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন (১০০ খ্রিষ্টাব্দে) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল বলে প্রতীয়মান। তবে তা সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পেতে আরো এক বা দু' প্রজন্ম পার হয়েছিল। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি রাষ্টের ধ্বংস, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিলোপ এবং ইহুদিদের সামষ্টিক বিতাড়নের মত ঘটনাগুলো একত্রে ইহুদিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ধর্মগ্রন্থগুলোর বিষয়টি চূড়ান্ত করতে।"

১. ৬. ২. প্রথম শতাব্দীর ইহুদি পণ্ডিত যোসেফাসের তালিকা

প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম ইহুদি ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus) ১০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইহুদি বাইবেল বা খ্রিষ্টান বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকের সংখ্যা ২২টা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

"For we have not therefore among us innumerable books... but only two and twenty.... which are justly considered divine compsitions.. of these five are the books of Moses … the prophets after Moses wrote the events of their day in thirteen books. The remaining four books contain hymns to God, and precepts for the conduct of human life." "আমাদের মধ্যে বিদ্যমান বই অগণিত নয়। আমাদের গ্রন্থাবলির সংখ্যা

২২টা... যেগুলো যথাযথই ঐশ্বরিক গ্রন্থ। তন্মধ্যে ৫টা মোশির। ... পরবর্তী নবীদের লেখা গ্রন্থ ১৩টা। বাকি চারটা গ্রন্থ ঈশ্বরের বন্দনায় গীত সঙ্গীত ও অনুরূপ বিষয়ের সংকলন।[২৪]

বর্তমানে প্রচলিত ইহুদি বাইবেলের পুস্তক সংখ্যা ২৪টা: মোশির পুস্তক ৫টা, নবীগণের পুস্তক ৮টা এবং 'কিতুবীম' বা লিখনিসমূহ ১১টা। পক্ষান্তরে যোসেফাস বলছেন নবীগণের গ্রন্থ ১৩টা এবং অন্যান্য গ্রন্থ ৪টা। বিষয়টা নিশ্চিত করে যে, যোসেফাসের সময়ে ইহুদিরা যে বাইবেল ব্যবহার করতেন বর্তমান ইহুদি বাইবেল বা খ্রিষ্টান বাইবেল থেকে তার পুস্তক সংখ্যা কম ছিল এবং বিন্যাস ও ভিন্ন ছিল।

বর্তমান ইহুদি বাইবেলে নবীগণের পুস্তক দুভাগে বিভক্ত: পূর্ববর্তী নবীগণ ৪টা: যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল ও রাজাবলি। আর পরবর্তী নবীগণ ৪টা: যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল ও দ্বাদশ। সর্বশেষ পুস্তকের মধ্যে ১২ জন নবীর পুস্তক একত্রিত: হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবাদিয়, যোনা, মিখা, নাহূম, হাবাক্কুক, যেফনিয়, হগয়, সখরিয় ও মালাখি। বারজনকে পৃথক ধরলে ইহুদি বাইবেলে নবীগণের পুস্তক সংখ্যা হয় ১৯। ক্যাথলিক বাইবেলে নবীগণের পুস্তক ১৮টা এবং প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে নবীগণের পুস্তক ১৭টা। কোনো অবস্থাতেই নবীগণের পুস্তক ১৩ হয় না।

যোসেফাস 'অন্যান্য পুস্তকের' সংখ্যা ৪ বলেছেন। অথচ আমরা দেখেছি যে, বর্তমান ইহুদি বাইবেলের তৃতীয় অংশ (কিতুবীম/ Ketuvim/ The Writings)-এর পুস্তক সংখ্যা ১১টা: গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, ইয়োব, পরমগীত, রুত, বিলাপ, উপদেশক, ইষ্টের, দানিয়েল, ইয্রা-নেহেমিয় এবং বংশাবলি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উদ্ভট গোঁজামিল দেওয়া ছাড়া কোনোভাবেই যোসেফাসের সংখ্যার সাথে বর্তমান ইহুদি বা খ্রিষ্টান বাইবেলের সমন্বয় সম্ভব নয়।[২৫]

১. ৬. ৩. তৃতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টান পণ্ডিত ওরিগনের তালিকা

চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ইউসিবিয়াস (মৃত্যু ৪৩০ খ্রিস্টাব্দ) তৃতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু অরিগন (Origen: 254 CE) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি পুরাতন নিয়মের মধ্যে ২২টা পুস্তক বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেগুলোর নামও উল্লেখ করেছেন। নামের বর্ণনায় তিনি প্রচলিত কিছু পুস্তককে একত্রিত করে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনামতে মোশির পাঁচটা পুস্তক ছাড়া অবশিষ্ট ১৭টা পুস্তক নিম্নরূপ: (১) যিহোশূয়ের পুস্তক, (২) বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ও রূতের বিবরণ একত্রে, (৩) শমূয়েলের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক একত্রে, (৪) রাজাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে, (৫) বংশাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে, (৬) ইয্রার প্রথম ও দ্বিতীয় (নহিমিয়ের) পুস্তক একত্রে, (৭) গীতসংহিতা, (৮) হিতোপদেশ, (৯) উপদেশক, (১০) পরমগীত, (১১) যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক, (১২) যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক, যিরমিয়ের বিলাপ ও যিরমিয়ের পত্র একত্রে, (১৩) দানিয়েলের পুস্তক, (১৪) যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক, (১৫) ইয়োবের বিবরণ, (১৬) ইষ্টেরের বিবরণ ও (১৭) মাকাবিজের পুস্তক।[২৬]

এ বিবরণ থেকে আমরা কয়েকটা বিষয় জানতে পারছি:

প্রথমত: এ বিবরণ অনুসারে ১২ জন গৌণ ভাববাদীর পুস্তক বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়: হোশেয় (Hosea), যোয়েল (Joel), আমোষ (Amos), ওবাদিয় (Obadiah), যোনা (Jonah), মীখা (Micah), নহূম

---

[২৪] দেখুন: Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 244-245.

[২৫] উইকিপিডিয়া: Development of the Hebrew Bible canon, Development of the Old Testament canon, Josephus on the Hebrew Bible Canon.

[২৬] Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 244-245.

(Nahum), হবক্কূক (Habakkuk), সফনিয় (Zephaniah), হগয় (Haggai), সখরিয় (Zechariah) ও মালাখি (Malachi)।

দ্বিতীয়ত: আমরা দেখছি যে, ওরিগন মাকাবীয় (Maccabees) পুস্তককে পুরাতন নিয়মের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান ইহুদি বাইবেল এবং প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে মাকাবীয় পুস্তকের কোনো খণ্ডই নেই। তারা এ বইটাকে জাল বলে গণ্য করেন। ক্যাথলিক বাইবেলে মাকাবীয় পুস্তকের দুটো খণ্ড বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন অর্থোডক্স বাইবেলে মাকাবীয় পুস্তকের আরো দুটো খণ্ড বিদ্যমান।

তৃতীয়ত: ওরিগনের বক্তব্য অনুসারে ক্যাথলিক বাইবেলের মাকাবীয় পুস্তকদ্বয় প্রামাণ্য বলে গণ্য। তবে তাদের বাইবেলের অন্য ৫টা পুস্তক জাল বলে প্রমাণিত।

চতুর্থত: ওরিগন বাইবেলের পুস্তকগুলোর মধ্যে ১২ নং পুস্তক হিসেবে যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক, যিরমিয়ের বিলাপ ও যিরমিয়ের পত্র তিনটা পুস্তকের উল্লেখ করেছেন। বর্তমান ইহুদি ও খ্রিষ্টান বাইবেলের মধ্যে প্রথম দুটো পুস্তক বিদ্যমান কিন্তু যিরমিয়র পত্র (Epistle/ Letter of Jeremiah) ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে নেই। তবে সেপ্টুআজিন্ট বা গ্রিক বাইবেল ও অর্থোডক্স বাইবেলে তা বিদ্যমান। ক্যাথলিক বাইবেলের বারুকের পুস্তক নামক গ্রন্থটার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যিরমিয়ের পত্র বিদ্যমান।[২৭]

১.৭. নতুন নিয়ম সংকলনের বিবর্তন

১.৭.১. প্রথম শতাব্দীতে কোনো ইঞ্জিল বা নতুন নিয়ম ছিল না

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, যীশু খ্রিষ্টের শিষ্যরা ও প্রশিষ্যরা যখন খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতেন তখন পুরাতন নিয়মের চূড়ান্ত রূপ যেমন ছিল না, তেমনি 'নতুন নিয়ম' বলেও কিছুই ছিল না।

বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হলেও বাস্তব। সাধারণত ধর্মের অনুসারীরা ধর্মপ্রবর্তক থেকে মূলত ধর্মগ্রন্থটাই গ্রহণ করেন। যেমন ইহুদিরা মূসা (আ.) থেকে তৌরাত গ্রহণ করেন। পরিবর্তন-বিবর্তন যাই হোক না কেন, মূসার সময় থেকেই ইহুদি সমাজে 'তৌরাত' প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টধর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখা যায়। সকল খ্রিষ্টান পণ্ডিত একমত যে, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোনো চার্চে কোনো গসপেল পঠিত হত অথবা প্রথম শতাব্দীর কোনো গসপেলের পাণ্ডুলিপির কোনো খণ্ডিত অংশ কোনো চার্চে পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায় না। এ সময়ে শিষ্যদের কিছু পত্র বা পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করে, তবে ইঞ্জিলের কোনো খবর পাওয়া যায় না।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা বিস্তারিত জানব যে, এর প্রধান কারণ ছিল দুটো:

প্রথমত: যীশু বারবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শিষ্যদের জীবদ্দশায়ই কিয়ামত হবে। এজন্য শিষ্যরা যতটুকু সম্ভব প্রচার করেছেন। কিন্তু কিয়ামত যেহেতু খুবই সন্নিকট সেহেতু ধর্মগ্রন্থ লিখে রাখা অবান্তর বলে মনে করেছেন। নিজেরা প্রচারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন লেখেছেন।

দ্বিতীয়ত: প্রথম শতাব্দীর খ্রিষ্টানরা নিজেদেরকে ইহুদি বলেই বিশ্বাস করতেন। ইহুদি ধর্মগ্রন্থকেই তাদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করতেন। পৃথক ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের চিন্তাই তারা করেননি। মূলত দ্বিতীয় খ্রিষ্টীয় শতকের শেষ দিকে সেন্ট আরিয়ানূস (Saint Irenaeus: 130AD-202AD) খ্রিষ্টধর্মকে পৃথক কিতাবী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এজন্য প্রায় ২০০ বছরে প্রথম তিন/চার প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন দেশে যীশুর নামে ধর্ম প্রচার করেছেন, কিন্তু কেউই যীশুর শিক্ষা বা সুসমাচারের কোনো লিখিত রূপ সংরক্ষণ করেননি বা সাথে রাখেননি। সবাই যা শুনেছেন বা বুঝেছেন

২৭ মাইক্রোসফট এনকার্টা, আর্টিকেল: Baruch.

তাই নিজের মনমত প্রচার করেছেন।

প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে খ্রিষ্টান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিশপ নিযুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই প্রত্যেক চার্চে অন্তত কয়েক কপি 'ইঞ্জিল' থাকার কথা ছিল। প্রত্যেক খ্রিষ্টানের নিকট না হলেও হাজার হাজার খ্রিষ্টানের মধ্যে অনেকের কাছেই ধর্মগ্রন্থ থাকার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সকল বিশপের অনেকের অনেক চিঠি বা বই এখনো সংরক্ষিত আছে। তাতে অনেক উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাতে এ সকল ইঞ্জিলের কোনো উল্লেখই নেই।

এ সময়ের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, অনেক কথা লেখেছেন, সবই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। কেউই তাকে ঐশ্বরিক প্রেরণা নির্ভর বলে মনে করেননি। নইলে প্রথম শতকের শেষভাগে মথি, মার্ক, লূক বা যোহন তার ইঞ্জিলটা লেখে সকল বিশপের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারতেন এই বলে যে, ঈশ্বরের প্রেরণায় আমি এ ইঞ্জিলটা লেখলাম। একে মান্য করতে হবে।... কখনোই তারা তা করেননি। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত অগণিত পুস্তকের মধ্য থেকে তৎকালীন ধর্মগুরুরা নিজেদের যুক্তি ও পছন্দ অনুসারে কিছু পুস্তক বাছাই করে বিশুদ্ধ বা 'ক্যাননিক্যাল' বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এগুলোর মধ্যেও সংযোজন বিয়োজন অব্যাহত থেকেছে।

১. ৭. ২. পল ও ক্লিমেন্ট ইঞ্জিলীয় যীশু সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন

আরেকটা বিষয় নিশ্চিত করে যে, প্রথম শতাব্দীতে ইঞ্জিল তো দূরের কথা ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান যীশু বিষয়ক তথ্যগুলোও প্রচলিত ছিল না। তা হল, খ্রিষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল এবং খ্রিষ্টধর্মের অন্য প্রাণপুরুষ সাধু প্রথম ক্লিমেন্ট ইঞ্জিলে বর্ণিত যীশু বিষয়ক তথ্য, যীশুর শিক্ষা ও বক্তব্যগুলো কিছুই জানতেন না। যাকোব, পিতর ও অন্যদের পত্র থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান যীশুর শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না।

পল (Paul)-এর জন্ম ৩ খ্রি. ও মৃত্যু আনু. ৬২ বা ৬৭ খ্রি.। আমরা দেখেছি, নতুন নিয়মের ২৭ পুস্তকের মধ্যে ১৪টাই তাঁর রচিত। তাঁর পত্রাবলি প্রমাণ করে যে, তিনি প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো তো দূরের কথা, এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান তথ্যাদি বা ইঞ্জিলীয় যীশু সম্পর্কেও কিছুই জানতেন না। পল তাঁর পত্রগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে তৎকালীন খ্রিষ্টান প্রচারকদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করেছেন এবং নিজের মত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেছেন বা পুরাতন নিয়ম থেকে প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু কখনোই ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান যীশুর জীবন, কর্ম বা বক্তব্য থেকে প্রমাণ পেশ করেননি।

সাধু পল যে সকল মত প্রচার করেছেন সেগুলোর অন্যতম (১) অ-ইহুদিদের যীশুর ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার বৈধতা, (২) শনিবার, পানাহার ইত্যাদি বিষয়ে তৌরাত ও শরীয়ত পালনের অপ্রয়োজনীয়তা, (৩) বিবাহ বর্জন ও চিরকৌমার্যে উৎসাহ প্রদান।

এ তিনটা বিষয়েই ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে যীশুর সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। আমরা দেখব, ইঞ্জিলগুলো বলছে, যীশু পুনরুত্থানের পরে সকল শিষ্যকে সকল জাতির কাছে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দেন। ইঞ্জিলগুলো বলছে, যীশু শনিবার বিষয়ে তৌরাতের বিধান অমান্য করতেন এবং খাদ্য বিষয়ে বলতেন: "মুখ দিয়ে যা ভিতরে যায় তা মানুষকে নাপাক করে না, বরং মুখ থেকে যা বের হয় তাই মানুষকে নাপাক করে।" (মথি ১৫/১১-২০) সাধু পল খ্রিষ্টধর্মের নামে তাঁর মত প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি পেশ করেছেন, কিন্তু কখনোই খ্রিষ্টের শিক্ষা থেকে প্রমাণ পেশ করেননি। অথচ খ্রিষ্টের শিক্ষা থেকে একটা বাক্য পেশ করলেই সকল বিতর্কের সমাধান হয়ে যেত। এতে আমরা নিশ্চিত হই যে, এ সকল বিষয়ে যীশুর কোনো শিক্ষা-ই তিনি জানতেন না।

যীশু নিজে চিরকুমার ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের জন্য স্ত্রী-পরিজন পরিত্যাগ করতে, ঘৃণা করতে ও ঈশ্বরের

জন্য 'খোজা' বা অবিবাহিত থাকতে উৎসাহ দিয়েছেন। পল বিবাহ বর্জন ও চিরকুমার থাকার পক্ষে অনেক কিছু লেখেছেন। তিনি বারবারই বলেছেন, তিনি চিরকুমার এবং কেউ যদি তার মত থাকতে পারে তবে সেটাই সর্বোত্তম। কিন্তু তিনি এক বারের জন্যও যীশুর এ সকল শিক্ষার উদ্ধৃতি দেননি। তিনি কখনোই বলেননি, প্রভু যীশুর মত চিরকুমার থাক, অথবা আমি যেভাবে প্রভু যীশুর অনুসরণ করছি সেভাবে তোমরাও কর। অথচ তাঁর সকল লেখা যীশুকে কেন্দ্র করেই। এ বিষয়টা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, যীশু নামে একজন ক্রুশে জীবন দিয়েছেন এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হয়ে স্বর্গে গিয়েছেন - এ বিষয় ছাড়া যীশু সম্পর্কে পল কিছুই জানতেন না। ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে যে সকল তথ্য রয়েছে সেগুলোর কিছুই সাধু পল জানতেন না।

খৃস্টধর্মের অন্য প্রাণপুরুষ সাধু প্রথম ক্লিমেন্ট (Clement I)। এনকার্টা প্রদত্ত সাধু প্রথম ক্লিমেন্টের জীবনী ও পোপদের তালিকা অনুসারে ক্লিমেন্ট ৯২-১০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের পোপ ছিলেন এবং ১০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পত্রাবলির গুরুত্ব সম্পর্কে সকল খ্রিষ্টান সম্প্রদায় একমত। তবে তার পত্রাবলিকে নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। নতুন নিয়মের অনেক পাণ্ডুলিপি ও সংস্করণে তার পত্রগুলো সংযোজিত। সাধু ক্লিমেন্টের লেখনি প্রমাণ করে যে, প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রচলিত চার ইঞ্জিল তো দূরের কথা এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান যীশুর জীবনী ও শিক্ষা খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। যীশুর বক্তব্য এবং সাধু পলের পত্রকে ক্লিমেন্ট ধর্মগ্রন্থ বা ঐশী গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করতেন না। উইকিপিডিয়া 'স্বীকৃত-আইনসম্মত নতুন নিয়মের বিবর্তন' (Development of the New Testament canon) প্রসঙ্গে লেখেছেঃ

"By the end of the 1st century, some letters of Paul were known to Clement of Rome ..., together with some form of the "words of Jesus"; but while Clement valued these highly, he did not regard them as "Scripture" ("graphe"), a term he reserved for the Septuagint. .." "প্রথম শতকের শেষ প্রান্তে রোমের ক্লিমেন্ট ... পলের কিছু পত্রের সাথে পরিচিত ছিলেন। পাশাপাশি 'যীশুর বাক্যাবলি' জাতীয় কিছুর সাথেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ক্লিমেন্ট এগুলোকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করেছেন। তবে তিনি এগুলোকে 'পাক কিতাব', শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেননি। 'ঐশী গ্রন্থ' বা 'ধর্মগ্রন্থ' পরিভাষাটা শুধু সেপ্টুআজিন্ট বা গ্রিক পুরাতন নিয়মের জন্যই সংরক্ষিত ছিল।"

The Christianity General forum-এর রবার্ট বয়ড (Robert Boyd) লেখেছেনঃ

"Paul's letters, written around 55-65 CE, fail to mention any Gospel miracle, act or major event concerning Christ's life, apart from the Eucharist and some vague references to the crucifixion and resurrection. He also fails to accurately quote any of Christ's teachings, as depicted in the Gospels. Clement, writing some 30 years later, does little better than Paul. While quoting extensively from the Old Testament, and offering numerous examples to illustrate his points from the lives of OT prophets and saints, Clement, like Paul, ignores the amazing life of Jesus Christ. Yet some 60 years later, Justin Martyr quotes extensive passages from the Gospels, including many of Christ's miracles, birth details etc (but fails to attribute such passages to any of the named Gospels). It was not until 180 CE that Iraeneus finally put names to all four Gospels, a full 150 years after Christ's death. This pattern is not what would be expected if in fact the gospel accounts had been written by the named authors, early after Christ's death and based on actual events.

I suggest that the progressive and increasingly elaborate revelation of Christ, as witnessed through the letters of the church fathers, is more consistent with an evolving myth than with a story based on an actual, living Christ. The silence by Paul and Clement on the life of Christ is difficult to explain, apart from the possibility that they were ignorant of any such life. ...... From Clement, we glean nothing about the historical Christ or any of the events associated with him. We learn only that Christ shed his blood as a sacrifice. There are a few hints at Christ's teachings, but nothing accurately quoted from any named Gospels. Numerous examples are cited from the OT and from the lives of the apostles in order to illustrate principles of faith, love, persecution etc, but not one example from Christ's life whatsoever, apart from aspects concerning his death and resurrection. The only rational explanation is that Clement, like Paul, was ignorant of the life of any historical Christ."

"পলের পত্রগুলো ৫৫ থেকে ৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এ সকল পত্র ইঞ্জিলের মধ্যে উল্লেখকৃত যীশুর কোনো অলৌকিক কর্ম, কার্যাবলি বা যীশুর জীবনের বড় কোনো ঘটনা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু নৈশভোজ, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ও পুনরুত্থান সম্পর্কে সাধারণ কিছু কথা এগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে যীশুর শিক্ষা যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার কোনো কিছু সঠিকভাবে উদ্ধৃত করতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ক্লিমেন্ট তার পত্রগুলো আরো ত্রিশ বছর পরে লেখেছেন। তিনি পলের চেয়ে মোটেও ভাল করতে পারেননি। ক্লিমেন্ট পুরাতন নিয়ম থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তিনি তার বক্তব্যগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করার জন্য পুরাতন নিয়মের নবী ও সাধুদের জীবন থেকে অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। অথচ তিনি যীশু খ্রিষ্টের বিস্ময়কর জীবন পুরোপুরিই অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করেছেন। সাধু পলও এরূপই করেছেন। অথচ ৬০ বছর পর জাস্টিন মার্টার (১৬৫ খ্রি.) ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান বিষয়াদির ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করছেন। খ্রিষ্টের অনেক অলৌকিক কর্ম, জন্ম বৃত্তান্ত ইত্যাদি তিনি উল্লেখ করছেন (তবে তিনি এ সকল তথ্যের সূত্র হিসেবে 'নাম-বিশিষ্ট' কোনো ইঞ্জিলের কথা উল্লেখ করেননি)। খ্রিষ্টের মৃত্যুর পরে পূর্ণ ১৫০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে ১৮০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আরিয়ানুস চারটা ইঞ্জিলের নাম উল্লেখ করেন।

প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো যাদের নামে প্রচলিত, যদি এগুলো সত্যই তাদের লেখা হত, খ্রিষ্টের মৃত্যুর অল্প সময় পরে লেখা হত এবং সত্য ঘটনার উপর নির্ভর করে লেখা হত তবে কখনোই বিষয়টা এরূপ হত বলে ধারণা করা যায় না।

প্রথম যুগের ধর্মগুরুদের পত্রের মধ্যে খ্রিষ্ট সম্পর্কীয় বর্ণনার ক্রমবর্ধমান বিবর্তন ও উত্তরোত্তর বিস্তৃতি ঘটেছে। আমি মনে করি, তাদের বর্ণনাগুলোর সাথে প্রকৃত ঘটনা এবং বাস্তব খ্রিষ্টের মিল নেই। বরং এগুলো ক্রম বিবর্তনশীল কল্পকাহিনী বা রূপকথার সাথেই অধিক মিল সম্পন্ন। খ্রিষ্টের জীবন সম্পর্কে পল ও ক্লিমেন্টের নীরবতার ব্যাখ্যা করা কঠিন। একটা সম্ভাবনা মেনে নিলেই শুধু এর ব্যাখ্যা হয়। তা হল তারা এরূপ কোনো জীবনী সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। .....

ক্লিমেন্টের বক্তব্যের তলানি কুড়িয়েও আমরা যীশুর ঐতিহাসিক জীবনীর কিছুই খুঁজে পাই না। তাঁর জীবনের সাথে জড়িত কোনো ঘটনাও পাওয়া যায় না। ক্লিমেন্ট থেকে আমরা শুধু এতটুকুই জানতে পারি যে, যীশু উৎসর্গ হিসেবে তাঁর রক্তপাত করেছেন। খ্রিষ্টের শিক্ষা বিষয়ে সামান্য কিছু ইঙ্গিত বিদ্যমান। কিন্তু প্রচলিত 'নাম-বিশিষ্ট' ইঞ্জিলগুলোর কোনোটা থেকে কোনো নির্ভুল উদ্ধৃতি দিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতি, প্রেম, যন্ত্রণা, জুলুম ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার জন্য পুরাতন নিয়ম থেকে অগণিত দৃষ্টান্ত

পেশ করা হয়েছে। শিষ্যদের জীবন থেকেও এরূপ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টের জীবন থেকে একটাও দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়নি, শুধু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া। এর একটামাত্রই যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে। তা হল পলের মতই ক্লিমেন্টও ঐতিহাসিক কোনো যীশুর জীবন সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।"[২৮]

১. ৭. ৩. মথি, মার্ক, পিতর, যাকোব ও অন্যান্য শিষ্যের অবস্থা

নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান প্রেরিতদের কার্যবিবরণ ও শিষ্যদের পত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য শিষ্যের অবস্থাও একইরূপ ছিল। প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো লেখা না হলেও ইঞ্জিলে উদ্ধৃত যীশুর বক্তব্যগুলো তো প্রেরিত ও শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত থাকার কথা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রেরিতরা, শিষ্যরা ও প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা অনেক বিতর্ক করছেন, পুরাতন নিয়ম থেকে প্রমাণ পেশ করছেন, কিন্তু তাঁদের ত্রাণকর্তা যীশুর একটা বক্তব্যও উদ্ধৃত করছেন না। কয়েকটা নমুনা দেখুনঃ

(ক) অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত উত্তপ্ত বিতর্ক হচ্ছে। পিতর ও পল পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধৃত করে অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান যীশুর সর্বশেষ ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নির্দেশের কথা কেউই বলছেন না।

ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা অনুসারে যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পর তাঁর ১১ জন প্রেরিতকে নির্দেশ দেন, "তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে সাহাবী কর; পিতার, পুত্রের ও পাক-রূহের নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও।" (মথি ২৮/১৯-২০, মো.-১৩। পুনশ্চঃ মার্ক ১৬/১৫; লূক ২৪/৪৭-৪৯)

প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ১০ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, একটা স্বপ্নের ভিত্তিতে পিতর অ-ইহুদিদের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। এ পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, যিরুশালেমের খ্রিষ্টধর্মীয় প্রধানরা পিতরের কর্মে আপত্তি করলে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ও অলৌকিক কর্মের কথা জানান। এ পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, এ বিষয়ে 'প্রেরিতগণ ও খ্রিষ্টধর্মীয় প্রাচীনবর্গে'-র সম্মেলনে পিতর পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করে নিজের মত সমর্থনের চেষ্টা করছেন। রোমীয় ও অন্যান্য পুস্তকে পল পুরাতন নিয়মের অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন অ-ইহুদিদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের পক্ষে। কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত ১২ শিষ্য, পল, বার্নাবা বা অন্য কেউই ইঞ্জিলের মধ্যে উদ্ধৃত যীশুর এ বক্তব্যগুলোর কথা উল্লেখ করছেন না। মথি ও মার্ক ১২ প্রেরিতের দু'জন। তাঁরা তাঁদের ইঞ্জিলের মধ্যে যীশুর এ বক্তব্য লেখলেন, কিন্তু প্রেরিতদের সম্মেলনে এ বিষয়ে একটা শব্দও বললেন না! এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এই যে, ইঞ্জিলগুলো অনেক পরে অজ্ঞাত লেখকদের দ্বারা প্রচলিত বা কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখা। প্রেরিতরা এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রথম প্রজন্মের 'প্রাচীনবর্গ' কেউই ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান এ সকল কথা কিছুই জানতেন না।

(গ) পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাধু পল শরীয়ত ও তৌরাত পালনের বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর মতের পক্ষে অনেক যুক্তি পেশ করেছেন এবং পুরাতন নিয়মের অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যাকোব তাঁর পত্রে শরীয়ত ও তৌরাত পালনের পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়েছেন এবং পলের দলিল খণ্ডন করেছেন। তবে যীশুর অতি প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলো একটাও উল্লেখ করেননি। মথির ইঞ্জিলের বর্ণনায় যীশু বলেনঃ "এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি.... তাই মূসার শরীয়তের মধ্যে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতি রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। আমি

[২৮] দেখুনঃ A Brief History of the Bible http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html

তোমাদের বলছি, আলেম ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনমতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।" (মথি ৫/১৭-২০, মো.-০৬)

লূকের বর্ণনায় তিনি বলেন: "তবে তৌরাত শরীফের একটা বিন্দু বাদ পড়বার চেয়ে বরং আসমান ও জমীন শেষ হওয়া সহজ।" (লূক ১৬/১৭, মো.-০৬)

এ সকল বক্তব্য যাকোবের জানা থাকলে তিনি কি তা উদ্ধৃত না করে পুরাতন নিয়ম ও নানাবিধ যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিতেন? যাকোবের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি এ সকল বক্তব্য যীশুর মুখ থেকে বা অন্য কারো মুখ থেকে কখনো শুনেননি।

১. ৭. ৪. দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নতুন নিয়ম গঠনে মতভেদ

খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা অনেক সময় ইঞ্জিলগুলোর বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, ১০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত রোমের বিশপ ক্লিমেন্ট (Clement) ও ১০৭ বা ১১০ খ্রিষ্টাব্দে নিহত এন্টিয়কের দ্বিতীয় বিশপ ইগনাটিয়াস (Ignatius)-এর চিঠিপত্রের মধ্যে দু-একটা বাক্য রয়েছে, যে বাক্যগুলো এ সকল ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সকল সুসমাচার তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল! প্রমাণটা সত্যই অদ্ভুত! ক্লিমেন্ট বা ইগনাটিয়াস কোনোভাবে এ সকল সুসমাচারের নাম উল্লেখ করেননি, এগুলো থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলেও জানাননি, তারা কোনো লিখিত সূত্রের উপর নির্ভর করেছেন, না মৌখিক শ্রুতি থেকে লেখেছেন তাও বলেননি। কাজেই তাদের এরূপ উদ্ধৃতি তাদের সময়ে কোনো ইঞ্জিল বা গসপেলের অস্তিত্ব থাকার প্রমাণ নয়।

দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এশিয়া মাইনরের বিশপ সিনোপের মারসিওন (Marcion of Sinope: 165) সর্বপ্রথম খ্রিষ্টধর্মের জন্য একটা ধর্মগ্রন্থ নির্ধারণ করেন। তিনি লূকের নামে প্রচারিত ইঞ্জিল ও সাধু পলের ১০টা পত্র একত্রে সংকলন করেন। তাঁর কর্মই মূলত খ্রিষ্টান পণ্ডিতদেরকে একটা নতুন নিয়ম তৈরির সংগ্রামে লিপ্ত করে। নতুন নিয়মের উৎস (Origin of the New Testament) গ্রন্থে এডলফ ভন হারনাক (Adolf von Harnack) উল্লেখ করেছেন যে, মারসিওন দেখেন যে, তার সময়ের চার্চ ছিল মূলতই 'পুরাতন নিয়মের চার্চ'। তখন চার্চের কোনো বিধিবদ্ধ 'নতুন নিয়ম' ছিল না। আর মারসিওনের এ কর্মের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতেই খ্রিষ্টীয় চার্চ ক্রমান্বয়ে 'নতুন নিয়ম' তৈরি করে।[২৯]

খ্রিষ্টান চার্চ মারসিওনকে ধর্মদ্রোহী বলে বহিষ্কার করে। মারসিওনের কর্ম খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদেরকে একটা নতুন নিয়ম ও তার বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ প্রান্তে সাধু আরিয়ানুস (মৃত্যু ২০২ খ্রি.) সর্বপ্রথম চার ইঞ্জিলের কথা উল্লেখ করেন এবং এগুলোকেই একমাত্র বিশুদ্ধ ইঞ্জিল বলে গণ্য করার দাবি করেন। এছাড়া নতুন নিয়মের অন্যান্য গ্রন্থের বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করেন।

নতুন নিয়ম গঠনের পরবর্তী আরেকটা প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় মুরাটোরিয়ান ক্যানন (Muratorian Canon) বা মুরাটোয়িান বিশুদ্ধ বাইবেল নামক পাণ্ডুলিপিতে। খ্রিষ্টান গবেষকরা তালিকাটার প্রণয়নকাল বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তারা ধারণা করেন তালিকাটা ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এতে নতুন নিয়মের ৫টা পুস্তক বাদ দেওয়া হয়েছে: (১) ইব্রীয় (Hebrews), (২) যাকোবের পত্র (James), (৩) পিতরের ১ম পত্র (1 Peter), (৪) পিতরের ২য় পত্র (2 Peter), (৫) যোহনের ৩য় পত্র। অপরদিকে এ তালিকায় প্রচলিত নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর বাইরে পিতরের নিকট প্রকাশিত বাক্য

---

[২৯] উইকিপিডিয়া: Development of the New Testament canon, Marcion of Sinope

(Apocalypse of Peter) নামক পুস্তক সংযোজিত।[৩০]

পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলি বিষয়ে মতভেদ চলতে থাকে। আমরা দেখেছি যে, বর্তমানে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ২৭ হলেও বর্তমানে প্রচলিত সিরীয় নতুন নিয়মে ২২ পুস্তকের উপর নির্ভর করা হয় এবং বর্তমানে প্রচলিত ইথিওপীয় নতুন নিয়মে ৩৫টা পুস্তক বিদ্যমান।

বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ৩৯ থেকে ৫৩: ১৪টা পুস্তকের পার্থক্য। আর নতুন নিয়মের পুস্তক সংখ্য ২২ থেকে ৩৫: ১৩টা পুস্তকের পার্থক্য। মোট ২৭টা পুস্তকের হেরফের।

আর এ ২৭টা পুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক বিষয়ে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের মতভেদ অনেক। পাঠক এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার biblical literature প্রবন্ধের The history of canonization পরিচ্ছেদ, উইকিপিডিয়ায়: Development of the New Testament canon, Development of the Hebrew Bible canon, Development of the Old Testament canon ইত্যাদি আর্টিকেল অধ্যয়ন করলে জানতে পারবেন যে, বিগত প্রায় দু হাজার বছর ধরে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা কয়েক ডজন যাজকীয় সম্মেলন করেছেন বাইবেলের পুস্তকগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। কিন্তু বারবারই তারা পূর্ববর্তী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পরের সম্মেলনে পরিবর্তন করেছেন।

১. ৭. ৫. সংকলনের ভিত্তি ও গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড

আমরা দেখি যে, সংকলনের এ বিবর্তনে গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে মূলত পছন্দ বা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যুক্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টীয় শতকে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের নামে কয়েকশত পুস্তক প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত এগুলো গ্রহণ বা বর্জনের ধারা চলতে থাকে। উইকিপিডিয়ায় Development of the New Testament canon এবং এ জাতীয় যে কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, মার্সিওন (Marcion of Sinope: 165 CE), আরিয়ানুস (Irenaeus: 102 CE) এবং পরবর্তী ধর্মগুরুরা নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলো নির্ধারণ, গ্রহণ বা বর্জনের জন্য অনেক যুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু কোথাও দাবি করেননি যে, তিনি অমুক পুস্তককে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করছেন কারণ তিনি এগুলোর মূল লেখকের বা তার কোনো শিষ্যের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখেছেন বা পড়েছেন। আরিয়ানূস দাবি করেছেন যে, পৃথিবীর চার কোণ, বায়ু চার প্রকার, ঈশ্বরের সিংহাসনের বাহক চার জন, কাজেই ইঞ্জিল চারটার বেশি বা কম হতে পারে না। কিন্তু তিনি দাবি করেননি যে, এ চারটা ইঞ্জিলের লেখকদের লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো বিদ্যমান বা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, কাজেই এগুলো গ্রহণ করতে হবে আর অমুক ইঞ্জিল বা পত্রের মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না, কাজেই তা গ্রহণ করা যাবে না।

১. ৭. ৮. বাইবেলের অধ্যায় ও শ্লোক বিন্যাস

আমরা বাইবেলের পুস্তকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলাম। বাইবেল পরিচিতি বিষয়ক আলোচনার শেষে আগ্রহী পাঠকের জন্য বাইবেলের পুস্তকগুলোর অধ্যায় ও শ্লোক বিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কয়েকটা তথ্য উল্লেখ করে এ অধ্যায় শেষ করছি।

বাইবেলের পুস্তকগুলোর মধ্যে কোনো অধ্যায় বা শ্লোকের অস্তিত্ব ছিল না। বিগত কয়েকশত বছর যাবৎ বাইবেল বিশেষজ্ঞ ধর্মগুরুরা পুস্তকগুলো অধ্যায় ও শ্লোকে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বাইবেলের পুস্তকগুলোকে অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়। স্টিফেন ল্যাংটন

---

[৩০] উইকিপিডিয়া: Muratorian Canon

(Stephen Langton) এ বিন্যাস করেন। স্টিফেন ল্যাংটন (১১৫০-১২২৮ খ্রি.) ইংল্যান্ডের প্রধান ধর্মগুরু (Archbishop of Canterbury) ছিলেন ১২০৭ থেকে ১২২৮ পর্যন্ত।

(খ) ১৪৪৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পুরাতন নিয়মের মধ্যে শ্লোক ব্যবস্থার সংযোজন করা হয়। পুরো পুরাতন নিয়মকে শ্লোকে বিভক্ত করা হয়। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ইহুদি ধর্মগুরু-রাব্বি ও দার্শনিক আইজ্যাক নাথান বিন কালনিমাস (Isaac Nathan ben Kalonymus) এ কাজটা করেন।

(গ) ১৫৫১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নতুন নিয়মকে শ্লোকে বিভক্ত করা হয়। রবার্ট এসটিনি (Robert I Estienne) নামক একজন ফরাসী ধর্মগুরু এ কাজটা করেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় রবার্ট স্টিফেন (Robertus Stephanus/ Robert Stephanus) নামে প্রসিদ্ধ (জন্ম ১৫০৩- মৃত্যু ১৫৫৯ খ্রি.)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি, প্রামাণ্যতা ও অভ্রান্ততা

২. ১. ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতার প্রয়োজনীয়তা

সুপ্রিয় পাঠক, কেউ যদি আপনার কাছে আপনার মৃত পিতামহ বা পূর্বপুরুষের কোনো লিখিত দলিল উপস্থিত করে বলেন যে, আপনার বাড়ি বা জমি তিনি বিক্রয় বা দান করে গিয়েছেন তবে আপনি কি দলিলের বিশুদ্ধতা যাচাই ও নিশ্চয়তা ছাড়া বাড়ি বা জমি তাকে ছেড়ে দেবেন? যদি তিনি আপনার বাড়ি বা জমি দখলের জন্য আদালতে তার দলিল জমা দিয়ে মামলা করেন তবে আপনি কি বিচারককে দলিলটার বিশুদ্ধতা বিষয়ে নিশ্চিত হতে অনুরোধ করবেন না? যদি বিচারক আপনার পিতামহের নামের দলিল দেখেই তা মেনে নিয়ে রায় দেন তবে আপনি কি আপিল করবেন না?

আপনার প্রতিপক্ষ প্রচার মাধ্যম বা জাগতিক প্রভাব খাটিয়ে যদি এরূপ জাল দলিল আদালতে বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আপনাকেই পরের জমি দখলকারী বলে চিত্রিত করেন তবে আপনি কি নিজেকে অপরাধী বলে বিশ্বাস করে নেবেন? প্রচারণা, প্রতারণা বা জাগতিক প্রভাব খাটিয়ে হাজার হাজার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারা কি কোনো দলিলের বিশুদ্ধতার প্রমাণ? জাগতিক কোনো দলিল যদি এরূপ অনুসন্ধান, তদন্ত ও নিশ্চয়তা ছাড়া কেউ গ্রহণ করেন বা তার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড, সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নেন তবে আপনি তাকে কী বলবেন?

ধর্মগ্রন্থের বিষয়ে আরো অনেক বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ জাগতিক দলিলের জালিয়াতি বা ভুলের কারণে টাকা, সম্পত্তি বা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন নষ্ট হয়। আর ধর্মীয় দলিলের জালিয়াতি বা ভুলের কারণে অনন্ত জীবন নষ্ট হয়।

একটা গ্রন্থ কোনো নবী বা ধর্মপ্রবর্তকের নামে প্রচারিত হলেই তাকে মেনে নেওয়া যায় না। গ্রন্থটা তাঁর লেখা কিনা এবং তাঁর থেকে বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত সূত্রে বর্ণিত কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া তিনি এটাকে ঐশী প্রেরণায় লেখা বই বা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে দাবি ও প্রচার করেছেন কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। এজন্য বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর বিষয়ে আমাদের দুটো বিষয় নিশ্চিত হতে হবে: (ক) পুস্তকগুলো যাদের নামে প্রচারিত আদৌ সেগুলো তাঁদের লেখা কিনা এবং (খ) তাঁরা এগুলোকে ওহী-নির্ভর পুস্তক হিসেবে দাবি করেছেন কিনা। আমরা দেখব যে, বাইবেলের পুস্তকগুলোর ক্ষেত্রে এ দুটো বিষয় প্রমাণ করা অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান।

শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো গ্রন্থকে কোনো নবীর লেখা বা কোনো ওহী বা প্রেরণা (Inspiration)-প্রাপ্ত ব্যক্তির বলে দাবি করলে বা প্রচার করলেই তা সে ব্যক্তির লেখা গ্রন্থ বলে প্রমাণিত বা স্বীকৃত হতে পারে না।

ইতোপূর্বে নতুন ও পুরাতন নিয়মের অতিরিক্ত পুস্তকগুলোর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এরূপ অনেক গ্রন্থই অনেক নবী বা শিষ্যের নামে প্রচারিত, যেগুলো ইহুদি খ্রিষ্টানরাও সে সকল নবীর গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না। মোশি, ইস্রা, যিশাইয়, যিরমিয়, শলোমন, মথি, লূক, মার্ক, যোহন, পিতর, যাকোব প্রমুখের নামে অনেক পুস্তক বাইবেলের অংশ হিসেবে লিখিত ও প্রচলিত হয়েছে এবং অসংখ্য ইহুদি ও খ্রিষ্টান যেগুলোকে ঐশী পুস্তক হিসেবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সেগুলোকে এ সকল নবীর লেখা পুস্তক বলে স্বীকার করেন না। ইহুদি- খ্রিষ্টানরা এগুলোকে জাল

(Pseudepigrapha) বলে গণ্য করেন।

আমরা দেখেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থোডক্স বাইবেলে কমবেশি সাতাশিটা পুস্তক বিদ্যমান, যেগুলোর একুশটাকে প্রটেস্ট্যান্টরা জাল গণ্য করেন এবং চৌদ্দটাকে ক্যাথলিকরা জাল মনে করেন। অথচ এগুলোর অনেক পুস্তক বাইবেলের 'প্রাচীনতম' পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিদ্যমান। এ ছাড়াও শুধু নতুন নিয়মের দেড় শতাধিক পুস্তকের নাম আমরা দেখেছি যেগুলো যীশু, মেরি, প্রেরিতগণ, শিষ্য বা প্রসিদ্ধ ধর্মগুরুদের লেখা বলে প্রচারিত ছিল এবং প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সকল খ্রিষ্টান সম্প্রদায় একমত যে, এগুলো সবই বানোয়াট, সন্দেহজনক বা জাল (Pseudepigrapha/ Apocrypha)।

সুপ্রিয় পাঠক সহজেই বুঝতে পারছেন, এমতাবস্থায় কোনো একটা গ্রন্থকে কোনো একজন নবী বা শিষ্যের নামে প্রচার করলেই গ্রন্থটাকে সে নবী বা শিষ্যের লেখা বা সংকলিত গ্রন্থ বলে মেনে নেওয়া যৌক্তিক নয়।

২. ২. প্রামাণ্যতার ভিত্তিঃ পাণ্ডুলিপি ও লেখক

সাধারণভাবে প্রাচীন কোনো পুস্তকের প্রামাণ্যতা (Authoritativeness/ authenticity) নিশ্চিত করতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করা হয়। প্রথমেই দেখা হয়, যার নামে গ্রন্থটা প্রচারিত তিনি আদৌ গ্রন্থটা লেখেছেন কিনা? গ্রন্থের কোথাও গ্রন্থকারের নাম বা পরিচয় লেখা আছে কিনা? এবং তার স্বহস্তে লেখা কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে কিনা। না হলে পরবর্তী কোনো অনুলিপিকার যদি উল্লেখ করেন যে, তিনি লেখকের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থটা অনুলিপি করেছেন তবে তা সঠিক বলেই গণ্য করা হয়। যদি একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে পার্থক্য না থাকে তবে তা গ্রন্থটার প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করে।

যদি লেখকের লেখা বা তা থেকে অনুলিপি করা কোনো পাণ্ডুলিপি না পাওয়া যায় তবে প্রাচীনতম অনুলিপি অনুসন্ধান করা হয়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলে গবেষকরা সাধারণত গ্রন্থটার প্রামাণ্যতায় সন্দেহ পোষণ করেন এবং অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে গ্রন্থটার লেখক, সময়কাল ইত্যাদি নির্ধারণের চেষ্টা করেন। আমরা এ অধ্যায়ে আধুনিক গবেষণার আলোকে বাইবেলের পাণ্ডুলিপি এবং বাইবেলের লেখকদের পরিচয় আলোচনা করব।

২. ৩. সাহিত্য, উপন্যাস বনাম ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

বাইবেলের পুস্তকগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা এই যে, এগুলোর প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। পুস্তকগুলো যাদের লেখা তাদের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি তো দূরের কথা তাদের কয়েক শতাব্দী পরে লেখা পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। পুরাতন বা নতুন নিয়মের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলো ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও গবেষকদের দাবি অনুসারে ৪র্থ শতাব্দী বা তার পরে লেখা।

খ্রিষ্টান গবেষকরা অনেক সময় প্রাচীন গল্প, উপন্যাস বা সাহিত্য কর্মের সাথে ধর্মগ্রন্থের তুলনা করে বলেন যে, প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যিক হোমার (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী) রচিত ইলিয়ড, ওডেসিস ইত্যাদি গ্রন্থ এবং প্রাচীন গ্রিক ট্রাজেডিয়ান ইউরিপিডিস (খৃস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী) রচিত গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে লেখকদের কয়েক শতাব্দী পরের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও কম। সে তুলনায় নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশি এবং লেখকদের এবং পাণ্ডুলিপির মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র কয়েক শত বছর।

ইতিহাস বা সাহিত্য কর্মের সাথে ধর্মগ্রন্থের তুলনা এবং হোমার (Homer) বা ইউরিপিডিস (Euripides)-এর সাথে যীশু খ্রিষ্টের তুলনা একেবারেই বেমানান ও অগ্রহণযোগ্য। পাঠক, নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

প্রথমত: প্রথম দুজন অনেক প্রাচীন, পক্ষান্তরে যীশু খ্রিষ্ট অনেক পরের মানুষ। তার যুগে গ্রন্থ লেখা ও সংরক্ষণের প্রচলন ব্যাপকতর ছিল।

দ্বিতীয়ত: হোমার, ইউরিপিডিস বা অন্যান্য সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের হাজার হাজার অনুসারী ছিলেন না যারা তাদের পুস্তকগুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। পক্ষান্তরে যীশু খ্রিষ্টের হাজার হাজার অনুসারী ছিলেন। প্রথম শতাব্দীগুলোতে ইঞ্জিল বলে কোনো পুস্তকের প্রচলন থাকলে স্বভাবতই তার অনেক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত।

তৃতীয়ত: ইতিহাস বা সাহিত্যের সাথে ধর্মগ্রন্থের তুলনা চলে না। ধর্মগ্রন্থের একটা শব্দের হেরফেরের কারণে বিশ্বাসীদের মধ্যে দলাদলি, হানাহানি ও রক্তারক্তি হয়। ধর্মগ্রন্থের একটা শব্দের হেরফেরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভ্রান্তি ও ঈশ্বর-বিমুখতায় লিপ্ত হয়ে পার্থিব জীবনের পাশাপাশি পারলৌকিক অনন্ত জীবন হারায়। কাজেই যে ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক বিশুদ্ধতা নিশ্চিত নয় তাকে ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক কর্ম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

চতুর্থত: হোমার, ইউরিপিডাস ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের গ্রন্থাবলির বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা খুবই কম। এর বিপরীতে বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যকার ভিন্নতা ও বৈপরীত্য অনেক বেশি।[১]

২. ৪. প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর পাণ্ডুলিপির অবস্থা

আমরা দেখেছি, প্রথম শতাব্দীতে 'নতুন নিয়ম' নামে কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিল নামে ও শিষ্যদের পত্র নামে অনেক পুস্তক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ শতাব্দীর কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ধর্মগুরুর বক্তব্য থেকে ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে বিকৃতির প্রবল ধারার কথা জানা যায়।

সেন্ট ডায়োনিসিয়াস (St. Dionysius) খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও প্রচারক। তিনি করিন্থের বিশপ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। তবে ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া উল্লেখ করেছে যে, তিনি ১৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে করিন্থের বিশপ ছিলেন।[২] ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বিকৃতি দ্বিতীয় শতাব্দীতেও কত ব্যাপক ছিল তা তাঁর লেখা থেকে জানা যায়। ডায়োনিসিয়াস বিভিন্ন চার্চে অনেকগুলো যাজকীয় পত্র (epistles) লেখেছিলেন।[৩] নিজের লেখা পত্রের মধ্যে নিজের জীবদ্দশাতেই ব্যাপক বিকৃতি দেখে তিনি মন্তব্য করেন:

"As the brethren desired me to write epistles, I wrote. And these epistles the apostles of the devil have filled with tares, cutting out some things and adding others. For them a woe is reserved. It is, therefore, not to be wondered at if some have attempted to adulterate the Lord's writings also, since they have formed designs even against writings which are of less account."

"ভাতৃগণের ইচ্ছা অনুসারে আমি অনেকগুলো পত্র লেখেছিলাম। আর শয়তানের অনুসারীরা নোংরা বিষয় দিয়ে এ সকল পত্র ভরে দিয়েছে। কিছু বিষয় তারা বাদ দিয়েছে এবং কিছু বিষয় তারা সংযোজন করেছে। তাদের জন্য দুঃখই পাওনা। কাজেই, এতে কোনো অবাক হওয়ার কারণ নেই যে, কেউ কেউ

---

[১] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, সিডি: Biblical litarature, the new testament canon.

[২] http://www.newadvent.org/cathen/05010a.htm

[৩] Eusebius, The Ecclesiastical History, page 158, 475.

আমাদের প্রভুর লেখনিগুলোকে বিকৃত করার চেষ্টা করবে। কারণ, তারা সেগুলোর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি এভাবে বিকৃত করার পরিকল্পনা করেছে।"[৪]

আমরা জানি যে, ডায়োনিসিয়াসের পত্রগুলো ধর্মগুরুদের এবং চার্চগুলোর মধ্যেই প্রচারিত ছিল। ধর্মগুরু বা ধার্মিক মানুষেরাই এগুলো পাঠ ও অনুলিপি করতেন এবং বিকৃতিও তারাই করেছিলেন। প্রথম শতাব্দীগুলোর ধার্মিক খ্রিষ্টানরা প্রত্যেকে যা বুঝতেন সেটাকেই সঠিক বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার প্রেরণা বলে গণ্য করতেন। এজন্য ধর্মগ্রন্থের যে কথাগুলো তাদের কাছে অসম্পূর্ণ বা সঠিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হত তাৎক্ষণিক তারা তা পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে 'ঠিক' করে দিতেন। এজন্যই এত দ্রুত ডায়োনিসিয়াসের পত্রগুলোও বিকৃত হয়ে যায়।

ডায়োনিসিয়াসের পত্রগুলোর ধর্মীয় গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম ছিল। সেগুলোর সংশোধনে যদি সে যুগের ধর্মগুরু বা ধার্মিক মানুষেরা এত তৎপর হন তবে এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যীশুর বিবরণ সম্বলিত তথ্যগুলোর অপূর্ণতা, অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে সংশোধন করতে তাদের অধিক তৎপর হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া ডায়োনিসিয়াসের পত্রগুলো তাঁর জীবদ্দশায় অল্প পরিসরেই প্রচারিত হয়েছিল এবং অল্প সংখ্যক ধার্মিক মানুষের হাতে পড়েছিল। পক্ষান্তরে যীশুর নামে প্রচারিত তথ্যগুলো স্বভাবতই আরো অনেক বেশি প্রচারিত ছিল, বেশি মানুষের হাতে পড়েছে এবং বিকৃতি, পরিবর্তন বা সংশোধনও অনেক বেশি পরিমাণে হয়েছে। এজন্য আমরা দেখব যে, বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য ও ভিন্নতার পরিমাণ বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান শব্দের সংখ্যার চেয়েও বেশি!

২. ৫. তৃতীয় শতাব্দীতে ওরিগনের বক্তব্য

তৃতীয় শতাব্দীতে বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলোতে পরিবর্তন ও বিকৃতির প্রবলতা বিষয়ে তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ওরিগন (মৃ ২৫৪ খ্রি.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সর্বপ্রথম যারা প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর উল্লেখ করেছিলেন ওরিগন (origen) তাদের অন্যতম। তিনি মথির ইঞ্জিলের এক ব্যাখ্যা রচনা করেন, যা মথির টীকা (Commentary on Mattew) নামে ইংরেজিত অনূদিত। এ গ্রন্থে তিনি লেখেছেন:

"The differences among the manuscripts have become great, either through the negligence of some copyist or through the perverse audacity of others; they either neglect ot check over what they have transcribed, or, in the process of checking, the make additions or deletions as the please."

"পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য খুবই ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। এর কারণ কতিপয় অনুলিপিকারের অবহেলা অথবা অন্য অনেকের বিপথগামী ধৃষ্টতা। কী জিনিস তারা লেখছে বা প্রতিলিপি করছে তা তারা যাচাই করতে অবহেলা করেছে, অথবা তা যাচাই-এর নামে তারা যা ইচ্ছা সংযোজন বা বিয়োজন করেছে।"[৫]

খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের দাবি অনুসারে ইঞ্জিলগুলো প্রথম শতকের শেষভাগে বা দ্বিতীয় শতকের শুরুতে লেখা। আর এক শতাব্দী পার না হতেই এগুলোর মধ্যে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ছিল এত ব্যাপক। এ সকল ইঞ্জিলের লেখকরা পবিত্র আত্মার প্রেরণা প্রাপ্ত ছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও এগুলোর অনুলিপিকাররা যে পবিত্র আত্মার সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন তা প্রাচীন ধর্মগুরুরা অকপটে স্বীকার করেন। কারো অবহেলা

---

[৪] Eusebius, The Ecclesiastical History, page 160.

[৫] Origen, Commentary on Mattew, 15.14; cited in Ehrman, B, Misquoting Jesus:Story Behind Who Changed the Bible and Why, HarperSanFrancisco, New York, 2007.

আর কারো ইচ্ছাকৃত ধৃষ্টতার মাধ্যমে গ্রন্থগুলো বিকৃত হয়েছে।

২. ৬. পুরাতন নিয়মের প্রাচীনতম হিব্রু পাণ্ডুলিপি

ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে হিব্রু বাইবেল বা খ্রিষ্টান পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো মূসা (আ.) থেকে মালাখি পর্যন্ত নবীগণ কর্তৃক রচিত। এ সকল নবীর সময়কাল নিয়ে অনেক মতভেদ বিদ্যমান। তবে সাধারণ ভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যে পুস্তকগুলো লিখিত বলে ধর্মগুরুরা দাবি করেন। পক্ষান্তরে আধুনিক গবেষকরা বলেন যে, বর্তমানে বিদ্যমান এ সকল পুস্তক কোনোটাই সংশ্লিষ্ট নবীর লেখা নয়। বরং তাঁদের অনেক পরে এগুলো সংকলিত ও তাঁদের নামে প্রচারিত।[৬] সর্বাবস্থায় এগুলোর সংকলন চূড়ান্ত হয়েছে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে। কিন্তু পরবর্তী প্রায় ৭ শত বছরের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। সংকলিত হিব্রু বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ৯/১০ খ্রিষ্টীয় শতক থেকে।[৭]

১৯৪৫ সালের দিকে জর্ডানের কুমরান প্রান্তরে কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যেগুলো 'কুমরান পাণ্ডুলিপি' বা 'মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি' (Dead Sea Scrolls) নামে প্রসিদ্ধ। এগুলোর মধ্যে হিব্রু বাইবেলের অনেক গ্রন্থের আংশিক বা সামান্য কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। ইহুদি-খ্রিষ্টান গবেষকরা দাবি করেন যে, এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্ট পরবর্তী ২ শতাব্দীর মধ্যে লেখা। তবে এ সকল আংশিক, খণ্ডিত ও সামান্য কয়েক পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে প্রচলিত হিব্রু বাইবেলের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা ইতোপূর্বে একটা নমুনা উল্লেখ করেছি।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবি অনুসারে পুরাতন নিয়মের গ্রিক সংস্করণ বা সেপ্টুআজিন্ট লেখা হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। অথচ এর প্রাচীনতন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ৪র্থ খ্রিষ্টীয় শতাব্দী থেকে। অর্থাৎ ৭০০ বছর পুস্তক-সংকলনটা লক্ষ লক্ষ ইহুদি-খ্রিস্টানের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং হাজার হাজার সিনাগগ ও চার্চে পঠিত হত বলে দাবি করা হল, অথচ ৭০০ বছরের মধ্যে লেখা একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। সর্বোপরি এ বাইবেলের বক্তব্য ও বইয়ের সংখ্যা হিব্রু বাইবেল থেকে অনেক ভিন্ন। ইহুদি ও প্রটেস্ট্যান্টরা 'সেপ্টুআজিন্ট' মানেন না। আর ৪র্থ শতাব্দী থেকে পাওয়া সেপ্টুআজিন্টের পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ও বৈপরীত্য বিদ্যমান।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মূল লেখকদের বা তাদের শিষ্যদের লেখা পাণ্ডুলিপি তো অনেক দূরের কথা, তাদের পরে প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত লেখা কোনো প্রাচীন হিব্রু পাণ্ডুলিপি ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের সংগ্রহে নেই। এ প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বক্তব্য:

The earliest printed editions of the Hebrew Bible derive from the last quarter of the 15th century and the first quarter of the 16th century. The oldest Masoretic codices stem from the end of the 9th century and the beginning of the 10th. A comparison of the two shows that no textual developments took place during the intervening 600 years. .... This situation, however, was a relatively late development; there is much evidence for the existence of a period when more than one Hebrew text-form of a given book was current. In fact, both the variety of witnesses and the degree of textual divergence between them increase in proportion to their antiquity.

---

[৬] উইকিপিডিয়া: Dating the Bible, Authorship of the Bible.

[৭] উইকিপিডিয়া: Aleppo Codex, Leningrad Codex and other incomplete MSS

"খৃস্টীয় ১৫ শতকের শেষে ও ১৬ শতকের শুরুতে হিব্রু বাইবেলের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আর হিব্রু বাইবেলের লিখিত পাণ্ডুলিপি খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। মুদ্রিত কপি ও ৯ম শতাব্দীর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ৬০০ বছরে বইগুলোর বক্তব্যে পরিবর্তন হয়নি। ... কিন্তু এটা অনেক পরের অবস্থা। অনেক প্রমাণ বিদ্যমান যে, এক সময় বাইবেলের একই পুস্তকের একাধিক হিব্রু ভাষ্য প্রচলিত ছিল। প্রকৃত বাস্তবতা হল, সাক্ষ্যের বৈপরীত্য এবং বক্তব্যের দূরত্ব গ্রন্থগুলোর বয়সের বা প্রাচীনত্বের সাথে তাল রেখে বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৮]

হিব্রু বাইবেলের প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি দুটো: Aleppo Codex ও Leningrad Codex। প্রথমটা দশম শতাব্দীতে লেখা এবং দ্বিতীয়টা একাদশ শতাব্দীতে লেখা। এ পাণ্ডুলিপি দুটোর পুস্তক বিন্যাসের সাথে বর্তমান ইহুদি বাইবেল বা তানাখ-এর পুস্তক বিন্যাসের পার্থক্য রয়েছে। এ দুটো পাণ্ডুলিপিতে বংশাবলি পুস্তকটা তৃতীয় অংশের শুরুতে। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান মুদ্রিত তানাখ-এ বংশাবলি পুস্তকটা তৃতীয় অংশের শেষ পুস্তক। আগ্রহী পাঠক ইন্টারনেটে এ দুটো পাণ্ডুলিপির নাম লেখে অনুসন্ধান করলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

২. ৭. নতুন নিয়মের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

নতুন নিয়মের অবস্থা পুরাতন নিয়মের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। নতুন নিয়মের কোনো পুস্তকের লেখকের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। এমনকি প্রথম প্রায় দেড় শত বছরের মধ্যে লেখা একটা পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। দু-একটা পুস্তকের অল্প কয়েক পৃষ্ঠার প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ভগ্নাংশ বা খণ্ডিত টুকরো (fragment) পাওয়া গেছে, যেগুলোকে খ্রিষ্টান গবেষকরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের বলে দাবি করেন, যদিও কয়েক পৃষ্ঠার এ খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির বয়স নির্ধারণের বিষয়টা পুরোপুরিই অনুমান নির্ভর হওয়ার কারণে গবেষকরা একমত হতে পারেন না।[৯]

নতুন নিয়মের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। কিন্তু সবই পরবর্তী সময়ের। নতুন ও পুরাতন নিয়মের সমন্বিত বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির বয়স খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের দাবি অনুসারেই ৪র্থ শতাব্দী। অর্থাৎ যীশু ও তাঁর শিষ্যদের থেকে পরবর্তী প্রায় ৪০০ বছরের মধ্যে লেখা 'নতুন নিয়মের' বা 'বাইবেলের' কোনো পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না।[১০] নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়ায় বলা আছে:

"The vast majority of these manuscripts date after the 10th century. Although there are more manuscripts that preserve the New Testament than there are for any other ancient writing, the exact form of the text preserved in these later, numerous manuscripts may not be identical to the form of the text as it existed in antiquity. Textual scholar Bart Ehrman writes: "It is true, of course, that the New Testament is abundantly attested in the manuscripts produced through the ages, but most of these manuscripts are many centuries removed from the originals, and none of them perfectly accurate. They all contain mistakes - altogether many thousands of mistakes. It is not an easy task to reconstruct the original words of the New Testament."

---

[৮] "**biblical literature**/Textual criticism: manuscript problems "Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago; Encyclopædia Britannica, 2009.

[৯] উইকিপিডিয়া: Rylands Library Papyrus P52.

[১০] উইকিপিডিয়া, Biblical manuscript, New Testament manuscripts.

"এ সকল পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই দশম শতাব্দীর পরের। অন্য যে কোনো প্রাচীন পুস্তকের তুলনায় নতুন নিয়মের অনেক বেশি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে, তবে পরবর্তীকালে লেখা এ সকল অগণিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বক্তব্য সংরক্ষিত হয়েছে তা মূল প্রাচীন বক্তব্যের সাথে এক নয় বলেই প্রতীয়মান। বাইবেলের গবেষক বার্ট ইহরম্যান লেখেছেন: এ কথা সত্য যে, যুগে যুগে লেখা অগণিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে নতুন নিয়ম লিপিবদ্ধ। কিন্তু এ সকল পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই মূল থেকে কয়েক শতাব্দী পরের এবং এগুলোর মধ্যে একটাও পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয়। সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যেই ভুল রয়েছে এবং সব মিলিয়ে হাজার হাজার ভুল। নতুন নিয়মের মূল বক্তব্য পুনরুদ্ধার করা মোটেও সহজ কাজ নয়।"[১১]

এরপর মূলপাঠ বিষয়ক সমালোচনা (Textual Criticism) প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছে: "None of the original documents of the New Testament is extant and the existing copies differ from one another. ..." "নতুন নিয়মের মূল পাণ্ডুলিপিগুলোর কিছুই বিদ্যমান নেই এবং বর্তমানে বিদ্যমান কপিগুলো একটা থেকে অন্যটা ভিন্ন।... "[১২]

প্রসিদ্ধ আমেরিকান গবেষক লেখিকা ডরোথি মারডক (Dorothy M. Murdock) যিনি 'আচারিয়া এস (Acharya S) ছদ্মনাম বা কলম নামে বেশি প্রসিদ্ধ। বাইবেল, যীশু খ্রিষ্ট ও প্রাচীন ধর্ম বিষয়ে তার গবেষণা ও গ্রন্থাবলি সুপরিচিত যদিও তার গ্রন্থাবলির পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক আছে। তিনি truthbeknown.com নামে একটা ওয়েবসাইট পরিচালনা করেন। এই ওয়েবসাইটে তার *Sons of God: Krishna, Buddha and Christ Unveiled* বইয়ের 'ঐতিহাসিক যীশু?' (The Historical Jesus?) প্রবন্ধে লেখেছেন:

"It would be impossible to date the appearance of the gospels based on the extant manuscripts, since the autographs or originals were destroyed long ago, an act that would appear to be the epitome of blasphemy, were these texts truly the precious testimonials by the Lord's very disciples themselves. Although a miniscule bit of papyrus (Rylands P52) dating to the middle of the second century has been identified speculatively as part of "John's Gospel" (18:31-33), the oldest fragments conclusively demonstrated as coming from the canonical gospels date to the 3rd century. The two verses of "John's Gospel," comprising only about 60 words, could easily be part of another, non-canonical gospel, of which there were numerous in the first centuries of the Christian era."

"বর্তমানে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিগুলোর উপর নির্ভর করে ইঞ্জিলগুলোর আবির্ভাব বা রচনাকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ, লেখকের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বা মূল পাণ্ডুলিপিগুলো সবই অনেক আগে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদি যীশুর শিষ্যদের নিকট এ পুস্তকগুলো সত্যই মূল্যবান কিছু বলে গণ্য হয়ে থাকত তবে এগুলো বিনষ্ট হওয়া ধর্মদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হত। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের বলে গণ্য ছোট্ট একটুকরা প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এ টুকরাটাকে আনুমানিকভাবে যোহনের ইঞ্জিলের (১৮/৩১-৩৩ শ্লোক) বলে ধারণা করা হয়। এ টুকরোটা বাদে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত স্বীকৃত ইঞ্জিলগুলোর পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত টুকরোগুলো তৃতীয় শতাব্দীর। দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের যে টুকরোটাকে যোহনের ইঞ্জিলের অংশ বলে দাবি করা হয় তাতে ৬০টা শব্দ বিদ্যমান। এ শব্দগুলো সহজেই অন্য

---

[১১] উইকিপিডিয়া, Biblical manuscript, New Testament manuscripts.

[১২] উইকিপিডিয়া, Biblical manuscript, New Testament manuscripts, Textual Criticism.

একটা ইঞ্জিলের শ্লোকের সাথে মিলে যায়, যে ইঞ্জিলটা খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলোতে বহুল প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে জাল ও বাতিল বলে গণ্য হয়েছে।"[১৩]

২. ৮. বাইবেলের প্রাচীনতম গ্রিক পাণ্ডুলিপি

আমরা দেখেছি যে, হিব্রু ভাষায় রচিত পুরাতন নিয়মের প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি ১০ম খ্রিষ্টীয় শতকের। পক্ষান্তরে গ্রিক ভাষায় রচিত নতুন ও পুরাতন নিয়মের পাণ্ডুলিপি অপেক্ষাকৃত অনেক প্রাচীন। নিম্নে আমরা বাইবেল গবেষকদের বর্ণনা অনুসারে বাইবেলের 'প্রাচীনতম' পাণ্ডুলিপিগুলোর বিবরণ প্রদান করছি। উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুলিপিগুলো কার লেখা ও কবে লেখা তা পাণ্ডুলিপির কোথাও উল্লেখ নেই। হাতের লেখার পদ্ধতি, কাগজের ধরন ইত্যাদি বিবেচনা করে পাণ্ডুলিপির বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা এখানে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের দাবি অনুসারে প্রাচীনতম বয়স উল্লেখ করব। তবে অনেক গবেষকের মতে এ সকল পাণ্ডুলিপি আরো অনেক পরে লেখা।

২. ৮. ১. ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপি (Codex Vaticanus)

খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের মতে বাইবেলের বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীনতম গ্রিক পাণ্ডুলিপিগুলোর অন্যতম ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপি। তাদের ধারণায় চতুর্থ খ্রিষ্টীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাণ্ডুলিপিটা লেখা। বর্তমানে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিটা পূর্ণাঙ্গ নয়। এতে বিদ্যমান বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর ক্রম বিন্যাস বর্তমানে প্রচলিত বিন্যাস থেকে ভিন্ন। এছাড়া আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপির বিন্যাস থেকেও ভিন্ন। পুরাতন নিয়মের এপক্রিপা বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলোর কয়েকটা এ পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান। নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্য থেকে ২ তীমথিয়, তীত, ফিলীমন এবং প্রকাশিত বাক্য পুস্তকগুলো নেই। সম্ভবত নতুন নিয়মের এপক্রিপা বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলোর কয়েকটা মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল, পরে তা ছিড়ে ফেলা হয়েছে। বাহ্যত 'প্রকাশিত বাক্য' পুস্তকটা এ পাণ্ডুলিপিতে মোটেও ছিল না। এ পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিদ্যমান পুস্তকগুলোর পাঠ বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল থেকে কিছু ভিন্ন। বর্তমানে বিদ্যমান অনেক বাক্যাংশ, বাক্যমালা ও শ্লোক এ পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান পুস্তকগুলোতে নেই।[১৪]

২. ৮. ২. সিনাইয়ের পাণ্ডুলিপি (Codex Sinaiticus)

খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের মতে কডেক্স সিনাটিকাস বা সিনাই বাইবেল (Sinai Bible) গ্রিক বাইবেলের প্রাচীনতম একটা পাণ্ডুলিপি। ভ্যাটিকান পাণ্ডুলিপির সমসাময়িক বা তার পরপরই এটা লেখা বলে তারা ধারণা করেন। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পাণ্ডুলিপিটা লেখা হয় বলে তারা দাবি করেন।

এ পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ইউসিবিয়াসের (Eusebius of Caesarea) বাইবলীয় পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে গবেষকরা নিশ্চিত যে পাণ্ডুলিপিটা ৩২৫/৩৩০ খ্রিষ্টাব্দের পরে লিখিত। অনেকেই মনে করেন পাণ্ডুলিপিটা ৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত। তারা মনে করেন যে, এ পাণ্ডুলিপিতে পুরাতন ও নতুন নিয়ম পূর্ণাঙ্গ লেখা ছিল। তবে বর্তমানে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপির মধ্যে পুরাতন নিয়মের প্রায় অর্ধেক রয়েছে। নতুন নিয়ম পুর্ণাঙ্গই বিদ্যমান। এ পাণ্ডুলিপিতে নতুন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ২৯। প্রচলিত ২৭টা পুস্তকের সাথে অতিরিক্ত দুটো পুস্তক এতে বিদ্যমান: (১) বার্নাবাসের পত্র (Epistle of Barnabas) এবং (২) হারমাসের রাখাল (The Shepherd of Hermas)।

---

[১৩] http://www.truthbeknown.com/historicaljc.htm

[১৪] উইকিপিডিয়া: the Codex Vaticanus.

পুস্তকসংখ্যার এ পার্থক্য ছাড়াও এ পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছেঃ (১) বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর ক্রমবিন্যাস প্রচলিত বিন্যাস থেকে ভিন্ন, (২) নতুন নিয়মের অনেক পুস্তকের অনেক শ্লোক (verses) ও বাক্যাংশ (phrases) এ পাণ্ডুলিপিতে বাদ দেওয়া হয়েছে, (৩) বেশ কিছু শ্লোক পরবর্তী সংশোধনকারীরা বাদ দিয়েছেন এবং (৪) অনেক পুস্তকের অনেকগুলো শ্লোক এ পাণ্ডুলিপিতে ভিন্নরূপে লেখা।[১৫]

২.৮.৩.আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি (Codex Alexandrinus)

এ পাণ্ডুলিপিকে খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা গ্রিক বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলোর অন্যতম বলে মনে করেন। এর রচনাকাল নিয়ে ব্যাপক মতভেদ বিদ্যমান। তবে অনেকেই দাবি করেন যে, এটা ৫ম খ্রিষ্টীয় শতকে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে লেখা। এছাড়া পরবর্তীকালে পাণ্ডুলিপিটা অনেকবার সম্পাদনা করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটার কিছু পৃষ্ঠা হারিয়ে গিয়েছে। চার খণ্ডের এ পাণ্ডুলিপির তিন খণ্ডে গ্রিক সেপ্টুআজিন্ট বা পুরাতন নিয়ম এবং চতুর্থ খণ্ডে নতুন নিয়ম বিদ্যমান। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে প্রটেস্ট্যান্টগণ কর্তৃক বাতিলকৃত ৭টা এপক্রিপা (apocrypha/ deuterocanonical) পুস্তক ছাড়াও অতিরিক্ত ৪টা পুস্তক বিদ্যমানঃ (১) ম্যাকাবীয় ৩য় পুস্তক, (Maccabees 3), (২) ম্যাকাবীয় ৪র্থ পুস্তক, (Maccabees 4) (৩) গীতসংহিতা ১৫১ (psalms 151) এবং (৪) ১৪ ওডস (14 Odes)। এ ছাড়া আরো দুটো পুস্তক পুরাতন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান। মারসেলিনাসের প্রতি পত্র (Epistle to Marcellinus)। পুস্তকটা ৩৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী সেন্ট এথানাসিয়াস (Saint Athanasius)-এর লেখা বলে মনে করা হয়। এ পুস্তকটা গীতসংহিতার পূর্বে বিদ্যমান। গীতসংহিতার একটা সারাংশ (summary of the Psalms) গীতসংহিতার পূর্বে বিদ্যমান। পুস্তকটা ইউসিবিয়াসের রচিত বলে মনে করা হয়। সূচিপত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে শলোমনের গীতসংহিতা এবং আরো কয়েকটা জাল বা সন্দেহজনক পুস্তক এ পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছিল, কিন্তু পাণ্ডুলিপির এ সকল পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং হারিয়ে গিয়েছে।

নতুন নিয়মের মধ্যে ক্লিমেন্টের প্রথম পত্র এবং ক্লিমেন্টের দ্বিতীয় পত্র পুস্তক দুটো বিদ্যমান। এছাড়া ছিড়ে ফেলা পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে ক্লিমেন্টের তৃতীয় পত্রটা ছিল বলে প্রতীয়মান। বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর ক্রম বিন্যাস প্রচলিত বিন্যাস ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপির বিন্যাস থেকে ভিন্ন।[১৬]

২. ৮. ৪. ইফ্রমীয় পাণ্ডুলিপি (Codex Ephraemi Rescriptus)

যে চারটা 'প্রাচীনতম' পাণ্ডুলিপির উপরে বর্তমানে প্রচলিত 'বাইবেলের' ভিত্তি তার চতুর্থটা ইফ্রমীয় পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটার সময়কাল নিয়ে খ্রিষ্টান গবেষকদের মধ্যে অনেক মতভেদ বিদ্যমান। সাধারণভাবে অনেকেই এটাকে ৫ম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে লিখিত বলে মনে করেন। যদিও মনে করা হয় যে, মূলত এটা বাইবেলের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি ছিল, তবে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিটা পূর্ণাঙ্গ নয়। পুরাতন ও নতুন নিয়মের কিছু অংশ এতে বিদ্যমান। বিদ্যমান পুস্তকগুলোর সাথে অন্যান্য পাণ্ডুলিপি ও প্রচলিত বাইবেলের কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।[১৭]

২. ৮. ৫. ক্লারমন্টানের পাণ্ডুলিপি (Codex Claromontanus)

পঞ্চম একটা পাণ্ডুলিপি খ্রিষ্টান গবেষকরা ৫ম খ্রিষ্টীয় শতকের বলে মনে করেন। পাণ্ডুলিপিটা ক্লারমন্টানের পাণ্ডুলিপি নামে প্রসিদ্ধ। এ পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রচলিত পুস্তকগুলোর বাইরে চারটা অতিরিক্ত পুস্তক বিদ্যমান

---

[১৫] উইপিডিয়াঃ Codex Sinaiticus.

[১৬] উইকিপিডিয়াঃ Codex Alexandrinus

[১৭] উইকিপিডিয়াঃ Codex Ephraemi Rescriptus

(১) বার্নাবাসের পত্র (Epistle of Barnabas), (২) হারমাসের রাখাল (The Shepherd of Hermas), (৩) পলের কার্যবিবরণী (Acts of Paul) এবং (৪) পিতরের নিকট প্রকাশিত বাক্য (Revelation of Peter)। এর বিপরীতে এ পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিদ্যমান তালিকায় প্রচলিত বাইবেলের চারটা পুস্তক বাদ দেওয়া হয়েছে: (১) ফিলিপীয় (Philippians), (২) ১ থিষলনীকীয় (1 Thessalonians), (৩) ২ থিষলনীকীয় (2 Thessalonians), (৪) ইব্রীয় (Hebrews)[১৮]।

২. ৮. ৬. পাণ্ডুলিপিগুলোর পুস্তকতালিকার তুলনা

মিখাইল শেফলার (Michael Scheifler) biblelight.net ওয়েবসাইটে How Many Books Are In The Old Testament? (পুরাতন নিয়মে কতগুলো পুস্তক বিদ্যমান?)[১৯] প্রবন্ধে দুটো বিষয় গুরুত্ব দিয়েছেন:

প্রথমত: পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পর্কে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে কিং জেমস বাইবেল ছাপার আগে কেউই কিছু শুনেননি। কিং জেমস বাইবেল মুদ্রণের পরে এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এগুলো মূলত জালিয়াতি। তার ভাষায়: "Codex Vaticanus Forgery found in 1481 in Vatican Library": "ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপি ১৪৮১ সালে ভ্যাটিকান লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত জালিয়াতি"; "Codex Sinaiticus 1836 Forgery by Constantine Simonides" "সিনাই পাণ্ডুলিপি ১৮৩৬ সালে কনস্টানাইন সিমোনাইডস-এর জালিয়াতি"; "Codex Alexandrinus Unknown prior to 1624": "আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি: ১৬২৪ সালের আগে অজ্ঞাত ছিল।"

তার দেওয়া তালিকা অনুসারে পাণ্ডুলিপিগুলোর পুস্তক সংখ্যা ও বিন্যাস নিম্নরূপ:

	ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপি: ১৪৮১ সালে ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত জালিয়াতি		সিনাই পাণ্ডুলিপি ১৮৩৬ সালে কনস্টানাইন সিমোনাইডসের জালিয়াতি		আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি ১৬২৪ সালের আগে অজ্ঞাত ছিল
১	আদিপুস্তক	১	আদিপুস্তক (ভগ্নাংশ)	১	আদিপুস্তক
২	যাত্রাপুস্তক	২	যাত্রাপুস্তক (নেই)	২	যাত্রাপুস্তক
৩	লেবীয় পুস্তক	৩	লেবীয় পুস্তক (নেই)	৩	লেবীয় পুস্তক
৪	গণনা পুস্তক	৪	গণনা পুস্তক (নেই)	৪	গণনা পুস্তক
৫	দ্বিতীয় বিবরণ	৫	দ্বিতীয় বিবরণ (নেই)	৫	দ্বিতীয় বিবরণ
৬	যিহোশূয়	৬	যিহোশূয় (নেই)	৬	যিহোশূয়
৭	বিচারকর্তৃগণ	৭	বিচারকর্তৃগণ (নেই)	৭	বিচারকর্তৃগণ
৮	রূথ	৮	রূথ (নেই)	৮	রূথ
৯	১ রাজাবলি (১ শমূয়েল)	৯	১ রাজাবলি (নেই)	৯	১ রাজাবলি
১০	২ রাজাবলি (২ শমূয়েল)	১০	২ রাজাবলি (নেই)	১০	২ রাজাবলি

---

[১৮] উইকিপিডিয়া: Codex Claromontanus

[১৯] http://www.biblelight.net/hebrew-canon.htm

	ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপি: ১৪৮১ সালে ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত জালিয়াতি		সিনাই পাণ্ডুলিপি ১৮৩৬ সালে কনস্টানাইন সিমোনাইডসের জালিয়াতি		আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি ১৬২৪ সালের আগে অজ্ঞাত ছিল
১১	৩ রাজাবলি (১ রাজাবিল)	১১	৩ রাজাবলি (নেই)	১১	৩ রাজাবলি
১২	৪ রাজাবলি (২ রাজাবলি)	১২	৪ রাজাবলি (নেই)	১২	৪ রাজাবলি
১৩	১ বংশাবলি	১৩	১ বংশাবলি (আংশিক)	১৩	১ বংশাবলি
১৪	২ বংশাবলি	১৪	২ বংশাবলি (নেই)	১৪	২ বংশাবলি
১৫	১ ইস্রা (1 Esdras)	১৫	১ ইস্রা (নেই)	১৫	হোশেয়া
১৬	২ ইস্রা (ইস্রা+নহিমিয়)	১৬	২ ইস্রা	১৬	অমোষ
১৭	গীতসংহিতা + ১৫১ গীত	১৭	ইষ্টের:সংযোজনসহ	১৭	মিখা
১৮	হিতোপদেশ	১৮	টোবিত/ তোবিয়াস	১৮	যোয়েল
১৯	উপদেশক	১৯	যুডিথ	১৯	ওবাদিয়
২০	পরমগীত	২০	১ মাকাবীয়	২০	যোনা
২১	ইয়োব	২১	৪ মাকাবীয়	২১	নাহূম
২২	শলোমনের প্রজ্ঞাপুস্তক	২২	যিশাইয়	২২	হাবাক্কুক
২৩	বেন সিরা	২৩	যিরমিয়	২৩	গফনিয়
২৪	ইষ্টের (সংযোজনসহ)	২৪	বিলাপ	২৪	হগয়
২৫	টোবিত	২৫	যিহিস্কেল (নেই)	২৫	সখরিয়
২৬	যুডিথ	২৫	দানিয়েল (নেই)	২৬	মালাখি
২৭	হোশেয়া	২৭	অমোষ (নেই)	২৭	যিশাইয়
২৮	অমোষ	২৮	মিখা (নেই)	২৮	ডযরমিয়
২৯	মিখা	২৯	যোয়েল	২৯	বারুখ
৩০	যোয়েল	৩০	ওবদিয়	৩০	ডবলাপ
৩১	ওবাদিয়	৩১	যোনা	৩১	যিরমিয়ের পত্র
৩২	যোনা	৩২	নাহূম	৩২	যিহিস্কেল
৩৩	নাহূম	৩৩	হাবাক্কুক	৩৩	দানিয়েল (+)
৩৪	হাবাক্কুক	৩৪	সফনিয়	৩৪	ইস্টের (+)
৩৫	গফনিয়	৩৫	হগয়	৩৫	তোবিত

	ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপি: ১৪৮১ সালে ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত জালিয়াতি		সিনাই পাণ্ডুলিপি ১৮৩৬ সালে কনস্টানাইন সিমোনাইডসের জালিয়াতি		আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি ১৬২৪ সালের আগে অজ্ঞাত ছিল
৩৬	হগয়	৩৬	সখরিয়	৩৬	যুডিথ
৩৭	সখরিয়	৩৭	মালাখি	৩৭	১ ইস্রা
৩৮	মালাখি	৩৮	গীতসংহিতা (+১৫১)	৩৮	২ ইস্রা
৩৯	যিশাইয়	৩৯	হিতোপদেশ	৩৯	১ মাকাবীয়
৪০	ডযরমিয়	৪০	উপদেশক	৪০	২ মাকাবীয়
৪১	বারুখ	৪১	পরমগীত	৪১	৩ মাকাবীয়
৪২	ডবলাপ	৪২	প্রজ্ঞাপুস্তক	৪২	৪ মাকাবীয়
৪৩	যিরমিয়ের পত্র	৪৩	বেন সিরা (বিন সিরাক)	৪৩	গীতসংহিতা (১৫১)
৪৪	যিহিস্কেল	৪৪	ইয়োব	৪৪	ইয়োব
৪৫	দানিয়েল (সংযোজন-সহ)			৪৫	হিতোপদেশ
				৪৬	উপদেশক
				৪৭	পরমগীত
				৪৮	প্রজ্ঞাপুস্তক
				৪৯	বেন সিরা (বিন সিরাক)
				৫০	শলোমনের গীতসংহিতা

প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির পুস্তকতালিকা থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো জানছি:

(ক) প্রচলিত ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, অর্থোডক্স কোনো বাইবেলের সাথেই এ পান্ডুলিপিগুলোর বিন্যাস ও পুস্তকের সংখ্যায় মিল নেই।

(খ) প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের মতেই জাল বা সন্দেহজনক কয়েকটা পুস্তক এ পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। ১ ইস্রা পুস্তকটা ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সকলের মতেই বাতিল, জাল বা সন্দেহজনক পুস্তক। অথচ প্রাচীনতম এ পাণ্ডুলিপিগুলোতে এ পুস্তকটা বিদ্যমান। অনুরূপভাবে গীতসংহিতা ১৫১ প্রটেস্ট্যাস্ট ও ক্যাথলিক কোনো বাইবেলেই নেই; কিন্তু এ পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে তা বিদ্যমান।

(গ) অনুরূপভাবে ৩ ও ৪ মাকাবীয় প্রটেস্ট্যান্টদের মতে এবং অধিকাংশ ক্যাথলিকের মতে জাল বা সন্দেহজনক। বাংলা জুবিলী বাইবেলে পুস্তকগুলো নেই। কিন্তু আমরা দেখছি এ সকল জাল বা সন্দেহজনক পুস্তক উপরের 'প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য' কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান।

(ঘ) শলোমনের গীতসংহিতা সকলের মতেই বাতিল, জাল বা সন্দেহজনক। আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপিতে পুস্তকটা বিদ্যমান।

(ঙ) ক্যাথলিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য পুস্তকগুলোর মধ্যে ভ্যাটিকান-পাণ্ডুলিপিতে ১ ও ২ মাকাবীয় নেই। সিনাই পাণ্ডুলিপিতে বারুখ নেই।

(চ) পুস্তকতালিকা ও বিন্যাসের বৈপরীত্যের পাশাপাশি মূল পাঠের মধ্যে অগণিত বৈপরীত্য বিদ্যমান।

২.৯. প্রাচীন পাণ্ডুলিপি প্রামাণ্যতার পক্ষে না বিপক্ষে

বাইবেলের অগণিত পাণ্ডুলিপির বিদ্যমানতা এবং বিশেষত উপরের 'প্রাচীনতম' পাণ্ডুলিপিগুলোর বিদ্যমানতাকে সাধারণত খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা বাইবেলের বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু কোনো কোনো খ্রিষ্টান গবেষক এগুলোকে প্রচলিত বাইবেলের অপ্রামাণ্যতার দলিল বলে গণ্য করেছেন। তাদের মতে এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অগণিত বৈপরীত্য প্রমাণ করে যে, বাইবেল কোনো অভ্রান্ত ঐশী গ্রন্থ নয়। এ প্রসঙ্গে খ্রিষ্টিয়ানিটি জেনারেল ফোরামের গবেষক রবার্ট বয়ড (Robert Boyd from the Christianity General forum) বলেন:[২০]

.....There are plans afoot to make a digitized version of one of the oldest versions of the bible available to everyone online ... The Greek text of the fourth century "Codex Sinaiticus" will be accompanied by translations into modern languages. There are significant discrepancies from the versions we are accustomed to, pouring additional cold water on the idea that the bible is the "innerant word of God". What bible would that be?
See http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7651105.stm
http://news.bbc. co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/magazine/7651105.stm

"পরিকল্পনা আছে যে, বাইবেলের প্রাচীনতম একটা পাণ্ডুলিপির ডিজিটাল ভার্শন অনলাইনে সবার জন্য সহজপ্রাপ্য করা হবে...। চতুর্থ শতাব্দীর গ্রিক পাণ্ডুলিপি 'সিনাইয়ের পাণ্ডুলিপি'র সাথে আধুনিক ভাষাগুলোর অনুবাদ থাকবে। আমরা যে সকল ভার্শন-সংস্করণের সাথে পরিচিত সেগুলোর সাথে এ পাণ্ডুলিপির তাৎপর্যময় বৈপরীত্য বিদ্যমান। এতে 'বাইবেল ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাক্য' বলে যে বিশ্বাস বিদ্যমান সে বিশ্বাসের উপর আরো কিছু ঠাণ্ডা পানি ঢালা হবে। সেটা কোন্ বাইবেল হবে? দেখুন:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7651105.stm,
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/magazine/7651105. stm."

বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য বিষয়ে অন্য একজন প্রসিদ্ধ বাইবেল গবেষক ও প্রথম যুগের খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ প্রফেসর বার্ড ইহরমান (Bard Ehrman) বলেন:

Scholars differ significantly in their estimates-some say there are 200,000 variants known, some say 300,000, some say 400,000 or more! We do not know for sure because, despite impressive developments in computer technology, no one has yet been able to count them all. Perhaps, as I indicated earlier, it is best simply to leave the matter in comparative terms. There are more variations among our manuscripts than there are words in the New Testament.

"অনুমানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতরা লক্ষনীয় মাত্রায় মতভেদ করেন। কেউ বলেন, ২ লক্ষ ভিন্নতা বা বৈপরীত্যের

---

[২০] বিস্তারিত দেখুন:A Brief History of the Bible: http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html

কথা জানা গিয়েছে। কেউ বলেন, এরূপ ভিন্নতার সংখ্যা ৩ লক্ষ এবং কেউ বলেন ৪ লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি! বিষয়টা আমরা নিশ্চিতভাবে জানিনা; কারণ, কম্পিউটার প্রযুক্তির আকর্ষণীয় উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কেউ সব বৈপরীত্য গণনা করতে সক্ষম হননি। আমি আগেই যা বলেছি, সবচেয়ে ভাল হচ্ছে বিষয়টাকে একেবারে তুলনামুলক অর্থে ছেড়ে দেওয়া: নতুন নিয়মের মধ্যে যতগুলো শব্দ বিদ্যমান আমাদের পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে তার চেয়ে বেশি বৈপরীত্য ও ভিন্নতা বিদ্যমান।"[২১]

rotten.com নামে একটা ওয়েবসাইট আছে যার শ্লোগান হচ্ছে- An archive of disturbing illustration (উদ্বেগজনক চিত্রের সমাহার)। সেখানে 'রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিকৃতি' (Distortions of the Roman Catholic Church) শিরোনামে লেখা আছে[২২]: "In total there are 300,000 discrepancies in the New Testament amongst various early manuscript versions. Significantly, the greatest amount of variation (and revision) is found in the most significant portions of the New Testament manuscripts -- that is, within those parts that most determine official Church doctrine: the birth and death of Christ, the usage of the Eucharist, his time in the garden of Gethsemane, his utterings on the cross, his resurrection, and his ascension to heaven."

"নতুন নিয়মের বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে মোট ৩ লক্ষ বৈপরীত্য বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এ সকল বৈপরীত্যের (ও সংশোধনের) সবচেয়ে বড় অংশ নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপিগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে, অর্থাৎ নতুন নিয়মের যে অংশগুলো খ্রিষ্টান চার্চের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব ও ধর্মবিশ্বাস নির্ধারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর ক্ষেত্রে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খ্রিষ্টের জন্ম, মৃত্যু, নৈশভোজ, গেথশামিনি বাগানে যীশুর সময়, ক্রুশের উপর তাঁর বক্তব্য, তাঁর পুনরুত্থান এবং তাঁর উর্ধ্বারোহণ।"

আচারিয়া এস (Acharya S) 'ঐতিহাসিক যীশু?' (The Historical Jesus?) প্রবন্ধে লেখেছেন:

"Besides the fact that they date to much later than is supposed, the gospels frequently contradict each other, and, based on the numerous manuscripts composed over the centuries, have been determined (by German theologian Johann Griesbach, for one) to be a mass of some 150,000 "variant readings." In this regard, The Interpreter's Dictionary of the Bible, a Christian book, contains an article written by M.M. Parvis (vol. 4, 594-595), who states: The New Testament is now known, in whole or in part, in nearly five thousand Greek manuscripts alone. Every one of these handwritten copies differ from the other one. It has been estimated that these manuscripts and quotations differ among themselves between 150,000 and 250,000 times. The actual figure is, perhaps, much higher. A study of 150 Greek manuscripts of the Gospel of Luke has revealed more than 30,000 different readings. It is safe to say that there is not one sentence in the New Testament in which the manuscripts' tradition is wholly uniform. Some sources place the figure for the "variant readings" even higher,

---

[২১] Ehrman, B. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why (2007), Harper San Francisco, New York, p 89-90. Cited by Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, p 23.

[২২] http://www.rotten.com/library/religion/bible/historical-construction/catholic-distortions/

including The Anchor Bible Dictionary On CD-ROM ("Textual Criticism, NT"), which says, "Perhaps 300,000 differing readings is a fair figure for the 20th century (K.W. Clark 1962: 669)." So much for "God's infallible Word" and his "inspired scribes." Apologists have come up with all sorts of excuses for this man made mess; their excuses only demonstrate further that man's hand - and not that of the Almighty God - has been involved in the creation of Christianity and its texts at every step."

"ইঞ্জিলগুলো যে সময়ে লেখা বলে দাবি করা হয় তার অনেক পরে এগুলো লেখা। এছাড়া ইঞ্জিলগুলো প্রায়ই একটা অন্যটার বিপরীত তথ্য প্রদান করছে। এগুলোর ভিত্তি হল কয়েক শতাব্দী ধরে সংকলিত অগণিত পাণ্ডুলিপি, যেগুলোর মধ্যে জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ যোহান গ্রিকবার্গের গবেষণা অনুসারে প্রায় ১,৫০,০০০ বৈপরীত্য বা পাঠ-ভিন্নতা বিদ্যমান। খ্রিষ্টধর্মীয় পুস্তক 'অনুবাদকের বাইবেল অভিধান' নামক গ্রন্থের মধ্যে এম. এম. পারভিস লিখিত একটা প্রবন্ধ (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৯৪-৫৯৫) বিদ্যমান। তিনি এ প্রসঙ্গে লেখেছেন: বর্তমানে জানা মতে শুধু নতুন নিয়মের ৫ হাজার গ্রিক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। এ সকল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির প্রত্যেকটা অন্যটার থেকে ভিন্ন। হিসাব করা হয়েছে যে, এ সকল পাণ্ডুলিপি ও উদ্ধৃতির মধ্যে ১,৫০,০০০ থেকে ২,৫০,০০০ পার্থক্য বিদ্যমান। প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত আরো অনেক বেশি। শুধু লূক লিখিত সুসমাচারের ১৫০টা গ্রিক পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করে এগুলোর মধ্যে ৩০ হাজার পাঠ বৈপরীত্য পাওয়া গিয়েছে। নিরাপদেই এ কথা বলা যায় যে, নতুন নিয়মের মধ্যে এমন একটা বাক্যও নেই যার বিষয়ে পাণ্ডুলিপিগুলো পুরোপুরি অভিন্ন পাঠ প্রদান করে। কোনো কোনো তথ্যসূত্রে পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠ-বৈপরীত্য আরো অনেক বেশি বলে উল্লেখ করেছে। অ্যাঙ্কর বাইবেল ডিকশনারি সিডি-রম পাঠ সমালোচনা: নতুন নিয়ম প্রবন্ধ বলছে, বাইবেলের পাঠ-বৈপরীত্যের সংখ্যা সম্ভবত ৩ লক্ষ হবে বলে উল্লেখ করা বিংশ শতাব্দীতে গ্রহণযোগ্য। এটাই হল 'ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী' এবং 'ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত লিপিকারগণের' অবস্থা। খ্রিষ্টান প্রচারকরা মানব রচিত এ জগাখিচুড়ির বিষয়ে সকল প্রকারের অজুহাত পেশ করেন। তাদের অজুহাতগুলো আবারো নিশ্চিত করে যে, খ্রিষ্টধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্মীয় পবিত্র পুস্তকগুলোর সৃষ্টির সকল ধাপেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নয়, মানুষের হাত সম্পৃক্ত ছিল।"[২৩]

২. ১০. ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা ও বাইবেলের পুস্তকাদি

এভাবে আমরা দেখলাম যে, বাইবেলের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই দশম খ্রিষ্টীয় শতকের পরে লেখা। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো অনেকটা আন্দাজের উপরেই ৪র্থ, ৫ম বা ৬ষ্ঠ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর বলে দাবি করা হয়েছে। কেউ বা সেগুলো আরো অনেক পরে লেখা বলে দাবি করেছেন। মূলত কোনো শক্তিশালী প্রমাণ নেই যে পাণ্ডুলিপিগুলো খুব বেশি প্রাচীন। পরবর্তী অনুলিপিকার পূর্ববর্তী লিপিকারের লেখনপদ্ধতি অনুকরণ করে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। কাজেই লেখন পদ্ধতি থেকে লিখিত পাণ্ডুলিপিটা মূল লেখা না মূল লেখা থেকে পরবর্তীতে অনুলিপি করা তা নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

মুসলিম লেখকগণ তাঁদের লেখা বই-পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির শেষে লেখেন যে, অমুক সালের অমুক তারিখে পুস্তকটার রচনা বা অনুলিপি করা শেষ হল। অনুলিপির ক্ষেত্রে অনুলিপিকারের নামও তাঁরা লেখেন। এধরনের কোনো কথা বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলোর কোথাও লেখা নেই। কে অনুলিপি করেছেন, কবে, কখন বা কোথায় তা করেছেন কিছুই তাতে উল্লেখ করা হয়নি। খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ভিত্তিতে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে বলেন যে, সম্ভবত অমুক বা তমুক শতকে তা লেখা হয়েছিল। এ প্রকারের ধারণা ও অনুমান নিরেট প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না। বিশেষত ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে এরূপ ধারণার

---

[২৩] http://www.truthbeknown.com/historicaljc.htm

ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

সর্বোপরি এ পাণ্ডুলিপিগুলো একত্রে প্রমাণ করে যে, বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন ব্যাপক ছিল। এজন্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ভিন্নতা বহুবিধ। বাতিল ও জাল বলে গণ্য অনেক পুস্তক এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। পাণ্ডুলিপিগুলোর বক্তব্যের মধ্যেও বৈপরীত্য ব্যাপক। ধর্মগ্রন্থের অভ্রান্ততার ক্ষেত্রে বিষয়টা খুবই আপত্তিকর। এ প্রসঙ্গে রবার্ট বয়ডের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য[২৪]:

"The Bible was originally written in Hebrew, Greek, and Aramaic. No original manuscripts exist, and there are distinct differences – though often minor – between the various manuscripts that have survived. ,, There are many Bibles which differ not only because of different translations but also because of including different selections of writings... It therefore becomes difficult to accept the idea that the Bible is an infallible, perfect document when it is not clear which documents really belong in the Bible or whic varying manuscripts should be used in the translation, not to mention the inherent uncertainties and problems that arise in translating any of the existing early manuscripts. ..... The popular concept of Biblical inerrancy and sufficiency... is hard to square with the centuries-old uncertainty and controversy over what should be in the Biblical canon in the first place. ,, In more recent times, Martin Luther called the Epistle of James "a right epistle of straw" ... Elsewhere he branded it as worthless ... In the forward to his early translations, ... also said that Hebrews, James, Jude, and Revelation did not belong among "the true and noblest books of the New Testament" .... If Martin Luther openly attacked the canonical status of some books in the Protestant Bible, it seems odd that his followers would later claim that the Bible is infallible, complete, and perfect. The Bible makes no such claim for itself. ... When bible worshippers are confronted with problems in today's bibles, they often try to fall back on the idea that "the original bible" – as opposed to our translations, copies, versions, etc. – is what is inspired, perfect, inerrant, etc., One huge problem with that defence, of course, is that mankind hasn't had the benefit of the originals for ages and isn't likely to ever recover them."

"বাইবেল মূলত লেখা হয়েছিল হিব্রু, গ্রিক ও আরামাইক ভাষায়। কোনো মূল পাণ্ডুলিপিরই অস্তিত্ব নেই। আর যে সকল পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অনেক সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে, যদিও কিছু বৈপরীত্য ছোটখাট। অনেক বাইবেল রয়েছে যেগুলোর পার্থক্য শুধু অনুবাদের ভিন্নতাই নয়; উপরন্তু পুস্তক বাছাই ও গ্রহণের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। ... এজন্য বাইবেলকে অভ্রান্ত, নিখুঁত দলিল মনে করার ধারণাটা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে যায়। কারণ কোন্ পুস্তক প্রকৃতই বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত তা-ই তো স্পষ্ট নয়। অথবা পরস্পর বিরোধী পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্য থেকে কোন্ পাণ্ডুলিপিকে অনুবাদের জন্য ব্যবহার করা দরকার তাও স্পষ্ট নয়। আর বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর অনুবাদের ক্ষেত্রে যে স্থায়ী অনিশ্চয়তা ও সমস্যাদি বিদ্যমান তার কথা তো বলে লাভ নেই। ...

---

[২৪] বিস্তারিত দেখুনঃ http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html

কিছুদিন আগেও (প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা) মার্টিন লুথার (১৫৪৬ খ্রি.) যাকোবের পত্রকে খড়কুটার পত্র হিসেবেই সঠিক বলে উল্লেখ করেন। ... অন্যত্র তিনি একে অথর্ব বলেন। বাইবেলের ভূমিকায় তিনি বলেন যে, ইব্রীয়, যাকোব, যিহুদা এবং প্রকাশিত বাক্য পবিত্র মর্যাদাময় নতুন নিয়মের অংশ নয়।

বাইবেলের মধ্যে কী থাকবে তা নিয়েই তো প্রথম বিরোধ, বিতর্ক ও অনিশ্চয়তা। আর বহু শতাব্দী ধরে বিরাজমান এ অনিশ্চয়তা ও বিতর্ক-বিরোধের সাথে বাইবেলের অভ্রান্ততা ও পূর্ণতার সাধারণ বিশ্বাসের হিসাব মেলানো খুবই কঠিন। যেখানে মার্টিন লুথার প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান কিছু পুস্তকের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ্যে আক্রমণ করছেন, সেখানে তার অনুসারীরা তার পরে দাবি করছেন যে, বাইবেল অভ্রান্ত, পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত। বিষয়টা অদ্ভুত-উদ্ভট বলেই প্রতীয়মান। বাইবেল নিজের জন্য এরূপ কোনো দাবি করে না। ....

যখন বাইবেল পূজারীগণ প্রচলিত বাইবেলের সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন তখন তারা অনেক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত অনুবাদ, সংস্করণ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির বিপরীতে এ ধারণার উপর নির্ভর করতে চান যে, মূল বাইবেল ঐশী প্রেরণালব্ধ ও নিখুঁত ছিল। এ ধারণা দিয়ে আত্মরক্ষার বিষয়ে একটা বিশাল সমস্যা বিদ্যমান। তা হল, যুগের পর যুগ মানবতা 'মূল বাইবেল' থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারেনি। এবং ভবিষ্যতে কখনো তারা মূল বাইবেল পুনরুদ্ধার করতে পারবে বলেও মনে হয় না।"

২. ১১. পুরাতন নিয়মের রচনাকাল ও লেখক

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, বাইবেলীয় পুস্তকগুলো যাদের নামে প্রচারিত তাদের লেখা বা সংকলিত বলে প্রমাণিত নয়। পাশ্চাত্য বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, যুগ যুগ ধরে নানা অজানা মানুষের সংযোজন, বিয়োজন ও সম্পাদনার মাধ্যমে পুস্তকগুলো বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়ার বাইবেলের লেখকত্ব (Authorship of the Bible) আর্টিকেলের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"Few biblical books are regarded by scholars as the product of a single individual; all the books of the Old Testament have been edited and revised to produce the work known today."

"গবেষকদের মতে বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর মধ্যে অতি নগণ্য পুস্তকই কোনো একক ব্যক্তির লেখা। পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকই বারবার সম্পাদনা, সংশোধন ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে বর্তমানে পরিচিত অবস্থায় পরিণত হয়েছে।"

নিম্নে আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টান গবেষক ও পণ্ডিতদের বক্তব্যের আলোকে প্রসিদ্ধ কয়েকটা পুস্তকের অবস্থা আলোচনা করব।

২. ১১. ১. তোরাহ বা পঞ্চপুস্তক (Torah or Pentateuch)

বাইবেল গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত তোরাহ, 'তৌরাত' বা 'পঞ্চপুস্তক' মূসা (আ.) প্রদত্ত 'তৌরাত' নয়। তাঁর তৌরাতের সাথে অনেক কিছু সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে বর্তমান পঞ্চপুস্তক সৃষ্টি হয়েছে। বিগত কয়েক শত বছর যাবৎ পাশ্চাত্যের ইহুদি-খ্রিষ্টান গবেষকরা এ বিষয়ে একমত পোষণ করছেন। অনেকগুলো বিষয় তা প্রমাণ করে:

২. ১১. ১. ১ পাণ্ডুলিপির অবস্থা

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, মোশি (মূসা আ.) থেকে হিব্রু তৌরাতের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত সময়কাল প্রায় আড়াই হাজার বছর। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তৌরাতের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া

যায় না। কুমরান উপত্যাকায় মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপির মধ্যে খণ্ডিত যে অংশগুলো পাওয়া গিয়েছে এবং গ্রিক বাইবেল বা সেপ্টুআজিন্টের যে সকল প্রাচীন খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ভিন্নতা ও বৈপরীত্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, পূর্ববর্তী প্রায় দু' হাজার বছর ধরে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন ও বিয়োজনের ধারা অব্যাহত ছিল।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, তৌরাত ও বাইবেলীয় পুস্তকগুলো কখনোই মুখস্থ করা হয়নি বা মুখস্থ করা সম্ভবও ছিল না। এগুলো সাধারণ মানুষদের পাঠ্যও ছিল না। এগুলো একান্তই ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাণ্ডুলিপিতে লেখা হত। তা জনসমক্ষে পাঠ করা হত না। সাধারণ মানুষ এর কিছু বিধি-বিধান, প্রার্থনা ও প্রয়োজনীয় কথা জানতেন। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত এ সামান্য বিষয়গুলো ছাড়া অন্য সকল বিষয় পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি খুবই সহজ ছিল। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে তৌরাত ও হিব্রু বাইবেলের অন্যান্য পুস্তক চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেনি। এর পূর্ব পর্যন্ত পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত ছিল। পাঠক এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের গবেষকদের বক্তব্য দেখেছেন।

২. ১১. ১. ২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাইবেলের বর্ণনার আলোকে ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা একমত যে, মোশির দেওয়া তৌরাতের পাণ্ডুলিপিটা শতশত বছরের জন্য হারিয়ে যায়। এরপর হঠাৎই এক ব্যক্তি তা কুড়িয়ে পান। এরপর তা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। প্রায় শত বছর পরে একজন তা নিজের পক্ষ থেকে লেখেন। এরপর আবারো বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিগুলো ধ্বংস করা হয়। এরপর কিভাবে তা অবিকল বিশুদ্ধভাবে পুনরুদ্ধার করা হয় তা তারা বলতে পারেন না। এখানে আমরা বাইবেলের বর্ণনার ভিত্তিতে ইহুদি জাতির ঐতিহাসিক পর্যায়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:

(ক) মোশি থেকে শলোমন (১৫০০-৯২২ খ্রি.পূ.): তৌরাত হারিয়ে গেল

মোশি, দাউদ ও শলোমনের সময়কাল নিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতভেদ বিদ্যমান। সাধারণভাবে মোশি যীশুর প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের মানুষ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৯২, ১৫৭১ বা ১২৭১ অব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে ধারণা করা হয়। আর দাউদ (আ.)-এর সময়কাল অধিকাংশের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৯৬০ অব্দের মধ্যে ছিল। তিনি খ্রি. পূ ৯৬১ বা ৯৭১ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র শলোমন (সুলায়মান আ.) খ্রি. পূ. ৯২২ বা ৯৩১ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৫] এ দীর্ঘ অর্ধ সহস্রাব্দের মধ্যে প্রথম এবং শেষ কয়েক বছর বাদে পুরো সময় ইহুদিরা তৌরাত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এ সময়ে তৌরাতের পাণ্ডুলিপিটা হারিয়ে যায়।

মোশি তোরাহ লেখে পন্ডুলিপিটা বনি-ইসরাইলদের যাজক (priests ইমাম) ও গোত্রপতিদের (elders বৃদ্ধ নেতাদের/ মুরব্বীদের) নিকট সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন সে পান্ডুলিপিটাকে সংরক্ষণ করেন এবং 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক' বা শরীয়ত-সিন্দুক (the ark of the covenant)-এর মধ্যে তা রেখে দেন। তিনি তাদেরকে প্রতি সাত বছর পর পর সকল ইস্রায়েলের সামনে তা পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: "প্রতি সাত বছরের পরে, ঋণ মাফের বছরের কালে, কুটির উৎসব ঈদে, যখন সমস্ত ইসরাইল তোমার আল্লাহ্ মাবুদের মনোনীত স্থানে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন তুমি সমস্ত ইসরাইলের সাক্ষাতে তাদের কর্ণগোচরে এই শরীয়ত (law: তোরাহ বা ব্যবস্থা) পাঠ করবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১/১০-১১, মো.-১৩)

বনি-ইসরাইল বা ইহুদিদের প্রথম প্রজন্ম এ নির্দেশ মেনে চলেন। এরপর তাদের মধ্যে পাপাচারিতা ও ধর্মদ্রোহিতা ব্যাপকহারে ছাড়িয়ে পড়ে। কখনো তারা ধর্মত্যাগ করতেন। আবার কখনো পুনরায় ধর্ম

---

[২৫] উইকিপিডিয়া, ব্রিটানিকা,এনকার্টা: Moses, David ও Solomon আর্টিকেলগুলো দেখুন।

মানতে শুরু করতেন। দাউদ (আ.)-এর রাজত্বের শুরু পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর যাবৎ তাঁদের অবস্থা এরূপ ছিল।

দাউদের রাজত্বকালে বনি-ইসরাইলদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। দাউদের রাজত্বকালে ও শলোমনের (সুলায়মান আ.-এর) রাজত্বের প্রথমাংশে বনি-ইসরাইলরা ধর্মদ্রোহ পরিত্যাগ করে ধর্মীয় অনুশাসনাদি পালন করে চলেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীগুলোর ধর্মদ্রোহিতা, অস্থিরতা ও অরাজকতার মধ্যে মোশির প্রদত্ত 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকে রক্ষিত' তোরাহটা হারিয়ে যায়। কখন তা হারিয়ে যায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এতটুকুই জানা যায় যে, শলোমানের রাজত্বের পূর্বেই তা হারিয়ে যায়। কারণ শলোমনের রাজত্বকালে যখন তিনি 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক'-টা উন্মোচন করেন তখন তার মধ্যে তোরাহের কোনো অস্তিত্ব পাননি। সিন্দুকটার মধ্যে শুধু দুটো 'তোরাহ-বহির্ভূত' প্রাচীন প্রস্তরফলকই অবশিষ্ট ছিল। বাইবেলের ভাষায়: "বনি-ইসরাইলরা মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার পর মাবুদ তুর পাহাড়ে তাদের জন্য যখন ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন তখন মূসা সিন্দুকের মধ্যে যে পাথরের ফলক দু'টি রেখেছিলেন সেই দু'টি ছাড়া আর কিছুই তার মধ্যে ছিল না।" (১ বাদশাহনামা ৮/৯, মো.-১৩)

(খ) শলোমন সন্তানদের ৩০০ বছর (খ্রি. পূ. ৯২০-৬২০): হারানো তৌরাতের ধর্ম পরিত্যক্ত হল

বাইবেলের বিবরণ অনুসারে শলোমনের রাজত্বের শেষভাগ থেকে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে জঘন্য বিপর্যয় নেমে আসে। স্বয়ং শলোমন তাঁর শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের পরামর্শে মূর্তিপূজা শুরু করেন এবং মূর্তিপূজার নিমিত্ত মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) ও পৌত্তলিকে পরিণত হলেন (নাঊযু বিল্লাহ!!) বাইবেলের বর্ণনায় এ অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পরে আরো কঠিনতর বিপর্যয় শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৯২২ সালের দিকে বনি-ইসরাইলদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে শলোমনের একটা রাজ্য দুটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের ১২ গোত্রের মধ্যে ১০টা গোত্র এক পক্ষে এবং বাকি দুটো বংশ এক পক্ষে থাকেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের (Jeroboam I) নেতৃত্বে বিদ্রোহী ১০টা গোত্র প্যালেস্টাইনের উত্তর অংশে পৃথক রাজ্য ঘোষণা করে। তাদের রাজ্যের নাম হয় 'ইস্রায়েল'/ইসরাইল (Israel) রাজ্য বা শমরিয়া/ সামোরিয়া (Samaria) রাজ্য। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। অবশিষ্ট দুটো গোত্রঃ যিহূদা ও বিন ইয়ামিন (বিন্যামীন) বংশের রাজা হন শলোমনের পুত্র রহবিয়াম (Rehoboam)। এ রাজ্যের নাম হয় এহূদা, যিহূদা, যুডিয়া বা জুডাহ (Judah/Judea) রাজ্য। এর রাজধানী ছিল জেরুজালেম। উভয় রাজ্যেই ধর্মদ্রোহিতা, মূর্তিপূজা ও অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরের ইসরাইল বা শমরীয় রাজ্যের রাজা যারবিয়াম রাজ্যভার গ্রহণ করার পরপরই মোশির ধর্ম ত্যাগ করেন। তার সাথে ইস্রায়েলীয়দের ১০টা গোত্রের মানুষ মোশির ধর্ম ত্যাগ করেন। তারা মূর্তিপুজা শুরু করেন। এদের মধ্যে যারা তোরাহ-এর অনুসারী ছিলেন তারা নিজেদের রাজ্য পরিত্যাগ করে যুডাহ (যিহূদা/ এহুদা) রাজ্যে হিজরত করেন।

পরবর্তী প্রায় ২০০ বছর তারা মূর্তিপুজা ও অনাচারের মধ্যে অতিবাহিত করেন। আধুনিক গবেষকদের মতে ইস্রায়েল রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল খ্রি. পূ. ৯২২ থেকে ৭২২/৭২১ পর্যন্ত কমবেশি ২০০ বছর। এ সময়ে ১৯ জন রাজা এ রাজ্যে রাজত্ব করেন। এরপর নব্য আসিরীয়দের (the Neo-Assyrian Empire) আক্রমণে ইসরাইল রাজ্য বিলুপ্ত হয়। আসিরীয়রা ইস্রায়েলীদেরকে বন্দি করে আসিরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্বাসন দেয় এবং সেখানে অশুরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে পৌত্তলিকদেরকে এনে বসতি স্থাপন করায়। সেখানে অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক ইস্রায়েলীয় এ সকল পৌত্তলিকদের সাথে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে মিশে যায়। এ সকল 'ইস্রায়েলীয়' ইহুদিদেরকে 'শমরীয়' বলা হয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইহুদিদের ১২ বংশের ১০ বংশ শলোমনের পর থেকেই ধর্মচ্যুত হন এবং

পৌত্তলিকদের মধ্যে মিশে যান। তৌরাত তো দূরের কথা, তৌরাতের ধর্মের সাথেও তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

যিহূদা রাজ্য আরো প্রায় দেড় শত বছর টিকে ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ বা ৫৮৬ সালের দিকে এ রাজ্যের পতন ঘটে। শলোমনের পরে প্রায় সাড়ে তিন শত বছরে ২০ জন রাজা এ রাজ্যে রাজত্ব করেন। এ সকল রাজার মধ্যে বিশ্বাসী রাজার সংখ্যা ছিল কম। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন ধর্মত্যাগী ও মূর্তিপূজারী। প্রথম রাজা রহবিয়ামের যুগ থেকেই মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রতিটা বৃক্ষের নিচে মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং পূজা করা হয়। ক্রমান্বয়ে বাল-প্রতিমার পূজা ও তার উদ্দেশ্যে পশু-উৎসর্গ করার জন্য জেরুজালেমের অলিতে গলিতে ও সকল স্থানে বেদি স্থাপন করা হয়। শলোমনের মন্দির বা ধর্মধামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়

এ সময়ে দু'বার জেরুজালেম এবং জেরুজালেমস্থ ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির (মসজিদে আকসা) লুণ্ঠিত হয়। প্রথমবারে যুডাহ রাজ্যের প্রথম রাজা রহবিয়ামের রাজত্বকালে, খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৯২০ অব্দের দিকে মিশরের ফেরাউন ১ম শেশাঙ্ক বা শীশক (Shashanq I/ Sheshonk I) যুডাহ রাজ্য আক্রমণ করে জেরুজালেম নগর, রাজপ্রাসাদ ও ধর্মধাম লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।[২৬] দ্বিতীয়বারে, প্রথমবারের কিছুদিন পরে, ইস্রায়েল রাজ্যের ধর্মত্যগী ও মূর্তিপূজক রাজা বাশা (Baasha) জেরুজালেম আক্রমণ করে ধর্মধাম ও রাজপ্রাসাদ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করেন।

যিহূদা রাজ্যে ধর্মদ্রোহ, মূর্তিপূজা ও অনাচারের ব্যাপকতম প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ঘটে রাজা মনঃশি/ মানশা (Manasseh)-এর শাসনামলে (আনুমানিক খ্রি. পূ. ৬৯৩-৬৩৯ অব্দ)। এ সময়ে এ রাজ্যে প্রায় সকল অধিবাসীই তৌরাতের ধর্ম পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। শলোমনের ধর্মধাম বা সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যেই মূর্তিপূজা ও প্রতিমার জন্য পশু-উৎসর্গ করার নিমিত্ত বেদি নির্মাণ করা হয়। রাজা মনঃশি/ মানশা যে প্রতিমার পূজা করতেন তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে সে প্রতিমা স্থাপন করেন। তার পুত্র আমোন (Amon)-এর শাসনামলেও (খ্রি. পূ. ৬৩৯-৬৩৮ অব্দ) ধর্মত্যাগ ও পৌত্তলিকতার অবস্থা একইরূপ থাকে।

(গ) শতশত বছর পরে হারানো তৌরাত কুড়িয়ে পাওয়া (খ্রি. পূ. ৬২০)

আমোনের মৃত্যুর পরে তার পুত্র যোশিয়/ ইউসিয়া (Josiah) আট বছর বয়সে (খ্রি. পূ. ৬৩৮ সালের দিকে) যিহূদা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতা ও অনাচার থেকে বিশুদ্ধভাবে তাওবা করেন। তিনি ও তাঁর রাজ্যের কর্ণধাররা পৌত্তলিকতা সমূলে বিনাশ করে তৌরাতের শরীয়ত পুনপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বের প্রথম সতের বছর পর্যন্ত কেউ মোশির তৌরাতের কোনো পান্ডুলিপির চিহ্ন দেখেননি বা এর কোনো কথাও কেউ শুনেননি।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, যোশিয়ের রাজত্বের ১৮শ বছরে (খ্রি. পূ. ৬২০/ ৬২১ সালে) মহাযাজক/ মহা-ইমাম হিল্কিয় (Hilki'ah the high priest) দাবি করেন যে, তিনি 'সদাপ্রভুর গৃহে', অর্থাৎ শলোমনের মন্দিরের মধ্যে 'ব্যবস্থাপুস্তকখানা' বা তৌরাত কিতাবটা (the book of the law) পেয়েছেন। তিনি পুস্তকটা শাফন লেখককে (Shaphan the scribe) প্রদান করেন। শাফন লেখক রাজা যোশিয়কে পুস্তকটা পাঠ করে শোনান। রাজা তা শ্রবণ করে এত বেশি উদ্বেলিত হন যে তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেলেন। (২ রাজাবলি ২২/৩-১১; ২ বংশাবলি ৩৪/১৪-১৯)

সম্মানিত পাঠক, এভাবে শত শত বছর পূর্বে হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিটা পাওয়া গেল! কিন্তু মহাযাজকের এ গল্প কতটুকু সত্য? নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

---

[২৬] ১ রাজাবলি ১১/৪০, ১৪/২৫, ১৫/২৫-২৬; বংশাবলি ১২/২-৯; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৬।

(ক) তৌরাতের বিধান অনুসারে তৌরাতের একটামাত্র পাণ্ডুলিপি নিয়ম সিন্দুকে সংরক্ষিত ছিল। এটার অনুলিপি বা প্রতিলিপি করার বিধান ছিল না। বাহ্যত মোশির রেখে যাওয়া 'কপিটাই' ফিরে পাওয়ার দাবি করলেন মহাযাজক। কিন্তু প্রায় হাজার বছর কোনোরূপ সংরক্ষণ ছাড়া একটা পাণ্ডুলিপি কিভাবে টিকতে পারে?

(খ) প্রায় তিন শত বছর পূর্বে বনি-ইসরাইল জাতি তৌরাতের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে। এর মধ্যে দু'বার তৌরাতের অবস্থানস্থল 'মাসজিদুল আকসা' বা 'সদাপ্রভুর গৃহ' বিজয়ী শত্রুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। এরপর এ গৃহটাকে প্রতিমা পূজার কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। প্রতিমাপূজারীরা প্রতিদিন এ গৃহে প্রবেশ করতেন।

(গ) বর্তমানে তৌরাতের পঞ্চপুস্তক অতি ছোট ছাপার অক্ষরে ঘন করে লেখেও প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ পৃষ্ঠার পুস্তক। এ বিশাল পুস্তকটা মাটির ফলক বা চামড়ায় লেখলে কত বিশাল আকৃতির হবে তা পাঠক বুঝতে পারছেন। এটা কোথাও গোপন রাখা যায় না। তৌরাতের ঘোর শত্রু মূর্তিপূজারীদের হাত থেকে এ পুস্তকটা রক্ষা করারও কেউ ছিলেন না। কাজেই আক্রমণ ও লুণ্ঠনকারী বিদেশীরা এটা বিনষ্ট না করলেও প্রতিমাপূজারী রাজা ও প্রজারা এটাকে বিনষ্ট করেছিলেন বলেই প্রতীয়মান।

(ঘ) যোশিয় রাজার রাজত্বের প্রথম ১৭টা বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। এ দীর্ঘ সময়ে রাজা স্বয়ং ও রাজ্যের নেতৃবর্গ ও সাধারণ প্রজারা সকলেই তৌরাতের শরীয়ত পালন ও পুন-প্রতিষ্ঠায় প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় নিরত ছিলেন। এত কিছু সত্ত্বেও এই দীর্ঘ সময়ে কেউ তোরাহ বা ব্যবস্থাপুস্তকের নামটা পর্যন্ত শুনতে পেলেন না। এ বিশাল গ্রন্থমালার কোনো সন্ধানই কেউ পেলেন না! এ দীর্ঘ সময়ে সদাপ্রভুর গৃহের রক্ষক ও যাজকরা প্রতিদিন এ গৃহের মধ্যে যাতায়াত করতেন। বড় অবাক কথা যে, এই দীর্ঘ সময় পুস্তকটা সদাপ্রভুর গৃহে থাকবে, অথচ এত মানুষ কেউ তার দেখা পাবে না!

প্রকৃত কথা হল, এ পুস্তকটা বা 'তোরাহ'-এর এ পাণ্ডুলিপিটা পুরোটাই হিল্কিয় মহাযাজকের উদ্ভাবনা ও রচনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি যখন দেখলেন যে, রাজা যোশিয় এবং তাঁর অমাত্যবর্গ সকলেই তৌরাতের শরীয়ত পালন ও প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, তখন তিনি তাঁর যুগে লোকমুখে প্রচলিত সত্য ও মিথ্যা সকল প্রকারের মৌখিক বর্ণনা একত্রিত করে এ পুস্তকটা রচনা করেন। এগুলো সংকলন ও লিপিবদ্ধ করতেই তাঁর এ দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। যখন তিনি সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন, তখন তিনি তাঁর সংকলিত এ তৌরাত কিতাবটার বিষয়েই মহাযাজক বা মহা-ইমাম হিল্কিক লেখক শাফনকে বলেনঃ "মাবুদের ঘরে আমি তৌরাত কিতাবটি পেয়েছি।" (২ বাদশাহনামা ২২/৮)

তাহলে হিল্কিয়ি যে তৌরাত কিতাবটা পেলেন সেটা মূলত তাঁরই রচনা ও সংকলন। এরপরও এ সত্যকে পাশ কাটিয়ে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, হিল্কিয়ি তোরাহ-এর পাণ্ডুলিপিটা পেয়েছিলেন। রাজা যোশিয়ের রাজত্বের ১৮শ বছরে পাণ্ডুলিপিটা পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩ বছর, যতদিন রাজা যোশিয় জীবিত ছিলেন, ততদিন যিহূদা বা জুডাহ রাজ্যের ইহুদিরা এ তোরাহ অনুসারে নিজেদের ধর্মকর্ম পরিচালনা করেন।

(ঘ) ১৩ বছর পর তৌরাতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন

যোশিয়ের মৃত্যুর পরে তার পুত্র যিহোয়াহস (Jeho'ahaz) রাজত্ব লাভ করেন। তিনি রাজত্ব লাভ করে তৌরাতের ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং রাজ্যে পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটান। মিশরের সম্রাট ফরৌণ-নখো বা নেকু (Neku) যিহোয়াহসকে বন্দি করে নিয়ে যান এবং তার ভ্রাতা ইলিয়াকীমকে যিহোয়াকীম (Jehoiakim/Joakim) নাম প্রদান পূর্বক সিংহাসনে বসান। যিহোয়াকীমও তার ভাইয়ের মত ধর্মদ্রোহী ও পৌত্তলিক ছিলেন। যিহোয়াকীমের মৃত্যুর পরে তার পুত্র যিহোয়াখীন (Jehoiachin/Joachin) রাজত্ব লাভ করেন। তিনিও তাঁর পিতা ও চাচার মতই ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিক ছিলেন। এ সময়ে ব্যাবিলনের সম্রাট বখত নসর বা ২য় নেবুকাদনেজার

(Nebuchadrezzar II) প্রথমবারের মত যিহূদা রাজ্য দখল করেন। তিনি জেরুজালেম শহর, রাজ প্রাসাদ, ও 'সদাপ্রভুর গৃহের' সমস্ত ধন-সম্পদ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। তিনি রাজা যিহোয়াখীনকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর চাচা সিদকিয়কে (Zedekiah) রাজত্ব প্রদান করেন। তিনি বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান।[২৭]

যদি একথা ধরে নেওয়া হয় যে, যোশিয়ের সময়ে 'পাওয়া' (অথবা সংকলিত!) তোরাহ্-এর পান্ডুলিপিটা বা তার প্রতিলিপি যোশিয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্মত্যাগী বংশধরদের নিকট বিদ্যমান ছিল, তবে স্বভাবতই নেবুকাদনেজারের প্রথম এ আক্রমণ ও লুণ্ঠনে তা বিনষ্ট হয়েছিল বলে বুঝতে হবে।

(ঙ) মাত্র তিন দশকের মাথায় কুড়ানো মানিক হারিয়ে গেল (খ্রি. পূ. ৫৮৬)

প্রায় দশ বছর পরে খ্রি. পূ. ৫৮৭/৫৮৬ সালের দিকে রাজা সিদকিয় (Zedekiah) নেবুকাদনেজারের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তখন তিনি দ্বিতীয়বার জেরুজালেম আক্রমন ও দখল করেন। তিনি রাজা সিদকিয়কে বন্দি করে তাঁরই সামনে তাঁর পুত্রদেরকে জবাই করেন। এরপর তিনি সিদকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করেন এবং তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ব্যাবিলন প্রেরণ করেন। নেবুকাদনেজার-এর বাহিনী এবার জেরুজালেমকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। তারা জেরুজালেমের ধর্মধাম বা 'সদাপ্রভুর গৃহ', রাজ-প্রাসাদসমূহ ও জেরুজালেমের সকল বাড়িঘর ও অট্টালিকা অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে, জেরুজালেম নগরীর চারিদিকের প্রাচীর ভেঙে দেয় এবং যিহূদা (Judah) রাজ্যে অবস্থানকারী অবশিষ্ট ইস্রায়েল সন্তানকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। কিছু দীন-দরিদ্র, কৃষক ও আঙ্গুর বাগানের কর্মী শুধু সেদেশে বসবাস করতে থাকে।[২৮] এ ঘটনায় তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সকল পুস্তক - যেগুলো এ ঘটনার পূর্বে লিখিত হয়েছিল - সবই চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়। ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতরাও একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রায় এক শতাব্দী ইহুদিরা বন্দি অবস্থায় ব্যাবিলনে অবস্থান করেন।

(চ) প্রায় শতবর্ষ পরে ইয্রা কর্তৃক তৌরাতের পুনর্লিখন (আনু. খ্রি. পূ. ৪৫০)

ইহুদিদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা (Ezra/Ezra the Scribe/ Ezra the Priest) পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লেখেন। বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা অনুসারে ইয্রা ও নহিমিয়া (Nehemiah) পারস্যের রাজা আরটাক্সেরক্সেস (Artaxerxes: 445/444 BC)-এর অনুমতিক্রমে ইহুদিদেরকে ব্যাবলিনের নির্বাসন (Babylonian exile) থেকে পুনরায় জেরুজালেমে ফেরত আনেন। এরপর ইয্রা নিজের পক্ষ থেকে তৌরাত লেখেন।

(ছ) ইয্রার পুনর্লিখন কাহিনী বিষয়ে আধুনিক গবেষকদের মত

আধুনিক অনেক পাশ্চাত্য বাইবেল বিশেষজ্ঞ ইয্রার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। তারা দাবি করেন ইয্রার নাম ও তার নামের কাহিনীগুলো অনেক পরে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতকে প্রচারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ নামে কেউ ছিলেন না। এ মতের পক্ষে তারা বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন। সেগুলোর মধ্যে দুটো বিষয় সর্বাধিক লক্ষণীয়:

(১) ইয্রার নামে প্রচারিত পুস্তকগুলো পরস্পর বিরোধী। যেমন, নহিমিয়ের পুস্তকের যে গল্পগুলো

---

[২৭] বাইবেলের ভাষায়: তিনি জেরুজালেমের সমস্ত লোক, সমস্ত প্রধান লোক ও সমস্ত বলবান বীর, অর্থাৎ দশ সহস্র বন্দি এবং সমস্ত শিল্পকার ও কর্মকারকে লইয়া গেলেন; দেশের দীন দরিদ্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। ২ রাজাবলি ২৪/১৪

[২৮] ২ রাজাবলি ২৪ অধ্যায়ে এ সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

নহিমিয়ের নামে বলা হয়েছে, ১ ইসদরাস (১ ইয্রা) পুস্তকে সেগুলো ইয্রার নামে বলা হয়েছে।

(২) খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত বাইবেলীয় গ্রন্থ 'বেন-সিরা' (Wisdom of Sirach/Ecclesiasticus) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইয্রার নামও জানতেন না। তিনি নহিমিয়ের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ইয্রার কোনো উল্লেখই করেননি।[২৯]

ইয্রার পুনর্লিখন কাহিনী সত্য হলেও তা পুনর্লিখিত তৌরাতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে না। কারণ আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, ইয্রার নিজের লেখা বলে প্রচলিত 'ইয্রা' পুস্তকের মধ্যেই অনেক পরস্পর-বিরোধী সাংঘর্ষিক বক্তব্য বিদ্যমান। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা বলেন, ইয্রা হগয় ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়, এ দুজন ভাববাদীর সহায়তায় 'বংশাবলির প্রথম খন্ড (1 Chronicles) ও 'বংশাবলির দ্বিতীয় খন্ড (2 Chronicles) গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। এ গ্রন্থদ্বয় মূলত এ তিনজনের লেখা। অথচ এ দুই গ্রন্থের সাথে তোরাহ-এর বিবরণের ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে। ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা একমত যে, ইয্রা তৌরাতের অসম্পূর্ণ ও আংশিক কাগজপত্রের উপর নির্ভর করেছিলেন বলে এমন ভুল করেছিলেন। একথা তো স্পষ্ট যে, এ তিনজন ভাববাদী তাঁদের নিকট বিদ্যমান 'তোরাহ' এর বর্ণনা অনুসরণ করে তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মোশির যে তোরাহ-এর উপর তাঁরা নির্ভর করেছিলেন আজকের প্রচলিত তোরাহ যদি সে তোরাহই হত তাহলে কোনো মতেই এ তিন জনের বর্ণনার সাথে প্রচলিত তোরাহ-এর বর্ণনার বৈপরীত্য দেখা দিত না। আর যদি ইয্রার সময়ে মোশির তোরাহ-এর কোনো অস্তিত্ব থাকত তাহলে তিনি কখনোই তোরাহ বাদ দিয়ে 'অসম্পূর্ণ বংশতালিকা'র উপর নির্ভর করতেন না।

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা দাবি করেন যে, ইয্রা ওহী বা ইলহামের (Divine Inspiration) মাধ্যমে তোরাহ নতুন করে লেখেছিলেন। অথচ ইহুদি ধর্মীয় ঐতিহ্যে কখনোই ইয্রাকে নবী বলা হয়নি। তাকে লিপিকার ইয্রা (Ezra the Scribe) বা পুরোহিত ইয্রা (Ezra the Priest) বলা হয়। (উইকিপিডিয়াঃ Ezra)

সর্বাবস্থায়, বর্তমানে বিদ্যমান তৌরাতের সাথে ইয্রা লিখিত পুস্তকগুলোর তথ্যের বৈপরীত্য প্রমাণ করে যে, প্রচলিত তৌরাত ইয্রা লিখিত তৌরাত নয়। এগুলো প্রমাণ করে যে, প্রচলিত তৌরাত, ইয্রার পুস্তক ও বাইবেলীয় সকল পুস্তকের মধ্যেই অনেক বিকৃতি ও পরিবর্তন অনুপ্রবেশ করেছে।

(জ) পুনর্লিখিত তৌরাত তিন শতাব্দী পরে বিনষ্ট হয় (খ্রি. পূ. ১৬৮)

এর প্রায় তিন শতাব্দী পরে খ্রি. পূ. ১৬৮-১৬৪ সালের দিকে সিরিয়ার গ্রিক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus IV Epiphanes c. 215-164 BC)-এর হাতে আবার তৌরাত বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়।

এন্টিয়ক ইহুদি ধর্ম সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফিলিস্তিনে গ্রিক হেলেনীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অর্থের বিনিময়ে ইহুদি ধর্মযাজকদের পদ ক্রয় করে নেন। তিনি প্রায় ৮০ হাজার ইহুদি হত্যা করেন, জেরুজালেম ধর্মালয়ের সকল সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং ইহুদিদের বেদিতে শূকর জবাই করেন। তিনি ২০ হাজার সৈন্যকে জেরুজালেম অবরোধ করতে নির্দেশ দেন। শনিবার ইহুদিরা যখন ধর্মালয়ে প্রার্থনার জন্য জমায়েত হয় তখন তারা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারা নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে, সকল বাড়িঘর ধ্বংস করে অগ্নিসংযোগ করে। পাহাড়ে-গুহায় পলাতক কিছু ইহুদি ছাড়া কেউই এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায় না।

বাইবেলের মাকাবীয় ১ম পুস্তক (1 Maccabees)-এর প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এন্টিয়কাস জেরুজালেম অধিকার করার পর তার নির্দেশে পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির কপি-পান্ডুলিপি যেখানে যা

---

[২৯] উইকিপিডিয়াঃ Ezra.

পাওয়া যেত তা সবই ছিড়ে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়া হত। কোনো ব্যক্তির নিকট পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকের পান্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে, অথবা কোনো ব্যক্তি তৌরাতের কোনো বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করা হত। প্রতি মাসে অনুসন্ধান করা হত। কারো নিকট পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকের পান্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে, অথবা কেউ শরীয়তের কোনো বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করা হত। আর সে পান্ডুলিপিটা বিনষ্ট করা হ্‌ত। (জুবিলী বাইবেল, ১ মাকাবীয় ১/৫৪-৫৯)

সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত এ নিধন ও বিনাশের ধারা অব্যাহত থাকে। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের এবং ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus)-এর রচনায় এ সকল ঘটনা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি, তৌরাতের পূর্ণ পাণ্ডুলিপি একটার বেশি থাকত বলে প্রমাণ নেই। সাধারণ মানুষের কাছে আংশিক কিছু থাকত। ইয্রার লিখিত তৌরাতের সকল পাণ্ডুলিপিই এ ঘটনায় বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাহ্যত ইহুদিরা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি, জনশ্রুতি ও ধর্মগুরুদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন। তবে সময়ের আবর্তনে সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা দেখেছি যে, এন্টিয়কের আক্রমণের পূর্বেই হিব্রু বাইবেল গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রিক সংস্করণের মধ্যেও পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন অব্যাহত থাকে। বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর সংখ্যা আলোচনায় আমরা এর নমুনা দেখেছি।

২. ১১. ১. ৩. তৌরাতের সাক্ষ্যে তৌরাতের আকৃতি

দ্বিতীয় বিবরণ বলছেঃ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে তোমরা সেখানে একটা কোরবান-গাহ্‌ তৈরী করবে। পাথরগুলোর উপরর তোমরা কোন লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে না। ... যে পাথরগুলো তোমরা খাড়া করে নেবে তার উপর এই শরীয়তের (this law এই তৌরাতের/ ব্যবস্থার) সব কথাগুলো (all the words of this law) খুব স্পষ্ট করে লেখবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/৫, ৮, মো.-১৩)

যিহোশূয় বা ইউসার পুস্তকে পুস্তকে বলা হয়েছে যে, মোশি যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবে যিহোশূয় বা ইউসা যজ্ঞবেদি বা কোরবানগাহ তৈরি করে তার উপর তৌরাত লেখে রাখেনঃ "ইউসা এবল পাহাড়ের উপরে বনি-ইসরাইলদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একটা কোরবানগাহ্‌ তৈরী করলেন। মূসার তৌরাত কিতাবে (the book of the law of Moses) যেমন লেখা আছে সেই অনুসারেই তিনি তা তৈরী করলেন। কোরবানগাহ্‌টা তৈরী করতে কোন পাথর কেটে নেওয়া হয়নি এবং তার উপর কোন লোহার যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা হয়নি। ... এবল পাহাড়ের উপরে বনি-ইসরাইলদের সামনে ইউসা পাথরের উপরে মূসার শরীয়ত লেখলেন (wrote there upon the stones a copy of the law of Moses: মূসার তৌরাতের একটা অনুলিপি লেখলেন)। (ইউসা/ যিহোশূয় ৮/৩০-৩২, মো.-১৩)

উপরের বিবরণ থেকে জানা গেল যে, মূসা (আ.)-এর তৌরাত কিতাবের (the law of Moses) আকৃতি এমন ছিল যে, একটা পাথরে তা পুরোপুরি লেখে রাখা যেত। তৌরাত বলতে যদি বর্তমানে প্রচলিত বিশালাকৃতির ৫টা গ্রন্থ বুঝানো হত তাহলে কোনো অবস্থাতেই তা সম্ভব হত না। মূল তৌরাতের সাথে অগণিত মানবীয় সংযোজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানের বিশালাকৃতির এ 'পঞ্চপুস্তক'।

২. ১১. ১. ৪. যিহিষ্কেলের পুস্তকের সাথে তৌরাতের তুলনা

যদি কেউ যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫শ ও ৪৬শ অধ্যায়দ্বয়ের সাথে গণনা পুস্তকের ২৮শ ও ২৯শ অধ্যায়দ্বয়ের তুলনা করেন তাহলে দেখবেন যে, উভয়ের মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, যিহিষ্কেল ভাববাদী নিজ গ্রন্থে লিখিত ঐশ্বরিক বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর যুগে প্রচলিত তৌরাত বা 'তোরাহ'-এর উপর নির্ভর করেছিলেন। যদি বর্তমান যুগে প্রচলিতটা তাঁর যুগের তোরাহ হত তবে কখনোই তিনি ঐশ্বরিক বিধানের বর্ণনায় তোরাহ-এর বিরোধিতা করতেন না।

২. ১১. ১. ৫. প্রচলিত তৌরাতের উপস্থাপনা পদ্ধতি

প্রচলিত 'তৌরাত' বা তৌরাতের একটা স্থান থেকেও বুঝা যায় না যে মোশি (মূসা আ.) নিজে এ গ্রন্থের কথাগুলো লেখেছেন। বরং তৌরাতের ভাষা ও ভাব স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এ গ্রন্থগুলো প্রণয়ন করেছেন। এ 'অন্য ব্যক্তি' ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প-কাহিনী ও বর্ণনা সংকলন করেছেন। সংকলক যে কথাটাকে 'ঈশ্বরের কথা' বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেন 'ঈশ্বর/ সদাপ্রভু বলেন'। আর যে কথাকে মোশির কথা বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেনঃ 'মোশি বলেন'। সকল ক্ষেত্রে 'মোশির' জন্য 'নাম পুরুষ' বা 'তৃতীয় পুরুষ' ব্যবহার করেছেন। যদি এ সকল গ্রন্থ মোশির নিজের প্রণীত হত তবে তিনি তাঁর নিজের ক্ষেত্রে 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার করতেন। কিছু না হলেও অন্তত দু'-একটা স্থানে নিজের জন্য 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার করতেন। কারণ নিজের বিষয়ে বলতে অতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষ উত্তম পুরুষ ব্যবহার করে। এছাড়া ধর্মানুসারীদের জন্য 'উত্তম পরুষ' ব্যবহার অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটা বিশাল গ্রন্থের লেখকের জন্য উত্তম পুরুষ ব্যবহার না করে সর্বদা নাম পুরুষ ব্যবহার অস্বাভাবিক।

এভাবে তৌরাত বা তোরাহ-এর গ্রন্থগুলো থেকে প্রতীয়মান যে, এগুলো মোশি কর্তৃক সংকলিত বা প্রদত্ত নয়; বরং পরবর্তী যুগের কেউ এগুলো সংকলন করেছেন।

২. ১১. ১. ৬. বিদ্যমান পুস্তকগুলোর বক্তব্য ও ভুলভ্রান্তি

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, 'তৌরাত' নামে পরিচিত এ পঞ্চপুস্তকের মধ্যে অগণিত ভুল ও সাংঘর্ষিক তথ্য বিদ্যমান। যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে এ পুস্তকগুলো ঐশী বা আসমানী পুস্তক নয়। এমনকি এগুলো কোনো একক ব্যক্তির লেখা বা সংকলন নয়। বরং হাজার বছর ধরে পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে এ সকল পুস্তক বর্তমান রূপ পেয়েছে। ফলে এগুলোর মধ্যে ব্যাপক ভুলভ্রান্তি ও বৈপরীত্য অনুপ্রবেশ করেছে।

২. ১১. ১. ৭. ভাষার বিবর্তন ও তৌরাতের ভাষা অধ্যয়ন

একই ভাষার শব্দভান্ডার ও বাচনভঙ্গিতে যুগের আবর্তনে পরিবর্তন ঘটে। ৪০০ বছর আগের বাংলা বা ইংরেজির সাথে বর্তমান সময়ের বাংলা বা ইংরেজির তুলনা করলেই তা জানা যায়। বাইবেল গবেষকরা বলেন যে, পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটা গ্রন্থের ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গি এবং পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলো, যেগুলো ইসরায়েল-সন্তানদের ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তির পরে লেখা সেগুলোর ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গির মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য পার্থক্য নেই। অথচ মোশির যুগ এবং মুক্তি পরবর্তী যুগের মধ্যে ৯০০ বছরের ব্যবধান। যেহেতু তৌরাতের ভাষা ও পরবর্তী গ্রন্থগুলোর ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সেহেতু হিব্রু ভাষায় বিশেষজ্ঞ গবেষকরা মনে করেন যে, এ সকল গ্রন্থ সবই একই যুগে-ব্যাবিলন পরবর্তী যুগে লেখা হয়েছে।

২. ১১. ১. ৮. প্রচলিত তৌরাতের রচনাকাল বিষয়ে পাশ্চাত্য গবেষকগণ

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ গবেষণার মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার ইহুদি-খ্রিষ্টান গবেষকরা সাধারণভাবে একমত পোষণ করছেন যে, প্রচলিত তৌরাতের পঞ্চপুস্তক মোশির অনেক পরের সময়ে রচিত ও সংকলিত। এনকার্টা বিশ্বকোষের বাইবেল (Bible) প্রবন্ধের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) পরিচ্ছেদে পুরাতন নিয়মের বিবর্তন (Development of the Old Testament) অনুচ্ছেদ পঞ্চপুস্তক (Pentateuch) শিরোনামে বলা হচ্ছে:

"According to Jewish and Christian tradition, Moses was the author of the Pentateuch, the first five books of the Bible. Nowhere in the books themselves, however, is this claim made; tradition stemmed in part from the Hebrew designation of them as the books of Moses, but that meant concerning Moses. As early as the Middle Ages, Jewish scholars recognized a problem with the tradition: Deuteronomy... reports the death of Moses. The books are actually anonymous and composite works. On the basis of numerous duplications and repetitions, including two different designations of the deity, two separate accounts of creation, two intertwined stories of the flood, two versions of the Egyptian plagues, and many others, modern scholars have concluded that the writers of the Pentateuch drew upon several different sources, each from a different writer and period."

"ইহুদি ও খ্রিষ্টান ঐতিহ্য অনুসারে মোশি বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তকের লেখক; যদিও এ পাঁচ পুস্তকের মধ্যে কোথাও এরূপ কথা দাবি করা হয় নি। হিব্রু ভাষায় পুস্তকগুলোকে 'মোশির পুস্তক' বলা হয়, আর মূলত এ থেকেই ইহুদি-খ্রিষ্টান ঐতিহ্যে দাবি করা হয়েছে যে, এগুলো মোশির লেখা। কিন্তু বাস্তবে 'মোশির পুস্তক' বলতে 'মোশি সংশ্লিষ্ট পুস্তক' বুঝানো হয়েছে। সেই মধ্যযুগ থেকেই ইহুদি পণ্ডিতরা তাদের এ ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের একটা সমস্যা স্বীকার করেছেন: তা হল দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের মধ্যে মোশির মৃত্যুর বিবরণ রয়েছে। প্রকৃত বিষয় হল, এ পুস্তকগুলো লেখকের নামহীন এবং বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে একত্রিত করা পুস্তক। এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অগণিত প্রতিলিপি, পুনরাবৃত্তি, একই ঈশ্বরের বিভিন্ন উপাধি, সৃষ্টি বিষয়ক সম্পূর্ণ পৃথক দু'টা বিবরণ, মহাপ্লাবনের পরস্পর জড়ানো দু'টা ভিন্ন কাহিনী, মিসরীয় মহামারীর পৃথক দু'টা সংস্করণ এবং আরো অনেক বিষয় দ্বারা আধুনিক গবেষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পঞ্চপুস্তকের লেখকরা বিভিন্ন পৃথক সূত্র থেকে তাদের তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং প্রতিটাই বিভিন্ন লেখকের এবং বিভিন্ন যুগে লেখা।"[৩০]

উইকিপিডিয়ায় Authorship of the Bible প্রবন্ধে বলা হয়েছে:

According to Rabbinic tradition the five books of the Torah were written by Moses, ... Today the majority of biblical scholars accept the theory that the Torah does not have a single author, and that its composition took place over centuries. ,,, From the late 19th century there was a general consensus among secular scholars ... that the first four books were created c.450 BCE by combining four originally independent sources, ... Deuteronomy is treated separately ...The process of its formation probably took several hundred years, from the 8th century to the 6th.....

[৩০] Craddock, Fred B., and Tucker, Gene M. "Bible." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

"ইহুদি ধর্মগুরুদের ঐতিহ্য অনুসারে তৌরাতের পাঁচ পুস্তক মোশির লেখা। ... বর্তমানে অধিকাংশ বাইবেল গবেষক এ মত গ্রহণ করেছেন যে, তৌরাত একজন লেখকের একক লেখা নয় এবং বহু শতাব্দী ধরে ক্রমান্বয়ে এগুলো সংকলিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে লোকায়ত গবেষকদের মধ্যে সাধারণ ঐকমত্য বিদ্যমান যে, তৌরাতের প্রথম চার পুস্তক খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের দিকে তৈরি করা হয়েছে। ..... দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকটা প্রথম চারটা থেকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। .... সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কয়েক শত বছর ধরে এর গঠন প্রক্রিয়া চলমান ছিল।"

উইকিপিডিয়ায় 'বাইবেলের তারিখ নির্ধারণ' (Dating the Bible), 'বাইবেলের লেখকত্ব' (Authorship of the Bible), 'মোশির লেখকত্ব' (Mosaic authorship) ইত্যাদি প্রবন্ধ পাঠ করলে পাঠক বিস্তারিত জানতে পারবেন।

২. ১১. ২. যাবূর (Zabur) বনাম গীতসংহিতা (Psalms)

পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত একটা পুস্তকের ইংরেজি নাম: Psalms (সামস)। এ পুস্তকটার মূল হিব্রু নাম তেহিলিম (Tehillim) যার অর্থ প্রশংসা বা প্রশংসা সঙ্গীত (Praises or Songs of Praise)। এ পুস্তকটা ৫ ভাগে বিভক্ত এবং এর মধ্যে ১৫০টা সঙ্গীত বিদ্যমান। পুস্তকটা ইহুদি বাইবেলের তিন অংশের শেষ অংশ 'লেখনিসমূহের' প্রথম পুস্তক। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টান বাইবেলের ৪ অংশের তৃতীয় অংশ প্রজ্ঞাপুস্তকসমূহ বা কাব্যিক পুস্তকসমূহের দ্বিতীয় পুস্তক।

বাংলায় কেরির অনুবাদে এবং অন্যান্য কিছু সংস্করণে এটার নাম 'গীতসংহিতা'। জুবিলী বাইবেলে এর নাম 'সামসঙ্গীত'। 'কিতাবুল মোকাদ্দস' ও কোনো কোনো বাংলা সংস্করণে এর নাম 'জবুর শরীফ'। বাইবেলের আরবি অনুবাদে এ বইটাকে 'মাযামীর' (বাঁশি) নামকরণ করা হয়। কখনো 'যাবূর' নাম দেওয়া হয়।

মুসলিম সমাজে 'যাবূর' পরিচিত একটা শব্দ। এটা একটা আরবি শব্দ। 'যাবারা' অর্থ লিখন এবং যাবূর অর্থ লিখিত পুস্তক। গীতসংহিতা বা সামসঙ্গীত নামের এ পুস্তকটাকে 'জবুর শরীফ' বলা সঠিক নয়; কারণ এ পুস্তকটার মূল নাম 'যাবূর' নয় এবং এ পুস্তকটার মূল হিব্রু নাম বা ইংরেজি নামের সাথে 'যাবূর' শব্দের অর্থগত কোনো সম্পর্ক নেই। অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতার দাবি যে, নিজস্ব নামের প্রতিবর্ণায়ন করা হবে অথবা শাব্দিক অনুবাদ করা হবে। গীতসংহিতা বা সামসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু 'জবুর শরীফ' নামকরণে এ বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করা হয়েছে।

'যাবূর' বা 'জবুর' নামটা হিব্রু বা ইহুদি-খ্রিষ্টান পরিভাষায় ব্যবহৃত নয়। এটা একান্তই ইসলামি পরিভাষা। ইসলামি বিশ্বাসে 'যাবূর' দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব। পক্ষান্তরে 'গীতসংহিতা' নামক এ পুস্তকের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর কিছু গীত দাউদ (আ.)-এর রচিত এবং অন্যান্য গীত অন্যান্য লেখকের রচিত। যে গীতগুলো দাউদের রচিত বলে গীতসংহিতা পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও আধুনিক গবেষকরা বলেন যে, এগুলোও অনেক পরে দীর্ঘদিন ধরে সংকলিত। এনকার্টার বাইবেল (Bible) প্রবন্ধের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) পরিচ্ছেদে পুরাতন নিয়মের বিবর্তন (Development of the Old Testament) অনুচ্ছেদ কাব্যিক পুস্তকমালা (the poetic books) শিরোনামে বলা হচ্ছে:

"David is regarded as the author of the Psalms...; in fact, only 70 of the 150 Psalms are specifically identified with David, and far fewer than that originated during his era. The attributions to David and to others are found in the superscriptions, which were added long after the Psalms were written. The Book of Psalms became the

hymn and prayer book of Israel's second temple, but many of the songs predate the second temple."

"দাউদকে গীতসংহিতার লেখক বলে মনে করা হয়...। বাস্তবে ১৫০টা গীতের মধ্যে মাত্র ৭০টা দাউদের রচিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁর যুগ থেকে পাওয়া গীতের সংখ্যা এ চিহ্নিত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। গীতগুলোর উপরে দাউদ বা অন্যদের নামের যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো গীতগুলো লেখা হওয়ার অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে। (দাউদ আ.-এর প্রায় অর্ধসহস্র বছর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ সালের দিকে ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে) ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির দ্বিতীয় বার তৈরি করার পরে গীতসংহিতা পুস্তকটা ইহুদিদের ঈশ্বরবন্দনা ও প্রার্থনা পুস্তকে পরিণত হয়। তবে অনেক গীত মন্দিরের দ্বিতীয়বার তৈরি করার পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল।"

এনকার্টার দাউদ (David) প্রবন্ধ বলছে: In tradition, he is credited with writing 73 of the Psalms; most scholars, however, consider this claim questionable. "ঐতিহ্য অনুসারে দাউদ গীতসংহিতার ৭৩টা গীত রচনা করেন। তবে অধিকাংশ গবেষকই এ দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে করেন।"[৩১]

২. ১১. ৩. পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তক

পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের অবস্থাও একই। এখানে তুলনামূলক অনেক পরের যুগের একটা বাইবেলীয় পুস্তক 'যিরমিয়ের পুস্তকের' অবস্থা উল্লেখ করেই পুরাতন নিয়ম প্রসঙ্গ শেষ করছি।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যিরমিয় খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৬ থেকে ৫৮৭ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণের বৈপরীত্য প্রমাণ করে যে, তার নামে লেখা এ পুস্তকটা তার যুগের প্রায় ৫০০ বছর পরেও চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেনি; বরং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধীন ছিল। এ প্রসঙ্গে এনকার্টার যিরমিয় (Jeremiah) প্রবন্ধে বলা হয়েছে:

"Like all the prophetic books of the Bible, Jeremiah is a work produced through editing and redaction. ... The Book of Jeremiah is one of those Old Testament works that differ considerably as they are presented in the traditional Hebrew version (the Masoretic text) and the ancient Greek translation of the original (the Septuagint). The Greek version is longer than the Hebrew and appears in a different order. This suggests that the Book of Jeremiah was relatively late in reaching a fixed and final canonical status in the Hebrew Bible."

"নবীদের নামে প্রচলিত বাইবেলীয় অন্যান্য সকল পুস্তকের মতই যিরমিয় পুস্তকটা সম্পাদনা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। ... যিরমিয়ের পুস্তকটা পুরাতন নিয়মের সে সকল পুস্তকগুলোর অন্যতম যেগুলোর বিষয়ে ঐতিহ্যগত ইহুদি বাইবেলের ভাষ্য এবং মূল বাইবেলের প্রাচীন গ্রিক অনুবাদ (সেপ্টুআজিন্ট)-এর ভাষ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত বিদ্যমান। হিব্রু সংস্করণের চেয়ে গ্রিক সংস্করণ দীর্ঘতর এবং ভিন্ন বিন্যাসে উপস্থাপিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যিরমিয়ের পুস্তকটার হিব্রু বাইবেলের মধ্যে নির্ধারিত ও চূড়ান্ত স্বীকৃত রূপ নিতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল।"[৩২]

---

[৩১] "David (king)." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

[৩২] Vawter, Rev. Bruce. "Jeremiah." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

২. ১২. ইঞ্জিলগুলোর রচনাকাল ও লেখক

নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপিগুলোর অবস্থা পাঠক দেখেছেন। পুস্তকগুলো প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকে লেখা বলে দাবি করা হলেও পরবর্তী প্রায় ৪০০ বছর পর্যন্ত এগুলোর কোনো পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। যে পাণ্ডুলিপিগুলো ৪র্থ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে লেখা বলে মনে করা হচ্ছে সেগুলো লেখার সময়ও নিশ্চিত নয়। সর্বোপরি এ সকল পাণ্ডুলিপির পুস্তকসংখ্যা, বিন্যাস, মূল ভাষ্য ও বক্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত বৈপরীত্য নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে, এ সকল পুস্তকের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনের ধারা ৪র্থ শতাব্দীর পরেও অব্যাহত ছিল। আমরা প্রথমে ইঞ্জিলগুলোর বিষয় আলোচনা করব।

২. ১২. ১. ঈসা মাসীহের ভাষা কী ছিল?

ইঞ্জিলগুলো যেহেতু যীশুর নামে প্রচারিত সেহেতু তিনি কী ভাষায় ধর্ম প্রচার করেছেন তা জানা দরকার। পাণ্ডুলিপি বিষয়ক পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, নতুন নিয়মের সকল প্রাচীন ও আধুনিক পাণ্ডুলিপি গ্রিক ভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈসা মাসীহ গ্রিকভাষী ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর জাতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় কথা বলতেন।

প্রাচীন যুগ থেকে ইহুদি জাতির ধর্মীয় ও জাগতিক ভাষা ছিল হিব্রু। খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর দিক থেকে 'আরামীয়' বা আরামাইক (Aramaic) ভাষা ইহুদি জাতি ও ফিলিস্তিনের সাধারণ ভাষায় (LINGUA FRANCA) পরিণত হয়। আরামাইক ও হিব্রু উভয়ই সেমিটিক ভাষা এবং উভয় ভাষার মধ্যে মিল ও নৈকট্য খুবই বেশি। অনেকটা আসামীয় ও বাংলা বা উর্দু ও হিন্দির মত। যীশু খ্রিষ্টের সময়ে ফিলিস্তিনের এবং ইহুদি জাতির সাধারণ ভাষা ছিল আরামীয় বা আরামাইক ভাষা। তিনি, তাঁর শিষ্যরা এবং তাঁর সমাজের সকল মানুষ এ ভাষাতেই কথা বলতেন। এ সময়ে ফিলিস্তিন গ্রিকভাষী শাসকদের অধীনে ছিল। তবে ইহুদি বা ফিলিস্তিনের জুডিয়া রাজ্যের অধিবাসীরা সাধারণভাবে গ্রিক জানতেন না। এ বিষয়ে উইকিপিডিয়ার 'যীশুর ভাষা' (Language of Jesus) প্রবন্ধের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"It is generally agreed that Jesus and his disciples primarily spoke Aramaic, the common language of Judea in the first century AD, ... Aramaic was the common language of the Eastern Mediterranean during and after the Neo-Assyrian, Neo-Babylonian, and Achaemenid Empires (722–330 BC) and remained a common language of the region in the first century AD. In spite of the increasing importance of Greek, the use of Aramaic was also expanding, and it would eventually be dominant among Jews both in the Holy Land and elsewhere in the Middle East around 200 AD and would remain so until the Islamic conquests in the seventh century... According to Hebrew historian Josephus, Greek was not spoken in first century Palestine. Josephus also points out the extreme rarity of a Jew knowing Greek. Josephus wrote: ... our nation does not encourage those that learn the languages of many nations."

"সাধারণভাবে এ বিষয়ে ঐকমত্য বিদ্যমান যে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা মূলত আরামীয়/ আরামাইক ভাষায় কথা বলতেন। এটাই প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকে যুডিয়া রাজ্যের সাধারণ ভাষা ছিল। ... নিও আসিরীয়ান, নিও ব্যাবিলোনিয়ান ও আকীমেনিড রাজত্বে (খ্রি. পূ. ৭২২-৩৩০) ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় আরামীয় ভাষাই ছিল সাধারণ ভাষা। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলের ভাষা এটাই ছিল। গ্রিক ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আরামাইক ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হতে থাকে। ২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের

ইহুদিদের মধ্যে এবং মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র ইহুদিদের মধ্যে এ ভাষার প্রাধান্য বিরাজ করে। ৭ম খ্রিষ্টীয় শতকে আরব বিজয় পর্যন্ত এ ভাষার কর্তৃত্ব বজায় ছিল। ... যোসেফাসের বর্ণনা অনুসারে প্রথম শতাব্দীতে ফিলিস্তিনে গ্রিক ভাষা বলা হত না। যোসেফাস আরো উল্লেখ করেছেন যে, গ্রিক ভাষা জানা ইহুদির সংখ্যা খুবই কম ছিল। যোসেফাস লেখেছেনঃ ... আমার জাতি ভিন্ন জাতির ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ দেয় না।"

আমরা বলেছি যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো গ্রিক ভাষায় রচিত। তবে গ্রিক ইঞ্জিলের মধ্যে উদ্ধৃত যীশুর বিভিন্ন বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি আরামাইক এবং হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন। এখানে কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করছিঃ (কেরি/ মো.-১৩)

(১) "পরে তিনি বালিকার হাত ধরে তাকে বললেন, টালিথা কুমী (Talitha cumi); অনুবাদ করলে এর অর্থ এই, বালিকা তোমাকে বলছি উঠ। (মার্ক ৫/৪১)।

এখানে গ্রিক ইঞ্জিল লেখক 'তালিথা, কুমী' বাক্য দুটো হুবহু আরামাইক ভাষায় লেখে তার অনুবাদ বা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তালিথা অর্থ বালিকা এবং আরবি ভাষার মতই 'কুম' বা 'কুমী' অর্থ দাঁড়াও।

(২) মার্ক ৭/৩৪ নিম্নরূপঃ "আর তিনি আসমারেন দিকে দৃষ্টি করে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে তাকে বললেন, ইপ্‌ফাথা (Ephphatha), অর্থাৎ খুলে যাক।"

এখানেও গ্রিক ইঞ্জিল লেখক 'ইপফাথা' শব্দটা আরামীয় ভাষায় হুবহু লেখে এরপর তার অনুবাদ লেখেছেন। হিব্রু ও আরবি ভাষার মত আরামীয় ভাষাতেও 'ফাতাহা' অর্থ খোলা এবং 'ইফতাহ' বা 'ইফফাতা' অর্থ খোল বা খুলে যাক।

(৩) মার্ক ১৪/৩৬: "তিনি বললেন, আব্বা (Abba), পিতা, তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব; আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র দূর কর...।

এখানেও গ্রিক লেখক 'আব্বা' শব্দটা হুবহু আরামীয় ভাষায় লেখে পাশে তার অর্থ 'পিতা' লেখেছেন। হিব্রু ও আরবির মতই আরামীয় ভাষায় 'আবূ' অর্থ পিতা।

(৪) মথি ৫/২২ ইংরেজি নিম্নরূপঃ "... and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council": .. "আর যে কেউ আপন ভাইকে বলে, 'রাকা' (Raca: রে নির্বোধ) সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে।

এখানে গ্রিক ইঞ্জিল লেখক আরামীয় 'রাকা' শব্দটাকে হুবহু রেখে দিয়েছেন। ইংরেজিতেও তা হুবহু রয়েছে। তবে বাংলা বাইবেলে শব্দটা অনুবাদ করা হয়েছে।

(৫) যোহন ২০/১৬ ইংরেজি কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপঃ "Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master." অর্থাৎ "যীশু তাঁকে বললেন, মরিয়ম। তিনি নিজেকে ফেরালেন এবং তাঁকে বললেনঃ 'রাব্বূনি', এর অর্থঃ প্রভু।" রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনের ভাষ্য নিম্নরূপঃ "Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Hebrew, 'Rabboni' (which means Teacher)." অর্থাৎ "যীশু তাঁকে বললেন, মরিয়ম। তিনি ফিরলেন এবং তাকে হিব্রু ভাষায় বললেনঃ 'রাব্বূনি' (এর অর্থ শিক্ষক)।"

বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "ঈসা তাঁকে বললেন, মরিয়ম। তিনি ফিরে ইবরানী ভাষায় তাঁকে বললেন, রব্বূণি! এর অর্থ 'হে গুরু'।

এখানে আমরা দেখছি যে, রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে শব্দটাকে হিব্রু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত 'রাব্ব', 'রাব্বী, 'রাব্বূনি' শব্দগুলো আরবি, হিব্রু ও আরামাইক ভাষার শব্দ। ব্যবহার পদ্ধতির কিছু পার্থক্য আছে। গ্রিক বাইবেলে মূল হিব্রু শব্দটা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুনঃ মথি ২৬/২৫,

৪৯; মার্ক ৯/৫, ১১/২১, ১৪/৪৫; যোহন: ১/৪৯, ৪/৩১, ৬/২৫, ৯/২, ১১/৮।

(৬) মথি ২৭/৪৬: "আর নবম ঘটিকার সময়ে ঈসা জোরে চিৎকার করে ডেকে বললেন, 'এলী এলী লামা শবক্তানী', অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" এখানেও গ্রিক বাইবেলে যীশুর বক্তব্য মূল আরামাইক ভাষায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। মার্কের ১৫ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকেও বক্তব্যটা মূল আরামাইক ভাষায় এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

স্বভাবতই একজন শিক্ষিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে যীশু ইহুদি জাতির ধর্মীয় ভাষা 'হিব্রু' জানতেন, বলতেন এবং ধর্মীয় আলোচনায় হিব্রু ভাষা ব্যবহার করতেন বলেই প্রতীয়মান। বাইবেলের বর্ণনায় সাধু পলের সাথে কথা বলতে তিনি হিব্রু ভাষায় কথা বলেন: "তখন আমরা সকলে ভূমিতে পড়ে গেলে আমি একটি বাণী শুনলাম সেটি ইবরানী ভাষায় আমাকে বললো, 'শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছো? কাঁটার মুখে পদাঘাত করা তোমার পক্ষে কষ্টকর!"। (প্রেরিত ২৬/১৪, মো.-১৩)

আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, সাধু পল মূলত গ্রিক ভাষায় সুপণ্ডিত গ্রিক ইহুদি ছিলেন। এরপরও আমরা দেখছি যে, সাধু পলের বর্ণনা অনুসারে, ঊর্ধ্বগমনের পরেও তিনি এরূপ একজন গ্রিক পণ্ডিতের সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বলছেন। এ সকল বিষয় নিশ্চিত করে যে, যীশু হিব্রু অথবা আরামীয় ভাষায় কথা বলতেন। কখনোই তাঁর ওয়ায ও প্রচার গ্রিক ভাষায় ছিল না। তিনি গ্রিক ভাষা জানতেন কিনা, অথবা কখনো গ্রিক ভাষায় কারো সাথে কথা বলেছেন কিনা সে বিষয়ে গবেষকদের মতবিরোধ রয়েছে। তবে তিনি যে জাতির মানুষদের কাছে তাঁর ধর্ম প্রচার করতেন তাদের মধ্যে গ্রীক ভাষায় কথা বলার প্রচলন ছিল না। উপরন্তু তারা বিজাতীয় ভাষাকে ঘৃণা করতেন।[৩৩]

২. ১২. ২. কোন ভাষায় যীশু তাঁর ইঞ্জিল প্রচার করেন?

উপরের তথ্যাদির ভিত্তিতে যে কোনো বিবেকবান মানুষ নিশ্চিত হবেন যে, যীশু তাঁর শিক্ষা বা ইঞ্জিল তাঁর শিষ্যদের ও তাঁর জাতির কাছে হিব্রু বা আরামাইক ভাষায় প্রচার করেছিলেন। তিনি গ্রিক ভাষা জানতেন বা বলতেন কিনা তা বিবেচ্য নয়, তবে তাঁর জাতি ফিলিস্তিনের ইহুদিরা গ্রিক ভাষা ব্যবহার করতেন না। অনুরূপভাবে মথি, যোহন ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যও ফিলিস্তিনের ইহুদি ছিলেন। গ্রিক তাঁদের মাতৃভাষা বা ধর্মীয় ভাষা কোনোটাই ছিল না। গ্রিক ছিল দখলদার শাসকদের ভাষা, যাদেরকে ইহুদিরা অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং বারবার যাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে যুদ্ধ করতেন। কাজেই যুক্তি ও বিবেকের দাবি যে, যীশুর হিব্রু বা আরামাইক ইঞ্জিল তাঁরা মূল ভাষাতেই লেখবেন ও প্রচার করবেন।

কিন্তু প্রকৃত বাস্তবে আমরা দেখি যে, ইঞ্জিলের সকল প্রাচীন ও আধুনিক পাণ্ডুলিপিই গ্রিক ভাষায় রচিত। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, প্রাচীন খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা উল্লেখ করেছেন যে, মথির ইঞ্জিলটা হিব্রু ভাষায় রচিত ছিল। অবশিষ্ট তিন ইঞ্জিল এবং অন্যান্য পুস্তক মূলতই গ্রিক ভাষায় রচিত। আধুনিক গবেষকরা মথির ইঞ্জিলও গ্রিক ভাষায় রচিত বলে দাবি করেন। 'নতুন নিয়ম' পুরোটাই গ্রিক ভাষায় রচিত বলে খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও বাইবেল গবেষকরা বর্তমানে একমত।

বিষয়টা বড়ই বিস্ময়কর! একজন ধর্ম প্রচারক ও তাঁর শিষ্যরা তাঁদের জাতির নিকট ধর্মপ্রচার করছেন তাঁদের জাতির ভাষা বাদ দিয়ে বিজাতীয় ভাষায়! কেউ যদি বলেন রবীন্দ্র, নজরুল বা লালন সাহিত্য তৎকালীন রাজভাষা ইংরেজিতে রচিত তবে তাকে আপনি কী বলবেন?

---

[৩৩] দেখুন: Language of Jesus (Wikipedia); Which Language Did Jesus Speak – Aramaic or Hebrew? (http://www.godward.org/hebrew%20roots/did%20jesus% 20speak%20hebrew. htm); What Language Did Jesus Speak? Why Does It Matter? (http://www.patheos.com/ blogs/markdroberts/series/what-language-did-jesus-speak-why-does-it-matter/)

২. ১২. ৩. যীশু অ-ইহুদিদের মাঝে ধর্ম প্রচার নিষেধ করেন

পাশাপাশি অন্য একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। যীশু অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি কেবলমাত্র বনি-ইসরাইল বা ইহুদিদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। উপরন্তু তিনি তাঁর প্রেরিতদেরকে অ-ইহুদিদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন।

যীশু তাঁর ১২ শিষ্যকে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে বলেন: "তোমরা অ-ইহুদীদের (Gentiles পরজাতি) পথে যেও না এবং সামেরিয়দের কোন নগরে প্রবেশ করো না, বরং ইসরাইল-কুলের হারানো মেষদের কাছে যাও। আর তোমরা যেতে যেতে এই সুমাচার তবলিগ কর, বেহেশতী-রাজ্য সন্নিকট।" (মথি ১০/৫-৮, মো.-১৩)

কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন: "পবিত্র বস্তু কুকুরদেরকে দিও না এবং তোমাদের মুক্তা শূকরের সম্মুখে ফেলো না; পাছে তারা পা দিয়ে তা দলায় এবং ফিরে তোমাদেরকে আক্রমণ করে।" (মথি ৭/৬, মো.-১৩)

অর্থাৎ ইস্রায়েলের ১২ গোত্রের মানুষ ছাড়া সকলেই কুকুর ও শূকরতুল্য। কাজেই কোনো পবিত্র বস্তু তাদেরকে দেওয়া যাবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে: "আর দেখ, ঐ অঞ্চলের এক জন কেনানীয় স্ত্রীলোক এসে এই বলে চেঁচাতে লাগল, হে প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন, আমার কন্যাটিকে বদ-রূহে পেয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাকে কোনই জবাব দিলেন না। তখন তাঁর সাহাবীরা কাছে এসে তাঁকে নিবেদন করলেন, একে বিদায় করুন, কেননা সে আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাচ্ছে। জবাবে তিনি বললেন, ইসরাইল-কুলের হারানো ভেড়া ছাড়া আর কারো কাছে আমি প্রেরিত হইনি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি এসে তাঁকে সেজ্‌দা করে বললো, প্রভু, আমার উপকার করুন। জবাবে তিনি বললেন, সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ভাল নয়। (মথি ১৫/২২-২৮, মো.-১৩। পুনশ্চ: মার্ক ৭/২৫-২৯)

যেহেতু তিনি শুধু হিব্রু-আরামাইক ইহুদি জাতির জন্য প্রেরিত এবং তাঁর শিষ্যরা শুধু তাঁদের মধ্যেই প্রচারের জন্য প্রেরিত, কাজেই তাঁদের ও তাঁদের জাতির মাতৃভাষা ও ধর্মীয় ভাষা বাদ দিয়ে তাঁদের জাতির নিকট ঘৃণিত ও অব্যবহৃত 'গ্রিক' ভাষায় ইঞ্জিল প্রচার করবেন কেন? অ-ইহুদিদের মাঝে ধর্ম প্রচারই যেহেতু নিষিদ্ধ সেহেতু অ-ইহুদি ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনার অবকাশ কোথায়?

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে কবর থেকে পুনরুত্থানের পর তিনি বলেন: "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।" (মার্ক ১৬/১৫)

এ নির্দেশ সত্য হলেও তা তিনি পুনরুত্থানের পরে দিয়েছেন। আর তিনি তাঁর ইঞ্জিল তো এর আগেই প্রচার করেছেন। কাজেই নিশ্চিতভাবেই তিনি তাঁর ইঞ্জিল হিব্রু বা আরামাইক ভাষায় প্রচার করেছেন।

তবে পুনরুত্থানের পরে 'অ-ইহুদিদের' কাছে ধর্ম প্রচারের নির্দেশটা বাহ্যত পরবর্তী সংযোজন। কারণ 'প্রেরিত' পুস্তকের ১০ অধ্যায় থেকে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, এ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার আগে অ-ইহুদিদের মধ্যে যীশুর ধর্ম প্রচারের কোনো চিন্তাই শিষ্যরা করেননি। এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা নিজেদেরকে ইহুদি বলে বিশ্বাস করতেন এবং অ-ইহুদিদেরকে অপবিত্র বলে মনে করতেন। এ ঘটনায় পিতর ঈশ্বরের পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, অ-ইহুদিদের কাছে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "আপনারা তো জানেন, ইহুদী নয় এমন কোন লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া কিংবা তার কাছে আসা ইহুদী লোকের পক্ষে আইনসম্মত নয়; কিন্তু আমাকে আল্লাহ্ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে নাপাক কিংবা অপবিত্র বলা উচিত নয়।" (প্রেরিত ১০/২৮, মো.-১৩)।

'প্রেরিত' পুস্তকের ১১ ও ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অ-ইহুদি কিছু মানুষকে যীশুর ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার কারণে প্রেরিতগণ ও অন্যান্য শিষ্য কঠিন আপত্তি করেন। বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক এমন কঠিন পর্যায়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত ৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জেরুজালেমে প্রেরিতগণ ও খ্রিষ্টধর্মীয় প্রাচীনবর্গের 'মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার পক্ষে পিতর নিজের স্বপ্নের কথা বলেন এবং পুরাতন নিয়ম থেকে কিছু কথা উদ্ধৃত করে অ-ইহুদিদেরও ধর্মশিক্ষা দেওয়া বৈধ বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন। সাধু পল বিভিন্ন পত্রে পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে অ-ইহুদিদের ধর্মান্তর করার বৈধতা দাবি করেছেন। কিন্তু পল, পিতর বা অন্য কোনো প্রেরিত বা শিষ্য কখনোই বলেননি যে, যীশু অ-ইহুদিদের নিকট সুসমাচার প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়টা নিশ্চিত করে যে, পুনরুত্থানের পর সকল জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার বা বাপ্তাইজ করার কোনো নির্দেশনাই প্রেরিতগণ এবং প্রথম প্রজন্মের শিষ্যরা জানতেন না।

কেউ কি কল্পনা করতে পারেন যে, যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পর ১১ জন প্রেরিতকে একত্র করে একটামাত্র নির্দেশ প্রদান করবেন, কিন্তু প্রেরিতগণ সকলেই তা একেবারেই ভুলে যাবেন? তাঁরা অ-ইহুদিদের শিক্ষা দিচ্ছেন না। অন্য কেউ দিলে আপত্তি করছেন এবং যারা দিচ্ছেন তাঁরাও নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ পেশ করছেন, কিন্তু কেউই যীশুর নির্দেশের কথা বলছেন না? এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, যীশু শিষ্যদেরকে সকল জাতির নিকট গমনের নির্দেশ দেননি। অথবা সকল জাতি বলতে তাঁরা ইহুদিদের সকল সম্প্রদায় বুঝেছেন। সর্বাবস্থায় যীশুর শিষ্যরা নিজেদেরকে ইহুদি জাতির প্রতি প্রেরিত বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁদের ভাষাতেই ইঞ্জিল প্রচার করতেন। অন্যদের ভাষায় ইঞ্জিল লেখা তো দূরের কথা, অন্য জাতির মানুষদের সাথে সংমিশ্রণই তো ইহুদি ধর্মে নিষিদ্ধ আপত্তিকর বিষয় বলে নিশ্চিত করেছেন পিতর।

২. ১২. ৪. মূল হিব্রু বা আরামীয় থেকে গ্রিক অনুবাদ?

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈসা মাসীহের ইঞ্জিলটা নিঃসন্দেহে হিব্রু-আরামাইক ভাষায় রচিত ও প্রচারিত ছিল। তাহলে নতুন নিয়মের ইঞ্জিলগুলো গ্রিক হয়ে গেল কিভাবে? এখানে দুটো সম্ভাবনা বিদ্যমান: অনুবাদ অথবা জালিয়াতি।

প্রথম সম্ভাবনা অনুবাদ। প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো কোনোটাই প্রকৃত ইঞ্জিল নয়। সর্বোচ্চ বলা যায় যে, এগুলো ইঞ্জিল বলে কথিত কিছু হিব্রু বা আরামীয় কথার গ্রিক অনুবাদ। *Where is God's True Church Today* বইয়ের লেখক Brian Knowles 'যীশু কোন্ ভাষায় কথা বলতেন: আরামাইক না হিব্রু (Which Language Did Jesus Speak – Aramaic or Hebrew) শিরোনামে লেখেছেন:

"the way the Synoptic Gospels came into being consider the following series of steps in textual development: A written Hebrew original 'Life of Jesus', A literal Greek translation of the above, A Greek anthological translation, The first Greek reconstruction, Luke, Mark, Matthew."

"প্রথম তিন ইঞ্জিল অস্তিত্ব লাভ করেছে নিম্নের প্রক্রিয়ায় কয়েকটা ধাপের লিখিত ভাষ্যের বিবর্তনের মাধ্যমে: (ক) হিব্রু ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ 'যীশুর জীবন', (খ) উপরের পুস্তকের আক্ষরিক গ্রিক অনুবাদ, (গ) গ্রিক ভাষায় সংকলনমূলক অনুবাদ, (৪) প্রথম গ্রিক পুনর্লিখন, (৫) লূক, (৬) মার্ক এবং (৭) মথি।"[৩৪]

---

[৩৪] Which Language Did Jesus Speak – Aramaic or Hebrew? (http://www. godward.org/hebrew%20roots/did%20jesus%20speak%20hebrew. htm); What Language Did Jesus Speak? Why Does It Matter? (http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/what-language-did-jesus-speak-why-does-it-matter/)

উইকিপিডিয়ার 'যীশুর ভাষা' (Language of Jesus) প্রবন্ধে বলা হয়েছেঃ

A very small minority believe that most or all of the New Testament was originally written in Aramaic. However, such theories are rejected by mainstream Biblical scholarship. Traditionally parts of the Church of the East (Nestorian church) have also claimed originality for the Aramaic New Testament, though this is considered by scholars to be a translation from Greek. Instead, the consensus among mainstream academia is that although it is possible that there may be Aramaic source materials that underpin some portions of the New Testament, the New Testament was compiled and redacted in the Greek language. Scholars are also in agreement that there did exist at one time an early Aramaic/Hebrew version of a Jewish-Christian gospel, although its relation to the Greek gospels is not completely clear due to a lack of sources.

"অত্যন্ত অল্প সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করেন যে, অধিকাংশ অথবা পুরো নতুন নিয়ম মূলত আরামাইক ভাষায় লেখা হয়েছিল। মূলধারার বাইবেল গবেষকরা এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঐতিহ্যগতভাবে পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের একটা অংশ নেস্তরিয়ান চার্চও আরামাইক নতুন নিয়মকেই মূল বলে দাবি করত। তবে গবেষকরা মনে করেন যে, এটাও মূল গ্রিক নতুন নিয়মের অনুবাদ মাত্র। এর বিপরীতে মূলধারার গবেষকরা একমত যে, নতুন নিয়মের সংকলনের পিছনে হয়ত আরামাইক ভাষার উৎস ও সূত্র বিদ্যমান ছিল, তবে নতুন নিয়ম মূলতই গ্রিক ভাষায় সংকলিত ও সম্পাদিত। গবেষকরা একমত যে, ইহুদি থেকে খ্রিষ্টান হওয়া 'হিব্রু-খ্রিষ্টানদের' মধ্যে এক সময় শুধুই একটা আরামাইক/ হিব্রু ভাষার ইঞ্জিল বিদ্যমান ছিল। তবে তথ্যের অভাবে গ্রিক ইঞ্জিলের সাথে সে হিব্রু ইঞ্জিলের সম্পর্কের বিষয়টা স্পষ্ট নয়।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন লেখকের মতানুসারে ইঞ্জিল বলে পরিচিত এ পুস্তকগুলো মূল ইঞ্জিল নয়। সর্বোচ্চ বিবেচনায় এগুলো অনুবাদ এবং অনেক ধাপের অনুবাদ। মূলের অনুবাদের অনুবাদের অনুবাদ এবং আরো অনেক বিষয় সংযোজন। এখন প্রশ্ন হল: এরূপ অনুবাদকে ঐশী গ্রন্থ বলে গণ্য করা যায় কিনা? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পাঠককে নিম্নের বিষয়গুলো অনুধাবন করতে অনুরোধ করছি:

২. ১২. ৪. ১. অনুবাদ ও মূলের মধ্যে পার্থক্য

অনুবাদক যত আন্তরিক, সৎ ও ভাষাবিদই হোন না কেন, মূল বক্তব্য আর অনুবাদ কখনোই এক হতে পারে না। শ্রোতার বুঝের ভুল বা অনুবাদকের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা বাদ দিলেও মূল বক্তব্যের শব্দাবলি ও বাক্য একাধিক অর্থ ও ভাব প্রকাশ করতে পারে। অনুবাদক শুধু একটা অর্থ সঠিক মনে করে অনুবাদ করেন। মূল বক্তব্য হুবহু সংরক্ষিত হলে তা থেকে শ্রোতা বা সংকলক যা বুঝেছেন, পাঠক বা পরবর্তী গবেষক অন্য অর্থ বুঝতে পারেন। আর এজন্যই মুসলিম উম্মাহ কুরআনের ক্ষেত্রে মূল পাঠ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ প্রকাশ করা অবৈধ মনে করেন। মুল আরবি পাঠের পাশাপাশি অনুবাদ থাকলে যে কোনো আগ্রহী পাঠক যে কোনো আয়াতের অর্থ মূলের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন বা ভিন্ন অর্থ ও নির্দেশনা বুঝতে পারেন। কুরআনের অনেক আয়াতের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুফাস্‌সিরগণ নির্দিষ্ট অর্থ করেন। তা সত্ত্বেও প্রাচ্যবিদগণ বা খ্রিষ্টান পাদরিগণ আরবি শব্দের একটা নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে এ সকল আয়াতের ভিন্ন অর্থ দাবি করে থাকেন। মূল পাঠ সংরক্ষিত থাকার ফলেই তা সম্ভব হয়। ইঞ্জিলগুলোর মূল হিব্রু বা আরামীয় পাঠ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে বর্তমান প্রচলিত পুস্তকগুলোকে 'অনুবাদ' ধরলেও কখনোই মূলের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য করা যায় না।

২. ১২. ৪. ২. যীশুর কথা শিষ্যরাও বুঝতেন না

ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যীশুর কথার মধ্যে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা থাকত। এমনকি তিনি বুঝিয়ে না দিলে তাঁর যুগের মানুষেরা এবং তাঁর শিষ্যরাও অনেক সময় তাঁর কথা বুঝতে পারতেন না। এ প্রকার বক্তব্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। (লূক ৯/৪৪-৪৫; ১৮/৩১-৩৪; যোহন ৮/২৭; ১০/৬, ১২/১৬)। এখানে সামান্য দু-একটা নমুনা পেশ করছি।

গোঁড়া ইহুদিদের একটা ফিরকা ফরীশী (Pharisees) নামে প্রসিদ্ধ। ফরীশী ফিরকার একজন ইহুদি অধ্যক্ষ বা নেতা (ruler) ছিলেন নীকদীম (Nicodemus)। তিনি যীশুর নিকট এসে তাঁর সাথে কথা বলেন। যীশু নীকদীমকে বলেনঃ "সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, নতুন জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না।"

নীকদীম যীশুর এই কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হন। তিনি বলেনঃ "মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে তার জন্ম হতে পারে. সে কি দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে?"

তখন যীশু আবার তাঁর কথাটা তাঁকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু এবারেও নীকদীম বুঝতে অক্ষম হন। তিনি আবার প্রশ্ন করেনঃ "এসব কিভাবে হতে পারে? জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন, "তুমি ইসরাইলের শিক্ষক হয়েও এসব বুঝতে পারছো না?"... (যোহন/ ইউহোন্না ৩/১-১১, মো.-১৩)।

যোহন (ইউহোন্না) লেখেছেনঃ "এর পরে (যীশু) তাঁদেরকে বললেন, আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি ঘুম থেকে তাকে জাগাতে যাচ্ছি। তখন সাহাবীরা তাঁকে বললেন, প্রভু, সে যদি ঘুমিয়েই থাকে তবে রক্ষা পাবে। ঈসা তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করলেন যে, তিনি নিদ্রাজনিত বিশ্রামের কথা বলছেন। অতএব ঈসা তখন স্পষ্টভাবে তাঁদেরকে বললেন, লাসার ইন্তেকাল করেছে।" (ইউহোন্না/ যোহন ১১/১১-১৪, মো.-১৩)

এখানেও মাসীহের শিষ্যরা তাঁর কথা বুঝতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করার পরে তাঁরা বুঝলেন।

মথি ১৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ "ঈসা তাদেরকে বললেন, তোমরা সতর্ক হও, ফরীশী (Pharisees) ও সদ্দূকীদের (Sadducees) খামি (leaven: খামির) থেকে সাবধান থাক। তখন তাঁরা পরস্পর তর্ক করে বলতে লাগলেন, আমরা যে রুটি আনিনি। এই কথা বুঝতে পেরে ঈসা বললেন, হে অল্প-বিশ্বাসীরা, তোমাদের রুটি নেই বলে কেন পরস্পর তর্ক করছো? ..... তোমরা কেন বোঝ না যে, আমি তোমাদেরকে রুটির বিষয় বলিনি? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামি থেকে সাবধান থাক। তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, তিনি রুটির খামি থেকে নয়, কিন্তু ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান থাকবার কথা বলেছেন।" (মথি ১৬/৬-১২, মো.-১৩)

এখানেও খ্রিষ্টের শিষ্যরা তাঁর কথা বুঝতে পারেননি। তিনি তাঁদের ধমক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেই তাঁরা তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারলেন।

যীশু যে মৃত বালিকাকে জীবিত করেন, তার বিষয়ে লূক ৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ "তখন সকলে তার জন্য কাঁদছিল ও মাতম করছিল। তিনি বললেন, কেঁদো না; সে মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। তখন তারা তাঁকে উপহাস করলো, কেননা তারা জনতো, সে ইন্তেকাল করেছে।" (লূক ৮/৫২-৫৩, মো.-১৩)

এখানেও সমবেত মানুষেরা তাঁর কথা বুঝতে না পেরে তাঁকে উপহাস করেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, যীশুর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে যীশুর শিষ্যরা প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের

জীবদ্দশাতেই কিয়ামত ও পুনরুত্থান সংঘটিত হবে। বর্তমান যুগের খ্রিষ্টান গবেষকরা একমত যে, তাঁরা যীশুর কথার ভুল অর্থ বুঝেছিলেন। যোহনের সুসমাচারের শেষে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, শিষ্য ও ভ্রাতৃগণ যীশুর বক্তব্যের অর্থ বুঝেননি।

এভাবে বাইবেলের বারবার বলা হয়েছে যে, যীশুর বক্তব্য শিষ্যরা ভালভাবে বুঝতে পারতেন না। এছাড়া অধিকাংশ শিষ্য উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। যীশুর মূল বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষায় সংরক্ষিত না থাকার কারণে শিষ্যরা বা পরবর্তীরা কোন কথার কী অর্থ বুঝেছেন এবং কী অনুবাদ করেছেন তা আমরা জানতে পারছি না।

২. ১২. ৪. ৩. অনুবাদকের পরিচয় ও যোগ্যতা

সবচেয়ে বড় বিষয় অনুবাদকের পরিচয় ও যোগ্যতা। অনুবাদকের পরিচয়, যোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও কোনো ঐশী গ্রন্থের অনুবাদকে ঐশী গ্রন্থ বলা যায় না। আর ইঞ্জিলগুলোর ক্ষেত্রে অনুবাদকের পরিচয়ই জানা যায় না। কাজেই এগুলোকে ঐশী গ্রন্থ বলে দাবি করা কিভাবে বিবেক-সম্মত হতে পারে?

২. ১২. ৫. যীশু ও শিষ্যদের নামে গ্রিকভাষীদের লেখা পুস্তক?

আমরা দেখলাম যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো কোনো অবস্থাতেই যীশুর ইঞ্জিল নয়। সর্বোচ্চ বিবেচনায় তা যীশুর ইঞ্জিলের অজ্ঞাতসূত্র অনুবাদ হতে পারে। তবে এর চেয়েও জোরালো সম্ভাবনা যে এগুলো মূলতই গ্রিকভাষী কিছু মানুষের রচিত নামহীন বা পরনামী পুস্তক, যা তারা লেখে যীশু বা তাঁর শিষ্যদের নামে চালিয়েছেন। তিনটা কারণে এ সম্ভাবনাটাই জোরালো:

প্রথমত: প্রথম যুগগুলোর খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করতেন যে, পবিত্র আত্মা তাদের সকলের কাছেই আগমন করেন। কাজেই প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই নবী পর্যায়ের। যোহনের ১৪ অধ্যায়ের ১৫-৩০ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে যীশু শিষ্যদেরকে বলেন যে, যীশুর চলে যাওয়াই ভাল, কারণ তিনি না গেলে তাঁর পরের 'সহায়' আসতে পারবেন না। তিনি যেয়ে অন্য সহায়কে (another Paraclete) পাঠিয়ে দেবেন। পরবর্তী সহায় সত্যের আত্মা (the Spirit of truth)। তিনি তাদের সাথে থাকবেন এবং তাদের মধ্যেই থাকবেন (he dwelleth with you, and shall be in you)।

খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, 'সত্যের আত্মা' বলতে এখানে 'পবিত্র আত্মা' (Holy Spirit) বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিম গবেষকরা দাবি করেন যে, এটা মূলত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। বিশেষত এখানে যীশু বলেছেন যে, তিনি না গেলে পরবর্তী সহায় সত্যের আত্মা আগমন করতে পারবেন না। এ কথাটা 'পবিত্র আত্মার' ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে 'পবিত্র আত্মা' যীশুর পৃথিবীতে থাকা অবস্থাতেও বারবার পৃথিবীতে এসেছেন। (যেমন: মথি ১/১৮-১৯, ৩/১৬-১৭; মার্ক ১/১০; মূলক ৩/২১-২২ ইত্যাদি)

সর্বাবস্থায় এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র আত্মা সকল খ্রিষ্টান এবং বিশেষত ধার্মিক খ্রিষ্টানদের সাথে এবং মধ্যেই বিরাজমান। তাদের মনের মধ্যে কিছু উদয় হলেই তাকে পবিত্র আত্মা বা ঈশ্বরের কথা মনে করতেন তাঁরা। মুসলিম সমাজে বিভিন্ন বিভ্রান্ত সম্প্রদায় কাশফ, ইলকা, ইলহাম ইত্যাদি বিষয়কে যেরূপ ঢালাও ব্যবহার করে এবং ধর্মের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে তৎকালীন খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও ধার্মিক মানুষদের অবস্থা ছিল তদ্রূপ। পরবর্তী যুগগুলোতেও এ বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

এসনাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এ প্রসঙ্গে বলেছে: "Thus, the Spirit, which in the Old Testament had been viewed as resting only on special charismatic figures, in the New Testament became "democratized"—i.e., was given to the whole people of

the New Covenant." "পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিতে 'আত্মা' শুধু বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তিময় ব্যক্তিদের নিকটেই আসতেন। পক্ষান্তরে নতুন নিয়মে এসে 'আত্মা'র গণতন্ত্রায়ণ ঘটে। নতুন নিয়মের সকল মানুষকেই তা প্রদান করা হল।"[৩৫]

এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে অগণিত ধার্মিক খ্রিষ্টান পবিত্র আত্মার প্রেরণা মনে করে যা ইচ্ছা তাই লেখে বেনামে বা যীশুর নামে বা প্রসিদ্ধ শিষ্যদের নামে প্রচার করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ খ্রিষ্টধর্মের প্রথম কয়েক শত বছর ধার্মিক খ্রিষ্টানরা কোনো সাধু বা নবীর নামে কোনো কথা লেখে প্রচার করাকে জালিয়াতি বলেই মনে করতেন না। সমাজের ধার্মিকরা কেউই একে কোনো অন্যায় বা অনুচিত কর্ম মনে করতেন না!

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার biblical literature-এর বক্তব্য নিম্নরূপঃ

As far as the New Testament is concerned, there could be no Bible without a church that created it; yet conversely, having been nurtured by the content of the writings themselves, the church selected the canon. ... Indeed, until c. AD 150, Christians could produce writings either anonymously or pseudonymously—i.e., using the name of some acknowledged important biblical or apostolic figure. The practice was not believed to be either a trick or fraud. ...

"নতুন নিয়মের বিষয়টা হল, যদি চার্চ (ধর্মগুরুদের মণ্ডলি) বাইবেল তৈরি না করতেন তাহলে কোনো বাইবেলই থাকত না। অপরদিকে লেখনিগুলোর বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে চার্চই বাইবেলের বইগুলো বাছাই করেছে। ... প্রকৃত বিষয় হল, ১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কোনো খ্রিষ্টান নাম প্রকাশ না করে, অথবা কোনো প্রসিদ্ধ বাইবেলীয় ব্যক্তিত্ব বা যীশুর শিষ্যদের নামে বই লেখতে পারতেন। এরূপ কর্মকে ছলচাতুরি বা প্রতারণা বলে গণ্য করা হত না! ..."

এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, মথি, মার্ক, লূক, যোহন ইত্যাদি নামে প্রচারিত 'ইঞ্জিলগুলো' মূলত দ্বিতীয় শতকে অজ্ঞাত পরিচয় লেখক কর্তৃক রচিত এ জাতীয় 'anonymous' নামবিহীন বা 'pseudonymously' বা 'পরনামে লেখা' পুস্তক।

তৃতীয়তঃ প্রথম শতকেই খ্রিষ্টানরা দু' ধারায় বিভক্ত হয়ে যান। প্রথম ধারায় ছিলেন সে সকল বনি-ইসরাইল যারা ইহুদি ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং যীশু খ্রিষ্টকে ইহুদি ধর্মের প্রতিশ্রুত মাসীহ হিসেবে বিশ্বাস করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এদেরকে ইহুদীয়-খ্রিষ্টান বা হিব্রু-খ্রিষ্টান (Judeo Christaians/ Jewish Christians/ Hebrew Christians) বলা হয়। দ্বিতীয় ধারার পুরোধা ছিলেন সাধু পল। তাঁর অনুসারীদেরকে পলীয় খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী খ্রিষ্টান (Pauline Christaians) বা গ্রিক-হেলেনীয় খ্রিষ্টান (Greek-Helenistic Christians) বলা হয়। উভয় ধারার মধ্যে বিদ্যমান কঠিন মতভেদ এবং এক ধারার উপর অন্য ধারার বিজয় লাভের প্রচেষ্টার বিষয়টা মূল্যায়ন করলে এরূপ জালিয়াতির সম্ভাবনা আরো শক্তিশালী বরং নিশ্চিত হয়ে যায়।

যীশুর উর্ধ্বগমনের কয়েক বছর পর সাধু পল দাবি করেন যে, যীশু তাকে অ-ইহুদি বা পরজাতিদের জন্য প্রেরিত বানিয়েছেন। (প্রেরিত ২৬/১৭; গালাতীয় ১/১৬, ২/৭-১০)। তিনি অ-ইহুদি বা গ্রিকভাষী পরজাতিদের মধ্যে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যীশু খ্রিষ্টের নামে প্রচারিত তার নতুন ধর্মটা দ্রুত অ-ইহুদি গ্রিকভাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

---

[৩৫] Britanica CD: Biblical litarature, the new testament canon.

যীশুর মূল অনুসারী ফিলিস্তিনের ইহুদিরা, যারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন মূসার শরীয়ত পালনের পক্ষে। পক্ষান্তরে পল শরীয়ত মুক্ত ধর্মের প্রচারক ছিলেন। উভয় ধারার মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ বাড়তে থাকে। বাহ্যত এজন্য পল হিব্রু খ্রিষ্টানদের প্রচারিত ইঞ্জিলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এজন্য তিনি বারবার বলেন, তাঁর নিজের ইঞ্জিল ছাড়া অন্য কোনো ইঞ্জিল, অর্থাৎ হিব্রু ইঞ্জিল যদি কেউ প্রচার করে তবে সে অভিশপ্ত (গালাতীয় ১/৬, ৮-৯; ২-করিন্থীয় ১১/৪)।

অতি দ্রুতই অ-ইহুদি গ্রিকভাষীদের মধ্যে পলীয় খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করে এবং পলীয় বা গ্রিকরা (Pauline Christaians) হিব্রুদের (Judeo Christaians) উপর প্রাধান্য লাভ করেন। হিব্রুরা কোণঠাসা হয়ে যান। এ পর্যায়ে সাধু পলের অনুসারী গ্রিক-ভাষী খ্রিষ্টানরা যীশু খ্রিষ্টের ১০০/১৫০ বছর পরে পর্যন্ত 'পবিত্র সাধুদের নামে' নিজেদের মনগড়া ইঞ্জিল লেখতে থাকেন। তাঁরা সমাজে ঈসা মাসীহের নামে বহুল প্রচলিত সত্যগুলোর সাথে নিজেদের মনগড়া, মিথ্যা ও কাল্পনিক গল্প লেখে 'অমুকের লেখা ইঞ্জিল' নামে প্রচার করেন।

স্বভাবতই এ সকল পলীয় খ্রিষ্টান গ্রিকভাষী ছিলেন এবং হিব্রু ও আরামীয় ভাষার চেয়ে গ্রিক ভাষায় অধিক পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁরা মূলত গ্রিকভাষীদের জন্যই লেখেছেন। এজন্য এ সকল ইঞ্জিল গ্রিক ভাষায় রচিত হয়েছে।

২. ১২. ৬. হারিয়ে গেল মূল ইঞ্জিল

উইকিপিডিয়ার তথ্য থেকে আমরা দেখেছি যে, মূল হিব্রু-আরামাইক ইঞ্জিলের সাথে প্রচলিত গ্রিক ইঞ্জিলগুলোর সম্পর্ক কেউ বলতে পারেন না। কারণ মূল হিব্রু-আরামাইক ইঞ্জিলটা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। কয়েকটা কারণে এরূপ ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়: (১) নিজেদেরকে ইহুদি বলে বিশ্বাস করা, (২) অচিরেই কিয়ামত হবে বলে বিশ্বাস করা এবং (৩) হিব্রু ইঞ্জিল নির্মূল করার প্রচেষ্টা।

২. ১২. ৬. ১. প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের ইহুদীয় বিশ্বাস

প্রথম কয়েক প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা কখনোই ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের কথা চিন্তা করেননি। কারণ তারা নিজেদেরকে ইহুদি বলে বিশ্বাস করতেন। তাদের সাথে অন্যান্য ইহুদিদের পার্থক্য শুধু ঈসা মাসীহের প্রতি বিশ্বাস। সাধারণ ইহুদিদের বিপরীতে তারা যীশুকে ইহুদি জাতির প্রতিশ্রুত মাসীহ হিসেবে বিশ্বাস করতেন। তবে ধর্মীয়ভাবে তারা নিজেদেরকে ইহুদি বলে বিশ্বাস করতেন এবং পুরাতন নিয়ম বা ইহুদি বাইবেলকেই তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করতেন। যীশুর শিক্ষাকে তারা মৌখিকভাবে চর্চা করাই যথেষ্ট মনে করতেন। আমরা দেখেছি যে, প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের শেষে মৃত্যুবরণকারী প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু প্রথম ক্লিমেন্ট যীশুর বাণী বা শিক্ষাকে 'ধর্মগ্রন্থ' বলে গণ্য করতেন না। ধর্মগ্রন্থ বলতে তিনি শুধু পুরাতন নিয়মকেই বুঝতেন ও বুঝাতেন।

যীশুর শিষ্যরা নিজেদেরকে ইহুদি মনে করতেন এতটুকুই নয়; উপরন্তু ইহুদি ধর্মের প্রচলন অনুসারে অ-ইহুদিদের সাথে সংমিশ্রণও অন্যায় বলে গণ্য করতেন। তারা শুধু ইহুদিদের মধ্যেই যীশুর শিক্ষা প্রচার করতেন। আমরা দেখেছি, এ প্রসঙ্গে পিতর বলেন: "আপনারা তো জানেন, ইহুদী নয় এমন কোন লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া কিংবা তার কাছে আসা ইহুদী লোকের পক্ষে আইনসম্মত নয়" (প্রেরিত ১০/২৮, মো.-১৩)।

উইকিপিডিয়া 'প্রথম যুগের খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাস' (History of early Christianity) প্রবন্ধে লেখেছে:

"|The earliest followers of Jesus composed an apocalyptic, Second Temple Jewish sect, which historians refer to as Jewish Christianity. ... Early

Christianity gradually grew apart from Judaism during the first two centuries and established itself as a predominantly gentile religion in the Roman Empire.... Earliest Christianity took the form of a Jewish eschatological faith. The apostles traveled to Jewish communities around the Mediterranean Sea, and attracted Jewish converts. Within 10 years of the death of Jesus, apostles had spread Christianity from Jerusalem to Antioch, Ephesus, Corinth, Thessalonica, Cyprus, Crete, and Rome.

The book of Acts reports that the early followers continued daily Temple attendance and traditional Jewish home prayer. Other passages in the canonical gospels reflect a similar observance of traditional Jewish piety such as fasting, reverence for the Torah (..the Law..) and observance of Jewish holy days. In the mid-1st century, in Antioch, Paul of Tarsus began preaching to Gentiles. The new converts did not follow all "Jewish Law" ... and refused to be circumcised, ... The resulting circumcision controversy was addressed at the Council of Jerusalem about the year 50. Paul, who was vocally supported by Peter, argued that circumcision was not a necessary practice. The council agreed that converts could forgo circumcision, but other aspects of "Jewish Law" were deemed necessary. Four years after the Council of Jerusalem, Paul wrote to the Galatians about the issue, ... According to Alister McGrath, Paul considered it a great threat to his doctrine of salvation through faith in Jesus and addressed the issue with great detail in Galatians 3. The rift between Christianity and Judaism continued to grow .... Ignatius of Antioch was the first known Christian to use the label in self-reference and made the earliest recorded use of the term Christianity around 100 AD."

"যীশুর প্রাচীনতম অনুসারীরা ছিলেন শলোমনের মন্দির (মসজিদুল আকসা বা ধর্মধাম)-এর দ্বিতীয়বার নির্মাণোত্তর কিয়ামতের অপেক্ষমান এক ইহুদি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ঐতিহাসিকরা একে ইহুদীয়-খ্রিষ্টধর্ম (হিব্রু-খৃস্টধর্ম) বলে আখ্যায়িত করেন। ... প্রথম দু শতাব্দীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক খ্রিষ্টধর্ম ইহুদি ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মূলত একটা অ-ইহুদি ধর্ম হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রাচীনতম খ্রিষ্টধর্ম ইহুদি পরকালবাদী ধর্মবিশ্বাস রূপে প্রকাশ পায়। যীশুর প্রেরিত শিষ্যরা ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পরিভ্রমণ করেন এবং ইহুদিদেরকে তাদের মতে দীক্ষিত করতে আকর্ষণ করেন। যীশুর মৃত্যুর ১০ বছরের মধ্যে প্রেরিতগণ জেরুজালেম থেকে এন্টিয়ক, এফিসাস, করিন্থ, থেসালনিকা, সাইপ্রাস, ক্রীট ও রোমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন। প্রেরিতগণের কার্যবিবরণী পুস্তকটা জানাচ্ছে যে, প্রথম যুগের খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা প্রতিদিন মন্দিরে গমন এবং ইহুদিধর্মের প্রচলিত গৃহপ্রার্থনা পালন করতেন। স্বীকৃত ইঞ্জিলগুলোর বিভিন্ন বক্তব্য উপবাস, তৌরাতের প্রতি ভক্তি, ইহুদি দিবসগুলো পালন ইত্যাদি প্রচলিত ইহুদি ধার্মিকতা ও ধর্মীয় রীতির অনুসরণ প্রমাণ করে।

প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে তার্সুসের পল এন্টিয়কে অ-ইহুদিদের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। নতুন খ্রিষ্টানরা ইহুদি ধর্মের সকল বিধান পালন করে না এবং খতনা করতে অস্বীকার করে... । ৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে যেজরুজালেম সম্মেলনে খতনা বিতর্ক উত্থাপিত হয়। পিতরের সরব সহায়তায় পল

দাবি করেন যে, খতনা করা জরুরি রীতি নয়। সম্মেলন স্বীকার করে যে, নতুন খ্রিষ্টানরা খতনা বাদ দিতে পারে, তবে ইহুদি ধর্মের অন্যান্য বিধিবিধান পালন করা জরুরি। জেরুজালেম সম্মেলনের চার বছর পর পল গালাতীয়দেরকে এ বিষয়ে লেখেন। ... আলিস্টার ম্যাকগ্রাথের মতে 'যীশুতে বিশ্বাস করার মাধ্যমে মুক্তি'-র যে মতবাদ পল প্রচার করতেন শরীয়ত পালনের বিষয়টাকে পল তার সে মতবাদের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তিনি এ বিষয়টা বিস্তারিতভাবে গালাতীয়দের প্রতি ৩য় পত্রে আলোচনা করেন। খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদি ধর্মের ফাটল বাড়তে থাকে। .... এন্টিয়কের ইগনাটিয়াসই জানা মতে প্রথম খ্রিষ্টান যিনি নিজেকে 'খ্রিষ্টান' নামে অভিহিত করেন। এভাবে তিনি 'খ্রিষ্টান' পরিভাষা ব্যবহারের প্রাচীনতম রেকর্ড তৈরি করেন ১০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে।"

উইকিপিডয়া "ইহুদি ধর্ম ও প্রথম যুগের খ্রিষ্টধর্মের বিচ্ছিন্ন হওয়া" (Split of early Christianity and Judaism) প্রবন্ধে লেখেছেঃ

"The traditional view has been that Judaism existed before Christianity and that Christianity separated from Judaism some time after the destruction of the Second Temple." "প্রচলিত মত হল, খ্রিষ্টধর্মের পূর্বেই ইহুদি ধর্ম বিদ্যমান ছিল এবং (৭০ খ্রিষ্টাব্দে) দ্বিতীয়বার নির্মিত ইহুদি ধর্মধামের ধ্বংসের কিছু পরে খ্রিষ্টধর্ম ইহুদি ধর্ম থেকে পৃথক হয়।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রথম শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যীশুর অনুসারীরা নিজেদেরকে ইহুদি ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের অনুসারী বলে বিশ্বাস করতেন। এজন্য পৃথক ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের চিন্তাও তারা করেননি। প্রথম অধ্যায়ের শেষে নতুন নিয়মের বিবর্তন প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, প্রথম শতকের শেষ প্রান্তে এসেও রোমের পোপ প্রথম ক্লিমেন্ট যীশুর বাণী ও পলের পত্রকে 'ধর্মগ্রন্থ' হিসেবে গণ্য করেননি। শুধু ইহুদি বাইবেল বা পুরাতন নিয়মকে-ই একমাত্র 'ধর্মগ্রন্থ' হিসেবে গণ্য করেছেন।

২. ১২. ৬. ২. অচিরেই কিয়ামত হওয়ার বিশ্বাস

দ্বিতীয় আরেকটা কারণে প্রথম যুগের খ্রিষ্টানরা ধর্মগ্রন্থ সংকলন বা লেখা থেকে বিরত ছিলেন। উপরন্তু তারা ধর্মগ্রন্থ বা সুসমাচার লেখে রাখা বা সংরক্ষণ করার বিরোধিতা করতেন। কারণ, তারা সুনিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, অচিরেই, তাদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত বা পুনরুত্থান ও মহাবিচার সংঘটিত হবে। জীবিতরা রূপান্তরিত হবে এবং মৃতরা উত্থিত হবে। যীশু স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন এবং খ্রিষ্টানদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। তাদের মধ্যে প্রচলিত যীশু ও প্রেরিতদের বিভিন্ন বাণী ও বক্তব্য থেকেই তারা এ বিশ্বাস পোষণ করতেন। যীশুর এ সকল বাণী ও বক্তব্য বিভিন্ন সুসমাচার ও পত্রে এখনো বিদ্যমান।

যেমন যীশু এক জমায়েতে বলেন, সেখানে উপস্থিত কয়েকজন মানুষ বেঁচে থাকতেই কিয়ামত হবে। মথি ১৬/২৭-২৮: "কেননা ইবনুল-ইনসান (মানুষের সন্তান) তাঁর ফেরেশতাদের সঙ্গে তাঁর পিতার প্রতাপে আসবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুসারে প্রতিফল দেবেন। আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত ইবনুল-ইনসানকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখবে।" (মো.-১৩)

যীশু যোহনের বিষয়ে পিতরকে বলেন: "আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি?" (যোহন ২১/২২) এ কথা থেকে শিষ্যরা বুঝেন যে, যোহনের মৃত্যুর পূর্বেই যীশুর পুনরাগমন হবে। আর ঘটনাক্রমে যোহন দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। অথবা যোহনের দীর্ঘায়ুর কারণেই এ কথাটা যীশুর নামে জালিয়াতি করে প্রচার করা হয়েছিল। যীশুর পরেও তিনি প্রায় ৭০ বছর বেঁচে ছিলেন। ফলে তাঁদের বিশ্বাস আরো জোরালো হয়। প্রতিদিনই তাঁরা কিয়ামতের অপেক্ষা করতেন।

বাইবেলের শেষ পুস্তকের ভাষায় স্বয়ং যীশুই তাদেরকে ধর্মপুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করতে বা লেখতে নিষেধ করে বলেন: "আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।... তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কেননা সময় সন্নিকট।... আমি শীঘ্র আসিতেছি।" (প্রকাশিত বাক্য ২২/৭, ১০, ২০)

শিষ্যদের এ নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা আমরা নতুন নিয়মের বিভিন্ন পত্রে দেখি। যেমন, পল লেখেছেন: "কেননা আমরা প্রভুর কালাম দ্বারা তোমাদেরকে এই কথা ঘোষণা করছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকব, আমরা কোনক্রমে সেই মৃত লোকদের আগে যাব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনিসহ, প্রধান ফেরেশতার স্বরসহ এবং আল্লাহ্‌র তূরীবাদ্যসহ বেহেশত থেকে নেমে আসবেন, আর যারা মসীহে মৃত্যুবরণ করেছে, তারা প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। পরে আমরা যারা জীবিত আছি, যারা অবশিষ্ট থাকব, আসমানে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে একত্রে আমাদেরও মেঘযোগে তুলে নেওয়া হবে। আর আমরা এভাবে সব সময় প্রভুর সঙ্গে থাকব।" (১ থিষলনীকীয় ৪/১৫-১৭, মো.-১৩)

অন্যত্র লেখেছেন: "দেখ, আমি তোমাদের এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে যে মারা যাব তা নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিকৃত হব; এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ তূরীধ্বনির সংগে সংগে রূপান্তরিকৃত হব; কেননা সেই তূরী যখন বাজবে, তখন মৃতেরা ধ্বংসহীন জীবন নিয়ে পুনরুত্থিত হবে এবং আমরা রূপান্তরিত হব।" (১ করিন্থীয় ১৫/৫১-৫২, মো.-১৩)

এভাবে তারা বিশ্বাস করতেন যে, অচিরেই কিয়ামত হবে। তাদের অনেকেই মরবেন না, বরং তাদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত শুরু হবে এবং তারা শুধু রূপান্তরিত হয়ে স্বর্গে যাবেন। কাজেই ইঞ্জিল লেখে সংরক্ষণের কথা তারা চিন্তাও করেননি।

২. ১২. ৬. ৩. বিরুদ্ধমত দমনে নির্মমতা

মূল হিব্রু-আরামাইক ইঞ্জিল হারিয়ে যাওয়ার অন্য কারণ হিব্রু খ্রিষ্টানদের ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল হয়ে যাওয়া। প্রথম যুগগুলোতে খ্রিষ্টানরা মতবিরোধকারী দলগুলোকে 'মুরতাদ' বা ধর্মদ্রোহী (heretic) বলে আখ্যায়িত করে নির্মূল করতেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ ও পুস্তকাদিও নির্মূল করতেন। নতুন নিয়মের পুস্তকাদি প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, টিটানকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণার পর টিটানের ইঞ্জিলের সকল পাণ্ডুলিপি কিভাবে বিশপরা নির্মূল করেন। রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহুদিদের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম ধ্বংস হয়। এ সময়ে ইহুদিদের সাথে জেরুজালেমের হিব্রু-খ্রিষ্টানরাও নির্মূল হন। ফলশ্রুতিতে পলীয় গ্রিক-খ্রিষ্টানরা প্রাধান্য পেয়ে যান। প্রাধান্য লাভের পর তারা পরাজিত হিব্রু-খ্রিষ্টানদের নির্মূল করার পাশাপাশি হিব্রু-আরামীয় ইঞ্জিলের সকল পাণ্ডুলিপি নির্মূল করেন। প্রথম যুগগুলো খ্রিষ্টান ধর্মগুরু, যাজক, পোপ ও রাষ্ট্র কর্তৃক ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের সাথে ভিন্নমতের পুস্তক, ধর্মগ্রন্থ ও ইঞ্জিলগুলো নির্মূল করার বিষয়ে পাশ্চাত্য ইহুদি ও খ্রিষ্টান গবেষকদের পরিচালিত stewartsynopsis.com, easysurf.cc/christ.htm ইত্যাদি ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এখানে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দেখুন:

"In A.D. 303, the pagan emperor Diocletian ordered the destruction of all Christian writings. In A.D. 324 Constantine became the ruler of the entire Roman Empire. The pagan emperor Constantine wanted to unify the rival Christian factions in the Roman Empire for political reasons. In A.D. 325, he convened the Council of Nicea. The followers of Paul gained control of the council. They ordered great changes: Jesus of Nazareth was declared divine. Jesus was now a god, not a mortal prophet. Only four of the gospels were

chosen as the official gospels of the Church. New versions of the gospels had to be written. They were edited to make the Romans less culpable and the Jews more culpable for the Crucifixion of Jesus. Over three hundred other gospels were ordered to be destroyed (including all Gospels written in Hebrew). An edict was issued stating that anyone found in possession of an unauthorized gospel would be put to death."

"৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে পৌত্তলিক রোমান সম্রাট ডায়াক্লিটিয়ান সকল খ্রিষ্টধর্মীয় লেখনি ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন। ৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে কন্সটান্টাইন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইন রাজনৈতিক স্বার্থে পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত খ্রিষ্টান দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিসিয়ার সম্মেলন আহ্বান করেন। পলের অনুসারীরা এ সম্মেলনের নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যান। তারা ব্যাপক পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। নাসরতীয় যীশুকে ঐশ্বরিক সত্ত্বা বলে ঘোষণা করা হল। এখন তিনি ঈশ্বর, তিনি আর মানুষ নবী নন। শুধু চারটা ইঞ্জিলকে চার্চের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃত ইঞ্জিল বলে গ্রহণ করা হল। ইঞ্জিলগুলোর নতুন সংস্করণ লেখতে হল। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার অপরাধে রোমানদেরকে কম নিন্দনীয় ও ইহুদিদেরকে অধিক নিন্দনীয় করার জন্য ইঞ্জিলগুলো সম্পাদনা করা হল। তিন শতেরও অধিক অন্যান্য ইঞ্জিল বিনষ্ট ও নির্মূল করার নির্দেশ দেওয়া হল। হিব্রু ভাষায় রচিত সকল ইঞ্জিল এ বিনষ্ট-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটা ফরমান জারি করা হয় যে, যার কাছেই অস্বীকৃত কোনো ইঞ্জিল পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করতে হবে।"[৩৬]

২.১২.৭. ইঞ্জিল লেখকরা ঐশ্বরিক প্রেরণার দাবি করেননি

নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো অধ্যয়ন করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, নতুন নিয়মের শেষ পুস্তকটা ছাড়া অবশিষ্ট পুস্তকগুলো ঐশ্বরিক প্রেরণা বা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখা নয়। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে প্রায়ই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর বা সদাপ্রভুর নির্দেশে ভাববাদী কথাটা বললেন বা লেখলেন। নতুন নিয়মের সর্বশেষ পুস্তক 'প্রকাশিত বাক্যের' শুরুতেই বলা হয়েছে যে, পুস্তকটা যীশুর প্রেরণায় রচিত। কিন্তু নতুন নিয়মের অন্য কোনো পুস্তকের লেখক এরূপ দাবি করেননি। বরং তাদের লেখা থেকে সুস্পষ্ট যে, তারা মানবীয় বিবেচনায় যীশুর জীবনী ও উপদেশ পুস্তক হিসেবে গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন।

২. ১২. ৮. প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো বেনামি

ইঞ্জিলগুলো পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, এগুলোর একটাও কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা নয়। ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে লেখক কোনো ঘটনা নিজে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেননি। বরং ইঞ্জিলগুলোর বক্তব্য নিশ্চিত করে যে, এগুলো পরবর্তী প্রজন্মের কোনো লেখকের লেখা এবং বিভিন্ন মৌখিক বা লিখিত বর্ণনার উপর র্নিভর করে এগুলো লেখা হয়েছে। পাশ্চাত্য বাইবেল বিশেষজ্ঞরা সকলেই এটা নিশ্চিত করেছেন। বিষয়টা নিশ্চিত করে যে, যীশুর শিষ্যরা কেউ এগুলো লেখেননি।

সর্বোপরি, ইঞ্জিলগুলো সবই লেখকের নাম বিহীন পুস্তক। পুস্তকের কোথাও লেখকের পরিচয় সম্পর্কে কিছু নেই। পরবর্তী খ্রিষ্টানরা একান্তই আন্দাজের উপরে এগুলোকে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা বলে মনে করেছেন।

নতুন নিয়মের মধ্যে ২৭টা পুস্তক বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর শুরুতে লেখক নিজের পরিচয় দিয়ে লেখনি শুরু করেছেন। যেমন "পৌল, যীশু খ্রিষ্টের দাস, আহূত প্রেরিত, ঈশ্বরের

[৩৬] http://www.easysurf.cc/christ.htm

সুসমাচারের জন্য পৃথককৃত" (রোমীয় ১/১, "পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছামত যীশু খ্রিষ্টের আহূত প্রেরিত..." (১ করিন্থীয় ১/১), "ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রিষ্টের দাস যাকোব..." (যাকোব ১/১), "পিতর, যীশু খ্রিষ্টের প্রেরিত" (১ পিতর ১/১) ইত্যাদি। এগুলোও তাঁদের নামে pseudonymous বা 'পরনামী' পুস্তক হতে পারে, অর্থাৎ অন্য কেউ লেখে তাঁদের নামে প্রচার করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলোতে নিজে পুস্তক লেখে শিষ্যদের নামে প্রচার করা কোনো অন্যায় কর্ম বলে গণ্য ছিল না। তারপরও কোনো পুস্তকের শুরুতে কারো নাম থাকলে সেটাকে তার লেখা বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তা প্রমাণ বা অপ্রমাণের জন্য গবেষণা করা হয়। তবে চার ইঞ্জিল, প্রেরিত, ইব্রীয় ইত্যাদি কয়েকটা পুস্তক ব্যতিক্রম। এগুলোর মধ্যে কোথাও লেখকের নাম বলা হয়নি। বিষয়টা নিশ্চিত করে যে, এ পুস্তকগুলো অজ্ঞাত পরিচয় লেখকদের লেখা।

এগুলোর মধ্যে 'ইব্রীয়' বা 'ইবরানী' পুস্তকটার বেনামিত্ব বর্তমানে স্বীকার করা হচ্ছে। বিগত প্রায় দু হাজার বছর পুস্তকটাকে পলের রচিত বলে দাবি করা হয়েছে। এখনো অধিকাংশ বাইবেলেই এটা পলের নামেই বিদ্যমান। কিং জেমস ভার্শন সহ অধিকাংশ ভার্শনে এ পুস্তকটার নাম: "ইব্রীয়দের/ হিব্রুদের প্রতি প্রেরিত পলের পত্র (The Epistle/ The Letter of Paul the Apostle to the Hebrews)। কিন্তু এর বিপরীতে রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন ও অন্যান্য কিছু ভার্শনে পলের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। এগুলোতে পুস্তকটার নাম: "ইব্রীয়দের প্রতি পত্র" (The Letter to the Hebrews)। বাংলা বাইবেলগুলোতে এরূপই দেখবেন। বাংলা 'কিতাবুল মোকাদ্দসে' এ পুস্তকটার ভূমিকায় স্বীকার করা হয়েছে যে, পুস্তকটার লেখক অজ্ঞাতপরিচয়।

উইকিপিডিয়ায় 'বাইবেলের লেখকত্ব' (Authorship of the Bible) প্রবন্ধের 'নতুন নিয়ম' (New Testament) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"The gospels (and Acts) are anonymous, in that none of them name an author. Whilst the Gospel of John might be considered somewhat of an exception, because the author refers to himself as "the disciple Jesus loved" and claims to be a member of Jesus' inner circle, most scholars today consider this passage to be an interpolation."

"ইঞ্জিলগুলো এবং কার্যবিবরণী বেনামি বা লেখকের নামবিহীন। পুস্তকগুলোর কোনোটাতেই লেখকের নাম নেই। যোহনের ইঞ্জিল কিছুটা ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে পারে। কারণ লেখক নিজের বিষয়ে বলেছেন যে, তিনি যীশুর 'প্রিয়ভাজন শিষ্য' এবং দাবি করেছেন যে, তিনি যীশুর অভ্যন্তরীণ বৃত্তের একজন সদস্য। বর্তমানে অধিকাংশ গবেষক এ বক্তব্যগুলোকে পরবর্তী সংযোজন বলে গণ্য করেন।"[৩৭]

প্রসিদ্ধ বাইবেল বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এড প্যারিশ স্যান্ডার্স (Ed Parish Sanders) ও অন্যান্য গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে বিভিন্ন খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও চার্চপিতা প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। কিন্তু কেউই এগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট লেখকের নামে উল্লেখ করেননি। সবাই এগুলোকে নামবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। ১৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হঠাৎ করেই এগুলো বিভিন্ন লেখকের নামে প্রচারিত হতে শুরু করে। এ সময়ে অনেক ইঞ্জিল প্রচলিত হয়ে যায়। এজন্য কিছু ইঞ্জিলকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে দাবি করতে এগুলোকে বিভিন্ন লেখকের নামে প্রচার করা শুরু হয়।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, প্রচলিত চার ইঞ্জিল ৬০ থেকে ৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। প্রথম ও

---

[৩৭] http://en.wikipedia.org/wiki/Authorship_of_the_Bible

দ্বিতীয় শতকের ধর্মগুরু ও চার্চপিতাদের অগণিত রচনা এখনো সংরক্ষিত। সেগুলোর আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে কোনো একজন খ্রিষ্টান ধর্মগুরু বা চার্চপিতা উল্লেখ করেননি যে, মথি, মার্ক, লূক বা যোহন কোনো ইঞ্জিল রচনা করেছেন। এমনকি দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে যারা এ সকল ইঞ্জিলের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তারাও উল্লেখ করেননি যে, এগুলো মার্ক, মথি বা অন্য কারো রচিত। এটা প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এ সকল ইঞ্জিল বেনামি ছিল। এরপর এগুলোকে বিভিন্ন লেখকের নামে প্রচার করা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে স্যান্ডার্স বলেনঃ

"It is unlikely that Christians knew the names of the authors of the gospels for a period of a hundred years or so, but did not mention them in any fo the surviving literature (which is quite substantial)"

"প্রাচীন খ্রিষ্টান লেখকদের অনেক রচনাই এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু তাদের কোনো লেখাতেই ইঞ্জিল লেখকদের নাম পাওয়া যাচ্ছে না। এ কথা অবিশ্বাস্য যে, খ্রিষ্টানরা এ সকল ইঞ্জিলের লেখকদের নাম জানতেন অথচ একশত বছর বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত কেউ তাদের নামগুলো উল্লেখ করবেন না।"[৩৮]

২. ১২. ৯. দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ইঞ্জিলগুলো অজ্ঞাত

'আচারিয়া এস (Acharya S) এর 'ঐতিহাসিক যীশু?' (The Historical Jesus?) প্রবন্ধের শুরুতে লেখা আছেঃ

"When were the gospels written? With their absence in Justin Martyr's works, we remain with the dating of the gospels to the last quarter of the second century."

"ইঞ্জিলগুলো কখন লেখা হয়েছিল? জাস্টিন মার্টারের রচনাবলিতে এগুলোর অনুপস্থিতির কারণে আমরা এ সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকছি যে, ইঞ্জিলগুলো দ্বিতীয় খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শেষ ২৫ বছরের মধ্যে লেখা হয়েছিল।"[৩৯]

এরপর তিনি বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছেন। তার প্রবন্ধের ইংরেজি উদ্ধৃতি বা হুবহু অনুবাদ আমাদের বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করবে। সম্মানিত পাঠক সুযোগ থাকলে দীর্ঘ এ প্রবন্ধটা পাঠ করবেন। এখানে সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছিঃ

(১) সাধু পল যীশু খ্রিষ্টের তিরোধানের প্রায় ৪০ বছর পরে আনুমানিক ৭০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচনাবলি থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। উপরন্তু ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান যীশুর জীবনী ও বক্তব্যগুলোর সাথেও তিনি পরিচিত ছিলেন না।

(২) মূলধারার খ্রিষ্টান গবেষকরা বলছেন যে ৭০ থেকে ১১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইঞ্জিলগুলো লেখা। অভ্যন্তরীণ প্রামাণ নিশ্চিত করে যে, এগুলো ৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমের ধ্বংসের পরে লেখা। যোহনের ইঞ্জিল ১১০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রচিত। কিন্তু এর পরেও প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টান প্রচারক, চার্চপিতা বা ধর্মগুরু কেউ পুস্তকগুলোর নামও নিচ্ছেন না।

(৩) চতুর্থ-পঞ্চম শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু, চার্চপিতা ও কন্সট্যান্টিনোপলের আর্চবিশপ জন ক্রীযোসটম

---

[৩৮] E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (1995) Penguin Books, England. Cited by Louy Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, (2009), Islamic Book Trust, Malayasia.

[৩৯] http://www.truthbeknown.com/historicaljc.htm

(৩৪৭-৪০৭) বলেন, স্বীকৃত ইঞ্জিলগুলো যাদের নামে প্রচলিত এগুলোকে তাদের লেখা বলে প্রথম উল্লেখ করা হয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে।

(৪) দ্বিতীয় শতকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু, চার্চপিতা, প্রচারক ও গ্রন্থরচনাকারী জাস্টিন মার্টার বা শহীদ জাস্টিন। তিনি ১০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬৫/১৬৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নিহত হন। খ্রিষ্টধর্মের পক্ষে, বিরোধীদের মত খণ্ডনে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টান চার্চগুলোতে তাঁর রচনাবলি সংরক্ষণ করা হয়েছে। স্বভাবতই তাঁর রচনাবলির পাণ্ডুলিপিগুলো অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের মতই পরবর্তীকালে সংযোজন, বিয়োজন ও সম্পাদনার মাধ্যমে বিকৃত হয়েছে। তারপরও আমরা দেখছি যে, তাঁর রচনাবলির কোথাও প্রচলিত চার ইঞ্জিলের নাম একবারও নেওয়া হয়নি।

(৫) অনেক খ্রিষ্টান প্রচারক ও লেখক দাবি করেছেন যে, জাস্টিন মার্টারই প্রথম খ্রিষ্টান লেখক যিনি স্বীকৃত ইঞ্জিলগুলোর সাথে পরিচিত ছিলেন। প্রকৃত সত্য হল, জাস্টিন নতুন নিয়ম থেকে কিছুই উদ্ধৃত করেননি। বরং নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো যে সকল সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে তিনিও সে সকল সূত্র থেকে কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন।

(৭) জাস্টিন প্রচলিত চার ইঞ্জিলের নাম কোথাও উল্লেখ করেননি। তাঁর লেখনির মধ্যে কিছু কথার সাথে প্রচলিত চার ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান কথার কিছু মিল রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এগুলো তিনি 'প্রেরিতদের স্মৃতিকথা' (Memoirs of the Apostles) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। প্রচারকরা দাবি করেন যে, স্মৃতিকথা বলতে তিনি ইঞ্জিল বুঝিয়েছেন। কিন্তু তাঁর উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ হয় যে, 'প্রেরিতদের স্মৃতিকথা' নামে একটা পৃথক পুস্তক তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল, যা বর্তমানে হারিয়ে গিয়েছে। 'প্রেরিতদের কার্যবিবরণী' পুস্তকের মতই এটা আরেকটা পুস্তক ছিল।

(৮) জাস্টিন 'প্রেরিতদের স্মৃতিকথা' থেকে যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন তা সর্বদা প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর বক্তব্য থেকে কম বেশি ভিন্ন। ছোট ছোট কয়েকটা উদ্ধৃতি প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান বক্তব্যের সাথে কিছুটা মিল সম্পন্ন। তবে এগুলো একইভাবে তৎকালে প্রচলিত কিন্তু বর্তমানে জাল বলে পরিত্যক্ত বিভিন্ন ইঞ্জিলের মধ্যেও পাওয়া যায়। জাস্টিন কোন্ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা নিশ্চিত নয়। সর্বোপরি খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাস ও ঘটনাবলি জাস্টিন যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তা প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক।

(৯) অনেকে দাবি করেন যে, 'প্রেরিতদের স্মৃতিকথা' বলতে জাস্টিন প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোকে বুঝিয়েছেন। তবে তিনি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অযত্নবান ছিলেন। ইচ্ছামত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার কারণে ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনার সাথে তাঁর বর্ণনার ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এছাড়া অবহেলা করেই তিনি ইঞ্জিলগুলোর নাম উল্লেখ করেন নি। এ দাবিটা মোটেও ঠিক নয়। কারণ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে জাস্টিন সচেতন ও যত্নবান ছিলেন। তিনি তার লেখনিতে পুরাতন নিয়ম থেকে ৩১৪ স্থানে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। ১৯৭ স্থানে তিনি পুরাতন নিয়মের নির্দিষ্ট পুস্তকটার নাম বা লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন।

(১০) পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে এত সতর্কতা ও সুক্ষ্মতার বিপরীতে যীশু খ্রিষ্ট বিষয়ক তথ্যাদি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত কোনো ইঞ্জিলের নাম উল্লেখ করছেন না, বরং 'স্মৃতিকথা' নামক পুস্তকের নাম উল্লেখ করছেন। পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তাঁর এ সতর্কতা ও সচেতনতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যীশু বিষয়ক তথ্যাদির ক্ষেত্রেও তিনি সতর্কতা ও সচেতনতার সাথেই গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তিনি 'স্মৃতিকথা' নামক পুস্তক থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং সে পুস্তকটার বর্ণনার সাথে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর অমিল থাকার কারণেই তার উদ্ধৃতির সাথে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর অমিল দেখা দিয়েছে।

(১১) প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, জাস্টিন প্রচলিত স্বীকৃত ইঞ্জিলগুলোর বিষয় জানতেন বা এগুলো তাঁর নিকট ছিল। তবে তিনি এগুলোকে এবং এগুলোর লেখকদেরকে নাম ধরে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করেননি। আর তিনি ইচ্ছামত সম্পাদনা করে তথ্যগুলো উপস্থাপন করেছেন, ফলে তাঁর উদ্ধৃতির সাথে ইঞ্জিলগুলোর উদ্ধৃতির ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ দাবিটা অযৌক্তিক। এ দাবি ঠিক হলে প্রমাণ হবে যে, জাস্টিন 'ইঞ্জিলগুলোকে' মোটেও গুরুত্ব দিতেন না বা ঐশ্বরিক বলে গণ্য করতেন না।

(১২) জাস্টিন একবার 'যোহন' নামটা উল্লেখ করেছেন, তবে যোহনের কোনো ইঞ্জিল আছে বলে উল্লেখ করেননি এবং যোহনের নামের সাথে কোনো ইঞ্জিলের কথাও লেখেননি। মথি, মার্ক ও লূকের নাম তিনি একবারও নেননি। জাস্টিনের কাছে এ ইঞ্জিলগুলো থাকবে, অথচ তিনি এগুলোর নামও নেবেন না এরূপ ধারণা একেবারেই অবাস্তব ও অযৌক্তিক।

(১৩) জাস্টিন তার রচনাবলিতে কোথাও একবারের জন্যও পলের নাম উল্লেখ করেননি। সকল দলিল-প্রমাণ নিশ্চিত করে যে, প্রচলিত চার ইঞ্জিল এবং পলের রচনাবলির সাথে জাস্টিন মোটেও পরিচিত ছিলেন না।

(১৪) জাস্টিন স্বীকৃত চার ইঞ্জিলের ব্যবহার না করলেও তিনি 'অস্বীকৃত' বা 'জাল বলে গণ্য' অনেকগুলো 'ইঞ্জিল' ব্যবহার করেছেন। 'প্রেরিতগণের স্মৃতিকথা' ছাড়াও তিনি ইব্রীয়গণের ইঞ্জিল (the Gospel of the Hebrews) ব্যবহার করেছেন। এটা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফিলিস্তিনের খ্রিষ্টানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং প্রচলিত চার ইঞ্জিল থেকে প্রাচীনতর।

(১৫) দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত এবং পরবর্তীকালে অস্বীকৃত যে সকল পুস্তক থেকে তিনি তথ্য গ্রহণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: (ক) পীলাতের কার্যবিবরণ বা নীকদীমের ইঞ্জিল (Acts of Pilate/ Gospel of Nicodemus), (খ) শৈশবীয় ইঞ্জিল (the Protevangelion and Gospel of the Infancy), (গ) পিতরের স্মৃতিকথা বা পিতরের ইঞ্জিল (Memoirs of Peter/ Gospel of Peter), (ঘ) সিবিলের বক্তব্যমালা (the Sibylline Oracles)। তিনি এগুলোর নাম উল্লেখ করেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

(১৬) সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জাস্টিন লেখকের নাম উল্লেখ করে পুরাতন নিয়ম থেকে প্রায় ২০০ উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। নতুন নিয়মের জাল বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলো থেকে প্রায় ১০০ উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অথচ নতুন নিয়মের স্বীকৃত চার ইঞ্জিল থেকে একটাও স্বীকৃত উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। নতুন নিয়মের ইঞ্জিল লেখকদের মধ্যে যোহনের নাম ছাড়া কারো নামই উল্লেখ করেননি। চার ইঞ্জিলের কোনোটারই নাম উল্লেখ করেননি। ইঞ্জিলগুলোর উল্লেখ ছাড়া যীশুর অনেক কর্ম ও কথা তিনি উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে অতি সামান্য কয়েকটা কথা প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান কথার সাথে কোনোরকমে মেলে। এগুলো সবই প্রমাণ করে যে, জাস্টিন প্রচলিত চার ইঞ্জিল সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

(১৭) জাস্টিনের পরেও কোনো লেখক এগুলোর নাম উল্লেখ করছেন না। ১৭০-১৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এগুলোর নাম কোনো কোনো লেখকের রচনায় দেখা যায়। পরবর্তী কয়েক দশক এরূপ উল্লেখ খুব সীমিত পর্যায়ে পাওয়া যায়।

(১৮) জাস্টিনের লেখনির মধ্যে প্রচলিত চার ইঞ্জিলের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, প্রচলিত চার ইঞ্জিল দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ অংশে লেখা হয়েছে। খ্রিষ্টান গবেষকরা ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোর রচনাকাল এক

শতাব্দী আগে নিয়ে গিয়েছেন।[৪০]

২. ১২. ১০. সাধু মথির মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল

আমরা দেখেছি যে, মথির ইঞ্জিল পুস্তকটার নাম 'সাধু মথির মত অনুসারে যীশু খ্রিষ্টের পবিত্র ইঞ্জিল', অথবা সংক্ষেপে 'মথির মতানুসারে ইঞ্জিল' (The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew/ The Gospel According To St. Matthew)। আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে দেখলাম যে, পুস্তকটা সাধু মথি লেখেছেন বলে পুস্তকটার কোথাও সামান্যতম উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। পুস্তকটা মূলত বেনামি বা লেখকের নামবিহীন। তবে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এটাকে মথির লেখা বলে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে ৪র্থ শতাব্দীর ধর্মগুরু ইউসিবিয়াস (Eusebius of Caesarea: 260-340) তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ওরিগন (Origen: circa 185- 254) থেকে নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন:

"The first is written according to Mathew, the same that was once a publican, but afterword an apostle of Jesus Christ, who having published it for the Jewish converts, wrote in in the Hebrew."

"প্রথম হল মথির মতানুসারে লিখিত, যে মথি প্রথমে কর-সংগ্রাহক ছিলেন এবং পরে যীশু খ্রিষ্টের শিষ্য হন। তিনি এটাকে হিব্রু ভাষায় রচনা করেছিলেন; তিনি এটা রচনা করেছিলেন ইহুদি ধর্ম থেকে খ্রিষ্টান হওয়া মানুষদের জন্য।"[৪১]

এ প্রসঙ্গে গবেষক জীন কারমিগন্যাক (Jean Carmignac) বলেন: "Eight early writers assert that Matthew wrote his Gospel in Hebrew: altogether there are over thirty formal assertions that this was so in the works of Papias, Hegesippus, Irenaeus, Origen, Eusebius of Caesarea, Cyril of Jerusalem, Epiphanius and Jerome"

"মথির ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় রচিত হওয়ার বিষয়ে ত্রিশেরও বেশি আনুষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ নিশ্চয়তা রয়েছে। এর মধ্যে আটজন প্রাচীন লেখক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মথি হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিলটা লেখেন। এরা হলেন: প্যাপিয়াস, হেজেসিপাস, ইরানিয়াস, ওরিগন, কাইসারিয়ার ইউসিবিয়াস, জেরুজালেমের সিরিল, এপিফানিয়াস এবং জিরোম।"[৪২]

আধুনিক গবেষকরা প্রাচীন সকল ধর্মগুরু ও পণ্ডিতের মত ভিত্তিহীন ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন। কারণ, মথির ইঞ্জিল নামে প্রচলিত এ পুস্তকটার চুলচেরা অধ্যয়ন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, (১) এটার লেখক মথি নন, বরং অজ্ঞাত পরিচয় এবং (২) এটা হিব্রু ভাষায় রচিত নয়, বরং মূলতই গ্রিক ভাষায় রচিত। আধুনিক গবেষকদের মতে প্রাচীন ধর্মগুরুরা দু'টা কারণে এ ভুলটা করেছিলেন:

প্রথমত: দ্বিতীয় শতকের ধর্মগুরু প্যাপিয়াসের একটা বক্তব্য ভুল বুঝা। প্যাপিয়াস বলেন: "Matthew recorded in the Hebrew language the words [of Jesus], and everyone interpreted them as he is able."

---

৪০ http://www.truthbeknown.com/historicaljc.htm. আরো দেখুন: http://www.stewartsynopsis.com/theology_tethers.htm

৪১ Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastic History, page 245.

৪২ Which Language Did Jesus Speak – Aramaic or Hebrew? (http://www.godward.org/hebrew%20roots/did%20jesus% 20speak%20hebrew. htm) from (Jean Carmignac, "Studies in the Hebrew Background of the Synoptic Gospels," Annual of the Swedish Theological Institute 7 (1968-69), p. 88

"মথি হিব্রু ভাষায় (যীশুর) বক্তব্যমালা সংকলন করেন। আর প্রত্যেকে যে যেভাবে পেরেছে তার অনুবাদ করেছে।"[৪৩]

দ্বিতীয়ত: মথির সুসমাচারের মধ্যে যীশুর লেভি নামক শিষ্যের নাম পরিবর্তন করে 'মথি' নামকরণ করা হয়েছে। এ থেকে প্রাচীনগণ অনুমান করেছেন যে, এটাই বোধহয় প্যাপিয়াস কথিত মথির পুস্তক।

বস্তুত, দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে অগণিত তথাকথিত 'ইঞ্জিল' প্রচারিত হতে থাকে। দ্বিতীয় শতকের শেষ দিক থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এগুলোর মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিল বাছাইয়ের চেষ্টা শুরু করেন। এ সকল ইঞ্জিল মূলত বেনামি। লেখকের কোনো পরিচয় জানা যায় না। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সূত্র থেকে তারা এগুলোর লেখকের পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। তাদের সামনে ছিল উপরের দুটো তথ্য। এ দুটো তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা এ বেনামি 'ইঞ্জিল'টাকে মথির ইঞ্জিল বলে ধারণা করলেন। তারা নিশ্চিত করলেন যে, এটা হিব্রু ভাষায় রচিত। তবে কেউই বলতে পারলেন না যে, তারা মূল হিব্রু পুস্তকটা বা তার সামান্য কোনো অংশ নিজে দেখেছেন। বর্তমান যুগ পর্যন্ত বাইবেলের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির মধ্যে মথি বা নতুন নিয়মের অন্য কোনো পুস্তকের হিব্রু পাণ্ডুলিপির একটা সামান্য টুকরো বা ভগ্নাংশ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এর পাশাপাশি প্রচলিত 'মথি' পুস্তকের বক্তব্য চুলচেরা অধ্যয়ন করে আধুনিক গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, প্রাচীন ধর্মগুরুরা ভুল বুঝেছিলেন। লেভির নাম মথিতে পরিণত করা এ পুস্তকটার মথির রচিত হওয়ার কোনোই প্রমাণ নয়। প্যাপিয়াস মথির নামে প্রচলিত এ ইঞ্জিলটার কথা বলেননি। প্যাপিয়াস নিজে মথির কর্ম দেখেননি। তিনি মথির রচনার কথা শুনে ও বিশ্বাস করে বলেছেন। আর তিনি 'যীশু খ্রিষ্টের বাণী' সংকলনের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রচলিত 'মথির ইঞ্জিল' পুস্তকটা বাণী সংকলন নয়; বরং বিস্তারিত জীবনী সংকলন। কাজেই 'মথি সংকলিত হিব্রু বাণী সংকলন' বলতে প্যাপিয়াস মূল হিব্রু ইঞ্জিলের কোনো সংস্করণের কথা বলেছেন। সে পুস্তকটা যে যেভাবে পেরেছে অনুবাদ করেছে। আর প্রচলিত 'মথির সুসমাচার' পুস্তকটা এ সময়ের পরে এ সকল বিভিন্ন অনুবাদ, মৌখিক বর্ণনা ও গল্পকাহিনী সংকলন করে লেখা। প্রচলিত এ সুসমাচারটা মূলতই গ্রিক ভাষায় রচিত এবং গ্রিকভাষীদের জন্যই রচিত।

এ প্রসঙ্গে এনকার্টা বিশ্বকোষের বক্তব্য নিম্নরূপ:

Early Christian writers believed this book to be the earliest of the synoptic Gospels (hence its position at the beginning of the New Testament) and attributed it to Saint Matthew, one of the 12 apostles. They believed that he wrote the Gospel in Palestine, just prior to the destruction of Jerusalem in 70. Although this opinion is still held by some, most scholars consider the Gospel According to Mark the earliest Gospel. They believe, on the basis of both external and internal evidence, that the author of Matthew used Mark as one of his two major sources and a hypothetical collection of Jesus' sayings called Q (from Quelle, German for "source") as the second. They doubt, moreover, that the apostle Matthew wrote the book. ... The commonly accepted time of composition is sometime after 70, perhaps about 80.

---

[৪৩] Which Language Did Jesus Speak – Aramaic or Hebrew? (http://www. godward.org/hebrew%20roots/did%20jesus% 20speak%20hebrew. htm). See also: Eusebius, Ecclesiastical History, page 127.

"প্রাচীন খ্রিষ্টান লেখকরা বিশ্বাস করতেন যে, এ পুস্তকটা সিনপটিক (প্রথম তিন) গসপেলগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম (এজন্যই তার অবস্থান নতুন নিয়মের শুরুতে) এবং এটা দ্বাদশ প্রেরিতের একজন 'সাধু মথি'-র নামে আরোপিত হত। তারা বিশ্বাস করতেন যে, এটা ফিলিস্তিনে রচিত এবং ৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম ধ্বংস হওয়ার আগে রচিত। যদিও এখনো কেউ কেউ এরূপ মত লালন করেন, তবে প্রায় সকল গবেষক মার্কের মতানুসারে ইঞ্জিলটাকেই প্রাচীনতম ইঞ্জিল বলে গণ্য করেন। বাহ্যিক-পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ প্রমাণের ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করেন যে, মথির ইঞ্জিলের লেখক দু'টা মূল উৎসের উপর নির্ভর করে এ গ্রন্থটা রচনা করেন, একটা মার্কের ইঞ্জিল এবং অন্যটা যীশুর বাণীসংকলন যা 'কিউ' (জার্মান কুয়েল 'উৎস' থেকে গৃহীত) নামে আখ্যায়িত। উপরন্তু পুস্তকটা শিষ্য মথির লিখিত হওয়ার বিষয়ে তারা সন্দিহান। ... পুস্তকটার রচনাকাল বিষয়ে সাধারণভাবে স্বীকৃত সময় হল ৭০ খ্রিষ্টাব্দের পরে, এবং সম্ভবত ৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে।"[৪৪]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় biblical literature/ new testament canon প্রবন্ধে The Gospel According to Matthew প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

Although there is a Matthew named among the various lists of Jesus' disciples, more telling is the fact that the name of Levi, the tax collector who in Mark became a follower of Jesus, in Matthew is changed to Matthew. It would appear from this that Matthew was claiming apostolic authority for his Gospel through this device but that the writer of Matthew is probably anonymous.....

Matthew is not only an original Greek document, but its addressees are Greek-speaking Gentile Christians. By the time of the Gospel According to Matthew, there had been a relatively smooth and mild transition into a Gentile Christian milieu. ... For Matthew, there had already been a separation of Christianity from its Jewish matrix. ... The Matthean church is conscious of its Jewish origins but also of a great difference in that it is permeated with an eschatological perspective, seeing itself not only as participating in the suffering of Christ (as in Mark) but also as functioning even in the face of persecution while patiently—but eagerly—awaiting the Parousia.

"যদিও যীশুর শিষ্যদের বিভিন্ন রকমের তালিকার মধ্যে মথি নামের একজনকে পাওয়া যায়, তবে এখানে যে বিষয়টা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, মার্ক লিখিত সুসমাচারে লেভি নামের একজন কর-সংগ্রাহক যীশুর অনুসারী হন। কিন্তু মথি লিখিত সুসমাচারে এসে এ কর-সংগ্রাহকের নাম 'মথি' হয়ে গেল। এতে মনে হতে পারে যে, এরূপ নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে মথি নিজের সুসমাচারের জন্য শিষ্যত্বের অধিকার দাবি করছেন। তবে সম্ভবত মথি নামের এ পুস্তকটার লেখক অজ্ঞাত পরিচয়। .... মথি মূলতই এক গ্রিক কর্ম। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তা লেখা হয়েছে গ্রিকভাষী পরজাতি (অ-ইহুদি) খ্রিষ্টানদের জন্য।

মথির মতানুসারে ইঞ্জিল পুস্তকটা যখন লেখা হয় তখন খ্রিষ্টধর্ম অনেকটা মসৃণভাবে অ-ইহুদি খ্রিষ্টান পরিবেশের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ... মথি রচনার পূর্বেই খ্রিষ্টধর্ম তার ইহুদি ছাঁচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ... মথীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায় তাদের ইহুদি মূলভিত্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল। তবে

---

[৪৪] "Gospel According to Matthew." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

পাশাপাশি একটা ব্যাপক পার্থক্যও তৈরি হয়েছিল যা এক পরলোকতত্ত্বের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করেছিল। মথির ইঞ্জিলের সম্প্রদায় শুধু খ্রিষ্টের বেদনায় অংশীদারই হচ্ছিল না (যেমনটা মার্কের ক্ষেত্রে), উপরন্তু নিপীড়ন-অত্যাচারের মুখে ধৈর্যের সাথে কর্ম করছিল আর অত্যন্ত অধীর হয়ে যীশু খ্রিষ্টের পুনরাগমনের অপেক্ষা করছিল।"[৪৫]

উইকিপিডিয়ার Authorship of the Bible প্রবন্ধের বক্তব্য:

"Early Christian tradition held that the Gospel of Matthew was written in "Hebrew" (Aramaic, the language of Judea) by the apostle Matthew, the tax-collector and disciple of Jesus, but according to the majority of modern scholars it is unlikely that this Gospel was written by an eyewitness. Modern scholars interpret the tradition to mean that Papias, its source, writing about 125–150 CE, believed that Matthew had made a collection of the sayings of Jesus. Papias's description does not correspond well with what is known of the gospel: it was most probably written in Greek, not Aramaic or Hebrew, it depends on the Greek Gospels of Mark and on the hypothetical Q document, and it is not a collection of sayings. Although the identity of the author is unknown, the internal evidence of the Gospel suggests that he was an ethnic Jewish male scribe from a Hellenised city, possibly Antioch in Syria, and that he wrote between 70 and 100 CE using a variety of oral traditions and written sources about Jesus."

"প্রাচীন খ্রিষ্টান ঐতিহ্য অনুসারে মথির ইঞ্জিলটা যীশুর প্রেরিত শিষ্য কর-সংগ্রাহক মথি কর্তৃক হিব্রু (যুডিয়া রাজ্যের ভাষা আরামাইক) ভাষায় লেখা। তবে বর্তমান যুগের অধিকাংশ গবেষকের মতে এ ইঞ্জিলটা কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা হতে পারে না। প্যাপিয়াস কর্তৃক ১২৫-১৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লেখা একটা বক্তব্যের ভিত্তিতেই প্রাচীন ধর্মগুরুরা মনে করতেন যে, পুস্তকটা মথির রচিত। তবে আধুনিক গবেষকরা প্যাপিয়াসের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন, প্যাপিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, মথি যীশুর বাণীর একটা সংকলন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এ সুসমাচারের বিষয়ে যা জানা যাচ্ছে তার সাথে প্যাপিয়াসের বর্ণনা মিলে না। সর্বোচ্চ সম্ভাবনা যে, এটা গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল, আরামাইক বা হিব্রু ভাষায় লেখা হয়নি। এটা গ্রিক ভাষায় লেখা 'মার্কের সুসমাচারের' উপরে নির্ভর করে লেখা হয়েছিল এবং অন্য একটা উৎসের উপর নির্ভর করেছিল যাকে 'কিউ' বলে নাম দেওয়া হয়। এটা যীশুর বাণী সংকলন নয়। যদিও লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত, তবে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান যে, পুস্তকটার লেখক ইহুদি নৃগোষ্ঠীর একজন পুরুষ লিপিকার। তিনি কোনো গ্রিকে রূপান্তরিত শহরের মানুষ ছিলেন। সম্ভবত সিরিয়ার এন্টিয়ক শহরের। তিনি ৭০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এটা লেখেছিলেন বিভিন্ন প্রকারের মৌখিক বর্ণনা ও লিখিত সূত্র ব্যবহার করে।"

এ সকল বক্তব্য থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো অনুধাবন করি:

(ক) এ বেনামি পুস্তকটাকে মথির নামে চালানো একান্তই ভিত্তিহীন ও আন্দাজ দাবি মাত্র। এটা একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির লেখা। আর লেখকের পরিচয়ই যেহেতু জানা যায় না সেহেতু তার সততা, বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় জানার প্রশ্নই আসে না।

---

[৪৫] **"biblical literature."** Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2009.

(খ) এটার রচনাকাল নিশ্চিতভাবে মোটেও জানা যায় না। মূল বা মূলের কাছাকাছি কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও নেই। তবে বিষয়বস্তুর আলোকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের শেষ প্রান্তে তা রচিত। অর্থাৎ খ্রিষ্টান গবেষকদের দাবি অনুসারেই যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের প্রায় ৫০/৬০ বছর পরে এটা রচিত।

(গ) এ পুস্তকটাকে ঐশী, ঐশ্বরিক, ওহী নির্ভর বলার তথ্যগত ভিত্তি নেই। কারণ, কোনো পুস্তককে ঐশ্বরিক বা ওহী নির্ভর বলে গণ্য করতে অন্তত দুটো বিষয় সুস্পষ্ট হতে হবে: (১) পুস্তকটার লেখক কোনো ওহীপ্রাপ্ত নবী হবেন এবং (২) তিনি সুস্পষ্টত এটাকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া পুস্তক বলে দাবি করবেন। 'মথি' নামের এ পুস্তকটার ক্ষেত্রে একটাও পাওয়া যায় না। লেখক অজ্ঞাত পরিচয়। আর এ অজ্ঞাত পরিচয় লেখক পুস্তকটার কোথাও বলেননি যে, পবিত্র আত্মার নির্দেশে বা প্রেরণায় তিনি এ গ্রন্থটা রচনা করেছেন। গ্রন্থের কোথাও কোনোভাবেই এরূপ দাবি তিনি করেননি। এমনকি তার এ গ্রন্থটা যে 'ইঞ্জিল' সে দাবিও তিনি করেননি। এটা নিছক একটা জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবেই তিনি লেখেছেন।

২. ১২. ১১. সাধু মার্কের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল

সাধু মার্কের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল (The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Mark) মথির ইঞ্জিলের মতই একটা বেনামি পুস্তক। দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে একে 'মার্ক'-এর লেখা বলে মনে করা হয়। মার্কের পুস্তক সম্পর্কে প্রাচীনতম বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ইউসিবিয়াস। তিনি লেখেছেন, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্যাপিয়াস নামক একজন ধর্মগুরু লেখেছেন:

"And John the Presbyter also said this, Mark being the interpreter of Peter whatsoever he recorded he wrote with great accuracy, but not however, in the oredr in which it was spoken or done by our Lord, for he neither heard nor followed our Lord, but as before said, he was in company with Peter, who gave him such instruction as was necessary, but not to give a history of our Lord's discourses; wherefore Mark has not erred in any thing, by writing some things as he has recorded them; for he was carefully attentive to one thing, not to pass by any thing that he heard, or to state any thing falsely in these accounts."

"মুরব্বী যোহন আরো বলেন, মার্ক পিতরের অনুবাদক ছিলেন। এজন্য যা কিছু সংগ্রহ করেছেন তা তিনি ব্যাপক যথার্থতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে যে ক্রম অনুসারে আমাদের প্রভু বলেছিলেন বা করেছিলেন সে ক্রম তিনি রক্ষা করেননি। মার্ক আমাদের প্রভুকে শুনেননি এবং তাঁর অনুসরণও করেননি। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, তিনি পিতরের সাহচর্যে ছিলেন, যিনি তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তবে আমাদের প্রভুর বক্তৃতাগুলোর ইতিহাস প্রদানের জন্য নয়। এজন্য মার্ক যেভাবে সংগ্রহ করেছিলেন সেভাবে কিছু বিষয় লেখে ভুল করেননি। কারণ তিনি সতর্কতার সাথে একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন: তিনি যা শুনেছেন তার কিছু বাদ না দিতে অথবা এ সকল বর্ণনায় মিথ্যাভাবে কিছু না বলতে।"[৪৬]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখছি যে, মার্কের পুস্তকটা যীশুর জীবন বিষয়ক একটা বর্ণনা পুস্তক। পিতরের মুখ থেকে মার্ক যা শুনেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ পুস্তকে যীশুর বাণী বা ইঞ্জিল সংকলন করা হয়নি; বরং তাঁর জীবনের কিছু ঘটনা সংকলন করা হয়েছে, তবে

---

[৪৬] Eusebius, Ecclesiastical History, page 127.

ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। এটা কোনো ঐশী বা ওহী নির্ভর পুস্তক নয়। মার্ক বা তাঁর উস্তাদ পিতর কেউই এরূপ দাবি করেননি। মুরব্বী যোহনও এরূপ দাবি করেননি। তারা কেউই বলছেন না যে, পবিত্র আত্মার নির্দেশে বা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে তারা এগুলো লেখেছেন। বরং সুস্পষ্টই বলছেন যে, স্বাভাবিক মানবীয় সতর্কতার সাথে তিনি নির্ভুলভাবে তথ্যগুলো সংকলন করতে চেষ্টা করেছেন।

মনে করা হয় যে, মার্ক বলতে নতুন নিয়মের বিভিন্ন পত্রে উল্লেখকৃত জন মার্ককে বুঝানো হয়েছে (প্রেরিত ১৫/৩৭-৩৯, কলসীয় ৪/১০; ২ তীমথিয় ৪/১১, ফিলীমন ১৪ এবং ১ পিতর ৫/১৩)। এ প্রসঙ্গে এনকার্টা বিশ্বকোষের ভাষ্য:

“Early Christians tended to link the gospels with one of the 12 apostles. If the text was firmly attributed by early tradition to a man named Mark, Papias's presbyter probably did the best he could with this tradition by identifying this Mark with John Mark in order to link him to the apostle Peter. Hence, many scholars believe that the Gospel was written by an otherwise unknown early Christian named Mark.”

“প্রাচীন খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিলগুলোকে দ্বাদশ প্রেরিতের কারো সাথে সম্পর্কিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। যদি প্রাচীন কোনো বর্ণনায় এ পুস্তকটা শক্তভাবে মার্ক নামের কারো সাথে সম্পৃক্ত হত তবে প্যাপিয়াসের মুরব্বী সম্ভবত যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন এ বর্ণনার মার্ককে জন মার্ক বলে চিহ্নিত করতে, যেন তাকে পিতরের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারেন। এজন্য অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন যে, এ ইঞ্জিলটা প্রথম যুগের অন্য কোনো অপরিচিত খ্রিষ্টান কর্তৃক রচিত, যার নাম ছিল মার্ক।”[৪৭]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

Though the author of Mark is probably unknown, authority is traditionally derived from a supposed connection with the Apostle Peter, who had transmitted the traditions before his martyr death under Nero's persecution (c. 64–65). The setting is a Gentile church. There is no special interest in problems with Jews ... Full validity is given the worship of the Gentiles. .... it is in good agreement with the traditions that Mark was written after the martyrdom of Peter. Mark may thus be dated somewhere after 64 and before 70, when the Jewish war ended.

“যদিও ‘মার্ক’ নামক পুস্তকটার লেখক সম্ভবত অজ্ঞাত পরিচয়, সাধারণত পিতরের সাথে এর সম্পর্ক অনুমান করে এর গ্রহণযোগ্যতা আহরণ করা হয়। নিরোর অত্যাচারে শহীদ হওয়ার পূর্বে (৬৪-৬৫খৃ.) পিতর তা সঞ্চারিত করেন। ... এ পুস্তকের পরিবেশ-বিন্যাস অ-ইহুদি খ্রিষ্টান-মণ্ডলি। ইহুদিদের সাথে সমস্যার বিষয়ে কোনো বিশেষ আকর্ষণ নেই। ... অ-ইহুদি পরজাতিদের আরাধনাকে পূর্ণ বৈধতা প্রদান করা হয়েছে।... প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে সুন্দর মিল রেখে বলা যায় যে পিতরের শহীদ হওয়ার পরে এ পুস্তকটা লেখা। এজন্য মার্কের ইঞ্জিলটা সম্ভবত ৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে ৭০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে লেখা, যখন ইহুদি যুদ্ধ শেষ হয়।”[৪৮]

---

[৪৭] Martyn, J. Louis. "Gospel According to Mark." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

[৪৮] **biblical literature.** (2009). Encyclopædia Britannica. *Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite.* Chicago: Encyclopædia Britannica.

মার্ক প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছেঃ "According to tradition and early church fathers, the author is Mark the Evangelist, the companion of the apostle Peter. The gospel, however, appears to rely on several underlying sources, varying in form and in theology, and which tells against the tradition that the gospel was based on Peter's preaching."

"প্রচলন এবং পূর্ববর্তী ধর্মগুরুদের মত অনুসারে এ পুস্তকটার লেখক প্রেরিত শিষ্য পিতরের সাথী ইঞ্জিলীয় মার্ক। তবে বাস্তবে দেখা যায় যে, এ পুস্তকটা অনেকগুলো অভ্যন্তরীণ সূত্রের উপর নির্ভর করে লেখা। অবয়ব ও ধর্মতত্ত্ব উভয় বিষয়েই এ গ্রন্থের সূত্র একাধিক। পিতরের প্রচারের ভিত্তিতে এ সুসমাচারটা লেখা বলে যে প্রচলিত মত এ বিষয়টা সে মতের বিপরীত কথাই বলে।"[৪৯]

কোনো কোনো ইহুদি ও খ্রিষ্টান গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, ফিলিস্তিনের ভৌগলিক বর্ণনা এবং ১ম শতাব্দীর ইহুদি রীতিনীতির বর্ণনায় মার্কের ইঞ্জিলের লেখক মারাত্মক ভুল করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের জন মার্ক এ পুস্তকের লেখক নন। কারণ তিনি জেরুজালেমের অধিবাসী একজন প্রাচীন ইহুদি ছিলেন। ফিলিস্তিনের রীতিনীতি ও শহর-বন্দর সম্পর্কে এরূপ ভুল তিনি করতে পারেন না। বাইবেলের ভুলভ্রান্তি প্রসঙ্গে পাঠক কিছু বিষয় জানতে পারবেন। যেমন তিনি সোর থেকে সিদোন দিয়ে গালীল সাগরে যাওয়ার কথা লেখেছেন। ইহুদি স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের তালাক দেওয়ার কথা লেখেছেন। সকল ইহুদি খাওয়ার আগে হস্তদ্বয় ধৌত করত বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলো যীশুর সময়ের ইহুদি রীতিনীতি, ইহুদি আইন ও ফিলিস্তিনের মানচিত্র অনুসারে ভুল। এগুলো প্রমাণ করে যে, ফিলিস্তিনের অধিবাসী কোনো ইহুদি এ পুস্তকটা লেখেননি। অ-ইহুদি কোনো রোমান এ পুস্তকটা লেখেছেন।[৫০]

২. ১২. ১২. সাধু লূকের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল

নতুন নিয়মের তৃতীয় পুস্তক সাধু লূকের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল (The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Luke) এবং নতুন নিয়মের পঞ্চম পুস্তক 'প্রেরিতগণের কার্যবিবরণী' উভয় পুস্তক একই ব্যক্তির লেখা বলে মনে করা হয়। তবে উভয় পুস্তকই বেনামি। পুস্তকদ্বয়ের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এ পুস্তকটা সাধু পলের প্রসিদ্ধ সাথী 'লূক' নামক দ্বিতীয় প্রজন্মের একজন অ-ইহুদি খ্রিষ্টান প্রচারকের লেখা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আধুনিক খ্রিষ্টান বাইবেল বিশেষজ্ঞ গবেষকরা লূকের বক্তব্য এবং সাধু পলের বক্তব্যের বৈপরীত্যের কারণে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। লূক, প্রেরিত ও পলের পত্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান তথ্যের আলোকে তারা বিশ্বাস করেন যে, 'লূক' এবং 'প্রেরিত' উভয় পুস্তক পরবর্তী কোনো অজানা লেখকের লেখা।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার biblical literature প্রবন্ধে The Gospel According to Luke অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"The author has been identified with Luke, "the beloved physician," Paul's companion on his journeys, presumably a Gentile ... Of more import is the fact that in the writings of Luke specifically Pauline ideas are significantly missing; while Paul speaks of the death of Christ, Luke speaks rather of the suffering, and there are other differing and discrepant ideas on Law and eschatology. In short,

---

[৪৯] উইকিপিডিয়াঃ Authorship of the Bible; Mark

[৫০] http://www.rejectionofpascalswager.net/markauthor.html

the author of this gospel remains unknown. Luke can be dated c. 80. There is no conjecture about its place of writing, except that it probably was outside of Palestine because the writer had no accurate idea of its geography."

"এ পুস্তকটার লেখক হিসেবে 'প্রিয় চিকিৎসক' 'লূক'কে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি পলের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন। তিনি একজন অ-ইহুদি বলেই প্রতীয়মান।... অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিশেষভাবে লূকের লেখনির মধ্যে পলের তত্ত্বগুলো অনুপস্থিত। পল বলেন খ্রিষ্টের মৃত্যুর কথা, কিন্তু লূক বেশি বলেন খ্রিষ্টের কষ্টের কথা। এছাড়া মূসার শরীয়ত বিষয়ক এবং পরলোক বিষয়ক তত্ত্বে পলের ও লূকের মধ্যে আরো কিছু বৈপরীত্য ও বৈষম্য বিদ্যমান। সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'লূক লিখিত সুসমাচার' নামের এ পুস্তকটার লেখক অজ্ঞাত পরিচয়ই রয়ে যাচ্ছেন। ... লূকের রচনাকাল ৮০ খ্রিষ্টাব্দ হতে পারে। রচনার স্থান অনুমান করার মত কোনো সূত্র নেই। তবে সম্ভবত এটা ফিলিস্তিনের বাইরে কোথাও রচিত। কারণ ফিলিস্তিনের ভৌগলিক তথ্যাদি সম্পর্কে লেখকের কোনো সঠিক ধারণা নেই।"

মাইক্রোসফট এনকার্টা এ প্রসঙ্গে লেখেছে:

Most modern scholars accept Luke's authorship of both works. Some scholars, however, because of factual contradictions between Paul's letters and the accounts of Paul in Acts, doubt that Luke and Paul were closely associated during Paul's missionary work. ... It is now generally agreed that the Gospel of Luke dates from the decade 70 to 80. Earlier or later dates have also been proposed: if, as some have suggested ... if the absence before then of any reference to the Gospel in the writings of the earliest Fathers of the Church is taken as proof of a later date, it is possible that Luke's Gospel was composed at the end of the 1st century. It is unknown whether the Gospel was written in Rome, Asia Minor, or Greece.

"অধিকাংশ আধুনিক গবেষক মেনে নেন যে, এ পুস্তক এবং প্রেরিত পুস্তকটা লূকের লেখা। তবে কিছু গবেষক এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। কারণ পলের পত্রাবলি এবং প্রেরিত পুস্তকের মধ্যে পল বিষয়ক তথ্যের অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য বিদ্যমান। এজন্য তারা সন্দিহান যে, পলের মিশনারি কর্মকাণ্ডের সময় পল এবং লূক ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। .... বর্তমানে সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয় যে, ৭০ থেকে ৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লূক রচিত। তবে আরো আগে বা পরে পুস্তকটা লেখা হয়েছে বলেও অনেকে বলেন। এ পুস্তকটার বিষয়ে কোনো উল্লেখ প্রাচীনতম ধর্মগুরুদের লেখনিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়টাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলে এ কথা বলা সম্ভব যে, এ পুস্তকটা প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের শেষে লেখা হয়েছে। এটা রোমে, এশিয়া মাইনরে না গ্রিসে লেখা হয়েছিল তা জানা যায় না।"[৫১]

উইকিপিডিয়া এ প্রসঙ্গে লেখেছে:

There is general acceptance that the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles originated as a two-volume work by a single author addressed to an otherwise unknown individual named Theophilus. This author was an "amateur Hellenistic historian" versed in Greek rhetoric, that being the standard training for historians in the ancient world. According to tradition the author was Luke the Evangelist,

---

[৫১] "Gospel According to Luke." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

the companion of the Apostle Paul, but many modern scholars have expressed doubt and opinion on the subject is evenly divided. Instead, they believe Luke-Acts was written by an anonymous Christian author who may not have been an eyewitness to any of the events recorded within the text. Some of the evidence cited comes from the text of Luke-Acts itself. In the preface to Luke, the author refers to having eyewitness testimony "handed down to us" and to having undertaken a "careful investigation", but the author does not mention his own name or explicitly claim to be an eyewitness to any of the events, except for the we passages. And in the we passages, the narrative is written in the first person plural— the author never refers to himself as "I" or "me". To those who are skeptical of an eyewitness author, the we passages are usually regarded as fragments of a second document, part of some earlier account, which was later incorporated into Acts by the later author of Luke-Acts, or simply a Greek rhetorical device used for sea voyages.

"সাধারণভাবে এ কথা স্বীকৃত যে, লূকের ইঞ্জিল এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকদ্বয় একই লেখকের লেখা। এ পুস্তকদুটো 'থিওফিলাস' নামক এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে লেখা, যার বিষয়ে ভিন্ন কোনো সূত্র থেকে কিছুই জানা যায় না। এ পুস্তকদ্বয়ের লেখক একজন 'আনাড়ি গ্রিক ঐতিহাসিক'। তিনি গ্রিকভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, কারণ এটাই ছিল প্রাচীন যুগে ইতিহাস লেখকদের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ। প্রচলিত মত অনুসারে এ লেখক হলেন পলের সাথী ইঞ্জিলবিদ লূক। তবে অনেক আধুনিক গবেষক এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন মত বিদ্যমান। এর বিপরীতে তারা বিশ্বাস করেন যে, লূক ও প্রেরিত পুস্তকদ্বয় একজন অজ্ঞাত পরিচয় খ্রিষ্টান লেখকের লেখা। এ দুটো পুস্তকে লেখা কোনো কিছুই তিনি স্বচক্ষে দেখেননি। তাদের এ মতের পক্ষে উত্থাপিত প্রমাণগুলোর কিছু এ পুস্তকদ্বয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। লূকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, স্বচক্ষে দেখা সাক্ষ্য 'আমাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে' এবং তিনি 'সতর্ক অনুসন্ধান' করার দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু লেখক তার নিজের নাম উল্লেখ করেননি। 'আমরা' বলে উল্লেখ করা বক্তব্যগুলো ছাড়া অন্য কোনো ঘটনা নিজে দেখেছেন বলে সুস্পষ্টভাবে দাবি করেননি। আর 'আমরা' বক্তব্যগুলোতেও বিবরণগুলো উত্তম পুরুষের বহুবচনে লেখা। লেখক কখনোই নিজের বিষয়ে 'আমি', 'আমাকে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেননি। যারা মনে করেন যে, এ পুস্তকটার লেখক পুস্তকে বর্ণিত কোনো ঘটনাই স্বচক্ষে দেখেননি, তাদের মতে 'আমরা' বক্তব্যগুলো সাধারণত অন্য কোনো পুস্তকের খণ্ডিত অংশ হিসেবে বিবেচিত। এগুলো পূর্ববর্তী কোনো পুস্তকের অংশবিশেষ, পরবর্তীকালে লূক ও প্রেরিত পুস্তকদ্বয়ের লেখক যাকে 'প্রেরিত' পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। অথবা 'আমরা' বক্তব্যগুলো একান্তই গ্রিক ভাষার অলঙ্কার কৌশল যা সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহার করা হত।"[৫২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ পুস্তকটাকে সাধু লূকের লেখা বলে দাবি করার কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই। এ পুস্তকের তথ্যের সাথে নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের তথ্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন বরং প্রমাণ করে যে, এ পুস্তকটার লেখক পরবর্তী যুগের কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। এ পুস্তকের বিষয়ে প্রাচীন খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের কোনো বক্তব্য না থাকা প্রমাণ করে যে, পুস্তকটা খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের শেষে বা পরে লেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পুস্তকটা লূকের লেখা হোক আর পরবর্তী কারো লেখা হোক উভয় ক্ষেত্রেই তা সাধারণ

[৫২] উইকিপিডিয়: Authorship of the Bible/ Luke and Acts

ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে লেখা। একে ওহী নির্ভর বা পবিত্র আত্মার প্রেরণালব্ধ গ্রন্থ বলে দাবি করা যায় না। কারণ লেখক পুস্তকের শুরুতে লেখেছেন:

"হে মাননীয় থিয়ফিল, আমাদের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা যাঁরা প্রথম থেকে নিজের চোখে দেখেছেন এবং ঈশ্বরের সুখবর প্রচার করেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সবকিছু জানিয়েছেন, আর তাঁদের কথা মতই অনেকে সেই সব বিষয়গুলো পরপর লেখেছেন। সেই সব বিষয় সম্বন্ধে প্রথম থেকে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে আপনার জন্য তা একটা একটা করে লেখা আমিও ভাল মনে করলাম। এর ফলে আপনি যা জেনেছেন তা সত্যি কিনা তা জানতে পারবেন।" (লূক ১/১-৪: বাইবেল ২০০০ এর অনুবাদ)

ইঞ্জিল লেখকের এ বক্তব্য থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো জানতে পারি:

(ক) যীশু ও প্রেরিতগণের ঘটনাবলি বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা কিছুই লেখেননি। তাঁরা মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে পরবর্তীদেরকে জানিয়েছেন।

(খ) তৎকালীন যুগে প্রচলিত সকল 'ইঞ্জিল' ও 'ঘটনা বিবরণী' পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের লেখা।

(গ) তাদের বিশ্বাস অনুসারে এ সকল লেখা কোনোটাই ঐশীপ্রেরণা নির্ভর বা ওহী নির্ভর ছিল না। এগুলো একান্তই মৌখিক বর্ণনার সংকলন ছিল। এগুলোতে ভুলভ্রান্তির সুযোগ ছিল এবং এজন্যই এগুলোর বিষয়ে অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন ছিল।

(ঘ) 'লূক' নামক গ্রন্থের লেখক- লূক অথবা পরবর্তী কেউ- এ পুস্তকটাকে 'ঐশ্বরিক প্রেরণা'-র মাধ্যমে পাওয়া বলে দাবি করেননি। একান্তই ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো যাচাইবাছাই করে এ গ্রন্থটা লেখেছেন বলে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।

২. ১২. ১৩. সাধু যোহনের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল

ইতোপূর্বে উদ্ধৃত উইকিপিডিয়ার বক্তব্য থেকে আমরা জেনেছি যে, নতুন নিয়মের চতুর্থ পুস্তক 'সাধু যোহনের মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল' (The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. John/ The Gospel According To St. John) পুস্তকটাও একটা বেনামি পুস্তক। তবে এ পুস্তকের শেষে কয়েকটা বাক্য থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা মনে করেছেন যে পুস্তকটা যীশুর প্রিয় একজন শিষ্যের লেখা। প্রচলিত ধারণা যে, 'যোহন'ই এ ছাত্র, যদিও পুস্তকটার মধ্যে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আমরা উইকিপিডিয়ার বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, বর্তমানে অধিকাংশ গবেষক এ বক্তব্যগুলোকে পরবর্তী সংযোজন বলে গণ্য করেন।

এ প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিম্নের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য:

Because both external and internal evidence are doubtful, a working hypothesis is that John and the Johannine letters were written and edited somewhere in the East (perhaps Ephesus) as the product of a "school," or Johannine circle, at the end of the 1st century. The addressees were Gentile Christians, ... The Jews are equated with the opponents of Jesus, and the separation of church and synagogue is complete, also pointing to a late-1st-century dating. The author of John knows part of the tradition behind the Synoptic Gospels, but it is unlikely that he knew them as literary sources.

"বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রমাণই সন্দেহজনক। এজন্য একটা কার্যকর মত এই যে, যোহনের সুসমাচার এবং যোহনের পত্রাবলি লিখিত ও সম্পাদিত হয়েছিল পূর্বাঞ্চলের কোথাও (সম্ভবত এফিসাসে)।

যোহনীয় সম্প্রদায় বা বিশেষ ধর্মীয় মতবাদের অনুসারীরা প্রথম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এগুলো রচনা করেন। এগুলো রচনা করা হয় 'অ-ইহুদি' খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে। ... ইহুদিদেরকে যীশুর শত্রুদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। ইহুদি সিনাগগ থেকে খ্রিষ্টান চার্চ পৃথকীকরণ পূর্ণতা পেয়েছে। এগুলো সবই নিশ্চিত করে যে, এ পুস্তকটা প্রথম শতকের শেষপ্রান্তে লেখা। সমমতীয় (প্রথম তিন) সুসমাচার যে সকল তথ্যের ভিত্তিতে লেখা সেগুলোর আংশিক কিছু বিষয় সম্পর্কে যোহনের সুসমাচারের লেখক অবগত ছিলেন। তবে তিনি লিখিত তথ্যসূত্র হিসেবে এগুলোর বিষয়ে কিছু জানতেন বলে মনে হয় না।"[৫৩]

মাইক্রোসফট এনকার্টা বিশ্বকোষ এ প্রসঙ্গে লেখেছে:

"Since the 19th century the authorship of the Gospel of John has generated heated controversy. Conservative scholars today generally accept John the Evangelist as the author, but most scholars, who are not prepared to defend the view that the author was an apostle and an eyewitness to the events recorded in the book, have proposed several different hypotheses. Chief among these hypotheses are that the fourth canonical Gospel was written by "the elder" mentioned in the Second and Third Epistles of John...; that it was composed by a disciple of John the Evangelist .. ; that it may have been written by a friend of Jesus Christ, Lazarus of Bethany; or that it was written by an anonymous Christian in Alexandria in the first half of the 2nd century. Most moderate scholars now date John from sometime in the last decade of the 1st century or early in the 2nd century."

"যোহনের সুসমাচারের লেখক নিয়ে উনবিংশ শতক থেকে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে। গোঁড়া গবেষকরা এখনো সাধারণভাবে ইঞ্জিলীয় যোহনকে এ পুস্তকের লেখক হিসেবে মেনে নেন। তবে অধিকাংশ গবেষক তা মানতে রাজি নন। এ পুস্তকের লেখক যীশুর কোনো শিষ্য ছিলেন এবং তিনি যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বলে মেনে নিতে তারা প্রস্তুত নন। তারা এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেন। এ সকল মতের অন্যতম এই যে, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে যে 'মুরব্বি'-র কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ব্যক্তিই এ চতুর্থ সুসমাচারের লেখক। অথবা যোহনের কোনো শিষ্য এটা লেখেছেন .... অথবা 'বেথানির লাযারাস' নামক যীশুর এক বন্ধু এটা লেখেছেন .... অথবা ২য় শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১০১-১৫০ খ্রি.) একজন অজ্ঞাত পরিচয় আলেকজান্দ্রীয় খ্রিষ্টান এটা লেখেছেন। অধিকাংশ উদার গবেষকের মতে এ পুস্তকটা প্রথম শতকের শেষ দশক থেকে দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে কোনো সময়ে লিখিত।"[৫৪]

এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া Authorship of the Bible প্রবন্ধে লেখেছে:

"John 21:24 identifies the author of the Gospel of John as 'the beloved disciple,' and from the late 2nd century this figure, unnamed in the Gospel itself, was identified with John the son of Zebedee. Today, however, most scholars agree that John 21 is an appendix to the Gospel, which originally ended at John 20:30–31. The majority of scholars date the Gospel of John to c. 80–95."

"যোহনের ২১ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে এ সুসমাচারটার লেখক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি যীশুর

---

[৫৩] **"biblical literature."** Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2009.

[৫৪] "Gospel According to John." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

প্রিয়ভাজন একজন শিষ্য। যদিও সুসমাচারের মধ্যে শিষ্যটার নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে মনে করা হয় যে, সিবিদিয়র পুত্র যোহনই এ শিষ্য। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক একমত যে, যোহন লিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায় মূল সুসমাচারের সাথে পরবর্তীতে সংযোজিত। মূলত সুসমাচারটা যোহনের ২০ অধ্যায়ের ৩০-৩১ শ্লোকেই শেষ হয়েছে। অধিকাংশ গবেষক মনে করেন যে, এ পুস্তকটা ৮০ থেকে ৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।"[৫৫]

উইকিপিডিয়া Gospel of John প্রবন্ধে লেখেছেঃ

"The Gospel of John was written in Greek by an anonymous author. ... The gospel identifies its author as "the disciple whom Jesus loved." Although the text does not name this disciple, by the beginning of the 2nd century, a tradition had begun to form which identified him with John the Apostle, one of the Twelve .... Although some notable New Testament scholars affirm traditional Johannine scholarship, the majority do not believe that John or one of the Apostles wrote it, and trace it instead to a "Johannine community" which traced its traditions to John; the gospel itself shows signs of having been composed in three "layers", reaching its final form about 90–100 AD."

"যোহনের ইঞ্জিলটা একজন নাম-পরিচয়হীন লেখক কর্তৃক গ্রিক ভাষায় রচিত। ... ইঞ্জিলটাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লেখক 'যীশুর প্রিয়ভাজন একজন শিষ্য।' যদিও ইঞ্জিলের বক্তব্যে শিষ্যটার নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে ২য় শতাব্দীর শুরু থেকেই এ শিষ্যকে যীশুর দ্বাদশ প্রেরিত শিষ্যের একজন যোহন হিসেবে শনাক্ত করার একটা মত প্রচলিত হয়। যদিও কতিপয় উল্লেখযোগ্য নতুন নিয়ম বিশেষজ্ঞ যোহনের বিদ্যাবত্তা স্বীকার করেন, তবে অধিকাংশ গবেষক বিশ্বাস করেন না যে, যোহন বা অন্য কোনো প্রেরিত শিষ্য পুস্তকটা লেখেছেন। বরং তারা একে এক 'যোহনীয় সম্প্রদায়ের' রচিত বলে গণ্য করেন। এ সম্প্রদায় নিজেদের মত ও ঐতিহ্যকে যোহনের প্রতি সম্পৃক্ত করতেন। এ সুসমাচারটার মধ্যেই প্রমাণ রয়েছে যে, এটা তিনটা পৃথক পর্যায়ে সংকলিত হওয়ার পরে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে ৯০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।"[৫৬]

২. ১২. ১৪. ইঞ্জিলটার ভাষ্যমতে তা যোহনের মৃত্যুর পরে লেখা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, এ ইঞ্জিলটাও একটা বেনামি পুস্তক যা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের কোনো গ্রিক লেখকের রচিত। এ পুস্তকটার শেষ অধ্যায়ের যে বক্তব্য লেখকের বিষয়ে তথ্য দিচ্ছে সে অধ্যায়টা পুরোটাই জাল বা পরবর্তী সংযোজন বলে উল্লেখ করছেন অধিকাংশ গবেষক। এরপরও আমরা এ সংযোজিত কথাগুলো অধ্যয়ন করে লেখকের পরিচয় জানার চেষ্টা করব।

ইউহোন্না ২১/২০-২৫ (মো.-১৩) নিম্নরূপঃ "পিতর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, সেই সাহাবী পিছনে পিছনে আসছেন, যাঁকে ঈসা মহব্বত করতেন এবং যিনি রাতের বেলা ভোজের সময় তাঁর বক্ষঃস্থলের দিকে হেলে পড়ে বলেছিলেন, প্রভু, কে আপনাকে দুশমনদের হাতে তুলে দেবে? তাঁকে দেখে পিতর ঈসাকে বললেন, প্রভু, এর কি হবে? ঈসা তাঁকে বললেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি? তুমি আমার পিছনে এসো। অতএব ভাইদের মধ্যে এই কথা রটে গেল যে, সেই সাহাবী মারা যাবেন না; কিন্তু ঈসাকে তাঁকে বলেননি যে, তিনি মারা যাবেন না; কেবল বলেছিলেন, আমি যদি ইচ্ছা

[৫৫] উইকিপিডিয়াঃ Authorship of the Bible/John

[৫৬] উইকিপিডিয়াঃ Gospel of John/ Authorship.

করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি? সেই সাহাবীই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এসব লেখেছেন; আর আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্যি (This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true) ঈসা আরও অনেক কাজ করেছিলেন; সেসব যদি এক এক করে লেখা হত, তবে আমার মনে হয় (I suppose), লেখতে লেখতে এত কিতাব হয়ে উঠতো যে, দুনিয়াতেও তা ধরতো না।

এ বক্তব্যের ভিত্তিতে এ পুস্তকটা শিষ্য যোহন কর্তৃক রচিত বলে মনে করা হয়। ইঞ্জিলগুলোর কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, যীশুর প্রিয় এবং রাত্রিভোজের সময়ে যীশুর বক্ষস্থল বা স্তনের উপর হেলে পড়া (leaned on his breast) এ শিষ্য ছিলেন সিবদিয়ের পুত্র যোহন। তবুও আমরা ধরে নিচ্ছি যে, যোহনই ছিলেন এ শিষ্য। তারপরও কি উপরের কথাগুলো দ্বারা পুস্তকটা তার লেখা বলে প্রমাণিত হয়?

লেখক লেখেছেন: "সেই সাহাবীই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এসব লেখেছেন; আর আমরা জানি তার সাক্ষ্য সত্যি।" আমরা বুঝতে পারি না, এ কথা থেকে কিভাবে বুঝা যায় যে, যোহন এ পুস্তকের লেখক! বরং এ কথাতে নিশ্চিত বুঝা যায় যে, এ পুস্তকের লেখক যোহন ছাড়া অন্য কেউ।

কারণ সুসমাচারের লেখক শিষ্য যোহনের বিষয়ে বলছেন: 'সেই সাহাবীই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন', 'তাঁর সাক্ষ্য' ইত্যাদি। এভাবে তিনি যোহনের জন্য নাম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করছেন। পক্ষান্তরে লেখক তার নিজের জন্য উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করে বলছেন: 'আমরা জানি'। এ থেকে স্পষ্ট যে, এ সুসমাচারের লেখক যোহন ছাড়া অন্য কেউ। লেখক যোহনের ছাত্র হতে পারেন অথবা পরের প্রজন্মের কেউ হতে পারেন। তিনি বলছেন যে, তার এ গ্রন্থের তথ্য যোহনের সূত্রে মৌখিক ও লিখিত ভাবে পাওয়া। এ তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এ পুস্তকটা রচনা করেছেন; কারণ তিনি জানেন যে, যোহনের সূত্রে পাওয়া তথ্য সত্য।

আমরা দেখেছি এর পরের শ্লোকে লেখক বলেছেন: " আমার মনে হয় হয় (I suppose)"। এখানেও লেখক নিজেকে বুঝাতে উত্তম পুরুষ ব্যবহার করেছেন। এ শ্লোকের 'আমার' (I) ও উপরের শ্লোকের 'আমরা' (We) এর সাথে 'সেই শিষ্য...', 'তাঁর' ... ইত্যাদির তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেই শিষ্য বলতে যোহনকে বুঝানো হয়েছে। যোহনের কথার ভিত্তিতে অন্য কেউ এ গসপেলটা রচনা করেছেন।

এখানে আরো সুস্পষ্ট যে, এ পুস্তকটা যোহনের মৃত্যুর পরে লেখা। প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা জানতেন যে, যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যোহনের মৃত্যুর আগেই কিয়ামত হবে। কিন্তু যখন কিয়ামত ঘটার আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেল তখন অনেকেই যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা নিয়ে সন্দিহান হন। এখানে লেখক যোহনের মৃত্যুর কারণে খ্রিষ্টানদের মনে যে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার চেষ্টা করেছেন।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যীশু তাঁর প্রতাপে পৃথিবীতে পুনরাগমন করবেন। খ্রিষ্টানরা জীবিত অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গে গমন করবেন। যীশুর অনেক বক্তব্য এবং বিশেষ করে যোহন বিষয়ে যীশুর বক্তব্য থেকে তারা এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতেন। ঘটনাচক্রে যোহন দীর্ঘজীবি হন। ফলে খ্রিষ্টানদের প্রত্যাশাও নিশ্চিত বিশ্বাসের রূপ গ্রহণ করে। যোহনের মৃত্যুতে এ বিশ্বাসে ফাটল ধরে। খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও প্রচারকরা নতুন পরিস্থিতিতে ধর্মবিশ্বাস নতুন করে সাজান। তারা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, খ্রিষ্টের পুনরাগমনের পরে অনন্ত জীবন লাভের বিশ্বাস সঠিক নয়; বরং খৃস্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে জীবদ্দশাতেই অনন্ত জীবন লাভ হয়। আর এ বিষয়টাই যোহনের ইঞ্জিল বলে কথিত এ পুস্তকে বলা হয়েছে।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা একমত যে, প্রথম তিন ইঞ্জিলের বর্ণনায় বিশ্বাসীরা অধীর আগ্রহে যীশুর পুনরাগমনের

অপেক্ষা করছেন। পক্ষান্তরে যোহনের ইঞ্জিলে এ অপেক্ষার ধারণা দূর করে বিশ্বাসের মাধ্যমেই অনন্ত জীবন অর্জিত হয়েছে বলে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বক্তব্য এরকম: "The numerous differences between the Synoptics and John can be summed up thus: in John eternal life is already present for the believer, while in the Synoptics there is a waiting for the Parousia for the fulfillment of eschatological expectations."

"সমমতীয় (প্রথম তিন) ইঞ্জিলের সাথে যোহনের অগণিত বৈপরীত্যকে সংক্ষেপে নিম্নের কয়েকটা বিষয়ে ভাগ করা যায়: প্রথম তিন সমমতীয় ইঞ্জিলের নির্দেশনা পরকাল বিষয়ক প্রতিশ্রুতি ও আশাআকাংক্ষা পূরণের জন্য যীশুর পুনরাগমনের অপেক্ষা করা। পক্ষান্তরে যোহনের ইঞ্জিলের বক্তব্য অনুসারে বিশ্বাসীদের জন্য অনন্ত জীবন ইতোমধ্যেই উপস্থিত।"[৫৭]

২. ১২. ১৫. দত্তক পুত্র তত্ত্ব বাতিল করতে বাক্যতত্ত্বীদের রচিত

এ ইঞ্জিলটা প্রচলিত হওয়ার পর থেকেই অনেক খ্রিষ্টান এর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা অস্বীকার করতেন। তারা এটাকে মারফতি কোনো বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের রচনা বলে বিশ্বাস করতেন। কারণ পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে একজন মানুষ নবী বলেই বিশ্বাস করতেন। হিব্রু পরিভাষায় নেক মানুষ বা প্রিয় মানুষ হিসেবে তাকে 'আল্লাহর পুত্র' বলা হত। পাশাপাশি তারা তাঁকে আল্লাহর বান্দাও বলতেন। পরবর্তী প্রজন্মের অ-ইহুদি রোমান-গ্রিক খ্রিষ্টানরা 'আল্লাহর পুত্র' পরিভাষাটাকে বিশেষ মর্যাদাময় বলে গণ্য করতে শুরু করেন। কিভাবে মানুষ হয়েও তিনি আল্লাহর পুত্র তা ব্যাখ্যা করতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মত জন্ম নিতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই বলতে থাকেন যে, তিনি ঈশ্বরের দত্তক পুত্র। অর্থাৎ তিনি মানুষ হিসেবেই জন্মেছেন, তবে ঈশ্বর তাঁকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রথম তিন ইঞ্জিল, প্রেরিতগণের কার্যবিবরণী ও সাধু পলের বক্তব্যগুলো প্রমাণ করে যে, প্রথম শতাব্দীর খ্রিষ্টানরা এ ধারারই অনুসারী ছিলেন। এরা মূলত একত্ববাদী ছিলেন। তাদের বিশ্বাসে যীশুকে দত্তক নেওয়ার অর্থ তাঁকে বিশেষ সম্মান দেওয়া। কেউ দ্বিত্ববাদী হয়ে যান; তারা দাবি করেন যে, যীশু মূলত মানুষ ছিলেন, তবে তাকে 'দত্তক' গ্রহণ করার পর থেকে তিনি 'দেবতা'য় পরিণত হন। উল্লেখ্য যে, ত্রিত্ববাদ তখনো জন্ম নেয়নি।

দত্তকতত্ত্ব (Adoptionism) প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"Adoptionism ... is a minority Christian belief that Jesus was adopted as God's Son either at his baptism, his resurrection, or his ascension. .... Some scholars see Adoptionist concepts in the Gospel of Mark and in the writings of the Apostle Paul. ...By the time the Gospels of Luke and Matthew were written, Jesus is identified as being the Son of God from the time of birth. Finally, the Gospel of John portrays him as the pre-existent Word.. as existing "in the beginning". ... Paul's writings do not explicitly mention a Virgin birth of Christ. Paul wrote that Jesus was "born of a woman, born under the law" and "as to his human nature was a descendant of David" in the Epistle to the Galatians and the Epistle to the Romans. Hebrews 1:5 states that God said, "You are my son. Today I have begotten you," a phrase that shows adoptionist tendencies...."

---

[৫৭] **"biblical literature."** Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2009.

"দত্তকতত্ত্ব একটা সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। এর অর্থ যীশু ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে গৃহীত হন তাঁর বাপ্তাইজের সময়ে বা পুনরুত্থানের সময়ে বা ঊর্ধ্বারোহণের সময়ে। ... কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, মার্কের ইঞ্জিলে ও প্রেরিত পলের লেখনিতে দত্তকবাদী ধারণা পাওয়া যায়। ... যখন লূক ও মথির ইঞ্জিল লেখা হয় তখন যীশুকে 'জন্ম থেকেই ঈশ্বরের পুত্র' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সর্বশেষ যোহনের ইঞ্জিলে যীশুকে অনাদিকাল থেকে বিরাজমান বাক্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ..... পলের লেখনিতে খ্রিষ্টের কুমারী মাতা থেকে জন্মের বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। গালাতীয়দের প্রতি পত্রে (৪/৪) এবং রোমানদের প্রতি পত্রে (১/৩) সাধু পল লেখেছেন যে, যীশু একজন নারীর সন্তান, তিনি শরীয়ত-সম্মত সন্তান এবং মানুষ হিসেবে তিনি দাউদের বংশধর। ইব্রীয়দের প্রতি পত্র ১/৫ উল্লেখ করেছে যে, ঈশ্বর বলেন: 'তুমি আমার পুত্র; আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়াছি'। এ বাক্যটা দত্তকবাদী প্রবণতা প্রকাশ করে। এ বাক্যটা প্রায় সরাসরি গীতসংহিতা ২ থেকে উদ্ধৃত।"[৫৮]

ক্রমান্বয়ে যীশুর প্রতি অতিভক্তি ও তাঁর প্রতি দেবত্বারোপ প্রবণতা বাড়তে থাকে। গ্রিক পৌত্তলিক দর্শনের প্রভাবে তাঁকে ঈশ্বরের বাক্য ও ঈশ্বরের মতই অনাদি বলে দাবি করা হতে থাকে। একে বাক্যতত্ত্ব (Logos theology) বলা হয়। যোহনের ইঞ্জিলে এ ধারাটাই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য দত্তকবাদী খ্রিষ্টানরা যোহনের ইঞ্জিল বাতিল ও মারফতি বিভ্রান্তদের রচিত বলে দাবি করতেন। কিন্তু সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে অতিভক্তির মতই জোরালো হতে থাকে। দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে এসে বাক্যবাদী খ্রিষ্টানরা দত্তকবাদী খ্রিষ্টনাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। দত্তকবাদীদেরকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করা হয় ও ক্রমান্বয়ে নির্মূল করা হয়।[৫৯]

বাক্যবাদীরা দত্তকবাদীদেরকে 'এলোগি' (Alogi) বলতেন। উইকিপিডিয়া Development of the New Testament canon/Alogi প্রবন্ধে লেখছে:

"There were those who rejected the Gospel of John (and possibly also Revelation and the Epistles of John) as either not apostolic or as written by the Gnostic Cerinthus or as not compatible with the Synoptic Gospels. Epiphanius of Salamis called these people the Alogi, because they rejected the Logos doctrine of John and because he claimed they were illogical. ... Gaius or Caius, presbyter of Rome (early 200s), was apparently associated with this movement."

"অনেকেই যোহনের ইঞ্জিল প্রত্যাখ্যান করেন। (এবং সম্ভবত তারা প্রকাশিত বাক্য ও যোহনের পত্রাবালিও প্রত্যাখ্যান করেন)। তাদের মতে এগুলো প্রেরিত শিষ্যদের রচিত নয়। অথবা এগুলো মারফতি সেরিন্থাসের (মৃত্যু ১০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে) লেখা। অথবা এগুলো প্রথম তিন সমমতীয় ইঞ্জিলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সালামিসের এপিফানাস (মৃত্যু ৪০৩ খ্রি.) এ সকল খ্রিষ্টানকে 'এলোগি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তারা যোহনের উপস্থাপিত বাক্যতত্ত্ব অস্বীকার করত। এছাড়া তিনি দাবি করেন যে, তারা অযৌক্তিক মতের অনুসারী। ... রোমের প্রেসবিটার গ্যইআস বা কাইআস (২০০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে) বাহ্যত এ আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন।"

উইকিপিডিয়া যোহনের সুসমাচার প্রবন্ধে লেখেছে:

"... In the 2nd century, the two main, conflicting expressions of Christology were John's Logos theology, according to which Jesus was the incarnation of God's

---

[৫৮] উইকিপিডিয়া: Adoptionism.

[৫৯] উইকিপিডিয়া: Adoptionism.

eternal Word, and adoptionism, according to which Jesus was "adopted" as God's Son. Christians who rejected Logos Christology were called "Alogi," and Logos Christology won out over adoptionism."

"দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্ট বিষয়ক দুটো পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত ছিল: একটা যোহনের 'বাক্য' তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুসারে যীশু ছিলেন ঈশ্বরের অনাদি বাক্যের অবতার। অন্য মতটা হল 'দত্তক' তত্ত্ব। এ মত অনুসারে যীশু ঈশ্বরের 'দত্তক' পুত্র। যে সকল খ্রিষ্টান বাক্যতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করতেন তাদেরকে 'এলোগি' বলা হত। বাক্যতত্ত্বের খ্রিষ্টধর্ম দত্তকতত্ত্বের খ্রিষ্টধর্মের উপর বিজয় লাভ করে।"[৬০]

২. ১২. ১৬. তিন ইঞ্জিল বনাম চার ইঞ্জিল

উপরের আলোচনা থেকে আমরা প্রচলিত চারটা 'মতানুসারে ইঞ্জিল'-এর লেখক ও সময়কাল সম্পর্কে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের মত জানতে পারলাম। এখানে দ্বিতীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য ও ভিন্নতা। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, এ চারটা ইঞ্জিলের তথ্যের মধ্যে অগণিত বৈপরীত্য বিদ্যমান। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় প্রথম তিন ইঞ্জিলের সাথে চতুর্থ ইঞ্জিলের বৈপরীত্য। এ বিষয়টা প্রাচীনকাল থেকেই খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের বিব্রত করেছে এবং তারা বিভিন্ন অজুহাত প্রদানের চেষ্টা করেছেন।

প্রথম তিনটাকে খ্রিষ্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুরা Synoptic Gospels, অর্থাৎ 'একমতীয়' বা 'সমমতীয় ইঞ্জিল' বলে আখ্যায়িত করেন। যোহন বা ইউহোন্নার ইঞ্জিলটাকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করেন। প্রথম তিনটার সাথে চতুর্থটার বৈপরীত্য অনেক। অধিকাংশ খ্রিষ্টান গবেষক একমত যে, মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারের উৎস মূল একটা সংক্ষিপ্ত 'ইঞ্জিল'। তাদের মতে, মার্কের ইঞ্জিল সবচেয়ে আগে রচিত। মথি ও লূক প্রথমত মার্কের পুস্তকটার উপর নির্ভর করেছেন। পাশাপাশি তারা অন্য একটা সংক্ষিপ্ত ইঞ্জিলের উপর নির্ভর করেছেন যেটা হারিয়ে গিয়েছে। হারিয়ে যাওয়া ইঞ্জিলটাকে খ্রিষ্টান গবেষকরা 'কিউ' (Q) বলে অভিহিত করেন। জার্মান Quelle শব্দের অর্থ source বা উৎস। যেহেতু এতে শুধু যীশুর বচন সংকলন করা হয়েছিল এজন্য গবেষকরা একে Logia বলে অভিহিত করেন।[৬১]

খ্রিষ্টান বাইবেল গবেষকরা একমত যে, চতুর্থ ইঞ্জিলরা সবচেয়ে পরে, প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে লেখা। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা। চতুর্থের সাথে প্রথম তিনটার বৈপরীত্য এত প্রকট যে, এর কোনো সমন্বয় সম্ভব নয়। উইকিপিডিয়ার Gospel of John প্রবন্ধের ভাষ্য নিম্নরূপ:

"According to the majority viewpoint for most of the 20th century, Jesus' teaching in John is largely irreconcilable with that found in the synoptics, and perhaps most scholars consider the Synoptic Gospels to be more accurate representations of the teaching of the historical Jesus... The teachings of Jesus in John are distinct from those found in the synoptic gospels. Thus, since the 19th century many Jesus scholars have argued that only one of the two traditions could be authentic. J. D. G. Dunn comments on historical Jesus scholarship, "Few scholars would regard John as a source for information regarding Jesus' life and ministry in any degree comparable to the synoptics."

---

[৬০] উইকিপিডিয়া: Gospel of John.

[৬১] The New Encyclopedia Britannica, 15th Ed, V-10, Jesus Christ, p 146.

"বিংশ শতকের অধিকাংশের মতে প্রথম তিন 'সমমতীয়' ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান যীশুর শিক্ষার সাথে যোহনের পুস্তকের মধ্যে বিদ্যমান যীশুর শিক্ষার কোনো সমন্বয় একেবারেই সম্ভব নয়। সম্ভবত অধিকাংশ গবেষক মনে করেন যে, ঐতিহাসিক বিচারে যীশুর শিক্ষা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথম তিন ইঞ্জিল যে তথ্য প্রদান করে সেটাই অধিকতর সঠিক। যোহনের মধ্যে যীশুর যে শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথম তিন সমমতীয় ইঞ্জিল থেকে স্বতন্ত্র। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে অনেক যীশু বিশেষজ্ঞ দলিল পেশ করেছেন যে, এ দুটো স্বতন্ত্র বর্ণনার মধ্যে একটাই কেবল বিশুদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে। ঐতিহাসিক যীশু বিষয়ক গবেষণায় জে. ডি. ডাম মন্তব্য করেন: 'যীশুর জীবন ও ধর্মপ্রচার বিষয়ে যোহনের পুস্তককে কোনো গবেষকই তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন না, সমমতীয় ইঞ্জিলগুলোর সাথে কোনো পর্যায়েই তা তুলনীয় নয়।"[৬২]

প্রসিদ্ধ বাইবেল বিশেষজ্ঞ ই. পি. স্যান্ডার্স (Sanders, E. P.) লেখেছেন:

"It is impossible to think that Jesus spent his short ministry teaching in two such completely different ways, conveying such different contents ... Consequently, for the last 150 or so years scholars have had to choose. They have almost unanimously, and I think entirely correctly, concluded that the teaching of the historical Jesus is to be sought in the synoptic gospels and that John represents an advanced theological development, in which meditations on the person and work of Christ are presented in the first person, as if Jesus said them."

"এ কথা চিন্তা করা অসম্ভব যে, যীশু তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রচারকালে এরূপ সম্পূর্ণ পৃথক দুটো পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করেছিলেন এবং এরূপ পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন ...। এজন্য বিগত ১৫০ বছর ধরে গবেষকদেরকে তিন সমমতীয় ইঞ্জিল ও যোহনের ইঞ্জিল দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হচ্ছে। আর প্রায় সকল গবেষক এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন - আর আমি মনে করি যে, তারা পুরোপুরি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- যে, ঐতিহাসিক যীশুর শিক্ষা জানার জন্য তিন সমমতীয় ইঞ্জিলের উপরে নির্ভর করতে হবে এবং যোহনের ইঞ্জিলটা পরবর্তী পর্যায়ের বিবর্তিত একটা ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের প্রতিফলন মাত্র। ব্যক্তি যীশু এবং তাঁর কর্মের বিষয়ে ধ্যান করে যা মনে উদয় হয়েছে তাকেই তাঁর মুখে পেশ করা হয়েছে, যেন তিনিই বলছেন।"[৬৩]

প্রথম তিন ইঞ্জিল ও যোহনের ইঞ্জিলের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য প্রথম তিন ইঞ্জিলে যীশুকে একজন বিনয়ী ও বিনম্র মানুষ, নবী ও গুরু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যোহনের ইঞ্জিলে প্রথম থেকেই যীশুকে ঐশ্বরিক (Divine), রাজকীয় (majestic) ও দুর্বোধ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মথি ও মার্ক উভয়েই লেখেছেন যে, এক ব্যক্তি যীশুকে বলেন, হে সৎ গুরু/ সৎ ওস্তাদ, অনন্ত জীবন পেতে আমি কি করব? তিনি লোকটিকে বলেন, তুমি আমাকে ভাল বলছ কেন? একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ ভাল নন। "পরে তিনি বের হয়ে পথে যাচ্ছেন, এমন সময় এক জন দৌড়ে এসে তাঁর সম্মুখে হাঁটু পেতে জিজ্ঞাসা করলো, হে সৎ ওস্তাদ (Good Master), অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমি কি করবো? ঈসা তাকে বললেন, আমাকে সৎ কেন বলছো? একজন ছাড়া সৎ আর কেউ নেই, তিনি আল্লাহ (Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God)।" (মার্ক ১০/১৭-১৮, মো.-১৩। আরো দেখুন: মথি ১৯/১৬-১৭)

এখানে আমরা যীশুর বিনয় লক্ষ করছি। প্রথম তিন ইঞ্জিলে এ বিষয়টা লক্ষণীয়। এ তিন ইঞ্জিলে

---

[৬২] উইকিপিডিয়া: Gospel of John.

[৬৩] Sanders, The Historical Figure of Jesus (1995), Penguin Books, England, p 70-71. Cited by Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, p 18.

সাধারণভাবে যীশু মানুষদেরকে ঈশ্বর-মুখী করার চেষ্টা করেছেন। মানুষদেরকে বিশ্বাস ও কর্মের দিকে আহ্বান করেছেন এবং আন্তরিকতার সাথে তৌরাতের আজ্ঞাসমূহ বা বিধিবিধান পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর বিপরীতে যোহনের ইঞ্জিলে যীশু প্রথম থেকেই নিজেকে ঐশ্বরিক সত্তা হিসেবে প্রকাশ করেছেন, নিজের গৌরবগাথা বর্ণনা করেছেন এবং মানুষরেদকে 'যীশু-মুখী' করেছেন। অর্থাৎ তাঁর নিজের দিকে আহ্বান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বাইবেল গবেষক গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) লেখেছেনঃ

"Mark 10:18 Jesus said: Why do you call Me good. No one is good but God alone. Is Jesus declaring that He is not perfect or good; that, He does sin and that He is not God? Doesn't the character of John's Jesus seem much different than those of the other Gospel writers? John's Jesus is certainly not humble or meek. John seems to put a lot of emphasis on love, feelings, attachment, commitment and pleasuring God. Both Jesus and John sound to be men in love - with each other - wanting everyone to know of their love. Doesn't John seem to emphasize relationships of eating bodies, drinking blood, and (sorry) male to male intimacy? Ethan Allen: That Jesus Christ was not God is evidence in His Own words, which I never disputed. Being conscious, I am no Christian. Thank you, Ethan Allen! You voiced my sentiments long before I was born and learned about Jesus Christ."

"মার্ক ১০/১৮ যীশু বলেনঃ তুমি আমাকে কেন ভাল বলছ? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ ভাল নেই। যীশু কি ঘোষণা করছেন যে, তিনি নিখুঁত বা ভাল নন? অর্থাৎ, তিনি পাপ করেন এবং তিনি ঈশ্বর নন? যোহনের যীশুর চরিত্র অন্য তিন ইঞ্জিল লেখকদের যীশুর চেয়ে অনেক ভিন্ন নয় কি? যোহনের যীশু নিশ্চিতভাবেই বিনয়ী ও বিনম্র নন। দেখা যাচ্ছে যে, যোহন যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব দিচ্ছেন সেগুলো হল প্রেম, অনুভূতি, সম্পর্ক, অঙ্গীকার এবং ঈশ্বরকে খুশি করা। যীশু ও যোহন উভয়েই একে অপরের সাথে প্রেমে নিপতিত মানুষ হিসেবে প্রতীয়মান। উভয়েই চাচ্ছেন যে, সকলেই তাঁদের প্রেমের কথা জানুক। যোহনের বক্তব্য থেকে কি এটাই প্রতীয়মান নয় যে, যোহন মূলত গুরুত্বারোপ করছেন নরমাংস ভক্ষণ, রক্ত পান এবং (দুঃখিত) পুরুষে পুরুষে ঘনিষ্টতার উপর? ইথান এলেন বলেনঃ যীশু যে ঈশ্বর নন তা তাঁর নিজের কথা থেকেই সুস্পষ্ট, এ বিষয়ে আমি কখনোই বিতর্ক করিনি। যেহেতু আমি সচেতন, সেহেতু আমি খ্রিষ্টান নই। ইথান এলেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার জন্মের অনেক আগেই আপনি আমার মনের কথাটাই বলেছেন।"[৬৪]

২. ১২. ১৭. মতানুসারে ইঞ্জিলগুলোর মূলপাঠ হারিয়ে গিয়েছে

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো বেনামি লেখকদের লেখা। পরবর্তীকালে এগুলো মথি, মার্ক, লূক ও যোহনের নামে প্রচারিত হয়েছে। এগুলো এ চারজনের লেখা হোক অথবা না হোক, এগুলোর মূল পাণ্ডুলিপি বা লেখকের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে rotten.com রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিকৃতি (Distortions of the Roman Catholic Church) শিরোনামে লেখেছে[৬৫]:

"the survival of the New Testament depend on the work of generation after

---

[৬৪] Did Jesus Christ Lie? http://www.thegodmurders.com/id188.html

[৬৫] http://www.rotten.com/library/religion/bible/historical-construction/catholic-distortions/

generation of scribal copyists... War, accident, persecution, factionalism, and the suppression of heresies all played their role in obliterating the original texts (or autographs) as well as the early copies which were made from them. ... Consequently, virtually nothing remains from the early Christian period. The original texts of the New Testament simply no longer exist. The Gospels of Luke, Matthew, Mark, and John only exist as decaying copies of copies -- which themselves may have been heavily edited or marred with accidental errors. What's more, even these early copies are fragmented and few. It should be noted that only 35 of these copies date back to before 400 A.D., and amazingly only 80 manuscript copies date before 800 A.D."

"নতুন নিয়মের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের লিপিকারদের কর্মের উপর। ... যুদ্ধ, দুর্ঘটনা, নির্যাতন, দলাদলি, বিভ্রান্ত মত দমন ইত্যাদি কারণে মূল পাঠ (অথবা লেখকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি) এবং সেগুলো থেকে অনুলিপি করা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ... প্রারম্ভিক প্রাথমিক খ্রিষ্টান যুগের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকেনি। নতুন নিয়মের মূল পাঠ আক্ষরিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। লূক, মথি, মার্ক ও যোহনের ইঞ্জিলগুলোর ক্ষয়ে যাওয়া অনুলিপির অনুলিপিগুলো টিকে রয়েছে। টিকে থাকা এ সকল অনুলিপিও সম্ভবত ব্যাপকভাবে সম্পাদিত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি দ্বারা বিনষ্ট। এর চেয়েও বড় কথা, এ সকল (সম্পাদিত, ভুলজড়িত ও ক্ষয়প্রাপ্ত) অনুলিপিগুলোরও সামান্য ভগ্নাংশ বা খণ্ডিত অংশই অবশিষ্ট রয়েছে যেগুলোর সংখ্যা খুবই কম। উল্লেখ্য যে, বিদ্যমান এ সব পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে মাত্র ৩৫টা পাণ্ডুলিপি ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বের এবং আশ্চর্যজনকভাবে মাত্র ৮০টা পাণ্ডুলিপি ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে লেখা।"

২. ১৩. নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তক

সুপ্রিয় পাঠক, নতুন নিয়মের সাতাশটা পুস্তকের মধ্য থেকে 'ইঞ্জিল' (euaggelos/ evangel/ Gospel) নামে প্রচলিত চারটা পুস্তকের বিষয়ে আমরা উপরে আলোচনা করলাম। অবশিষ্ট তেইশটা পুস্তকের মধ্যে চৌদ্দটা সাধু পলের নামে, চারটা যোহনের/ ইউহোন্নার নামে, দুটা পিতরের নামে প্রচলিত। বাকি তিনটা পুস্তকের একটা লূকের, একটা যাকোবের/ ইয়াকুবের ও একটা যিহূদা/ এহূদার নামে প্রচলিত।

২. ১৩. ১. লূক ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

নতুন নিয়মের ৫ম পুস্তকটার নাম: 'The Acts of the Apostles'। কেরি বাইবেলের অনুবাদ: 'প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ', সংক্ষেপ নাম 'প্রেরিত'। কিতাবুল মোকাদ্দসে শুধু সংক্ষেপ নাম 'প্রেরিত'। জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: 'শিষ্যচরিত'।

পাঠক এ পুস্তকটা পাঠ করলে দেখবেন যে, পুস্তকটা বেনামি। পুস্তকের কোথাও লেখকের নাম নেই। তবে নতুন নিয়মের তৃতীয় পুস্তক 'সাধু লুকের মতানুসারে যীশু খ্রিষ্টের পবিত্র ইঞ্জিল' এবং পঞ্চম পুস্তক 'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ' উভয় পুস্তকের শুরুতেই অজ্ঞাতনামা লেখক 'থিয়ফিল' (Theophilus) নামক অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করেছেন এবং প্রেরিত পুস্তকের শুরুতে পূর্ববর্তী পুস্তকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পুস্তকের লেখক একই ব্যক্তি। তবে এ ব্যক্তি কে তা কেউই নিশ্চিতভাবে জানেন না। ২য়-৩য় খ্রিষ্টীয় শতক থেকেই খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা বলেছেন যে, পুস্তক দু'টো লূকের লেখা। লূকের ইঞ্জিল প্রসঙ্গে আমরা পুস্তকটার লেখক বিষয়ক বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করেছি।

লূক নামক এ ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সুনিশ্চিতভাবেই তিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন না

এবং ফিলিস্তিনের বাসিন্দাও ছিলেন না। এনকার্টা এবং উইকিপিডিয়ার সাধু লূক ও ইঞ্জিলীয় লূক (Saint Luke/ Luke the Evangelist) প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, সম্ভবত তিনি বর্তমান তুরস্কের এন্টিয়ক (Antioch) অথবা লিবিয়ার সিরেনাইকা (Cyrenaica)-র বাসিন্দা ছিলেন। তিনি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। তিনি সাধু পলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পলের নিহত হওয়া পর্যন্ত তাঁরই সাথে ছিলেন। তিনি অবিবাহিত বা চিরকুমার ছিলেন।

প্রেরিত পুস্তকটার রচনাকাল সম্পর্কে উইকিপিডিয়া 'Dating the Bible' বা 'বাইবেলের রচনাকাল' প্রবন্ধে লেখেছে: "If Acts uses Josephus as a source, as has been proposed, then it must have been composed after 93 CE; it does not show any knowledge of Paul's letters, which also supports a late date; and the social situation is one in which the faithful need "shepherds" to protect them from heretical "wolves", which again reflects a late date."

"গবেষকরা বলেন যে, প্রেরিত পুস্তকটা যোসেফাসকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ মত অনুসারে নিশ্চিতভাবেই প্রেরিত পুস্তকটা ৯৩ খ্রিষ্টাব্দের পরে লেখা। প্রেরিত পুস্তক থেকে দেখা যায় যে, সাধু পলের পত্রাবলি সম্পর্কে এটা মোটেও অবহিত নয়। এ বিষয়টাও সমর্থন করে যে, পুস্তকটা আরো পরে লেখা। এছাড়া এ পুস্তকটা যে সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছে তাতে দেখা যায় যে, বিদআতী-বিভ্রান্ত নেকড়েদের হাত থেকে বিশ্বাসীদের সংরক্ষণের জন্য রাখালদের প্রয়োজন। এ চিত্রটা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, পুস্তকটা আরো পরবর্তী সময়ে লেখা।"

প্রেরিত পুস্তকটার বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত টুকরোটা (earliest known fragment) ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে লেখা। (উইকিপিডিয়া, Dating the Bible)

২. ১৩. ২. যোহন ও নতুন নিয়মের ৫টা পুস্তক

নতুন নিয়মের ৫টা পুস্তক যীশু-শিষ্য যোহন (John) বা ইউহোন্না রচিত বলে প্রসিদ্ধ। এগুলোর মধ্যে চতুর্থ ইঞ্জিলটার বিষয় আমরা দেখেছি। এছাড়াও যোহনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র এবং যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য বা প্রকাশিত কালাম: নতুন নিয়মের ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৭ নং পুস্তকও যোহন লিখিত বলে মনে করা হয়।

চতুর্থ ইঞ্জিল প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, পুস্তকটা বেনামি বা লেখকের নামবিহীন। অনুরূপভাবে যোহনের নামে প্রচারিত পত্র তিনটাও বেনামি। এগুলোতে লেখকের কোনো নাম বা পরিচয় নেই। 'Authorship of the Bible' প্রবন্ধে উইকিপিডিয়া লেখছে: "In fact 1 John is anonymous, and 2 and 3 John identify their author only as `the Elder'." : "প্রকৃত বাস্তবতায় যোহনের প্রথম পত্র বেনামি বা লেখকের নাম বিহীন। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে শুধু উল্লেখ করা হয়েছে যে, লেখক একজন মুরব্বী বা বয়স্ক মানুষ।"

যোহনের নামে প্রচলিত তিনটা পত্রের রচনাকাল প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া 'Dating the Bible' প্রবন্ধে লেখেছে: "90–110 CE. The letters give no clear indication, but scholars tend to place them about a decade after the Gospel of John.": "৯০-১১০ খ্রিষ্টাব্দ। পত্রগুলো কোনো সুস্পষ্ট সময় নির্দেশ করে না। তবে গবেষকরা ধারণা করেন যে, যোহনের ইঞ্জিল রচনার এক দশক পরে এ পত্রগুলো রচিত।"

যোহনের পত্রগুলোর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত বাইবেলের সিনাই পাণ্ডুলিপির মধ্যে। (উইকিপিডিয়া, 'Dating the Bible')

নতুন নিয়মের সর্বশেষ পুস্তকঃ 'The Revelation to John'। কেরির অনুবাদঃ 'যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য', কিতাবুল মোকাদ্দসঃ 'প্রকাশিত কালাম' এবং জুবিলী বাইবেলঃ 'যোহনের কাছে প্রত্যাদেশ'। এ পুস্তকটা বেনামি নয়; বরং লেখক নিজের নাম 'যোহন' বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক খ্রিষ্টান ধর্মগুরু তাকে যীশু-শিষ্য যোহন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুরু ও গবেষক তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

'John of Patmos' বা প্যাটমসের যোহন প্রবন্ধে উইকিপিডিয়া লেখেছেঃ

"The author of the Book of Revelation identifies himself only as 'John'. Traditionally, this was often believed to be the same person as John, son of Zebedee, one of the apostles of Jesus, to whom the Gospel of John was also attributed. The early 2nd century writer, Justin Martyr, was the first to equate the author of Revelation with John the Apostle. Other early Christian writers, however, such as Dionysius of Alexandria and Eusebius of Caesarea, noting the differences in language and theological outlook between this work and the Gospel, discounted this possibility, and argued for the exclusion of the Book of Revelation from the canon as a result. The assumption that the apostle John was also author of the Book of Revelation is now widely rejected in modern critical scholarship. The early Christian writer Papias appeared in his writings to distinguish between John the Evangelist and John the Elder, and many biblical scholars now contend that the latter was the author of Revelation."

"প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের লেখক নিজেকে শুধু 'যোহন' বলে পরিচয় দিয়েছেন। গতানুগতিকভাবে অনেক সময় বিশ্বাস করা হয় যে, এ যোহনই যীশুর শিষ্য সিবদিয়ের পুত্র যোহন, যোহনের ইঞ্জিলটাও যার লেখা বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকের লেখক জাস্টিন মার্টারই প্রথম প্রকাশিত বাক্যের লেখক যোহন ও শিষ্য যোহন একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে আলেকজান্দ্রিয়ার ডাইনোসিয়াস, কায়েসারিয়ার ইউসিবিয়াস প্রমুখ প্রাচীন খ্রিষ্টান লেখক এ ধারণা অগ্রাহ্য করেছেন। তারা লক্ষ্য করেছেন যে, যোহনের ইঞ্জিল এবং প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে ভাষা ও ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিদ্যমান। আর এজন্যই তারা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটা নতুন নিয়ম থেকে বাদ দেওয়ার দাবি করেছেন। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটা যীশু-শিষ্য যোহন কর্তৃক রচিত হওয়ার ধারণা বর্তমান যুগের গবেষণায় ব্যাপকভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে। প্যাপিয়াস নামক প্রাচীন খ্রিষ্টান লেখক ইঞ্জিল লেখক যোহন ও মুরব্বী যোহন দুজন পৃথক ব্যক্তি বলে উপস্থাপন করেছেন এবং অনেক বাইবেল বিশেষজ্ঞ দাবি করেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তিই প্রকাশিত বাক্যের লেখক।"

উইকিপিডিয়ার 'Book of Revelation' প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে লেখেছেঃ

"The author names himself as 'John', but it is extremely unlikely that the author of Revelation was also the author of the Gospel of John. Some of the evidence for this was set out as early as the second half of the 3rd century by Dionysius, archbishop of Alexandria, who noted that the gospel and the epistles attributed to John, unlike Revelation, do not name their author, and that the Greek of the gospel is correct and elegant while that of Revelation is neither; some later scholars believe that the two books also have radical differences in theological perspective. Tradition links him to John the Apostle, but it is unlikely that the apostle could

have lived into the most likely time for the book's composition, the reign of Domitian, and the author never states that he knew Jesus. All that is known is that this John was a Jewish Christian prophet, ... His precise identity remains unknown, and modern scholarship commonly refers to him as John of Patmos. Early Church tradition dates the book to end of the emperor Domitian (reigned AD 81–96), and most modern scholars agree..."

"লেখক উল্লেখ করেছেন যে, তার নাম যোহন। তবে প্রকাশিত বাক্যের লেখকই যোহনের ইঞ্জিলের লেখক ছিলেন বলে মনে করা একেবারেই অসম্ভাবনীয়। অনেক আগেই, তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতকের শেষার্ধেই আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান বিশপ ডায়োনিসিয়াস এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যোহনের নামে প্রচলিত পত্রগুলো ও ইঞ্জিলটা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটার মত লেখকের নাম উল্লেখ করছে না এবং যোহনের ইঞ্জিলের গ্রিক বিশুদ্ধ এবং মার্জিত, কিন্তু প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটার গ্রিক বিশুদ্ধও নয়, মার্জিতও নয়। পরবর্তী কতিপয় গবেষক বিশ্বাস করেন যে, ইঞ্জিল ও প্রকাশিত বাক্য দু'টা বইয়ের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক বৈপরীত্য বিদ্যমান। গতানুগতিকভাবে এটাকে শিষ্য যোহনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। কিন্তু এ বইটা রচনাকাল বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্ভাবনাময় সময় সম্রাট ডোমিটিয়ানের রাজত্বকাল। আর এ সময় পর্যন্ত শিষ্য যোহনের বেঁচে থাকা অসম্ভাবনীয়। এছাড়া প্রকাশিত বাক্যের লেখক কখনোই বলেননি যে, তিনি যীশুকে চিনতেন। সর্বোচ্চ যা জানা যায় তা হল, এ পুস্তকের লেখক 'যোহন' খ্রিষ্টের অনুসারী একজন ইহুদি নবী ছিলেন। ... তাঁর সঠিক পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। আধুনিক গবেষকরা তাকে 'প্যাটমসের যোহন' বলে আখ্যায়িত করেন। প্রাচীন খ্রিষ্টান চার্চ দাবি করেছে যে, এ পুস্তকটা সম্রাট ডোমিটিয়ানের যুগে (রাজত্ব ৮১-৯৬ খ্রি.) লেখা হয়েছিল। অধিকাংশ আধুনিক গবেষক তা মেনে নেন ....।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটার বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত টুকরোটা (earliest known fragment) ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে লেখা। (উইকিপিডিয়া, Dating the Bible)

২. ১৩. ৩. পল ও নতুন নিয়মের ১৪টা পুস্তক

নতুন নিয়মের ২৭টার মধ্যে ১৪টা পুস্তক, অর্থাৎ অর্ধেকেরও অধিক পুস্তক সাধু পৌলের/ পল (Paul)-এর রচিত বলে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন যীশু খ্রিষ্টের সমসাময়িক একজন ইহুদি। তবে তিনি যীশু খ্রিষ্টের শিষ্য ছিলেন না, নাসরত, গালিলি বা ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন না এবং কখনো তিনি যীশুকে দেখেননি। (১ করিন্থীয় ৯/১, ১৫/৮)

পৌল বা পলের মূল নাম সৌল (Saul)। তিনি বর্তমান তুরস্কের তারসূস (Tarsus) বা সাইলেশিয়ায় (Cilicia) জন্মগ্রহণ করেন (প্রেরিত ২১/৩৯, ২২/৩)। তিনি জাতিতে রোমান (প্রেরিতঃ ২২/২৮, ১৬/৩৭-৩৮, ২৩/২৭), মাতৃভাষায় গ্রিক (প্রেরিতঃ ৯/২৯) এবং ধর্মে ইহুদি ছিলেন। (রোমীয় ১১/১-২; করিন্থীয় ১১/২২; ফিলিপীয় ৩/৫)। ধর্মে ইহুদি হলেও ইহুদি ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল সামান্যই (রোমীয় ৭/৯; গালাতীয় ১৫/১); তবে তিনি গ্রিক-রোমান ধর্ম ও দর্শনে ব্যাপক অভিজ্ঞ ছিলেন (এনকার্টাঃ পল)। তিনি ৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবত ৬২ খ্রিষ্টাব্দে রোমে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। (এনকার্টাঃ পল) অর্থাৎ যীশুর জন্মের প্রায় ৬ বছর পরে তাঁর জন্ম এবং যীশুর তিরোধানের প্রায় ৩০ বছর পর তাঁর মৃত্যু।

খৃস্টধর্মের মঞ্চে সাধু পলের আবির্ভাব হঠাৎ করেই। যীশুর তিরোধানের পর যীশুর শিষ্যরা ফিলিস্তিন ও এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ইহুদিদের মধ্যে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। ক্রমান্বয়ে যীশুর শিক্ষা ইহুদিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করতে থাকে। এ সময়েই হঠাৎ করে পলের আবির্ভাব।

পল দাবি করেন যে, এ সময়ে তিনি যীশুর শিক্ষা গ্রহণকারী ইহুদিদেরকে নির্যাতন করতেন (প্রেরিতঃ

৭/৫৮, ৮/৩, ৯/১-২; ২২/৪-৫ ও ২৬/৯-১১; গালাতীয়ঃ ১/১৩)। হঠাৎ যীশু তাঁকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন এবং তাকে শিষ্যত্ব প্রদান করেন। তাঁর যীশু-শিষ্য হওয়ার কাহিনীটা 'প্রেরিত' পুস্তকে ৯, ২২ ও ২৬ অধ্যায়ে তিন স্থানে তিনভাবে দেওয়া হয়েছে। ৯/৩-৭-এর বক্তব্যঃ "তখন হঠাৎ আসমান থেকে আলো তাঁর চারদিকে চমকে উঠলো। তাতে তিনি ভূমিতে পড়ে শুনতে পেলেন, তাঁর প্রতি এই বাণী হচ্ছে, শৌল শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছো? .... কিন্তু উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করতে হবে, তা বলা যাবে। আর তাঁর সহপথিকেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারা ঐ বাণী শুনলো বটে, কিন্তু কাউকেও দেখতে পেল না (hearing a voice, but seeing no man)।" (মো.-১৩)

পক্ষান্তরে প্রেরিত পুস্তকেরই ২২/৬-১০ বলছেঃ "হঠাৎ আসমান থেকে মহা আলো আমার চারদিকে চমকে উঠলো। তাতে আমি ভূমিতে পড়ে গেলাম ও শুনলাম, একটি বাণী আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছো? ... আর যারা আমার সঙ্গে ছিল , তারা সেই আলো দেখতে পেল বটে, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁর বাণী শুনতে পেল না (And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spoke to me) ... প্রভূ আমাকে বললেন, উঠে দামেস্কে যাও, তোমকে যা যা করতে হবে বলে নির্ধারিত আছে, সেসব সেখানেই তোমাকে বলা যাবে।" (মো.-১৩)

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনায় এত বৈপরীত্য! সহ-পথিকরা কথা শুনল কিন্তু আলো দেখল না! তারা আলো দেখল কিন্তু কথা শুনল না!!! আরেকটা বিষয় দেখুন! উপরের দু'স্থানে বলা হয়েছে যে, পলের কী করণীয় সে বিষয়ে যীশু তাকে কোনো নির্দেশ দিলেন না; শুধু বললেন, দামেশকে যাও, সেখানেই সব বলা হবে। অথচ ২৬ অধ্যায়ের ১৬-১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সাধু পলের দায়িত্ব ও করণীয় বিস্তারিত সেখানেই তাকে বলা হয়েছিল।

এ সকল স্ববিরোধী বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টা সত্য? আমরা জানি না। তবে সাধু পল ঈশ্বরের গৌরবার্থে মিথ্যা বলার স্বীকারোক্তি দিয়েছেনঃ "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?" "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি আল্লাহর সত্য তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমিও বা এখন গুনাহগার বলে আর বিচারের সম্মুখীন হচ্ছি কেন?" (রোমান/ রোমীয় ৩/৭। আরো দেখুনঃ ১ করিন্থীয় ১৯-২১)।

পল বলেনঃ "All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any": "সকলই আমার পক্ষে বিধেয়... কিন্তু সকলই যে মঙ্গলজনক তা নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু আমি কোন কিছুরই গোলাম হব না।" (১ করিন্থীয় ৬/১২)

এখানেও সাধু পল দাবি করছেন যে, তিনি কোনো শরীয়ত, আইন বা বিধানের কর্তৃত্বাধীন নন। তিনি সকল বিধিবিধানের উর্ধ্বে। পাপ, পূণ্য, সত্য, মিথ্যা, হালাল, হারাম কোনো কিছুই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ বা অবৈধ নয়, বরং সবই বৈধ।

লক্ষণীয় যে, সাধু পল দাবি করেন যে, যীশু তাঁকে বলেছিলেনঃ "তোমার নিজের লোকদের (ইহুদীদের) এবং অ-ইহুদিদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব।" (প্রেরিত ২৬/১৭)। কিন্তু বাস্তবে এ ওয়াদা কার্যকর হয়নি। সাধু পলকে যীশু রক্ষা করেননি; বরং তিনি নিহত হয়েছেন। ৬২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রোমান সরকার তাকে বন্দি করে এবং মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। (Microsoft ® Encarta ® 2008: Paul) এ থেকে কেউ কেউ প্রমাণ করতে চান যে, তিনি প্রকৃতই মিথ্যা বলেছিলেন। কারণ, ভন্ড নবীর পরিণতি নিহত হওয়া বা অপমৃত্যু বলে বাইবেল বলেছে। (দেখুনঃ দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৮-২০; যিহিষ্কেল ১৪/৯-১০)

সর্বাবস্থায়, পলের হঠাৎ ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত ছিল যে, পল দ্রুত ফিলিস্তিনে এসে যীশুর শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁদের নিকট থেকে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল শ্রবণ ও অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু তিনি তা না করে তাদের থেকে দূরে থাকেন (গালাতীয় ১/১৬-১৭)। তিনি প্রেরিতদের চেয়ে কম নন এবং প্রেরিতদের কথার মূল্য নেই বলে তিনি দাবি করেন। (গালাতীয় ১/১১-১২, ১৫, ২/৬, ১-করিন্থীয় ৩/১০, ৪/১৫, ৯/১, ১১/৫-৬)।

ঈসা মাসীহ জীবদ্দশায় ইঞ্জিল প্রচার করেছেন (মথি ৪/২৩, ৯/৩৫, ১১/১৫; মার্ক ১/১৪, ১৫, ৮/৩৫; মার্ক ১০/২৯; লূক ৯/৬...)। সাধু পল কখনোই তাঁর বা শিষ্যদের থেকে ইঞ্জিল শিক্ষা করেননি। তিনি নিজেই ইঞ্জিলের রচয়িতা বলে প্রচার করতেন এবং বলতেন: 'my gospel': 'আমার ইঞ্জিল' (রোমীয় ২/১৬, ১৬/২৫; ২ তীমথিয় ২/৮)। তিনি বলেন, তাঁর নিজের ইঞ্জিল ছাড়া অন্য কোনো ইঞ্জিল যদি কেউ প্রচার করে তবে সে অভিশপ্ত (গালাতীয় ১/৬, ৮-৯; ২-করিন্থীয় ১১/৪)।

নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, খ্রিষ্টধর্মের মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার সময় থেকেই সাধু পল বিতর্কিত ছিলেন এবং বহু বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। তিনি প্রেরিতদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং প্রেরিতগণও তাঁর বিরুদ্ধে বলেছেন ও লেখেছেন। এ বিষয়ে ড. মরিস বুকাইলি বলেন: "Paul is the most controversial figure of Christianity, He was considered to be a traitor to Jesus' thought by the latter's family and by apostles who had stayed in Jerusalem in the circle around James. Paul created Christianity at the expense of those whom Jesus had gathered around him to spread his teachings".

"পল খ্রিষ্টধর্মের সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ঈসা মাসীহের পরিবার এবং শিষ্যরা জেরুজালেমে (ঈসা মাসীহের ভাই) জেমসের (যাকোবের) চারপাশে জমায়েত ছিলেন এবং তারা পলকে মাসীহের চিন্তা-চেতনার বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতেন। ঈসা মাসীহ তাঁর শিক্ষা প্রচারের জন্য যাদেরকে জমায়েত করেছিলেন সাধু পল তাদের বিপরীতে একটা খ্রিষ্টধর্ম তৈরি করেন।" (Dr. Maurice Bucaile, The Bible, the Qur'an and the Science, page 52)

বৃটিশ গবেষক হিয়াম ম্যাকবি (Hyam Maccoby) রচিত একটা প্রসিদ্ধ বই 'The Mythmaker-Paul and the Invention of Christianity': 'পুরাণরচক: পল এবং খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভাবন'। ১৯৮৬ সালে তিনি বইটা প্রকাশ করেন। এ বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, (১) সাধু পলের পূর্বে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাসেই মুক্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, ইহুদি-বিরোধী ছিলেন না এবং ঈশ্বর বিরোধীও ছিলেন না, (২) সাধু পলই প্রভুর শেষ নৈশভোজের কাহিনীর পাশাপাশি ক্রুশ-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এখানে উইকিপিডিয়ার 'Hyam Maccoby' প্রবন্ধ থেকে সামান্য কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি:

"ম্যাকবির মতে খ্রিষ্টধর্মকে ইহুদিধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ছিল পুরোপুরিই তারসূসের পলের কর্ম। ... পল গ্রিক ইহুদি ধর্মান্তরিত এবং সম্ভবত অ-ইহুদি ছিলেন। রহস্যবাদী এবং আটিস পূজারী ধর্মের মত পৌত্তলিক রহস্য ধর্মগুলো দ্বারা প্রভাবিত পরিবেশ থেকে তিনি এসেছিলেন। এরা জীবন-মৃত্যু-পুনর্জন্ম দেবতার কল্পকাহিনীতে জড়িত ছিলেন। ... সে সময়ে এ সকল রহস্য ধর্মগুলোই গ্রিক-রোমান সমাজগুলোতে সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ছিল এবং স্বভাবতই তা পলের পুরাণ-নির্ভর মানসিকতাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবোনাইটদের বিরোধীদের লেখনিসমূহের খণ্ডিত-পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে, বিশেষত সালামিসের এপিফানিয়াস রচিত 'বিভ্রান্তগণের গ্রন্থ' থেকে ম্যাকবি তার এ তত্ত্বের একটা অংশ গ্রহণ করেছেন।

পল দাবি করেছেন যে, তিনি গোঁড়া ফরীশীয় ইহুদি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ম্যাকবি পলের এ দাবি মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পলের অনেক লেখা অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে

নির্ভরযোগ্য মনে হতে পারে। তবে প্রকৃত বিচারে তাঁর লেখাগুলো ফাঁস করে দেয় যে, তিনি বাইবেলের মূল হিব্রু পাঠ এবং ইহুদি বিধিবিধানের সুক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। ম্যাকবি দাবি করেন যে, নতুন নিয়ম নিরীক্ষা করলে জানা যায় যে, পল মোটেও হিব্রু জানতেন না। তিনি পুরোপুরিই গ্রিক অনুবাদের উপর নির্ভর করেন। কোনো প্রকৃত ফরীশী কখনোই তা করত না; কারণ গ্রিক ভাষ্যে মূল হিব্রু পাঠ সঠিকভাবে অনুবাদ করা হয়নি।

ম্যাকবরি মতে, পল যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঐতিহাসিক কাহিনীকে তৎকালীন রহস্য-ধর্মসমূহ এবং মারফতি রহস্যবাদী মতের উপাদানসমূহের সাথে মিশ্রিত করেন। আর এভাবেই তিনি ত্রিত্ববাদ, শেষ নৈশভোজ ইত্যাদি নতুন অ-ইহুদি পৌরাণিক তত্ত্বগুলোর বিকাশ ঘটান। পল তার নব-উদ্ভাবিত পৌরাণিক মতবাদের সমর্থনে পুরাতন নিয়ম থেকে ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজে বের করার চেষ্টাও করেন।

গ্রীক রহস্য-ধর্মগুলোর যেমন দেবতা ছিল ঠিক তেমনি একজন মৃত্যুবরণকারী ও পুনর্জন্মলাভকারী ত্রাণকর্তা দেবতা হিসেবে যীশুকে উপস্থাপন করেন পল। এর সাথে তিনি ইহুদি ধর্মের ঐতিহাসিক বংশবিবরণকে মিশ্রিত করেন। এভাবেই তিনি নতুন একটা শক্তিশালী পৌরাণিক কল্পকাহিনীর জন্ম দেন, যার প্রচারণা তাকে অনেক অনুসারী জুটিয়ে দেয়। যখন জেরুজালেমে অবস্থানরত যীশুর প্রকৃত শিষ্যদের জামাত ক্রমান্বয়ে পলের শিক্ষার বিষয়ে সচেতন হন তখন পলের সাথে তাদের মাঝে তীব্র শক্রতা শুরু হয়। এন্টিয়কের ঘটনায় পলের সাথে পিতরের বিবাদ এবং এ জাতীয় বিষয়ে পল যা লেখেছেন নতুন নিয়মের সে সকল বক্তব্যকে ম্যাকবি যীশুর মূল শিষ্যরা ও পলের মধ্যে শক্রতার প্রকৃত চিত্রের অবশিষ্ট অংশ বলে গণ্য করেছেন। ৬৬-৭০ খ্রিষ্টাব্দে ঘটে যাওয়া ইহুদি বিদ্রোহের মাধ্যমে অচিরেই জেরুজালেমস্থ যীশুর মূল শিষ্যদের জামাত নির্মূল হয়ে যায়। এতে কার্যত পল প্রতিষ্ঠিত অ-ইহুদি চার্চ বা জামাতই বিজয়ী হয়ে যায়। ম্যাকবির মতে 'প্রেরিতগণের কার্যবিবরণ' পুস্তকটা মূলত পরবর্তীকালে পলীয় খ্রিষ্টানদের রচিত। পল ও জেরুজালেমে অবস্থানরত শিষ্যদের মধ্যে একটা সমন্বিত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল প্রমাণ করার জন্যই এ পুস্তকটা রচিত। এভাবেই প্রেরিত পুস্তকটা পলীয় চার্চকে শিষ্যদের বৈধ উত্তরসূরী হিসেবে উপস্থাপন করেছে যীশুর মূল শিষ্যদের পর্যন্ত শিষ্য পরম্পরা তৈরির মাধ্যমে। ম্যাকবি অনুমান করেন যে, এবোনাইট নামক ইহুদি ধর্মাবলম্বী খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সম্ভবত জেরুজালেমের মূল খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রশাখা ছিলেন।"

কতিপয় পাশ্চাত্য গবেষক দাবি করেন, পলই ছিলেন এন্টিক্রাইস্ট (Anti-Christ), অর্থাৎ দাজ্জাল। যীশু বলেন: "ভণ্ড নবীদের বিষয়ে সাবধান হও। তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায় আসে, অথচ ভিতরে তারা রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মত। ... যারা আমাকে 'প্রভু প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়। কিন্তু আমার বেহেশতী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে, 'প্রভু প্রভু, তোমার নামে কি আমরা নবী হিসাবে কথা বলিনি? তোমার নামে কি ভূত ছাড়াইনি? তোমার নামে কি অনেক অলৌকিক কাজ করিনি? তখন আমি সোজাসুজিই তাদের বলব 'আমি তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও।' (মথি ৭/১৫-২৩, কি. মো.-০৬)। তিনি আরো বলেন: "অনেক ভণ্ড মসীহ্ ও ভণ্ড নবী আসবে এবং 'বড় বড় আশ্চর্য ও চিহ্ন-কাজ করবে যাতে সম্ভব হলে আল্লাহর বাছাই করা বান্দাদেরও তাঁরা ঠকাতে পারে।" (মথি ২৪/২৪, কি. মো.-০৬)

যীশুকে 'প্রভু প্রভু' বলেছেন, তাঁর নামে অলৌকিক কাজ ও চিহ্ন-কাজ করেছেন এবং 'আল্লাহর বাছাই করা বান্দাদের' অর্থাৎ যীশুর সাহাবী-শিষ্যদেরকেও ভুলাতে পেরেছেন এমন ব্যক্তি সাধু পল ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না।

জিরেমি বেনথাম (Jeremy Bentham) ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৃটিশ দার্শনিক (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রি.)। তার লেখা একটা প্রসিদ্ধ বই 'Not Paul But Jesus': 'পল নয়, বরং যীশু'। উইকিপিডিয়ায় এবং

http://www.jesuswordsonly.com ওয়েবসাইটে পাঠক এ পুস্তক ও সাধু পল কর্তৃক যীশুর ধর্ম বিকৃতি বিষয়ক খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের আরো অনেক পুস্তক সম্পর্কে জানতে পারবেন। জিরোমি বেনথাম পল প্রসঙ্গে বলেন: "If Christianity needed an Anti-Christ, they needed look no farther than Paul.": "খৃস্টধর্ম যদি একজন দাজ্জাল চায় তবে পল ছাড়া আর কাউকে দেখার তাদের প্রয়োজন নেই।"[৬৬]

২. ১৩. ৪. পলীয় পত্রাবলির রচয়িতা প্রসঙ্গে গবেষকগণ

আমরা বলেছি যে, নতুন নিয়মের ৬ষ্ঠ পুস্তক থেকে ১৯তম পুস্তক: মোট চৌদ্দটা পুস্তক পলের নামে প্রচলিত। এগুলোর মধ্যে তেরটা পুস্তকে তাঁর নাম বিদ্যমান। তবে ভাষা, তথ্য ও ঐতিহাসিক নিরীক্ষার মাধ্যমে বাইবেল গবেষকরা এগুলোর মধ্য সাতটা পুস্তক পলের রচিত এবং সাতটা তাঁর লেখা নয় বলে উল্লেখ করেছেন। উইকিপিডিয়ায় 'বাইবেলের লেখকত্ব' (Authorship of the Bible) প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখেছে:

"The Epistle to the Romans, First Corinthians and Second Corinthians, Galatians, Philippians, 1 Thessalonians and the Epistle to Philemon are almost universally accepted as the work of Paul– the superscripts to all except Romans and Galatians identify these as coming from Paul and at least one other person, a practice which was not usual in letters of the period, and it is not clear what role these other persons had in their composition. There is some support for Paul's authorship of the three "Deutero-Pauline Epistles," Ephesians, Colossians, and 2 Thessalonians. The three Pastoral epistles – First and Second Timothy and Titus, are probably from the same author, but most historical-critical scholars regard them as the work of someone other than Paul. The Church included the Letter to the Hebrews as the fourteenth letter of Paul until the Reformation. Pauline authorship is now generally rejected, and the real author is unknown."

"রোমীয়, ১ করিন্থীয়, ২ করিন্থীয়, গালাতীয়, ফিলিপীয়, ১ থিষলনীকীয় এবং ফিলীমন: এগুলো পলের রচনা বলে প্রায় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। রোমীয় এবং গালাতীয় ছাড়া অন্য সবগুলোর শীর্ষদেশের লেখনি প্রমাণ করে যে, এগুলো পল এবং অন্তত আরো এক ব্যক্তি থেকে এসেছে। সে যুগের চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে এ রীতিটা প্রচলিত ছিল না। পত্রগুলোর রচনায় এ দ্বিতীয় ব্যক্তির ভূমিকা কতটুকু ছিল তাও পরিষ্কার নয়। ইফিষীয়, কলসীয় ও ২ থিষলনীকীয়- এ তিনটা পত্রের ক্ষেত্রে পলের দ্বিতীয় পর্যায়িক রচয়িতা হওয়ার বিষয়ে কিছু সমর্থন বিদ্যমান। যাজকীয় পত্রত্রয়: ১ ও ২ তীমথিয় এবং তীত একই লেখকের হতে পারে, তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক-সমালোচক গবেষকের মতে এ পত্রগুলো পলের নয়, বরং অন্য লেখকের রচনা। ইব্রীয় বা ইবরানী পত্রটাকে খ্রিষ্টান চার্চ পলের চৌদ্দতম পত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল সংস্কার পর্যন্ত। বর্তমানে সাধারণভাবে স্বীকৃত যে এটা পলের লেখা নয়। এটার প্রকৃত লেখক অজ্ঞাতপরিচয়।"

উইকিপিডিয়ার পলীয় পত্রাবলির রচয়িতা (Authorship of the Pauline epistles) প্রবন্ধে এ বিষয়ে আরো তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে আমরা দেখছি যে, নতুন নিয়মের যে তেরটা পুস্তক বা পত্রের মধ্যে লেখক হিসেবে পলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মাত্র সাতটা পত্র প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত। অন্যগুলো তাঁর নামে অজ্ঞাত লেখকের রচিত 'বেনামি' পুস্তক মাত্র। বিশেষত নতুন নিয়মের ১৯ নং পুস্তক 'ইব্রীয়', 'হিব্রু' বা 'ইবরানী' পুস্তক। হিব্রু বলতে এখানে হিব্রুভাষী ইহুদি বা বনি-ইসরাইল

---

[৬৬] http://liberalslikechrist.org/about/PaulvsAll.html

জাতি উদ্দেশ্য। ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে এ পুস্তকটা রচিত। পুস্তকটার পূর্ণ নামঃ 'ইব্রীয়/হিব্রু/ ইবরানীদের (ইহুদিদের) প্রতি প্রেরিত শিষ্য সাধু পলের পত্র' (The Epistle of St. Paul the Apostle to the Hebrews)। কিং জেমস ভার্শন ও পূর্ববর্তী সকল বাইবেলেই পাঠক এ নামটা দেখবেন। পুস্তকটার মধ্যে লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা দাবি করেছেন যে, এ পুস্তকটা সাধু পল ইহুদিদের উদ্দেশ্যে হিব্রু ভাষায় রচনা করেছিলেন। পরে তা গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বর্তমানে বাইবেল বিশেষজ্ঞরা পাণ্ডুলিপিগত ও ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন যে, দুটো দাবিই ভিত্তিহীন অসত্য। এ পত্রটা হিব্রু ভাষায় রচিত হয়নি। এটা মূলতই গ্রিক ভাষায় রচিত এবং এর লেখক অজ্ঞাত পরিচয়। এজন্য বর্তমানে বিভিন্ন ভাষার বাইবেলে পুস্তকটার নাম লেখা হচ্ছে 'ইব্রীয়গণের প্রতি পত্র' (The Letter to the Hebrews)। বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস ও অন্যান্য সংস্করণে স্বীকার করা হয়েছে যে, পুস্তকটার লেখক অজ্ঞাত পরিচয়।

পলীয় পত্রাবলির বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত টুকরোগুলো (earliest known fragment) ২০০ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে লেখা। (উইকিপিডিয়া, Dating the Bible)

২. ১৩. ৫. যাকোব

নতুন নিয়মের ২০তম পুস্তিকা জেমস (James), যাকোব বা ইয়াকুব। পুস্তিকাটার ইংরেজি নামঃ The Letter of James/ The Epistle of St. James the Apostle): প্রেরিত শিষ্য সাধু জেমস-এর পত্র। 'জেমস' নামটা কেরি ও জুবিলীর অনুবাদে 'যাকোব' এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে 'ইয়াকুব' লেখা হয়েছে। পুস্তিকাটার শুরুতে বলা হয়েছেঃ James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "আল্লাহ ও ঈসা মাসীহের গোলাম ইয়াকুব- নানা দেশে ছড়িয়ে পড়া বারো বংশের সমীপে সালাম জানাচ্ছি।"

কে ছিলেন এ জেমস, যাকোব বা ইয়াকুব? উইকিপিডিয়ার 'Epistle of James'-এর বক্তব্য অনুসারে এ বিষয়ে গবেষকদের ৭টা মত বিদ্যমানঃ "The writer only refers to himself as 'James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ.' There are seven possible authors of James. As many as six different men may be referred to in the Bible as James, and if none of these men wrote this letter, a seventh man not mentioned in the Bible by the name of James could be the author." "লেখক নিজেকে 'আল্লাহর ও ঈসা মাসীহের গোলাম ইয়াকুব' বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ পুস্তকটার ৭ জন সম্ভাব্য লেখক বিদ্যমান। বাইবেলে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে ৬ জন যাকোব/ ইয়াকুব রয়েছেন। তাঁরা কেউ যদি না লেখে থাকেন তবে বাইবেলে উল্লেখ নেই এমন সপ্তম যাকোব সম্ভবত এটা লেখেছেন।"

তবে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা দাবি করেছেন যে, যীশুর ভাই যাকোবই এ পত্রের লেখক। নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে যীশুর ভাইবোনদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন যীশুর বিষয়ে তাঁর গ্রামবাসীরা বলেনঃ "একি সেই ছুতার মিস্ত্রীর ছেলে নয়? তার মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়? আর তার ভাইয়েরা কি ইয়াকুব (James), ইউসুফ (Joses), শিমোন (Simon) ও এহুদা (Judas) নয়? তার সব বোনেরা কি আমাদের মধ্যে নেই?" (মথি ১৩/৫৫-৫৬)

ক্যাথলিক বিশ্বাসে মরিয়ম আজীবন কুমারী ছিলেন এবং তাঁর সতীচ্ছদ আমরণ অক্ষত ছিল। তিনি কখনোই তাঁর স্বামী ইউসুফ বা যোশেফের সাথে মিলিত হননি। তাদের মতে এরা ছিলেন যীশুর জ্ঞাতি ভাই (cousin)। অর্থোডক্স বিশ্বাসে এরা ছিলেন যীশুর পিতা ইউসুফের পূর্বের স্ত্রীর সন্তান বা যীশুর বৈমাত্রেয় ভাইবোন। প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসে যীশুর জন্মের পরে মরিয়ম তাঁর স্বামীর সাথে মিলিত হন এবং

সন্তান-সন্ততি জন্ম দেন। তাদের মতে এরা ছিলেন যীশুর সহোদর ভাইবোন।[৬৭] বাইবেলের উপরের বক্তব্য প্রটেস্ট্যান্ট মতটাই প্রমাণ করে। যীশুর গ্রামবাসীর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, তারা যীশুর আপন ভাইবোনদের কথাই বলেছেন।

সর্বাবস্থায়, ইঞ্জিলগুলো নিশ্চিত করেছে যে, যীশুর মাতা ও ভাইয়েরা তাঁকে পাগল বলতেন এবং তাঁকে অবিশ্বাস করতেন। তাঁরা তাঁর উপর ঈমান আনেননি। ইউহোন্না বা যোহন লেখেছেন (৭/৫): "আসলে ঈসার ভাইয়েরাও তাঁর উপর ঈমান আনেননি।" শুধু তাই নয়; উপরন্তু তাঁরা যীশুকে পাগল মনে করতেন। মার্ক (৩/২১) লেখেছেন, "ইহা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা (family) তাঁহাকে ধরিয়া লইতে বাহির হইল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইয়াছে (কি. মো.: তাঁরা বললেন, 'ও পাগল হয়ে গেছে')"।

আর এজন্যই যীশুও তাদেরকে অবিশ্বাসী হিসেবেই অপমান করতেন। তাঁকে পাগল বলার পর যখন তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন তখন তিনি তাঁদের সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছা পালন করেন না বলে উল্লেখ করেন। যীশুকে পাগল বলার বিষয়টা উল্লেখ করার কয়েক লাইন পরে মার্ক লেখেছেনঃ "এর পরে ঈসার মা ও ভাইয়েরা সেখানে আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ঈসার চারিদিকে তখন অনেক লোক বসেছিল। তারা তাঁকে বলল, 'আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন।' যীশু বললেন: কে আমার মা, আর কারা আমার ভাই? যারা তাঁকে ঘিরে বসে ছিল তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই তো আমার মা ও ভাইয়েরা! আল্লাহর ইচ্ছা যারা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।" (মার্ক ৩/৩১-৩৫; মথি ১২/৪৬-৫০, লূক ৮/১৯-২১)

সম্ভবত এ অবিশ্বাসের কারণেই যীশুর ভাই যাকোব/ ইয়াকুব, এহুদা/ জুদাস বা অন্য কেউ তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে যাননি এবং তাঁর মৃতদেহ গ্রহণেরও চেষ্টা করেননি। শুধু তাঁর মা এবং শিষ্য যোহন তাঁর পাশে ছিলেন। যীশুর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের বর্ণনায় যোহন লেখেছেন: "নিজের মাকে ও তাঁর পাশে যে শিষ্যকে তিনি ভালবাসতেন তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যীশু মাকে বললেন, নারী, ওই দেখ তোমার ছেলে। তারপর তিনি শিষ্যটাকে বললেন, 'ওই দেখ, তোমার মা।' আর সেই ক্ষণ থেকে শিষ্যটা তাঁকে নিজের ঘরে গ্রহণ করে নিলেন। (জুবিলী বাইবেল: যোহন ১৯/২৬-২৭, মো.-১৩)

এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, যীশুর মাতা মাতৃত্বের টানে ক্রুশবিদ্ধ পুত্রকে দেখতে গেলেও তাঁরা ভাইয়েরা তাঁকে এতই অবিশ্বাস করতেন যে, রক্তের টানেও তাঁরা তাঁর কাছে যাননি। সম্ভবত তাঁরা তাঁদের মাকেও দেখতেন না। আর এজন্যই যীশু তাঁর মাতাকে তাঁর শিষ্যের নিকট সমর্পণ করে যান। যদিও প্রশ্ন থেকেই যায় যে, যীশুর অতগুলো ভাইবোন থাকা সত্ত্বেও যীশুর মাতাকে একজন শিষ্যের কাছে সমর্পন করার অর্থই বা কী এবং প্রয়োজনই বা কী?

কিন্তু যীশুর স্বর্গারোহণের পরে যীশুর উম্মাতের কর্ণধার হন তাঁর ভাই যাকোব বা ইয়াকুব। দ্বাদশ প্রেরিত শিষ্য এবং জেরুজালেমের সকল শিষ্য বা সাহাবী তাঁকেই খ্রিষ্টান-মণ্ডলি বা জামাতের প্রধান পুরোহিত বা ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে হিয়াম ম্যাকবির বক্তব্যে আমরা দেখেছি যে, জেরুজালেমে অবস্থানরত যীশুর মূল শিষ্যরা যাকোবের নেতৃত্বে পলের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। আর যাকোবের পত্র বলে আখ্যায়িত নতুন নিয়মের ২০তম এ পত্রটা মূলত সাধু পলের 'বিশ্বাসেই মুক্তি' মতবাদ খণ্ডনের জন্য লেখা। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈপরীত্য প্রসঙ্গে বিশ্বাসেই মুক্তি না কর্মেরও প্রয়োজন অনুচ্ছেদে পাঠক এ বিষয়ে কিছু জানতে পারবেন।

কখন লেখা হয়েছিল যাকোবের পত্রটা? প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে? দ্বিতীয় শতাব্দীতে? নানা মুনির নানা

---

[৬৭] Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus (2009), p 200-203.

মত। উইকিপিডিয়া 'Epistle of James' প্রবন্ধে 'Dating' অনুচ্ছেদে লেখেছে: "Many scholars consider the epistle to be written in the late 1st or early 2nd centuries.... The earliest extant manuscripts of James usually date to the mid-to-late third century." "অনেক গবেষক মনে করেন যে, এ পত্রটা প্রথম শতকের শেষাংশে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশে লেখা। ... এ পুস্তকটার বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটা তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বা শেষভাগে লেখা।"

২. ১৩. ৬. পিতর

নতুন নিয়মের ২১ ও ২২তম পুস্তিকাদ্বয় পিতরের নামে পরিচিত। পুস্তক দু'টার প্রথমে পিতরের নাম বিদ্যমান: "Peter, an apostle of Jesus Christ/ Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ: পিতর, যীশু খ্রিষ্টের প্রেরিত/ পিতর যীশু খ্রিষ্টের দাস ও প্রেরিত।" (১ পিতর ১/১ ও ২ পিতর ১/১)

এ থেকে জানা যায়, পত্র দু'টার লেখক যীশুর শিষ্য পিতর। কিন্তু গবেষকরা বলছেন যে, পত্রটা পিতরের নামে অজ্ঞাত লেখকের লেখা। উইকিপিডিয়া লেখেছে: "Most scholars today conclude that Peter was not the author of the two epistles that are attributed to him and that they were written by two different authors." "অধিকাংশ গবেষকই বর্তমানে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পিতরের নামে লেখা পত্র দু'টার লেখক পিতর নন এবং দু'টা পত্র পৃথক দুজন লেখকের লেখা।" (উইকিপিডিয়া, Authorship of the Petrine epistles)

পিতরের ১ম পত্র (First Epistle of Peter) প্রবন্ধে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"Although the text identifies Peter as its author the language, dating, style, and structure of this letter has led many scholars to conclude that this letter is pseudonymous. Many scholars are convinced that Peter was not the author of this letter because the author had to have a formal education in rhetoric/philosophy and an advanced knowledge of the Greek language." "যদিও পাঠের মধ্যে পিতরকে লেখক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এ পত্রটার ভাষা, তারিখ, রচনাশৈলী এবং কাঠামো অনেক গবেষককে এ সিদ্ধান্তে নিয়ে গিয়েছে যে, এ পত্রটা পরনামে লেখা। অনেক গবেষকই নিশ্চিত যে, এ পত্রের লেখক পিতর নন; কারণ এ পত্রের লেখককে অলঙ্কারশাস্ত্র/দর্শনশাস্ত্র এবং গ্রিকভাষায় উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল।"

পিতরের দ্বিতীয় পত্র প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া বলছে: "Second Peter quotes from and adapts Jude extensively, identifies Jesus with God, and addresses a threatening heresy which had arisen because the anticipated Second Coming of Christ had not yet occurred. It is the first New Testament book to treat other New Testament writings as scripture. Second Peter was one of the last letters included in the New Testament canon and is one of the texts that were in dispute before the canon was finalized."

"২ পিতর এহুদার/ যিহুদার পত্র থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছে, যীশুকে ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন করেছে এবং যীশুর প্রত্যাশিত দ্বিতীয় আগমন তখন পর্যন্ত না ঘটার কারণে যে ধর্মদ্রোহিতার উদ্ভব হয়েছিল তা আলোচনা করেছে। নতুন নিয়মের মধ্যে এটাই প্রথম পুস্তক যা নতুন নিয়মের লেখনিকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেছে। নতুন নিয়মের মধ্যে যে সকল পুস্তককে সব শেষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নতুন নিয়মের

স্বীকৃত পুস্তকগুলো নির্ধারণ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত যে পুস্তকগুলো নিয়ে বিতর্ক ছিল সেগুলোর অন্যতম পিতরের ২য় পত্র।" (উইকিপিডিয়াঃ Second Epistle of Peter)

'Authorship of the Petrine epistles' প্রবন্ধে উইকিপিডিয়া বলছেঃ

"Although 2 Peter internally purports to be a work of the apostle, most biblical scholars have concluded that Peter is not the author, and instead consider the epistle pseudepigraphical. Reasons for this include its linguistic differences from 1 Peter, its apparent use of Jude, possible allusions to 2nd-century gnosticism, encouragement in the wake of a delayed parousia, and weak external support. In addition, specific passages offer further clues in support of pseudepigraphy, namely the author's assumption that his audience is familiar with multiple Pauline epistles (2Peter 3:15-16), his implication that the Apostolic generation has passed (2Peter 3:4), and his differentiation between himself and "the apostles of the Lord and Savior" (2Peter 3:2)"

"যদিও ২ পিতর অভ্যন্তরীণভাবে বুঝাচ্ছে যে, তা একজন প্রেরিত শিষ্যের লেখা, তবুও অধিকাংশ বাইবেল বিশেষজ্ঞই এ সিদ্ধান্তে একমত যে, পিতর এ পুস্তকের লেখক নন। এর বিপরীতে তারা মনে করেন যে, পত্রটা ছদ্মনামে বা পরনামে লেখা। এ সিদ্ধান্তের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ১ পিতরের সাথে ২ পিতরের ভাষাগত বৈপরীত্য, ২ পিতরে সুস্পষ্টত যিহূদার পত্রের ব্যবহার, ২য় শতকে বিদ্যমান রহস্যবাদের প্রতি সম্ভাব্য ইঙ্গিতসমূহ, খ্রিষ্টের পুনরাগমনে বিলম্ব হওয়ার প্রেক্ষাপটে উৎসাহ প্রদান এবং বাহ্যিক সমর্থনের দুর্বলতা। এ ছাড়াও কিছু শ্লোক পত্রটা ছদ্মনামি হওয়ার আরো সূত্র প্রদান করে। যেমন, লেখক ধরে নিয়েছেন যে, তার পাঠকবর্গ পলের বহুবিধ পত্রের সাথে পরিচিত (২ পিতর ৩/১৫-১৬), তিনি বুঝাচ্ছেন যে, প্রেরিতগণের প্রজন্ম শেষ হয়ে গিয়েছে (২ পিতর ৩/৪) এবং 'প্রভু ও ত্রাণকর্তার প্রেরিতগণ' থেকে লেখক নিজেকে ভিন্ন হিসেবে উপস্থাপন করছেন (২ পিতর ৩/২)।"

পিতরের পত্রদ্বয়ের বিদ্যমান প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত টুকরোগুলো (earliest known fragment) ৩য়/৪র্থ শতাব্দীতে লেখা। (উইকিপিডিয়া, Dating the Bible)

২. ১৩. ৭. যিহুদা

নতুন নিয়মের ২৬তম পুস্তিকাঃ The Letter of Jude/ The Epistle of St. Jude the Apostle: যুদ/ যিহুদা/ এহুদার পত্র বা যীশু-প্রেরিত সাধু যুদের পত্র। পত্রটার শুরুতে লেখক বলছেনঃ "Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James: ঈসা মাসীহের গোলাম ও ইয়াকুবের ভাই এহুদা। (এহুদা ১/১)

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যীশু খ্রিষ্টের ভাইদের মধ্যে যাকোব/ ইয়াকুব ও যিহুদা/ এহুদার নাম বিদ্যমান। এ থেকে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, এ পত্রটার লেখক যীশুর ভাই এহূদা, যদিও লেখক নিজেকে ইয়াকুবের ভাই বলে দাবি করেছেন, যীশুর ভাই বলে দাবি করেননি। আধুনিক বাইবেল বিশেষজ্ঞদের অনেকে পূর্ববর্তী পত্রগুলোর মত এটাকেও ছদ্মনামে লেখা বলে মনে করেন। (উইকিপিডিয়াঃ Authorship of the Bible/ General epistles)। পত্রটা কোন সময়ে লেখা তা জানা যায় না। বর্তমানে বিদ্যমান এর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি ৩য়/ ৪র্থ শতাব্দীতে লেখা বলে ধারণা করা হয় (উইকিপিডিয়াঃ Dating the Bible)

২. ১৪. বাইবেলের অভ্রান্ততা

সম্মানিত পাঠক, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বাইবেলের প্রামাণ্যতা পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, বর্তমানে বিদ্যমান বাইবেলীয় পুস্তকগুলোকে সংশ্লিষ্ট নবী বা শিষ্যদের লেখা, ঐশী প্রেরণায় বা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখা বলে দাবি করার দালিলিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। এগুলো অনেক পরের মানুষদের লেখা এবং আরো পরে সংশোধিত ও পরিমার্জিত গ্রন্থ বলে দাবি করার পক্ষে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। এজন্য আধুনিক যুগে বাইবেল বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করছেন। তাদের উত্থাপিত প্রমাণাদির কিছু বিষয় আমরা উপরে আলোচনা করলাম।

তবে, এরপরও এ সকল প্রমাণকে পাশ কাটিয়ে একান্তই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কেউ দাবি করতে পারেন যে, এ সকল পুস্তক সত্যই অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ এবং সংশ্লিষ্ট নবী বা শিষ্যদের রচিত। কোনো ধর্মগ্রন্থ যদি কোনো বিশ্বাস পেশ করে তবে সে ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরা স্বভাবতই তা গ্রহণ করবেন এবং তার পক্ষে কথা বলবেন। তবে প্রশ্ন হল, বাইবেল কি কোথাও নিজেকে অভ্রান্ত বলে দাবি করেছে?

নতুন নিয়মের দু-একটা বক্তব্য দ্বারা অনেক খ্রিষ্টান ধর্মগুরু বা ধার্মিক মানুষ দাবি করেন যে, বাইবেল অভ্রান্ত (inerrant) এবং খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্য বাইবেলকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা বাইবেলের নির্দেশ। এর বিপরীতে অনেক খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও বাইবেল বিশেষজ্ঞ তাদের এ দাবি খণ্ডন করেছেন। তাদের মতে, বাইবেল কখনোই নিজেকে অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ বলে দাবি করেনি এবং এরূপ বিশ্বাস বাইবেলের নির্দেশ নয়। বাইবেলীয় অভ্রান্ততা (Biblical Inerrancy) বর্তমানে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের মধ্যে বিতর্কিত একটা বিষয়। আগ্রহী পাঠক এ শব্দদুটো লেখে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করলে অনেক বিষয় জানতে পারবেন। এছাড়া Bible Absurdities, Bible Atrocities ইত্যাদি সার্চ করতে পারেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে বিষয়টা আলোচনা করব।

২. ১৪. ১. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য

'বাইবেলীয় অভ্রান্ততা' বা 'বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান সকল কথাই ঈশ্বরের বাক্য' এ বিশ্বাস পোষণকারীরা তাদের বিশ্বাসের পক্ষে নিম্নরূপ প্রমাণ পেশ করেন:

২. ১৪. ১. ১. যীশু ও প্রেরিতগণের নীরবতা ও সরব সাক্ষ্য

যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ কখনোই পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর বিকৃতির কথা বলেননি। এগুলোতে কোনো বিকৃতি থাকলে তাঁদের দায়িত্ব ছিল তা বলা। তাঁদের এ নীরবতাই প্রমাণ করে যে, এগুলো তাঁদের সময়ে অভ্রান্ত ছিল। যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ এ সকল পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এগুলোকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পুরাতন নিয়ম বুঝাতে তাঁরা তিনটা পরিভাষা ব্যবহার করতেন: (১) লিখিত বা ভাববাদী কর্তৃক লিখিত (written/ written by the prophet)[৬৮], (২) শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ বা কিতাব (the scripture/ scriptures)[৬৯] এবং (৩) ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ অর্থাৎ তৌরাত ও নবীগণ (the law and the prophets)[৭০]। এতে প্রমাণ হয় যে, এ গ্রন্থগুলো তাদের সময়ে লিখিত ছিল এবং তাঁরা এগুলোকে শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

---

৬৮ যেমন: মথি ২/৫; ৪/৪; ৪/৬; ৪/৭; ৪/১০; ১১/১০; ২১/১৩; ২৬/২৪...।

৬৯ মথি ২১/৪২; ২২/২৯; ২৬/৫৪; ২৬/৫৬; মার্ক ১২/১০; ১২/২৪; ১৫/২৮; লূক ৪/২১; যোহন ২/২২; ৭/৩৮; ৭/৪২; ১০/৩৫; ১৩/১৮; ১৭/১২; ১৯/২৪; ১৯/২৮; ১৯/৩৬; ১৯/৩৭; ২০/৯; প্রেরিত ১/১৬; ৮/৩২; ৮/৩৫; রোমীয় ৪/৩; ৯/১৭; ১০/১১; ১১/২; গালাতীয় ৩/৮; ৩/২২; ৪/৩০; ১ তীমোথিয় ৫/১৮; ২ তীমোথিয় ৩/১৬; যাকোব ২/৮; ২/২৩; ৪/৫; ১ পিতর ২/৬; ২ পিতর ১/২০।

৭০ মথি ৫/১৭; ৭/১২; ২২/৪০; লূক ১৬/১৬; যোহন ১/৪৫; প্রেরিত ১৩/১৫; রোমীয় ৩/২১।

২. ১৪. ১. ২. তৌরাত ও নবীদের স্থায়িত্বের ভবিষ্যদ্বাণী

যীশু এগুলোর স্থায়িত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন: "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ (destroy) করিতে আসিয়াছি (কি. মো.-০৬: "এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি); আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ (fulfil) করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটা আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে।" (মথি ৫/১৭-১০)।

যীশুর এ বক্তব্য থেকে তারা প্রমাণ করেন যে, তৌরাত ও নবীদের গ্রন্থ যীশুর যুগে যেভাবে বিদ্যমান ছিল পরবর্তী যুগেও সেভাবেই বিদ্যমান থাকবে।

২. ১৪. ২. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা

২. ১৪. ২. ১. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য প্রমাণিত নয়

অভ্রান্ততা বিরোধী বাইবেল বিশেষজ্ঞরা এ প্রমাণগুলো অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। তারা বলেন, এ জাতীয় প্রমাণ মূলতই হাস্যকর। তাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

প্রথমত: কোনো গ্রন্থ থেকে কারো উদ্ধৃতিকে সেই গ্রন্থের সকল বিষয় এবং সেই গ্রন্থের সাথে সংকলিত সকল গ্রন্থের শতভাগ বিশুদ্ধতার পক্ষে সাক্ষ্য বলে গ্রহণ করা একান্তই অবান্তর বিষয়।

দ্বিতীয়ত: যীশু ও প্রেরিতগণের নীরবতা বা সাক্ষ্য কোনোটাই প্রমাণিত নয়। যে সকল পুস্তকের মধ্যে এ সকল 'সাক্ষ্য', বক্তব্য বা নীরবতা বিদ্যমান সে পুস্তকগুলোর প্রামাণ্যতাই নিশ্চিত নয়। সেগুলোর লেখকের পরিচয় জানা যায় না ও মূল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছে। ২য় শতাব্দী থেকেই জালিয়াতি ও বিকৃতির কথা বলেছেন প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান প্রচারক ও ধর্মগুরুরা এবং ৪র্থ শতাব্দী ও তার পরের যে সকল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বিদ্যমান সেগুলোর মধ্যে লক্ষ লক্ষ বৈপরীত্য রয়েছে। এছাড়া ইঞ্জিল, নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে শতশত সাংঘর্ষিক বৈপরীত্য রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে এ পুস্তকগুলো ঐশী প্রেরণা তো দূরের কথা কোনো বুদ্ধিমান লেখকের লেখা নয়। কাজেই, এ সকল পুস্তকের নীরবতা বা সাক্ষ্য কোনোটাই নির্ভরযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত: বর্তমান বাইবেল প্রমাণ করে যে, যীশু অনেক বিষয়েই নীরব থেকেছেন, কিন্তু তাঁর নীরবতা বিষয়টার যথার্থতা প্রমাণ করে না। যেমন, ইহুদি জাতির উপাসনা বেদির স্থান বিষয়ে হিব্রু সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, তা এবল পাহাড়ে স্থাপিত হবে এবং শমরীয় সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, তা গরিষীম পাহাড়ে স্থাপিত হবে। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদি ও শমরীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে বির্তক খুবই প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করেন যে, অন্য সম্প্রদায় তোরাহ বিকৃত করেছে। যীশুর সময়ে একজন শমরীয় মহিলা যীশুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে বলেন: "হুজুর, আমি দেখছি যে, আপনি এক জন নবী। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পর্বতে এবাদত করতেন, আর আপনারা (ইহুদিগণ) বলে থাকেন, যে স্থানে এবাদত করা উচিত, সে স্থানটি জেরুশালেমেই আছে।" (যোহন ৪/১৯-২০, কি. মো.-১৩)

যীশু শমরীয় মহিলাকে এ বিষয়ে কিছু না বলে অন্যান্য প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করেন। অনেকেই দাবি করেন যে, যীশুর নীরবতা শমরীয় বাইবেলের বিশুদ্ধতা ও হিব্রু বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করে। তবে খ্রিষ্টানরা তা মানেননি, বরং তারা হিব্রু বাইবেলের ভাষ্যই সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেন (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/৪)।

২. ১৪. ২. ২. বিদ্যমানতার সাক্ষ্য অভ্রান্ততার নয়

যীশু ও প্রেরিতগণ পুরাতন নিয়মের সকল গ্রন্থের সকল বিষয়ের বা কোনো একটা গ্রন্থের সকল বিষয়ের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেননি। তাঁরা বলেননি যে, তৌরাত ও নবীগণের পুস্তক নামক সংকলন দুটোর মধ্যে কতগুলো পুস্তক বিদ্যমান বা সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সকল পুস্তকের সকল কথা সঠিক। সর্বোচ্চ আমরা বলতে পারি যে, তাঁরা এ নামে কিছু গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং এগুলোর মধ্যে থেকে কিছু কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বিদ্যমানতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, বিশুদ্ধতার নয়।

২. ১৪. ২. ৩. কোন্ বাইবেল? প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, অর্থোডক্স না গ্রিক?

লক্ষণীয় যে, তাঁরা বিদ্যমান সংকলনগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল তা বলেননি। আমরা জানি যে, তাঁদের সময়ে হিব্রু বাইবেল, গ্রিক সেপ্টুআজিন্ট ও শমরীয় বাইবেল- তিনটা সংস্করণ প্রচলিত ছিল। আমরা দেখেছি যে, তিন প্রকারের পুরাতন নিয়মের মধ্যে পুস্তকসংখ্যায় ও বক্তব্যে আসমান-জমিন পার্থক্য ও বৈপরীত্য বিদ্যমান। তাঁরা কোন্ পুরাতন নিয়মের বিদ্যামানতা বা বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? ৩৯ পুস্তকের প্রটেস্ট্যান্ট পুরাতন নিয়ম? ৪৬ পুস্তকের ক্যাথলিক পুরাতন নিয়ম? ৫১ পুস্তকের অর্থোডক্স পুরাতন নিয়ম? না ৫৩ পুস্তকের গ্রিক সেপ্টুআজিন্ট পুরাতন নিয়ম?

২. ১৪. ২. ৪. বিধান পালনের নির্দেশ লিখিত রূপের অভ্রান্ততা নয়

যীশু বলেন যে, তিনি তৌরাত ও নবীগণের গ্রন্থ লোপ (destroy) করতে আসেননি। এখানে লোপ করা বলতে তিনি এর বিধান বাতিল করা বুঝিয়েছেন। এগুলোর লিখিত ও গ্রন্থিত পাঠের মধ্যে বিকৃতি আছে বা নেই তা তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন যে, এ সকল বিধান পালন অব্যাহত রাখতে হবে। যে ব্যক্তি এ সকল বিধিবিধান পালন করবেন তিনি মুক্তি পাবেন। পক্ষান্তরে কেউ যদি তার ক্ষুদ্রতম বিধানও পালন না করে বা না করার আহ্বান জানায় তবে সে মহাপাপী ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। মজার বিষয় হল, সাধু পল এ বিধানগুলো পালন না করতে আহ্বান করেন এবং বর্তমান খ্রিষ্টানরা এ বিধানগুলোর কোনোটাই পালন করেন না। এভাবে আমরা দেখছি যে, সাধু পল ও তাঁর অনুসারীরা তৌরাত ও নবীদের বিধান লোপ (destroy) করে দিয়েছেন। যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরাই বিনষ্ট করেছেন।

যীশুর এ বক্তব্যকে যদি 'পুরাতন নিয়মের' স্থায়ী 'অভ্রান্ততার' পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে আবারো প্রশ্ন উঠবে: তিনি কোন্ পুরাতন নিয়মের স্থায়ী অভ্রান্ততার কথা বললেন? প্রটেস্ট্যান্ট? ক্যাথলিক, অর্থোডক্স না সেপ্টুআজিন্ট?

২. ১৪. ২. ৫. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য বিকৃতিকে নিশ্চিত করে

যীশু ও প্রেরিতগণের বক্তব্যগুলো মূলত পুরাতন নিয়মের বিকৃতি প্রমাণ করে। কারণ আমরা দেখেছি যে, ইহুদিদের বাইবেলের তিনটা অংশ (১) তৌরাত (Torah): ৫টা পুস্তক, (২) নাভিয়ীম (Nevi'im) বা নবীগণ: ৮টা পুস্তক এবং (৩) কিতুবীম (Ketuvim), অর্থাৎ কিতাবসমূহ বা লেখনিসমূহ: ১১টা পুস্তক। তৃতীয় অংশের প্রথম পুস্তক 'গীতসংহিতা'। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টধর্মীয় পুরাতন নিয়মের চারটা অংশ: (১) তৌরাত: ৫টা পুস্তক। (২) ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ (The Historical Books): ক্যাথলিকদের ১৬টা এবং প্রটেস্ট্যান্টদের ১২টা পুস্তক। (৩) প্রজ্ঞাপুস্তকসমূহ (The Wisdom Books) বা কাব্যিক পুস্তকসমূহ (The Poetical Books): ক্যাথলিক ৭টা এবং প্রটেস্ট্যান্ট ৫টা পুস্তক (গীতসংহিতা এ সংকলনের দ্বিতীয় পুস্তক) এবং (৪) নবীগণের পুস্তকসমূহ (The Prophetical Books): ক্যাথলিক বাইবেলে ১৮টা এবং প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে ১৭টা পুস্তক। এগুলো সবই যীশুর যুগে বা প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে ইহুদি বাইবেল এবং গ্রিক বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু যীশু ও শিষ্যরা 'বাইবেল' বুঝাতে সর্বদা বাইবেলের দুটো সংকলন বা দুটো অংশের নাম বলতেন:

(২) The Law and the Prophets।[৭১] অর্থাৎ (১) তৌরাত বা ব্যবস্থা এবং (২) নবীগণ বা ভাববাদীদের পুস্তকাবলি। তাঁরা এ দুটোর বাইরে শুধু 'গীতসংহিতা' পুস্তকটার নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেনঃ "the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms। মূসার তৌরাত এবং নবীগণ ও গীতসংহিতা অথবা দাউদের গীতসংহিতা।[৭২] যীশু ও প্রেরিতদের বক্তব্যকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, ইহুদি বাইবেলের শেষ অংশের ১০টা পুস্তক এবং খ্রিষ্টান বাইবেলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের ১৬টা বা ২২টা পুস্তক জাল।

২. ১৪. ২. ৬. যীশু ও প্রেরিতগণের উদ্ধৃতি বিকৃতি প্রমাণ করে

যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্যতেই এ পুস্তকগুলো বিকৃত। কারণ তাঁরা কিতাব, শাস্ত্র, ভাববাদীগণ কর্তৃক লিখিত ইত্যাদি কথা বলে যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন সে সকল উদ্ধৃতির অনেকগুলোই পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মধ্যে নেই অথবা বিকৃতভাবে আছে। পরবর্তীতে বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি এবং বিকৃতি প্রসঙ্গে পাঠক দেখবেন যে, নতুন নিয়মে যীশু বা শিষ্যরা পুরাতন নিয়ম থেকে যে সকল উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলোর কিছু ভয়ঙ্করভাবে বিকৃত এবং কিছু একেবারেই অস্তিত্বহীন। এক্ষেত্রে দুটোর একটা বিষয় স্বীকার করতেই হবেঃ হয় যীশুর সময়ের পুরাতন নিয়মের মধ্যে এ বক্তব্যগুলো ছিল, পরবর্তীকালে এগুলো গায়েব বা বিকৃত হয়েছে অথবা যীশু বা শিষ্যরা নিজেরাই পুরাতন নিয়মের নামে বিকৃত এবং ভিত্তিহীন তথ্য উপস্থাপনা করেছেন। খ্রিষ্টানরা প্রথম ব্যাখ্যা এবং ইহুদিরা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। উভয় ব্যাখ্যা অনুসারে যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, 'পাক কিতাব' বা ধর্মগ্রন্থের পুরাতন বা নতুন অংশের মধ্যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

২. ১৪. ২. ৭. যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্যে নতুন নিয়ম ধর্মগ্রন্থ নয়

যীশু ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করলে নতুন নিয়ম ধর্মগ্রন্থ নয় বলে প্রমাণ হয়। কারণ তাঁরা একমাত্র পুরাতন নিয়মকেই 'ধর্মগ্রন্থ' বলে গণ্য করেছেন। এগুলোর পরে আর কোনো ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁরা কোনোভাবেই বলেননি। যীশু নিজে এবং তাঁর শিষ্যরা পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর ব্যাখ্যা ও সংস্কারমূলক কথা বলেছেন। পূর্বের অনেক নবী ও সংস্কারক এরূপ কথা বলেছেন, যেগুলো 'তালমূদ', ধর্মপুরুষদের মৌখিক নীতিমালা, ঐতিহ্য (traditionঃ ইসলামি পরিভাষায় 'হাদীস') হিসেবে ইহুদিদের নিকট সংরক্ষিত। এগুলো ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। যীশু ও প্রেরিতদের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, তাঁরা এ জাতীয় কথা বলেছেন। তাঁদের কথাকে পৃথক ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সংকলন করার কথা তাঁরা কখনো বলেননি।

২. ১৪. ৩. অভ্রান্ততা বিষয়ে পিতরের বক্তব্য

পিতর বলেনঃ "no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost..."

কেরিঃ "শাস্ত্রীয় কোনো ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রজাদের মধ্যে ভাক্ত ভাববাদিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত গুরুগণ উপস্থিত হইবে।" (২ পিতর ১/২০-২১, ২/১)।

---

[৭১] মথি ৫/১৭; ৭/১২; ১১/১৩; ২২/৪০; লূক ১৬/১৬; ২৪/৪৪; যোহন ১/৪৫; প্রেরিত ১৩/১৫; ২৪/১৪; ২৮/২৩; রোমীয় ৩/২১।

[৭২] লূক ২৪/৪৪। আরো দেখুনঃ লূক ২০/৪২; প্রেরিত ১/২০।

বাইবেল ২০০০ ও কি. মো.-২০০৬: "শাস্ত্রের/ কিতাবের মধ্যকার কোন কথা নবীদের মনগড়া নয়, কারণ নবীরা তাঁদের ইচ্ছামত কোন কথা বলেননি; পবিত্র আত্মার/ পাক রুহের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাঁরা ঈশ্বরের/ আল্লাহর দেওয়া কথা বলেছেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের/ বনি-ইসরাইলদের মধ্যে যেমন ভণ্ড নবী ছিল, তেমনি তোমাদের মধ্যেও ভণ্ড শিক্ষক থাকবে।"

কি. মো.২০১৩: "পাক-কিতাবের কোন ভবিষ্যদ্বাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মানুষের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নি, কিন্তু মানুষেরা পাক-রূহ দ্বার চালিত হয়ে আল্লাহ থেকে যা পেয়েছেন, তাই বলেছেন। কিন্তু লোকদের মধ্যে যেমন ভণ্ড নবীরা উঠেছিল; সেই ভাবে তোমাদের মধ্যেও ভণ্ড শিক্ষকরা উপস্থিত হবে।"

পাঠক, আশা করি আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, কেরি ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ মূলানুগ। এখানে বলা হয়েছে যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী বা ভাববাণী থাকে তা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে। এ থেকে মোটেও প্রমাণ হয়না যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান সকল কথাই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে বাইবেল-২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ সংস্করণের অনুবাদ অবিশ্বস্ত। এরপরও এ অনুবাদকে ভিত্তি করে খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান সকল কথাই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকট থেকে পাওয়া এবং বাইবেলের সকল কথাই অভ্রান্ত।

২. ১৪. ৪. পিতরের বক্তব্য পর্যালোচনা

২. ১৪. ৪. ১. সঠিক ও জাল ধর্মগ্রন্থের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য

বাইবেলীয় অভ্রান্ততার বিরোধীরা বলেন, পিতরের এ বক্তব্যটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, ধর্মগ্রন্থ বা নবীদের নামে প্রচারিত সবকিছু নির্ভুল নয়। ভণ্ড নবীদের জাল কিতাব ও ভণ্ড গুরুদের জাল সংযোজন বা বিকৃতিও একইভাবে বিদ্যমান। পিতর যেহেতু সঠিক ও জাল নির্ধারণ করে দেননি, সেহেতু বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান পুস্তকগুলোর কোনটার কতটুকু সঠিক ও কতটুকু জাল তা আমরা পিতরের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারছি না। কাজেই পিতরের এ বক্তব্যটা বাইবেলের কোনো একটা নির্দিষ্ট পুস্তকের সকল কথা বা কোনো কথা ঐশ্বরিক বা অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে না।

২. ১৪. ৪. ২. প্রেরিতগণ নিজেদেরকে ভাববাদী বলে বিশ্বাস করতেন না

লক্ষণীয় যে, পিতর বলেছেন: "শাস্ত্রীয় কোনো ভাববাণী/ পাক-কিতাবের কোন ভবিষ্যদ্বাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়"। এ কথা থেকে জানা যায় যে, 'ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান 'ভাববাণী' বা ভবিষ্যদ্বাণীই শুধু ঐশী। আর আমরা দেখি যে, ইঞ্জিল লেখক, প্রেরিত বা সাহাবীরা কখনোই নিজেদেরকে ভাববাদী, নবী বা পবিত্র আত্মার অধীন বলে দাবি করেননি। তাঁদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মত দু'-একটা ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া তেমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণীও করেননি। যীশুর শিষ্যরা তাঁদের পত্রে কখনো কখনো কিছু কথা পবিত্র আত্মা থেকে পাওয়া বলে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণ হয় যে, অন্য কোনো কথা তারা পবিত্র আত্মা থেকে পাননি। সেগুলো তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত মত, মন্তব্য ও পরামর্শ। এগুলো ঐশী বা অভ্রান্ত নয়।

নতুন নিয়ম নিশ্চিত করে যে, প্রেরিতরা বা সাহাবীরা নিজেদেরকে পবিত্র আত্মা বা পাক-রুহ দ্বারা পরিচালিত বলে গণ্য করতেন না। জেরুজালেমের সমাবেশে তাদের আলোচনা, পৌল কর্তৃক পিতরকে অভিযোগ করা ইত্যাদি বিষয় থেকে তা জানা যায়।

প্রেরিত ১৫ অধ্যায় থেকে আমরা দেখি যে, যীশুর প্রেরিতগণ বা সাহাবীরা পরস্পর অনেক 'বাগ্যুদ্ধ ও বাদানুবাদ' করছেন (১৫/২)। মীমাংসার জন্য পবিত্র আত্মার কথা উল্লেখ করছেন না, পবিত্র আত্মার শরণাপন্নও হচ্ছেন না। বরং মীমাংসার জন্য জেরুজালেমে সম্মেলন করছেন। সে সম্মেলনেও 'অনেক

বাদানুবাদ' হচ্ছে (১৫/৬)। কেউ কাউকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত বলে কোনোভাবেই মনে করছেন না। নিজেদের কর্মের পক্ষে 'পুরাতন নিয়ম' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, কিন্তু পবিত্র আত্মার নির্দেশের কথা বলছেন না (১৫/১৫-১৮)। নিজের মত প্রকাশের সময় বলছেন: 'আমার বিচার এই যে' (১৫/১৯), কিন্তু আমাকে পবিত্র আত্মা বলছেন বলে উল্লেখ করছেন না। বার্নাবা বা বার্নাবাসের সাথে পলের 'এমন বিতণ্ডা হইল যে, তাহারা পরস্পর পৃথক হইলেন (১৫/৩৯)। কিন্তু উভয়ের কেউ কাউকে ভাববাদী, নবী অথবা পবিত্র আত্মা/ পাক-রুহ প্রাপ্ত বলে মনে করছেন না।

'গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত' পত্রে পল লেখেছেন: "কিন্তু কৈফা (পিতর) যখন এন্টিয়কে আসলেন তখন আমি মুখের উপরেই তাঁর প্রতিরোধ করলাম, কারণ তিনি দোষী হয়েছিলেন। ফলত ইয়াকুবের কাছ থেকে কয়েক জনের আসার আগে তিনি অ-ইহুদীদের সঙ্গে আহার করতেন, কিন্তু ওরা আসলে পর তিনি খৎনা-করানো লোকদের ভয়ে পিছিয়ে পড়তে এবং নিজেকে পৃথক রাখতে লাগলেন। আর তাঁর সঙ্গে অন্য সকল ইহুদীও কপট ব্যবহার করলো; এমন কি, বার্নবাসও তাঁদের কপটতার টানে আকর্ষিত হলেন।" (গালাতীয় ২/১১-১৩, মো.-১৩)

পিতর যীশুর প্রধান প্রেরিত, প্রথম বিশ্বাসী ও সর্বোচ্চ আশীর্বাদপ্রাপ্ত। পলের দৃষ্টিতে তিনি কপট, দোষী ও প্রতিরোধযোগ্য। পল পিতরকে পবিত্র আত্মায় পরিচালিত বলে গণ্য করছেন না। এ সকল বিষয় প্রমাণ করে যে, প্রেরিতগণ নিজেদেরকে ভাববাদী, নবী, ভবিষ্যদ্বক্তা বা পবিত্র আত্মায় পরিচালিত বলে মনে করতেন না।

২. ১৪. ৪. ৩. প্রেরিতগণ অধিকাংশ কথা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখেননি

মথি, মার্ক, পিতর, যোহন, যাকোব ও যিহূদা তাদের লেখনিতে দাবি করেননি যে, তাঁরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এগুলো লেখেছেন। পল কখনো বলেছেন, তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে লেখছেন এবং কখনো বলেছেন, তিনি নিজের পক্ষ থেকে লেখছেন। যেমন তিনি লেখেছেন: "আর বিবাহিত লোকদের এই হুকুম দিচ্ছি– আমি দিচ্ছি তা নয়, কিন্তু প্রভুই দিচ্ছেন... কিন্তু আর সকলকে প্রভু বলছেন না কিন্তু আমি বলেছি ... আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন হুকুম পায়নি, কিন্তু প্রভুর করুণায় বিশ্বাসযোগ্য লোকের মত আমার অভিমত প্রকাশ করছি। ... কিন্তু আমার মত অনুসারে সে যদি সেই অবস্থায় থাকে তবে আরও সুখী হবে। আর আমার মনে হয়, আমিও আল্লাহর রুহকে পেয়েছি। (১ করিন্থীয় ৭/১০, ১২, ২৫, ৪০, মো.-১৩)

সাধু পল অনেক কথা লেখেছেন যেগুলো নিশ্চিত ভুল ও অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। যেমন তিনি লেখেছেন তিনি স্পেন যাবেন এবং যাওয়ার পথে বিভিন্ন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে যাবেন (রোমীয় ১৫/২৪, ২৮)। এরূপ আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছেন, কিন্তু সেগুলো কার্যকর করার আগেই তিনি জেরুজালেমে বন্দি হন, রোমে নিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। স্বভাবতই তিনি এগুলো নিজের মত হিসেবে লেখেছিলেন, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখেননি।

এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যেক্ষেত্রে প্রেরিতগণ পবিত্র আত্মার পক্ষ থেকে লেখার কথা বলেছেন সেটুকু ছাড়া নতুন নিয়মের সকল কথা তাঁদের ব্যক্তিগত মত মাত্র। এগুলো ধর্মীয় পুস্তক, কিন্তু শাস্ত্র (scripture) বা 'পাক কিতাব' নয়।

২. ১৪. ৪. ৪. শিষ্যরা প্রেরিতগণের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেননি

আরো লক্ষণীয় যে, প্রেরিতগণ বা সাহাবীদের সমসাময়িক খ্রিষ্টানরা, যারা যীশুর বা প্রেরিতদের শিষ্য ছিলেন তাঁরা কেউ তাঁদেরকে নবী বা পাক-রুহ দ্বারা পরিচালিত বলে বিশ্বাস করতেন না। এজন্য তাঁরা তাঁদের কাজের সমালোচনা করতে দ্বিধা করতেন না। উপরে আমরা কিছু নমুনা দেখেছি। এরূপ অনেক

নমুনা আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণে পাই। যেমন পিতর অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের সাথে উঠাবসা শুরু করলে জেরুজালেমের 'ছিন্নত্বক' বা 'খতনাকৃত', অর্থাৎ ইহুদি থেকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী যীশুর শিষ্যরা ও প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা রুষ্ট হন। পিতর জেরুজালেমে ফিরলে তাঁরা "তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে বললেন, তুমি খৎনা-না-করানো লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছ এবং তাদের সাথে আহার করেছ।" (প্রেরিত ১১/১-৩)

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা সাহাবীদের বা প্রেরিতদেরকে নবী বা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত বলে কখনোই মনে করতেন না। লক্ষণীয় যে, তাদের এ বিবাদ ও প্রতিবাদের উত্তরে পিতর বলেননি যে, পবিত্র আত্মা তাঁকে এরূপ করতে বলেছেন। বরং তিনি তাঁর স্বপ্ন ও অন্যান্য বিষয় দিয়ে তাঁর কর্ম সমর্থন করেন।

অনুরূপভাবে প্রেরিত পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, সাধু পল অ-ইহুদি রোমানদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে শিক্ষা দিতেন যে, তৌরাত ও শরীয়ত পালন করতে হবে না। এ সংবাদে জেরুজালেমে বসবাস রত যীশুর শিষ্যরা ও অন্যান খ্রিষ্টান ভয়ঙ্কর রুষ্ট ছিলেন। সাধু পল যখন জেরুজালেমে ফিরে আসলেন তখন জেরুজালেমে অবস্থানরত প্রেরিতগণ ও খ্রিষ্টীয় জামাতের প্রধানরা বলেন যে, ইহুদিদের মধ্যে হতে অনেক মানুষ যীশু খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হয়েছেন এবং শরীয়ত পালন করছেন। তারা জেনেছেন যে, পল শরীয়ত পালনের বিরুদ্ধে বলেন। এতে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছেন। সবাইকে শান্ত করার জন্য পলকে শুচি হতে ও ইহুদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে বললেন। পলও সে মত কর্ম করলেন। কেউ কাউকে পবিত্র আত্মার প্রেরণার কথা বললেন না। (প্রেরিত ২১/২০-২৬) আর জেরুজালেমের শিষ্যরাও পলকে পাক-রুহ বা পবিত্র আত্মায় পরিচালিত বলে বিশ্বাস করতেন না।

২. ১৪. ৪. ৫. বাইবেল পিতরের বক্তব্য অসত্য বলে প্রমাণ করে

পিতর বলেছেন: "নবীরা তাঁদের ইচ্ছামত কোন কথা বলেননি; পাক রুহের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাঁরা আল্লাহর দেওয়া কথা বলেছেন।"

বাইবেল প্রমাণ করে, পিতরের এ বক্তব্যটা মূলতই ভুল। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি যে, একজন নবী 'ভাববাণী' বা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলতে পারেন ও বলেছেন। বাইবেলের ভাষায়: "কোন নবী যদি প্ররোচিত (deceived: প্রতারিত) হয়ে কথা বলে, তবে জেনো, আমিই মাবুদ সেই নবীকে প্ররোচনা (deceived: প্রতারণা) করেছি; আমি তার বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়ে আমার লোক (প্রজা) ইসরাইলের মধ্য থেকে তাকে মুছে ফেলব।" (যিহিষ্কেল ১৪/৯, মো.-১৩)

এ থেকে আমরা জানছি যে, যে কোনো নবী বা ভাববাদী ঈশ্বরের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ঈশ্বরের নামে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলতে পারেন।

বাইবেলের বর্ণনায় ইহুদিদের দুটো রাজ্য: ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয় রাজ্যের রাজা একত্রিত হয়ে অরাম রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিদের্শ জানার জন্য তারা নবীদের আহ্বান করেন। নবীরা যুদ্ধে গমনই ঈশ্বরের নির্দেশ বলে জানান: "পরে (যিহূদা রাজ্যের রাজা) যিহশাফট ইসরাইলের বাদশাহকে (আহাবকে) বললেন, আরজ করি, প্রথমে মাবুদের কালামের খোঁজ করুন। তাতে ইসরাইলের বাদশাহ নবীদেরকে, অনুমান চার শত জনকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবো, না ক্ষান্ত হব? তখন তারা বললো, যাত্রা করুন; প্রভু তা বাদশাহর হাতে তুলে দিবেন।" (১ রাজাবিল ২২/৫-৬, মো.-১৩)

পরে 'মীখায়' নামক অন্য নবী রাজাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেন। তিনি জানান যে, ঈশ্বর নবী বা ভাববাদীদের কাছে মিথ্যাবাদী আত্মা প্রেরণ করেছেন "আমি গিয়ে তার সমস্ত নবীর মুখে মিথ্যাবাদী রূহ

হবো (I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets) ... মাবুদ আপনার এ সব নবীর মুখে মিথ্যাবাদী রূহ দিয়েছেন (the LORD hath put a lying spirit) ...।" (১ রাজাবলি ২২/১৫-২৩; বিশেষত: ২২/২২-২৩। পুনশ্চ ২ বংশাবলি ১৮/৪-৫ ও ২১-২২)

বাইবেলীয় এ কাহিনীও নিশ্চিত করে যে, ভাববাদীরা ঈশ্বরের নামে ও ভবিষ্যদ্বাণীর নামে মিথ্যা বলতেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরই তাদেরকে দিয়ে মিথ্যা বলাতেন।

এ ছাড়া বাইবেলীয় নবীরা মনগড়াভাবেও ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলতেন। ১ রাজাবলি ১২ অধ্যায় থেকে আমরা দেখি যে, শলোমনের মৃত্যুর পরে ইহুদি রাষ্ট্র বিভক্ত হয়। উত্তরের 'ইসরাইল' (ইস্রায়েল) বা শমরীয় রাজ্য (Israel/Samaria) এবং দক্ষিণে জেরুজালেম কেন্দ্রিক যিহূদা, এহূদা বা জুডিয়া রাজ্য (Judea, Judaea or Judah)। ইসরাইল রাজ্যের রাজা যারবিয়াম (Jeroboam I) মুর্তিপূজা শুরু করেন।

১ রাজাবলির ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যিহূদা রাজ্যের একজন ঈশ্বরের মানুষ (a man of God) ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা (by the word of the LORD) যিহূদা রাজ্য থেকে বৈথলে ইসরাইল-রাজা পূজার বেদিতে উপস্থিত যারবিয়ামের নিকট এসে তাকে সতর্ক করেন। তিনি যারবিয়ামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানান যে, তিনি প্রতিমার জন্য যে বেদি নির্মাণ করেছেন তা দাউদের বংশের যোশিয় নামক এক শাসক ধ্বংস করে দেবেন এবং পৌত্তলিকদেরও ধ্বংস করবেন। চিহ্ন হিসেবে তিনি বেদিটার ফেটে যাওয়ার কথা বলেন এবং বেদিটা ফেটে যায়। রাজা তাঁকে ধরতে চাইলে রাজার হাতটা শুকিয়ে যায়। পরে তিনি উক্ত নবীর কাছে দুআ চাইলে তিনি দুআ করেন এবং হাতটা ভাল হয়ে যায়। রাজা তাকে খাদ্য গ্রহণের অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানান যে, আল্লাহ তাঁকে এ দেশে কোনো পানাহার করতে নিষেধ করেছেন।

বৈথলের একজন 'প্রাচীন ভাববাদী' বা বৃদ্ধ নবী (old prophet) তাঁর পুত্রদের মুখে যিহূদা রাজ্যের এ নবীর পৌত্তলিকতা বিরোধী বক্তব্য ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা শুনে ঈর্ষান্বিত হন। তিনি উক্ত নবীকে প্রতারণা পূর্বক হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বাহনে আরোহণ করে এহুদা রজ্যের উক্ত নবীর নিকট যেয়ে বলেন যে, তিনিও একজন নবী "আপনি যেমন নবী, তেমনি আমিও একজন নবী: I am a prophet also as thou art"। এরপর তিনি আল্লাহর নামে জালিয়াতি করে বলেন যে, আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্দেশ যে, যিহূদা রাজ্যের নবীকে ইসরাইল রাজ্যের নবীর বাড়িতে পানাহার করতে হবে: "মাবুদের কথামত একজন ফেরেশতা আমাকে বলেছেন যেন আমি আপনাকে আমার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাই যাতে আপনি খাবার ও পানি খেতে পারেন।" বাইবেলেই ঈশ্বর বলছেন: "কিন্তু তিনি মিথ্যা কথা বললেন (he lied unto him)।" সরলপ্রাণ যিহূদীয় নবী ইসরাইলীয় নবীর মিথ্যায় প্রতারিত হয়ে তাঁর বাড়িতে পানাহার করেন। আর ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে বৈথলে পানাহার করার কারণে ঈশ্বর প্রতারিত নবীকে হত্যা করবেন বলে প্রতারক নবীকে জানিয়ে দেন: "তাঁরা যখন খাওয়ার টেবিলের কাছে বসে আছেন, এমন সময় যিনি আল্লাহর বান্দাটিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন সেই নবীর উপর মাবুদের কালাম নাজিল হল...।" উক্ত যিহূদীয় নবী যিহূদার দিকে যাত্রা করলে পথে এক সিংহ তাঁকে হত্যা করে। (১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ১৩/১-৩২, মো.-০৬)

এখানে আমরা দেখছি যে, একজন নবী প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে কথা বলে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন। এতে আরেক নবী ঈর্ষান্বিত ও বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কালামের নামে ও 'ওহীর' নামে মিথ্যা বলে প্রতারণা পূর্বক তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন! সর্বাবস্থায় পবিত্র কিতাবের বক্তব্য সন্দেহাতীতাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কিতাবের বা বাইবেলের নবীরা আল্লাহর নামে, ধর্মের নামে, ধর্ম প্রচারের নামে বা ভাববাণীর নামে মিথ্যা কথা বলতে পারতেন এবং বলতেন।

২. ১৪. ৫. অভ্রান্ততা বিষয়ে পলের বক্তব্য

২ তীমথিয় ৩/১৫-১৬ শ্লোকে পল বলেন: "তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্র (ইংরেজি: the holy scriptures, কিতাবুল মোকাদ্দস: পাক কিতাব) জ্ঞাত আছ... ঈশ্বর নিশ্বাসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপযোগী (For all scripture inspired of God is profitable. ....)।"

এটা কেরির অনুবাদ। বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "পবিত্র শাস্ত্রের/ পাক কিতাবের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বর/ আল্লাহ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন ও সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "সমগ্র পাক কিতাব আল্লাহর নিঃশ্বাসিত এবং তা শিক্ষার... জন্য উপকারী।"

উভয় অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কেরির অনুবাদ মূলানুগ। "all scripture inspired of God is profitable" কথাটার অর্থ: "সকল ঈশ্বর-নিঃশ্বাসিত কিতাবই উপকারী"। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় না যে, সকল কিতাব বা কিতাবের সকল কথাই ঈশ্বর-নিঃশ্বাসিত। বরং জানা যায় যে, ঈশ্বর-নিঃশ্বাসিত সকল কিতাবই উপকারী।

সম্মানিত পাঠক, "all clean water is useful" বাক্যটার অনুবাদ কী? "সকল পরিষ্কার পানিই উপকারী"? নাকি "সকল পানিই পরিষ্কার এবং উপকারী"? যদি কেউ পরীক্ষার খাতায় দ্বিতীয় অনুবাদটা লেখে তবে সে কত নম্বর পাবে?

বাইবেলের পরবর্তী অনুবাদকরা দ্বিতীয় অনুবাদই গ্রহণ করেছেন। "all scripture inspired of God is profitable" অর্থ লেখেছেন: "পাক কিতাবের সকল কথাই ঈশ্বর নিশ্বাসিত এবং ... উপকারী"। অথচ এ কথাটার ইংরেজি হবে: "all scripture <u>**is**</u> inspired of God <u>**and**</u> is profitable..."। এভাবে পাক কিতাবের মধ্যে দুটো শব্দ সংযোজন করে অনুবাদ করা হয়েছে। আর এ অনুবাদের ভিত্তিতে অভ্রান্তবাদীরা দাবি করেন যে, বাইবেলের প্রতিটা কথাই ঈশ্বর-নিঃশ্বাসিত বা ঈশ্বর থেকে আগত।

২. ১৪. ৬. সাধু পলের বক্তব্য পর্যালোচনা

২. ১৪. ৬. ১. প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি বনাম শাস্ত্রের সকল কথা

অনুবাদের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়। ইংরেজিতে All scripture বাক্যাংশ ব্যবহৃত। কেরির অনুবাদে মূলের বিশ্বস্ততা রক্ষা করে বলা হয়েছে "প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি"। কিন্তু পরবর্তী অনুবাদে বলা হয়েছে "পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা"। এটা অবিশ্বাসযোগ্য অনুবাদ। All scripture: প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি অর্থ সকল ধর্মগ্রন্থ। পক্ষান্তরে শাস্ত্রের সকল কথা: 'All word of the scripture' এ অর্থ প্রকাশ করে না। এরপরও আমরা ধরে নিচ্ছি যে, পল শাস্ত্রের বা পাক কিতাবের সকল কথাই ঐশ্বরিক বলে দাবি করেছেন। তবে আমাদের জানতে হবে, শাস্ত্র বা 'পাক-কিতাব' বলতে পল কী বুঝিয়েছেন।

২. ১৪. ৬. ২. পল শুধু পুরাতন নিয়মকেই 'পাক কিতাব' বলে গণ্য করেছেন

scripture শব্দটার অর্থ 'পবিত্র লেখনি' (sacred writing)। এ অর্থে সকল ধর্মের সকল ধর্মগ্রন্থই scripture। তবে নতুন নিয়মে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা scripture অর্থাৎ শাস্ত্র, শাস্ত্রলিপি বা পাক কিতাব বলতে 'পুরাতন নিয়ম' বুঝিয়েছেন। পলের বক্তব্যের প্রথম অংশ তা নিশ্চিত করে। তিনি তীমথিকে লেখেছেন: "তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্র জ্ঞাত আছ"। কি. মো. "তুমি ছোটবেলা থেকে পাক কিতাব শিক্ষালাভ করেছ।" আমরা জানি তীমথির ছোটবেলা থেকে সাধু পলের এ পত্র লেখা পর্যন্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টান সমাজে 'পুরাতন নিয়ম' ছাড়া আর কোনো 'পাক কিতাব' ছিল না। পল আরো অনেক স্থানে

scripture শব্দটা ব্যবহার করেছেন এবং সর্বত্র 'পুরাতন নিয়ম' বুঝিয়েছেন। পলের সময়ে কোনো ইঞ্জিল লেখাই হয়নি। নতুন নিয়মের ২৭ পুস্তক সংকলন তো দূরের কথা সাধু পলের সময় তা লেখাই হয়নি। সাধু পল ৫০-৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পত্রগুলো লেখেছেন। আর ইঞ্জিলগুলো সর্বসম্মতভাবেই এর পরে লেখা হয়েছে। সাধু পলের এ কথাটাও তিনি শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ বা পাক কিতাব হিসেবে লেখেন নি। তিনি তাঁর নিজের কথা হিসেবে লেখেছেন। এমনকি তিনি এ কথাগুলো পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পেয়েছেন বলেও জানাননি।

২. ১৪. ৬. ৩. পল নিজেই অনেক ধর্মগ্রন্থ জাল বলে উল্লেখ করেছেন

ধর্মগ্রন্থ যে মানুষের জন্য উপকারী তাতে কারো মতভেদ নেই। আবার ধর্মগ্রন্থের নামে দাবিকৃত সকল গ্রন্থই যে ধর্মগ্রন্থ নয় সে বিষয়েও কারো কোনো মতভেদ নেই। সাধু পল নিজেই তাঁর প্রচারিত ইঞ্জিল ছাড়া তাঁর সময়ে প্রচলিত ও প্রচারিত সকল 'ইঞ্জিল' জাল ও বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, মসীহের রহমতে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্র তাঁর থেকে অন্য রকম ইঞ্জিলের (unto another gospel) দিকে ফিরে যাচ্ছ। আসলে অন্য ইঞ্জিল বলতে কিছু নেই; কেবল এমন কতগুলো লোক আছে যারা তোমাদের অস্থির করে তোলে এবং মসীহের ইঞ্জিল বিকৃত করতে চায় (and would pervert the gospel of Christ)।" (গালাতীয় ১/৬-৭, মো.-১৩)

তিনি অন্যত্র নিশ্চিত করেছেন যে, যীশুর প্রসিদ্ধতম সাহাবী বা প্রেরিতদের চেয়ে তিনি কোনো অংশে কম নন এবং তাঁর মতের বিপরীতে যদি প্রসিদ্ধতম সাহাবীরাও কোনো ইঞ্জিল প্রচার করেন তা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন:

"কোন আগন্তুক যদি এমন আর এক ঈসাকে তবলিগ করে, যাকে আমরা তবলিগ করিনি, কিংবা তোমরা যে পাক-রূহ্‌কে পেয়েছ তা ছাড়া যদি এমন অন্য কোন রূহ পাও, বা যে ইঞ্জিল তোমরা পূর্বে গ্রহন করেছ তা থেকে যদি ভিন্ন কিছু (another gospel: ভিন্ন ইঞ্জিল) পাও, তবে তো তোমরা সেসব মেনে নিতে খুবই ইচ্ছুক! কারণ আমার বিচার এই যে, সেই প্রেরিত-চুড়ামণিদের থেকে আমি একটুও পিছনে নই (মো.-০৬: কিন্তু আমার তো মনে হয় না যে, আমি কোন দিক দিয়ে ঐ সব বিশেষ সাহাবীদের চেয়ে পিছনে পড়ে আছি)।" (২ করিন্থীয় ১১/৪-৫, মো.-১৩)

তিনি তাঁর বিরোধী প্রেরিত ও শিষ্যদেরকে শয়তানের চর আখ্যায়িত করে বলেন: "কিন্তু যা করছি তা আরও করবো; যারা সুযোগ পেতে ইচ্ছা করে তাদের সুযোগ যেন খন্ডন করতে পারি; তারা যে বিষয়ের গর্ব করে সেই বিষয়ে যেন তারা আমাদের সমান হয়ে পড়ে। কেননা এ রকম লোকেরা ভণ্ড প্রেরিত (false apostles কি. মো. ২০০৬: ভণ্ড সাহাবী), প্রতারক কার্যকারী (ঠগ কর্মচারী), তারা মসীহের প্রেরিতদের ছদ্ম বেশ ধারণ করে। আর এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই যে, শয়তান নিজে দীপ্তিময় ফেরেশতার (angel of light নূরে পূর্ণ ফেরেশতার) বেশ ধারণ করে....।" (২ করিন্থীয় ১১/১২-১৫, মো.-১৩)

তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ইঞ্জিলের প্রচারক মানুষ ও ফেরেশতা সকলকেই অভিশাপ দিয়ে বলেন: "কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে যে ইঞ্জিল তবলিগ করেছি তা ছাড়া অন্য কোন রকম ইঞ্জিল যদি কেউ তবলিগ করে– তা আমরাই করি, কিংবা বেহেশত থেকে আগত কোন ফেরেশতাই করুক– তবে সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক।" (গালাতীয় ১/৮, মো.-১৩)

এভাবে পল তাঁর প্রচারিত ইঞ্জিল ও তাঁর শিক্ষার ব্যতিক্রম তাঁর যুগে প্রচলিত সকল ইঞ্জিল জাল বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, বাইবেলের নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান সাতাশটা পুস্তকের মধ্যে পলের লেখা চৌদ্দটা বা তেরটা পত্র ছাড়া নতুন নিয়মের বাকি তেরটা বা চৌদ্দটা পুস্তক

সবই পলের বক্তব্য অনুসারে জাল, বাতিল, অনির্ভরযোগ্য ও অনুপযোগী বলে গণ্য।

২. ১৪. ৬. ৪. প্রশ্ন থেকেই গেল: কোন্ পাক কিতাব?

সকল ইহুদি ও খ্রিষ্টান পণ্ডিত একমত যে, পল যখন এ পত্রটা লেখেন তখন তীমথি ও তার মত হাজার হাজার খ্রিষ্টান ও ইহুদির নিকট তিন প্রকারের পাক কিতাব বা পুরাতন নিয়ম বিদ্যমান ছিল। (১) হিব্রু, (২) শমরীয় ও (৩) গ্রিক। এখন প্রশ্ন হল তীমথি কোন্ পাক কিতাব ছোট বেলা থেকে পড়েছিলেন? পল কোন্ পাক কিতাবের কথা বলেছেন? উনচল্লিশ পুস্তকের প্রটেস্ট্যান্ট, ছেচল্লিশ পুস্তকের ক্যাথলিক, একান্ন পুস্তকের অর্থোডক্স নাকি তিপ্পান্ন পুস্তকের গ্রিক সেপ্টুআজিন্ট পুরাতন নিয়ম?

২. ১৪. ৬. ৫. পলের কথায় নতুন নিয়ম ছাড়া সকল ধর্মগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত

LiberalsLikeChrist.Org ওয়েবসাইটের বক্তব্য নিম্নরূপ:

2 Timothy 3:16-17 is often quoted as proof that the Bible is inerrant .... But how can anyone claim that these words apply to a book that would not even exist for another 300 years?!? What we call "the Bible" is nothing but a collection of writings approved by a solemn convention of clerics in 325 AD, called the Council of Nicea. Since Paul didn't specify any such "canon" of holy writings, his words "All scripture" would apply, not only to the many Christian writings of the time that were eventually excluded from the canon of Nicea, but to all of the writings that existed when Paul made that statement, including the egyptian, mesopotamian, hindu, buddhist and gnostic scriptures, and even the writings of the Greek philosophers. But they might not include any of the "Gospels", as all four of the New Testament "gospels" were written AFTER Paul wrote his epistles! Notice, too, that Paul didn't say that these scriptures were inerrant, but rather that they were "good for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness". ... all that Paul may have been saying is that there was much that was worthwhile (and that ultimately had God as its author) in the various scriptures of his day.

"২ তীমথিয় ৩/১৬-১৭ সাধারণত বাইবেলের অভ্রান্ততার প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়। ... কিন্তু এ কথাটা বলার ৩০০ বছর পরেও যে পুস্তকটার কোনো অস্তিত্বই ছিল না সে পুস্তকের ক্ষেত্রে এ কথাটা প্রযোজ্য বলে কিভাবে দাবি করতে পারেন কোনো মানুষ? আমরা যাকে 'বাইবেল' বলি তা ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিসিয়ায় অনুষ্ঠিত ধর্মগুরুদের সম্মেলনে অনুমোদনকৃত একটা পবিত্র সংকলন ছাড়া কিছুই নয়। পল 'সকল শাস্ত্রলিপি' বলেছেন, কিন্তু শাস্ত্রলিপি বা পবিত্র লেখনির কোনো স্বীকৃত 'সংকলন' নির্দিষ্ট করেননি। এজন্য তাঁর এ বক্তব্য তাঁর সময়ে বিদ্যমান সকল 'পবিত্র লেখনির' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে অনেক খ্রিষ্টধর্মীয় লেখনি, যেগুলোকে পরবর্তীকালে নিসিয়া সম্মেলনে স্বীকৃত বাইবেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাধু পলের এ কথা বলার সময়ে বিদ্যমান অন্যান্য ধর্মের সকল ধর্মগ্রন্থও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মিসরীয়, মেসোপটেমীয়, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মারফতি পবিত্র লেখনি সমূহ। এমনকি গ্রিক দার্শনিকদের লেখনিও এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধু পলের স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সম্ভবত প্রচলিত চার ইঞ্জিলের কোনোটাই অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ, নতুন নিয়মের মধ্যে সংকলিত চারটা ইঞ্জিলই পলের এ পত্রটার পরে লেখা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, পল বলেননি যে, এ সকল ধর্মগ্রন্থ বা পবিত্র লেখনি অভ্রান্ত। তিনি শুধু বলেছেন এগুলো

শিক্ষা, অনুযোগ, সংশোধন ও ধার্মিকতার জন্য উপযোগী। ... পল মূলত বলেছেন যে, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে উপকারে লাগার মত বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তার যুগে বিদ্যমান ছিল (এবং এগুলোর মূল প্রণেতা ঈশ্বর)" ।[৭৩]

উপরের পর্যালোচনার আলোকে বর্তমানে অনেক খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও বাইবেল বিশেষজ্ঞ দাবি করেন যে, বাইবেল কখনো নিজেকে অভ্রান্ত বলে দাবি করেনি। কোনো খ্রিষ্টানের জন্য বাইবেলের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস জরুরি নয়। একজন খ্রিষ্টানের জন্য এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট যে, বাইবেলের মধ্যে অনেক মানবীয় সংযোজন, বিয়োজন ও ভুলভ্রান্তির পাশাপাশি কিছু ঐশ্বরিক বাণী বিদ্যমান, যা মানুষের সততা গঠনে উপকারী।

২. ১৪. ৭. বাইবেল বিকৃতি সম্পর্কে বাইবেলের সাক্ষ্য

সম্মানিত পাঠক, আমরা দেখলাম, বাইবেল কখনোই নিজেকে অভ্রান্ত বলে দাবি করেনি। মজার বিষয় হল, বাইবেল নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, লিপিকাররা বাইবেল বিকৃত করেছেন। বাইবেল বলছে: "কিন্তু আমার লোকেরা মাবুদের বিধান জানে না। তোমরা কেমন করে বলতে পার, আমরা জ্ঞানী এবং আমাদের কাছে মাবুদের শরীয়ত আছে? দেখ, আলেমদের (scribes: লিপিকারদের; কেরি: অধ্যাপকদের) মিথ্যা লেখনী তা মিথ্যা করে ফেলেছে। জ্ঞানীরা লজ্জিত হল, ব্যাকুল হল ও ফাঁদে ধরা পড়লো; দেখ, তারা মাবুদের কালাম অগ্রাহ্য করেছে, তবে তাদের জ্ঞান কি রকম? ... এজন্য আমি অন্য লোকদেরকে তাদের স্ত্রী এবং অন্য অধিকারীদেরকে তাদের ক্ষেত দেব; কেননা ক্ষুদ্র বা মহান সবারই লোভ আছে, নবী ও ইমামসুদ্ধ সমস্ত লোক প্রবঞ্চনায় রত।" (ইয়ারমিয়া ৮/৭-১০, মো.-১৩)

যিরমিয় ভাববাদী খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের হাতে জেরুজালেমের পতনের কিছু পরে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৪] এভাবে আমরা দেখছি যে, খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর পূর্বেই যিরমিয় ভাববাদীর মাধ্যমে বাইবেলের বিকৃতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, বাইবেল সাধারণ মানুষদের পাঠ্য কোনো বই ছিল না। ধর্মগুরু বা আলিম লিপিকার বা অধ্যাপকরা (scribes) প্রয়োজনীয় 'অনুলিপি' বা কপি তৈরি করতেন এবং সেগুলো তাদের কাছেই সংরক্ষিত থাকত। যিরমিয় জানালেন যে, এসকল লিপিকারের মিথ্যা কলম (false pen) পাক কিতাবকে মিথ্যা বানিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ইত্যাদি বিকৃতির মাধ্যমে মূল বক্তব্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে এবং মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। উপরন্তু যিরিময় নিশ্চিত করেছেন যে, নবী থেকে ধর্মগুরুরা সকলেই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত।

সুস্পষ্ট এ ভাববাণী বা ভবিষ্যদ্বাণী যিরমিয়ের পূর্বের ও সমসাময়িক আলিম ও লিপিকারদের মত যিরমিয়র পরের প্রজন্মগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। পরের যুগেও লিপিকাররা পবিত্র গ্রন্থ বিকৃত করবেন এবং নবী থেকে ইমাম বা যাজকরা সকলেই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হবেন বলে জানালেন তিনি। এজন্য বাইবেলকে অভ্রান্ত বলে দাবি করার প্রতিবাদে একজন বাইবেল গবেষক লেখেছেন: "The Bible itself warns against trusting the "Scribes", i.e. those who transcribed the sacred texts by hand, thousands of years before the first printing press was invented"

"বাইবেল নিজেই লিপিকারদের উপর আস্থা রাখার বিষয়ে সতর্ক করেছে। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার আগে হাজার হাজার বছর যারা পবিত্র পুস্তকগুলো হাতে লেখে প্রতিলিপি করেছেন বাইবেল তাদের

---

[৭৩] http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html

[৭৪] Vawter, Rev. Bruce. "Jeremiah." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

উপর নির্ভরতার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে।"[৭৫]

২. ১৪. ৮. বাইবেল বিকৃতিতে অধ্যাপকদের লেখনি

আমরা জানি যে, 'Scribes' শব্দের অর্থ লিপিকার বা অনুলিপিকার। আর প্রাজ্ঞ ধর্মগুরু পণ্ডিতরা ছাড়া আর কারো জন্য বাইবেল অনুলিপি করার সুযোগ ছিল না। এজন্য Scribe বা লিপিকার শব্দের অর্থে কেরি লেখেছেন 'অধ্যাপক' এবং কিতাবুল মোকাদ্দস লেখেছে 'আলেম'। যিরমিয় বললেন, আলিম, অধ্যাপক বা লিপিকারদের মিথ্যা কলম বাইবেলকে মিথ্যা বানিয়েছে এবং নবী থেকে ইমাম (ভাববাদী থেকে যাজক) পর্যন্ত সকলেই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। বাইবেলের বিকৃতি সম্পর্কে যিরমিয়ের এ ভবিষ্যদ্বাণী (prophecy)-এর গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারি যখন আমরা দেখি যে, বাইবেল কখনোই গণপাঠ্য বা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য পুস্তক ছিল না। ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের বাইবেলের ব্যবহার ও প্রচলন একান্তভাবেই লিপিকার (অধ্যাপক বা আলেম), ভাববাদী (নবী) ও যাজকদের (ইমামদের) মধ্যে সীমাবদ্ধ ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সাধারণ ধার্মিক মানুষেরা বাইবেলের বিধান, গল্প ইত্যাদি শুনতেন, শিখতেন ও জানতেন। প্রার্থনামূলক কিছু কাব্যিক শ্লোক মুখস্থ করতেন। এছাড়া বাইবেলের মূল পাঠ থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এমনকি মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদও চার্চ কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পরেও মাতৃভাষায় বাইবেল মুদ্রণ ধর্মদ্রোহিতা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে চার্চ ও পোপ।

খৃস্টধর্মীয় বাইবেলের সকল কপিই গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত ছিল। এ দুটো ভাষা একান্তই উচ্চশিক্ষিত ও ধর্মগুরুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্য বাইবেলের সামান্য কিছু অংশ ছাড়া মূল পাঠ সাধারণ খ্রিষ্টানদের আওতার বাইরে ছিল। এরপরও চার্চের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষদের জন্য গ্রিক বা ল্যাটিন বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ ছিল।[৭৬]

১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বৃটিশ দার্শনিক জন উইকলিফ (John Wycliffe) প্রথম ইংরেজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। এজন্য খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের নির্দেশে বৃটিশ পার্লামেন্ট তাকে অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত দেয়। রাজা রিচার্ড ২ (King Richard II) নির্দেশ জারি করেন: "Wycliffe be removed from Oxford, and that all who preached or wrote against Catholicism be imprisoned: উইকলিফ অক্সফোর্ড থেকে বহিষ্কৃত হবেন এবং ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে যারাই লেখবেন বা প্রচার করবেন সকলেই কারারুদ্ধ হবেন।" ১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উইকলিফ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে খ্রিষ্টান মহাযাজকদের মহাসম্মেলন 'কন্সট্যান্সের সম্মেলন' (The Council of Constance) ৪ঠা মে ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। এ বিষয়ে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

declared Wycliffe a heretic and under the ban of the Church. It was decreed that his books be burned and his remains be exhumed. The exhumation was carried out in 1428 when, at the command of Pope Martin V, his remains were dug up, burned, and the ashes cast into the River Swift ...The "Constitutions of Oxford" of 1408 ... naming John Wycliffe in a ban on certain writings, and noting that translation of Scripture into English by unlicensed laity is a crime punishable by charges of heresy.

---

[৭৫] http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html
[৭৬] এনকার্টা: Inquisition of Toulouse Forbids Bible Reading

"সম্মেলন ঘোষণা দেয় যে, উইকলিফ একজন ধর্মদ্রোহী এবং চার্চমণ্ডলির নিষেধাজ্ঞাধীন। তা আরো ঘোষণা দেয় যে, তার লেখনিগুলো আগুনে পোড়াতে হবে এবং তার মৃতদেহ কবর থেকে তুলে পোড়াতে হবে। কবর থেকে লাশ তোলার এ নির্দেশ ১৪২৮ সালে বাস্তবায়িত হয়। পোপ ৫ম মার্টিনের নির্দেশে কবর থেকে তার লাশের অবশিষ্ট তোলা হয়, আগুনে পোড়ানো হয় এবং ছাইগুলো সুইফট নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। .... অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০৮ খ্রিষ্টাব্দের গঠনতন্ত্রে ... বিশেষভাবে উইকলিফের নাম উল্লেখ করে তার লেখনিগুলো নিষিদ্ধ করে... উল্লেখ করা হয় যে, লাইসেন্স বিহীন সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করা একটা অপরাধ, যে অপরাধের জন্য ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি দেওয়া যাবে।"

উল্লেখ্য যে, এ সম্মেলনেই অপর খ্রিষ্টান সংস্কারক জ্যান হাস (Jan Hus)- কে সমবেত খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা জীবন্ত খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা করেন।[৭৭]

ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হওয়ার পরেও খ্রিষ্টীয় চার্চমণ্ডলি ও পোপ সর্বদা সকলের জন্য বাইবেল পাঠের দাবি ধর্মদ্রোহিতা বলে গণ্য করেছেন।

"(The reading of the Holy Scriptures is for all men): সকলের জন্য বাইবেল পাঠ' কথাটাকে জ্যানসেনীয় ধর্মদ্রোহিতা (Jansenist heresies) গণ্য করে ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে পোপ একাদশ ক্লিমেন্ট (Pope Clement XI) লেখেন:

"We declare, condemn and disallow all and each of these Propositions as false, captious, ill-sounding, offensive to pious ears, scandalous, pernicious, rash, injurious to the Church and its practices, not only outrageous against the Church but even against the secular powers, seditious, impious, blasphemous, suspected of heresy and savouring of heresy itself, as also encouraging heretics and heresies and even schism, erroneous, often condemned, and lastly also heretical, containing divers heresies manifestly tending to innovation".

"এরূপ সকল মত আমরা নিন্দা করছি, অস্বীকার করছি এবং ঘোষণা করছি যে, এরূপ মত মিথ্যা, ছিদ্রান্বেষী, শুনতে মন্দ, পবিত্র কানগুলোর জন্য অশালীন, কুৎসামূলক, ধ্বংসকর, হঠকারি, খ্রিষ্টীয় চার্চ-মণ্ডলি এবং তার কার্যাভ্যাসের জন্য ক্ষতিকর, চার্চের জন্য জঘন্য নীতিবিরুদ্ধ, উপরন্তু ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসনের জন্যও জঘন্য নীতিবিরুদ্ধ, রাষ্ট্রদ্রোহী, অসাধু, ঈশ্বরনিন্দনীয়, ধর্মদ্রোহিতায় অভিযুক্ত এবং প্রকৃত ধর্মদ্রোহিতার দুর্গন্ধযুক্ত, উপরন্তু ধর্মদ্রোহিতার উস্কানিমূলক, বিভক্তি সৃষ্টিকারী, ভ্রান্ত, প্রায়শ নিন্দিত এবং সর্বশেষ ধর্মদ্রোহী, বহুপ্রকার ধর্মদ্রোহিতাযুক্ত, সুস্পষ্টভাবে নতুনত্ব সৃষ্টিকারী।"[৭৮]

১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ১৬শ গ্রেগরি বাইবেল সোসাইটিগুলোর উদ্দেশ্যে লেখা প্রচারপত্রে বলেন: "... in the rules written by the fathers chosen by the Council of Trent. . . and placed in the Index of forbidden books, we read the statute declaring that vernacular Bibles are forbidden. . . ". "চার্চ পিতারা যে সকল বিধান লেখেছেন এবং ট্রেন্টের মহাসম্মেলনে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় স্বীকৃত যে নীতিমালা আমরা পড়ি, তাতে মাতৃভাষায় লিখিত বাইবেলগুলো

[৭৭] Wikipedia: Wycliffe's Bible, Council of Constance. Encarta Encyclopedia: Jan Hus, Execution of Jan Hus

[৭৮] p. 232 of Vicars of Christ, by Peter De Rosa . Catholic Ban on Bibles in the Vernacular, http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html

নিষিদ্ধ।"[৭৯]

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ প্রটেস্ট্যান্টদের নেতৃত্বে বাইবেল বহুল প্রচারিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টান প্রচারকরা বর্তমানে বাইবেল প্রচার করেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে, মাত্র দু শতাব্দী পূর্বেও খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা, বিশেষত ক্যাথলিক চার্চ ও পোপরা বাইবেলকে শুধু যাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন। বিশেষত, মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের পূর্বে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাইবেলের মূল পুস্তকের ব্যবহার, প্রচলন ও প্রচার একান্তভাবেই 'অধ্যাপক' বা লিপিকার এবং যাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর অধ্যাপকদের মিথ্যা কলম যদি বাইবেলকে মিথ্যা করতে থাকে এবং নবী থেকে যাজকরা প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হন তবে বাইবেলের মূল পাঠ কিরূপ বিকৃত হতে পারে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। অভ্রান্ততা বিরোধী বাইবেল বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন যে, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত ভুলভ্রান্তি এ অনুমানকে নিশ্চিত জ্ঞানে পরিণত করে।

এ প্রসঙ্গে liberalslikechrist.org ওয়েবসাইটের বক্তব্য:

Why is it so difficult for intelligent and informed Christians to recognize – and openly and publicly admit – that the Bible is NOT free of all errors? It is no accident that most of those who teach the doctrine of "Biblical Inerrancy" act as though they themselves cannot be wrong. They want everybody to believe that they are in possession of a goose that "lays golden eggs", so to speak; or in this case, a "Holy Spirit" that provides the correct answer to every question. But is the Holy Spirit of God intended to be such a "golden goose" for people who make themselves into "Bible experts"? The Bible itself warns against trusting the "Scribes", i.e. those who transcribed the sacred texts by hand, thousands of years before the first printing press was invented.

"বুদ্ধিমান ও তথ্যাভিজ্ঞ খ্রিষ্টানদের জন্য এ কথা মেনে নেওয়া এবং প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে স্বীকার করা কেন কষ্টকর যে, বাইবেল সকল ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত নয়? এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে, যারা বাইবেলীয় অভ্রান্ততার শিক্ষা প্রচার করেন তাদের অধিকাংশই এমন আচরণ করেন যেন তাদের কোনো ভুল হতেই পারে না। তারা চান, সকলেই বিশ্বাস করুক, 'সোনার ডিম পাড়া রাজহংসীটা তাদের মালিকানাতেই রয়েছে'। তাদের ক্ষেত্রে এ 'সোনার ডিম দেওয়া রাজহংসীটা' হল 'পবিত্র আত্মা'। এ 'পবিত্র আত্মা' প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর সরবরাহ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, যারা নিজেদেরকে 'বাইবেল বিশেষজ্ঞ' বানিয়েছেন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা কি তাদের সুবর্ণ রাজহংসী হওয়ার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত? বাইবেল নিজেই সতর্ক করেছে, অনুলিপিকারদেরকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে। অর্থাৎ প্রথম মুদ্রণালয় আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে যারা হাতে প্রতিলিপি করে পবিত্র পুস্তক প্রচার করেছেন তাদেরকে বিশ্বাস করতে স্বয়ং বাইবেলই সতর্ক করছে।"[৮০]

---

[৭৯] http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html, Pope Gregory XVI, Encyclical of Pope Gregory XVI on Biblical Societies."

[৮০] http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html

তৃতীয় অধ্যায়
বৈপরীত্য

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান যে সকল ভুলভ্রান্তি উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি:

(ক) বৈপরীত্য, অর্থাৎ বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান একাধিক তথ্যের পরস্পর বিরোধিতা।

(খ) ভুলভ্রান্তি, অর্থাৎ বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান তথ্য অন্যান্য প্রমাণের আলোকে ভুল বলে প্রমাণিত।

(গ) বিকৃতি, অর্থাৎ বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করে মূল বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে বলে প্রমাণিত।

(ঘ) অস্বাভাবিক বা বিবেক-বিরোধী তথ্যাদি।

প্রথমে আমরা বৈপরীত্যের কিছু নমুনা উল্লেখ করব। কারণ অন্যান্য অনেক বিষয় অস্বীকার করা গেলেও বৈপরীত্য অস্বীকার করা যায় না। এজন্য বাইবেলের অভ্রান্ততার দাবি খণ্ডনের জন্য আধুনিক বাইবেল বিশেষজ্ঞরা সাধারণত অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হিসেবে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্যগুলো প্রথমে উল্লেখ করেন।

লক্ষণীয় যে, খ্রিষ্টান গবেষক ও বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান শত শত বৈপরীত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বাইবেল, ইহুদি ধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষেরা এ সকল বৈপরীত্যের গুরুত্ব ও দূরত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। এছাড়া ইংরেজি পাঠে বৈপরীত্যগুলো যত সহজে অনুধাবন করা যায় বাংলা অনুবাদে তা করা যায় না। কারণ অনুবাদের মধ্যে অনেক রকম পরিবর্তনের মাধ্যমে বৈপরীত্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এজন্য আমরা এখানে সাধারণ বাঙালি পাঠকের জন্য অনুধাবনযোগ্য কিছু বৈপরীত্য উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক ইন্টারনেটে নিম্নের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন: http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html। এছাড়া http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html, www.members.cox.net/galatians/tension.htm ইত্যাদি ওয়েবসাইটে অনেক তথ্য জানতে পারবেন। সর্বোপরি bible contradictions, Bible Absurdities, Bible Atrocities, Bible inerrancy ইত্যাদি লেখে অনুসন্ধান করলে এ বিষয়ক অনেক ওয়েবসাইট ও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

৩. ১. বৈপরীত্যের প্রকার ও মাত্রা

বাইবেল বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখি যে, বাইবেলের মধ্যে, বিশেষত নতুন নিয়মের ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য খুবই ব্যাপক। তবে কিছু বৈপরীত্য সাধারণ বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমন্বয় করা সম্ভব। এ জাতীয় বৈপরীত্য আমরা এড়িয়ে গিয়েছি। অন্যান্য অধিকাংশ বৈপরীত্য সাধারণ বিচারে সমন্বয়ের অযোগ্য। সমন্বয়যোগ্য ও সমন্বয়-অযোগ্য বৈপরীত্যের দু'-একটা নমুনা দেখুন:

৩. ১. ১. যীশুর সমর্পণ বিষয়ক বৈপরীত্য

যীশুর দ্বাদশ প্রেরিতের একজন 'Judas Iscariot'। বাংলা বাইবেলে 'ইস্করিয়োতীয় যিহূদা', 'ইস্করিয়োতীয় এহুদা' বা 'যিহূদা/ এহুদা ইস্কারিয়োৎ'। তিনিই বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুকে ইহুদি যাজক ও প্রধানদের হাতে সমর্পণ করেন। চার ইঞ্জিলেই বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। যিহূদী নেতা ও যাজকরা

যীশুকে চিনতেন না। যিহূদা তাদেরকে বলেন, আমি যাকে চুম্বন করব তিনিই যীশু। তাঁকে আপনারা ধরবেন। যিহূদা এসে তাঁর হাতে চুমু দেন সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা তাঁকে গ্রেফতার করে। লূক কিছু ব্যতিক্রম লেখেছেন এবং যোহন একেবারেই ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। বাইবেল বিশেষজ্ঞরা ও খ্রিষ্টান পাঠকরা সহজেই এ ব্যতিক্রম বুঝতে পারনে। কিন্তু সাধারণ বাঙালি পাঠকের জন্য পুরো বক্তব্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি।

মথি লেখেছেনঃ "তিনি যখন কথা বলছেন, দেখ, এহুদা, সেই বার জনের এক জন, আসলো এবং তার সঙ্গে অনেক লোক তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে প্রধান ইমামদের ও লোকদের প্রাচীনদের কাছ থেকে আসলো। যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে তাদেরকে এই সঙ্কেত বলেছিল, আমি যাকে চুম্বন করবো, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরবে। সে তখনই ঈসার কাছে গিয়ে বললো, রব্বি, আসসালামু আলাইকুম, আর তাঁকে আগ্রহ পূর্বক চুম্বন করলো। ঈসা তাকে বললেন, বন্ধু, যা করতে এসেছো, কর। তখন তারা কাছে এসে ঈসার উপর হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ধরলো। আর দেখ, ঈসার সঙ্গীদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে তলোয়ার বের করলেন এবং মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। (মথি ২৬/ ৪৭-৫১, মো.-১৩)

মার্ক লেখেছেনঃ "আর তিনি যখন কথা বলছেন, তৎক্ষণাৎ এহুদা, সেই বার জনের একজন আসল এবং তার সঙ্গে অনেক লোক তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে প্রধান ইমামদের, আলেমদের ও প্রাচীনদের কাছ থেকে আসলো। যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে আগে তাদেরকে এই সঙ্কেতে বলেছিল, আমি যাকে চুম্বন করবো, সে-ই ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরে সাবধানে নিয়ে যাবে। সে এসে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গিয়ে বললো, রব্বি; আর তাঁকে আগ্রহ পূর্বক চুম্বন করলো। তখন তারা তাঁর উপর হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ধরলো। কিন্তু যারা পাশে দাড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে একজন তাঁর তলোয়ার খুলে মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললো।" (মার্ক ১৪/৪৩-৪৭, মো.-১৩)

পাঠক দেখছেন যে, মথি ও মার্কের মধ্যে কয়েকটা শব্দের পার্থক্য ছাড়া সকল তথ্য একই। কিন্তু লূক লেখেছেনঃ "তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, অনেক লোক এবং যার নাম এহুদা- সেই বার জনের মধ্যে এক জন- সে তাদের আগে আগে আসছে; সে ঈসাকে চুম্বন করার জন্য তাঁর কাছে আসল। কিন্তু ঈসা তাঁকে বললেন, এহুদা, চুম্বন দ্বারা কি ইবনুল ইনসানকে (the Son of man: মানব-সন্তানকে, কেরিঃ মনুষ্যপুত্রকে) ধরিয়ে দিচ্ছ? তখন কি কি ঘটবে, তা দেখে যাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন, তাঁরা বললেন, প্রভু, আমরা কি তলোয়ার দ্বারা আঘাত করবো। আর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। ... পরে তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল ...।" (লূক ২২/৪৭-৫৪, মো.-১৩)

মথি ও মার্কের সাথে লূকের শব্দের পার্থক্য ছাড়াও তথ্যের ভিন্নতা পাঠকের নিকট স্পষ্ট। প্রথম দুজনের বর্ণনায় যিহূদা কিছু কথা বলে যীশুকে চুম্বন করেন। আর লূকের বর্ণনায় যিহূদা কোনো কথা না বলে যীশুকে চুম্বন করতে আসেন, কিন্তু তিনি চুম্বন করেননি, বরং চুম্বনের আগেই যীশু তার সাথে কথা বলেন। এছাড়া প্রথম দুজনের বর্ণনায় গ্রেফতারের পরে খড়গ বের করা ও কান কাটার ঘটনা ঘটে। পক্ষান্তরে লূকের বর্ণনায় গ্রেফতারের আগেই তা ঘটে। এরপরও আমরা মথি ও মার্কের বর্ণনার সাথে লূকের বর্ণনাকে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করছি না। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, তিনি চুম্বনের জন্য আগমন করার কথা বলে চুম্বন করা বুঝিয়েছেন এবং একই ঘটনা বর্ণনায় তিনি কিছু আগে পিছে করেছেন।

কিন্তু যোহনের বর্ণনাকে সাংঘর্ষিক বলা ছাড়া উপায় নেই। কারণ যোহন এ ঘটনার বর্ণনায় লেখেছেনঃ "আর এহুদা, যে তাঁকে দুশমনদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে সেই স্থানটা চিনত, কারণ ঈসা অনেক বার তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সেই স্থানে একত্র হতেন। অতএব এহুদা সৈন্যদলকে এবং প্রধান ইমামদের ও ফরীশীদের কাছ থেকে পদাতিকদের সঙ্গে নিয়ে মশাল, প্রদীপ ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সেখানে

আসল। তখন ঈসা, তাঁর প্রতি যা যা ঘটতে যাচ্ছে সমস্ত কিছু জেনে বের হয়ে আসলেন, আর তাদেরকে বললেন, কার খোঁজ করছো? তারা তাঁকে জবাবে বললো, নাসরতীয় ঈসার। তিনি তাদেরকে বললেন, আমিই তিনি। আর এহুদা, যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। তিনি যখন তাদেরকে বললেন, আমিই তিনি, তখন তারা পিছিয়ে গেল এবং ভূমিতে পড়ে গেল। পরে তিনি আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার খোঁজ করছো? তারা বলল, নাসরতীয় ঈসার। জবাবে ঈসা বললেন, আমি তো তাদেরকে বললাম যে, আমিই তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার খোঁজ কর, তবে এদেরকে (শিষ্যদেরকে) যেতে দাও ... তখন শিমোন পিতরের কাছে তলোয়ার থাকাতে তিনি তা খুলে মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। ... তখন ঈসা পিতরকে বললেন, তলোয়ার খাপে রাখ; আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়েছেন তা থেকে কি আমি পান করবো না? তখন সৈন্যদল ও সহস্রপতি ও ইহুদীদের পদাতিকেরা ঈসাকে ধরলো ও তাঁকে বেঁধে ... নিয়ে গেল।" (ইউহোন্না ১৮/২-১২, মো.-১৩)

পাঠক দেখছেন যে, লূকের সাথে মথি ও মার্কের সমন্বয়ের মত যোহনের সাথে সমন্বয়ের কোনোই পথ নেই। যোহন সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে যিহূদা যীশুকে চেনাতে আসেননি, বরং স্থান চেনাতে এসেছেন। যীশুকে চুম্বন দেওয়া তো দূরের কথা তিনি যীশুর সাথে কোনো কথাও বলেননি, নিকটবর্তীও হননি। স্বয়ং যীশুই সৈন্যদের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলেছেন। এজন্য আমরা বৈপরীত্যের মধ্যে যোহনের সাথে মথি ও মার্কের বৈপরীত্য আলোচনা করেছি। লূকের বিষয়টা সমন্বয়যোগ্য ধরে এড়িয়ে গিয়েছি।

৩. ১. ২. ঈশ্বর করুণা করেন এবং করেন না

বাইবেলের বৈপরীত্য বিষয়ক লেখনির মধ্যে পাশ্চাত্য গবেষকরা ঈশ্বরের করুণা ও শাস্তির বিষয় উল্লেখ করেছেন। কোথাও বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মহা করুণাময় এবং তাঁর করুণা সকলের জন্য। যেমন, "মাবুদ সকলের জন্য মঙ্গলময়, তাঁর করুণা তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের উপরে আছে।" (জবুর/ গীতসংহিতা ১৪৫/৯, মো.-১৩)। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়"। (যাকোব ৫/১১) অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "ঈশ্বর প্রেম/ আল্লাহ মহব্বত"।" (১ ইউহোন্না ৪/১৬, মো.-১৩)

এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মমতা করেন না, করুণাও করেন না। যেমনঃ "আর আমি একজনকে অন্য জনের বিরুদ্ধে, আর পিতাদের ও পুত্রদের একসঙ্গে আছড়াব, মাবুদ এই কথা বলেন; আমি মমতা করবো না, কৃপা করবো না, করুণা করবো না; তাদেরকে বিনষ্ট করবো।" (যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ১৩/১৪, মো.-১৩)

যদিও শব্দ ব্যবহারে বক্তব্যগুলো সাংঘর্ষিক, একটা ব্যাখ্যা সহজে করা সম্ভব যে, 'আমি মমতা করিব না, করুণা করিব না' বলতে অপরাধীদের বুঝানো হয়েছে। যদিও বাক্যে তা বলা হয়নি তবে এরূপ ব্যাখ্যা করা একেবারে অবান্তর নয়। এজন্য এ পর্যায়ের বৈপরীত্য আমরা এ পুস্তকে উল্লেখ করিনি। তবে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর একের পাপে অন্যকে শাস্তি দেন, অপরাধীর কারণে নিরপরাধকে শাস্তি দেন এবং পিতার পাপের কারণে কয়েক প্রজন্ম পরের বংশধরদের শাস্তি দেন, অথবা তিনি কোনোদিনই ক্ষমা করেন না...। এ জাতীয় বক্তব্যগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর করুণাময়তা বা প্রেমময়তার বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এজন্য আমরা এ পর্যায়ের বৈপরীত্য ও সমস্যা পরবর্তী আলোচনায় উল্লেখ করব।

৩. ১. ৩. ঈশ্বরের ভয় বনাম ঈশ্বরের প্রেম

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরকে ভয় করতে হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরকে প্রেম করতে হবে। অনেকে এ দুটো বিষয়কে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করেন। তবে বিষয় দুটো

সমন্বয়যোগ্য; কারণ অনেক সময় ভয় ও প্রেম একত্রিতই থাকে। যেমন পিতামাতাকে সন্তানরা ভয় করে এবং ভালবাসে। প্রেমময় ভীতি বা ভীতিজড়িত প্রেম হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। তবে যদি কেউ বলেন প্রেমের মধ্যে ভয় থাকতে পারে না বা ভয়ের মধ্যে প্রেম থাকতে পারে না তবে তার কথাটা ভুল ও সাংঘর্ষিক বলে গণ্য। আর এরূপ কথা বিবেকের আলোকেও ভুল। মানুষ তার পিতাকে বা মাতাকে ভয় পায় অর্থ তাকে সে ভালবাসে না, অথবা ভালবাসে অর্থ সে মোটেও ভয় পায় না এরূপ দাবি করা একেবারেই বিবেক বিরুদ্ধ।

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহকে ভালবাসতে বলা হয়েছেঃ দ্বিতীয় বিবরণ ৬/৫; মথি ২২/৩৭; মার্ক ১২/৩০; লূক ১০/২৭। অন্যত্র আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছেঃ দ্বিতীয় বিবরণ ৬/১৩; গীতসংহিতা ৩৩/৮; ৩৪/৯; ১১০/১০; ১১৫/১৩; ১২৮/১; ১৪৭/১১; হিতোপদেশ/ মেসাল ৮/১৩; ১৬/৬; ১৯/২৩; ২২/৪; যিশাইয় ৮/১৩; লূক ১২/৫; ১ পিতর ২/১৭। এ বিষয়টাকে আমরা বৈপরীত্য বলে গণ্য করিনি। তবে যোহন লেখেছেনঃ ভালবাসার সাথে ভয় থাকে নাঃ “প্রেমে ভয় নাই (There is no fear in love), বরং সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়, কেননা ভয় দণ্ডযুক্ত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ হয় নাই (কি. মো.-১৩ঃ কেননা ভয়ের সঙ্গে শাস্তির চিন্তা যুক্ত থাকে, আর যে ভয় করে, সে মহব্বতে পূর্ণতা লাভ করেনি)” (১ যোহন ৪/১৮)। এ কথাটাকে আমরা বৈপরীত্য বলে গণ্য করতে বাধ্য।

৩. ১. ৪. ভাল কর্ম প্রকাশ্যে অথবা গোপনে পালন

যীশু বলেনঃ “তেমনি তোমাদের নূর মানুষের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের বেহেশতী পিতার গৌরব করে।” (মথি ৫/১৬, মো.-১৩) অন্যত্র যীশু বলেনঃ “এভাবে তোমার দান যেন গোপনে হয়; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন।” (মথি ৬/৪, মো.-১৩)

বাইবেলীয় অভ্রান্ততার বিরোধী পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান গবেষকরা উপরের বক্তব্যদ্বয়কে পরস্পর বিরোধী হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ প্রথম বাক্য সকল সৎ কর্ম প্রকাশ্যে পালনের নির্দেশ দিচ্ছে, যেন সকলেই তা দেখে পিতার গৌরব করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্য সৎ কর্ম গোপনে করার নির্দেশ দিচ্ছে। গোপনে করলে বিশ্ব কিভাবে তা দেখে পিতার গৌরব করবে?

বাহ্যত বাক্য দু'টো পরস্পর-বিরোধী বলে প্রতীয়মান হলেও যেহেতু ‘সকল কর্ম’ কথাটা সুস্পষ্ট বলা হয়নি, সেহেতু আমরা বলতে পারি কিছু কর্ম গোপনে এবং কিছু কর্ম প্রকাশ্যে করার মাধ্যমে দুটো নির্দেশের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। এজন্য আমরা এ জাতীয় বৈপরীত্য পরবর্তী তালিকার মধ্যে উল্লেখ করিনি।

৩. ১. ৫. ঈশ্বর না শয়তান

রাজা দাউদ তাঁর রাজ্যের লোকগণনা করেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এটা মহাপাপ ছিল। এ জন্য ঈশ্বর তাঁকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। তবে এ কাজটা করতে দাউদকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কে সে বিষয়ে বৈপরীত্য বিদ্যমান। ২ শমূয়েল-এর ২৪ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর স্বয়ং দাউদকে প্ররোচিত করেন বনি-ইসরাইলের জনসংখ্যা গণনা করতে। আর ১ বংশাবলির ২১ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক থেকে জানা যায় যে, শয়তান দাউদকে জনসংখ্যা গণনা করতে প্ররোচিত করে। এ বিষয়টাকে খ্রিষ্টান গবেষকরা বৈপরীত্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে ঈশ্বর অমঙ্গল বা খারাপ কাজ করেন না। কাজেই বিষয়টা তাদের জন্য বিব্রতকর। তবে আমরা এ বিষয়টাকে বৈপরীত্য হিসেবে গণ্য করিনি। কারণ, বিশ্বের যে কোনো কর্মই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের বাইরে ঘটে না। এজন্য ভাল, মন্দ, যুদ্ধ, ধ্বংস, মুক্তি, আনন্দ যে কোনো বিষয়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি তাঁর নিজের কর্ম হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন।

কোনো একটা কর্ম আল্লাহর কোনো সৃষ্টি করলেও বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর ব্যবস্থা অনুসারে তা সম্পন্ন হওয়াতে কর্মটাকে আল্লাহর কর্ম বলা যায়।

এরূপ অনেক বৈপরীত্য পাশ্চাত্য গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমন্বয়যোগ্য। আমরা এ জাতীয় বৈপরীত্য উল্লেখ করছি না। যে বৈপরীত্যগুলো বাহ্যত সমন্বয়যোগ্য নয় আমরা সেগুলোর কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করব।

৩.২. তৌরাত ও পুরাতন নিয়মের কিছু বৈপরীত্য

৩. ২. ১. সৃষ্টির ক্রম বর্ণনায় বৈপরীত্য

সৃষ্টির ক্রম বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের প্রথম পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটো পৃথক ও পরস্পর বিরোধী বিবরণ বিদ্যমান। আমরা আগেই বলেছি, বাইবেলের শব্দ ব্যবহার ও তথ্যাবলির অধ্যয়ন থেকে আধুনিক গবেষকরা নিশ্চিত যে, সম্পূর্ণ পৃথক দুটো বর্ণনা বা প্রচলন থেকে বর্তমান তৌরাত সংকলিতঃ (১) ইলোহিম, অর্থাৎ ইলাহ বা ঈশ্বরীয় ধারা এবং (২) যিহোভিস্ট বা সদাপ্রভু ধারা। আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ইলোহিম ধারার বর্ণনা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যিহোভিস্ট ধারার বর্ণনা সংকলিত। প্রথম বর্ণনায়, অর্থাৎ আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির বর্ণনা নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম দিন (রবিবার)। ঈশ্বর প্রথম দিনে আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, এবং আলো সৃষ্টি করেন। আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করে আলোকে দিন এবং অন্ধকারকে রাত নাম দেন। এবং সন্ধ্যা ও সকাল হলে প্রথম দিন হল।

(২) দ্বিতীয় দিন (সোমবার)। ঈশ্বর জলকে পৃথক করার জন্য আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করলেন। একভাগ জল আকাশমণ্ডলীর নিচে এবং আরেকভাগ জল আকাশমণ্ডলীর উপরে থাকল। ঈশ্বর আকাশমণ্ডলীর নাম দিলেন 'আকাশ' (heaven)। সন্ধ্যা ও সকাল হলে দ্বিতীয় দিন হল। (<u>আকাশের উপরেও সাগর বিদ্যমান! তা থেকেই কি বৃষ্টি?!</u>)

(৩) তৃতীয় দিন (মঙ্গলবার)। ঈশ্বর পৃথিবীর জল ও স্থলকে পৃথক করলেন। জলের নাম সমুদ্র ও স্থলের নাম পৃথিবী রাখলেন। এরপর ঈশ্বর ঘাস, গাছপালা ও সকল উদ্ভিদ সৃষ্টি করলেন। সকাল হল এবং সন্ধ্যা হল। এভাবে হল তৃতীয় দিন।

(৪) চতুর্থ দিন (বুধবার)। ঈশ্বর সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি সৃষ্টি করলেন। (<u>চাঁদ, সূর্য ও তারা সৃষ্টির আগেই আলো ছিল এবং দিন-রাত ও সকাল-সন্ধ্যা হচ্ছিল! আবার সূর্যের আলো ও তাপ ছাড়াই গাছপালা ও সকল উদ্ভিত বড় হচ্ছিল!</u>)

(৫) পঞ্চম দিন (বৃহস্পতিবার)। ঈশ্বর জলজ প্রাণি ও পাখি সৃষ্টি করলেন।

(৬) ষষ্ঠ দিন (শুক্রবার)। ঈশ্বর স্থলের জীব-জানোয়ার, সরীসৃপ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। এ দিনেই সর্বশেষ ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন। (আদিপুস্তক ১ম অধ্যায় (১-৩১ শ্লোক)

(৭) সপ্তম দিন (শনিবার)। ঈশ্বর বিশ্রাম করলেন (আদিপুস্তক ২/২)।

আদিপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪ শ্লোক থেকে যিহোভীয় ধারার বর্ণনা বিদ্যমান। এটা উপরের বিবরণ থেকে ভিন্ন। এখানে বার বা দিবসগুলো উল্লেখ না করে সৃষ্টির ক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। (১) প্রথমে পৃথিবী এবং প্রথম মানব আদম (আদিপুস্তক ২/৪-৭)। (২) এরপর এদনের উদ্যান ও বিভিন্ন নদী (আদিপুস্তক ৪/৮-১৪)। (৩) এরপর সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী (৪/১৮-২০)। (৪)

এরপর প্রথম মানবী হাওয়া (২১-২৩)।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রথম বর্ণনায় ঈশ্বর প্রথমে পৃথিবীর সকল পশু ও প্রাণি সৃষ্টি করেন এবং সর্বশেষ মানুষ সৃষ্টি করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ণনায় এর সম্পূর্ণ বিপরীতে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর সর্বপ্রথম মানুষ সৃষ্টি করেন এবং এরপর বৃক্ষলতা, পশুপাখি ইত্যাদি সৃষ্টি করেন।

৩. ২. ২. সৃষ্টিজগত ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মঙ্গলময় না অমঙ্গলময়?

আদিপুস্তকে পৃথিবী সৃষ্টির বর্ণনা শেষে লেখেছে: "পরে ঈশ্বর আপনার নিমিত্ত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম (very good)। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।" (আদিপুস্তক ১/৩১)

জুবিলী বাইবেল: "পরমেশ্বর তাঁর তৈরি করা সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন; আর সত্যি, সেই সমস্ত কিছু খুবই মঙ্গলময়...।" মো-০৬: "আল্লাহ তাঁর নিজের তৈরি সব কিছু দেখলেন। সেগুলো সত্যিই খুব চমৎকার হয়েছিল।"

এ থেকে আমরা জানছি যে, সৃষ্টিজগত স্রষ্টার দৃষ্টিতে very good: অতি উত্তম, মঙ্গলময় ও চমৎকার বলে প্রতিভাত হল। কিন্তু এর বিপরীতে আদিপুস্তকেরই পরবর্তী ৬ অধ্যায় বলছে যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি মন্দ, অমঙ্গময় ও অ-চমৎকার বলে গণ্য হয়। ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির জন্য অনুশোচনা ও অনুতাপে দগ্ধ হন এবং অন্তরের ব্যাথায় আক্রান্ত হন: "আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীর মানুষের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন (repented), ও মনঃপীড়া পাইলেন (grieved at his heart)।" (আদিপুস্তক ৬/৫-৬)

জুবিলী বাইবেল: "পৃথিবীতে যে তিনি মানুষকে নির্মাণ করলেন, তার জন্য প্রভুর দুঃখ হল, তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "মাবুদ অন্তরে ব্যাথ্যা পেলেন। তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে দুঃখিত হয়ে বললেন।"

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এ বড় অদ্ভুত বৈপরীত্য! তিনিই সৃষ্টিকে খুব ভাল বলে গণ্য করছেন এবং তিনিই কিছুদিন পরে সে সৃষ্টিকে মন্দ ও অমঙ্গলময় বলে গণ্য করছেন এবং অনুতপ্ত, দুঃখিত, ব্যথিত ও মনক্ষুণ্ন হচ্ছেন!

আমেরিকান গবেষক স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) 'খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা আপনাকে যা জানতে দিতে চায় না: বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা' (What The Christian Fundamentalist Doesn't Want You To Know: A Brief Survey of Biblical Errancy) প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টান প্রচারকরা এ বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আদম ও হাওয়ার পাপে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সৃষ্টিজগৎ 'অত্যন্ত সুন্দর' ছিল। আদম-হাওয়ার পাপের সময়ে আর সৃষ্টি 'অত্যন্ত সুন্দর' থাকল না। পাপ সংঘটিত হওয়ার পরে সৃষ্টি অমঙ্গলময় হয়ে গেল। এরপর এ ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে তিনি বলেন:

"If the fundamentalist's argument were true, then obviously God must not have foreseen the consequences of Eve's eating of the fruit; otherwise he would have known from the outset that there was a problem. And 6:6 has god repenting. Repentance implies mistakenness at minimum, so their argument would undermine the claim of God's perfection. The argument that the sin had not yet occurred, and thus the creation was still perfect denies that creation isn't perfect if

it isn't going to remain so."

"মৌলবাদীদের যুক্তি যদি সত্য হয় তবে সুস্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর পূর্ব থেকে হাওয়ার ফল খাওয়ার বিষয়টা জানতে পারেননি। নাহলে তিনি জানতে পারতেন যে, এ সৃষ্টির মধ্যে সমস্যা বিদ্যমান। আর আদিপুস্তক ৬/৬-এ ঈশ্বর অনুতপ্ত হয়েছেন। আর অনুতাপের ন্যূনতম কারণ ভুল। কাজেই মৌলবাদীদের যুক্তি ঈশ্বরের পূর্ণতার সাথে সাংঘর্ষিক। তাদের দাবি, পাপ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত সৃষ্টি সুন্দর ও নিখুঁত ছিল। তাঁদের দাবি সঠিক নয়; কারণ যে সৃষ্টি সুন্দর থাকতে পারে না সে সৃষ্টি তো সুন্দর বা নিখুঁত নয়।" (http://www.bidstrup.com/bible2.htm)

৩. ২. ৩. নোহের নৌকায় কত জোড়া প্রাণি ছিল?

পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ৬/১৯-২০: "সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য তোমার সঙ্গে সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে; সব জাতের পাখি ও সব জাতের পশু ও সব জাতের ভূচর সরীসৃপ জোড়া জোড়া প্রাণ রক্ষা করার জন্য তোমার কাছে আসবে।" (মো.-১৩)

পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ৭/৮-৯: "নূহের প্রতি আল্লাহর হুকুম অনুসারে পাক ও নাপক পশুর, এবং পাখির ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া করে জাহাজে নূহের কাছে প্রবেশ করলো।" (মো.-১৩)

পয়দায়েশ ৭/২-৩: "তুমি পাক-পবিত্র পশুর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত জোড়া করে এবং নাপাক পশুর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতের এক জোড়া করে, এবং আসমানের পাখিদেরও স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত জোড়া করে, সারা দুনিয়াতে তাদের বংশ রক্ষা করার জন্য নিজের সঙ্গে রাখ।" (মো.-১৩)

একই পুস্তকের তিনটা বক্তব্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ নূহকে নির্দেশ দেন, সর্বজাতীয় পশু, সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া সাথে নিতে এবং নূহ এ নির্দেশ পালন করেছিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি তাঁকে সকল পবিত্র পশু এবং সকল পাখি সাত জোড়া করে সাথে নিতে নির্দেশ দেন। আর অপবিত্র পশু জোড়া জোড়া করে সাথে নিতে নির্দেশ দেন। প্রথম দু বক্তব্যে 'সাত জোড়ার' কোনোরূপ উল্লেখ নেই; বরং পবিত্র ও অপবিত্র সকল পশু ও পাখি এক জোড়া করে নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় বক্তব্যে শুধু অপবিত্র পশু এক জোড়া করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উভয় বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিকতা বিদ্যমান।

৩. ২. ৪. বনি-ইসরাইলরা মিসরে কতদিন ছিল?

পুরাতন নিয়মের প্রথম পুস্তক আদিপুস্তক (পয়দায়েশ) এবং দ্বিতীয় পুস্তক যাত্রাপুস্তক (হিজরত)। বনি-ইসরাইল বা ইসরাইল জাতির মিসর অবস্থান বিষয়ে পুস্তক দু'টোর মধ্যে ৪০০ বনাম ৪৩০-এর বৈপরীত্য বিদ্যমান। "তখন তিনি অব্রামকে কহিলেন, নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম করিবে, ও লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে- চারি শত বৎসর পর্যন্ত। আবার তাহারা যে জাতির দাস হইবে আমিই তাহার বিচার করিব; তৎপরে তাহারা যথেষ্ট সম্পত্তি লইয়া বাহির হইবে।" (আদিপুস্তক ১৫/১৩-১৪)। কিন্তু যাত্রা পুস্তক ১২/৪০ শ্লোকে তাদের অবস্থান ৪৩০ বছর উল্লেখ করা হয়েছে: "ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।"

পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখব যে, এ দুটো তথ্যের উভয়ই ভুল। বনি-ইসরাইল জাতি মিসরে আরো

অনেক কম সময় অবস্থান করেছিল।

৩. ২. ৫. মোশি মহা-বিনয়ী না মহা কঠোর?

পুরাতন নিয়মের চতুর্থ পুস্তক গণনাপুস্তক (শুমারী)। এ পুস্তকে কোথাও মোশিকে পৃথিবীর সকলের চেয়ে বিনম্র বলা হয়েছে। আবার কোথাও সকলের চেয়ে কঠোর, মহাক্রুদ্ধ রক্তপিপাসু, গণহত্যা, নারীহত্যা ও শিশুহত্যার প্রবক্তা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। শুমারী/ গণনাপুস্তকে (১২/৩) বলা হয়েছেঃ "দুনিয়ার লোকদের মধ্যে মূসা সকলের চেয়ে অতিশয় মৃদু স্বভাবের ছিলেন।" (মো.-১৩)

গণনাপুস্তকেই (৩১/১৪, ১৭, ১৮) বিপরীত তথ্য দেওয়া হয়েছেঃ "... মূসা ক্রুদ্ধ হলেন। মূসা তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সমস্ত স্ত্রীলোকদের জীবিত রেখেছ? ... অতএব তোমরা এখন বালক-বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে হত্যা কর এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় পেয়েছে এমন সমস্ত স্ত্রীলোককেও হত্যা কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায়নি, তাদেরকে তোমাদের জন্য জীবিত রাখ।" (মো.-১৩)

এটাই কি ভূমণ্ডলের সকল মানুষের চেয়ে অধিক মৃদুশীল হওয়ার নমুনা?

৩. ২. ৬. যিহোশূয়ের পুস্তকের দু' অধ্যায়ের বৈপরীত্য

যীশু, যিহোশূয়, যোশুয়া, ইউসা ও ঈসা একই নামের বিভিন্ন উচ্চারণ মাত্র। নামটা বনি-ইসরাইলের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল এবং এ নামে অনেক প্রসিদ্ধ মানুষ ছিলেন। মূসা (আ.)-এর খাদেম ও পরবর্তী নবী ছিলেন ইউসা, ঈসা, যীশু বা যিহোশূয়। তাঁরই নামে বাইবেলের ৬ষ্ঠ পুস্তক। যিহোশূয়ের বা ইউসার পুস্তকের ১০ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, বনি-ইসরাইলরা যখন জেরুজালেমের রাজাকে হত্যা করলেন তখন তারা তার দেশ অধিকার করেন। অথচ একই পুস্তকের ১৫ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তারা জেরুজালেম রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বা রাজ্যের অধিবাসীদেরকে অধিকারচ্যুত করতে পারেননি। (যিহোশূয় ১০/৪২; ১৫/৬৩)

৩.২.৭. হেবরন দখল করলেন কে? যিহোশূয় না কালেব?

মোশির মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য যিহোশূয় (ইউসা) বনি-ইসরাইলদের নেতৃত্ব দেন। বিভিন্ন যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষকে তিনি গণহত্যা করেন এবং বনি-ইসরাইলদের জন্য কিছু দেশ দখল করেন। এরূপ একটা দেশ হেবরন। এ দেশটার প্রাচীন অধিবাসীদের পরাজিত করে দেশটা কে দখল করল সে বিষয়ে যিহোশূয়ের পুস্তকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। কোথাও বলা হয়েছে যিহোশূয় বা ইউসা নিজেই তা দখল করেন। আর কোথাও বলা হয়েছে যে, যিফুন্নির ছেলে কালেব তা দখল করেন।

"পরে ইউসা সমস্ত ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে ইগ্লোন (Eglon) থেকে হেবরনে (Hebron: হিব্রোণ) যাত্রা করলেন। আর তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। আর তা অধিকার করে সেই নগর ও সেই স্থানের বাদশাহ ও অধীন সমস্ত নগর ও সমস্ত প্রাণীকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলো (তরবারির আঘাতে মেরে ফেললঃ smote it with the edge of the sword); যেমন তিনি ইগ্লোনের প্রতি করেছিলেন, তেমনি কাউকেও অবশিষ্ট রাখলেন না; হেবরন ও সেই স্থানের সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন (destroyed it utterly, and all the souls that were therein)। (যিহোশূয়/ ইউসা ১০/৩৬-৩৭, মো.-১৩)

পাঁচ অধ্যায় পরেই (১৫/১৩-১৪) বিপরীত তথ্য! "আর ইউসার প্রতি মাবুদের হুকুম অনুসারে তিনি এহুদা সন্তানদের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেবের (Caleb) অংশ কিরিয়ৎ-অর্ব (অর্বপুর) অর্থাৎ হিব্রোন (Hebron হেবরন) দিলেন, ঐ অর্ব অনাকের পিতা। আর কালুত (কালেবঃ Caleb) সেখান থেকে অনাকের সন্তানদের, শেশয়, অহীমান ও তলময় নামে অনাকের তিন পুত্রকে অধিকারচ্যুত করলেন।" (মো.-১৩)

তাহলে যিহোশূয় হেবরন দখল করে সকল মানুষ ও প্রাণি নিঃশেষে হত্যা করলেন। এরপর আবার কালেবকে হেবরনের অধিকার দিয়ে পাঠালেন। তিনি যেয়ে তথাকার অধিবাসীদের পরাজিত করে অধিকারচ্যুত করলেন!!

৩. ২. ৮. দ্বিতীয় বিবরণের সাথে যিহোশূয়ের বৈপরীত্য

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৩শ অধ্যায় ও দ্বিতীয় বিবরণের ২য় অধ্যায়ে উভয় স্থানে গাদ বংশের উত্তরাধিকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য ও সাংঘর্ষিকতা রয়েছে এবং উভয় বর্ণনার একটা সন্দেহাতীতভাবে ভুল।

৩. ২. ৯. একটা বাক্যের মধ্যে অদ্ভুত বৈপরীত্য

পুরাতন নিয়মের ৭ম পুস্তক: Judges। বাংলা নাম 'বিচারকর্তৃগণ (কেরি), বিচারকগণ (জুবিলী), ও কাজীগণ (কি. মো.)। এ পুস্তকের ১৭/৭ বলছে: "সেই সময় এহুদা গোষ্ঠীর বেথেলহেম এহুদার একজন লোক ছিল। সে ছিল একজন লেবীয় (of the family of Judah, who was a Lavite), সে সেখানে বাস করছিল।" (মো.-১৩)

একটা বাক্যের মধ্যে সাংঘর্ষিক তথ্য। যিহূদা ও লেবী ইসরাইলের ১২ পুত্রের দু' পুত্র। একই ব্যক্তি একই সাথে দু' ভাইয়ের বংশধর হতে পারে না। যিহূদা পরিবারের হলে লেবীয় হওয়া অসম্ভব এবং লেবীয় হলে যিহূদা গোষ্ঠীর হওয়া অসম্ভব। বাইবেল গবেষকরা স্বীকার করেন যে, 'সে লেবীয়' কথাটা ভুল। বাইবেলের কোনো কোনো অনুবাদে কথাটা ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যদিও মূল তা পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান।

৩. ২. ১০. তালুত দাউদকে চিনতেন অথবা চিনতেন না?

পুরাতন নিয়মের অন্যতম পুস্তক শমূয়েল/ সামুয়েল ভাববাদী বা শামুয়েল নবীর পুস্তক (১ম ও ২য় খণ্ড)। ইহুদি বাইবেলে এটা ৮ম (৮ম ও ৯ম) পুস্তক। খ্রিষ্টান বাইবেলে ৯ম ও ১০ম পুস্তক। এ পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয় ইহুদিদের প্রথম রাজা শৌল (Saul) বা তালুত এবং দ্বিতীয় রাজা ডেভিড (David) বা দাউদ। শৌল ও দাউদ উভয়েই প্রসিদ্ধ রাজা, নবী ও ঈশ্বরের মসীহ বা খ্রিষ্ট ছিলেন। দাউদের পিতার নাম ইংরেজিতে Jesse। বাংলা উচ্চারণ কেরি ও অন্যান্য অনুবাদে 'যিশয়' এবং 'কিতাবুল মোকাদ্দসে' 'ইয়াসি' এবং 'ইয়াসির' লেখা হয়েছে। তিনি 'বেথলেহম', বেথেলহেম বা বৈৎলেহম (Bethlehem) শহরের অধিবাসী ছিলেন।

শমূয়েল লেখেছেন: "এই কথা শুনে তালুত ইয়াসিরের কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন যেন তিনি তাঁর রাখাল ছেলে দাউদকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। ইয়াসি তখন কিছু রুটি, চামড়ার থলিতে করে এক থলি আংগুর-রস (wine: মদ) ও একটা ছাগলের বাচ্চা একটা গাধার পিঠে চাপালেন এবং সেটা তার ছেলে দাউদকে দিয়ে তালুতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দাউদ তালুতের কাছে এসে তাঁর কাজে বহাল হলেন। তালুত তাঁকে খুব ভালবাসতে লাগলেন এবং তিনি তালুতের একজন অস্ত্র বহনকারী হলেন। পরে তালুত ইয়াসিকে বলে পাঠালেন, দাউদকে আমার কাজে বহাল থাকতে দাও, কারণ তাকে আমার ভাল লেগেছে। আল্লাহর কাছ থেকে যখন সেই খারাপ রূহ তালুতের উপর আসত তখন দাউদ তাঁর বীণা বাজাতেন। এতে তালুতের ভাল লাগত এবং তিনি শান্তি পেতেন...।" (১ শামুয়েল ১৬/১৯-২২: কি. মো.-০৬)

কিন্তু ঠিক পরের ১৭ অধ্যায়ে শমূয়েল নবী ভিন্ন কথা লেখেছেন। এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, দাউদ যখন ফিলিস্তিনি বীর গলিয়ত (Goliath) বা জালুতকে হত্যা করে তার মস্তক নিয়ে রাজা তালুতের কাছে আগমন করেন তখন: "তালুত তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন, যুবক, তুমি কার ছেলে? দাউদ বললেন, 'আমি বেথলেহেম গ্রামের আপনার গোলাম ইয়াসিরের ছেলে।" (১ শামুয়েল ১৭/৫৮, মো.-০৬)

একই নবীর লেখা একই পুস্তকে এরূপ বৈপরীত্য! যে যুবক তাঁর কাছে আগে থেকেই কর্ম করতেন, অস্ত্র বহন করতেন ও কাছে বসে বীণা বাজাতেন, যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং যাকে বহাল রাখার জন্য তালুত তাঁর পিতার কাছে সংবাদ পাঠালেন, সেই যুবককেই তিনি পরের অধ্যায়ে মোটেও চেনেন না! তাঁর পিতার নামও জানেন না!

৩. ২. ১১. জালুতকে হত্যা করল কে? দাউদ না ইলহানন?

শমূয়েল পুস্তকের আরেকটা বৈপরীত্য জালুতের হত্যাকারীর পরিচয়। প্রাচীন ফিলিস্তিনের পাঁচটা নগর রাজ্যের একটা গাথ (Gath)। এ রাজ্যের প্রসিদ্ধ মহাবীর ছিলেন জালূত, গালূত বা গলিয়াৎ (Goliath)। তিনি গাথের গলিয়ত বা গাথীয় গলিয়ত (Goliath of Gath/ Goliath the Gittite)।

১ শমূয়েল ১৭ অধ্যায়ের দাউদ কর্তৃক জালুত হত্যার কাহিনী বিদ্যমানঃ "ফিলিস্তিনীদের পক্ষ থেকে জালুত নামে এক বীর যোদ্ধা তাদের সৈন্যদল থেকে বরে হয়ে আসল। সে ছিল গাৎ শহরের লোক। লম্বায় সে ছিল সাড়ে ছয় হাত... তার বর্শার ডাঁটিটা ছিল তাঁতীদের বীমের মত..। (১ শামুয়েল ১৭/৪-৭)। .... ঐ ফিলিস্তিনী যখন দাউদকে আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল তখন দাউদও তার কাছে যাবার জন্য বিপক্ষের সৈন্যদলের দিকে দৌড়ে গেলেন। আর তাঁর থলি থেকে একটা পাথর নিয়ে ফিংগাতে বসিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে সেই ফিলিস্তিনীর কপালে সেটা ছুঁড়ে মারলেন। পাথরটা তার কপালে বসে গেলে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তখন দাউদ দৌড়ে গিয়ে সেই ফিলিস্তিনীর পাশে দাঁড়ালেন এবং তারই তলোয়ার খাপ থেকে টেনে বের করে নিয়ে তাকে হত্যা করলেন...।" (১ শামুয়েল ১৭/৪৮-৫০, মো.-০৬)

কিন্তু একই নবীর লেখা একই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে, ২ শমূয়েল/ শামুয়েল ২১/১৯ শ্লোকে সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য দেওয়া হয়েছেঃ "গোবে ফিলিস্তিনীদের সংগে আর একটা যুদ্ধে বেথেলহেমীয় যারে-ওরগীমের ছেলে ইলহানন (Elhanan the son of Joareoregim) গাতীয় জালুতকে (Goliath the Gittite) হত্যা করল। এই জালুতের বর্শা ছিল তাঁতীদের বীমের মত। (২ শামুয়েল ২১/১৯, মো.-০৬)

এ বৈপরীত্য সত্যই অদ্ভুত। বাইবেলের প্রসিদ্ধতম গল্পের বিবরণে একই নবীর পুস্তকে সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা। তাঁতীদের বীমের মত বর্শাধারী এক জন 'জালুতকে' কয়বারে কতজন হত্যা করলেন? বেথলেহেমীয় যিশয়ের/ ইয়াসিরের পুত্র দাউদ না বেথলেহেমীয় যারে-ওরগীমের ছেলে ইলহানন?

এ উদ্ভট বৈপরীত্য গোপন করতে কিং জেমস ভার্শনে ২ শমূয়েল ২১/১৯ শ্লোকে দুটো শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। 'গলিয়ত' (জালুত) শব্দটার পরিবর্তে 'গলিয়তের ভাই' (the brother of Goliath) লেখা হয়েছেঃ "Elhanan .. slew the brother of Goliath": "ইলহানন ... জালূতের ভাইকে হত্যা করলেন।" বাইবেলের পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এ সংযোজন বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, বাইবেলের কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতেই এ শ্লোকে 'the brother of' বা 'ভাই' কথাটা নেই। বরং সকল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতেই বলা হয়েছে যে, ইলহানন জালুতকেই হত্যা করেন। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন লেখেছেঃ "Elhanan... slew Goliath"। আমরা দেখেছি বাংলা অনুবাদগুলোতেও লেখা হয়েছে যে, ইলহানন স্বয়ং গলিয়ত বা জালুতকেই হত্যা করেন।

৩. ২. ১২. কর্তিত পুরুষাঙ্গের সংখ্যা ১০০ না ২০০?

সুপ্রিয় পাঠক, অরুচিকর শব্দ ব্যবহারের জন্য দুঃখিত। তবে বাইবেলের আলোচনায় এ জাতীয় অনেক শব্দ ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হব। শৌল (তালুত)-এর মেয়ে মীখলের সাথে দাউদের বিবাহের

নির্ধারিত যৌতুক বা পণ ছিল, দাউদকে ১০০ ফিলিস্তিনি পুরষের পুরুষাঙ্গের প্রান্তের চামড়া কেটে কনেকে বা কনের পিতাকে উপহার দিতে হবে। কিন্তু তিনি মূলত কতজন পুরুষের পুরুষাঙ্গের কর্তিত চামড়া পণ প্রদান করেছিলেন সে বিষয়ে শমূয়েলের পুস্তকের বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে।

এক স্থানে বলা হয়েছে: "বাদশাহ কোন পণ চান না, কেবল বাদশাহর দুশমনদের প্রতিশোধের জন্য ফিলিস্তিনিদের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক (an hundred foreskins) চান। ... পরে তাঁর গোলামেরা দাউদকে সেই কথা জানালে দাউদ রাজ-জামাতা হতে তুষ্ট হলেন। তখনও কাল সম্পূর্ণ হয়নি; দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে উঠে গিয়ে দুই শত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করলেন এবং বাদশাহর জামাতা হবার জন্য দাউদ পূর্ণ সংখ্যা অনুসারে তাদের লিঙ্গগ্রত্বক এনে বাদশাহকে দিলেন; পরে তালুত তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা মীখলের বিয়ে দিলেন।" (১ শমূয়েল ১৮/২৫-২৭, মো.-১৩)

এখানে আমরা দেখছি যে, শৌলের দাবিকৃত ১০০ লিঙ্গাগ্রত্বক-এর পরিবর্তে দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২০০ লিঙ্গাগ্রত্বক পণ প্রদান করলেন। কিন্তু অন্যত্র দাউদ বলেছেন যে, তিনি ১০০ লিঙ্গাগ্রত্বক প্রদান করেছিলেন: "আর দাউদ তালুতের পুত্র ঈশবোশতের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, আমি ফিলিস্তিনীদের এক শত লিঙ্গগ্রত্বক পণ দিয়ে যাকে বিয়ে করেছি, আমার সেই স্ত্রী মীখলকে দাও।" (২ শমূয়েল ৩/১৪, মো.-১৩)

৩.২.১৩. তালুতের মেয়ে মীখলের সন্তান ছিল অথবা ছিল না?

তালুতের মেয়ে মীখল নিঃসন্তান ছিলেন, না তার সন্তান ছিল সে বিষয়ে বাইবেলে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। এক স্থানে বলা হয়েছে যে, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন: "তালুতের কন্যা মীখলের মরণকাল পর্যন্ত সন্তান হল না।" (Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death)।" (২ শামুয়েল ৬/২৭, মো.-১৩)

কিন্তু এ পুস্তকেরই ১৫ অধ্যায় পরে বিপরীত তথ্য: "মহোলাতীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র অদ্রীয়েলের জন্য তালুতের কন্যা মীখল যে পাঁচ জন পুত্র প্রসব করেছিল, তাদের নিয়ে বাদশাহ গিবিয়োনীয়দের হাতে তুলে দিলেন।" (২ শামুয়েল ২১/৮, মো.-১৩)

এখানে কোনো কোনো সংস্করণে শৌলের কন্যা 'মীখল' নামটা পরিবর্তন করে 'মেরব' (Merab) লেখা হয়েছে। আমরা উপরে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩-এর অনুবাদ লেখেছি। কেরির পাঠ একইরূপ। জুবিলী বাইবেলও একইরূপ: "মেহোলাতীয় বার্সিল্লায়ের সন্তান আদ্রিয়েলের ঘরে সৌলের কন্যা মিখাল যে পাঁচটা ছেলে প্রসব করেছিল, তাদের নিয়ে রাজা গিবেয়োনীদের হাতে তুলে দিলেন ... ।" কিন্তু বাইবেল-২০০০ ও মোকাদ্দস-০৬ মীখল-এর পরিবর্তে মেরব লেখেছে : " শৌলের/তালুতের মেয়ে মেরবের গর্ভের ... পাঁচজন ছেলেকে নিয়ে গিবিয়োনীয়দের হাতে তুলে দিলেন।"

৩. ২. ১৪. বংশাবলির দুটো অধ্যায়ের মধ্যে বৈপরীত্য

খ্রিষ্টান পুরাতন নিয়মের ১৩ ও ১৪ নং পুস্তক এবং ইহুদি বাইবেলের ৩৮ ও ৩৯ নং পুস্তকদ্বয়ের নাম বংশাবলি (খান্দাননামা) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ১ বংশাবলির ৮ম অধ্যায়ের ২৯-৩৮ শ্লোকে এবং একই পুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ৩৫-৪৪ শ্লোকে একই ব্যক্তির বংশ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উভয় বিবরণে প্রদত্ত নামগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান।

এ প্রসঙ্গে ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ইয্রা দুটো পুস্তক পান, যে দুটোতে এ বংশ-তালিকাটা দু'ভাবে লেখা ছিল। পরস্পর-বিরোধী দুটো বংশ-তালিকার মধ্যে কোনটা সঠিক বা অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। এজন্য তিনি দুটো তালিকাই উদ্ধৃত করেছেন।

৩.২.১৫. বিন ইয়ামীনের সন্তানদের নাম ও সংখ্যায় বৈপরীত্য

বংশাবলি প্রথম খণ্ডের মধ্যেই সাংঘর্ষিক বর্ণনা! ১ বংশাবলির ৭ম অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিনইয়ামীনের (সন্তান) বেলা, বেখর ও যিদীয়েল-এই তিন জন।" পক্ষান্তরে ১ বংশাবলিরই ৮ম অধ্যায়ের ১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিনইয়ামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্‌বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।" কিন্তু আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিনইয়ামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অসবেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপপীম, হুপপীম ও অর্দ।"

তাহলে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা প্রথম বক্তব্যে তিন জন এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে ৫ জন। তাদের নামের বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী, শুধু বেলার নামটা উভয় শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকিদের নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তৃতীয় শ্লোকে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা ১০ জন। নামগুলোও আলাদা। তৃতীয় শ্লোকের নামগুলোর সাথে প্রথম শ্লোকের দুজনের নামের এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দুজনের নামের মিল আছে। আর তিনটা শ্লোকের মিল আছে একমাত্র 'বেলা' নামটা উল্লেখের ক্ষেত্রে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বয় একই পুস্তকের। এভাবে একই লেখকের লেখা একই পুস্তকের দুটো বক্তব্য পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত। আবার তৌরাতের আদিপস্তকের বক্তব্যের সাথে ইয্রার দুটো বক্তব্যের বৈপরীত্য প্রমাণিত।

৩. ২. ১৬. দাউদের বীরদের বর্ণনায় বৈপরীত্য

বংশাবলি পুস্তকের কিছু বিষয় শমূয়েল নবীর পুস্তকের পুনরুক্তি। বাইবেল গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, শমূয়েলের পুস্তক বংশাবলির লেখকের অন্যতম তথ্যসূত্র ছিল। তিনি শমূয়েল নবীর পুস্তক থেকে অনেক বিষয় হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। তবে উদ্ধৃত তথ্যগুলোর বর্ণনায় উভয় পুস্তকের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য রয়েছে। যেমন, ২ শমূয়েল ২৩/৮ ও ১ বংশাবলি ১১/১১ উভয় স্থানে দাউদের বীরদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং উভয় বর্ণনা পরস্পর বিরোধী।

৩. ২. ১৭. ইস্রায়েল ও যিহূদার সৈনিকদের সংখ্যার বৈপরীত্য

দাউদের নির্দেশে তাঁর সেনাপতি যোয়াব রাজ্যের দু অংশ 'যিহূদা' (এহুদা) ও 'ইসরাইল'-এর লোকসংখ্যা গণনা করেন। এ গণনার ফল বাইবেলের দুটো পুস্তকে দু'ভাবে লেখা হয়েছে। ২ শামুয়েল ২৪/৯: "পরে যোয়াব গণনা করা লোকদের সংখা বাদশাহর কাছে দিলেন; ইসরাইলে তলোয়ারধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর এহুদার লোক ছিল পাঁচ লক্ষ।" (মো.-১৩)

অপর দিকে ১বংশাবলি ২১/৫: "আর যোয়াব গণনা করা লোকদের সংখা দাউদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইসরাইলের এগার লক্ষ তলোয়ারধারী লোক ও এহুদার চার লক্ষ সত্তর হাজার তলোয়ারধারী লোক ছিল।" (মো.-১৩)

তাহলে প্রথম বর্ণনামতে ইস্রায়েলের যোদ্ধাসংখ্যা ৮,০০,০০০ এবং যিহূদার ৫,০০,০০০। আর দ্বিতীয় বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা: ১১,০০,০০০ ও ৪,৭০,০০০। উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমাণ দেখুন! ইস্রায়েলের জনসংখ্যা বর্ণনায় ৩ লক্ষের কমবেশি এবং যিহূদার জনসংখ্যার বর্ণনায় ত্রিশ হাজারের কমবেশি।

৩. ২. ১৮. দাউদের শাস্তি ৩ না ৭ বছরের দুর্ভিক্ষ?

আমরা বলেছি, ঈশ্বরের (শয়তানের?) প্ররোচনায় দাউদ নিজ রাজ্যের লোকগণনা করেন। এতে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বর দাউদকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন এবং গাদ দর্শকের মাধ্যমে তাঁকে শাস্তির সংবাদ প্রদান করেন। তাঁকে তিন প্রকারের শাস্তি থেকে একটা বেছে নিতে বলেন: কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ, ৩ মাস

শক্রর সামনে পলায়ন অথবা তিন দিন মহামারী। বাইবেলের দুটো পুস্তকে এ তথ্যটা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দুর্ভিক্ষের সময় বর্ণনায় বাইবেলের দুটো পুস্তকের মধ্যে অদ্ভুত বৈপরীত্য! এক স্থানে বলা হয়েছে: ৩ বছর। অন্য স্থানে বলা হয়েছে: ৭ বছর!

প্রথম বর্ণনা: ৭ বছর: "পরে গাদ দাউদের কাছে এসে তাঁকে জানালেন, বললেন, আপনার দেশে সাত বছর ব্যাপী কি দুর্ভিক্ষ হবে? না আপনার দুশমনরা যতদিন আপনার পিছনে পিছনে তাড়া করে, ততদিন আপনি তিন মাস পর্যন্ত তাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে বেড়াবেন? ..."। (২ শামুয়েল ২৪/১৩, মো.-১৩)

দ্বিতীয় বর্ণনা: ৩ বছর: "পরে গাদ দাউদের কাছে এসে তাঁকে বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর; হয় তিন বছর দুভিক্ষ, নয় তিন মাস পর্যন্ত দুশমনদের তলোয়ার তোমাকে পেয়ে বসলে তোমার বিপক্ষ লোকদের সম্মুখে সংহার...।" (১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২১/১১-১২, মো.-১৩)

৩. ২. ১৯. দাউদের বন্দিদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য

২ শমূয়েলের ৮ম অধ্যায় এবং ১ বংশাবলি ১৮ অধ্যায় উভয় স্থানে দাউদের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উভয় অধ্যায়েই একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, তবে উভয়ের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য বিদ্যমান। পাঠক অধ্যায় দুটো মিলিয়ে পড়লে অনেক বৈপরীত্য দেখবেন। এখানে একটা নমুনা উল্লেখ করছি।

২ শামুয়েল ৮/৪ বলছে: "দাউদ তাঁর এক হাজার সাতশো ঘোড়সওয়ার এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আটক করলেন।"। (মো.-১৩)

আর ১ খান্দাননামা ১৮/৪ বলছে: "দাউদ তাঁর এক হাজার রথ, সাত হাজার ঘোড়সওয়ার এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আটক করলেন।" (মো.-১৩)

এক হাজার সাত শত (১,৭০০) বনাম সাত হাজার (৭,০০০)! স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো খ্রিষ্টান প্রচারক এ বৈপরীত্যের কোনোরূপ ব্যাখ্যা দেননি। তিনি বলেন: "The accounts disagree. If God is the author of both accounts, why do they disagree?" "দুটো বিবরণ পরস্পর বিরোধী। ঈশ্বরই যদি দুটো বিবরণের লেখক হন, তবে তা পরস্পরবিরোধী হল কিভাবে?" (http://www.bidstrup.com/bible2.htm)

৩. ২. ২০. দাউদ-যোদ্ধা কর্তৃক নিহতদের সংখ্যায় বৈপরীত্য

২ শমূয়েল-এর ১০ অধ্যায় এবং ১ বংশাবলি ১৯ অধ্যায়ে দাউদের যুদ্ধের বিবরণ ও নিহতদের সংখ্যা বলা হয়েছে। তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য। একটা বিষয় দেখুন। ২ শমূয়েল ১০/১৮ বলছে: "কিন্তু ইসরায়েলীয়দের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। তখন দাউদ তাদের সাতশো রথচালক এবং চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারকে মেরে ফেললেন।" (মো.-১৩)

পক্ষান্তরে ১ বংশাবলি ১৯/১৮ বলছে: "কিন্তু ইসরায়েলীয়দের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। তখন দাউদ তাদের সাত হাজার রথচালক ও চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য মেরে ফেললেন।" (মো.-১৩)

উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করুন! রথচালকের বর্ণনায় ৭ শত ও ৭ হাজারের বৈপরীত্য। আর চল্লিশ হাজারের ক্ষেত্রে পদাতিক ও ঘোড়সওয়ারের বৈপরীত্য! ঐশী গ্রন্থে বা পবিত্র আত্মার রচিত গ্রন্থে কি এমন বৈপরীত্য থাকা সম্ভব?

৩. ২. ২১. দাউদ কর্তৃক নিহতদের বর্ণনায় বৈপরীত্য

২ শমূয়েল ২৩/৮ দাউদের যুদ্ধের বিবরণে বলছেঃ "তিনি আটশতের বিরুদ্ধে তাঁর বর্শা উঠান, যাদেরকে তিনি এককালে বধ করলেন (he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time)[১]

কিন্তু ১ বংশাবলি ১১/১১ বলছেঃ "তিনি তিনশতের বিরুদ্ধে তার বর্শা উঠান, যাদেরকে তিনি এককালে বধ করিলেন (he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time)।[২]

উভয় বক্তব্যের মধ্যে পাঁচ শতের বৈপরীত্য!

৩. ২. ২২. অবিয় রাজার মাতার নাম কী ছিল?

২ বংশাবলি দু' স্থানে দুটো সাংঘর্ষিক তথ্য দেওয়া হয়েছে। আবার এ দুটো পরস্পর বিরোধী তথ্যের সাথে শমূয়েলের বর্ণনার বৈপরীত্য বিদ্যমান।

শলোমনের মৃত্যুর পরে তার পুত্র রহবিয়াম প্যালেস্টাইনের রাজা হন। তার সময়ে ইহুদিরা দু' রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণের যিহূদা বা এহুদা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ রহবিয়ামের হাতে থাকে। তার পরে তার পুত্র অবিয় যিহূদার রাজা হন। এ অবিয় সম্পর্কে ২ বংশাবলির ১৩/২ বলছেঃ "তাঁহার মাতার নাম মীখায়া, তিনি গিবিয়া-নিবাসী ঊরীয়েলের কন্যা।" আবার এ পুস্তকেরই ১১/২০ থেকে জানা যায় যে, তার মাতার নাম 'মাখা, তিনি অবশালোমের কন্যা'। আর ২ শমূয়েল-এর ১৪/২৭ বলছে যে, অবশালোমের একটাই মাত্র কন্যা ছিল, যার নাম ছিল 'তামর'।

৩. ২. ২৩. চার হাজার ও চল্লিশ হাজারের বৈপরীত্য

খ্রিষ্টান বাইবেলের ১১ ও ১২ (হিব্রু বাইবেলের ১০ ও ১১) নং পুস্তক রাজাবলি (বাদশাহনামা) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এর আগের পুস্তক শমূয়েল ও পরের পুস্তক বংশাবলি তিনটা পুস্তকের ৬ খণ্ডে ইহুদি রাজাগণ ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক বিষয়ই এ তিনটা পুস্তকের ৬ খণ্ডের মধ্যে বারবার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখলাম যে, কিছু বর্ণনার মধ্যে মারাত্মক বৈপরীত্য বিদ্যমান। এরূপ আরেকটা বৈপরীত্য শলোমনের অশ্বশালার বর্ণনায় চার ও চল্লিশের বৈপরীত্য!

১ রাজাবলির ৪/২৬ নিম্নরূপঃ "শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বার সহস্র অশ্বারোহী ছিল। (And Solomon had **forty thousand stalls of horses** for his chariots, and twelve thousand horsemen)"

২ বংশাবলির ৯/২৫ নিম্নরূপঃ "শলোমনের চারি সহস্র অশ্বশালা[৩] ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল। (And Solomon had **four thousand stalls for horses** and chariots, and twelve thousand horsemen)"

এখানে উভয় বক্তব্যের মধ্যে ৩৬,০০০-এর পার্থক্য!

---

[১] কেরির অনুবাদ নিম্নরূপঃ তিনি এককালে নিহত আটশত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

[২] কেরিঃ "তিনি তিন শত লোকের উপর আপন বড়শা চালাইয়া তাহাদিগকে এককালে বধ করিয়াছিলেন।"

[৩] কেরির অনুবাদে প্রথম শ্লোকে অশ্বশালা ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঘর লেখা হয়েছে, যদিও উভয় শ্লোকেই ইংরেজীতে 'stalls of horses' বলা হয়েছে।

৩. ২. ২৪. তেত্রিশ হাজার ও ছত্রিশ হাজারের বৈপরীত্য

শলোমনের মন্দিরকে ইংরেজিতে 'temple', বা 'temple of the LORD' বলা হয়। কেরির অনুবাদে মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির বা ধর্মধাম । আরবি বাইবেল ও আরবি ইহুদি-খ্রিষ্টান পরিভাষায় একে 'হাইকাল' 'হাইকালুর রাব্ব' বা 'হাইকাল সুলাইমান' বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় একে 'মাসজিদুল আকসা' বলা হয়। বাংলা 'কিতাবুল মোকাদ্দস'-এ একে 'বায়তুল মোকাদ্দস' বলা হয়েছে। এতে অর্থ বিকৃতি ঘটেছে, কারণ আরবি ভাষায় 'বাইতুল মুকাদ্দাস' বা 'কুদস' বলতে জেরুজালেম নগরীকে বুঝানো হয়।

এ মন্দির (বায়তুল মোকাদ্দস!) নির্মাণের কাহিনী রাজাবলি/ বাদশাহনামা ও বংশাবলি/ খান্দাননামা পুস্তকদ্বয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য! একটা বৈপরীত্য কর্মকর্তাদের সংখ্যা প্রসঙ্গে। শলোমনের মন্দির, ধর্মধাম বা মসজিদুল আকসা (বায়তুল মোকাদ্দস!) তৈরির সময় শলোমনের কর্মকর্তা কতজন ছিলেন। রাজাবলি বলছে তেত্রিশ শত, কিন্তু বংশাবলি বলছে ছত্রিশ শত!

১ রাজাবলির ৫/১৬ বলছে: "এছাড়া সোলায়মানের কাজের লোকদের উপর কর্তৃত্বকারী তিন হাজর তিন শত প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ছিল।" অথচ ২ বংশাবলি ২/২ বলছে: "ও তাদের নেতা হিসেবে তিন হাজার ছয় শত লোক নিযুক্ত করলেন।"

৩. ২. ২৫. দু' হাজার ও তিন হাজারের বৈপরীত্য

মসজিদের জন্য শলোমন একটা জলাধার নির্মাণ করেন। এতে কি পরিমাণ পানি ধরত? রাজাবলি বলছে দু হাজার, কিন্তু বংশাবলি বলছে তিন হাজার বাথ।

১ রাজাবলির ৭/২৬ বলছে: "তাহাতে দুই সহস্র বাৎ (baths) ধরিত (কি. মো.: চুয়াল্লিশ হাজার লিটার)।" একই বিষয়ে ২ বংশাবলি ৪/৫ বলছে: "তাহাতে তিন সহস্র বাৎ (baths) ধরিত (কি. মো.: ছেষট্টি হাজার লিটার)।" উভয় তথ্য পরস্পর বিরোধী এবং দুয়ের মধ্যে এক হাজার বাথ বা ২২ হাজার লিটারের পার্থক্য!

৩. ২. ২৬. শলোমনের প্রধান অধ্যক্ষ কত জন ছিলেন?

শলোমনের প্রধান অধ্যক্ষদের সংখ্যায় রাজাবলি/ বাদশাহনামা ও বংশাবলি/ খান্দাননামা সাংঘর্ষিক তথ্য দিয়েছে: ৫৫০ অথবা ২৫০!

১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ৯/২৩: "তাদের মধ্যে হতে পাঁচশত পঞ্চাশ জন সোলায়মানের কাজে নিযুক্ত প্রধান নেতা (chief of the officers) ছিল; তারা কর্মরত লোকদের উপর কর্তৃত্ব করতো (bare rule over the people)। (মো.-১৩)

এর বিপরীতে ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ৮/১০: "আর তাদের মধ্যে বাদশাহ সোলায়মানের নিযুক্ত দুই শত পঞ্চাশ জন প্রধান নেতা (chief of king Solomon's officers) লোকদের উপর কর্তৃত্ব করতো (bare rule over the people)। (মো.-১৩)

৩. ২. ২৭. অহসিয় ২২ না ৪২ বছর বয়সে রাজা হলেন?

যিহূদা/ এহুদা/ এহুদিয়া রাজ্যের এক রাজা 'অহসিয়' (Ahaziah)। বাইবেল তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেছে। রাজত্ব গ্রহণের সময় তাঁর বয়স কত ছিল সে বিষয়ে রাজাবলি ও বংশাবলি পুস্তকদ্বয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিক বক্তব্য বিদ্যমান।

(ক) প্রথম বর্ণনা: ২২ বছর: "অহসিয় বাইশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে জেরুশালেমে এক

বছর রাজত্ব করেন।" (২ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ৮/২৬)

(খ) দ্বিতীয় বর্ণনাঃ ৪২ বছরঃ এর বিপরীতে ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২২/২ বলছে যে, তিনি বিয়াল্লিশ বছরে রাজা হন। এ শ্লোকটার বাংলা অনুবাদের লুকোচুরি অনুধাবন করতে ইংরেজি পাঠ দেখুন। কিং জেমস ভার্শনঃ "Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign" রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনঃ "Ahaziah was forty-two years old when he began to reign."

আমরা দেখছি যে, উভয় ভার্শনেই বলা হচ্ছেঃ "অহসিয় বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করতে শুরু করলেন।" বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, বাইবেলের সকল হিব্রু পাণ্ডুলিপিতেই এখানে 'বিয়াল্লিশ' লেখা রয়েছে। এছাড়া প্রায় সকল প্রাচীন গ্রিক ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতেও 'বিয়াল্লিশ' রয়েছে। শুধু দু-একটা গ্রিক এবং সিরীয় পাণ্ডুলিপিতে 'বিয়াল্লিশ' সংশোধন করে 'বাইশ' লেখা হয়েছে। যেহেতু কোনো হিব্রু পাণ্ডুলিপিতেই বাইশ নেই এবং গ্রিক পাণ্ডুলিপিগুলোও মূলত বিয়াল্লিশই লেখেছে সেহেতু সকল নির্ভরযোগ্য ইংরেজি অনুবাদে বিয়াল্লিশ লেখা হয়েছে।

বাংলা কেরির অনুবাদ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ এর অনুবাদঃ "অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর/ বছর বয়সে রাজত্ব করিতে/ করতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে/ জেরুশালেমে এক বৎসরকাল/ বছর কাল রাজত্ব করেন।"

এ অনুবাদে মূল অবিকৃত রয়েছে। কিন্তু পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ বিয়াল্লিশ পরিবর্তন করে বাইশ লেখেছেঃ "অহসিয় বাইশ বছর বয়সে বাদশাহ হয়েছিলেন।" (কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ ও পবিত্র বাইবেল ২০০০)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ এবং পবিত্র বাইবেল ২০০০-এর শুরুতে তাঁরা লেখেছেনঃ "Source Text for Old Testament: Biblia Hebraica: Masoretic Text in Hebrew: পুরাতন নিয়মের সূত্রঃ হিব্রু বাইবেলেঃ বাইবেলের হিব্রু পাঠ।" আর তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, কোনো হিব্রু পাণ্ডুলিপিতেই বাইশ নেই। কিন্তু তারপরও আমরা দেখছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ অবিশ্বাস্য বৈপরীত্য গোপন করতে অনুবাদকরা মূল হিব্রু পাঠ পরিবর্তন করেছেন।

৩. ২. ২৮. যিহোয়াখীন ১৮ না ৮ বছরে রাজা হলেন?

যিহূদা রাজ্যের আরেক রাজা যিহোয়াখীন। বাইবেলে তার নাম বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছেঃ যিহোয়াখীনঃ Jehoiachin (২ রাজাবলি ২৪/৬-১৫; ২৫/২৭; ২ বংশাবলি ৩৬/৮; ৩৬/৯; যিরমিয় ৫২/৩১; যিহিষ্কেল ১/২), যিকনিয়ঃ Jechonias (মথি ১/১১-১২); যেকনিয়াহঃ Jeconiah/ Jechoniah/ Jekoniah (১ বংশাবলি ৩/১৬, যিরমিয় ২৪/১; ২৭/২০); কোনিয়াহঃ Coniah (যিরমিয় ২২/২৪; ৩৭/১)। এ রাজার রাজত্বগ্রহণকালীন বয়স বিষয়ে রাজাবলি ও বংশাবলি পরস্পরবিরোধী তথ্য দিয়েছে।

২ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ২৪/৮-৯: "যিহোয়াখীন **আঠার বছর বয়সে** রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন... মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতেন। এর বিপরীতে ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ৩৬/৯: "যিহোয়াখীন **আট বছর বয়সে** রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন; মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তাই তিনি করতেন।" (মো.-১৩)

উভয় তথ্যের মধ্যে দশ বছরের বৈপরীত্য। বাইবেল বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় বক্তব্যটা বিকৃত। কারণ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যিহোয়াখীন মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেন। এরপর ব্যাবিলনে বন্দিরূপে নীত হন। বন্দিত্বের সময়ে তার সাথে তার স্ত্রীরাও ছিলেন। স্বভাবতই ৮ বা ৯ বছরের

কোনো মানুষের অনেকগুলো স্ত্রী থাকে না। আর এরূপ ৮ বা ৯ বছরের একজন শিশুর ক্ষেত্রে এ কথাও বলা হয় না যে, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা মন্দ ও পাপ তা করেছিল।

উল্লেখ্য যে, ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন, রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন ও সকল প্রসিদ্ধ ভার্শনেই এ শ্লোকে 'আট বছর' লেখা হয়েছে। কারণ একটামাত্র অনির্ভরযোগ্য হিব্রু পাণ্ডুলিপি ছাড়া সকল হিব্রু পাণ্ডুলিপিতেই 'আট' লেখা রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ গ্রিক, সিরীয় ও অন্যান্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতেও 'আট' লেখা রয়েছে। এজন্য যে কোনো বিশ্বস্ত অনুবাদের দাবি 'আট'-কে আট রেখে প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু কোনো কোনো বাংলা অনুবাদে এ বিশ্বস্ততা রক্ষা করা হয়নি।

উপরে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ থেকে অনুবাদ উদ্ধৃত করেছি। কেরির অনুবাদও একইরূপ। জুবিলী বাইবেলও 'আট' লেখেছে: "যোহাইয়াকিন আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে..". কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ ও পবিত্র বাইবেল ২০০০ আটের পরিবর্তে 'আঠারো' লেখেছে।

৩. ২. ২৯. মৃত্যুর দশ বছর পর যুদ্ধ যাত্রা করলেন?

১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ১৫/৩৩: "এহুদার বাদশাহ আসার তৃতীয় বছরে অহিয়ের পুত্র বাশা তির্সাতে সমস্ত ইসরাইলে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে চব্বিশ বছর রাজত্ব করেন।" (মো.-১৩)

২ খান্দাননামা/ বংশাবলি ১৬/১ "আসার রাজত্বের ছত্রিশ বছরে ইসরায়েলের বাদশাহ বাশা এহুদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।" (মো.-১৩)

উভয় তথ্য পরস্পর বিরোধী। প্রথম শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে 'আসা'র রাজত্বের ২৬তম বছরে বাশা মৃত্যু বরণ করেন। এ বর্ণনা অনুসারে 'আসার রাজত্বের ছত্রিশ বছরে' ইস্রায়েল-রাজ বাশা'-র মৃত্যুর পরে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাহলে মৃত্যুর দশ বছর পরে কিভাবে তিনি 'যিহূদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন?'

২ খান্দাননামা/ বংশাবলি ১৫/১৯ (মো.-১৩): "আসার রাজত্বের পয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত আর যুদ্ধ হল না।" অর্থাৎ এহুদা রাজ্যের রাজা আসা ও ইসরাইল রাজ্যের রাজা বাশার মধ্যে যুদ্ধ হল না। পূর্বের আলোচনা থেকে পাঠক স্পষ্ট জানতে পেরেছেন যে, এ বক্তব্যটা ১ রাজাবলি ১৫/৩৩-এর সাথে অসমঞ্জস। কারণ ২৬ বছর বাঁচলেন কিন্তু ৩৫ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন না একথা বলার কোনো অর্থ থাকে না।

৩. ২. ৩০. ইস্রা ও নহিমিয়ের বৈপরীত্য

পুরাতন নিয়মের ১৫ ও ১৬ নং পুস্তক Ezra ও Nehemiah। কেরি বাইবেল ইস্রা ও নহিমিয়, কিতাবুল মোকাদ্দসে উযাইর ও নহিমিয়া আর জুবিলী বাইবেলে এজরা ও নেহেমিয়া। ইস্রার ২য় অধ্যায় এবং নহিমিয়ের ৭ম অধ্যায়ে ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে প্রত্যাগত ইহুদিদের প্রথম গ্রুপের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। যদি কেউ এ দু' অধ্যায় তুলনা করেন তবে বিশটারও বেশি বৈপরীত্য দেখবেন। তবে বৈপরীত্য বাদ দিলেও উভয় স্থানে অন্য একটা ভুল রয়েছে। তা হল উভয় স্থানে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের বংশ ভিত্তিক সংখ্যা প্রদান করার পরে সংখ্যার যোগফল উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় স্থানেই বলা হয়েছে: " "একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বিয়াল্লিশ হাজার তিন শত ষাট জন (৪২,৩৬০) ছিল।" (উযায়ের/ ইস্রা ২/৬৪ ও নহিমিয় ৭/৬৬)

কিন্তু ইস্রা (উযাইর) বা নহিমিয় কারো প্রদত্ত সকল সংখ্যা যোগ করলে কখনোই এ সংখ্যা পাওয়া যায় না। ইস্রার বক্তব্য অনুযায়ী সকল সংখ্যা যোগ করলে যোগফল হয় ২৯,৮১৮। আর নহিমিয়ের বক্তব্য অনুযায়ী যোগফল হয় ৩১,০৮৯। স্কট বিডস্ট্রাপ লেখেছেন:

"The authors of Ezra 2:3 and Neh. 7:8 enumerate the tribes that came back from captivity in Babylon. They disagree as to the numbers involved in some clans and tribes: ... The accounts clearly differ in significant details, and by significant amounts. They obviously can't *both* be right. If this is God's word, He apparently can't get the story straight when telling it twice."

"ইয্রা ২/৩ এবং নেহেমিয় ৭/৮ উভয়েই ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে ফিরে আসা গোষ্ঠীগুলোর জনসংখ্যা বর্ণনা করেছে। একই বংশ ও গোষ্ঠীর মুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান। ... বিস্তারিত বিবরণ ও সংখ্যা উভয় দিক থেকেই দুটো বিবরণ লক্ষণীয়ভাবে পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, দুটো বর্ণনাই সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। যদি এটা ঈশ্বরের কথা হয়ে থাকে, তবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর একটা ঘটনা দুবার বলতে গেলে দ্বিতীয়বার ঠিকমত বলতে পারেন না!"[৮]

এর সাথে কেউ বলতে পারেন, ঈশ্বর কি যোগ-বিয়োগেও ভুল করেন?

৩. ২. ৩১. গণনা পুস্তকের সাথে যিহিস্কেলের বৈপরীত্য

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ২৬ নং এবং ক্যাথলিক বাইবেলের ৩৩ নং পুস্তক Ezekiel। কেরির বাংলায় যিহিস্কেল, কিতাবুল মোকাদ্দসের বাংলায় ইহিস্কেল এবং জুবিলী বাইবেলে এজেকিয়েল। পবিত্র বাইবেল ২০০০, কিতাবুল মোকাদ্দস ইত্যাদিতে পুস্তকটা ২৬ নং। জুবিলী বাইবেলে তা ৩৩ নং পুস্তক। যদি কেউ এ পুস্তকের ৪৫ ও ৪৬ অধ্যায়দ্বয়ের সাথে গণনা পুস্তকের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়দ্বয়ের তুলনা করেন তাহলে দেখবেন যে উভয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু এক, তবে প্রদত্ত বিধানাবলি সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী।

৩. ২. ৩২. ঈশ্বরের ক্রোধ অস্থায়ী না চিরস্থায়ী

এ বিষয়ে বাইবেল পরস্পর বিরোধী কথা বলেছে। যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ৩/১২ শ্লোকে ঈশ্বর বলছেন যে তাঁর ক্রোধ চিরস্থায়ী নয়, বরং অস্থায়ীঃ "যেহেতু আমি দয়াবান, মাবুদ এই কথা বলেন, আমি চিরকাল ক্রোধ রাখবো না (for I am merciful, saith the LORD, and I will not keep anger for ever)।" (মো.-১৩)

কিন্তু যিরমিয় ১৭/৪ শ্লোকে ঈশ্বর বলছেন যে, তাঁর ক্রোধ চিরস্থায়ীঃ "কারণ তোমরা আমার ক্রোধের আগুন জ্বালিয়েছ, তা চিরকাল জ্বলতে থাকবে (for ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn for ever)।" (মো.-১৩)

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের একটা পুস্তকেই সাংঘর্ষিক কথা বিদ্যমান।

'খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা আপনাকে যা জানতে দিতে চায় নাঃ বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা' (What The Christian Fundamentalist Doesn't Want You To Know: A Brief Survey of Biblical Errancy) প্রবন্ধে স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন, প্রথম বক্তব্যে ঈশ্বর উত্তর ফিলিস্তিনের শমরীয় বা ইসরাইল রাজ্য সম্পর্কে বলেছেন যে, তাদের জন্য তাঁর ক্রোধ অস্থায়ী। আর পরবর্তী উদ্ধৃতিতে ঈশ্বর ইহুদিদের দ্বিতীয় রাজ্য দক্ষিণ ফিলিস্তিনের যিহূদা রাজ্যের জন্য বলেছেন যে, তাঁর ক্রোধ তাদের জন্য চিরস্থায়ী। যেহেতু দুটো ভিন্ন রাজ্যের জন্য ঈশ্বর দুটো ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন সেহেতু এটাকে বৈপরীত্য বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে স্কট বিডস্ট্রাপ বলেনঃ

---

[8] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

"If one accepts that God is speaking to one nation in one scripture and to the other in the remaining scripture, it implies that God is certainly, if nothing else, discriminatory. Forever is a long time, and to curse Judah forever and forgive Israel at minimum shows God to be a discriminatory god, even to those under his "covenant." Again, does this fit the definition of omnibenevolence? And where is there justice in an infinite punishment for a finite crime?"

"যদি কেউ মেনে নেন যে, ঈশ্বর এক জাতির সাথে এক ঐশ্বরিক বাণী ও এবং অন্য জাতির সাথে অন্য ঐশ্বরিক বাণীতে কথা বলেন তবে এটা প্রমাণ করে যে, নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর আর কিছু না হলেও কমপক্ষে তিনি বৈষম্যকারী ও পক্ষপাতদুষ্ট। 'চিরকাল' অর্থ সুদীর্ঘ সময়। এহূদা/ এহুদিয়া বা যিহূদা রাজ্যকে 'চিরকালের জন্য' অভিশপ্ত করা এবং ইসরাইলকে ক্ষমা করার মাধ্যমে ন্যূনতম যে বিষয় প্রমাণ হয় তা হল ঈশ্বর একজন বৈষম্যকারী দেবতা। এমনকি যে (ইহুদি) জাতি তাঁর 'নিয়ম' বা 'সন্ধি'-র অধীন সে জাতির সাথেও তিনি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। এ ছাড়া ঈশ্বরের চিরন্তন ও সর্বব্যাপী মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তার সাথে কি এটা সঙ্গতিপূর্ণ? আর সীমিত পাপের জন্য অসীম শাস্তির মধ্যে কি কোনো ন্যায়বিচার আছে?"[৫]

৩. ২. ৩৩. যাজক-পাদরিরা কুমারী না বেশ্যা বিবাহ করবেন?

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, যাজক, পুরোহিত, ইমাম বা পাদরিরা অবশ্যই কুমারী মেয়ে বিবাহ করবেন। কোনো বেশ্যা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে কোনো পাদরি বা যাজক বিবাহ করতে পারবেন না। "বেশ্যা, পতিতা বা স্বামীর তালাক দেওয়া কোন স্ত্রীলোক তাদের বিয়ে করা চলবে না। যিনি তাদের আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্যে তারা পাক-পবিত্র। ... একমাত্র কুমারী মেয়েকে সে বিবাহ করতে পারবে। বিধবা কিংবা স্বামী যাকে ছেড়ে দিয়েছে কিংবা বেশ্যা হয়ে যে নিজেকে নাপাক করেছে এমন কোন স্ত্রীলোককে তার বিয়ে করা চলবে না।" (লেবীয় ২১/৭, ১৩-১৪, মো.-১৩)

কিন্তু এর বিপরীতে ঈশ্বর নিজেই তার প্রিয় নবী হোসিয়াকে নির্দেশ দিচ্ছেন বেশ্যা বিয়ে করতে! "হোসিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমবার কথা বলবার সময়ে মাবুদ তাঁকে বললেন, 'তুমি একজন জেনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিয়ে কর। তার জেনার সন্তানদেরও গ্রহণ করবে, কারণ এই দেশ মাবুদের কাছ থেকে সরে গিয়ে সবচেয়ে জঘন্য জেনার দোষে দোষী হয়েছে।" (হোসিয়া ১/২, মো.-১৩)

বিষয়টা জটিল! দেশ বা জাতির অধঃপতনের জন্য স্বয়ং নবী বা ইমামকে বেশ্যা বিবাহ করতে হবে! বিশেষত ঈশ্বর নিজেই নিজের পবিত্র বিধান লঙ্ঘন করলেন!

৩. ৩. তৌরাতের বিভিন্ন সংস্করণের বৈপরীত্য

উপরে আলোচিত বৈপরীত্যগুলো সারা বিশ্বে প্রচলিত 'পবিত্র বাইবেল' (KJV/AV/RSV) 'পুরাতন নিয়মের' মধ্যে বিদ্যমান। 'নতুন নিয়মের' মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য আলোচনার পূর্বে আমরা পুরাতন নিয়মের প্রচলিত ও স্বীকৃত বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্যের সামান্য কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করছি।

আমরা দেখেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের মূল ভিত্তি প্রাচীন তিনটা সংস্করণ: (১) হিব্রু বাইবেল, (২) গ্রিক অনুবাদ বা সেপ্টুআজিন্ট এবং (৩) শমরীয় তৌরাত। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা গ্রিক সংস্করণের উপর এবং প্রটেস্ট্যান্টরা হিব্রু সংস্করণের উপর নির্ভর করেন। শুধু শমরীয় ইহুদিরা শমরীয় সংস্করণের উপর

---

[৫] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

নির্ভর করেন। আমরা দেখেছি যে, এ তিন সংস্করণের মধ্যে পুস্তকের সংখ্যায় ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে। আবার যে সকল পুস্তক তিন সংস্করণেই বিদ্যমান সেগুলোর অধ্যায়, শ্লোক, বক্তব্য ও তথ্যের মধ্যেও ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে। আমরা এখানে তিন প্রকার বাইবেলের মধ্যকার তথ্যগত বৈপরীত্যের কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করব।

৩. ৩. ১. প্লাবন-পূর্ব মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য

আদিপুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ১-৩২ শ্লোকে আদমের (আ.) সৃষ্টি থেকে নূহ (আ.)-এর প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) পর্যন্ত মহাপুরুষদের বয়সকালও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাইবেলের তিন সংস্করণে এ সময়কাল তিন প্রকার লেখা হয়েছে।

আদম (আ.) থেকে প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল শমরীয় সংস্করণ অনুসারে এক হাজার তিনশত সাত (১৩০৭), হিব্রু সংস্করণে এক হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন (১৬৫৬) এবং গ্রিক সংস্করণে দু' হাজার দু' শত বাষট্টি (২২৬২) বছর। এ অদ্ভুত বৈপরীত্য ও পার্থক্য সমন্বয় করা সম্ভব নয়। বাহ্যত দুটো বা তিনটা তথ্যই বিকৃত ও ভুল।

৩. ৩. ২. প্লাবন পরবর্তী মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য

আদিপুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১০-২৬ শ্লোকে নূহ (আ.)-এর প্লাবন থেকে ইবরাহিম (আ.) পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নূহ (আ.) থেকে ইবরাহিম (আ.) পর্যন্ত মহাপুরুষদের বয়সকালও উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের তিন সংস্করণে এ সময়কাল তিন প্রকার লেখা হয়েছে। নূহের প্লাবন থেকে ইবরাহিম (আ.)-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল হিব্রু সংস্করণ অনুসারে দুইশত বিরানব্বই (২৯২) বছর, শমরীয় সংস্করণ অনুসারে নয়শত বিয়াল্লিশ (৯৪২) বছর এবং গ্রিক সংস্করণ অনুসারে এক হাজার বাহাত্তর (১০৭২) বছর। এখানেও তিন সংস্করণের মধ্যে বিশ্রী রকমের বৈপরীত্য রয়েছে, যার মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে গবেষক রবার্ট বয়ড লেখেছেনঃ “For example, their are contradictions about the ages of the Patriarchs at the birth of their successors when we compare the Masoretic Text, the Samaritan Pentateuch and the Septuagint. We find that the Masoretic Text offers 720 years as the length of time from Abraham's birth to the Exodus, while the Septuagint and Samaritan Pentateuch give 505 years. There are may similar examples, all pointing to the obvious fact that different ancient Bibles don't all give the same text. And even different translations from a common ancient manuscript will differ in many ways. So if the Bible is to be infallible, then we must begin with the question, 'Which Bible?' And then we must ask, is that really all there is?”

“উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যখন আমরা হিব্রু বাইবেল, শমরীয় পঞ্চপুস্তক ও গ্রিক সেপ্টুআজিন্টের মধ্যে তুলনা করি তখন পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারীদের জন্মের সময়ে তাঁদের বয়সের বর্ণনায় পরস্পর বিরোধিতা দেখি। আমরা দেখি যে, হিব্রু পাঠ অনুসারে ইবরাহিমের জন্ম থেকে মিসর থেকে যাত্রা ৭২০ বছর। পক্ষান্তরে শমরীয় ও গ্রিক পাঠে এ সময় ৫০৫ বছর। এরূপ আরো অনেক উদাহরণ আছে। এগুলো সবই সুস্পষ্ট একটা বিষয় নির্দেশ করে, তা হল, বিভিন্ন প্রাচীন বাইবেল একটা নির্ধারিত পাঠ প্রদান করে না। এমনকি একটা সাধারণ প্রাচীন পাঠের বিভিন্ন অনুবাদ বহুবিধ বৈপরীত্য প্রদর্শন করে। কাজেই, বাইবেলকে যদি অভ্রান্ত বলে গণ্য করতে হয় তবে আমাদেরকে একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে হবেঃ তা হলঃ সেটা কোন্ বাইবেল? আর তখন আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবেঃ সত্যই কি এত প্রকার বাইবেল বিদ্যমান?”[৬]

---

[৬] http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html

৩. ৩. ৩. বেদি-পর্বতের নামকরণে বৈপরীত্য

বাইবেলীয় ঈশ্বরের উপাসনার বেদি কোন স্থানে নির্মাণের নির্দেশ দিলেন ঈশ্বর? তাহলে হিব্রু তৌরাত বলছে বেদিটা এবল পাহাড়ে স্থাপিত হবে এবং শমরীয় তৌরাত বলছে যে, তা গরিষীম পাহাড়ে স্থাপিত হবে।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/৪ নিম্নরূপ: আর আমি আজ যে পাথরগুলোর বিষয়ে তোমাদেরকে হুকুম করলাম, তোমরা জর্ডান পার হবার পর এবল পর্বতে সেসব পাথর স্থাপন করবে ও তা চুন দিয়ে লেপন করবে।" (মো.-১৩)

শমরীয় সংস্করণের পাঠ: "আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম.... গরিষীম পর্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে ...। "

দ্বিতীয় বিবরণের ২৭/১২-১৩ এবং ১১/২৯ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, এবল (Mount Ebal) ও গরিষীম (Mount Ger'izim) ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দুটো পাশাপাশি পাহাড়। দ্বিতীয় বিবরণ ১১/২৯ শ্লোকটা নিম্নরূপ: "আর তুমি যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার আল্লাহ মাবুদ যখন তোমাকে প্রবেশ করাবেন, তখন তুমি গরিষীম পর্বতে ঐ দোয়া এবং এবল পর্বতে ঐ বদদোয়া স্থাপন করবে। (মো.-১৩)

৩. ৩. ৪. না বনাম হাঁ

ক্যাথলিক বাইবেলের ২৩ নং পুস্তক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ১৯ নং পুস্তক Psalms। বাংলা নাম গীতসংহিতা, সামসঙ্গীত বা জবুর শরীফ। এ পুস্তকের ১০৫ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোক হিব্রু বাইবেলে 'না'-বাচক, কিন্তু গ্রিক বাইবেলে 'হাঁ'-বাচক। বাংলা কেরি বাইবেল, পবিত্র বাইবেল, কিতাবুল মোকাদ্দস ইত্যাদি সংস্করণে হিব্রু পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে (২০১৩ সংস্করণ) শ্লোকটা নিম্নরূপ: "তিনি অন্ধকার পাঠালেন, আর অন্ধকার হল, তারা তাঁর কালামের বিরুদ্ধাচারণ করলেন না।"

গ্রিক বাইবেল অনুসরণে জুবিলী বাইবেলে শ্লোকটা নিম্নরূপ: "তিনি অন্ধকার পাঠিয়ে দিলেন আর সবকিছু অন্ধকার হল, তারা কিন্তু তাঁর বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করল।"

দুটো পাঠের একটা নিঃসন্দেহে বিকৃত ও ভুল। তবে কোনটা বিকৃত এবং কোনটা সঠিক সে বিষয়ে খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা অনেক বিতর্ক করেছেন।

৩. ৪. ইঞ্জিল ও নতুন নিয়মের কিছু বৈপরীত্য

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেল হাতে নিলেই দেখবেন যে, আকৃতিতে নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মের থেকে অনেক ছোট। নতুন নিয়ম ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মের এক চতুর্থাংশের চেয়ে ছোট এবং প্রটেস্ট্যান্ট পুরাতন নিয়মের এক তৃতীয়াংশের চেয়েও ছোট। কিন্তু নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য পুরাতন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্যের চেয়ে অনেক বেশি। নতুন নিয়মের বৈপরীত্যগুলো আমরা ৫টা পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

যীশুই ইঞ্জিলগুলোর একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কিন্তু যীশুকে নিয়ে ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে অকল্পনীয় বৈপরীত্য বিদ্যমান। এ সকল বৈপরীত্যের কারণেই অনেক আধুনিক খ্রিষ্টান গবেষক অকপটে স্বীকার করেন যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো কখনোই যীশুর শিষ্যদের লেখা নয়, কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা নয় এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখা কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়। বরং কয়েক প্রজন্ম পরের কতিপয় অজ্ঞাত-পরিচয় লেখকের লেখা, যেগুলো আরো পরের মানুষদের দ্বারা সম্পাদিত। যীশু বিষয়ক বৈপরীত্যগুলো আমরা নিম্নের চারটা পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

৩. ৫. যীশুর জীবন ও কর্মে ইঞ্জিলীয় বৈপরীত্য

৩. ৫. ১. পিতার ঔরসে না পাক-রূহের শক্তিতে?

মথি (১/১৮) লেখেছেন: "তাঁর মা মরিয়ম ইউসুফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁদের সহবাসের আগে জানা গেল, পাক-রূহের শক্তিতে তিনি গর্ভবতী হয়েছেন।" (মো.-১৩) এর বিপরীতে প্রেরিত ২/৩০ বলছে: "তিনি (দাউদ) ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্বক তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছেন যে, তাঁহার ঔরসজাত (of the fruit of his loins, according to the flesh দৈহিকভাবে তাঁহার কোমরের পশ্চাদভাগের ফল) একজনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন (he would raise up Christ to sit on his throne: তাঁহার সিংহাসনে বসাইবার জন্য খ্রিষ্টকে উঠাইবেন)।"

সমালোচকরা বলেন, কোনো ব্যক্তি একই সাথে কোনো পুরুষের ঔরসজাত এবং পবিত্র আত্মার জাত হতে পারেন না।[৭] এছাড়া মথি ও লূক থেকে আমরা জানি যে, যীশু পিতার ঔরসজাত পুত্র ছিলেন না; তিনি মাতার গর্ভজাত পুত্র ছিলেন।

এছাড়া গালাতীয় ৪/৪-এ পল লেখেছেন: "KJV: Jesus was made of a woman made under the law" Catholic: "Jesus was born of a woman born under the law" অর্থাৎ যীশুকে সৃষ্টি করা হয়েছিল (ক্যাথলিক ভার্শন: যীশু জন্মগ্রহণ করেন) একজন নারীর থেকে, সৃষ্টিকরা হয়েছিল (জন্ম হয়েছিল) আইনসম্মতভাবে।" কেরির অনুবাদ: "তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন।" জুবিলী বাইবেল: "যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন।"

এখানেও পল নিশ্চিত করছেন যে, যীশু ব্যবস্থা বা মূসার তৌরাত ও শরীয়ত অনুসারে বিবাহের মাধ্যমে নারী গর্ভে জন্ম লাভ করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি স্বাভাবিক বিবাহের সন্তান, অলৌকিক জন্মের সন্তান নন।

প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক সি. ড্যানিস ম্যাককিনসি (Claud Dennis McKinsey) 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তি বিশ্বকোষ' (The Encyclopedia of Biblical Errancy) নামক গ্রন্থে বলেন: "If Joseph was not the genetic father of Jesus Christ, then Jesus could not have been of King David's seed; thus, not the Messiah. Ergo, Christians must abandon either "The Virgin Birth" or that Jesus was "The Messiah". If the virgin birth is bogus, is anything else written about Jesus trustworthy?" "যোষেফ/ ইউসুফ যদি যীশুর জৈবিক পিতা না হন তবে যীশু দাউদের বীজ হতে পারেন না। আর সেক্ষেত্রে তিনি মাসীহ বা খ্রিষ্টও হতে পারেন না। খ্রিষ্টানদেরকে দুটোর একটা বাদ দিতে হবে: হয় 'কুমারী মাতার জন্ম' তত্ত্ব বাদ দিতে হবে, অথবা যীশুর খ্রিষ্টত্বের দাবি বাদ দিতে হবে। যদি কুমারী-জন্ম মিথ্যা হয় তবে যীশু বিষয়ে অন্য যা কিছু লেখা হয়েছে তা কিভাবে নির্ভরযোগ্য হবে?"[৮]

ম্যাককিনসির এ কথার উপর মন্তব্য করে গ্যারি ডেভানি বলেন:

"Thank you so much Dennis McKinsey! ... Paul was the biggest NT writer about Jesus. Paul said nothing unusual about the birth of Jesus. Doesn't 'born under the law' mean that Mary had married Joseph, had sex with Joseph and bore Jesus legitimately under the law? ... if Mary did maintain her 'virginity'

---

[৭] http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

[৮] http://www.thegodmurders.com/id134.html

throughout her life, as Catholics claim, then Joseph never had sex with Mary. If Joseph never sexually consummated their marriage, under Judeo-Christian law, Mary and Joseph were never legally married."

"ড্যানিস ম্যাককিনসি, আপনাকে ধন্যবাদ।... নতুন নিয়মের সবচেয়ে বড় লেখক পল। তিনি যীশুর জন্মের বিষয়ে অলৌকিক কিছু বললেন না। মরিয়ম যোষেফের/ ইউসুফের সাথে বিবাহিত হন, তার সাথে মিলিত হন এবং আইনসম্মতভাবে যীশুকে গর্ভধারণ করেন- 'ব্যবস্থার অধীনে জাত' কথার অর্থ কি এটাই নয়? ক্যাথলিকরা দাবি করেন যে, মরিয়ম আজীবন কুমারী ছিলেন। এর অর্থ হল যোশেফ কখনোই তাঁর সাথে মিলিত হননি। আর যদি যোষেফ তাঁর স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে বিবাহকে বৈধ না করেন তবে ইহুদি-খ্রিষ্টান আইন অনুসারে মরিয়ম ও যোষেফ কখনোই ব্যবস্থার অধীনে বৈধভাবে বিবাহিত হননি।"[১]

সম্ভবত এ সত্য অস্পষ্ট করতে বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ গালাতীয় ৪/৪-এ (made/born of a woman, made/born under the law) "সৃষ্ট হলেন একজন নারী থেকে, সৃষ্ট হলেন শরীয়তের অধীনে" কথাটার অনুবাদে লেখেছে "সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং শরীয়তের অধীনে জীবন কাটালেন।"

মূল পাঠে 'সৃষ্ট হলেন' কথাটা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'সৃষ্ট হলেন শরীয়তের অধীনে'। কিন্তু অনুবাদকরা দ্বিতীয় বারে লেখা 'সৃষ্টি হলেন' (made) শব্দটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন এবং 'জীবন কাটালেন' (lived) শব্দটা যোগ করেছেন।

৩. ৫. ২. যীশুর বংশ-তালিকায় মথি ও লূকের বহুবিধ বৈপরীত্য

যদি কেউ মথির ১ম অধ্যায়ের ১-১৭ শ্লোকে প্রদত্ত যীশুর বংশ-তালিকার সাথে লূকের ৩য় অধ্যায়ের ২৩-৩৮ শ্লোকে প্রদত্ত যীশুর বংশতালিকার তুলনা করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে অকল্পনীয় বৈপরীত্য দেখবেন। যীশুর সুদীর্ঘ দুটো বংশতালিকার একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নেই। প্রথমে 'যোষেফ' বা ইউসুফ ও শেষে 'দাউদ' এ দুটো নামে মিল আছে। আর মধ্যস্থানে সরুব্বাবিল ও শল্টীয়েলের নাম উভয় তালিকাতেই আছে। তবে নামের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। মথির বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ১৩তম ঊর্ধ্বপুরুষ। আর লূকের বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ২২তম ঊর্ধ্বপুরুষ। নিম্নে কয়েকটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করুন:

১. মথি থেকে জানা যায় যে, যোষেফ/ ইউসুফ-এর পিতার নাম 'যাকোব'/ ইয়াকুব। আর লূক থেকে জানা যায় যে, যোষেফ-এর পিতা এলি/ আলী।
২. মথি থেকে জানা যায় যে, যীশু দাউদের পুত্র শলোমনের বংশধর। লূক থেকে জানা যায় যে, যীশু দাউদের পুত্র নাথন-এর বংশধর।
৩. মথির বর্ণনায় দাউদ থেকে ব্যাবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত যীশুর পূর্বপুরুষরা সকলেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লূকের বর্ণনায় দাউদ ও নাথন বাদে যীশুর পুর্বপুরুষদের মধ্যে কেউই রাজা ছিলেন না বা কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না।
৪. মথি থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েল-এর পিতার নাম যিকনিয়। আর লূক থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েলের পিতার নাম নেরি।
৫. মথি থেকে জানা যায় যে, সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম অবীহূদ। আর লূক থেকে জানা যায় যে, সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম রীষা।

---

[১] http://www.thegodmurders.com/id134.html

৬. মথি থেকে জানা যায় যে, রাজা যিকনিয় ও তার ভ্রাতৃবৃন্দ রাজা যোশিয়ের পুত্র। যিকনিয়-এর পুত্র শল্টীয়েল, তার পুত্র সরুব্বাবিল, তার পুত্র অবীহূদ। লূক থেকে জানা যায় যে, মল্কির পুত্র নেরি, তার পুত্র শল্টীয়েল, তার পুত্র সরুব্বাবিল, তার পুত্র রীষা। এখানে জানা গেল যে, শল্টীয়েল যোশিয় বা যিহোয়াকীমের বংশধর নন। তিনি নেরির পুত্র, তিনি মল্কির পুত্র....।
৭. মথির বিবরণ অনুযায়ী দাউদ থেকে যীশু পর্যন্ত উভয়ের মাঝে ২৬ প্রজন্ম। আর লূকের বর্ণনা অনুযায়ী উভয়ের মাঝে ৪১ প্রজন্ম।

বড়ই অবাক বিষয়! যীশুকে নিয়েই ইঞ্জিল। আর তাঁরই বংশ-তালিকায় এরূপ অকল্পনীয় বৈপরীত্য। এ সকল বৈপরীত্য ছাড়াও এ দুটো বংশ-তালিকার মধ্যে অনেক ভুল বিদ্যমান বলে প্রমাণিত। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে তা আলোচনা করব।

সম্মানিত পাঠক, কয়েকটা পর্যায়ে এ অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমস্যা চিন্তা করুন:

(ক) একই ব্যক্তির জীবনী প্রসঙ্গে লেখা দুজন ব্যক্তির দুটো পুস্তকের মধ্যে এরূপ বৈপরীত্য দেখলে আপনি তা কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? নিশ্চিতভাবেই দুটোর একটাকে আপনি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলবেন। এছাড়া যে কোনো বিবেকবান পাঠক দুটো গ্রন্থকেই অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করবেন।

(খ) যদি একই ব্যক্তির জীবনী বিষয়ে একই ব্যক্তির লেখা দুটো গ্রন্থের মধ্যে এরূপ উদ্ভট বৈপরীত্য দেখেন তবে আপনি তা কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? এ লেখকের অন্যান্য তথ্য, বর্ণনা ও লেখনি আপনি কিভবে মূল্যায়ন করবেন?

(গ) যদি এরূপ একটা গ্রন্থকে ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মার লেখা বই বলে দাবি করা হয় তবে আপনি কিভাবে এ দাবি মূল্যায়ন করবেন? একই ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা কি একই ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে এরূপ সাংঘর্ষিক তথ্য দিতে পারেন?

৩. ৫. ৩. যীশুর বংশ-তালিকায় নতুন ও পুরাতনের বৈপরীত্য

সম্মানিত পাঠক, যীশুর বংশ বর্ণনায় দুটো ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান বহুবিধ বৈপরীত্যের মধ্যে সাতটা বৈপরীত্য দেখেছেন। এ ক্ষেত্রে নতুন নিয়মের সাথে পুরাতন নিয়মের বৈপরীত্য আরো বেশি। নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়ম যদি বিভিন্ন লেখকের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ হত, অথবা দুটো ধর্মের দুটো পৃথক ধর্মগ্রন্থ হত তবে সমস্যা কম হত। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে পুরাতন ও নতুন নিয়ম একই লেখকের, অর্থাৎ ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মার লেখা একই ধর্মগ্রন্থ। আর এরূপ একটা গ্রন্থের মধ্যে এত বৈপরীত্য সত্যই বিস্ময়কর! কয়েকটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করুন:

(১) ভাতিজাকে চাচার ঔরসজাত পুত্র বানানো

যীশুর বংশ-তালিকায় লূক লেখেছেন (৩/২৭): "রীষা সরুব্বাবিলের ছেলে, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের ছেলে, শল্টীয়েল নেরির ছেলে।" (কি. মো.-০৬) মথিও লেখেছেন (মথি ১/১২, কি. মো.-০৬): "শল্টীয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল (She-al'ti-el begat Zerub'babel: শল্টীয়েল জন্ম দেন সরুব্বাবিলকে)।" এভাবে দুজনই নিশ্চিত করছেন যে, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু ১ বংশাবলি ৩/১৭-১৮ নিশ্চিত করেছে যে, সরুব্বাবিল ছিলেন শল্টীয়েলের ভাই পদায়ের পুত্র।

(২) শল্টীয়েলের পিতা কে? নেরি অথবা যিকনিয়?

আমরা দেখেছি যীশুর পিতা যোষেফের দু'জন পিতা ছিলেন বলে বাইবেল উল্লেখ করেছে। বিষয়টা বিব্রতকর! একইভাবে যীশুর পুর্বপুরুষ শল্টীয়েলেরও দুজন পিতার কথা বাইবেল বলেছে। উপরের অনুচ্ছেদে আমরা দেখলাম, লূক বললেন, "শল্টীয়েল নেরির ছেলে।" কিন্তু ১ বংশাবলি ৩/১৭ ও মথি

১/১২ বলছে, শল্টীয়েলের পিতার নাম ছিল যিকনিয় (যিহোয়াখীন): "যিকনিয়ের ছেলে শল্টীয়েল"।

(৩) সরুব্বাবিলের পুত্র কে?

লূক লেখেছেন (৩/২৭), সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম রীযা: "ইনি রীযার পুত্র, ইনি সরুব্বাবিলের পুত্র"। পক্ষান্তরে মথি (১/১২-১৩) লেখেছেনঃ (Zerub'babel begat Abi'ud: সরুব্বাবিল জন্ম দেন অবীহূদকে): "সরুব্বাবিলের পুত্র অবীহূদ।" পুরাতন নিয়মের বর্ণনায় মথি ও লূক দুজনেই ভুল করেছেন। সরুব্বাবিলের ৫টা পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে অবীহূদ বা রীযা নামে কোনো পুত্র ছিল না। (১ বংশাবলির ৩/১৯)

(৪) দাউদ থেকে ব্যাবিলন ১৪ পুরুষ না ১৮ পুরুষ

মথি বলেছেনঃ "দাউদ থেকে ব্যাবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ" (মথি ১/১৭)। পুরাতন নিয়মের তথ্য অনুসারে এটা একটা মারাত্মক ভুল। ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায় থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ পর্যায়ে ১৮ পুরুষ ছিল, ১৪ পুরুষ নয়। আরো লক্ষণীয় যে, বংশাবলি ও মথি- বাইবেলের দু স্থানেই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি পরবর্তী ব্যক্তির জনক। মথি তালিকার বিভিন্ন স্থান থেকে চার পুরুষ ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও লেখেছেন যে, পূর্ববতী ব্যক্তি পরের ব্যক্তির সরাসরি জনক। তিনি এতেও ক্ষান্ত হননি। উপরন্তু এদের মাঝে যে আর কেউ ছিল না নিশ্চিত করতে এ পর্যায়ে সর্বমোট ১৪ পুরুষ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ কার্ডিনাল জন হেনরী নিউম্যান (১৮০১-১৮৯০) আফসোস করে বলেন, "খ্রিষ্টধর্মে এ কথা বিশ্বাস করা জরুরি যে, তিনে এক হয় বা তিন ও এক একই সংখ্যা। কিন্তু এখন এ কথাও বিশ্বাস করা জরুরি হয়ে গেল যে, ১৪ এবং ১৮ একই সংখ্যা; কারণ পবিত্র গ্রন্থে কোনো ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই!"[১০]

(৫) পিতার নাম পাল্টে গেলঃ পুত্র পৌত্র হয়ে গেলেন

যীশুর বংশ-তালিকায় লূক লেখেছেনঃ "Sala, Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe." কেরি ও কি. মো.-১৩: "ইনি শেলহের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অর্ফকষদের পুত্র, ইনি সামের পুত্র, ইনি নূহের পুত্র"। কি. মো.-০৬: "শালেখ কীনানের ছেলে, কীনান আরফাশখাদের ছেলে, আরফাশখাদ সামের ছেলে, সাম নূহের ছেলে।" (লূক ৩/৩৫-৩৬)

লূকের বক্তব্য তৌরাত এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। পুরাতন নিয়ম বারবার বলছে যে, শেলহ নিজেই অর্ফকষদের পুত্র ছিলেন। আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১০/২৪: "Arphaxad begat Salah." কেরি ও কি. মো.-১৩: "আর অর্ফক্ষদ/আরফাকশাদ শেলহের জন্ম দিলেন"। কি. মো.-০৬: "আরফাখশাদের ছেলের নাম শালেখ।" জুবিলী বাইবেলঃ "আর্পাক্সাদ শেলাহর পিতা হলেন।"

পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ১১/১২-১৩ : "অর্ফক্ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন। শেলহের জন্ম দিলে পর অর্ফক্ষদ চারি শত তিন বৎসর জীবিত থাকিয়া আরও পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন।" ১ বংশাবলি ১/১৮ শ্লোকেও এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও অর্ফকষদ ও শেলহের মধ্যে কৈননের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, লূকের সুসমাচারের উপর্যুক্ত কথাটা ভুল।

(৬) যোরাম জন্ম দেন উষিয়কে! একটা বাক্যে দুটো ভুল!

---

[১০] কীরানবী, ইযহারুল হক (বঙ্গানুবাদ, ইফাবা) ১/২২৯-২৩০।

মথি (১/৮) লেখেছেন: "যোরাম জন্ম দেন উষিয়কে: Joram begat Ozias)" বাংলা বাইবেলে: "যোরামের পুত্র/ ছেলে উষিয়।"

পুরাতন নিয়মের বর্ণনা অনুসারে এখানে দুটো ভুল বা বৈপরীত্য রয়েছে:

প্রথমত: ১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ৩/১০-১২ এবং মথি ১/৭-৯ উভয় স্থানেই বলা হচ্ছে যে, "সোলায়মানের পুত্র রহবিয়াম, তার পুত্র অবিয়, তার পুত্র আসা, তার পুত্র যেহশাফট, তার পুত্র যোরাম।" বংশাবলি বলছে যে, যোরামের তিন পুরুষ পরের মানুষ উষিয় বা অসরিয়। কিন্তু লূক বলছেন যোরামের ঔরসজাত পুত্র উষিয় বা অসরিয়।

১ বংশাবলি/ খান্দানামা ৩/১০-১২: "Jehoshaphat his son, Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son, Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son...": "তার পুত্র যিহশাফট, তার পুত্র যোরাম, তার পুত্র অহসিয়, তার পুত্র যোয়াশ, তার পুত্র অমৎসিয়, তার পুত্র অসরিয় (উষিয়), তার পুত্র যোথম..."। কিন্তু মথি লেখছেন: "Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; And Ozias begat Joatham.." "যিহোশাফটের পুত্র যোরাম, যোরামের পুত্র উষিয়, উষিয়ের পুত্র যোথম।"

একই ঈশ্বরের রচিত একই ধর্মগ্রন্থে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো তথ্য! পুরাতন নিয়ম বলছে, যোথমের পিতা অসরিয় যোরামের তিন পুরুষ পরের মানুষ। নতুন নিয়ম বলছে, যোথমের পিতা উষিয় যোরামের ঔরসজাত পুত্র। উভয়ের মাঝে যে আর কেউ নেই তা নিশ্চিত করতে মথি বলছেন: "যোরাম জন্ম দিলেন উষিয়কে" (Joram begat Ozias)। উপরন্তু তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, দাউদ থেকে ব্যাবিলন পর্যন্ত ১৪ পুরুষ; কাজেই যোরাম ও উষিয়ের মধ্যে কারো থাকার সম্ভাবনাই নেই।

মথি যোরাম ও উষিয়ের মাঝে যে ৩ পুরুষ ফেলে দিয়েছেন: অহসিয়, যোয়াশ ও অমৎসিয় তারা সকলেই ইহুদিদের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। এরা যিহূদা রাজ্যের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম রাজা ছিলেন। বাইবেলে বারবার এদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে (২ রাজাবলির ৮, ১২ ও ১৪ অধ্যায়, ১ বংশাবলি ৩ অধ্যায়, ২ বংশাবলি ২২, ২৪ ও ২৫ অধ্যায়)। যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত ইহুদিরও বিষয়গুলো জানার কথা। বাহ্যত প্রগাঢ় অজ্ঞতা ছাড়া এ নামগুলো বাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত: ১ বংশাবলি অনুসারে এ ব্যক্তির নাম 'উষিয়' (Ozias) নয়, বরং এর নাম অসরিয় (Azariah)। ১ বংশাবলি ৩য় অধ্যায়ে এবং ২ রাজাবলি ১৪ ও ১৫ অধ্যায় থেকেও বিষয়টা নিশ্চিত হয়।

(৭) যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ...: একটা বাক্যে চারটা ভুল!

মথি লেখেছেন: "ইউসিয়ার/ যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাঁর ভাইয়েরা (যোশিয়/ ইউসিয়া জন্ম দিলেন যিকনিয় ও তাঁর ভাইদের: Josias begat Jechonias and his brethren) বাবিলে নির্বাসন কালে জাত।" (মথি ১/১১, কেরি ও মো.-১৩)।

এ থেকে জানা গেল যে, ব্যাবিলনের নির্বাসনে যেয়েও ইউসিয়া বা যোশিয় জীবিত ছিলেন এবং ব্যাবিলনেই তার পুত্র যিকনিয় ও তার ভ্রাতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। পুরাতন নিয়মের তথ্য অনুসারে এখানে চারটা বৈপরীত্য, বরং ভুল বিদ্যমান:

প্রথমত: ব্যাবিলনের নির্বাসনের ১২ বছর পূর্বেই যোশিয় মৃত্যুবরণ করেন। খ্রি. পূ. ৬০৯/৬০৮ সালে মিসরের ফেরাউন নখো (নেকু) তাকে হত্যা করেন। তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র যিহোয়হস তিন মাস সিংহাসনে বসেন। এরপর যোশিয়ের অন্য পুত্র যিহোয়াকীম সিংহাসনে বসেন। তিনি ১১ বছর রাজত্ব করেন। যিহোয়াকীমের পরে তার পুত্র যিকনিয় (যিহোয়াখীন) তিন মাস রাজত্ব করেন। এরপর খ্রি. পূ.

৫৯৭ সালের দিকে নেবুকাদনেজার তাকে বন্দি করেন এবং অন্যান্যদের সাথে তাকেও ব্যাবিলনে নিয়ে যান। (২ রাজাবলি ২৩/২৯-৩৪, ২৪/১-১৮; ২ বংশাবলি ৩৫/২০-২৭, ৩৬/১-১০।)

দ্বিতীয়ত, উপরের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, যিকনিয় যোশিয়ের পুত্র নয় বরং পৌত্র। হিব্রু ও আরামাইক উচ্চারণের ব্যতিক্রমের জন্য যিকনিয় যিহোয়াখীন নামেও পরিচিত (২ রাজাবলি ২৩/২৯-৩৪, ২৪/১-১৮; ১ বংশাবলি ২/১৪-১৭; ২ বংশাবলি ৩৫/২০-২৭, ৩৬/১-১০।

তৃতীয়ত, আমরা দেখেছি যে, ব্যাবিলনে নির্বাসনে যাওয়ার সময়ে যিকনিয়ের বয়স ছিল ১৮ বা ৮ বছর। ২ রাজাবলি ২৪/৮: "যিহোয়াখীন আঠার বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন।" ২ বংশাবলি ৩৬/৯: "যিহোয়াখীন আট বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন"। (কেরি ও কি. মো.-১৩)

বয়সের বিষয়ে বৈপরীত্য থাকলেও উভয় স্থানেই বলা হয়েছে যে, তিন মাস বা তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করার পরে নেবুকাদনেজার তাকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। কাজেই তিনি কিভাবে 'বাবিলে নির্বাসন কালে জাত' হলেন?

চতুর্থত: যিকনিয়ের 'ভ্রাতৃগণ' ছিল না। হাঁ, তাঁর পিতার তিনটা ভাই ছিল। ১ বংশাবলি ২/১৫-১৬ অনুসারে যোশিয়ের ছিল চারটা পুত্র। অর্থাৎ যিকনিয়ের পিতা যিহোয়াকীমের তিনটা ভাই ছিল। আর যিকনিয়ের একটামাত্র ভাই ছিল।

লক্ষণীয় যে, যোশিয়, যিহোয়াকীম ও যিকনিয় (যিহোয়াখীন) তিনজনই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ইহুদি রাজা। বিশেষত এদের সময়েই জেরুজালেম ধ্বংস হয়, এজন্য ইহুদি জাতির স্মৃতিতে এদের নাম চিরস্থায়ী। এদের নাম, পরিচয় ও কর্মকান্ডের বিবরণ বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একাধিক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচিত। এ সকল সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের বিষয়েও যদি এত ভুল হয়, যে রাজা কিছুকাল রাজত্ব করার পরে বন্দি হয়ে 'ব্যাবিলনে-নীত' হলেন, তাকে যদি 'ব্যাবিলনে-জাত' বলা হয়, তবে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বা পবিত্র আত্মার উপস্থিতির আর কী মূল্য থাকল?

সুপ্রিয় পাঠক, বাইবেলের শেষ পুস্তকের শেষ নির্দেশনা: পবিত্র পুস্তকের মধ্যে একটা শব্দও সংযোজন বা বিয়োজন করলে সে মহা-অভিশপ্ত ও অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত (প্রকাশিত বাক্য ২২/১৮-১৯)। উপরের কয়েকটা অনুচ্ছেদে আমরা দেখলাম যে, নতুন নিয়মের লেখক পুরাতন নিয়মের বক্তব্যের মধ্যে কিছু শব্দ বা নাম বিয়োজন বা সংযোজনের মাধ্যমে বৈপরীত্য তৈরি করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, এ সংযোজন ও বিয়োজনের অভিশাপ ও শাস্তি কে পাবেন? লূক? মথি? পবিত্র আত্মা? ঈশ্বর?!

৩. ৫. ৪. যীশুর জন্ম তারিখ বিষয়ে বৈপরীত্য

চার ইঞ্জিল লেখকের মধ্যে মথি ও লূক দু'জন যীশুর জন্ম বিষয়ক তথ্যাদি বর্ণনা করেছেন। আর উভয়ের বর্ণনার মধ্যে অচিন্তনীয় বৈপরীত্য বিদ্যমান। এ সকল বৈপরীত্যের মধ্যে রয়েছে জন্ম তারিখ বিষয়ক বর্ণনা। মথি উল্লেখ করেছেন যে, যীশু এহুদা/ এহুদিয়া বা যিহূদা রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা মহান হেরোদ (Herod the Great)-এর রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা হেরোদ যীশুর জন্মের দু বছর পরে যীশুকে হত্যার উদ্দেশ্যে বৈথলেহমের সকল শিশুকে হত্যা করেন। (মথি ২ অধ্যায়)

ঐতিহাসিকরা একমত যে, হেরোদ খ্রিষ্টপূর্ব ৪ সালের মার্চ বা এপ্রিলে মৃত্যুবরণ করেন।[১১] এ থেকে প্রতীয়মান যে. খ্রিষ্টপূর্ব ৬ সালের দিকে যীশু জন্মগ্রহণ করেন।

---

[১১] "Herod the Great." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

এর বিপরীতে লূক লেখেছেন: সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাসের (Caesar Augustus) এই হুকুম বের হল যে, সারা দুনিয়ার লোকের নাম লেখাতে হবে। সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে (when Cyrenius was governor of Syria) এই প্রথম নাম লেখানো হয়। ... আর ইউসুফও গালীলের নাসরত নগর থেকে এহুদিয়ায় বেথেলহেম নামক দাউদের নগরে গেলেন... এমন সময়ে মরিয়মের প্রসাব কাল সম্পূর্ণ হল। আর তিনি তাঁর প্রথমজাত পুত্র প্রসব করলেন" (লূক ২/১-৮, মো.-১৩)।

সিজার অগাস্টাস খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ থেকে ১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে পাবলিয়াস সালপিশাস কুরিনাস (Publius Sulpicius Quirinius) ৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। লূকের এ বর্ণনা অনুসারে যীশুর জন্ম ৬ খ্রিষ্টাব্দের আগে হতে পারে না। মথির বর্ণনায় খ্রিষ্টপূর্ব ৬ সালে আর লূকের বর্ণনায় খ্রিষ্টপরবর্তী ৬ সালে। উভয় তারিখের মধ্যে ১২ বছরের পার্থক্য। হেরোদের মৃত্যুর পূর্বে জন্ম গ্রহণ আর কুরীনিয়ের সময়ে জন্মগ্রহণের তথ্য দুটোর বৈপরীত্য সমন্বয় করার কোনো উপায় নেই।[১২]

৩. ৫. ৫. যীশুর জন্মস্থান বিষয়ক বৈপরীত্য

মথি ও লূক উল্লেখ করেছেন যে, যীশু এহুদিয়া বা যিহূদা (Judaea) প্রদেশের বৈৎলেহম/ বেথলেহেম বা বেথেলহেম (Bethlehem) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। (মথি ২/১; লূক ২/৪-৭)। পক্ষান্তরে যোহন থেকে জানা যায় যে, যীশু গালীল প্রদেশের নাসরৎ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যোহন লেখেছেন: ".... তিনি নাসরতীয় ঈসা, ইউসুফের পুত্র। নথনেল তাঁকে বললেন, নাসরত থেকে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে?" (যোহন/ ইউহোন্না ১/৪৫-৪৬) "... আর কেউ কেউ বলল, ইনি সেই মসীহ। কিন্তু কিন্তু কেউ কেউ বলল, তা কেমন করে হবে; মসীহ কি গালিল থেকে আসবেন? পাক-কিতাবে কি বলে নি, মসীহ্ দাউদের বংশ থেকে এবং দাউদ যেখানে ছিলেন, সেই বেথেলহেম গ্রাম থেকে আসবেন? ... .. জবাবে তারা (ফরীশীরা) তাঁকে (নীকদীমকে) বললো, তুমিও কি গালীলের লোক? অনুসন্ধান করে দেখ, গালীল থেকে কোন নবী উদয় হয় না।" (যোহন/ ইউহোন্না ৭/৪১-৫২, কি. মো.-১৩)

তাহলে যীশুর সমসাময়িক মানুষেরা সুনিশ্চিত ছিলেন যে, গালীল প্রদেশের নাসরাত গ্রামেই যীশুর জন্ম। আর যোহন এ বিশ্বাস কোনোভাবে খণ্ডন করেননি।

এ বৈপরীত্যের আলোকে বর্তমান যুগের বাইবেল বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, যীশু মূলত নাসরত গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। ইঞ্জিলগুলো প্রমাণ করে যে, সকলেই তাঁকে নাসরত বা নাযারেথ (Nazareth) গ্রামের মানুষ বলেই জানতেন।[১৩] লূক ও মথি তাঁর জন্মস্থান বেথেলহেমে নিয়ে গিয়েছেন শুধু তাঁর খ্রিষ্টত্ব বা মসীহত্ব প্রমাণ করার জন্য। এ প্রসঙ্গে (Historical Jesus: A Comprehensive Guide) পুস্তকের লেখকদ্বয় জার্ড থেইসেন (Gerd Theissen) ও আনিট মার্য (Annette Merz) লেখেছেন:

"Our conclusion must be that Jesus came from Nazareth. The shift of his birthplace to Bethlehem is a result of religious fantasy and imagination: because according to scripture the messiah had to be born in Bethlehem, Jesus' birth is transferred there."

---

[১২] Brown, D. L. The Birth of the Messiah: A commentary on the Infancy Marratives in the Gospels of Matthew and Luke (1993), Doubleday; New York, p 550; Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus (2009), p 257-260.

[১৩] মথি ২/২৩; ৪/১৩; ২১/১১; ২৬/৭১; মার্ক ১/৯; ১/২৪; ১০/৪৭; ১৪/৬৭; ১৬/৬; লূক ১/২৬; ২/৪; ২/৩৯; ২/৫১; ৪/১৬; ৪/৩৪; ১৮/৩৭; ২৪/১৯; যোহন ১/৪৫; ১/৪৬; ১৮/৫; ১৮/৭; ১৯/১৯; প্রেরিত ২/২২; ৩/৬; ৪/১০; ৬/১৪; ১০/৩৮; ২২/৮; ২৬/৯

"আমরা নিশ্চিত উপসংহারে যেতে পারি যে, যীশু নাসরতেই জন্মগ্রহণ করেন। একটা ধর্মীয় অলীক কল্পনার ভিত্তিতে তাঁর জন্মস্থান বৈথলেহমে স্থানান্তর করা হয়েছিল: যেহেতু ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রের বচন অনুসারে মাসীহকে বৈথলেহমে জন্মগ্রহণ করতে হবে, সেহেতু যীশুর জন্মস্থান সেখানে স্থানান্তর করতে হবে।"[১৪]

৩. ৫. ৬. যীশুর জন্ম-পরবর্তী ঘটনা বর্ণনায় বৈপরীত্য

যদি কেউ মথির ২য় অধ্যায়ের সাথে লূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তুলনা করেন তবে অনেক বৈপরীত্য দেখবেন। এখানে শুধু দুটো বৈপরীত্য উল্লেখ করছি:

প্রথমত: মথি থেকে বুঝা যায় যে, যীশুর জন্মের পরে তাঁর পিতামাতা বেথেলহেমেই অবস্থান করছিলেন। যীশুর জন্মের পর থেকে প্রায় দু' বছর পর্যন্ত তাঁরা বেথেলহেমে অবস্থান করেন। এ সময়ে পূর্বদেশীয় কয়েকজন পণ্ডিত সেখানে আগমন করেন। এরপর তাঁরা মিসরে গমন করেন এবং যুডিয়া রাজ্যের শাসক হেরোদ (Herod) রাজা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা মিসরেই ছিলেন। হেরোদের মৃত্যুর পরে তারা ফিরে আসেন এবং নাসরৎ নামক নগরে বসবাস করতে লাগলেন।

লূক থেকে জানা যায় যে, বেথেলহেমে যীশুর জন্মের পরে যখন মোশির শরীয়ত অনুসারে মরিয়মের পবিত্র হওয়ার সময় পূর্ণ হল তখন মরিয়ম ও যোষেফ শিশু যীশুকে জেরুজালেমে নিয়ে যান। সেখানে বলি উৎসর্গ করার পরে তাঁরা তাঁদের নিজ নগর নাসরতে ফিরে গেলেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকলেন। তাঁরা সেখান থেকে প্রতি বছর নিস্তার-পর্বের সময়[১৫] জেরুজালেমে গমন করতেন। এভাবে নিয়মিত চলতে থাকে। যীশুর বয়স যখন ১২ বছর তখন পর্ব থেকে ফিরে আসার সময় যীশু পিতামাতাকে না জানিয়ে তিন দিন জেরুজালেমে অবস্থান করেন।

লূকের বক্তব্য অনুসারে যীশুর পিতামাতা কখনোই মিসরে গমন করেননি এবং মিসরে অবস্থান করেননি। লূকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জন্মের পর থেকে কখনোই যীশু ইহুদিদের দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে গমন করেননি।

দ্বিতীয়ত: মথি থেকে জানা যায় যে, পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের সংবাদ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ যীশুর জন্মের পরে প্রায় দু বছর পর্যন্ত, জেরুজালেমবাসী এবং তাদের রাজা হেরোদ যীশুর জন্মের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের মুখে খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছে জানার পরেই তারা তাঁকে হত্যার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু লূকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যীশুর জন্মের পরেই জেরুজালেমের মানুষেরা তাঁর জন্ম ও তিনিই যে প্রতিশ্রুত খ্রিষ্ট বা মাসীহ তা জেনে গিয়েছিল।

লূক লেখেছেন যে, যীশুর জন্ম-পরবর্তী পবিত্রতার পরেই তাঁর পিতামাতা তাকে নিয়ে জেরুজালেমে গমন করেন এবং সেখানে বলি উৎসর্গ করেন। তখন 'শিমিয়োন নামক ব্যক্তি' যিনি "ধার্মিক ও ভক্ত... এবং পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন। আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রিষ্টকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না" সে ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ধর্মধামে বা মন্দিরে (Temple) প্রবেশ করেন এবং যীশুকে তার কোলে তুলে নেন। তিনি সেখানে যীশুর গুণাবলি বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে হান্না নামের এক বৃদ্ধা ভাববাদিনী "তিনি সেই সময়ে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং যত লোক জেরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে ঈসার কথা

---

[১৪] Gerd Theissen & Annette Merz, Historical Jesus: A Comprehensive Guide (1999) SCM Press, London, p 165; Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, p 303

[১৫] এপ্রিলের ১৫ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী ইহুদিদের ঈদ। ফিরাউনের হাত থেকে পলায়ন ও নিস্তার উপলক্ষে এই ঈদ। এ সময়ে তারা শলোমনের মন্দিরে জীবজানোয়ার কুরবানি দিতেন।

বলতে লাগলেন।" (লূক ২/৩৮)

বড় অবাক বিষয়! জেরুজালেমের মূল কেন্দ্র ধর্মধামের মধ্যে সমবেত অগণিত মানুষের সামনে এবং রোমান শাসন থেকে জেরুজালেমের মুক্তির জন্য উদগ্রীব ইহুদি জাতির সামনে যীশুর খ্রিষ্টত্ব বিষয়ে শিমিয়োন ও নবী হান্নার এ বক্তব্যের পরেও যিরুশালেমের শাসক হেরোদ, তার কর্মকর্তাবৃন্দ ও তার জনগণের কানে বিষয়টা গেল না বা তারা যীশুকে হত্যার কোনো পরিকল্পনা করলেন না। কিন্তু দু' বছর পরে পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের মুখে যীশুর জন্মের কথা শুনে তাকে হত্যার জন্য এত ব্যাকুল হলেন যে, যীশুকে চিহ্নিত করতে না পারায় দু বছর বয়সী সকল শিশুকে হত্যা করলেন!

৩. ৫. ৭. যীশু যোহন কর্তৃক বাপ্তাইজ হয়েছিলেন কি না?

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, কুরআনে বর্ণিত প্রসিদ্ধ নবী ইয়াহ্ইয়া (আ.) খ্রিষ্টধর্মীয় পরিভাষায় যোহন দ্যা ব্যাপ্টিস্টঃ 'John the Baptist'। বাংলায় কেরি বাইবেলঃ 'যোহন বাপ্তাইজক', পবিত্র বাইবেল-২০০০: 'বাপ্তিস্মদাতা যোহন', জুবিলী বাইবেলঃ 'দীক্ষাদাতা যোহন', কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: 'তরীকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া' এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: 'বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া'। ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুসারে যোহনের বাপ্তাইজকের মাতা ইলীশাবেথ যীশুর মাতা মেরির জ্ঞাতি বোন (cousin) ছিলেন। (লূক ১/৩৬) যোহন যীশুর চেয়ে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন (লূক ১/২৬)।

গ্রিক 'বাপ্টিযম' বা 'বাপ্তিস্ম' (Baptism) শব্দটার অর্থ ডুব দেওয়া বা পানিতে চুবানো। ইহুদি ঐতিহাসিক যোসেফাস (৩৭-৯৫ খ্রি.) যীশু খ্রিষ্ট ও যোহন বাপ্তাইজকের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লেখেছেন যে, যোহন বাপ্তাইজক (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া) মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদত, নেক আমল ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের দাওয়াত দিতেন। তিনি পাপী মানুষদেরকে পানি দ্বারা বাপ্তাইজ বা স্নান করিয়ে দেহ পবিত্র করতে এবং নেক আমলের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে বলতেন।[১৬]

যোহন বা ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম বিষয়ে মার্ক (মার্ক ১/৪-৫) লেখেছেনঃ "ইয়াহিয়া উপস্থিত হয়ে মরুভূমিতে বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন এবং গুনাহ মাফের জন্য পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম তবলিগ করতে লাগলেন। তাতে সমস্ত এহুদিয়া দেশ ও জেরুশালেম নিবাসী সকলে বের হয়ে ইয়াহিয়ার কাছে যেতে লাগল। আর তারা নিজ নিজ গুনাহ স্বীকার করে জর্ডান নদীতে তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম নিতে লাগল।" (মো.-১৩)

এভাবে আমরা দেখছি যে, যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল পাপীদের জন্য। পাপ থেকে অনুতাপ, তাওবা, পাপের স্বীকৃতি ও পানিতে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন ও পাপের ক্ষমা লাভই বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হলঃ যীশু যোহনের নিকট বাপ্তিস্ম করেছিলেন কিনা? করলে কোন্ গুনাহের স্বীকৃতি দিয়ে তা করেছিলেন?

মথি, মার্ক ও লূক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যীশু যোহনের নিকট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। (মথি ৩/১৩-১৭, মার্ক ১/৯-১১; লূক ৩/২১-২২)। লূক লেখেছেন যে, বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর তিনি প্রার্থনা করেন। পক্ষান্তরে যীশু যোহনের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন বলে যোহন উল্লেখ করেননি। বরং তার বর্ণনায় সুস্পষ্ট যে, যোহন তাঁকে বাপ্তিস্ম দান করেননি। বরং বাপ্তিস্মের জন্য যীশুর আগমনের পর তাঁকে দেখেই তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে সাক্ষ্য প্রদান করতে শুরু করেন। যোহন (১/২৯-৩৪)

বাহ্যত 'তাওবা ও পাপস্বীকারের মাধ্যমে পাপমুক্তির বাপ্তিস্ম গ্রহণ' যীশুর নিষ্পাপত্বের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক বলেই যোহন এ বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে, যোহনের ইঞ্জিলটা যখন

---

[১৬] Josephus, F, Jewish Antiquities (1998); translated by W. Whiston, Thomas Nelson Publisher, Tennessee, 18.5.2; cited by Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus (2009), p 100.

লেখা হয় তখন যীশুকে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রবণতা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং এ ধারাতেই এ ইঞ্জিলটা লিখিত।

৩. ৫. ৮. যোহন বাপ্তাইজক কখন চিনলেন যীশুকে?

আমরা দেখলাম, যোহন বাপ্তাইজকের মাতা ইলীশাবেথ যীশুর মাতা মরিয়ম বা মেরির জ্ঞাতি বোন (cousin) ছিলেন (লূক ১/৩৬) এবং যোহন যীশুর চেয়ে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন (লূক ১/২৬)। যীশুকে গর্ভে নিয়ে মেরি ইলীশাবেথের বাড়িতে বেড়াতে যান। তখন ইলীশাবেথের গর্ভস্থ সন্তান যোহন আনন্দে মায়ের পেটের মধ্যেই নেচে উঠেন (লূক ১/৩৯-৪৪)। ইলীশাবেথও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে যীশুকে প্রভু হিসেবে উল্লেখ করেন। এ থেকে আমরা জানছি যে, গর্ভে থাকা অবস্থাতেই যোহন যীশুকে চিনতেন। বিশেষত ইঞ্জিলে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, যোহন 'মায়ের গর্ভে থাকতেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে' (লূক ১/১৫)। আর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি যীশুর প্রকৃত পরিচয় জানবেন না এমন হতেই পারে না। এছাড়া জন্মের পর স্বভাবতই মায়ের নিকট থেকে যোহন যীশুর পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর অলৌকিক জন্মের কথা এবং জন্মের সময় ফেরেশতা তাঁকে খ্রিষ্ট হিসেবে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাও তিনি জেনেছিলেন।

কিন্তু অন্যত্র বলা হয়েছে যে, যীশুর পরিচয় যোহন জানতেন না। বাপ্তাইজ হওয়ার পর পবিত্র আত্মার অবতরণ দেখে তিনি তাঁর পরিচয় জানতে পারেন। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে যে, বাপ্তাইজের পরেও যীশুর পরিচয় যোহন জানতে পারেন নি।

মথি (৩/১৩-১৬) লেখেছেন: "ঈসা ইয়াহিয়া কর্তৃক বাপ্তিস্ম নেবার জন্য গালীল থেকে জর্ডানে তাঁর কাছে আসলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া তাঁকে বারণ করতে লাগলেন, বললেন, আপনার কাছে আমারই বাপ্তিস্ম নেয়া উচিত, আর আপনি কেন এসেছেন আমার কাছে?" এরপর অনেক কথার পরে "ঈসা বাপ্তিস্ম নিয়ে যখন পানি থেকে উঠলেন; আর দেখ, তাঁর জন্য বেহেস্ত খুলে গেল এবং তিনি আল্লাহর রূহকে কবুতরের মত নেমে তাঁর নিজের উপরে আসতে দেখলেন।" (মো.-১৩)

এ থেকে জানা গেল যে, রূহ অবতরণের পূর্ব থেকেই যোহন বা ইয়াহিয়া যীশুকে চিনতেন। কিন্তু যোহনের (ইউহোন্নার) বর্ণনায় ইয়াহিয়া বলেছেন যে তিনি খ্রিষ্টকে চিনতেন না, কিন্তু পাক-রূহকে তাঁর উপর কবুতরের মত নেমে আসতে দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছেন: "আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বললেন, যাঁর উপরে রূহকে নেমে অবস্থিতি করতে দেখবে, তিনিই সেই ব্যক্তি।" (ইউহোন্না ১/৩২-৩৩, মো.-১৩)

মথি অন্যত্র লেখেছেন, "পরে ইয়াহিয়া কারাগারে থেকে মসীহের কাজের বিষয় শুনে তাঁর নিজের সাহাবীদের দ্বারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, 'যাঁর আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকবো?" (মথি ১১/২-৩)

এ থেকে জানা গেল যে, যীশুর উপর আত্মা অবতরণের পরেও যোহন তাকে চিনতে পারেন নি। বিষয়টা অদ্ভুত! মাতৃগর্ভ থেকে পবিত্র-আত্মায় পূর্ণ নবী ইয়াহিয়া বাপ্তিস্মের আগে বা পরে মাসীহকে চিনবেন, ঈশ্বরের পুত্র বলে সাক্ষ্য দিবেন এবং তার কিছুদিন পরেই সব ভুলে কারাগার থেকে যীশুর পরিচয় জানতে লোক পাঠাবেন!

৩. ৫. ৯. বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর তিন দিন যীশু কোথায় ছিলেন?

মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনায় যোহনের নিকট বাপ্তিস্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ দিনের জন্য আত্মা যীশুকে প্রান্তরে পাঠিয়ে দেন (মথি ৪/১-১১; মার্ক ১/৯-১৩ ও লূক ৩/২১-২২ ও ৪/১-১৩)। "আর তৎক্ষণাৎ (immediately) পাক-রূহ (the Spirit) ঈসাকে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মরুভূমিতে তিনি চল্লিশ দিন ধরে শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হলেন।" (মার্ক ১/১২-১৩, মো.-১৩)

যোহন সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য দিয়েছেন। তিনি বাপ্তিস্মের পরে শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার কথা মোটেও লেখেননি। উপরন্তু যোহন বাপ্তাইজকের সাথে সাক্ষাতের পরের তিন দিন যীশু কোথায় কী করেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যোহনের বর্ণনায় এ তিন দিন যীশু শহরেই ছিলেন। বাপ্তিস্মের পরদিন আবার যোহন বাপ্তাইজকের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং শিষ্যদের সাথে কথাবার্তা বলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি শিষ্যদের সাথে গালীল গমন করেন এবং তৃতীয় দিন গালীলের কান্না নগরের এক বিবাহ ভোজসভায় যীশু, তাঁর মাতা ও শিষ্যরা উপস্থিত হন। সেখানে যীশু তাঁর অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি যিরূশালেম গমন করেন। (যোহন ১/৩৫-৫১ ও ২/১-১৩)

ইউহোন্না বা যোহনের ইঞ্জিলের লেখক প্রথম থেকেই যীশুকে ঈশ্বর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ইঞ্জিলের পাঠকের জন্য এ কথা কল্পনা করাও ঈশ্বর অবমাননা যে, যীশু শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হবেন! কাজেই খুবই স্বাভাবিক কথা যে, ইবলিস কর্তৃক ঈসাকে পরীক্ষা করার ঘটনা তিনি উল্লেখ করবেন না। কিন্তু বাপ্তিস্মের সঙ্গে সঙ্গে ৪০ দিনের জন্য মরূভূমিতে যেয়ে সেখানে অবস্থান করা, উপবাস করা এবং শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার সাথে বাপ্তিস্মের পরের দিন থেকে প্রতিদিন জনগণের মধ্যে বাস করা, প্রচার করা ও অলৌকিক কর্ম প্রদর্শনের সমন্বয় করবেন কিভাবে?

৩. ৫. ১০. শয়তানের পরীক্ষার পর যীশু কোথায় গেলেন?

মথি লেখেছেন, শয়তানের পরীক্ষার পর যীশু নাসরত ত্যাগ করে কফরনাহূমে বাস করেন: "তখন শয়তান তাঁকে পবিত্র নগরে নিয়ে গেল এবং বায়তুল মুকাদ্দসের চূড়ার উপরে দাঁড় করালো, (এবং তাঁকে সেখান হতে নিচে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করল) ... আবার শয়তান তাঁকে খুব উঁচু একটা পর্বতে (exceeding high mountain) নিয়ে গেল এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য ও সেই সবের প্রতাপ দেখালো (এবং রাজত্বের লোভে শয়তানকে সাজদা বা প্রণাম করতে প্ররোচনা দিল)... পরে ঈসা শুনতে পেলেন যে, ইয়াহিয়াকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন; আর নাসরত ত্যাগ করে সমুদ্রতীরে, সবূলূন ও নপ্তালি অঞ্চলে অবস্থিত কফরনাহূমে গিয়ে বাস করলেন।" (মথি ৪/৫-১৩, মো.-১৩)

কিন্তু লূক লেখেছেন, তিনি নাসরতেই ফিরে আসেন: "পরে সে (শয়তান) তাঁকে (ঈসাকে) উপরে (উঁচু এক পর্বতে high mountain)[১৭] নিয়ে গিয়ে মুহূর্তকালের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য দেখালো (এবং রাজত্বের লোভে সেজদা করতে প্ররোচনা দিল) ... আর সে তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গেল ও বায়তুল-মোকাদ্দসের চুড়ার উপরে দাঁড় করালো (এবং তাঁকে নিচে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করল) ... তখন ঈসা পাক-রূহের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে গালীলে ফিরে গেলেন এবং তাঁর কীর্তি চারদিকের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। ... আর তিনি যেখানে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হলেন।" (লূক ৪/৫, ৯, ১৪-১৬, মো.-১৩)

৩. ৫. ১১. যোহন বাপ্তাইজকের গ্রেফতারের পূর্বে না পরে?

ইঞ্জিলগুলো উল্লেখ করেছে যে, যোহন বাপ্তাইজক বা ইয়াহিয়ার নিকট বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমে যীশুর দায়িত্বলাভ ও প্রচারকার্য শুরু। তবে যীশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচনার বিষয়ে ইঞ্জিলগুলো সাংঘর্ষিক তথ্য প্রদান করেছে। মার্ক লেখেছেন যে, যোহন বাপ্তাইজক (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া) কারারুদ্ধ হওয়ার পরে যীশু প্রচার শুরু করলেন: "আর ইয়াহিয়াকে কারাগারে নেওয়ার পর ঈসা গালীলে এসে আল্লাহ্‌র সুসমাচার তবলিগ করে বলতে লাগলেন...।" (মার্ক ১/১৪, মো.-১৩)

---

[১৭] মথি ও লূক উভয় সুসমাচারেই ইংরেজিতে 'high mountain' বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় প্রথম স্থানে উচ্চ পর্বত বলা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে 'উপরে' বলা হয়েছে।

এর বিপরীতে যোহন লেখেছেন যে, যোহন বাপ্তাইজক বা ইয়াহিয়া কারারুদ্ধ হওয়ার আগেই যীশু প্রচার শুরু করলেন: "তারপর ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা এহুদিয়া দেশে আসলেন, আর তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকলেন এবং বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন। আর ইয়াহিয়াও শালীমের নিকটবর্তী ঐনোন নামে একটা স্থানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেই স্থানে অনেক পানি ছিল; আর লোকেরা এসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতো, কারণ তখনও ইয়াহিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হননি।" (ইউহোন্না/ যোহন ৩/২২-২৪, মো.-১৩)

৩. ৫. ১২. অলৌকিক খাদ্যের পর জনতার মূল্যায়ন

যীশুর অন্যতম অলৌকিক কর্ম ৫টা রুটি ও ২টা মাছ দিয়ে ৫০০০ মানুষকে খাওয়ানো। যোহন ৬/৫-১৪ শ্লোকে ঘটনাটা বর্ণনা করে লেখেছেন যে, উপস্থিত সকলে এ অলৌকিক কর্ম অনুধাবন করে এত বেশি প্রভাবিত হন যে, তারা তৎক্ষণাৎ যীশুকে তাদের রাজা বানানোর সিদ্ধান্ত নেন: "অতএব সেই লোকেরা তাঁর কৃত চিহ্ন কাজ দেখে বলতে লাগল, উনি সত্যিই সেই নবী, যিনি দুনিয়াতে আসছেন। তখন ঈসা বুঝতে পারলেন যে, তারা এসে তাঁকে বাদশাহ্ করার জন্য ধরতে উদ্যত হয়েছে, তাই আবার নিজে একাকী পর্বতে চলে গেলেন।" (ইউহোন্না/ যোহন ৬/১৪-১৫, মো.-১৩)

মার্ক ৬/৩৫-৪৪ শ্লোকে ঘটনাটা বর্ণনা করে বলেছেন যে, যীশুর শিষ্যরা এ অলৌকিক কর্ম বুঝতে পারেন নি। তিনি লেখেছেন, রুটির ঘটনার পর যীশু শিষ্যদেরকে ঝড় থামানো ও পানির উপর দিয়ে হাঁটার অলৌকিক কর্ম দেখান। এতে তাঁরা খুবই অবাক হন: "তাতে তাঁরা ভীষণ আশ্চর্য হলে। কেননা রুটির বিষয়ে তাঁরা বুঝতে পারেননি, তাঁদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল (for their heart was hardened.)।" (মার্ক ৬/৫১-৫২, মো.-১৩)

দুটো তথ্যের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয়। তবে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। উপস্থিত ৫০০০ সাধারণ জনগণ যীশুর অলৌকিক কর্ম ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, এবং তাঁকে রাজা বানানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে তাঁর শিষ্য বা সাহাবীরা বিষয়টার অলৌকিকত্বও বুঝেন নি, ৫০০০ মানুষের কথাবার্তাও বুঝেন নি এবং যীশুকে রাজা বানানোর জন্য জনগণের উদ্যোগ থেকেও তাঁরা কিছুই বুঝেননি! কারণ সকল মানুষের চেয়ে তাঁরা সবচেয়ে কঠিন হৃদয় ছিলেন! মার্কের ভাষায় 'কঠিন অন্তঃকরণ' অর্থ কী? স্থুলবুদ্ধি? নির্বোধ? ঈমানহীন?

রুটি ও ঝড় থামানোর আগেও যীশু তাঁর প্রেরিত ও শিষ্যদেরকে অনেক মহা অলৌকিক কার্য দেখিয়েছেন। রুটির স্থানে উপস্থিত ৫০০০ মানুষ একটা অলৌকিক কার্য দেখেই তাঁকে চিনে ফেললেন অথচ তাঁর প্রিয়তম সহচর, প্রেরিত বা সাহাবীরা এত কিছু দেখেও কিছুই বুঝলেন না? তাঁরা কি এতই নির্বোধ বা স্থুলবুদ্ধি ছিলেন?

আরো লক্ষণীয় যে, এ ঘটনার কিছুদিন আগেই, যীশু শিষ্যদেরকে এই একই সাগরে (তিবরিয়া বা গালীল সাগর) একই রকম অলৌকিক চিহ্ন দেখিয়েছিলেন। মার্ক ৪র্থ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, যীশু শিষ্যদের সাথে সন্ধ্যার পরে নৌকায় ওপারে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ভীষণ ঝড় ওঠে এবং নৌকা পানিতে ভরে ডুবে যাচ্ছিল। যীশু বাতাসকে ধমক দেন এবং সমুদ্রকে শান্ত হতে বলেন। এতে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখনও শিষ্যরা বা সাহাবীরা "ভীষণ ভয় পেয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন, ইনি তবে কে যে, বাতাস এবং সমুদ্রও এঁর হুকুম মানে?" (মার্ক ৪/৩৫-৪১, মো.-১৩)

যীশু ও তাঁর প্রেরিতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো ব্যক্তি কি ইঞ্জিলের এ তথ্য সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেন? অগণিত মহা অলৌকিক চিহ্ন-কার্য দেখেও তাঁরা কিছুই বুঝছেন না? যীশু সবকিছু তাদের বুঝাতেন: "সাহাবীরা যখন তাঁর সংগে একা থাকতেন তখন তিনি সব কিছু তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন" (মার্ক ৪/৩৪, মো.-০৬)। এরপরও তাঁরা কিছুই বুঝলেন না? তৎকালীন সময়ের কোনো একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষও কি যীশুর শিষ্য হননি? যীশু তাঁর এত সুন্দর উপদেশ ও এত মহা অলৌকিক কর্ম দ্বারা কি বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ

কোনো মানুষকে ঈমানের দিকে আকর্ষণ করতে পারেন নি? শুধু কিছু স্থুলবুদ্ধি 'কঠিন হৃদয়' মানুষ তাঁর শিষ্য হয়েছিল? এ সকল বর্ণনাকে নির্ভুল ও সত্য বলে গ্রহণ করলে যীশু ও শিষ্যদের বিষয়ে এরূপ অশোভন ধারণা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

আধুনিক অনেক গবেষক পুরো ঘটনাগুলোকেই ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। ইঞ্জিল লেখকরা বলেছেন যে, ৫ হাজার মানুষকে ৫টা রুটি ও ২ টা মাছ খাওয়ানোর পরে অবশিষ্ট গুঁড়াগাড়া ১২ ডালা (বাস্কেট: baskets) পূর্ণ হয়। (মথি ১৪/২০; মার্ক ৬/৪৩; লূক ৯/১৭; যোহন: ৬/১৩)। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, যে বিজন প্রান্তরে খাদ্য সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে বাস্কেটগুলো কোথা থেকে এল? শিষ্যরা বা সমবেত মানুষেরা কি খাদ্য ছাড়া শুধু খালি বাস্কেট নিয়ে বেড়াতেন?[১৮]

ঝড় থামানো প্রসঙ্গে ইঞ্জিলগুলো লেখেছে যে, 'চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে' (আধুনিক হিসেবে রাত ১০ টা) যীশু যখন হেঁটে সাগর পার হচ্ছিলেন তখন সমুদ্রের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে সাহাবীরা "ভীষণ ভয় পেয়ে বললেন, এ যে ভূত! আর ভয়ে চেঁচাতে লাগলেন।" (মথি ১৪/২৬; মার্ক ৬/৪৯; যোহন ৬/১৯)। সংশয়বাদীরা বলেন: যীশুর শিষ্যরা তাঁর অলৌকিক কর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা রাখতেন না, কিন্তু গভীর রাতে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যীশুকে দূর থেকে দেখার ক্ষমতা রাখতেন!![১৯]

৩. ৫. ১৩. অলৌকিক খাদ্য প্রদানের স্থান বর্ণনায় বৈপরীত্য

উপরের অলৌকিক কর্মটা কোথায় ঘটেছিল? বৈৎসৈদা না বৈৎসৈদার বিপরীত পাড়ে। এ বৈপরীত্য অনুধাবন করার জন্য পাঠককে গালীল সাগর বিষয়ে একটু জানতে হবে। গালীল সাগর, গিনেষরৎ হ্রদ বা তিবরিয়া হ্রদ (Sea of Galilee/ Kinneret/ Lake of Gennesaret/ Lake Tiberias) ফিলিস্তিনের উত্তরে অবস্থিত। এটা ১৩ মাইল (২১ কি. মি.) লম্বা এবং ৮ মাইল (১৩ কি. মি.) প্রশস্ত একটা হ্রদ। এটা গালীলে যীশু খ্রিষ্টের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু। যীশুর গ্রাম নাযারেথ ও কফরনাহূম হ্রদটার পশ্চিমে অবস্থিত। তিনি প্রায়ই নৌকাযোগে হ্রদটার পূর্ব তীরে প্রচার কার্য করতেন।[২০]

লূক (৯/১০-১৭) এ অলৌকিক ঘটনা বৈৎসৈদা নামক স্থানে ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন: "আর তিনি তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে বৈৎসৈদা নামক নগরে গেলেন (a desert place belonging to the city called Bethsaida)। কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে তাঁর পিছনে পিছনে চলল...।" (লূক ৯/১০-১১, মো.-১৩)

পক্ষান্তরে মার্ক লেখেছেন (মার্ক ৬/৩২-৪৫) যে, এ ঘটনাটা একটা বিরল নির্জন স্থানে ঘটে। এর পর যীশু শিষ্যদেরকে নির্দেশ দেন: " যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অন্য পারে (to the other side) বৈৎসৈদার দিকে যান।" (মার্ক ৬/৪৫, মো.-১৩)

প্রশ্ন হল, ঘটনাটা যদি বৈৎসৈদা নামক নগরে ঘটে থাকে তবে নৌকায় চড়ে অপর পাড়ে বৈৎসৈদা যাওয়ার অর্থ কী? কোনো ব্যাখ্যা না পেয়ে বিশ্বাসীরা দাবি করেন, সম্ভবত সে সময়ে দুটো বৈৎসৈদা বিদ্যমান ছিল! যীশু শিষ্যদেরকে এক বৈৎসৈদা থেকে অন্য বৈৎসৈদা গমন করতে নির্দেশ দেন!![২১]

৩. ৫. ১৪. খাদ্য প্রদানের পর যীশু ও শিষ্যরা কোথায় গেলেন

এ প্রসঙ্গে আরেকটা বৈপরীত্য এ ঘটনার পরে যীশু ও শিষ্যদের গমনস্থল। দু ইঞ্জিলে সম্পূর্ণ পৃথক

---

[১৮] http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html
[১৯] http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html
[২০] উইকিপিডিয়া: Sea of Galilee
[২১] http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html

দুটো নাম বলা হয়েছে। মার্ক ৬/৪৫-৫৬ শ্লোকে এ ঘটনা উল্লেখ করে লেখেছেন যে, তাঁরা 'গিনেষরৎ' গমন করেন: "পরে তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবীদেরকে দৃঢ় করে বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অন্য পারে বৈৎসৈদার (Bethsaida) দিকে যান... পরে তাঁরা পার হয়ে স্থলে, গিনেষরৎ (Gennesaret) প্রদেশে নৌকা লাগালেন।" (মার্ক ৬/৪৫, ৫৩, মো.-১৩)

কিন্তু যোহন ৬/১৬-২৫ শ্লোকে লেখেছেন যে, এ ঘটনার পরে নৌকায় চড়ে তাঁরা কফরনাহূম নামক স্থানে গমন করেন: "সন্ধ্যা হলে তাঁর সাহাবীরা সমুদ্রতীরে নেমে গেলেন, এবং একখানি নৌকায় উঠে সমুদ্রপারে কফরনাহূমের (Capernaum) দিকে যেত লাগলেন। ... আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, নৌকাটি তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌছে গেল। ... তারা সেসব নৌকায় চড়ে ঈসার খোঁজে কফরনাহূমে আসল। আর সমুদ্রের পারে তাঁকে পেয়ে বললো, রব্বি..।" (ইউহোন্না ৬/১৬, ১৭, ২১, ২৪-২৫, মো.-১৩)

এখানে অনেকগুলো বৈপরীত্য বিদ্যমান। মার্ক বলছেন যে, যীশু তাঁদের বৈৎসৈদায় যেতে বললেন এবং নিজেই বলছেন যে, তাঁরা গিনেষরতে গেলেন। সম্পূর্ণ বিপরীতে যোহন বলছেন যে, তাঁরা কফরনাহূমে গেলেন। ভৌগলিক তথ্য অনুসারে উপরের কথাগুলো ভুল ও ভিত্তিহীন। যীশু যে স্থানে ৫ হাজার মানুষকে অলৌকিক খাদ্য প্রদান করেন সে স্থানটা তাবঘা (Tabgha/Tabhka)। স্থানটা তিবরিয়া হ্রদের উত্তর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখান থেকে উত্তর পূর্ব দিকে তিবরিয়া হ্রদের সর্বউত্তর প্রান্তে বৈৎসৈদা অবস্থিত। তাবঘা থেকে বৈৎসৈদা আনুমানিক ৬/৭ মাইল উত্তর-পূর্বে। পক্ষান্তরে গিনেষরৎ (Gennesaret) স্থানটা তাবঘা থেকে ২/৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। *Jesus Never Existed* গ্রন্থের লেখক Kenneth Humphrey 'খ্রিষ্টান পবিত্র ভূমির জালিয়াতি' (Fabrication of a Christian Holy Land) শিরোনামে লেখেছেন: "But the most embarrassing error here is one of geography. Mark had Jesus telling his disciples to go to "the other side, to Bethsaida." But then Mark writes almost immediately after, in his conclusion to the episode: "And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore." - Mark 6.53. Oops! Had they sailed east to Bethsaida or west to Gennesaret?"

"এখানে সবচেয়ে বেশি বিব্রতকর ভুল ভৌগোলিক ভুল। মার্কের বর্ণনায় যীশু শিষ্যদেরকে 'অপর পারে বৈৎসৈদা' যেতে নির্দেশ দেন। এর পরপরই কাহিনী উপসংহারে মার্ক লেখছেন 'তাঁহারা পার হইয়া স্থলে, গিনেষরৎ প্রদেশে, আসিয়া নৌকা লাগাইলেন'। বড়ই অদ্ভুত! তারা কি পূর্বদিকে বৈৎসৈদার দিকে নৌকা চালালেন, না পশ্চিমে গিনেষরতের দিকে?"[২২]

মার্ক ও যোহনের বৈপরীত্য আরো অদ্ভুত। আমরা দেখলাম তাবঘা থেকে দক্ষিণে গিনেষরৎ। আর কফরনাহূম তাবঘা থেকে উত্তরে কয়েক মাইল। তাহলে তাঁরা উত্তরে গেলেন, না দক্ষিণে?! এখানে আরো লক্ষণীয় যে, তাবঘা, কফরনাহূম, গিনেষরৎ ও বৈৎসৈদা সকল স্থানই গালীল সাগরের পশ্চিম তীরে। কাজেই তাঁরা 'পরপারে' গেলেন কিভাবে? তাবঘা থেকে মাত্র কয়েকমাইল উত্তর-পূর্বে কফরনাহূম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গিনেষরৎ। তৎকালীন সময়ে সকলেই পদযাত্রায় অভ্যস্থ ছিলেন। একই তীরের কয়েক মাইল দক্ষিণ বা উত্তরে গমনের জন্য হেঁটে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। একই পাড়ের সামান্য কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁরা রাত্রি বেলায় বিপৎসংকুল সাগরে নৌকায় চড়লেন কেন? লূকের বর্ণনায় অলৌকিক খাদ্য প্রদান ঘটেছিল বৈৎসৈদাতে। বৈৎসৈদা থেকে মাত্র কয়েক মাইল পূর্ব-দক্ষিণে কফরনাহূম। এতটুকু পথ তারা নৌকায় যাবেন কেন? এ সকল কারণে আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকরা এ সকল কাহিনী সবই বানোয়াট বলে গণ্য করেন।

---

[২২] http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html#sthash.tjJBU3yn.dpuf

"The final resolution of John's version of the water walk substitutes Capernaum for Gennesaret as the point of return, a village so close to Bethsaida that one might question the sanity of fishermen who take to sea on a stormy night to reach a place they could walk to in thirty minutes!"

"সর্বশেষ যোহনের বর্ণনায় সাগরের উপর দিয়ে হাঁটার কাহিনীতে গিনেষরৎ-এর পরিবর্তে কফরনাহূমকে প্রত্যাবর্তন স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রামটা বৈৎসৈদার খুবই কাছে। এ কারণে যে কেউ মৎসজীবি শিষ্যদের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন! কারণ ৩০ মিনিট পদব্রজে যে স্থানে যাওয়া সম্ভব সেখানে গমনের জন্য ঝড় কবলিত রাতে তারা সাগর পথে গমন করলেন!"[২৩]

৩. ৫. ১৫. শূকরপালের গণ-আত্মহত্যা কোথায় ঘটেছিল

মথি ৮ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, যীশু গালীল সাগরের পশ্চিম-উত্তর তীরবর্তী কফরনাহূম গ্রামে বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করার পর (মথি ৮/১-২২) গালীল সাগর বা তিবরিয়া হ্রদের অপর (পূর্ব) পাড়ে গমন করেন এবং সেখানে দু'জন পাগলকে সুস্থ করেন এবং বৃহৎ একটা শূকর পালের সকল শূকরকে সাগরে আত্মহত্যার ব্যবস্থা করেন। (মথি ৮/২৮-৩৪)। মার্ক ও লূকও একই ঘটনা একইভাবে লেখেছেন, কিছু বৈপরীত্যসহ (মার্ক ৫/১-১৮; লূক ৮/২৬-৩৯)।

মথির বর্ণনায় পাগলের সংখ্যা দু'জন কিন্তু মার্ক ও লূকের বর্ণনায় একজন (মথি ৮/২৮; মার্ক ৫/১-২০; লূক ৮/২৬-৩৯)। যীশু পাগলটি/ পাগলগুলোর মধ্যের ভূতদের বা বদ-রূহদের চলে যেতে নির্দেশ দেন। তখন ভূতেরা পাগল/ পাগলদ্বয় থেকে বেরিয়ে শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশের অনুমতি চায়। যীশুর অনুমতিক্রমে ভূতগণ শূকর-পালে প্রবেশ করে এবং কমবেশি দু' হাজার শূকর 'মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সাগরে পড়ল ও পানিতে ডুবে মারা গেল। তখন পালকেরা/ যারা পাল চড়াচ্ছিল তারা পালিয়ে গেল।" (মথি ৮/৩২-৩৩: মার্ক ৫/১১-১৭; লূক ৮/৩২-৩৪)

পাগলের সংখ্যা ছাড়াও স্থান বর্ণনায় তাঁদের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। কেউ লেখেছেন গাদারীয়দের দেশে (Gadara) এবং কেউ লেখেছেন গেরাসেনীয়দের দেশে (Gerasa)। মথি লেখেছেনঃ "পরে তিনি পরপারে গাদারীয়দের দেশে (RSV: country of the Gadarenes) গেলে দুই জন ভূতগ্রস্ত লোক কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল..." (মথিঃ ৮/২৮)

মার্ক ও লূক লেখেছেন যে, গেরাসেনীয়দের দেশে ঘটে। মার্ক লেখেছেনঃ "পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে (RSV: country of the Gerasenes) উপস্থিত হইলেন। তিনি নৌকা হইতে বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি কবর-স্থান হইতে তাঁহার সম্মুখে আসিল, তাহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছিল..।" (মার্ক ৫/১-২)

আর লূক লেখেছেনঃ "পরে তাঁহারা গালীলের পরপারস্থ গেরাসেনীদের অঞ্চলে পঁহুছিলেন। আর তিনি স্থলে নামিলে ঐ নগরের একটা ভূতগ্রস্ত লোক সম্মুখে উপস্থিত হইল.. সে... কবরে থাকিত..।" (লূক ৮/২৬-২৭)

গেরাসা ও গাদারা শহরদ্বয়ের মধ্যে প্রায় ৪০ কিলোমিটারের দূরত্ব। এ বৈপরীত্য ছাড়াও এখানে অন্য সমস্যা বিদ্যমান। গেরাসা এবং গাদারা উভয় শহরই গালীল সাগর থেকে অনেক দূরে। গেরাসা ৫০ কি. মি. ও গাদারা ১০ কি. মি.। শূকরগুলোকে মহাবেগে সাগরে পড়তে প্রায় ৫০ কিলোমিটার বা অন্তত ১০ কিলোমিটার দৌড়াতে হয়েছিল!

---

[২৩] http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html

অধিকাংশ বাইবেল বিশেষজ্ঞ একমত যে, চার ইঞ্জিলের মধ্যে মার্কের ইঞ্জিল প্রাচীনতম। মথি ও লূক মার্কের উপর নির্ভর করেছেন। বাইবেল গবেষকরা বলেছেন যে, গল্পটাকে গ্রহণযোগ্য করতে মার্কের 'গেরাসা' নামটাকে সংশোধন করে মথি 'গাদারা' লেখেছেন। এতে দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

'গেরাসেনীয় পাগলের ভূত তাড়ানো' (Exorcism of the Gerasene demoniac) প্রবন্ধে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"The earliest account is from the Gospel of Mark... The Gospel of Luke version shortens this but retains most of the details. The author of the Matthew Gospel shortens the story more dramatically and turns the possessed man into two men; the location is also changed, from the territory of the Gerasenes to that of the Gadarenes. The story appears to be set close to the Sea of Galilee, but neither Gadara nor Gerasa is nearby; Gerasa is around 50km South East and Gadara 10km away, about a three hour walk. ... Scholars have identified at least two notable divergences between the two accounts. Number of locations: The ancient manuscripts report more than one location for the exorcism: Gadara (Gadarenes), Gerasa (Gerasenes), and Gergesenes.... One explanation is that Matthew is attempting to correct the Mark account, substituting Gadara - a larger city, and closer to the Sea of Galilee - for Gerasa: details that would make more sense to his audience, who would be familiar with the region. The city of Gerasa (also known as Jerash) had been a major city-center since its founding by Alexander the Great, or one of his generals, in 331 BC. During the Roman period, it was one of the ten cities known as the Decapolis (literally, 'Ten Cities'). Number of demoniacs: The gospel accounts differ on the number of possessed men; while the Gospel of Luke version retains the one man in the Mark account, the Gospel of Matthew version of the story changes this to two men. This is particular characteristic of the writing style of the author of Matthew."

"এ বিষয়ে প্রাচীনতম বর্ণনা পাওয়া যায় মার্কের ইঞ্জিল থেকে। ... লূকের ইঞ্জিলের ভাষ্যে ঘটনাটা সংক্ষিপ্ত করা হলেও মূল বিবরণ প্রায় সব রেখে দেওয়া হয়েছে। মথির ইঞ্জিলের লেখক অনেক বেশি নাটকীয়ভাবে গল্পটাকে সংক্ষেপ করেছেন এবং ভূতগ্রস্ত মানুষ একজন থেকে দু'জন বানিয়েছেন। ঘটনার স্থানও পরিবর্তন করা হয়েছে গেরাসেনীয়দের দেশ থেকে গাদারীয়দের দেশে। গল্পটা থেকে প্রতীয়মান যে, তা গালীল সাগরের সন্নিকটে ঘটেছিল বলে সাজানো। কিন্তু গারাদা এবং গেরাসা কোনোটাই গালীল সাগরের নিকটবর্তী নয়। গেরাসা প্রায় ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং গাদারা ১০ কিলোমিটার দূরে, হেঁটে প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। ... এ গল্পের বর্ণনায় গবেষকরা কমপক্ষে দুটো লক্ষণীয় বৈপরীত্য চিহ্নিত করেছেন (স্থানের সংখ্যা ও পাগলের সংখ্যা)। স্থানের সংখ্যায় প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো এ ভূততাড়ানোর স্থান হিসেবে একাধিক স্থান উল্লেখ করেছে: গাদারা (গাদারীয়), গেরাসা (গেরাসেনীয়) এবং গেরজাসেনীয়। ... একটা ব্যাখ্যা এই যে, মথি মার্কের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। এজন্য তিনি গেরাসা-এর পরিবর্তে গাদারা লেখেছেন। গাদারা অপেক্ষাকৃত বড় শহর এবং গালীল সাগরের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। তাঁর শ্রোতারা যারা এ অঞ্চল চিনতেন তাদের জন্য এ বর্ণনা অপেক্ষাকৃত অধিক কাণ্ডজ্ঞান-সম্মত বলে গণ্য হবে বলে

তিনি মনে করেছেন। গেরাসা (জেরাশ নামেও পরিচিত) শহরটা আলেকজান্ডার বা তার এক সেনাপতি খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই এটা সে অঞ্চলের প্রধান শহর হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। রোমান রাজত্বকালে এটা 'ডেকাপোলিস' বা 'দশ শহর' হিসেবে খ্যাত শহরগুলোর একটা ছিল। ভূতগ্রস্তদের সংখ্যার বৈপরীত্যঃ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যার বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা পরস্পর বিরোধী। মার্ক একজন পাগলের কথা লেখেছেন এবং লূক তা ঠিক রেখেছেন। মথির লেখক তা পরিবর্তন করে দুজন পাগলের কথা লেখেছেন। এটা (ঘটনার নাটকীয়তা ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা) মথির রচনা শৈলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"[২৪]

বিশ্বাসীর জন্য সহজ সমাধান আনুমানিক কল্পনা। সম্ভবত গারাদা ও গেরাসা নামে অন্য কোনো শহর গালীল সাগরের পাড়েই ছিল!

Kenneth Humphrey লেখেছেনঃ

"Matthew was aware of Mark's gross error of geography: the reference to Gerasa (Jerash), which was more than forty miles from Lake Tiberias. In his revision, Matthew switched to "country of the Gadarenes". But even Gadara (Umm Qais) was eight miles from the lake! As a result, vexed scribes sometimes amended Matthew to read "country of the Gergesenes", a scribal invention that disguised the problem by ambiguity. Was "Gerges" somewhere east of the lake? That same ambiguity is found in Luke, with variants of Gerasenes, Gadarenes, and Gergesenes. Only the writers of the gospel of John found the perfect solution – they omitted the piggy story entirely!"

"গেরাসার উল্লেখ যে মার্কের ভয়ঙ্কর ভৌগলিক ভ্রান্তি সে বিষয়ে মথি সচেতন ছিলেন। কারণ এ শহরটা তিবরিয়া হ্রদ থেকে ৪০ মাইলেরও বেশি দূরে। এজন্য মথি তাঁর নিজের পাঠে এটাকে পরিবর্তন করে লেখেছেনঃ গাদারীয়দের দেশে। কিন্তু গাদারাও হ্রদ থেকে ৮ মাইল দূরে। এ কারণে বিব্রত লিপিকাররা কখনো মথির পাঠ সংশোধন করে অস্পষ্টতার মধ্যে সমস্যা গোপন করার জন্য লেখেছেন 'গেরজেসেনীয়দের দেশ'। 'গেরজেস' নামে কোনো জনপদ কি হ্রদের পূর্বপার্শ্বে ছিল? একই রকমের অস্পষ্টতা পাওয়া যায় লূকের মধ্যে। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে গেরাসেনীয়, গাদারীয়, গেরজেসেনীয় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। শুধু যোহনের ইঞ্জিলের লেখকরা সঠিক সমাধান পেয়েছিলেন। তারা শূকর কাহিনীটা একেবারেই বাদ দিয়েছেন।"[২৫]

৩. ৫. ১৬. যীশুর প্রথম গণভাষণ সমতলে না পর্বতে?

ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা অনুসারে, যীশু শিষ্যদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁর শিক্ষা প্রচার করেন এবং অনেক মানুষকে সুস্থ করেন। অনেক মানুষ তাঁর পিছে সমবেত হয়। তখন তিনি সকলের সামনে একটা গণভাষণ ও গণআশীর্বাদ প্রদান করেন। এ ভাষণের স্থান বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। মথি (৫/১-২) লেখেছেনঃ "তিনি অনেক লোক দেখে পর্বতে উঠলেন; আর তিনি বসলে পর তাঁর সাহাবীরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি মুখ খুলে তাঁদেরকে এই উপদেশ দিতে লাগলেন।" (মো.-১৩)

পক্ষান্তরে লূক (৬/১৭, ২০) লেখেছেনঃ "পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে একটি সমান ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন; আর তাঁর অনেক সাহাবী ...অনেক লোক উপস্থিত হল; পরে তিনি তাঁর সাহাবীদের প্রতি

[২৪] আরো দেখুনঃ উইকিপিডিয়াঃ Umm Qais
[২৫] http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html

দৃষ্টিপাত করে বললেন... ।” (মো.-১৩)

৩. ৫. ১৭. পর্বতের আশীর্বাদগুলো কী এবং কতগুলো?

এ ভাষণে তিনি কতগুলো আশীর্বাদ করেন এবং কোন্ কোন্ প্রকারের মানুষের আশীর্বাদ ঘোষণা করেন তার বর্ণনায় ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। মথি ৫/৩-১০ এবং লূক ৬/২০-২৩ তুলনা করলে পাঠক এ বৈপরীত্য জানতে পারবেন।

৩. ৫. ১৮. যীশুর জেরুজালেম যাত্রার বর্ণনায় বৈপরীত্য

মথি ২০ ও ২১ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, যীশু যিরীহো বা জেরিকো (Jericho) থেকে যাত্রা শুরু করে জেরুজালেমে আগমন করেন (মথি ২০/২৯-৪১; ২১/১-১০)। পক্ষান্তরে যোহন/ ইউহোন্না ১১ ও ১২ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, যীশু ইফ্রয়িম/ আফরাহীম (Ephraim) নামক নগর থেকে যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে বৈথনিয়াতে (Bethany) গমন করেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর তিনি জেরুজালেমে আগমন করেন (যোহন/ ইউহোন্নাঃ ১১/৫৪, ১২/১ ও ১২)।

৩. ৫. ১৯. ডুমুরগাছ কখন শুকাল? তৎক্ষণাৎ না পরদিন?

যীশু একটা ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেন। এ বিষয়ে মথি লেখেছেন: “খুব ভোরে নগরে ফিরে যাবার সময়ে তাঁর (যীশুর) খিদে পেল। পথের পাশে একটা ডুমুর গাছ দেখে তিনি তার কাছে গেলেন এবং পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুর গাছটা শুকিয়ে গেল। তা দেখে সাহাবীরা আশ্চর্য জ্ঞান করে বললেন, ডুমুরগাছটা হঠাৎ কেমন করে শুকিয়ে গেল? জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন ... ।” (মথি ২১/১৮-২১)।

আর মার্ক লেখেছেন: “পরের দিন তাঁরা বৈথনিয়া থেকে বের হয়ে আসলে পর তিনি ক্ষুধার্ত হলেন; এবং দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটি ডুমুর গাছ দেখে, হয়তো তা থেকে কিছু ফল পাবেন বলে কাছে গেলেন; কিন্তু কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কেননা তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। তিনি গাছটিকে বললেন, এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। এই কথা তাঁর সাহাবীরা শুনতে পেলেন। পরে তাঁরা জেরুশালেমে আসলেন ... আর সন্ধ্যা হলে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা নগরের বাইরে চলে গেলেন। খুব ভোরে তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছটি সমূলে শুকিয়ে গেছে। তখন পিতর আগের কথা স্মরণ করে তাঁকে বললেন, রব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে বদদোয়া দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে। জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন... ।” (মার্ক ১১/১২-২২)

দুটো বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট। প্রথম বর্ণনায় অভিশাপের সাথেসাথেই গাছটা শুকিয়ে গেল এবং শিষ্যরাও তখনই তা দেখলেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় পরদিন সকালে শিষ্যরা গাছটার শুকিয়ে যাওয়া দেখলেন।

৩. ৫. ২০. যীশুর উপদেশ বর্ণনায় মথি ও লূকের বৈপরীত্য

মথির ২১ অধ্যায়ে যীশু গৃহকর্তা ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। দৃষ্টান্তের শেষে তিনি সমবেত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন: “অতএব আঙ্গুর-ক্ষেতের মালিক যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদেরকে কি করবেন? তারা তাঁকে বললো, সেই দুষ্টদেরকে নিদারুণভাবে বিনষ্ট করবেন এবং সেই ক্ষেত এমন অন্য কৃষকদেরকে জমা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।” (মথি ২১/৪০-৪১, মো.-১৩)

লূকের ২০ অধ্যায়ে একই ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে, দৃষ্টান্তের শেষে তিনি সমবেত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন: “এখন আঙ্গুর-ক্ষেতের মালিক তাদেরকে নিয়ে কি করবেন? তিনি এসে এই কৃষকদেরকে বিনষ্ট করবেন এবং ক্ষেত অন্য লোকদেরকে দেবেন। এই কথা শুনে তারা বললো, এমন না হোক।” (লূক

২০/১৫-১৬, মো.-১৩)

উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট। প্রথম বর্ণনা অনুসারে সমবেত শ্রোতারা বলেছিল যে, আংগুর ক্ষেতের মালিক উক্ত কৃষকদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করবেন। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুসারে, শ্রোতারা একথা বলে নি, বরং যীশু নিজে এ কথা বলেছেন এবং শ্রোতারা যীশুর মুখে এ কথা শুনে তা অস্বীকার বা আপত্তি করেছে।

৩. ৫. ২১. গর্দভী ও গর্দভশাবক না শুধু গর্দভশাবক?

মথি লেখেছেন, জেরুজালেমের কাছে যাওয়ার পরে যীশু তাঁর দু'জন শিষ্য বা সাহাবীকে নিকটবর্তী গ্রামে পাঠান 'গাধী ও তার সাথে তার বাচ্চাটিকে' খুলে আনার জন্য। শিষ্যদ্বয় 'গাধীটিকে ও বাচ্চাটিকে' খুলে এনে যীশুকে দেন এবং যীশু উভয়ের উপর আরোহণ করেন। বাকি তিন ইঞ্জিল লেখেছে যে, যীশু তাঁর দুজন শিষ্যকে প্রেরণ করেন 'গাধার বাচ্চাটিকে' নিয়ে আসতে। তারা সেটিকে আনেন এবং যীশু সেটির উপরে আরোহণ করেন। (মথি ২১/১-৭; মার্ক ১১/১-৮; লূক ১৯/২৮-৩৬; যোহন ১২/১৪)

পরবর্তী তিন ইঞ্জিলের সাথে মথির বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, মথি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনা বিকৃত করেছেন। কারণ তিনি এ ঘটনাটাকে সখরিয় বা জাকারিয়ার একটা বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন। জাকারিয়ার বক্তব্য হিব্রু বাইবেলে নিম্নরূপ: "তিনি গাধার উপরে, গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন"। বাংলা বাইবেলেও এরূপই লেখা হয়েছে (সখরিয়/ জাকারিয়া ৯/৯ ও মথি ২১/৫)। কিন্তু পুরাতন নিয়মের গ্রিক অনুবাদ বা সেপ্টুআজিন্টে এখানে 'এবং' শব্দ যোগ করা হয়েছে: 'তিনি গাধার উপরে এবং গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।' মথির লেখক গ্রিক অনুবাদের উপর নির্ভর করেছিলেন। এজন্য যীশুর কর্মকে সখরিয়র কথার সাথে মেলানোর জন্য যীশুকে গাধা ও গাধীর বাচ্চার উপরে একত্রে আরোহণ করিয়েছেন। দুটো পশুর উপর একত্রে আরোহণ করা যে অসম্ভব তা তিনি বিবেচনা করতে রাজি হননি।[২৬]

৩. ৫. ২২. শিষ্যদের সাথে সাক্ষাতের বর্ণনায় বৈপরীত্য

যদি কেউ মার্ক ১ম অধ্যায়, মথি ৪র্থ অধ্যায় ও যোহন ১ম অধ্যায় তুলনা করেন তবে যীশুর শিষ্যদের সাক্ষাৎ, ঈমানগ্রহণ ও শিষ্যত্ব গ্রহণের পদ্ধতির বর্ণনায় তিনটা বৈপরীত্য দেখতে পাবেন (মথি ৪/১৮-২২, মার্ক ১/১৬-২০ ও যোহন ১/৩৫-৫০)

প্রথমত: মথি ও মার্ক উভয়েই লেখেছেন যে, যীশু পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন এ চারজনকে গালীল সমুদ্রের তীরে দেখতে পান। তখন তিনি তাদেরকে বিশ্বাসের আহ্বান জানান। তাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুগমন করেন। কিন্তু যোহন লেখছেন যে, যাকোব ছাড়া বাকি তিনজনের সাথে যীশুর সাক্ষাত হয় যর্দন নদীর পরপারে (বৈথনিয়াতে)।

দ্বিতীয়ত: মথি ও মার্ক লেখেছেন যে, গালীলের সমুদ্রের তীরে প্রথমে পিতর ও আন্দ্রিয়র সাথে যীশুর সাক্ষাত হয়। এর অল্প পরেই এ সমুদ্রতীরেই তাঁর সাথে যাকোব ও যোহনের সাক্ষাত হয়।

কিন্তু যোহন লেখেছেন যে, যোহন ও আন্দ্রিয় প্রথমে যীশুর সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর আন্দ্রিয় তার ভাই পিতরকে যীশুর নিকট ডেকে আনেন। এরপর পরদিন যখন যীশু গালীলে গমনের ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ফিলিপের দেখা পেলেন। এরপর ফিলিপের কথায় নথনেল যীশুর নিকট আগমন করেন। যোহনের সুসমাচারে এখানে যাকোবের কোনো উল্লেখই নেই। নথনেলের কথা যোহন ছাড়া কেউ উল্লেখ করেননি।

---

[২৬] Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, p 348-350.

তৃতীয়ত: মথি ও মার্ক লেখেছেন যে, যীশুর সাথে যখন পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন এ চারজনের প্রথম সাক্ষাত হয় তখন প্রথম দুজন সমুদ্রে জাল ফেলছিলেন এবং শেষ দুজন নৌকায় জাল মেরামত করছিলেন। যোহন জালের কোনোরূপ উল্লেখ করেননি। বরং তিনি লেখেছেন যে, যোহন ও আন্দ্রিয় যোহন বাপ্তাইজকের মুখে যীশুর বিবরণ শুনে যীশুর কাছে আগমন করেন। এরপর আন্দ্রিয়র আহ্বানে তার ভাই পিতর আগমন করেন।

৩. ৫. ২৩. অধ্যক্ষ-কন্যাকে জীবিত করার বর্ণনায় বৈপরীত্য

ইহুদিদের একজন অধ্যক্ষ বা নেতা (ruler)-এর কন্যাকে যীশু জীবিত করেন। এ ঘটনা বর্ণনায় মথির সাথে মার্কের বৈপরীত্য রয়েছে। মথি লেখেছেন: নেতাটা যীশুর কাছে এসে বলেন: "আমার কন্যাটি হয়তো এতক্ষণ মারা গেছে; কিন্তু আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, তাতে সে বাঁচবে।...তখন ঈসা উঠে তাঁর সঙ্গে গমন করলেন, তাঁর সাহাবীরাও চললেন। ... পরে ঈসা সেই নেতার বাড়িতে এসে যখন দেখলেন যারা বাঁশী বাজায় তারা রয়েছে ও লোকেরা কোলাহল করছে, তখন বললেন, সরে যাও, কন্যাটি তো মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। তখন তারা তাঁকে উপহাস করলো।" (মো.-১৩)

কিন্তু মার্ক লেখেছেন যে, লোকটা যীশুর কাছে এসে বলেন: "আমার মেয়েটি মারা যেতে বসেছে, আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, যেন সে সুস্থ হয়ে বাঁচে।" যীশু তার সাথে তার বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে "নেতার বাড়ি থেকে লোক এসে বললো, আপনার কন্যার মৃত্যু হয়েছে, হুজুরকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছেন?" (মো.-১৩) লূকের বর্ণনা মার্কের মতই। (মথি ৯/১৮-২৬; মার্ক ৫/২২-৪৩ ও লূক ৮/৪০-৫৬)

৩. ৫. ২৪. শতপতির দাসকে সুস্থ করার বর্ণনায় বৈপরীত্য

মথি লেখেছেন, যে রোমান অ-ইহুদি শতপতি (centurion) বা একশ সৈন্যের সেনাপতির অসুস্থ দাসকে যীশু সুস্থ করেন তিনি নিজে স্বশরীরে যীশুর নিকট আগমন করেন: "আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করলে এক জন শতপতি তাঁর কাছে এসে বিনতি পূর্বক বলেন, হে প্রভু, আমার গোলাম বাড়িতে পক্ষাঘাতে পড়ে আছে, ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে। তিনি তাকে বললেন, আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করবো। শতপতি জবাবে বললেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আসেন; কেবল মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম সুস্থ হবে।... (যীশু শতপতির ঈমানের প্রশংসা করলেন)। পরে ঈসা সেই শতপতিকে বললেন, চলে যাও, যেমন ঈমান আনলে তেমনি তোমার প্রতি হোক। আর সেই দণ্ডেই তার গোলাম সুস্থ হল।" (মথি ৮/৫-১৩, মো.-১৩)

লূকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, উক্ত শতপতি কখনোই নিজে স্বশরীরে যীশুর নিকট আগমন করেননি, সাক্ষাৎ করেননি এবং কোনো কথাও তাঁর সাথে বলেননি; উপরন্তু সাক্ষাত করার যোগ্য তিনি নন তাও নিশ্চিত করেছেন। "তখন এক জন শতপতির এক জন গোলাম অসুস্থ হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিল; সে তার প্রিয়পাত্র ছিল। তিনি ঈসার সংবাদ শুনে ইহুদীদের কয়েক জন প্রাচীনকে দিয়ে তাঁর কাছে নিবেদন করে পাঠালেন, যেন তিনি এসে তার গোলামকে বাঁচান। ... ঈসা তাদের সঙ্গে গমন করলেন, আর তিনি বাড়ির অনতিদূরে থাকতেই শতপতি কয়েক জন বন্ধুর মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না; কেননা আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আসেন; সেজন্য আমি নিজেকেও আপনার কাছে আসার যোগ্য মনে করি না; আপনি মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম সুস্থ হবে।... (যীশু শতপতির ঈমানের প্রশংসা করলেন)। পরে যাদেরকে পাঠান হয়েছিল, তারা বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেই গোলামকে সুস্থ দেখতে পেলেন।" (লূক ৭/২-১০, মো.-১৩)

৩. ৫. ২৫. যীশুর বিতর্কের তারিখ বর্ণনায় বৈপরীত্য

মার্ক ১১ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, যীশুর জেরুজালেমে প্রবেশের তৃতীয় দিনে তাঁর সাথে ইহুদি প্রধান যাজক, অধ্যাপক ও প্রাচীনবর্গের বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আর মথি ১১ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, জেরুজালেমে প্রবেশের দ্বিতীয় দিনে এ বিতর্ক সংঘটিত হয়।

৩. ৫. ২৬. যীশুর কার্য বর্ণনার ক্রমবিন্যাসে বৈপরীত্য

মথি ৮ অধ্যায়ে ১৮-২২ শ্লোকে লেখেছেন যে, এক জন অধ্যাপক (আলেম) যীশুর অনুসরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং অন্য এক ব্যক্তি তার মৃত পিতাকে কবর দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর যীশু কী কী অলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন ও উপদেশ প্রদান করেন তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি প্রদান করেছেন। ৮ অধ্যায়ের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৬ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এ সকল কাহিনী তিনি লেখেছেন। এরপর ১৭ অধ্যায়ে তিনি যীশুর উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে লূক ৪র্থ অধ্যায় থেকে ৯ম অধ্যায় পর্যন্ত উপরের সকল অলৌকিক ঘটনা ও উপদেশ প্রদানের ঘটনা বর্ণনা করার পরে ৯ম অধ্যায়ের মাঝামাঝি এসে যীশুর রূপান্তর বা উজ্জ্বল রূপ গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি উক্ত দু' ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

এখানে ঘটনাগুলোর বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আমরা বৈপরিত্য দেখতে পাই। ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনায় ঘটনার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা এবং পূর্বের কর্মকে পরে ঘটেছে বলে উল্লেখ করা সঠিক নয়। বিশেষত পবিত্র আত্মার প্রেরণায় বা ঐশী প্রেরণায় রচিত কোনো গ্রন্থে এরূপ বৈপরীত্যের কথা চিন্তা করা যায় না।

একই বৈপরীত্য ভুতগ্রস্ত গোঁগার (ভুতে পাওয়া বোবা লোকের) কাহিনী বর্ণনায়। মথি ৯ অধ্যায়ে (মথি ৯/৩২-৩৪) ভূতগ্রস্ত গোঁগার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। এরপর ১০ অধ্যায়ে যীশু কতৃক শিষ্যদেরকে 'ভূত ছাড়াবার ও সব রকম রোগ ভাল করবার' ক্ষমতা প্রদান এবং তাদেরকে প্রেরণ করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন (মথি ১০/১-১০)। এরপর তিনি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে অনেক কাহিনী উল্লেখ করেছেন। এরপর ১৭ অধ্যায়ে তিনি যীশুর রূপান্তর ও উজ্জ্বল রূপগ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

অপর দিকে লূক ৯ম অধ্যায়ে যীশু কর্তৃক শিষ্যদেরকে ক্ষমতা প্রদানের ঘটনা উল্লেখ করেছেন (লূক ৯/১-৬)। এরপর যীশুর রূপান্তরের ঘটনা উল্লেখ করেছেন (লূক ৯/২৮-৩৬)। এরপর এই অধ্যায়ে, পরবর্তী ১০ অধ্যায়ে ও ১১শ অধ্যায়ের শুরুতে অন্য অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি ভূতগ্রস্ত গোঁগার (ভূতে ধরা বোবার) কাহিনী উল্লেখ করেছেন (লূক ১১/১৪-১৫)।

৩. ৫. ২৭. যীশুর কার্য বিবরণীতে মার্ক ও মথির বৈপরীত্য

মার্কের ৪র্থ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, যীশু সমুদ্রের তীরে উপস্থিত জনগণকে 'দৃষ্টান্তভিত্তিক উপদেশাবলি' প্রদান করেন। এরপর তিনি উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বলেন এবং এরপর রাতে সমুদ্রের মধ্যে ঝড় ওঠে এবং প্রবল তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয়। মথির অষ্টম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, উপস্থিতদেরকে চলে যেতে বলা এবং সমুদ্রের ঝড় ও তরঙ্গমালার ঘটনা দুটো ঘটেছিল যীশুর পর্বতে দত্ত উপদেশের পরে। এর অনেক পরে ১৩ অধ্যায়ে মথি 'দৃষ্টান্তভিত্তিক উপদেশাবলি' উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনা থেকে জানা যায় এ ঘটনাটা ঝড়ের ঘটনার অনেক পরে ঘটেছিল। কারণ মথির বর্ণনামতে গালীলের পর্বতের উপরে প্রদত্ত উপদেশের অনেক পরে সমুদ্রতীরের 'দৃষ্টান্তভিত্তিক উপদেশ' প্রদানের ঘটনা ঘটেছিল।

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আগে পিছে বর্ণনা করা পরস্পর বিরোধিতা বলে গণ্য।

৩. ৫. ২৮. যীশুর কার্যাবলি বর্ণনায় মথি ও লূকের বৈপরীত্য

মথি ৮ম অধ্যায়ে লেখেছেন যে, পর্বতের উপরে উপদেশ প্রদানের পরে যীশু প্রথমে একজন কুষ্ঠীকে সুস্থ করেন। এরপর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করার পরে একজন শতপতির দাসকে সুস্থ করেন। এরপর পিতরের শাশুড়ির জ্বর ভাল করেন।

লূক চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমে পিতরের শাশুড়ির জ্বর ভাল করার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর ৫ম অধ্যায়ে কুষ্ঠীকে ভাল করার কথা লেখেছেন। এরপর ৭ম অধ্যায়ে শতপতির দাসকে সুস্থ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. ৫. ২৯. প্রেরিতদের লাঠি রাখার আদেশ ও নিষেধ!

যীশু যে বার জন শিষ্যকে প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন তাদেরকে ইংরেজিতে 'apostle' বলা হয়। শব্দটার আভিধানিক অর্থ 'প্রেরণকৃত' বা 'প্রেরিত'। কেরির অনুবাদের তাদেরকে 'প্রেরিত' বলা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে তাদেরকে 'সাহাবী' বলা হয়েছে। যীশু তাঁদেরকে প্রেরণ করার সময় তাঁদের সাথে লাঠি রাখতে আদেশ করেছিলেন না নিষেধ করেছিলেন? ইঞ্জিলগুলের মধ্যে সাংঘর্ষিক বর্ণনা বিদ্যমান। মথি লেখেছেন যে, যীশু সাহাবীদেরকে সাথে লাঠি রাখতে নিষেধ করেনঃ "তোমাদের থলিতে সোনা বা রূপা বা ব্রোঞ্জ নিও না, এবং যাত্রার জন্য থলি বা দু'টি জামা বা জুতা বা লাঠি, এই সকলের আয়োজন করো না...।" (মথি ১০/৯-১০) লূকের বর্ণনাতেও নিষেধ বিদ্যমানঃ "তিনি তাঁদেরকে বললেন, পথের জন্য কিছুই নিও না, লাঠিও না, ঝুলিও না, খাদ্যও না, টাকাও না, দু'টা করে জামাও নিও না।" (লূক ৯/৩, মো.-১৩)

কিন্তু মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সাহাবীদেরকে লাঠি সাথে রাখার নির্দেশ দেনঃ "তিনি তাদের হুকুম করলেন, তোমরা যাত্রার জন্য একটি করে লাঠি ছাড়া আর কিছু নিও না, রুটিও না, ঝুলিও না, থলিতে পয়সাও না; কিন্তু পায়ে জুতা দাও, আর দু'টো জামা গায়ে দিও না।" (মার্ক ৬/৮-৯, মো.-১৩)

৩. ৫. ৩০. ভূতে ধরা মেয়েটার মাতার পরিচয়ে বৈপরীত্য

নতুন নিয়মের একাধিক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন 'অ-ইহুদি' স্ত্রীলোক তার ভূতে-ধরা মেয়েকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য যীশুর নিকট কাকুতি মিনতি করেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটার পরিচয় প্রদানে বৈপরীত্য রয়েছে। মথির ১৫ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে স্ত্রীলোকটা ছিল 'কনানীয়'। অথচ মার্কের ৭ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে স্ত্রীলোকটা ছিল গ্রিক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী।" (মথি ১৫/২১-২৭ ও মার্ক ৭/২৫-২৮)

৩. ৫. ৩১. যীশু কর্তৃক রোগমুক্তদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য

মার্ক লেখেছেন যে, উক্ত 'অ-ইহুদি' স্ত্রীলোকের মেয়েটাকে সুস্থ করার পরে যীশু গালীল সমুদ্রের ধারে একজন 'বধির ও তোৎলাকে' সুস্থ করেন। মথি তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুসারে একজনকে অনেক বানিয়েছেন। তিনি লেখেছেনঃ আর অনেক লোক তাঁর কাছে আসলে লাগল, তারা তাদের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলা এবং আরও অনেক লোককে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রাখল; আর তিনি তাদেরকে সুস্থ করলেন।" (মার্ক ৭/৩১-৩৭ ও মথি ১৫/২৯-৩১, মো.-১৩)

৩. ৫. ৩২. যীশু ক'জনকে দৃষ্টি দান করলেন?

মার্ক লেখেছেন, জেরিকো হতে বের হওয়ার পরে তিনি পথে 'তিময়ের পুত্র বরতিময়' নামক একজন অন্ধকে দেখতে পান এবং তাকে সুস্থ করেন। কিন্তু মথি লেখেছেন যে, জেরিকো হতে বের হওয়ার পরে

তিনি দুজন অন্ধকে দেখতে পান, যারা পথের পাশে বসেছিল এবং তিনি তাদেরকে সুস্থ করেন। (মথি ২০/২৯-৩৪ ও মার্ক ১০/৪৬-৫২)। আমরা দেখেছি যে, এক-কে অধিক বানানো মথির সুপরিচিত অভ্যাস।

৩. ৫. ৩৩. যীশুর দেহে সুগন্ধি ঢালার বর্ণনায় বহুবিধ বৈপরীত্য

মথি, মার্ক ী যোহন একজন মহিলা কর্তৃক যীশুর দেহে মূল্যবান সুগন্ধি ঢেলে দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। (মথি ২৬/৩-১৩; মার্ক ১৪/১-৯; যোহন ১২/১-৮) ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা তুলনা করলে পাঠক ৬ দিক থেকে বৈপরীত্য দেখবেনঃ

(ক) মার্ক লেখেছেন, ঘটনাটা ঘটেছিল নিস্তারপর্ব/ উদ্ধার ঈদ/ ঈদুল ফেসাখের দু'দিন পূর্বেঃ "দুই দিন পরে ঈদুল ফেসাখ... ঈসা যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন" (মার্ক ১৪/১-৩, মো.-১৩)। ২৬ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে মথি লেখেছেন, যীশু বলেনঃ "তোমরা জান, দুই দিন পরে ঈদুল ফেসাখ/ নিস্তারপর্ব আসছে...।" (মো.-১৩ ও কেরি) এরপর ৬ শ্লোক থেকে সুগন্ধি ঢালার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে যোহন লেখেছেন যে, ঘটনাটা ঘটেছিল নিস্তারপর্বের ছয় দিন পূর্বেঃ "ঈদুল ফেসাখের ছয় দিন আগে ঈসা বৈথনিয়াতে আসলেন...।" (ইউহোন্না ১২/১, মো.-১৩)

(খ) মার্ক ও মথি লেখেছেন, এ ঘটনাটা ঘটেছিল কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে। অপরদিকে যোহনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঘটনাটা ঘটেছিল মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া লাসারের বোন মরিয়মের আবাসস্থলে। মজার বিষয় হল, লূক ৭ অধ্যায়ে অনুরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি ঘটনাটা গালীল প্রদেশের এক ফরীশীর বাড়িতে ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন। (লূক ৭/৩৬-৩৮)

(গ) মথি ও মার্ক লেখেছেন, মহিলাটা সুগন্ধিটুকু 'যীশুর মস্তকে ঢালিয়া দেন।' অপর দিকে যোহন উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তা 'যীশুর চরণে মাখাইয়া দেন'।

(ঘ) মার্ক লেখেছেন যে, বহুমূল্য সুগন্ধি ঢেলে দেওয়ার কারণে উপস্থিত কোনো কোনো ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। আর মথি লেখেছেন যে, শিষ্যরাই বিরক্ত হয়ে তার কাজের প্রতিবাদ করেন। পক্ষান্তরে যোহন লেখেছেন যে, শুধু ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাই এ কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন।

(ঙ) যোহন লেখেছেন যে, আতরটুকুর মূল্য ছিল 'তিন শত সিকি'। মার্ক একটু বাড়িয়েছেন। তিনি লেখেছেন যে, তার মূল্য ছিল 'তিন শত সিকিরও অধিক।' মথি মূল্যের পরিমাণ অস্পষ্ট রেখে বলেছেন 'অনেক টাকা'।

(চ) এ সময় যীশু কি বলেছিলেন তার বর্ণনাতে তাদের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

তিনটা ইঞ্জিলে ঘটনাটা পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, তাঁরা একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর একথা তো চিন্তা করা যায় না যে, কয়েকদিনের মধ্যে বারবার আতর ঢালার ঘটনা ঘটবে, প্রত্যেকবারেই একজন মহিলা আতর ঢালবেন, প্রত্যেকবারেই খাওয়ার সময়েই ঢালবেন, প্রত্যেকবারেই নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময়ে তা ঘটবে, প্রত্যেক বারেই ঢেলে দেওয়া আতরের মূল্য তিন শত সিকি বা তার অধিক হবে এবং যীশু প্রথমবারে কাজটা অনুমোদন করার দু' একদিন পরেই আবার উপস্থিত মানুষেরা বা শিষ্যেরা তার প্রতিবাদ ও আপত্তি করবেন।

৩. ৫. ৩৪. ধর্মধামের প্রতিবাদ প্রচারের শুরুতে না শেষে?

ইহুদি জাতির ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জেরুজালেমে অবস্থিত সদাপ্রভুর মন্দির বা ধর্মধাম (বাইতুল মোকাদ্দস!)। আর যীশুর ধর্মপ্রচারের শুরু ছিল জেরুজালেম থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উত্তরে গালিলে।

এক পর্যায়ে তিনি জেরুজালেমে আগমন করে ধর্মধাম পবিত্র করেন। এটা তাঁর জীবনের প্রসিদ্ধতম ঘটনা। কিন্তু কখন ঘটেছিল সে ঘটনা? মথি, মার্ক ও লূক লেখেছেন যে, যীশু তাঁর প্রচার জীবনের শেষ প্রান্তে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কয়েকদিন আগে জেরুজালেমের ধর্মধামে প্রবেশ করে তা পবিত্র করেন (মথি ২১/১২-১৩; মার্ক ১১/১২-১৮ এবং লূক ১৯/৪৫-৪৮)। কিন্তু যোহনের বর্ণনা অনুসারে যীশু তাঁর প্রচার কার্য শুরুই করেন এ কর্মটার মাধ্যমে (যোহন ২/১৩-১৭)।

৩. ৫. ৩৫. যীশু কত বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

প্রথম তিন 'সমমতীয়' ইঞ্জিল, অর্থাৎ মথি, মার্ক ও লূক পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, যীশু মাত্র এক বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পক্ষান্তরে যোহন উল্লেখ করেছেন যে, যীশু প্রচার কার্য শুরু করার পরে পরপর তিন বছর নিস্তার পর্বে ধর্মধামে প্রবেশ করেন। তাহলে তিনি তিন বছর বা অন্তত দু বছর প্রচার কার্য চালান। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লেখেছে: “The public ministry in John occupies two or three years, but the Synoptics telescope it into one.” : “যোহনের বর্ণনায় যীশু জনগণের মধ্যে প্রচার করেন দু' বা তিন বছর। কিন্তু প্রথম তিন ইঞ্জিলের বর্ণনায় এটা ছিল এক বছর।”[২৭]

৩. ৫. ৩৬. নিস্তারপর্ব ও প্রভুর ভোজের বর্ণনায় বৈপরীত্য

'নিস্তারপর্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন' বিষয়ে লূক ২২ অধ্যায়, মথি ২৬ অধ্যায় ও মার্ক ১৪ অধ্যায়ের মধ্যে তুলনা করলে পাঠক দুটো পার্থক্য দেখবন:

প্রথমত: লূক দু'বার পানপাত্র গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। ভোজের পূর্বে একবার এবং ভোজের পরে একবার। অপর দিকে মথি ও মার্ক একবার পানপাত্র গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। লূকের বর্ণনা সত্য হলে ক্যাথলিক সহ সকল খ্রিষ্টান একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, তা হল, লূকের বর্ণনা অনুসারে দু'বার পানপাত্র ব্যবহার না করে তারা কেন 'প্রভুর ভোজে' একবার মাত্র পানপাত্র ব্যবহার করেন?

দ্বিতীয়ত, লূকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যীশুর শরীর তাঁর শিষ্যদের নিমিত্ত প্রদত্ত (এবং তাঁর রক্ত তাদেরই জন্য পতিত)। মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর রক্ত 'অনেকের জন্য পতিত'। আর মথির বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর দেহ কারো জন্য প্রদত্ত নয় এবং তাঁর রক্তও কারো জন্য পতিত নয়। বরং নতুন নিয়মই পতিত ও প্রবাহিত। (মথি ২৬/২০-২৯; মার্ক ১৪/১৭-২৫; লূক ২২/১৪-২১)

সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হল, যোহন এ ঘটনাটা উল্লেখই করেননি, যদিও এ ঘটনাটা খ্রিষ্টধর্মের অন্যতম ভিত্তি। অথচ তিনি আতর ঢেলে দেওয়া, গাধার পিঠে আরোহণ করা এবং অন্যান্য অনেক খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যেগুলো অন্য তিন সুসমাচারেও উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ৫. ৩৭. রুটিতে হাত ডুবাল কে? যীশু না যিহূদা?

মথির ২৬ অধ্যায়ে রয়েছে, যীশু তাঁর ১২ শিষ্যকে বলেন: “তোমাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে প্রত্যেক জন তাঁকে বলতে লাগলেন, প্রভু, সে কি আমি? জবাবে তিনি বললেন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবালো, সেই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ... তখন যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে, সেই এহুদা বললো, রব্বি, সে কি আমি? তিনি তাঁকে বললেন, তুমিই বললে।” (মথি ২৬/২১-২৫, মো.-১৩)

যোহনের ১৩ অধ্যায়ের বর্ণনায় যীশু বলেন: “তোমাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

[২৭] “biblical literature/form and content of John”; Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2009.

করবে। সাহাবীরা এক জন অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন, স্থির করতে পারলেন না, তিনি কার বিষয় বললেন। ... জবাবে ঈসা বললেন, যার জন্য আমি রুটিখণ্ড ডুবাবো ও যাকে দেব, সেই। পরে তিনি রুটিখণ্ড ডুবিয়ে নিয়ে ঈষ্কোরিয়োতীয় শিমোনের পুত্র এহুদাকে দিলেন। (যোহন/ ইউহোন্না ১৩/২১-২৬, মো.-১৩)

মথির বর্ণনা অনুসারে যিহূদা নিজে হাত ডুবালেন। আর যোহনের বর্ণনা অনুসারে যীশু নিজে হাত ডুবালেন।

৩. ৫. ৩৮. কেউ জিজ্ঞাসা করেননি? নাকি করেছিলেন?

ইউহোন্না/ যোহন ১৬ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, যীশু শিষ্যদেরকে শেষ উপদেশের মধ্যে বলেনঃ "কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে এখন যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাচ্ছেন?" (ইউহোন্না ১৬/৫, মো.-১৩)

এর বিপরীতে ইউহোন্না ১৩ ও ১৪ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, পিতর ও থোমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?': "আর আমি যেমন ইহুদীদেরকে বলেছিলাম। 'আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা যেতে পার না,' তেমনি তোমাদেরকেও এখন তা-ই বলছি। ... শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু আপনি কোথায় যাচ্ছেন? (১৩/৩৩, ৩৬) এরপর থোমা তাঁকে একই কথা জিজ্ঞাসা করেনঃ "আর আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তার পথ জান। থোমা তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, তা আমরা জানি না, পথ কিসে জানবো?" (১৪/৪-৫, মো.-১৩)

৩. ৫. ৩৯. যীশু অলৌকিক কাজ প্রকাশ না গোপন করতেন?

নতুন নিয়মের ২৭টা পুস্তকের মধ্যে ২৩টা পুস্তকে যীশুর কোনো অলৌকিক কর্মের উল্লেখ নেই। সাধু পল ও অন্যান্যদের পুস্তিকা ও পত্রগুলো পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে, যীশু কোনো অলৌকিক কর্মই করেননি। কারণ তারা যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান ছাড়া অন্য কোনো অলৌকিক কর্মের কথা উল্লেখ করেননি। এর বিপরীতে প্রথম চারটা পুস্তক বা ইঞ্জিলগুলোতে যীশুর অনেক অলৌকিক কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে আমরা দেখি যে, অলৌকিক কর্ম, বিশেষত রোগ সারানো ও ভূত তাড়ানো কর্মের মাধ্যমেই যীশু তাঁর প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কারণ তিনি শত শত বা হাজার হাজার মানুষের সামনে এগুলো করতেন। (মথি ৪/২৩-২৫, ৯/২৬, ৩৫; ১১/২১-২৩; মার্ক ১/২১-৪৫; ৬/১৪, ৫৬; ৭/৩৬; লূক ৪/৩১-৪৪ ৫/১৫; ৮/৩৯; ২৩/৮; যোহন ১ম ও ২য় অধ্যায়, যোহন ১১/৪৫-৪৮)।

উপরন্তু তিনি এগুলো প্রচার করতে নির্দেশ দিতেন। যীশু একজন ভূতগ্রস্থের ভূত তাড়িয়ে দেন। এরপর তাকে বলেনঃ "তুমি বাড়ি ফিরে যাও এবং আল্লাহ তোমার জন্য কত বড় কাজ করেছেন তা প্রচার কর। সেই লোকটা তখন গ্রামে গেল এবং ঈসা তার জন্য কত বড় কাজ করেছেন তা সমস্ত জায়গায় বলে বেড়াতে লাগল।" (লূক ৮/৩৯; মার্ক ৫/১৮-২০, মো.-১৩) মৃত লাসারকে জীবিত করার সময় যীশু ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেই জন্যই এই কথা বললাম।" (ইউহোন্না ১১/৪২, মো.-১৩)

নবী-রাসূলদের জন্য এটাই স্বাভাবিক যে তাঁরা অলৌকিক কর্ম প্রচারের মাধ্যমে যথাসম্ভব বেশি মানুষকে ঈমানের পথে আকৃষ্ট করবেন।

কিন্তু এর বিপরীতে ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, যীশু তাঁর অলৌকিক কর্ম গোপন করার নির্দেশ দিতেন। মথি (৯/৩০-৩১) লেখেছেন যে, যীশু দুজন অন্ধ ব্যক্তির অন্ধত্ব দূর করেন এবং "খুব কঠোরভাবে তাদের

বললেন, দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে।" মার্ক লেখেছেন (৭/৩১-৩৬) যীশু একজন বোবা বা বয়রা ও তোতলা মানুষকে সুস্থ করেন এবং "এই বিষয়ে কাউকে বলতে লোকদের বারণ করলেন।" (মো.-০৬)

মার্ক ও লূক লেখেছেন যে, যীশু একজন চর্মরোগীকে সুস্থ করেন। এরপর "তাকে কড়াকড়িভাবে বললেন, দেখ, এই কথা কাউকে বোলো না।" (মার্ক ১/৪৪; লূক ৫/১৪, মো.-০৬)। মথি এ ঘটনায় লেখেছেন যে, যীশু যখন চর্মরোগীকে সুস্থ করেন তখন অনেক মানুষ তাঁর পিছে পিছে চলছিল। এরপর তিনি লোকটাকে সুস্থ করে বিষয়টা গোপন রাখতে নির্দেশ দেন (মথি ৮/১-৪)। বিষয়টা অবোধ্য! শতশত মানুষের সামনে অলৌকিক কর্ম দেখিয়ে তা গোপন রাখতে বলার অর্থ কী হতে পারে?

মার্ক (৫/২১-৪২) ও লূক (৮/৪০-৫৬) লেখেছেন, এক কিশোরী অচেতন হয়ে পড়ে। মেয়েটা মারা গিয়েছে ভেবে অনেক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি করছিল। যীশু বালিকাটার ঘর থেকে সবাইকে বের করে তাকে সুস্থ করেন এবং "এই ঘটনার কথা কাউকে না জানানোর জন্য যীশু কড়া আদেশ দিলেন।" (মো.-০৬)

এত মানুষ তাকে মৃত মনে করে গোলমাল ও কান্নাকাটি করছে। এরপর মেয়েটা জীবিত হয়ে তাদের মধ্যে ফিরে এল। তাহলে বিষয়টা গোপন করার অর্থ কী?

মার্ক লেখেছেনঃ "আর নাপাক রূহ্‌রা তাঁকে দেখললেই তাঁর সম্মুখে পড়ে চেঁচিয়ে বলতো, আপনি আল্লাহ্‌র পুত্র; ১২ কিন্তু তিনি তাদেরকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিতেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।" (মার্ক ৩/১১-১২, মো.-১৩)

বড়ই অবাক বিষয়! তিনি নিজে মহা মহা অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করে নিজের বিষয় প্রমাণ করছেন, আবার অশুচি আত্মাদেরকে পরিচয় গোপন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন! এছাড়া বাইবেল থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, কাউকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা যীশুর সমকালীন ইহুদি সমাজে কোনোরূপ দূষণীয় বিষয় ছিল না। যে কোনো সৎ মানুষকে, এমনকি সকল ইহুদিকেই 'ইবনুল্লাহ' বা 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হত। কাজেই এ কথাতে তাঁর কিইবা পরিচয় প্রকাশ পেত? এবং এ কথা গোপন করলেই বা কী হত?

সর্বাবস্থায় আরো কিছু অলৌকিক কর্ম গোপন রাখতে যীশু নির্দেশ দেন বলে ইঞ্জিলগুলো উল্লেখ করেছে। যেমন, যীশুর উজ্জ্বল চেহারা বা আকৃতি পরিবর্তনের ঘটনা গোপন রাখতে তিনি শিষ্যদেরকে নির্দেশ দেন (মথি ১৭/১-৯; মার্ক ৯/২-৯)। এছাড়া যীশু যে সকল ভূত, অশুচি আত্মা বা বদ-রূহ তাড়িয়ে দেন তাদের কাউকে কাউকে তাঁর পরিচয় গোপন রাখতে নির্দেশ দেন। (মার্ক ১/৩৪, ৩/১১-১২)

অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করে মানুষদেরকে বিশ্বাসী হতে সাহায্য করার সাথে অলৌকিক কর্ম গোপন করার নির্দেশনা নিঃসন্দেহে সাংঘর্ষিক। অলৌকিক কর্ম গোপন করার অর্থ মানুষদের জন্য বিশ্বাসকে কঠিন করা বা বিশ্বাসের দরজা রুদ্ধ করা।

বাইবেল বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এড প্যারিশ স্যান্ডার্স এ বৈপরীত্যের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, ইঞ্জিল লেখকগণ যীশুর অলৌকিক কর্ম বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেছেন। তাদের বর্ণনা থেকে মনে হয়, হাজার হাজার মানুষ যীশুর অলৌকিক কর্ম দেখে তাঁর অনুসারী হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তাঁর অনুসারী ছিল কম এবং বাস্তবে যীশু অনেক কম অলৌকিক কর্ম দেখান। তাঁর ১২ শিষ্য, অল্প কিছু অনুসারী ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল সবাইকে একত্রিত করলে সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হয় না। পল লেখেছেন, যীশু পুনরুত্থানের পর এরূপ সংখ্যক মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। (১ করিন্থীয় ১৫/৬)। 'এত অধিক অলৌকিক কর্ম কিন্তু এত অল্প শিষ্য' চোখে পড়ার মত বৈপরীত্য। এর সমন্বয়ের জন্য ইঞ্জিল লেখকরা

মাঝে মাঝে গোপনীয়তার কথা লেখেছেন।[২৮]

৩. ৫. ৪০. অলৌকিক কর্ম বিশ্বাসকে সহজ না কঠিন করতে?

আমরা দেখলাম যে, যীশু তাঁর অলৌকিক কর্মাদি প্রদর্শন করতেন যেন মানুষেরা বিশ্বাসী হতে পারে। কিন্তু এর বিপরীতে কিছু বর্ণনা আমরা ইঞ্জিলগুলোতে পাই, যেখানে অলৌকিক কর্ম দেখতে আগ্রহী বা বিশ্বাসে আগ্রহী মানুষদেরকে অলৌকিক কর্ম না দেখিয়ে যীশু তাদেরকে অবিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন বা অবিশ্বাসী হতে বাধ্য করেছেন। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

(ক) যোহন লেখেছেন যে, জেরুজালেমের ধর্মধামে প্রবেশ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে ইহুদি ধর্মগুরুরা তাঁর কাছে অলৌকিক কর্ম দেখতে চান। কিন্তু তিনি তাদেরকে তা দেখাতে রাজি হননি। "তখন ইহুদীরা জবাবে তাঁকে বললো, তুমি আমাদেরকে কি চিহ্ন-কাজ দেখাচ্ছো যে এসব করছো। জবাবে ঈসা তাঁদেরকে বললেন, তোমরা এই এবাদতখানা ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যেই তা উঠাবো। তখন ইহুদীরা বললো, এই এবাদতখানা নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে তা উঠাবে? কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ বায়তুল-মোকাদ্দসের বিষয় বলছিলেন। অতএব যখন তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের মনে পড়লো যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন।" (ইউহোন্না ২/১৮-২২, মো.-১৩)

তাঁর এ কথার মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা বিদ্যমানঃ

(১) ইহুদিরা তাৎক্ষণিক অলৌকিক কর্ম দেখতে চেয়েছিলেন, ভবিষ্যৎ কোনো অলৌকিক কর্মের কথা শুনতে চান নি। তাদেরকে তাৎক্ষণিক কোনো অলৌকিক কর্ম দেখালে তাদের এবং অগণিত মানুষের বিশ্বাস ও মুক্তি সহজ হত।

(২) যীশু তাদেরকে একটা অসম্ভব কর্মের কথা বলেছেন। ছেচল্লিশ বছরে বানানো একটা মসজিদ অলৌকিক কর্ম দেখার জন্য ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলেও দু-চার দিনে বা দু-চার মাসে তা ভেঙ্গে ফেলা অসম্ভব। বরং এর পরিবর্তে যীশু নিজের অলৌকিক কর্মের মাধ্যমে মুহূর্তে এবাদতখানাটা ভেঙ্গে ফেলে আবার গড়ে দিলেই তা ইহুদি নেতাদের চ্যালেঞ্জের সত্যিকার জবাব হত এবং এ সকল মানুষ মুক্তি পেত।

(৩) তিনি এবাদতখানা বলতে তাঁর দেহ বুঝিয়েছিলেন বলে যে দাবি যোহন করেছেন তা খুবই অবাস্তব। উপস্থিত কেউই তা বুঝে নি। এমনকি তাঁর সাহাবীরাও তা বোঝেননি। কাজেই তাঁর এ উত্তর উপস্থিত ধর্মগুরু ও জনগণের জন্য, ঈশ্বরের প্রিয় প্রজা বনি-ইসরাইলের জন্য ও বিশ্বের মানুষের জন্য বিশ্বাসের দরজা রুদ্ধ করেছে।

(খ) ক্রুশের ঘটনা প্রসঙ্গে লূক বলেনঃ "ঈসাকে দেখে রাজা হেরোদ (Herod Antipas) খুব খুশি হলেন। তিনি ঈসার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি অনেক দিন ধরে তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। হেরোদ আশা করেছিলেন ঈসা তাকে কোনো অলৌকিক কাজ করে দেখাবেন। তিনি ঈসাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ঈসা কোন কথারই জবাব দিলেন না। প্রধান ইমামেরা এবং আলেমেরা সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঈসাকে দোষ দিতে লাগলেন। তখন হেরোদ ঈসাকে অপমান ও ঠাট্টা করলেন, আর তাঁর সৈন্যরাও তা-ই করল।" (লুক ২৩/৮-১১, মো.-০৬)

এখানে যীশু হেরোদের আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ সত্ত্বেও কোনো অলৌকিক কর্ম দেখালেন না। ইতোপূর্বে

---

[২৮] Sanders, E. P, The Historical Figure of Jesus (1995) Penguin Books, England, p 123-127, 157; Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, p 477.

দেখিয়েছেন অথবা ভবিষ্যতে দেখাবেন– তাও বললেন না। তিনি যদি এরূপ কিছু করতেন তবে হেরোদ-সহ সকল ইহুদি ও সকল মানুষ বিশ্বাস অর্জন করে মুক্তি লাভ করত। এরপর তিনি প্রয়োজনে ক্রুশে উঠে মৃত্যু বরণ করতেন। তা না করে নীরব থেকে কি তিনি তাদের সকলের জন্য মুক্তির দরজা রুদ্ধ করলেন না?

(গ) ক্রুশারোহণ প্রসঙ্গে মথি বলেন: "যে সব লোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে ঈসাকে ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি না বায়তুল-মোকাদ্দস ভেংগে আবার তিন দিনের মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। যদি তুমি ইবনুল্লাহ হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস'। প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা এবং বৃদ্ধ নেতারাও তাঁকে ঠাট্টা করে বললেন, 'ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না । ও তো ইসরাইলের বাদশাহ! এখন ক্রুশ থেকে ও নেমে আসুক। তাহলে আমরা ওর উপর ঈমান আনব। ও আল্লাহর উপর ভরসা করে, এখন আল্লাহ যদি ওর উপর খুশি থাকেন তবে ওকে তিনি উদ্ধার করুন। ও তো নিজেকে ইবনুল্লাহ বলত। যে ডাকাতদের তাঁর সংগে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারাও সেই একই কথা বলে তাঁকে টিট্‌কারি দিল। (মথি ২৭/৩৯-৪৩, মো.-০৬)

এ সময়ে তো তাঁর দায়িত্ব ছিল যে, বিশ্ববাসীকে মুক্তির প্রকৃত বিশ্বাস জানিয়ে দিতে তিনি অন্তত একবার ক্রুশ থেকে নেমে আসবেন। এরপর আবার ক্রুশে উঠে জীবনত্যাগ করবেন। তাহলে এ সকল মানুষ ও সকল ইহুদি মুক্তি পেত!

(ঘ) মথি ১২/৩৮-৪০: "কয়েকজন আলেম ও ফরীশী ঈসাকে বললেন, 'হুজুর, আমরা আপনার কাছ থেকে একটা চিহ্ন দেখতে চাই।' ঈসা তাঁদের বললেন, 'এই কালের দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু ইউনুস নবীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না। ইউনুস যেমন সেই মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন ইবনে আদম তেমনি তিন দিন ও তিন রাত মাটির নীচে থাকবেন।" (মো.-০৬)

এ বিষয়টাও দুর্বোধ্য। কেউ চিহ্ন দেখতে চাইলে তাকে ভবিষ্যতে তা দেখানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অর্থই তার জন্য বিশ্বাসকে অসম্ভব করে দেওয়া। এছাড়া যীশু তাদেরকে যে চিহ্ন দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন যা তিনি তাদেরকে দেখান নি। তিনি মাটির নিচে তিন দিন তিন রাত থাকেন নি, বরং এক দিন ও দুই রাত ছিলেন (যোহন ২০/১-১৮; মথি ২৮/১-১০; মার্ক ১৬/১-১১; লূক ২৪/১-১২)। আর তিনি ইউনুস নবীর মত জীবিত অবস্থায় মাছের গর্ভে থাকেন নি; বরং বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি মৃত অবস্থায় মাটির গর্ভে ছিলেন। সর্বোপরি, যীশু তাঁর প্রতিশ্রুতি মত পৃথিবীর গর্ভ থেকে পুনরুত্থানের চিহ্নটা আলেম ও ফরীশীদেরকে দেখান নি। যীশু পুনরুত্থানের পর নিজেকে এদের সামনে প্রকাশিত করে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। এজন্যই ইহুদিরা যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন না। যদি যীশু পাপীদের মুক্তির জন্যই এসে থাকতেন তাহলে তো তিনি পুনরুত্থানের পরে আলেম ও ফরীশীদেরকে দেখা দিয়ে তাদের সকলের, সকল ইহুদি এবং বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

সমালোচকরা বলেন, ইঞ্জিল লেখকরা যীশুকে দেবতা হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁকে প্রকৃত অর্থে স্ববিরোধী, দুর্বোধ্য ও উন্নাসিক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কারো জন্য এ সকল বর্ণনা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

৩. ৬. যীশুর ক্রুশে মৃত্যু প্রসঙ্গে ইঞ্জিলীয় বৈপরীত্য

ইঞ্জিলের বর্ণনায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা যীশুর জীবনের অন্যতম বিষয়। আমরা পৃথকভাবে ইঞ্জিলগুলোর এ বিষয়ক বৈপরীত্য আলোচনা করছি, এর ব্যাপকতা ও অস্বাভাবিকতা অনুধাবনের

জন্য। পাঠক নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে ইঞ্জিলগুলো পবিত্র আত্মার রচনা। আর পবিত্র আত্মার তো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত।

(২) ইঞ্জিলগুলোকে মানবীয় কর্ম হিসেবে গণ্য করলেও এ বিষয়ক বৈপরীত্য খুবই অস্বাভাবিক। ক্রুশে মৃত্যু যীশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। যীশু তাঁর প্রায় তিন বছরের প্রচার জীবনে শিষ্যদেরকে বারবার জানিয়েছেন যে, তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তিন দিন পর তিনি উঠবেন। কাজেই তাঁর হাজার হাজার শিষ্য এবং বিশেষ করে ১২ সাহাবী বিষয়টা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ ও বর্ণনা করবেন বলে আশা করা অন্যায় ছিল না। কিন্তু বাস্তবে আমরা ঠিক বিপরীতটাই দেখতে পাচ্ছি।

(৩) ক্রুশে মৃত্যু ও পুনরুত্থান খ্রিষ্টধর্মের মূল বিষয়। এ বিষয়ক বর্ণনাগুলো প্রথম যুগের খ্রিষ্টানরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করবেন বলে আশা করাও অন্যায় ছিল না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(৪) এটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘটনা। বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রিতে ইস্কোরিয়তীয় যিহূদা যীশুকে ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করে। শুক্রবার তাঁকে ক্রুশে হত্যা করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ ২৩/২৪ ঘণ্টার ঘটনা। প্রিয়তম গুরুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বেদনাপূর্ণ ও খ্রিষ্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এ ২৩/২৪ ঘণ্টার ঘটনার বর্ণনায় নিম্নের ২৪টা অনুচ্ছেদে শতাধিক বৈপরীত্য আমরা দেখব। বিষয়টাকে অকল্পনীয়, অস্বাভাবিক ও ব্যাখ্যাতীত বললে কি অত্যুক্তি হয়?

(৫) ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনায় এ সময়ে যীশু সর্বোচ্চ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং হাজার হাজার ভক্ত লাভ করেছেন। তাঁদের সকলের চোখের সামনে যে ঘটনাটা ঘটল তার বর্ণনায় এরূপ অকল্পনীয় সাংঘর্ষিক বৈপরীত্য হতে পারে কিভাবে? সমালোচকরা নিশ্চয়তার সাথেই বলেন যে, মূলতই যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাহিনীটা কাল্পনিক। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে তা লেখা হয়নি। প্রায় শতবর্ষ পরে লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী বিভিন্ন লেখক সংকলন করেছেন এবং নিজের বিশ্বাসের আলোকে সম্পাদনা করে লেখেছেন। ফলে এরূপ সাংঘর্ষিক বৈপরীত্য জন্ম নিয়েছে।

(৬) এখানে আমরা ২৩টা অনুচ্ছেদে এ বিষয়ক বহুবিধ বৈপরীত্য আলোচনা করেছি। পাঠক চার ইঞ্জিলের শেষ অধ্যায়গুলো তুলনা করে পাঠ করলে আরো অনেক বৈপরীত্য দেখবেন।

৩. ৬. ১. এহুদা ষড়যন্ত্র শুরু করল ভোজের আগে না পরে?

যীশুকে সমর্পনকারী জুডাস ঈসকারিয়োত (Judas Iscariot) বাংলায় ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা/ ইস্করিয়োতীয় এহুদা বা এহুদা ইস্কারিয়োৎ। তার সাথে যাজকদের কথাবার্তা, চুক্তি ও লেনদেন কখন হল? প্রভুর ভোজের আগে না পরে?

মথি, মার্ক ও লূক সুস্পষ্টভাবে লেখেছেন যে, ভোজের আগেই ঈষ্করিয়োতীয় এহুদা প্রধান যাজকদের সাথে লেনদেন সম্পন্ন করে। পরে শিষ্যরা ভোজের বিষয়ে যীশুর সাথে আলোচনা করেন এবং পরে ভোজের ব্যবস্থা হয়। (মথি ২৬/১৪-২৫; মার্ক ১৪/১০-১১; লূক ২২/৩-২৩)। কিন্তু যোহন লেখেছেন যে, ভোজের সময় যীশুর দেওয়া রুটিখণ্ডের সাথে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভোজের পরে সে তার ষড়যন্ত্র ও দুষ্কর্ম সাধনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। (যোহন ১৩/২১-৩০)

৩. ৬. ২. যীশু বিশ্বাসঘাতকতার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কখন?

ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা অনুসারে প্রেরিতদের সাথে শেষ নৈশভোজের সময় যীশু জানান যে, তাঁদের মধ্য থেকে একজন যীশুকে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করবে। কিন্তু কখন তিনি এ কথা বললেন? নৈশভোজের

আনুষ্ঠানিকতা, আশীর্বাদ, রুটিকে তাঁর দেহ ও পানীয়কে তাঁর রক্ত বলার পরে? না এ সব কিছুর আগে? ইঞ্জিলগুলো সাংঘর্ষিক তথ্য প্রদান করেছে। মথি, মার্ক ও যোহন লেখেছেন যে, যীশু ভোজনে বসে প্রথমে শিষ্যদেরকে জানান যে, তাঁদের মধ্য থেকে একজন যীশুকে সমর্পণ করবে। 'পরে' তিনি রুটি নিয়ে দোয়াপূর্বক তা ভেঙ্গে শিষ্যদেরকে বলেনঃ ভোজন কর, এ আমার শরীর, এবং পানীয় নিয়ে বলেনঃ এ আমার রক্ত...। (মথি ২৬/২০-২৯; মার্ক ১৪/১৭-২৮; যোহন ১৩/২১-৩০)।

এর বিপরীতে লূক লেখেছেন যে, তিনি উপরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরে তাঁদেরকে জানান যে, তাঁদেরই একজন তাঁকে সমর্পণ করবে। (লূক ২২/১৪-২৩)

৩. ৬. ৩. যীশুর গ্রেফতারে এহুদার অবস্থা বর্ণনায় বৈপরীত্য

আমরা দেখেছি যে, এ বিষয়ে তিন ইঞ্জিলের সাথে যোহনের বৈপরীত্য বিদ্যমান। মথি লেখেছেনঃ "যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে তাদেরকে এই সঙ্কেত বলেছিল, আমি যাকে চুম্বন করবো, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরবে। সে তখনই ঈসার কাছে গিয়ে বললো, রব্বি, আসসালামু আলাইকুম, আর তাঁকে আগ্রহ পূর্বক চুম্বন করলো। ঈসা তাকে বললেন, বন্ধু, যা করতে এসেছো, কর। তখন তারা কাছে এসে ঈসার উপর হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ধরলো।" (মথি ২৬/ ৪৭-৫১, মো.-১৩)

কিন্তু যোহন লেখেছেনঃ "অতএব এহুদা সৈন্যদলকে এবং প্রধান ইমামদের ও ফরীশীদের কাছ থেকে পদাতিকদের সঙ্গে নিয়ে মশাল, প্রদীপ ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সেখানে আসল। তখন ঈসা, তাঁর প্রতি যা যা ঘটতে যাচ্ছে সমস্ত কিছু জেনে বের হয়ে আসলেন, আর তাদেরকে বললেন, কার খোঁজ করছো? তারা তাঁকে জবাবে বললো, নাসরতীয় ঈসার। তিনি তাদেরকে বললেন, আমিই তিনি। আর এহুদা, যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। তিনি যখন তাদেরকে বললেন, আমিই তিনি, তখন তারা পিছিয়ে গেল এবং ভূমিতে পড়ে গেল। পরে তিনি আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার খোঁজ করছো? তারা বলল, নাসরতীয় ঈসার। জবাবে ঈসা বললেন, আমি তো তাদেরকে বললাম যে, আমিই তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার খোঁজ কর, তবে এদেরকে (সাহাবীদেরকে) যেতে দাও ... তখন শিমোন পিতরের কাছে তলোয়ার থাকাতে তিনি তা খুলে মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। ... তখন ঈসা পিতরকে বললেন, তলোয়ার খাপে রাখ; আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়েছেন তা থেকে কি আমি পান করবো না? তখন সৈন্যদল ও সহস্রপতি ও ইহুদীদের পদাতিকেরা ঈসাকে ধরলো ও তাঁকে বেঁধে ... নিয়ে গেল।" (ইউহোন্না ১৮/৩-১২, মো.-১৩)

উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য যে কোনো অতি সাধারণ পাঠকের কাছেও স্পষ্ট। প্রথম বর্ণনায় এহুদা-ই মূল নায়ক; কথা ও কর্ম সবই তার এবং যীশু মূলত নীরব। দ্বিতীয় বর্ণনায় যীশুই মূল নায়ক; কথা ও কর্ম সবই তাঁর এবং যিহুদা নীরব!

৩. ৬. ৪. পিতরের অস্বীকারের বর্ণনায় ৮টা বৈপরীত্য

ইঞ্জিলগুলোতে বলা হয়েছে যে, যীশুর গ্রেফতারের সময় তাঁর প্রধান সাহাবী পিতর গ্রেফতারের ভয়ে তিনবার যীশুর সাথে তার সম্পর্ক অস্বীকার করেন এবং গালি দিয়ে শপথ করে বলেন যে, তিনি যীশুকে চিনেন না। কিন্তু এ অস্বীকৃতির বিস্তারিত বর্ণনায় সুসমাচার লেখকরা ৮ ভাবে পরস্পর বিরোধী বিবরণ প্রদান করেছেন (মথি ২৬/৬৯-৭৫; মার্ক ১৪/৬৬-৭২; লূক ২২/৫৫-৬২; যোহন ১৮/১৬-১৮ ও ২৫-২৭)।

প্রথম বিষয়ঃ পিতরকে চিনতে পেরে তাকে যীশুর শিষ্য বলে দাবি করেছিলেন কে তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। মথি ও মার্ক লেখেছেন যে, দু' জন দাসী ও উপস্থিত লোকজন তাকে যীশুর শিষ্য

বলে দাবি করেন। পক্ষান্তরে লূকের বর্ণনা অনুসারে প্রথমে একজন দাসী, এরপর এক পুরুষ এবং তারপর আরেক পুরুষ তাকে যীশুশিষ্য বলে দাবি করেন।

মথি ও মার্কের বিবরণ কাছাকাছি হলেও উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। মথি স্পষ্ট লেখেছেন যে, দু'বারে দু'জন দাসী তাকে চিনতে পারে। কিন্তু মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একই দাসী দু'বার এবং তৃতীয়বার উপস্থিত লোকজন তাকে যীশুশিষ্য বলে দাবি করেন। যোহনের বর্ণনা আরো বিপরীত। তাঁর বর্ণনায় প্রথমে একজন দাসী, এরপর উপস্থিত লোকেরা এবং সর্বশেষ পিতর যার কান কেটেছিলেন তার এক কুটুম্ব তাকে যীশুশিষ্য বলে দাবি করেন।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ প্রথম দাসী যখন পিতরকে চিনতে পেরে তাকে যীশুর শিষ্য বলে দাবি করেন তখন পিতর কোথায় অবস্থান করছিলেন তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। মথি লেখেছেন যে, সে সময়ে পিতর 'বাহিরে প্রাঙ্গনে বসিয়াছিলেন (sat without in the palace)।' আর লূকের বর্ণনা অনুসারে তিনি তখন 'প্রাঙ্গনের মধ্যে আগুন পোহাচ্ছিলেন' (in the midst of the hall)। মার্কের বর্ণনা অনুসারে তিনি তখন 'নীচে প্রাঙ্গনে ছিলেন (beneath in the palace)।' যোহনের বর্ণনা অনুসারে তিনি তখন 'বাড়ির ভিতরে' (in the court) ছিলেন।

তৃতীয় বিষয়ঃ পিতরকে কী বলে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে।

চতুর্থ বিষয়ঃ কুঁকড়া বা মোরগের ডাকের বিবরণে বৈপরীত্য রয়েছে। মথি, লূক ও যোহনের বর্ণনা অনুসারে পিতর তিনবার যীশুকে অস্বীকার করার পরে কুঁকড়া (মোরগ) ডেকে ওঠে। আর মার্কের বর্ণনা অনুসারে পিতর একবার যীশুকে অস্বীকার করার পরে কুঁকড়া (মোরগ) ডেকে ওঠে। পরে আরো দু'বার অস্বীকার করার পরে দ্বিতীয়বার কুঁকড়া ডেকে ওঠে।

পঞ্চম বিষয়ঃ এ বিষয়ে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী কি ছিল তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। মথি ও লূকের বর্ণনায় যীশু পিতরকে বলেনঃ 'কুঁকড়া ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে।' আর মার্কের বর্ণনা অনুসারে যীশু পিতরকে বলেনঃ 'কুঁকড়া দুইবার ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে।'

ষষ্ঠ বিষয়ঃ প্রথম দাসীর প্রশ্নের উত্তরে পিতর কী বলেছিলেন তার বিবরণে বৈপরীত্য রয়েছে। মথির বর্ণনায় পিতর বলেনঃ "তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিলাম না।' যোহনের বর্ণনায় পিতর শুধু বলেনঃ "আমি নই।" মার্কের বর্ণনায় তিনি বলেনঃ "তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা জানিও না বুঝিও না।" লূকের বর্ণনায় তিনি বলেনঃ " হে নারী, আমি তাহাকে চিনি না।"

সপ্তম বিষয়ঃ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে পিতর কী বলেছিলেন তার বিবরণেও বৈপরীত্য রয়েছে। মথি লেখেছেনঃ "তিনি (পিতর) দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।" যোহনের বর্ণনায় তিনি বলেনঃ "আমি নই।" মার্ক লেখেছেনঃ "তিনি আবার অস্বীকার করলেন।" লূকের বর্ণনায় তিনি বলেনঃ "ওহে আমি নই।"

অষ্টম বিষয়ঃ মার্ক থেকে বুঝা যায় যে, তৃতীয় বারে যখন উপস্থিত লোকেরা তাকে যীশুর বিষয়ে প্রশ্ন করে তখন তারা বাইরে ছিলেন। আর লূকের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তৃতীয় বারের প্রশ্নের সময় প্রশ্নকারী ও পিতর সকলেই ভিতরে ছিলেন।

৩. ৬. ৫. ঈষ্করিয়োতীয় এহুদার মৃত্যুর বর্ণনায় বৈপরীত্য

যীশুর গ্রেফতার, ক্রুশারোহণ ও মৃত্যুর মূল খলনায়ক ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা বা এহুদা। তার মৃত্যু কিভাবে হল? যীশুর বিচারের আগে না পরে? নতুন নিয়ম এ বিষয়ে সাংঘর্ষিক তথ্য প্রদান করেছে।

মথির লেখক ২৭ অধ্যায়ে যিহূদার/ এহুদার মৃত্যুর কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। আর প্রেরিত পুস্তকের লেখক পিতরের জবানীতে তা উদ্ধৃত করেছেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে দু' দিক থেকে বৈপরীত্য দেখা যায়:

প্রথমত: মথি লেখেছেন যে, এহুদা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল: "তখন সে ঐ মুদ্রাগুলো বায়তুল মোকাদ্দসের (মন্দিরের: the temple) মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল এবং গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল।" (মথি ২৭/৫) কিন্তু পিতর বলছেন যে, সে মাটিতে পড়ে পেট ফেটে মরে যায়: "এবং সেই ভূমিতে অধোমুখে পড়ে তার পেট ফেটে গেল এবং নাড়িভুঁড়িগুলো বের হয়ে পড়লো।" (প্রেরিত ১/১৮, মো.-১৩)

দ্বিতীয়ত: মথির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে যে ত্রিশটা রৌপ্যমুদ্রা এহুদা পেয়েছিল, সে মুদ্রাগুলোকে পরদিন প্রভাতেই অনুশোচনা করে প্রধান যাজক (ইমাম) ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফেরৎ দেয়। তারা তা না নিলে সে মুদ্রাগুলো মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করে। তখন প্রধান যাজকেরা বা ইমামেরা সে মুদ্রাগুলো নিয়ে সেগুলো দিয়ে বিদেশীদের কবর দেওয়ার জন্য 'কুম্ভকারের ক্ষেত্র' ক্রয় করেন, যে ক্ষেত্রকে 'রক্তক্ষেত্র' বলা হত। (মথি ২৭/১-৯) পিতরের জবানীতে প্রেরিত পুস্তকে বলা হয়েছে যে, যিহূদা নিজেই তার এ 'অধর্মের বেতন' দিয়ে একটা ক্ষেত্র ক্রয় করে (purchased a field কেরি: একখানা ক্ষেত্র লাভ করিল), যে ক্ষেত্রটা 'রক্তক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল (প্রেরিত ১/১৮-১৯)।

পিতর বলেছেন: "যিরূশালেম নিবাসী সকল লোকে তাহা জানিতে পারিয়াছিল।" এ থেকে এবং নিম্নের বিষয়গুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মথির বক্তব্য ভুল:

১. মথি লেখেছেন যে, এ সময়ে যীশুর বিচার হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে শাস্তি প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কথাটা ভুল। মথির বিবরণ মতই দেখা যায় যে, এ সময়ে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁকে বেঁধে নিয়ে দেশাধ্যক্ষ (Governor) পীলাতের নিকট সমর্পণ করে।

২. মথি লেখেছেন যে, যিহূদা মন্দিরের মধ্যেই তার ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকট ফেরৎ দেয়। এই কথাটাও ভুল। কারণ, এ সময় প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গ গভর্নর পীলাতের নিকট যেয়ে যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছিলেন। তারা এ সময়ে মন্দিরের মধ্যে ছিলেন না।

৩. মথির ২৭ অধ্যায়টা ভালভাবে পড়লে স্পষ্ট হয় যে, এ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক ও ১১ শ্লোকের মাঝখানে এ কাহিনীটাকে পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে।

৩. ৬. ৬. ইহুদিরা যীশুকে জেরা করলেন রাতে না সকালে?

মথির ২৬ ও ২৭ অধ্যায়, মার্কের ১৪ ও ১৫ অধ্যায় এবং যোহনের ১৮ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, যীশুকে রাত্রিতে গ্রেফতার করা হয় এবং রাত্রিতেই ইহুদি মহাযাজক ও প্রধানরা তাঁর বিচার করেন এবং ভোরে তাঁকে রোমান শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেন। (বিশেষত মথি ২৬/৩১-৭৫ ও ২৭/১ এবং মার্ক ১৪/৩০-৭১ ও ১৫/১; যোহন ১৮/২৮)। এর বিপরীতে লূক দাবি করেছেন যে, ইহুদি নেতারা যীশুর বিচার করেন সকাল বেলায়। রাত্রিতে যীশুর গ্রেফতারের ঘটনা বর্ণনার পর তিনি বলেন: "যখন দিন হল, তখন লোকদের প্রাচীনদের সমাজ, প্রধান ইমামেরা (এবং) আলেমরা একত্র হল এবং তাদের মাহ্‌ফিলের মধ্যে তাঁকে আনালো, আর বললো, তুমি যদি সেই মসীহ্ হও, তবে আমাদেরকে বল।" (লূক ২২/৬৬, মো.-১৩)

৩. ৬. ৭. জেরা করলেন কে? মহাপুরোহিত না মহাসভা?

জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারের সময় নিয়ে যেমন বৈপরীত্য, তেমনি বৈপরীত্য রয়েছে জেরাকারীদের পরিচয়ে।

যোহন লেখেছেন যে, গ্রেফতার করার পর সৈন্যরা "তাঁকে বেঁধে প্রথমে হাননের কাছে নিয়ে গেল। কারণ যে কাইয়াফা সেই বছর মহা ইমাম ছিলেন, এই হানন তাঁর সম্পর্কে শ্বশুর ছিলেন।" যীশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর "হানন বাঁধা অবস্থায় তাঁকে মহা-ইমাম কাইয়াফার কাছে প্রেরণ করলেন।" এরপর কাইয়াফার কাছে যীশুকে আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে যোহন লেখেননি। বরং তিনি লেখেছেন, "পরে লোকেরা ঈসাকে কাইয়াফার কাছ থেকে খুব ভোরে রাজপ্রসাদে (রোমীয় শাসক পীলাতের বাড়িতে) নিয়ে গেল। (ইউহোন্না ১৮/১২-২৮)

যোহনের বক্তব্য থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, যীশুকে শুধু হাননই জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর কৈয়াফার বাড়িতে বন্দি অবস্থায় তিনি রাত কাটান। সকালে লোকেরা তাঁকে পীলাতের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু লূকের বর্ণনা অনুসারে কাইয়াফা বা তার শ্বশুর হানন যীশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। বরং সকাল বেলায় ইহুদিদের 'মহাসভা' (council) বা মাহফিলের সদস্যরা তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

লূক লেখেছেনঃ "তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এবং মহা-ইমামের বাড়িতে আনলো।" এরপর পিতরের অস্বীকারের বর্ণনা দেওয়ার পর লেখেছেনঃ "যখন দিন হল, তখন লোকদের প্রাচীনদের সমাজ, প্রধান ইমামেরা আলেমরা একত্র হল এবং তাদের মাহ্ফিলের (ইংরেজিঃ council, কেরিঃ মহাসভা) মধ্যে তাঁকে আনালো, আর বললো... "। এরপর জিজ্ঞাসাবাদের বর্ণনার পর বলেনঃ "পরে তারা দলসুদ্ধ সকলে উঠে তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল।" (লূক ২২/৫৪-৭১, ২৩/১, মো.-১৩)।

পক্ষান্তরে মথি ও মার্কের বর্ণনায় গ্রেফতারের পরে যীশুকে মহাপুরোহিতের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 'মহাসভার' সদস্যরা উপস্থিত হন এবং যীশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর ভোরে তারা পরামর্শ করে তাঁকে পীলাতের নিকট প্রেরণ করেন। (মথি ২৬/৫৭-৭৫, ২৭/১; মার্ক ১৪/৫৩-৭২, ১৫/১)

৩. ৬. ৮. কোন্ অভিযোগে ইহুদিরা যীশুর বিচার করলেন?

সম্মানিত পাঠক যদি মথির ২৬ অধ্যায় (বিশেষত ৫৯-৬৬ শ্লোক), মার্কের ১৪ অধ্যায় (বিশেষত ৫৩-৬৪ শ্লোক), লূকের ২২ অধ্যায় (বিশেষত ৬৬-৭১ শ্লোক) এবং যোহনের ১৮ অধ্যায় (বিশেষত ১৯-২৪ শ্লোক) অধ্যয়ন করে যীশুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করেন তবে সাংঘর্ষিক বর্ণনার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবেন। কারণ একেক জন একেক ভাবে অভিযোগগুলো লেখেছেন। বিশেষ করে প্রথম তিন ইঞ্জিলের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য প্রদান করেছেন যোহন।

মথি ও মার্কের বর্ণনা অনুসারে দুটো অভিযোগে যীশুকে ইহুদি মহাসভা মৃত্যুর যোগ্য বলে গণ্য করেঃ (১) তিনি ইহুদিদের উপাসনা-ঘর বা মসজিদ ভেঙ্গে তিন দিনের মধ্যে গড়ে দিবেন এবং (২) তিনি নিজেকে ইবনুল্লাহ বা ঈশ্বরের পুত্র অথবা মসীহ বলে দাবি করেন। পক্ষান্তরে লূকের বর্ণনা অনুসারে শুধু দ্বিতীয় অভিযোগে, অর্থাৎ নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহ বলে দাবি করায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

যোহনের বর্ণনায় এ দুটোর কোনো অভিযোগই তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়নি। যোহনের বর্ণনায় মহা-ইমাম (মহাপুরোহিত) যীশুকে তাঁর শিষ্যরা ও তাঁর শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করেন। যীশু উত্তরে বলেন যে, আমি তো গোপন কোনো শিক্ষা দিইনি। কাজেই আমাকে প্রশ্ন না করে যারা শুনেছে তাদেরকে প্রশ্ন করুন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে একজন তাঁকে বেয়াদবীর অভিযোগে আঘাত করেন। এরপর তাঁকে কাইয়াফার কাছে এরপর পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দেন। অন্য কোনো অভিযোগই তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়নি।

এ বৈপরীত্যের পাশাপাশি প্রথম দুটো অভিযোগের বর্ণনায়, বিশেষত দ্বিতীয় অভিযোগের বর্ণনায় প্রথম তিন ইঞ্জিলের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

মথিঃ "মহা-ইমাম (কেরিঃ মহাপুরোহিত) তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে জীবন্ত আল্লাহ্‌র নামে কসম

দিচ্ছি, আমাদেরকে বল দেখি, তুমি কি সেই মসীহ্, আল্লাহ্র পুত্র (whether thou be the Christ, the Son of God.)? জবাবে ঈসা বললেন, তুমিই বললে; আরও আমি তোমাদেরকে বলছি, এখন থেকে তোমরা ইবনুল-ইনসানকে (Son of man : মনুষ্যপুত্রকে) পরাক্রমের (সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের) ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে। তখন মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, এ কুফরী করলো, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? ... এ মৃত্যুর যোগ্য।" (মথি ২৬/৬৩-৬৫, মো.-১৩)

মার্ক ১৪/৬১-৬৪: "মহা-ইমাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সেই মসীহ্, পরমধন্যের পুত্র (Art thou the Christ, the Son of the Blessed)? ঈসা বললেন, আমি সেই; আর তোমরা ইবনুল-ইনসানকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আসমানের মেঘসহ আসতে দেখবে। তখন মহা-ইমাম নিজের কাপড় ছিঁড়ে বললেন, আর সাক্ষীর আমাদের কি প্রয়োজন, তোমরা তো কুফরী শুনলে; ... এ মৃত্যুর যোগ্য।" (মো.-১৩)

লূক ২২/৬৬-৭১, ২৩/১, মো.-১৩: "তাদের মাহফিলের (মহাসভার/council) মধ্যে তাঁকে আনলো, আর বললো, তুমি যদি সেই মসীহ হও, তবে আমাদেরকে বল। তিনি তাদেরকে বললেন, যদি তোমাদেরকে বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে না; আর যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, কোন উত্তর দিবে না; কিন্তু এখন থেকে ইবনুল-ইনসান আল্লাহর পরক্রমের ডান পাশে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন সকলে বললো, তবে তুমি কি আল্লাহর পুত্র (Son of God)? তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরাই বলছো যে, আমি সেই। তখন তারা বললো, আর সাক্ষ্য আমাদের কি প্রয়োজন? আমরা নিজেরাই তো এর মুখে শুনলাম। পরে তারা দলশুদ্ধ সকলে উঠে তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল।"

তিনটা বর্ণনার বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। মথি ও মার্কের বর্ণনায় মহা-ইমাম বা মহা-পুরোহিতের প্রশ্ন ছিল একটাই এবং যীশু সরাসরি উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু লূকের বর্ণনায় জেরার প্রশ্ন দুটো। মথি ও মার্কের বর্ণনায় যীশু নিজেকে মাসীহ হিসেবে স্বীকার করেছেন। আর লূকের বর্ণনায় যীশু নিজেকে মাসীহ হিসেবে স্বীকার বা অস্বীকার করেননি, তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকার করেন।

৩. ৬. ৯. ঈশ্বরের পুত্র হওয়া প্রশংসনীয় না মৃত্যুযোগ্য অপরাধ?

আমরা দেখলাম যে, মথি, মার্ক ও লূক তিনজনই একমত হচ্ছেন যে, যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র, আল্লাহর পুত্র বা 'ইবনুল্লাহ' বলে স্বীকার করাতেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইঞ্জিল লেখকের ধারণায় নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করা ইহুদি ধর্মবিশ্বাস অনুসারে ব্লাসফেমি বা কুফরী বলে গণ্য ছিল, আর এজন্যই ইহুদিরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু বাইবেল প্রমাণ করে যে, নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহ বলে দাবি করা ইহুদি ধর্মবিশ্বাসে কুফরী নয়; বরং ঈমানের দাবি ও প্রশংসনীয় কর্ম।

উল্লেখ্য যে, ইংরেজি 'সান অব গড' (the Son of God) বা আরবি 'ইবনুল্লাহ' (ابن الله) বাক্যাংশ বাইবেলের মধ্যে একবচন ও বহুবচনে প্রায় ৭০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী বাইবেলে সকল ক্ষেত্রেই 'the Son of God' অর্থ (ابن الله) 'ইবনুল্লাহ' লেখা হয়েছে। কেরির বঙ্গানুবাদে সর্বত্র 'the Son of God'-এর অনুবাদে 'ঈশ্বরের পুত্র' বা 'দেবপুত্র' লেখা হয়েছে। কিন্তু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে যীশুর দেবত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে 'the Son of God' অর্থ লেখা হয়েছে 'ইবনুল্লাহ' এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে লেখা হয়েছে 'আল্লাহর পুত্র'। বাহ্যত যীশুর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে একটা দুর্বোধ্য আরবি পরিভাষা সৃষ্টির করার জন্যই এরূপ করা হয়েছে। পাঠক নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর দৃশ্য দেখে একজন সেনাপতি বা শতপতি যীশুকে 'ইবনুল্লাহ' বা ঈশ্বরের পুত্র (the Son of God) বলে আখ্যায়িত করেন। মার্ক লেখেছেন, উক্ত শতপতি যীশুকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে বলেন: "Truly this man was the Son of God.": "সত্যিই এ ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"। কেরির অনুবাদ: সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" জুবিলী বাইবেল: "ইনি

সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দসঃ "সত্যিই ইনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন।" (মার্কঃ ১৫/৩৯)

একই ঘটনায় লূক (২৩/৪৭) লেখেছেন, উক্ত শতপতি বলেনঃ "Certainly this was a righteous man"। কেরিঃ সত্য, এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন।" জুবিলীঃ "ইনি সত্যিই ধার্মিক ছিলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দসঃ "সত্যিই লোকটি ধার্মিক ছিল।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, মার্ক যেখানে 'ঈশ্বরের পুত্র' বা 'ইবনুল্লাহ' শব্দটা ব্যবহার করেছেন সেখানে লূক 'ইবনুল্লাহ'-এর পরিবর্তে 'ধার্মিক' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এ থেকে সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যীশু ও যীশুর যুগের মানুষদের ভাষায় 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটার অর্থ ছিল 'ধার্মিক মানুষ (righteous man)'।

ইশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহ বিষয়ে বাইবেলের কয়েকটা বক্তব্য দেখুনঃ

(১) আদম ইবনুল্লাহ। লূক ৩/৩৮ঃ "Adam, which was the son of God" "আদম যিনি ঈশ্বরের পুত্র"। কি. মো.ঃ "আদম আল্লাহর ছেলে (ইবনুল্লাহ)।" আরবি বাইবেলঃ 'آدم ابن الله': আদম ইবনুল্লাহ।

(২) সকল আদম সন্তানই ঈশ্বরের পুত্র। "তখন আল্লাহর পুত্রেরা (the sons of God) মনুষ্যদের কন্যাদের সুন্দরী দেখে যার যাকে ইচ্ছা, তাকে বিয়ে করতে লাগল।" (পয়দায়েশ/ আদিপুস্তকের ৬/২, মো.-১৩)

(৩) ইসরাইল বা ইয়াকুব (আ.) ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রথম পুত্রঃ "ইসরাইল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত (my son, even my firstborn)।" (যাত্রাপুস্তক ৪/২২, মো.-১৩)

(৪) সকল বনি-ইসরাইলই ঈশ্বরের পুত্র ও সন্তান। বাইবেলের অনেক স্থানে সকল বনি-ইসরাইলকেই ঈশ্বরের পুত্র (the sons of God) বা ঈশ্বরের সন্তান (the children of the LORD your God:) বলা হয়েছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/১, ৩২/১৯; যিশাইয় ১/২, ৩০/১, ৬৩/৮; ৬৩/১৬; ৬৪/৮; হোশেয় ১/১০, ইত্যাদি)

(৫) ইয়াকুব বা ইসরাইল ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর পৌত্র- ইউসুফের দ্বিতীয় পুত্র- আফরাহীম ঈশ্বরের প্রথম পুত্রঃ "আমি ইসরাইলের পিতা, এবং আফরাহীম (ইফ্রয়িমঃ Ephraim) আমার প্রথমজাত পুত্র।" (ইয়ারমিয়া/ যিরমিয় ৩১/৯)

(৬) দাউদ ঈশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহঃ "Thou art my Son; this day have I begotten thee: তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।" (গীতসংহিতা/ জবুর শরীফ ২/৭)। উপরন্তু দাউদ ঈশ্বরের প্রথমপুত্র (firstborn) (জবুর/ গীতসংহিতা ৮৯/২৭)

(৭) শলেমান ইবনুল্লাহ বা ঈশ্বরের পুত্রঃ "আমি তার পিতা হব, ও সে আমার পুত্র হবে"। (২ শমূয়েল ৭/১৪)

(৮) ফেরেশতারা ইবনুল্লাহ বা ঈশ্বরের পুত্র। ইয়োব/ আইউব ১/৬ঃ "Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." কেরি "এক দিন ঈশ্বরের পুত্রেরা সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে শয়তানও উপস্থিত হইল।" কি. মো.-০৬ঃ "একদিন ফেরেশতারা মাবুদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন আর শয়তানও তাঁদের সংগে উপস্থিত হল।"

(৯) ইহুদিরা নিজেদেরকে ইবনুল্লাহ বা ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করতেন। ইহুদিরা যীশুকে বলেনঃ "আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর (we have one Father,

even God.)।" (যোহন ৮/৪১)

(১০) পবিত্র বাইবেলে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল ধার্মিক মানুষই ইবনুল্লাহ বা ঈশ্বরের পুত্র। যেমনঃ "ধন্য যারা মিলন করে দেয়, কারণ তারা আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত হবে (the children of God)" (মথি ৫/৯)। "কেননা যত লোক আল্লাহর রূহ দ্বারা চালিত হয়, তারাই আল্লাহর সন্তান (কেরিঃ ঈশ্বরের পুত্রঃ ইংরেজিঃ sons of God)" (রোমীয়/ রোমান ৮/১৪)। আরো দেখুনঃ রোমীয় ৮/১৯; ফিলিপীয় ২/১৪-১৫; ১ যোহন/ ইউহোন্না ৩/১; ৩/২; ৩/৮-১০; ৪/৭; ৫/১-২; ...)

এভাবে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের বহু স্থানে সকল মানুষ, বিশেষত ধার্মিক মানুষ এবং ইসরাইল বংশের মানুষদেরকে ইবনুল্লাহ, ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বরের সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বনি-ইসরাইলরা বা ইহুদিরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস ও দাবি করতেন যে, তারা ঈশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহ। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, যীশুর কোনো সাহাবী/ শিষ্য বা যীশুর সমসাময়িক কোনো ইহুদি এ সকল ইঞ্জিল লেখেননি। কারণ তারা জানতেন যে, ঈশ্বরের পুত্র দাবি করা কোনোই অপরাধ নয়; বরং সেটাই ঈমানের দাবি। এ সকল ইঞ্জিল যীশুর তিরোধানের অনেক পরে অ-ইহুদি গ্রিকভাষী পৌত্তলিক থেকে খ্রিষ্টধর্মগ্রহণকারী রোমানদের লেখা। রোমান ধর্মে 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটা দেবত্ব অর্থে ব্যবহৃত হত। এ অর্থে কাউকে ঈশ্বরের পুত্র বলা ইহুদিদের দৃষ্টিতে 'ঈশ্বর-অবমাননা' (blasphemy) বা কুফরী বলে গণ্য। তবে যে ইহুদি সমাজে যীশু তাঁর ধর্ম প্রচার করেন সে সমাজে 'ইবনুল্লাহ' বা 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে নিজেকে দাবি করা কোনোরূপ অপরাধ বলে গণ্য করা হত না বলে আমরা দেখলাম। কাজেই নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করার কারণে ইহুদিরা তাঁকে ঈশ্বরের অপমানকারী বলে মনে করেছে বলে কল্পনা করা যায় না। বিষয়টা একান্তই অ-ইহুদি রোমান লেখকদের কল্পনা বা তাদের মধ্যে প্রচলিত গল্প বলেই প্রতীয়মান হয়।

পাশাপাশি আরেকটা বিষয় প্রমাণ করে যে, এ কাহিনীগুলো অ-ইহুদি রোমানদের রচিত। তা হল 'মসীহ' ও 'ঈশ্বর-পুত্র' বা 'ইবনুল্লাহ' সমার্থক বলে মনে করা। পুরাতন নিয়ম ও মাসীহ বিষয়ে ইহুদি জাতির বিশ্বাস ও বিবরণগুলো সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তিনি স্বীকার করবেন যে, 'মসীহ' ও 'ইবনুল্লাহ' বা 'ঈশ্বরের পুত্র' কখনোই এক বিষয় নয়। ইহুদিদের পরিভাষায় সকল ধার্মিক মানুষ, সকল ইহুদি, এমনকি সকল মানুষই 'ঈশ্বরের পুত্র' বা 'ইবনুল্লাহ'। পক্ষান্তরে 'মসীহ' ইহুদি জাতির প্রতিশ্রুত রাজা, ইহুদি রাষ্ট্রের পুনপ্রতিষ্ঠাকারী এবং ইহুদিদের রাজনৈতিক নেতা। নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র দাবি করা তৎকালীন সমাজে কোনো অপরাধই ছিল না। কিন্তু নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবি করা তৎকালীন সময়ে ভয়ের বিষয় ছিল। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে সকলেরই আশঙ্কা ছিল যে, রাজ্যহারা ইহুদি জাতি এরূপ দাবিদারের নেতৃত্বে দখলদার রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং ইহুদিদের উপর রোমানদের জুলুম নিপীড়ন জোরদার হবে।

মূলত এ কারণেই ইহুদি নেতারা যীশুকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। যখন যীশু বহু অলৌকিক কর্ম করলেন এবং ইহুদিরা তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে বিশ্বাস করতে লাগল তখন জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে তারা এ সিদ্ধান্ত নেন। যোহন লেখেছেনঃ "অতএব প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা সভ্য করে বলতে লাগল, আমরা কি করি? এই ব্যক্তি তো অনেক চিহ্ন-কাজ করছে। আমরা যদি এক এরকম চলতে দিই, তবে সকলে এর উপর ঈমান আনবে; আর রোমীয়েরা এসে আমাদের স্থান ও জাতি উভয় কেড়ে নেবে (take away both our place and nation)। কিন্তু তাদের মধ্যে এক জন, কাইয়াফা (Caiaphas), সেই বছরের মহা-ইমাম, তাদেরকে বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না! তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটা ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়। এই কথা যে তিনি নিজের থেকে বললেন, তা নয়, কিন্তু সেই বছরের মহা-ইমাম হওয়াতে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী বললেন (prophesied কেরিঃ ভাববাণী বলিলেনঃ) যে, সেই জাতির জন্য ঈসা মরবেন। আর কেবল

সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু আল্লাহর যেসব সন্তান চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সেই সকলকে একত্র করার জন্যও মরবেন। (যোহন ১১/৪৭-৫২, মো.-১৩)

যোহনের লেখক কাইয়াফার কথার ব্যাখ্যা করেছেন যে, কাইয়াফা মহাপুরোহিত হিসেবে নুবুওয়াত বা ভাববাদিত্ব লাভ করেন, যীশুকে মাসীহ হিসেবে চিনতে পারেন এবং তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে ইহুদি জাতির পারলৌকিক মুক্তি অর্জন হবে বলে এ কথা বলেন। তবে তার এ ব্যাখ্যা একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ আমরা দেখলাম যে, এ কাইয়াফাই কয়েকদিন পরে মাসীহত্ব ও ঈশ্বরের পুত্রত্ব দাবি করার কারণে কাফির হিসেবে যীশুর মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেন। উপরন্তু কাইয়াফা যীশুকে অপমানও করেন। তাঁর সামনেই লোকেরা যীশুর মুখে থুতু দেয় এবং চড়-ঘুষি মারে। (মথি ২৬/৬৬-৬৮; মার্ক ১৪/৬৩-৬৫)। তিনি যীশুকে ঈশ্বর বা ঈশ্বর-পুত্র হিসেবে চিনেছিলেন বলে কল্পনা করাও ভিত্তিহীন। তিনি যীশুর মৃত্যুর মাধ্যমে ইহুদি জাতির পারলৌকিক মুক্তির কথা বলেননি; রোমানদের আক্রমণ থেকে ইহুদি-জাতির ইহলৌকিক রক্ষার কথা বলেছেন।

৩. ৬. ১০. ইহুদিরা বিচার না জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আরেকটা সাংঘর্ষিক বৈপরীত্য ফুটে ওঠে। মথি ও মার্ক উভয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদি মহাযাজক (মহা-ইমাম) ও মহাসভা/ মাহফিল (council) যীশুর বিচার করেন। তারা তাঁর অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষী অনুসন্ধান করেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং শেষে কুফরীর (blasphemy) অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোষণা দেন। লূকও সাক্ষী সন্ধান ও বিচারের কথা লেখেছেন। কিন্তু তিনি কোনো রায়ের কথা লেখেননি। যোহন সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দিয়েছেন। যোহনের বর্ণনায় মহা-ইমাম কোনো সাক্ষী খুঁজেন নি, বিচার করেননি বা কোনো রায়ও দেননি। তিনি শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করে তাঁকে কাইয়াফার কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর কাইয়াফার নিকট থেকে তাঁকে পীলাতের কাছে নেওয়া হয়।

উপরন্তু যোহনের বর্ণনা নিশ্চিত করে যে, ইহুদিরা যীশুর বিচার করেননি এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মত বিচার করার কোনো অধিকারও তাদের ছিল না। যোহন লেখেছেন: "লোকেরা ঈসাকে কাইয়াফার কাছ থেকে খুব ভোরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। ... অতএব পীলাত বাইরে তাদের কাছে গেলেন ও বললেন, তোমরা এই ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ করছো? তারা জবাবে তাঁকে বললো, এ যদি দুস্কর্মকারী না হত, আমরা আপনার হাতে একে তুলে দিতাম না। তখন পীলাত তাদেরকে বললেন, তোমরাই ওকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের শরীয়ত মতে ওর বিচার কর। ইহুদীরা তাঁকে বললো, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে আমাদের অধিকার নেই... " (যোহন ১৮/২৮-৩৩)

এখানে পীলাত যখন যীশুকে ইহুদি আইনে বিচার করতে ইহুদি ধর্মগুরুদের বললেন, তখন তারা বলছেন না যে, আমরা তার বিচার করেছি, মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করেছি, তবে তা কার্যকর করার ক্ষমতা আমাদের নেই, সেজন্য আপনার কাছে এনেছি। বরং যোহনের পূর্ববর্তী বর্ণনা ও এ বক্তব্য নিশ্চিত করে যে, ইহুদি নেতারা যীশুর বিচার করেননি, মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া তো দূরের কথা। বরং তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাঁকে পীলাতের কাছে সমর্পণ করেন।

৩. ৬. ১১. পীলাতের নিকট অভিযোগ ও যীশুর বক্তব্যে বৈপরীত্য

মথির ২৭ অধ্যায়, মার্কের ১৫ অধ্যায়, লূক ২৩ ও যোহন ১৮-১৯ অধ্যায়ে পীলাতের দরবারে যীশুর বিচারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পাঠক মনোযোগ সহকারে এ অধ্যায়গুলো পড়লে ঘটনার বর্ণনায় অনেক ভিন্নতা ও বৈপরীত্য দেখবেন। মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনায় যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি নিজেকে 'যিহূদীদের রাজা' বলে দাবি করতেন। মূলত এজন্যই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর যোহনের বর্ণনায় 'যিহূদীদের রাজা' বলার অভিযোগ যীশু খণ্ডন করার পর তাঁর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ

পেশ করা হয় যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করেন।

মথি লেখেছেন: "শাসনকর্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি যিহূদীদের রাজা'? যীশু উত্তর দিলেন, 'আপনি ঠিকই বলছেন (Thou sayest তুমিই বলিলে)।" (মথি ২৭/১১)। মার্ক (১৫/২) ও লূক (২৩/৩) প্রায় একই কথা লেখেছেন। মথি নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি আর কোনো কথাই বলেননি: "তিনি তাঁকে এক কথারও জবাব দিলেন না; এতে শাসনকর্তা অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করলেন।" (মথি ২৭/১৪)

এ তিনজনের বর্ণনা নিশ্চিত করে যে, যীশু পীলাতের প্রশ্নের কোনো বিস্তারিত উত্তর না দিয়ে শুধু বলেন 'তুমিই বললে'। পক্ষান্তরে যোহন লেখেছেন যে, যীশু পীলাতকে বিস্তারিত উত্তর প্রদান করে জানান যে, রাজত্ব বলতে তিনি দুনিয়ার রাজত্ব বুঝাননি; কাজেই রাষ্ট্রীয় অশান্তির বিষয়ে পীলাতের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

যোহন লেখেছেন: "তখন পীলাত আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং ঈসাকে ডেকে তাঁকে বললেন, তুমিই কি ইহুদীদের বাদশাহ? ... জবাবে ঈসা বললেন, আমার রাজ্য এই দুনিয়ার নয়... তখন পীলাত তাঁকে বললেন, তবে তুমি কি বাদশাহ? জবাবে ঈসা বললেন, তুমিই বলছো যে, আমি বাদশাহ। আমি এজন্যই জন্মগ্রহণ করেছি ও এজন্য দুনিয়াতে এসেছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। ... পীলাত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা নিজেরা একে নিয়ে ক্রুশে দাও, কেননা আমি এর কোন দোষ পাচ্ছি না। ইহুদীরা তাঁকে জবাবে বললো, আমাদের একটা ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ সে নিজেকে ইবনুল্লাহ বলে দাবী করেছে। (পবিত্র বাইবেল: সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে।)" (যোহন ১৮/৩৩-৩৭; ১৯/৬-৭)

আমরা দেখেছি, নিজেকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা ইহুদি ধর্মে কোনোই অপরাধই ছিল না। নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের কোনো বিধানও তৌরাতে নেই। তবে সর্বাবস্থায়, এখানে মথির ঠিক বিপরীত তথ্য দিলেন যোহন। মথি বললেন, তিনি এক কথারও উত্তর দেননি, আর যোহন বললেন: তিনি সব কথার উত্তর দিয়েছিলেন।

৩. ৬. ১২. হেরোদ এন্টিপাসও কি যীশুর বিচার করেছিলেন?

মথি ২৭ অধ্যায়, মার্ক ১৫ অধ্যায় ও যোহন ১৮-১৯ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, পীলাতের দরবারে একটা সেশন বা একটা পর্বেই যীশুর বিচার সম্পন্ন হয়। পীলাত যীশুকে নির্দোষ মনে করছিলেন। কিন্তু ইহুদিদের চাপে তাঁকে হত্যার জন্য মানুষদের হাতে সমর্পণ করেন। সৈন্যরা তাঁকে অপমান ও মারধর করার পর তাঁকে ক্রুশে চড়ায়। পক্ষান্তরে লূক লেখেছেন যে, তিনটা সেশন বা সভার মাধ্যমে যীশুর বিচার সম্পন্ন হয়। প্রথমে পীলাতের দরবারে কিছু সময় বিচার চলে। পীলাত যীশুকে নির্দোষ বলে মনে করছিলেন। কিন্তু ইহুদিরা তাঁকে হত্যার জন্য চাপ দিচ্ছিল। এক পর্যায়ে পীলাত জানতে পারেন যে, যীশু গালীল প্রদেশের মানুষ। এজন্য তিনি যীশুকে বিচারের জন্য গালীলের গভর্নর হেরোদের নিকট প্রেরণ করেন।

হেরোদের দরবারে বিচারের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। "ঈসাকে দেখে রাজা হেরোদ (Herod Antipas) খুব খুশি হলেন। তিনি ঈসার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি অনেক দিন ধরে তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। হেরোদ আশা করেছিলেন ঈসা তাকে কোনো অলৌকিক কাজ করে দেখাবেন। তিনি ঈসাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ঈসা কোন কথারই জবাব দিলেন না। প্রধান ইমামেরা এবং আলেমেরা সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঈসাকে দোষ দিতে লাগলেন। তখন হেরোদ ঈসাকে অপমান ও ঠাট্টা করলেন, আর তাঁর সৈন্যরাও তা-ই করল। তার পরে ঈসাকে জমকালো একটি পোশাক পরিয়ে তিনি তাঁকে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।" (লুক ২৩/৮-১১, মো.-০৬)

তৃতীয় পর্বের বিচারে ইহুদিদের চাপে পীলাত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

৩. ৬. ১৩. উপহাসকারীদের বর্ণনায় বৈপরীত্য

মথি ও মার্ক থেকে বুঝা যায় যে, পীলাতের সৈন্যরাই যীশুকে বিদ্রূপ করেছিল এবং উপহাসের পোশাক পরিয়েছিল, হেরোদের সেনারা নয়। কিন্তু লূক থেকে এর বিপরীত বুঝা যায় (মথি ২৭/২৩-৩১; মার্ক ১৫/১৪-২০; লূক ২৩/৪-১২।)

৩. ৬. ১৪. যীশুর ক্রুশবহনকারীর বর্ণনায় বৈপরীত্য

ক্রুশে চড়ানোর জন্য যীশুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় মথি ২৭/৩২ এর বক্তব্য: "আর বের হয়ে তারা শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোকের দেখা পেল; তাকেই তাঁর ক্রুশ বহন করার জন্য বাধ্য করলো।" (মো.-১৩)

লূক ২৩/২৬ বলছে: "পরে তারা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে শিমোন নামে একজন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম থেকে আসছিল, তারা তাকে ধরে তার কাঁধে ক্রুশ চাপিয়ে দিল, যেন সে ঈসার পিছনে পিছনে তা বহন করে।" (মো.-১৩)

কিন্তু ইউহোন্না ১৯/১৭ লেখেছেন: "তখন তারা ঈসাকে নিল; এবং তিনি নিজে ক্রুশ বহন করতে করতে বের হয়ে মাথার খুলি নামক স্থানে গেলেন।" (মো.-১৩)

এখানে একই ঘটনার বর্ণনায় সুসমাচারত্রয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। মথি ও লূকের বর্ণনা অনুসারে যীশুর ক্রুশটা বহন করেন শিমোন নামের এ কুরীণীয় লোক। আর যোহনের বর্ণনা অনুসারে ক্রুশটা বহন করেন যীশু নিজেই।

৩. ৬. ১৫. যীশুর মাথায় টাঙানো বিবরণে কী লেখা ছিল?

গভর্নর পীলাত যীশুর বিচার করে ক্রুশে চড়ানোর সময় তাঁর অপরাধের বিবরণ লেখে মাথার উপর টাঙিয়ে দেন। সামান্য কয়েকটা শব্দের একটা সংক্ষিপ্ত বাক্যে অপরাধের বিবরণ লেখা হয়েছিল, সে শব্দগুলোর বিবরণেও চার সুসমাচার লেখক চার প্রকারের বাক্য লেখেছেন। মথি (২৭/৩৭) "এ ব্যক্তি ঈসা, ইহুদীদের রাজা।" মার্ক (১৫/২৬): "ইহুদীদের বাদশাহ।" লূক (২৩/৩৮): "এই ব্যক্তি ইহুদীদের বাদশাহ।" যোহন (১৯/১৯): "নাসরতীয় ঈসা, ইহুদীদের বাদশাহ।"

কোনো স্কুল-ছাত্রও যদি এ প্রকারের ঘটনায় এরূপ একজন ব্যক্তির মাথার উপরে লটকানো এ রকম একটা ছোট্ট বাক্য একবার মাত্র দেখে তাহলে সে আর কখনো তা ভুলবে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, এ সামান্য সংক্ষিপ্ত বাক্যটাকেও সুসমাচার লেখকরা হুবহু মুখস্থ রাখতে পারেননি; তাহলে দীর্ঘ ঘটনাগুলোর বর্ণনায় তাদের স্মৃতির উপর কিভাবে নির্ভর করা যায়?

৩. ৬. ১৬. সৈন্যরা যীশুকে কী রঙের পোশাক পরাল?

মথি লেখেছেন টকটকে লাল আর যোহন লেখেছেন বেগুনি। মথি ২৭/২৮: "আর তারা তাঁর কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে একখানি লাল রংয়ের কাপড় পরালো (put on him a scarlet robe: টকটকে লাল গাউন)।" (মো.-১৩)

যোহন ১৯/২: "আর সৈন্যেরা কাঁটার মুকুট গেথে তাঁর মাথায় দিল এবং তাঁকে বেগুনে কাপড় পরালো (a purple robe: বেগুনি গাউন)"। (মো.-১৩)

৩. ৬. ১৭. ক্রুশে চড়ানোর সময় বর্ণনায় বৈপরীত্য

যীশুর ক্রুশের সময় বর্ণনাতেও বৈপরীত্য! যীশুর সময়ের ইহুদি সমাজে সূর্যাস্ত থেকে দিন গণনা শুরু হত। অর্থাৎ শুক্রবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শনিবার শুরু এবং পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত শনিবার। রাত এবং দিনকে ১২ ঘন্টায় ভাগ করা হত। রাতের প্রথম ঘন্টা বর্তমান হিসেবে সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হত এবং দিনের প্রথম ঘন্টা বর্তমান হিসেবে সকাল ৬টায় শুরু হত। প্রথম তিন ইঞ্জিল থেকে বুঝা যায় যে, বেলা ১২টার সময় যীশু ক্রুশের উপর ছিলেন। আর যোহন থেকে বুঝা যায় যে, বেলা ১২টার সময় যীশু পীলাতের দরবারে। (মথি ২৭/৪৫; মার্ক ১৫/৩৩; লূক ২৩/৪৪; যোহন ১৯/১৪-১৬)

মার্ক লেখেছেন, "তৃতীয় ঘটিকার সময় তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল (And it was the third hour, and they crucified him.)।... পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল (And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour)। আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী... পরে যীশু উচ্চ রব ছাড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।" (মার্ক ১৫/২৫-৩৬)

আমরা দেখেছি যে, তৃতীয় ঘটিকা অর্থ বর্তমান হিসেবে সকাল নয়টা, ছয় ঘটিকা অর্থ দুপুর বারটা এবং নয় ঘটিকা অর্থ বিকাল তিনটা। পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদ নিম্নরূপঃ "সকাল ন'টার সময় তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল। ... পরে দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। বেলা তিনটার সময় যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন... ।"

যোহন লেখেছেন: "এই কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে আনিলেন, এবং শিলাস্তরণ নামক স্থানে বিচারাসনে বসিলেন... সেই দিন নিস্তার পর্বের আয়োজন দিন। বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা (And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour) ... তখন তিনি যীশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়। (যোহন ১৯/১৩-১৬)

বেলা ছয় ঘটিকা অর্থ বর্তমান হিসাবে দুপুর ১২টা। পবিত্র বাইবেল-২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তখন বেলা প্রায় দুপুর।"

বিষয়টা বড়ই জটিল! পবিত্র পুস্তকের এক বক্তব্যে বেলা নয়টা থেকে যীশু ক্রুশে ঝুলছিলেন। বেলা ১২ টার সময় সারা দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন! আবার পবিত্র পুস্তকের অন্য বক্তব্যে বেলা বারটায় যীশু পীলাতের দরবারে ছিলেন। কোনো অন্ধকারই তখন ছিল না। আলোকিত বিচার সভায় পীলাত যীশুর বিচার শুরু করলেন! আশা করি পাঠক আমাদের সাথে একমত যে, দুটো তথ্য সত্য হতে পারে না। দুটোর একটা অথবা দুটোই অসত্য।

৩. ৬. ১৮. যীশুর শেষ পানীয়ের বিবরণে বৈপরীত্য

মার্কের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, শাস্তিপ্রদানকারীরা 'তাঁহাকে গন্ধরসে মেশানো মদ (wine mingled with myrth: কি. মো. আঙ্গুর রস) দিতে চাইল; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না।' (মার্ক ১৫/২৩) অন্য তিন সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, তারা তাঁকে 'সিরকা' (vinegar) প্রদান করে। মথি ও যোহন থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সিরকা পান করেন (মথি ২৭/৩৪; লূক ২৩/৩৬; যোহন ১৯/২৩-৩০)। উল্লেখ্য যে, ইংরেজিতে তিন স্থানেই 'vinegar' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় এক স্থানে 'দ্রাক্ষারস/আঙ্গুর-রস', অন্যত্র 'অম্লরস' ও অন্যত্র 'সিরকা' লেখা হয়েছে।

৩. ৬. ১৯. দস্যুদ্বয়ের তিরস্কার বর্ণনায় বৈপরীত্য

মথি ও মার্ক লেখেছেন: "যে দু'জন দস্যু তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল, তারাও সেই একই কথা বলে তাঁকে তিরস্কার করলো।" (মথি ২৭/৪৪; মার্ক ১৫/৩২, মো.-১৩)

পক্ষান্তরে লূক লেখেছেন যে, দু'জন দুষ্কৃতিকারী বা দস্যুর একজন তাঁকে তিরস্কার ও নিন্দা করছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দুষ্কৃতিকারী তিরস্কারকারী দস্যুকে রাগ করে এবং যীশুকে বলেঃ "ঈসা আপনি যখন আপন রাজ্যে ফিরে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন। তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে (ফিরদাউস/Paradise) আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে।" (লূক ২৩/৩৯-৪৩, মো.-১৩)

সম্মানিত পাঠক, উভয় বর্ণনার বৈপরীত্য ছাড়াও একটা বিষয় লক্ষণীয়। ক্রুশে বিদ্ধ ডাকাত। প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণ চলছে। নিশ্চিত মৃত্যুর চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। এমন অবস্থাতেও তাদের মধ্যে তিরস্কার করার বা খোশ গল্প করার মানসিকতা বিদ্যমান। এরূপ অবস্থাতেও তারা সহমরণের যাত্রীকে তিরস্কার করছে! পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখব যে, যীশু "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" বলে চিৎকার করে যীশু মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে ডাকাত দু'জন কোনো চিৎকার, হতাশা, বেদনার প্রকাশ ব্যতিরেকে সহমরণের যাত্রীকে উপহাস করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন। ইঞ্জিলের লেখকদের কথা বিশ্বাস করলে ডাকাতদ্বয়কেই বেশি সাহসী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বিশ্বাসী বলে মনে করতে আমরা বাধ্য হই।

৩. ৬. ২০. যীশুর শেষ বক্তব্য বর্ণনায় বৈপরীত্য

যীশুর শেষ কথা কি ছিল সে বিষয়ে চার ইঞ্জিল তিন প্রকার সাংঘষিক বর্ণনা দিয়েছে। মথি ও মার্ক একরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। আর লূক ও যোহন দুটো ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। মথি (২৭/৪৬) লেখেছেন: আর নবম ঘটিকার সময়ে ঈসা জোরে চিৎকার করে ডেকে বললেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?"

মার্ক (১৫/৩৪) লেখেছেন: "আর নয় ঘটিকার সময়ে ঈসা উচ্চরবে ডেকে বললেন, এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী; অনুবাদ করলে এর অর্থ এই, 'আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ'? (মো.-১৩)

লূক (২৩/৪৪-৪৬) লেখেছেন: "আর ঈসা উচ্চরবে চিৎকার করে বললেন, আব্বা, তোমার হাতে আমার রূহ সমর্পণ করি। আর এই কথা বলে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।" (মো.-১৩)

পক্ষান্তরে যোহন লেখেছেন: "সিরকা গ্রহণ করার পর ঈসা বললেন, 'সমাপ্ত হল'; পরে মাথা নত করে রূহ সমর্পণ করলেন।" (যোহন ১৯/২৯, মো.-১৩)

৩. ৬. ২১. যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তারিখ বর্ণনায় বৈপরীত্য

যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তারিখ বিষয়েও সাংঘর্ষিক তথ্য! প্রথম তিন ইঞ্জিলের বর্ণনায় নিস্তার পর্ব/ উদ্ধার ঈদ/ ঈদুল ফেসাহের কোরবানির পরদিন এপ্রিলের ১৫ তারিখে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন। পক্ষান্তরে যোহনের বর্ণনায় নিস্তার পর্বের কোরবানির দিনে ১৪ এপ্রিল তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লেখেছে: "In John Jesus is crucified on 14 Nisan, the same day that the Jewish Passover lamb is sacrificed; in the Synoptics Jesus is crucified on 15 Nisan.": "যোহনের বর্ণনায় ১৪ই এপ্রিল যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন; যে দিন ইহুদিদের নিস্তার পর্বের মেষ উৎসর্গ করা

হয়। আর প্রথম তিন ইঞ্জিলের বর্ণনায় যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন ১৫ এপ্রিল।"[২৯]

আমরা দেখেছি যে, যোহনের ইঞ্জিলে প্রথম থেকেই যীশুকে দেবত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইহুদি ধর্মরীতি অনুসারে নিস্তার পর্বের কোরবানির দিনে মেষ কোরবানি দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এতে পাপ ক্ষয় হয় বলে ধারণা করা হয়। যোহনের লেখক শুরু থেকেই যীশুকে 'ঈশ্বরের মেষ শিশু' হিসেবে চিত্রিত করেছেন (যোহন ১/২৯; ১/৩৬) এবং সর্বশেষ নিস্তার পর্বের কোরবানির দিনে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। নিস্তার পর্বের দিনে যীশুর কোরবানির মাধ্যমে মানব জাতির পাপ ক্ষয়ের তত্ত্ব তিনি এভাবেই সাজিয়েছেন। বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, যোহনের ইঞ্জিলের লেখক মূলত ইতিহাস লেখেননি। তিনি যীশুর নাম ব্যবহার করে বিশেষ একটা ধর্মতত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য বইটা লেখেছেন। নিজের তত্ত্ব প্রমাণ করতে যোহনের লেখক এখানে ইতিহাস পরিবর্তন করেছেন।[৩০]

৩. ৬. ২২. উপস্থিত মহিলাদের পরিচয় ও অবস্থান

মথি (২৭/৫৫-৫৬, মো.-১৩): "অনেক স্ত্রীলোকও সেখানে দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। ঈসার সেবা করবার জন্য তাঁরা গালীল থেকে তাঁর সংগে সংগে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়াম, ইয়াকুব ও ইউসুফের মা মরিয়ম এবং সিবিদিয়ের ছেলে ইয়াকুব ও ইউহোন্নার (যাকোব ও যোহনের) মা।"

মার্ক (১৫/৪০-৪১, মো.-১৩): "কয়েকজন স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম, দুই ইয়াকুবের মধ্যে ছোট ইয়াকুব ও ইউসুফের মা মরিয়ম ও শালোমী। ঈসা যখন গালীলে ছিলেন তখন এই স্ত্রীলোকেরা তাঁর সংগে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর সেবা করতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক, যাঁরা যীশুর সংগে সংগে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তাঁরাও সেখানে ছিলেন।"

লূক (২৩/৪৯, মো.-১৩): "যাঁরা ঈসাকে চিনতেন এবং যে স্ত্রীলোকেরা গালীল থেকে তাঁর সংগে সংগে এসেছিলেন তাঁরা সবাই দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন।"

ইউহোন্না (১৯/২৫-২৭, মো.-১৩): "আর ঈসার ক্রুশের কাছে তাঁর মা ও তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপার (স্ত্রী) মরিয়ম এবং মগ্দলিনী মরিয়ম, এঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। ঈসা তাঁর মাকে দেখে এবং যাঁকে মহব্বত করতেন, সেই সাহাবী কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে মাকে বললেন, হে নারী, ঐ দেখ, তোমার পুত্র (Woman, behold thy son!)। পরে তিনি সেই সাহাবীকে বললেন, ঐ দেখ তোমার মা (Behold thy mother!)। তাতে সেই সময় থেকে ঐ সাহাবী তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সম্মানিত পাঠক, এখানে আমরা দুটো বৈপরীত্য দেখছি: (১) উপস্থিতদের নামের বর্ণনায় এবং (২) উপস্থিতদের অবস্থানের বর্ণনায়।

মথি ও মার্ক উল্লেখ করেছেন যে, আরো অনেক মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে তাঁরা নাম উল্লেখের সময় যীশুর মাতার নাম লেখেননি। মগ্দলীনী মরিয়ম এবং ইয়াকুব ও ইউসুফের মাতা মরিয়মের চেয়ে ঈসার মাতা মরিয়ম অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। অথচ তাঁরা দু'জনের কেউ তাঁর নাম লেখেননি। তবে এর চেয়েও অধিক বৈপরীত্য অবস্থানের বিষয়ে। প্রথম তিন ইঞ্জিল লেখক একমত যে এ সকল মহিলা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। কিন্তু যোহন বলছেন যে, এরা ক্রুশের পাশে

---

[২৯] "biblical literature/form and content of John"; Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2009.

[৩০] Sanders, E. P, The Historical Figure of Jesus (1995) Penguin Books, England, p 72; Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, p 551.

এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, যীশু তাঁদের সাথে কথাও বললেন।

এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। জীবনের শেষ মুহূর্তেও যীশু তাঁর মাকে 'ওহে নারী' বলে সম্বোধন করছেন! আম্মা, মাতা, বা অন্য কোনো সম্মানপ্রদর্শন মূলক সম্বোধন তাঁকে করছেন না। প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর কয়েক স্থানে আমরা দেখি যে, যীশু তাঁর মাতাকে 'ওহে নারী' বা 'ওহে মহিলা!' বলে সম্বোধন করেছেন এবং তুচ্ছ করেছেন। (যোহন ২/৪, মথি ১২/৪৬-৫০; মার্ক ৩/৩১-৩৫; লূক ৮/১৯-২১)

বিশ্বাসের নৌকা পাহাড়ের উপর দিয়েও চলতে পারে! তবে বিবেক ও বিবেচনা দিয়ে অধ্যয়ন করলে আমরা বলতে বাধ্য হই যে, ইঞ্জিল লেখকরা যেভাবে যীশুকে চিত্রিত করেছেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কারো জন্য তা বিশ্বাস করা কঠিন।

সম্ভবত এ সম্বোধনের অশোভনতা অনুভব করে বাংলা বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ সংস্করণে যীশুর এ সম্বোধন থেকে 'ওহে নারি' (Woman) কথাটা ফেলে দিয়ে বলা হয়েছে: "প্রথমে তিনি মাকে বললেন, ঐ দেখ তোমার ছেলে।"

বাইবেলের শেষ পুস্তকের শেষে বলা হয়েছে যে, পবিত্র পুস্তকের একটা শব্দও যদি কেউ বাদ দেয় তবে সে অনন্ত জীবন ও মুক্তির তালিকা থেকে বাদ পড়বে (প্রকাশিত কালাম/ প্রকাশিত বাক্য ২২/১৯) । আমরা জানি না, এভাবে একটা কথা বাদ দেওয়াতে অনুবাদকরা এ অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হবেন কিনা? তবে এতে অন্তত যীশুর নামে কথিত একটা অশোভন কথা গোপন করা সম্ভব হয়েছে।

৩. ৬. ২৩. পুরুষ শিষ্যরা কেউ কি ক্রুশের সময় ছিলেন?

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আরেকটা বৈপরীত্য আমরা দেখছি, তা হল ক্রুশের সময় পুরুষ শিষ্যদের বা সাহাবীদের উপস্থিতি বিষয়ক।

মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে আমরা দেখছি যে, যীশু একদল মহিলা সেবিকা নিয়ে গালীল থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত প্রায় শতমাইল পথ ধর্ম প্রচারে অতিক্রম করেন। গালীল থেকে আসা যীশুর এ সকল মহিলা সেবিকারাই শুধু ক্রুশের সময় দূর থেকে দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো পুরুষ শিষ্য সেখানে ছিলেন না।

ইঞ্জিলগুলোর অন্যান্য বর্ণনা থেকেও তা জানা যায়। মথি লেখেছেন (২৬/৫৬): "শিষ্যেরা সবাই তখন ঈসাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন।" মার্ক (১৪/৫০-৫১) লেখেছেন: " সেই সময় শিষ্যেরা সবাই তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেলেন। একজন যুবক কেবল একটা চাদর পরে যীশুর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। লোকেরা যখন তাকে ধরল তখন সে চাদরখানা ছেড়ে দিয়ে উলংগ অবস্থায় পালিয়ে গেল।" (মো.-১৩)

এছাড়া ইঞ্জিলগুলো উল্লেখ করেছে যে, যীশুকে গ্রেফতার করার পর তাঁর প্রধান শিষ্য পিতরকে কেউ কেউ যীশুর শিষ্য বলে চিনতে পারলে তিনি শপথ করে এবং গালি দিয়ে যীশুর সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। (মথি ২৬/৫৯-৭৫; মার্ক ১৪/৫৪, ৬৬০৭২; লূক ২২/৫৪-৬২; যোহন ১৮/১৫-১৮, ২৫-২৭)

এ সকল তথ্য নিশ্চিত করে যে, যীশুর গ্রেফতারের পর যীশুর পুরুষ শিষ্যরা সকলেই মহা-আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যান। এমনকি কেউ উলঙ্গ হয়ে পালিয়ে যান এবং কেউ শপথ করে ও গালি দিয়ে নিজের গুরুকে অস্বীকার করেন। ক্রুশের ঘটনার সময় কেউই সেখানে ছিলেন না। বিষয়টা আরো নিশ্চিত হয় যখন আমরা দেখি যে, ক্রুশ থেকে মৃতদেহ নামানোর পর তাঁর দ্বাদশ শিষ্যের কেউ তাঁকে কবর দিতে এগিয়ে আসেননি।

বরং অন্য মানুষেরা তাঁর কবর দিয়েছিল।

কিন্তু এর বিপরীতে যোহন বলছেন যে, যীশুর মাতার সাথে তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য ক্রুশের একেবারে পাশেই ছিলেন, ফলে যীশু তাঁর সাথে কথা বলেন।

৩. ৬. ২৪. যীশুকে কবর দিলেন কে?

মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনায় অরিমাথিয়া (Arimathaea) নামক একটা ইহুদি শহরের বাসিন্দা যোষেফ (ইউসুফ) নামের এক ব্যক্তি পীলাতের নিকট থেকে যীশুর মৃতদেহ চেয়ে নিয়ে দেহটা কবরস্থ করেন। তবে 'অরিমাথিয়া শহরের' কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি জেরুজালেমের বাসিন্দা ছিলেন না। বিশেষত লূক বলেছেন: একটা ইহুদি শহর (a city of the Jews) অরিমাথিয়া। চার ইঞ্জিল একমত যে তিনি অরিমাথিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। অন্যান্য পরিচয়ে চার ইঞ্জিলের মধ্যে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তবে প্রথম তিন ইঞ্জিল সুস্পষ্টই লেখেছে যে, অরিমাথিয়ার যোষেফ (ইউসুফ) একাই যীশুকে কবরস্থ করেন। পক্ষান্তরে যোহনের বর্ণনা অনুসারে ইউসুফের সাথে নীকদীম নামক আরো এক ব্যক্তি ছিলেন। এর বিপরীতে পল বলেছেন যে, জেরুজালেমের বাসিন্দা ও তাদের শাসকরা ক্রুশ থেকে নামিয়ে যীশুকে কবর দেন।

মথি ২৭/৫৭-৬০: "সন্ধ্যা হলে পর অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ নামে একজন ধনী লোক সেখানে আসলেন। ইনি যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন। পীলাতের কাছে গিয়ে তিনি যীশুর দেহটা চাইলেন। তখন পীলাত তাঁকে সেই দেহটা দিতে আদেশ দিলেন। যোষেফ যীশুর দেহটা নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে জড়ালেন, আর যে নতুন কবর তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের মধ্যে কেটে রেখেছিলেন সেখানে সেই দেহটা রাখলেন। পরে সেই কবরের মুখে বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু মগ্দলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম সেখানে সেই কবরের সামনে বসে রইলেন।" (বাইবেল-২০০০)

মার্ক ১৫/৪২-৪৭: "যখন সন্ধ্যা হয়ে আসল তখন অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহটা চাইলেন। তিনি মহাসভার একজন নামকরা সভ্য ছিলেন এবং তিনি নিজে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।.. যোষেফ গিয়ে কাপড় কিনে আনলেন এবং যীশুর মৃতদেহটা নামিয়ে সেই কাপড়ে জড়ালেন, আর পাহাড়ে কেটে তৈরি করা একটা কবরে সেই দেহটা রাখলেন। তারপর তিনি কবরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। যীশুর মৃতদেহটা কোথায় রাখা হল তা মগ্দলীনী মরিয়াম ও যোষেফের মা মরিয়ম দেখলেন।" (বাইবেল-২০০০)

লূক ২৩/৫০-৫২: "যোষেফ নামে একজন সৎ ও ধার্মিক লোক মহাসভার সভ্য ছিলেন। তিনি অরিমাথিয়া নামে যিহূদীদের একটা গ্রামের লোক (a city of the Jews/ Jewish town of Arimathaea)। যীশুর বিষয়ে সভার লোকদের সাথে তিনি একমত হতে পারেননি। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পীলাতের কাছে গিয়ে তিনি যীশুর মৃতদেহটা চেয়ে নিলেন...।" (বাইবলে-২০০০)

যোহন ১৯/৩৮-৪০: "এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ যীশুর দেহটা নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে অনুমতি চাইলেন। যোষেফ ছিলেন যীশুর গুপ্ত শিষ্য, কারণ তিনি যিহূদী নেতাদের ভয় করতেন। পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে যীশুর দেহ নিয়ে গেলেন। আগে যিনি রাতের বেলায় যীশুর কাছে এসেছিলেন সেই নীকদীমও প্রায় তেত্রিশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে আসলেন। পরে তাঁরা যীশুর দেহটা নিয়ে যিহূদীদের কবর দেবার নিয়ম মত সেই সমস্ত সুগন্ধি জিনিসের সংগে দেহটা কাপড় দিয়ে জড়ালেন।" (বাইবেল-২০০০)

আর পল বলেছেন: "যিরূশালেমের লোকেরা ও তাদের নেতারা...তারা তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে কবর দিয়েছিলেন।" (প্রেরিত ১৩/২৭, ২৯: বাইবেল-২০০০)

৩. ৭. যীশুর পুনুরুত্থানের বর্ণনায় ইঞ্জিলীয় বৈপরীত্য

সম্মানিত পাঠক, যীশুর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা, গ্রেফতার থেকে কবরস্থ করা পর্যন্ত সামান্য কয়েক ঘণ্টার ঘটনা বর্ণনায় ইঞ্জিলগুলোর সাংঘর্ষিক বক্তব্যের কিছু নমুনা দেখলেন। অনুরূপ সাংঘর্ষিক বৈপরীত্য আমরা দেখি যীশুর পুনরুত্থানের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে। পাঠক যদি ইঞ্জিলগুলোর শেষ অধ্যায়, অর্থাৎ মথি ২৮ অধ্যায়, মার্ক ১৬ অধ্যায়, লূক ২৪ অধ্যায় এবং যোহন ২০ ও ২১ অধ্যায় তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন তবে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না যে, এ সকল অধ্যায়ে একই ব্যক্তির একই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাহিনীগুলোর মধ্যে মিলের চেয়ে বৈপরীত্য বেশি বলেই মনে হবে।

এ পর্বের বৈপরীত্যও মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘটনা নিয়ে। রবিবার সকালে যীশুর পুনরুত্থান। সেদিনই রাতে অথবা কয়েকদিন পরে তার স্বর্গারোহণ। কয়েক ঘণ্টার ঘটনা বর্ণনায় প্রায় অর্ধশত বৈপরীত্য আমরা ১৮টা অনুচ্ছেদে আলোচনা করব। উল্লেখ্য যে, অনুবাদের সচ্ছতার দিকে লক্ষ্য রেখে বাইবেল-২০০০, কিতাবুল মোকাদ্দস বা কেরির বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে।

৩. ৭. ১. সূর্যোদয়ের পরে, না আঁধার থাকতে?

যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের বর্ণনার শুরুতে মথি লেখেছেন: "বিশ্রামবারের পরে সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলায় মগ্দলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে গেলেন। তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ মাবুদের একজন ফেরেশতা বেহেশত থেকে নেমে আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে তার উপর বসলেন। তাঁর চেহারা বিদ্যুতের মত ছিল আর তাঁর কাপড় চোপড় ছিল ধবধবে সাদা। তাঁর ভয়ে পাহারাদারেরা কাঁপতে লাগল ও মরার মত হয়ে পড়ল। ফেরেশতা স্ত্রীলোকদের বললেন, 'তোমরা ভয় কোরো না, কারণ আমি জানি, যাঁকে ক্রুশের উপর হত্যা করা হয়েছিল তোমরা সেই ঈসাকে খুঁজছ। তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমন ভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন....।" (মথি ২৮/১-৬)

মার্ক লেখেছেন: "বিশ্রামবার পার হয়ে গেলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, ইয়াকুবের মা মরিয়ম এবং শালোমী ঈসার দেহে মাখাবার জন্য খোশবু মলম কিনে আনলেন। সপ্তার প্রথম দিনে খুব সকালে, সূর্য উঠবার সংগে সংগেই তাঁরা কবরের কাছে গেলেন। সেই সময় তাঁরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'কবরের মুখ থেকে কে ঐ পাথরটা সরিয়ে দেবে? কিন্তু তাঁরা চেয়ে দেখলেন যে, পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেই পাথরখানা খুব বড় ছিল। পরে তাহারা কবরের ভিতর গিয়া (ইংরেজিঃ entering into the sepulchre কি. মো.: কবরের গুহায় ঢুকে) দেখলেন সাদা কাপড়-পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে আছেন। এতে তাঁরা খুব অবাক হলেন। সেই যুবকটা বললেন, 'অবাক হয়ো না। নাসরাত গ্রামের ঈসা, যাঁকে ক্রুশের উপর হত্যা করা হয়েছিল, তাঁকেই তোমরা খুঁজছ তো? তিনি এখানে নেই। তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন।..." (মার্ক ১৬/১-৬)

লূক লেখেছেন: "সপ্তার প্রথম দিনের খুব সকালবেলা সেই স্ত্রীলোকেরা সেই খোশবু মশলা নিয়ে কবরের কাছে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু কবরের ভিতরে গিয়ে তাঁরা ঈসার লাশ দেখতে পেলেন না। যখন তাঁরা অবাক হয়ে সেই বিষয়ে ভাবছিলেন তখন বিদ্যুতের মত ঝকঝকে কাপড় পরা দু'জন লোক তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এতে স্ত্রীলোকেরা ভয় পেয়ে মাথা নীচু করলেন। লোক দুটো তাঁদের বললেন, যিনি জীবিত তাঁকে মৃতদের মধ্যে তালাশ করছ কেন? তিনি এখানে নেই; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন।" (লূক ২৪/১-৬)

যোহন লেখেছেন: "সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলা, অন্ধকার থাকতেই মগ্দলীনী মরিয়ম সেই কবরের কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেইজন্য তিনি শিমোন-পিতর আর যে সাহাবীকে ঈসা মহব্বত করতেন সেই সাহাবীর কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন,

'লোকেরা হুজুরকে কবর থেকে নিয়ে গেছে। তাঁকে কোথায় রেখেছে আমরা তা জানি না।' পিতর আর সেই অন্য সাহাবীটি তখন বের হয়ে কবরের দিকে যেতে লাগলেন।" (যোহন ২০/১-৩)

উপরে বক্তব্যগুলোর মধ্যে বহুবিধ বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথমেই আমরা দেখছি যে, মার্ক স্পষ্টতই লেখছেন যে, মহিলারা সূর্য উঠার পরে কবরের দিকে গমন করেন। পক্ষান্তরে যোহন লেখছেন যে, মহিলা অন্ধকার থাকতেই কবরের দিকে গমন করেন। বক্তব্যদ্বয় সাংঘর্ষিক। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফিলিস্তিনে সূর্য উঠার পরেও আঁধার থাকে বলে যদি কেউ বিশ্বাস করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা।

৩. ৭. ২. একজন, দুজন, তিনজন না অনেক মহিলা?

উপরের উদ্ধৃতিগুলোর আরেকটা বৈপরীত্য প্রথম কবরে গমনকারী মহিলাদের সংখ্যা বিষয়ে। যোহন নিশ্চিত করেছেন যে, শুধু মগদলীনী মরিয়ম একাই কবরে যান (যোহন ২০/১)। মথি লেখেছেন যে, শুধু দুজন মহিলা সেখানে গিয়েছিলেনঃ মগদলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম (মথি ২৮/১)। মার্ক নিশ্চিত করেছেন যে, তিনজন মহিলা সেখানে গমন করেনঃ মগদলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম এবং শালোমী (মার্ক ১৬/১)। এ অদ্ভুত বৈপরীত্যে নতুন মাত্রা যোগ করলেন লূক। তাঁর ভাষ্যে মহিলারা ৫ জনের কম ছিলেন নাঃ মগদলীনী মরিয়ম, যোহানা, ইয়াকুবের মাতা মরিয়ম এবং ইঁহাদের সাথে অন্য স্ত্রীলোকেরা (Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and 'other women')। 'অন্য স্ত্রীলোকেরা' বহুবচনে কম পক্ষে দুজন। তাহলে কমপক্ষে পাঁচ জন কবরে গমন করেন। (দেখুনঃ লূক ২৩/৫৫, ২৪/১, ২৪/১০)

৩. ৭. ৩. কবর তাদের সামনে খোলা হল না খোলাই ছিল?

পাঠক সম্ভবত অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন যে, উপরের বক্তব্যগুলোতে এ বিষয়ে সাংঘর্ষিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মথি নিশ্চিত করেছেন যে, মহিলা দু'জন কবরে পৌছানোর পর ভীষণ ভূমিকম্প (great earthquake) হল, বেহেশত থেকে ফেরেশতা অবতরণ করলেন, এরপর তিনি তাদের সামনেই পাথরটা সরিয়ে তার উপর বসলেন। পক্ষান্তরে অন্য তিন ইঞ্জিলের লেখক নিশ্চিত করছেন যে, মহিলাটা বা মহিলারা সেখানে যাওয়ার আগেই পাথরটা সরানো ছিল এবং পাথরের উপরে কেউ বসে ছিল না।

৩. ৭. ৪. কোথায় ছিলেন ফেরেশতা?

আমরা দেখলাম, মথি লেখেছেন, ফেরেশতা কবরের বাইরে পাথরের উপরে বসে ছিলেন। পক্ষান্তরে মার্ক নিশ্চিত করেছেন যে, কবরে প্রবেশ করার পরে তারা ফেরেশতাকে কবরের মধ্যে ডান দিকে বসে থাকতে দেখলেন। আমরা দেখব, যোহন লেখেছেন যে, দু'জন ফেরেশতা যীশুর মাথার ও পায়ের স্থানে বসে ছিলেন।

৩. ৭. ৫. ফেরেশতা একজন না দু'জন ছিলেন?

মথি ও মার্ক নিশ্চিত করেছেন যে, মহিলারা একজন ফেরেশতাকে দেখতে পান এবং একজনই তাদের সাথে কথা বলেন। পক্ষান্তরে লূক নিশ্চিত করেছেন যে, দু'জন ফেরেশতাকে তাঁরা দেখেন এবং দুজন তাঁদের সাথে কথা বলেন। যোহনও দুজন স্বর্গদূতের কথা লেখেছেন। তিনি লেখেছেন যে, মরিয়ম কবর খোলা দেখে ছুটে এসে শিষ্যদের খবর দেন। শিষ্যরা কবরে প্রবেশ করে যীশুকে না পেয়ে তাঁর জীবিত হওয়ার বিষয়টা বিশ্বাস করে ফিরে যান। মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। তখন তিনি "কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে কবরের ভিতরে চেয়ে দেখলেন, যীশুর দেহ যেখানে শোয়ানো ছিল সেখানে সাদা কাপড় পরা দু'জন ফেরেশতা বসে আছেন। একজন মাথার দিকে আর অন্যজন পায়ের দিকে।" (যোহন ২০/১১-১২)

৩. ৭. ৬. ফেরেশতা বসে ছিলেন না হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়ালেন?

মথি লেখেছেন, ফেরেশতা বা স্বর্গদূত কবরের বাইরে পাথরের উপর বসলেন। মার্ক লেখেছেন, ফেরেশতা কবরের মধ্যে ডান দিকে বসে ছিলেন। আর লূক লেখলেন, কবরের মধ্যে কেউই ছিলেন না, হঠাৎই দু'জন ফেরেশতা তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আর যোহন লেখেছেন, ফেরেশতাদ্বয় যীশুর মাথার ও পায়ের স্থানে বসে ছিলেন।

৩. ৭. ৭. জীবিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মহিলারা কী করলেন?

মথি, লূক ও যোহনের বর্ণনা অনুসারে মহিলারা শিষ্যদেরকে সংবাদ প্রদান করেন। মথি লেখেছেন যে, কবরের সামনে স্বর্গদূত বা ফেরেশতার মুখ থেকে যীশুর জীবিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মরিয়মদ্বয় "অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সংগে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং ঈসার সাহাবীদের এই সংবাদ দেবার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। এমন সময় ঈসা হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেনঃ আস-সালামু আলাইকুম। ... 'ভয় কোরো না; তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।" মথি (২৮/৮-১০)

লূক লেখেছেনঃ "তাঁরা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজন সাহাবী (শিষ্য) এবং অন্য সকলকে এই সব কথা জানালেন ।" (লূক ২৪/৯)

যোহনের বর্ণনা অনুসারে মগ্দলীনী মরিয়ম স্বয়ং যীশুর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশ শিষ্যদেরকে জানান (যোহন ২০/১৮)

এর বিপরীতে মার্কের বর্ণনা অনুসারে মহিলারা ভয়ে কাউকে কিছুই বলেননি। তিনি লেখেছেন যে, স্বর্গদূতের মুখে যীশুর জীবিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে "সেই স্ত্রীলোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে কবরের গুহা থেকে বের হয়ে আসলেন। এবং সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কাউকে কিছু বললেন না।" (মার্ক ১৫/৮)

৩. ৭. ৮. মহিলারা কবরে ঢুকলেন না দৌড়ে ফিরে গেলেন

প্রথম তিন ইঞ্জিল লেখক নিশ্চিত করেছেন যে, মহিলারা যীশুর লাশ চুরি হয়েছে বলে মনে করেননি বা ভয় পাননি; কারণ স্বর্গদূত বা স্বর্গদূতদ্বয় তখনই তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, যীশু পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন। মথির বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা কবরে ঢুকেছিলেন; কারণ স্বর্গদূত বলেনঃ "এস তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা দেখ" (মথি ২৮/৬)। মার্ক ও লূক নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁরা কবরের মধ্যে প্রবেশ করেন (মার্ক ১৬/৫ ও লূক ২৪/৩)। এরপর তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে নয়, বরং আনন্দিত হয়ে শিষ্যদেরকে সুসংবাদ দিতে যান।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য দিলেন যোহন। তিনি বললেন যে, মহিলা পাথর সরানো দেখেই নিশ্চিত হন যে, যীশুর লাশ চুরি হয়ে গিয়েছে। তিনি আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে গিয়ে পিতর ও অন্য শিষ্যকে সংবাদ দেন।

৩. ৭. ৯. ভয় মিশ্রিত মহানন্দে না মহাতঙ্কে ফিরে গেলেন?

মথি লেখেছেন যে, কবরের সামনে স্বর্গদূতের (ফেরেশতার) মুখ থেকে যীশুর জীবিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মরিয়মদ্বয় অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সংগে (with fear and great joy) তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং যীশুর শিষ্যদের এ সংবাদ দেবার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। (মথি ২৮/৬-৮) কিন্তু যোহনের বর্ণনায় মহিলা 'খুব আনন্দের' সাথে ফিরেন নি। বরং পাথর সরানো দেখেই তিনি নিশ্চিত হন যে, যীশুর লাশ চুরি হয়ে গিয়েছে। তিনি আতঙ্কিত হয়ে

দৌড়ে গিয়ে পিতর ও অন্য শিষ্যকে সংবাদ দেন। (যোহন ২০/১-২)

৩. ৭. ১০. প্রথম কারা প্রবেশ করলেন? মহিলারা না পুরুষরা?

উপরের উদ্ধৃত মথি, মার্ক ও লূকের বর্ণনা থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, মহিলারা কবরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং স্বর্গদূতের (ফেরেশতার) মাধ্যমে যীশুর পুনরুত্থানের সুসংবাদ পান। মহিলাদের পরে কোনো পুরুষ শিষ্য কবরের নিকট গিয়েছিলেন বলে মথি ও মার্ক লেখেননি। বরং তাঁদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আর কোনো শিষ্য কবরের কাছে জান নি। বরং যীশুই শিষ্যদেরকে সাক্ষাৎ দেন।

তবে লূক কিছু ভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি লেখেছেন যে, কবরের ভিতরে প্রবেশের পর স্বর্গদূতের মুখে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ জেনে মহিলারা সাহাবী ও অন্য সকলকে এ সংবাদ প্রদান করেন। "কিন্তু সেই সব কথা তাঁদের কাছে বাজে কথার মতই মনে হল। সেই জন্য সেই স্ত্রীলোকদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। পিতর কিন্তু উঠে দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নীচু হয়ে কেবল কাপড়গুলোই দেখতে পেলেন। যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ফিরে আসলেন।" (লূক ২৪/১১-১২)

লূকের বর্ণনা থেকে আমরা জানছি যে, কবরে মূলত মহিলারাই প্রবেশ করেন। পরে তাঁদের মুখে সংবাদ পেয়ে শিষ্যরা বিশ্বাস না করলেও পিতর কবরের নিকট গমন করেন। তিনি কবরে প্রবেশ করেননি, তবে নিচু হয়ে ভিতরে দৃষ্টি দেন।

যোহন সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেনঃ মহিলা কবরের পাথর সরানো দেখে দৌড়ে গিয়ে শিষ্যদেরকে সংবাদ দেন। শিষ্যদ্বয়ই কবরে প্রবেশ করেন। কোনো মহিলা কবরে প্রবেশ করেননি।

এ প্রসঙ্গে উপরের বক্তব্যের পরে যোহন লেখেছেন যে, মরিয়মের মুখে লাশ চুরির খবর পেয়ে "পিতর আর সেই অন্য শিষ্যটি তখন বের হয়ে কবরের দিকে যেতে লাগলেন। দু'জন একসংগে দৌড়াচ্ছিলেন। অন্য শিষ্যটি পিতরের আগে আগে আরও তাড়াতাড়ি দৌড়ে কবরের কাছে আসলেন, কিন্তু তিনি কবরের ভিতরে গেলেন না। তিনি নীচু হয়ে দেখলেন, যীশুর দেহে যে কাপড়গুলো জড়ানো হয়েছিল সেগুলো পড়ে আছে। শিমন-পিতরও তাঁর পিছনে পিছনে এসে কবরের ভিতর ঢুকলেন এবং কাপড়গুলো পড়ে থাকতে দেখলেন...। যে শিষ্য প্রথমে কবরের কাছে পৌছেছিলেন তিনিও তখন ভিতরে ঢুকলেন এবং দেখে বিশ্বাস করলেন।... মরিয়ম বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে কবরের ভিতরে চেয়ে দেখলেন... মরিয়ম পিছন ফিরে দেখলেন যীশু দাঁড়িয়ে আছেন।" (যোহন ২০/৩-১৪: পবিত্র বাইবেল-২০০০)

৩. ৭. ১১. একজন শিষ্য কবরে ঢুকলেন না দুজন?

উপরের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে আমরা আরো অনেক বৈপরীত্য দেখছি। লূকের বর্ণনায় মহিলারা সকল প্রেরিত ও অন্যান্য শিষ্যকে সংবাদ দেন। আর যোহনের বর্ণনায় তিনি শুধু দুজনকে সংবাদ দেন। তিন ইঞ্জিলের বর্ণনায় মহিলারা যীশুর পুনরুত্থানের বিষয় নিশ্চিত হয়ে শিষ্যদের কাছে যান। আর যোহনের বর্ণনায় তাঁরা লাশ চুরি হওয়ার আতঙ্ক নিয়ে দুজন শিষ্যের কাছে গমন করেন। লূকের বর্ণনায় মহিলাদের মুখে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ পেয়ে একজন পুরুষ শিষ্য কবর দেখতে আসেন। আর যোহনের বর্ণনায় মহিলাদের মুখে লাশ চুরির খবরে দুজন শিষ্য কবরে প্রবেশ করেন।

৩. ৭. ১২. যীশু প্রথম কাকে কোথায় সাক্ষাৎ দিলেন?

যীশুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিকত্ব মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া। আর এটা সর্বপ্রথম কে কোন স্থানে প্রত্যক্ষ করলেন তার বর্ণনায় পবিত্র পুস্তকের মধ্যে অবিশ্বাস্য বৈপরীত্য বিদ্যমান। কেউ বলছেন সর্বপ্রথম মগদলীনী মরিয়মকে কবরের পাশে, কেউ বলছেন, মগদলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়মকে জেরুজালেমের

পথে দৌড়ানোর সময়, কেউ বললেন, ক্লিয়পা ও অন্য শিষ্যকে ইম্মায়ূ গ্রামে যাওয়ার পথে এবং কেউ বললেন পিতরকে যীশু পুনরুত্থানের পর সর্বপ্রথম দেখা দেন। এত বড় ঘটনার বর্ণনায় ঐশ্বরিক প্রেরণায় লেখা ধর্মগ্রন্থ তো দূরের কথা সাধারণ ইতিহাস লেখকরা কি এরূপ সাংঘর্ষিক তথ্য দিতে পারেন? যদি এরূপ তথ্য দেওয়া হয় তবে তা মূল ঘটনাকেই কি কাল্পনিক বলে প্রমাণ করে না? এ বিষয়ে পবিত্র পুস্তকের বর্ণনাগুলো নিম্নরূপ:

(ক) মথির বর্ণনা অনুসারে দুই মরিয়ম: মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম স্বর্গদূতের মুখ থেকে যীশুর জীবিত হওয়ার সংবাদ জেনে শিষ্যদেরকে সংবাদ প্রদানের জন্য দৌড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় যীশু তাদের দু'জনকে সাক্ষাৎ প্রদান করে বলেন "ভয় করো না; তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।" (মথি ২৮/৮-১০)

(খ) এর বিপরীতে যোহন লেখেছেন যে, যীশু সর্বপ্রথম একমাত্র মগ্দলীনী মহিলাকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন এবং তাঁর কবরের পাশেই তাকে দেখা দেন। এরপর সেদিনই সন্ধ্যায় অন্যান্য শিষ্যদের সাক্ষাৎ প্রদান করেন।

আমরা দেখলাম, মরিয়ম কবরের মুখ খোলা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পিতর ও অন্য শিষ্যকে সংবাদ দেন। তাঁরা কবর পরীক্ষা করে লাশ না দেখে ফিরে চলে যান। মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। "তিনি কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে কবরের ভিতরে চেয়ে দেখলেন, যীশুর দেহ যেখানে শোওয়ানো ছিল সেখানে সাদা কাপড় পরা দু'জন স্বর্গদূত বসে আছেন... তাঁরা মরিয়মকে বললেন, 'কাঁদছ কেন?' মরিয়ম তাঁদের বললেন, 'লোকেরা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে এবং তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।' এ কথা বলে মরিয়ম পিছনে ফিরে দেখলেন যীশু দাঁড়িয়ে আছেন....। তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন, তিনি প্রভুকে দেখেছেন... । সেই একই দিনে, সপ্তার প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলায় শিষ্যেরা যিহূদী নেতাদের ভয়ে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। তখন যীশু এসে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'... ।" (যোহন ২০/১১-১৯: বাইবেল-২০০০)

(গ) মার্কের ইঞ্জিলেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু সর্বপ্রথম মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দেন। (মার্ক ১৬/৯)। তবে মার্কের বর্ণনায় সাক্ষাতের স্থান ভিন্ন বলেই প্রতীয়মান হয়। তিনি লেখেছেন যে, মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম ও শালোমী যীশুর কবরের মধ্যে ঢুকে স্বর্গদূতের কথা শুনে "কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে কবরের গুহা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তারা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কাউকে কিছু বললেন না। সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলায় যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন। তিনি পরে মগ্দলীনী মরিয়মকে প্রথম দেখা দিলেন। (মার্ক ১৬/৮-৯) এতে প্রতীয়মান হয় যে, কবর থেকে পালিয়ে কাউকে কিছু না বলে তিনি নিজের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন এবং তার বাড়িতেই যীশুর সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

(ঘ) লূকের বর্ণনা মথি, মার্ক ও যোহন সকলের সাথে সাংঘর্ষিক। লূকের বর্ণনা অনুসারে পুনরুত্থান দিবসের রাত পর্যন্ত যীশু কোনো মহিলাকে সাক্ষাৎ দেননি। বরং সে দিনই প্রথম দুজন শিষ্যকে দেখা দেন।

তাঁর বর্ণনা অনুসারে, মহিলারা কবর থেকে ফিরে শিষ্যদেরকে খবর দেন যে, তাঁরা কবরে যীশুর লাশ দেখেন নি এবং স্বর্গদূতেরা তাদের বলেছেন যে, যীশু বেঁচে আছেন।" যীশুকে দেখার কথা তারা বলেননি। (লূক ২৪/৯-১০ ও ১৭-২৪) এরপর "সেই দিনই দুজন শিষ্য ইম্মায়ু নামে একটা গ্রামে যাচ্ছিলেন। গ্রামটা যিরূশালেম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে ছিল। যা ঘটেছে তা নিয়ে তাঁরা আলাপ আলোচনা করছিলেন। সেই সময় যীশু নিজেই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। ...." (লূক ২৪/১৩-১৬: বাইবেল-২০০০)। লূক উল্লেখ করেছেন যে, দুজনের একজনের

নাম ক্লিয়পা (Cleopas)। (লূক ২৪/১৮)

(ঙ) সাধু পল এ সকল তথ্যের বিপরীত তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, যীশু প্রথম পিতরকে সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন। তিনি লেখেছেন: "এবং কবর প্রাপ্ত হলেন, আর কিতাব অনুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হয়েছেন। আর তিনি কৈফাকে (পিতরকে), পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন (And that he was seen of Cephas, then of the twelve)। তারপর একেবারে পাঁচশোর বেশী ভাইকে দেখা দিলেন। .... তার পরে তিনি ইয়াকুবকে, পরে সকল প্রেরিতকে দেখা দিলেন।" (১ করিন্থীয় ১৫/৪-৭)

৩. ৭. ১৩. কয় দিনে কতবার কোথায় কার সাথে সাক্ষাৎ?

প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় পরবর্তী সাক্ষাৎগুলোর বর্ণনায়ও অদ্ভুত বৈপরীত্য বিদ্যমান:

(ক) মথির বর্ণনা অনুসারে যীশু দুবার শিষ্যদেরকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। বাহ্যত সাক্ষাৎ দুটো দু' দিনে ছিল। প্রথমে কবর থেকে জেরুজালেমে দৌড়ানোর সময় দু'জন মরিয়মকে দেখা দেন। এরপর গালীলের পাহাড়ে এগারজনের সাথে দেখা করে শেষ নির্দেশ প্রদান করে তিনি স্বর্গে গমন করেন। উপরে উদ্ধৃত মথির বক্তব্যে আমরা দেখলাম যীশু দৌড়ানো মহিলাদ্বয়কে বলেন: 'ভয় কোরো না; তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।"

মথির বর্ণনায় যীশু জেরুজালেমে আর কোনো শিষ্যকে সাক্ষাৎ প্রদান করেননি। বরং তাঁর নির্দেশ মত শিষ্যরা গালীলে সমবেত হলে সেখানেই তাঁদেরকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন: "ঈসা গালীলের যে পাহাড়ে সাহাবীদের যেতে বলেছিলেন সেই এগারোজন সাহাবী তখন সেই পাহাড়ে গেলেন। সেখানে ঈসাকে দেখে তাঁরা তাঁকে সেজদা করলেন, কিন্তু কয়েকজন সন্দেহ করলেন।" (মথি ২৮/১৬-১৭) গালীলের এ পাহাড়ে যীশু তাঁদেরকে শেষ নির্দেশ প্রদান করেন। (মথি ২৮/১৮-২০)

মথির বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট যে, গালীলের পাহাড়ের সাক্ষাতের আগে তিনি কোনো শিষ্যকে সাক্ষাৎ প্রদান করেননি। এ ছাড়া মথি বলছেন যে, গালীলে সাক্ষাতের সময় এগারজন শিষ্যের কয়েকজন সন্দেহ করেন। এতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, গালীলের আগে আর কোথাও তাঁরা তাঁকে দেখেন নি।

(খ) লূকের বর্ণনা অনুসারে যীশু পুনরুত্থানের দিনে জেরুজালেমেই দু'বার বা তিনবার শিষ্যদের সাক্ষাৎ প্রদান করেন। প্রথমে পথচারী দু'জনকে, এরপর অন্যান্যদেরকে এবং শিমোনকে।

লূকের বর্ণনায় ইম্মায়ূ গ্রামে যাওয়ার পথে দুজন শিষ্যকে দেখা দেন। এটাই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার। ২৪ অধ্যায়ের পরবর্তী ১৭-৩২ শ্লোকে লূক পথ চলতে চলতে যীশুর সাথে এ দু' শিষ্যের কথার বিবরণ দিয়েছেন। শিষ্যদ্বয় যীশুকে চিনতে পারেন নি। যীশু তাঁদেরকে উপদেশ দেন ও 'বকেন'। তিনি বলেন, ... আপনাদের মন এত অসাড় যে, নবীরা যা বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন না...। (লূক ২৪/২৫)।

এরপর লূক লেখেছেন যে, সন্ধ্যার দিকে যীশুকে নিয়ে খাদ্য গ্রহণের শেষ মুহূর্তে তাঁরা যীশুকে চিনতে পারেন। "তখনই সেই দু'জন উঠে যিরূশালেমে গেলেন এবং সেই এগারোজন শিষ্য ও তাঁদের সংগে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখতে পেলেন। প্রভু যে সত্যিই জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন তা নিয়ে তখন তাঁরা আলোচনা করছিলেন। .... সেই শিষ্যেরা যখন এই কথা বলছিলেন তখন যীশু নিজে তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের সবাইকে বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'..।" (লূক ২৪/৩৩-৩৬: বাইবেল-২০০০)।

এরপর যীশু শিষ্যদেরকে শেষ নির্দেশনা প্রদান করেন। লূক যীশুর শেষ নির্দেশনা বিস্তারিত বর্ণনা

করেছেন (লূক ২৪/৩৮-৪৯)। এরপর তিনি বলেন: "পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করতে করতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল।" (লূক ২৪/৫০-৫১: বাইবেল-২০০০)

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশু প্রথমে জেরুজালেম ও ইম্মায়ূ (Emmaus) গ্রামের মধ্যবর্তী পথে এ দুজন শিষ্যকে দেখা দেন। তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সাথে পথ চলেন। লূকের কথা থেকে জানা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে তিনি পিতরকেও সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন। তবে কখন ও কিভাবে তা তিনি লেখেননি। হতে পারে যে, এ দুজন শিষ্যের দ্বিতীয় জনই পিতর ছিলেন। সর্বাবস্থায় এ দু'জন শিষ্য জেরুজালেমে ফেরার পর সে রাতেই এ দু'জনসহ অন্যান্য শিষ্যকে সাক্ষাৎ দেন। সকল কিছুই জেরুজালেমে সম্পন্ন হয়। তাঁরা জেরুজালেম থেকে দেড় মাইল বা প্রায় আড়াই কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত বৈথনিয়া গ্রামে[৩১] গমন করেন। সেখান থেকেই তিনি স্বর্গে গমন করেন। যীশু বা তাঁর শিষ্যরা জেরুজালেম থেকে ৬৮ মাইল বা প্রায় শত কিলোমিটার দূরে নাসরত বা গালীলে[৩২] যাননি।

(গ) যোহন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ও সাংঘর্ষিক তথ্য প্রদান করেছেন। উপরে আমরা যোহনের বক্তব্য থেকে দেখেছি যে, যীশু পুনরুত্থান দিবসে প্রথমে মগ্দলীনী মরিয়মকে এবং এরপর সে দিন সন্ধ্যায় জেরুজালেমেই অন্যান্য শিষ্যকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। যোহন আরো দু'বার সাক্ষাতের কথা লেখেছেন। "যীশু যখন এসেছিলেন তখন থোমা নামে সেই বারেজন শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁদের সংগে ছিলেন না। ... এর এক সপ্তা পরে শিষ্যেরা আবার ঘরের মধ্যে মিলিত হলেন, আর থোমাও তাঁদের সংগে ছিলেন। যদিও সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল তবুও যীশু এসে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'। .... এর পরে তিবিরিয়া সাগরের পারে শিষ্যদের কাছে আবার যীশু দেখা দিলেন। (তিনি ৭ জন শিষ্যকে সাক্ষাৎ দেন, যারা রাত্রিতে নৌকায় মাছ ধরছিলেন)। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর যীশু এই তৃতীয় বার শিষ্যদের দেখা দিলেন।" (যোহন ২০/২৪-৩০ ও ২১/১-১৪: বাইবেল-২০০০)।

প্রথম তিন সাক্ষাৎ নিশ্চিতভাবেই জেরুজালেমে হয়েছিল। তিবরিয়া সাগর গালীলে অবস্থিত। তাহলে ৭ শিষ্যের সাথে শেষ সাক্ষাৎ গালীলে হয়েছিল।

(ঘ) পাঠক জেনেছেন যে, মার্কের ইঞ্জিলের ১৬ অধ্যায়ের ৯ থেকে ২০ শ্লোক প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে নেই। অধ্যায়টা পড়লে পাঠক অনুধাবন করবেন যে, কথাগুলো সংযোজিত। এ সংযোজিত বর্ণনা অনুসারে যীশু পুনরুত্থানের দিনে এবং জেরুজালেমেই তিনবার শিষ্যদেরকে দেখা দেন। প্রথমে মরিয়ম মগ্দলীনীকে, এরপর দুজন পথচারী শিষ্যকে এবং সর্বশেষ তাঁর এগারোজন শিষ্যকে দেখা দেন। তাঁদেরকে ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। "শিষ্যদের কাছে এই সব কথা বলবার পরে প্রভু যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল।" (মার্ক ১৬/১৯: বাইবেল-২০০০)

মার্কের বর্ণনা লূক ও যোহনের সাথে সাংঘর্ষিক। মার্ক লেখেছেন, মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম ও শালোমী যীশুর কবরের মধ্যে ঢুকে স্বর্গদূতের কথা শুনে "কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে কবরের গুহা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তারা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কাউকে কিছু বললেন না। সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলায় যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন। তিনি পরে মগ্দলীনী মরিয়মকে প্রথম দেখা দিলেন। .... যীশুকে দেখবার পর মরিয়ম গিয়ে যাঁরা যীশুর সংগে থাকতেন তাঁদের কাছে খবর দিলেন। ... যীশু জীবিত হয়েছেন ও মরিয়ম তাঁকে দেখেছেন, এই কথা শুনে তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। এর পরে তাঁর দু'জন শিষ্য যখন হেঁটে গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন তখন যীশু অন্য রকম চেহারায় তাঁদেরকে দেখা দিলেন। তাঁরা ফিরে গিয়ে বাকী সবাইকে সেই খবর দিলেন, কিন্তু তাঁদের

---

[৩১] উইকিপিডিয়া: Bethany, Bethany (biblical village)
[৩২] https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080103223900AA8Cg5C

কথাও অন্য শিষ্যেরা বিশ্বাস করলেন না। এর পরে যীশু তাঁর এগারোজন শিষ্যকে দেখা দিলেন। তাঁরা খাচ্ছিলেন। বিশ্বাসের অভাব ও অন্তরের কঠিনতার জন্য তিনি তাঁদের বকলেন.... যীশু সেই শিষ্যদের বললেন... । শিষ্যদের কাছে এই সব কথা বলবার পরে প্রভু যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল।" (মার্ক ১৬/৯-১৯: বাইবেল-২০০০)

যোহনের বর্ণনায় মগদলীনী মরিয়ম ভয়ে পালিয়ে যাননি, বরং কবরের পাশে দাঁড়িয়েই যীশুর সাক্ষাৎ লাভ করেন। পক্ষান্তরে মার্কের এ বর্ণনায় মরিয়ম ও তাঁর সাথীরা ভয়ে পালিয়ে যান। লূকের বর্ণনায় যীশু পথ চলতে চলতে এবং খাওয়ার সময় তাঁর শিষ্যদ্বয়কে নসীহত করেন এবং 'বকেন'। যোহনের বর্ণনায় যখন যীশু সন্ধ্যায় সমবেত শিষ্যদেরকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন তখন তাঁরা খাচ্ছিলেন না এবং যীশু তাঁদেরকে বকেনও নি। মার্কের এ শ্লোকগুলোর লেখক উভয় ইঞ্জিলের বর্ণনা গুলিয়ে ফেলেছেন। সর্বাবস্থায় আমরা দেখছি যে, মার্কের বর্ণনা অনুসারে পুনরুত্থানের পর যীশুর সাথে পুনরুত্থানের দিনে জেরুজালেমেই শিষ্যদের তিনবার সাক্ষাৎ হয় এবং এ দিনই তিনি স্বর্গে চলে যান। তিনি গালীলেও যাননি, তিবরিয়া সাগরেও যাননি।

(ঙ) আমরা দেখলাম যে, সাধু পল এ সকল তথ্যের বিপরীত তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, যীশু প্রথম পিতরকে সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছেন যে, যীশু তিন পর্যায়ে সাক্ষাৎ প্রদান করেন: প্রথমে পিতরকে, পরে প্রেরিতদেরকে এবং তাঁর পাঁচশোর বেশি ভাইকে। (১ করিন্থীয় ১৫/৪-৬)

(চ) প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকটাও লূকের লেখা বলে মনে করা হয়। আমরা দেখেছি যে, লূক সাধু পলের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কিন্তু প্রেরিত পুস্তকে তিনি তাঁর ইঞ্জিলের এবং সাধু পলের সকল তথ্যের বিপরীত তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, যীশু জীবিত হওয়ার পরে শুধু প্রেরিতদেরকে (the apostles)-ই সাক্ষাৎ দিয়েছেন। তিনি লেখেছেন: "যে শিষ্যদের (সাহাবীদের) তিনি বেছে নিয়েছিলেন (the apostles whom he had chosen কেরিঃ মনোনীত প্রেরিতদের), তাঁকে তুলে নেবার আগে সেই শিষ্যদের তিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর দুঃখভোগের পরে এই লোকদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। চল্লিশ দিন তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন।" (প্রেরিত ১/১-৩: বাইবেল-২০০০)

এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, যীশু পুনরুত্থানের পর ১১ জন প্রেরিত/ সাহাবী (apostles) ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ বা মহিলাকে সাক্ষাৎ দেননি। লূকের ইঞ্জিলের সাথে লূকের প্রেরিতের মিল হল উভয় পুস্তকেই নিশ্চিত করা হয়েছে যে, তিনি কোনো মহিলাকে দেখা দেননি। আর অমিল হল, লূকের ইঞ্জিলে প্রেরিতগণ ছাড়াও ক্লিয়পা ও নাম না জানা আরো কয়েকজনের সাথে সাক্ষাতের কথা আছে। আর প্রেরিত পুস্তকে শুধু প্রেরিতদের বা সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের কথা রয়েছে।

৩. ৭. ১৪. যীশু মোট কতজনকে সাক্ষাৎ দেন?

(ক) মথির বর্ণনা অনুসারে যীশু মোট তের জনকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। প্রথমে দুই মরিয়মকে। পরে গালীলে 'সেই এগারোজনকে' (মথি ২৮/৯ ও ১৬)

(খ) মার্কের বর্ণনায় তিনি ১২ বা ১৪ জনকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। প্রথমে মগদলীনী মরিয়ম, পরে দুজন শিষ্য এবং এরপর 'তাঁর এগারোজন শিষ্যকে' দেখা দিলেন। বাহ্যত এ দুজনও এগারজনের অন্তর্ভূক্ত। এভাবে আমরা দেখছি যে, তিনি এগারজন ও মরিয়মকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। আর এ দুজনকে এগারজনের বাইরে গণ্য করলে দর্শনপ্রাপ্তদের সংখ্যা হয় ১৪ জন। (মার্ক ১৬/৯, ১২, ১৪)

(গ) লূকের বর্ণনা অনুসারে যীশু ১৫/২০ জন মানুষকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। প্রথমে তিনি পথ চলতে

ক্লিয়পা ও অন্য একজনকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। "সেই দু'জন উঠে যিরূশালেমে গেলেন এবং সেই এগারোজন শিষ্য ও তাঁদের সংগে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখতে পেলেন। ... সেই শিষ্যরা যখন এই কথা বলছিলেন তখন যীশু নিজে তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে... ।" (লূক ২৪/৩৩-৩৬: বাইবেল-২০০০)

'তাঁদের সংগে অন্যরা' কতজন ছিলেন আমরা জানতে পারছি না। তবে ইঞ্জিলের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা দেখেছি যে, সে সময়ে শিষ্যরা ইহুদিদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। এজন্য বাহ্যত তারা কোনো ঘরের মধ্যে সীমিত পরিসরে সীমিত সংখ্যক মানুষ ছিলেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, এগারজন শিষ্য ও আরো কয়েকজন ভক্তকে যীশু দেখা দেন।

(ঘ) যোহনের বর্ণনা অনুসারে যীশু ১২ জনকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। প্রথমে তিনি মগ্দলীনী মরিয়মকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। পরের তিন বারই তিনি তাঁর এগার শিষ্যের কয়েকজনকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। আমরা দেখছি যে, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকের বর্ণনার সাথে যোহনের বর্ণনার মিল আছে। প্রেরিত পুস্তকেও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, তিনি শুধু প্রেরিতদের সাথেই সাক্ষাৎ করেন। তবে যোহনের সাথে 'প্রেরিত' পুস্তকের অমিল হল মগ্দলীনী মরিয়মের সাথে সাক্ষাৎ। যোহনের বর্ণনায় যীশু প্রথমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর 'প্রেরিত' পুস্তকের বর্ণনায় যীশু এগারজন প্রেরিত ছাড়া কোনো মহিলা বা পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করেননি।

(ঙ) পল ভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় যীশু প্রেরিতগণ ছাড়াও "একই সময়ে পাঁচশোর বেশী ভাইদের দেখা দিয়েছিলেন।" (১ করিন্থীয় ১৫/৪-৬)

সম্মানিত পাঠক, যীশুর সাক্ষাৎ বিষয়ক এ সকল বৈপরীত্যের মধ্যে কোনোরূপ সমন্বয় সম্ভব নয়। হয়ত কোনো বিশ্বাসী ভক্ত পাঠক এ বলে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবেন যে, হয়ত যীশু সবাইকেই দেখা দিয়েছিলেন, তবে ইঞ্জিল লেখকরা ভুলক্রমে কিছু ঘটনা বাদ দিয়েছেন। তার এ চিন্তা সঠিক নয়। কারণ:

(১) পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখা পুস্তকের এমন ভুল হওয়ার কথা চিন্তা করাও পবিত্র আত্মার জন্য অবমাননাকর। এমনকি কোনো মানবীয় কর্মের ক্ষেত্রে এরূপ চিন্তা উক্ত লেখকের অযোগ্যতা নিশ্চিত করে। বিশেষত যীশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনায় এরূপ ভুল কল্পনা করা যায় না।

(২) ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনার আলোকে এরূপ সমন্বয় আদৌ সম্ভব নয়। মথির বর্ণনা নিশ্চিত প্রমাণ করে যে, দুবারে ১৩ জনের বেশি তিনি কাউকে সাক্ষাৎ প্রদান করেননি। দ্বিতীয় বারের সাক্ষাতের পরেই তিনি স্বর্গে চলে যান। আর কেউ একাধিকবার তাঁকে দেখেন নি। এজন্য দ্বিতীয় বারের সাক্ষাতের সময় কেউ কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন। মার্কের বর্ণনায়ও আমরা নিশ্চিত যে যীশু তিনবারে ১২ বা ১৪ জনকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন এবং সেদিনেই স্বর্গে চলে যান। লূকের বর্ণনায় যীশু পুনরুত্থানের দিনে তিনবারে ২০/২৫ জন শিষ্যকে সাক্ষাৎ দিয়ে সেদিনেই স্বর্গে চলে যান। উপরের তিন বর্ণনার মধ্যে সমন্বয়ের কোনো উপায় নেই। একটাকে সঠিক বললে অন্যটাকে ভুল বলতেই হবে।

যোহন ও পলের বর্ণনা সকলের সাথেই সাংঘর্ষিক। যোহনের বর্ণনায় যীশু পুনরুত্থানের দিনে, তার এক সপ্তা পরে এবং আরো কিছু দিন পরে শুধু তার প্রেরিতগণকেই সাক্ষাৎ দেন। আর পলের বর্ণনায় তিনি পিতর, প্রেরিতগণ ও পাঁচশতাধিক ভাইকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন।

৩. ৭. ১৫. সাক্ষাতের স্থানগুলোর বর্ণনায় বৈপরীত্য

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, সাক্ষাতের স্থান বর্ণনায় যে বৈপরীত্য তা কোনোভাবেই সমন্বয় করা যায় না। একটাকে সত্য বললে অন্যটাকে মিথ্যা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। মার্ক ও লূকের বর্ণনায় তিনটা সাক্ষাৎই জেরুজালেমে হয়। মথির বর্ণনায় দুটোর একটা জেরুজালেমে এবং একটা

গালীলের পাহাড়ে। আর যোহনের বর্ণনায় তিনটা জেরুজালেমে এবং একটা গালীলের সাগরে রাত্রিবেলায় মাছ ধরার সময়।

৩. ৭. ১৬. পুনরুত্থানের কত দিন পর যীশু স্বর্গে গমন করেন?

মথি ও যোহন যীশুর স্বর্গারোহেণ বিষয়টা লেখেননি। যীশুর জীবনের সবচেয়ে বড় অলৌকিক ও প্রসিদ্ধ ঘটনাটা তাঁরা কেন লেখলেন না তা আমরা জানি না। তবে মথি লেখেছেন যে, তিনি শিষ্যদেরকে গালীলে যেতে নির্দেশ দেন এবং গালীলের পাহাড়ে তিনি শিষ্যদেরকে শেষ শিক্ষা দেন। জেরুজালেম থেকে গালীল কয়েক দিনের পথ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুনরুত্থানের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি চলে যান।

মার্ক ও লূক যীশুর স্বর্গারোহণের কথা লেখেছেন। মার্কের বর্ণনায় তিনি শিষ্যদেরকে তিনবার সাক্ষাৎ দেনঃ প্রথমে মগ্দলীনী মরিয়ম, এরপর দুজন পথচারী শিষ্য এবং পরে এগারজনকে। এগারজনকে শেষ শিক্ষা দিয়ে তিনি স্বর্গে চলে যান। মার্কের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যীশু পুনরুত্থানের দিনেই এ তিন সাক্ষাৎ প্রদানের পর স্বর্গে গমন করেন।

লূকের ইঞ্জিলের ২৪ অধ্যায় বিষয়টা নিশ্চিত করে। তিনি লেখেছেন, সেই দিনেই, অর্থাৎ পুনরুত্থানের দিনেই তিনি ইয়াম্মুগামী দু শিষ্যকে সাক্ষাৎ দেন। যীশুকে চেনার পর 'তখনই' তারা দুজন জেরুজালেমে যান এবং সেখানে শিষ্যদের দেখা পান। তাঁরা যখন যীশুর সাক্ষাতের বিষয় আলোচনা করছিলেন তখন যীশু তাঁদের মাঝে আগমন করেন। তিনি তাঁদের শেষ শিক্ষা প্রদান করেন। 'পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়া যান এবং শিষ্যদের আশীর্বাদ করতে করতে স্বর্গে চলে যান।' এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, পুনরুত্থানের দিনে ও দিন-পরবর্তী রাতেই এ সব কিছু ঘটে গেল। (বিশেষ করে দেখুনঃ লূক ২৪/১, ২৪/১৩, ২৪/২১-২২)

কিন্তু প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে এর বিপরীত তথ্য দেওয়া হয়েছে। এ পুস্তকটাও লূকের লেখা বলে মনে করা হয় বলে আমরা জেনেছি। আমরা দেখেছি, এতে লূক তাঁর ইঞ্জিলের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য প্রদান করে লেখেছেনঃ "যে শিষ্যদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাঁকে তুলে নেবার আগে সেই শিষ্যদের তিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ... চল্লিশ দিন তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন।" (প্রেরিত ১/১-৩ঃ বাইবেল-২০০০)

৩. ৭. ১৭. উর্ধ্বারোহণের পূর্বে যীশুর প্রেরিত ছিলেন কতজন?

মথি নিশ্চিত করেছেন যে, যীশুর বারজন প্রেরিত বা সাহাবীর মধ্যে একজন ইস্করিয়োতীয় যিহূদা/ এহুদা (Judas Iscariot)-এর মৃত্যুর পর প্রেরিতদের সংখ্যা ছিল এগারজন এবং সেই এগার জনই যীশুর পুনরুত্থানের পর সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের থেকেই যীশু বিদায় নেন। (মথি ২৭/৩-৫; ২৮/১৬)। প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তকটাও বিষয়টা নিশ্চিত করেছে। এ পুস্তকের বর্ণনায় আমরা দেখি যে, যীশুর উর্ধ্বারোহণের পরে শিষ্যরা মাথিয়াসকে যিহূদার স্থলাভিষিক্ত প্রেরিত হিসেবে নির্বাচন করেন। (প্রেরিত ৯/২৬)। কিন্তু এর বিপরীতে সাধু পল লেখেছেন যে, এ সময়ে বারজন প্রেরিত বিদ্যমান ছিলেন। (১ করিন্থীয় ১৫/৫)। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে 'ভুলভ্রান্তি' প্রসঙ্গে পলের বক্তব্য ও অনুবাদের বিকৃতি আলোচনা করব।

৩. ৭. ১৮. কোন্ স্থান থেকে স্বর্গারোহণ?

মার্ক বলেনঃ "তারপর সেই এগার জন সাহাবী ভোজনে বসলে পর তিনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হলেন .... তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার পর প্রভু ঈসাকে উর্ধ্বে, বেহেশতে তুলে নেওয়া হল ...।" (মার্ক ১৬/১৪-১৯ কি. মো-১৩) এ থেকে আমরা জানছি যে, শিষ্যরা খাওয়ার টেবিলে থাকা অবস্থায় যীশু উর্ধ্বগমন করেন। মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এটা জেরুজালেম বা জেরুজালেমের নিকটবর্তী কোনো স্থান ছিল।

কিন্তু লূক লেখেছেন যে, শিষ্যদের সাথে সাক্ষাতের পরে তাঁদের নিকট থেকে রুটি ও মাছ চেয়ে নিয়ে তিনি তাদের সামনে ভোজন করেন। "পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করতে করতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল।" (লূক ২৪/৫০-৫১: বাইবেল-২০০০)

তাহলে খাওয়ার সময়ে নয়, বরং খাওয়ার পরে জেরুজালেম থেকে বৈথনিয়া পর্যন্ত পথ চলার পরে বৈথনিয়া থেকে তিনি উর্ধ্বারোহণ করেন। এর বিপরীতে 'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ' পুস্তক থেকে জানা যায় যে, ৪০ দিন প্রেরিতদের সাথে থাকার পরে যিরুশালেমের নিকটবর্তী জৈতুন পর্বত (mount Olivet) থেকে তিনি উর্ধ্বারোহণ করেন। (প্রেরিত ১/৯-১২)

মথি উর্ধ্বারোহণের কথা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, যীশু পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে গালীলের পাহাড়ে প্রেরিতদের সাথে শেষ সাক্ষাৎ করেন। তাহলে উর্ধ্বারোহণ যদি ঘটেই থাকে তবে তা গালীলের পাহাড় থেকেই হয়েছিল। গালীলের পাহাড়েই মথির ইঞ্জিল সমাপ্ত হয়েছে। (মথি ২৮/৬-২০)

সম্মানিত পাঠক, যীশুর জীবন নিয়েই ইঞ্জিলগুলো রচিত। অথচ যীশুর জীবনের প্রায় সকল ঘটনাতেই চার ইঞ্জিলের মধ্যে অকল্পনীয় বৈপরীত্য। বিশেষত যীশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মৃত্যু ও পুনরুত্থান বর্ণনায় ইঞ্জিলগুলো ও নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাংঘর্ষিক বৈপরীত্য বিদ্যমান। এখানে কয়েকটা নমুনা পাঠক দেখলেন। এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ইঞ্জিলগুলো ঐশ্বরিক প্রেরণায় বা পাক-রূহের মাধ্যমে লেখা নয়। এমনকি এগুলো যীশুর কোনো শিষ্য বা কোনে প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা মানবীয় ঐতিহাসিক কর্মও নয়।

৩. ৮. পুনরুত্থান জগাখিচুড়ি: স্কট বিডস্ট্রাপ

আমেরিকান গবেষক স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) 'খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা আপনাকে যা জানতে দিতে চায় না: বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা' (What The Christian Fundamentalist Doesn't Want You To Know: A Brief Survey of Biblical Errancy) প্রবন্ধে 'ক্রুশারোহণ ও পুনরুত্থান জগাখিচুড়ি' (The Crucifixion and Resurrection Mess) শীর্ষক পরিচ্ছেদে লেখেছেন[৩৩]:

"ক্রুশারোহণ ও পুনরুত্থান জগাখিচুড়ি অথবা একই ঘটনার বর্ণনাকে আমরা কত বেশি সাংঘর্ষিক বানাতে পারি? বাইবেলের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। কিন্তু চার ইঞ্জিলের মধ্যে বর্ণিত ক্রুশারোহণ ও পুনরুত্থানের বিবরণ যেরূপ তালগোল পাকিয়েছে বাইবেলের অন্য কোনো বৈপরীত্য এরূপ তালগোল পাকায় নি। এখানে আমরা চারজন ভিন্ন ভিন্ন লেখক বর্ণিত একটা ঘটনার বর্ণনা দেখছি, যা এত বেশি সাংঘর্ষিক যে, আমি কখনোই এর কোনো ব্যাখ্যা দেখিনি। মৌলবাদীরা এ জট কিভাবে ছাড়ান তা দেখতে মজাই লাগবে! ...

যখন সূর্য উপরে উঠছিল (মথি ২৮/১), তখনো আঁধার ছিল (যোহন ২০/১) মগ্দলীনী মরিয়ম (যোহন ২০/১) অথবা মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম (মথি ২৮/১) অথবা মহিলাগণ (বহুবচন লক্ষ্য করুন: লূক ২৪/১) কবরে গেলেন। একটা ভূমিকম্প হল, একজন ফেরেশতা নেমে আসলেন এবং পাথরটা সরিয়ে দিলেন কবরের মুখ থেকে এবং পাথরটার উপর বসলেন (মথি ২৮/২)। যদিও আগে থেকেই পাথরটা সরানো ছিল! মগ্দলীনী মরিয়ম যখন কবরের কাছে যান তখন বাহ্যত পাথরটা আগে থেকেই সরানো ছিল (যেহান ২০/১; মার্ক ১৬/৪; লূক ২৪/২)। কবরে গমন করার উদ্দেশ্য ছিল মৃতদেহে 'খোশবু মসলা' মাখানো (মার্ক ১৬/১; লূক ২৪/১) অথবা শুধু কবরটাকে দেখা (মথি ২৮/১)। আপনার পছন্দটা বেছে নিন!

[৩৩] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

যখন উক্ত মহিলা অথবা মহিলারা– আপনিই আপনার পছন্দ বেছে নিন– কবরে পৌছলেন তখন তিনি/ তাঁরা ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করলেন এবং দেখলেন যে, ফেরেশতা স্বর্গ থেকে নেমে আসলেন (মথি ২৮/১)। অথবা তাঁরা হেটে কবরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন যে, সাদা পোশাক পরিহিত একজন যুবক ডান দিকে বসে রয়েছে (মার্ক ১৬/৫)। অথবা উজ্জ্বল বস্ত্র পরা দুজন মানুষকে দেখলেন (লূক ২৪/৪)। আপনার পছন্দ বেছে নিন!

এ সময়ে কি হল? যোহন বলছেন যে, মরিয়ম দৌড়ে ফিরে যেয়ে পিতর ও অন্য শিষ্যকে ধরে আনলেন। আর অন্য তিন ইঞ্জিলের লেখক মরিয়মের কবর পরিত্যাগ করে ফিরে যাওয়া এবং কোনো পুরুষ শিষ্যকে নিয়ে ফিরে আসার বিষয় মোটেও উল্লেখ করেননি। যদি/ যখন তিনি/ তাঁরা ফিরে আসেন তখন ফেরেশতাটা (মার্ক ১৫/৬) অথবা ফেরেশতাগণ (লূক ২৪/৫) কী বললেন সে বিষয়ে ইঞ্জিল লেখকরা ত্রিবিধ বর্ণনা দিয়েছেন: (১) তিনি এখানে নেই, তিনি উত্থিত হয়েছেন, তিনি যেমন বলেছিলেন (মথি ২৮/৬), অথবা (২) তিনি এখানে নেই, তিনি উত্থিত হয়েছেন (মার্ক ১৫/৬; লূক ২৪/৬), অথবা (৩) নারী, তুমি কাঁদছ কেন? (যোহন ২০/১৩)। তখন মহিলাটা অথবা মহিলারা কবর থেকে দৌড়ে চলে গেলেন শিষ্যদেরকে এ কথা জানাতে (মথি ২৮/৮)। অথবা তারা ভীষণ ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে চলে গেলেন এবং কাউকে কিছুই বললেন না (মার্ক ১৬/৮)। আপনার পছন্দ বেছে নিন। ...

আমি দুঃখিত, এর পরে এ গল্পগুলো এমন ভয়ানকভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে গিয়েছে যে, কোনোভাবেই সেগুলোকে একসাথে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে এতটুকুতেই চলবে। আপনি সূত্র পেয়ে গিয়েছেন। এখানে এত বেশি জাজ্বল্যমান বৈপরীত্য বিদ্যমান যে, একান্তই অযৌক্তিক প্রচারক ছাড়া আর কারো পক্ষে সেগুলোর সমন্বয় করা সম্ভব নয়। বিষয়টা এত বেশি সাংঘর্ষিক যে, চারটা বর্ণনাই সত্য বলে দাবি করা একান্তই হাস্যকর। আপনি দেখেছেন যে, চারটা বর্ণনা-ই সত্য হওয়া অসম্ভব।"

উপসংহারে তিনি বলেন: "If you want to get a real sense of the inconsistencies in the narrative of the four gospels, start with the trial of Jesus, and compare the accounts in the gospels side by side, reading the account of each incident in the narrative in each gospel before going on to the next incident in the narrative. It will quickly become obvious just how inconsistent the Bible really is. As you do this, you'll come to realize just how imperfect this supposedly perfect document has to be. And as such, the reasonableness of one of the basic claims of the fundamentalist Christians, that of the inerrancy of the Bible, will evaporate like the dew on a summer morning."

"চার ইঞ্জিলের বিবরণের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য বিষয়ে যদি আপনি বাস্তব চিত্র জানতে চান তবে যীশুর বিচার দিয়ে শুরু করুন এবং চার ইঞ্জিলের বর্ণনা পাশাপাশি তুলনা করতে থাকুন। প্রত্যেক ঘটনার বিষয়ে প্রত্যেক ইঞ্জিলের বিবরণ পুরোপুরি অধ্যয়ন করে এরপর অন্য ঘটনা অধ্যয়ন শুরু করুন। বাইবেল যে বাস্তবে কত বেশি পরস্পর-বিরোধী ও সাংঘর্ষিক তা শীঘ্রই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আপনি যখন এরূপ অধ্যয়ন করবেন তখন আপনিই অনুধাবন করবেন, যে পুস্তককে 'নিখুঁত' বলে ধারণা করা হয় সে পুস্তকটা কত বেশি খুঁতসম্পন্ন! মৌলবাদী খ্রিষ্টানদের মৌলিক দাবিগুলোর অন্যতম দাবি হল: বাইবেল অভ্রান্ত। আর এ অধ্যয়নের মাধ্যমে বাইবেলীয় অভ্রান্ততার এ দাবি গ্রীষ্মকালীন সকালের শিশিরের মতই বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে।"

'যে সকল মৌলবাদী আমার এ প্রবন্ধ পড়ছেন তাদের জন্য একটা জ্ঞাতব্য ও একটা চ্যালেঞ্জ' (A Note And A Challenge to Fundamentalists Who Read This Essay) অনুচ্ছেদে স্কট বিডস্ট্রাপ উল্লেখ করেছেন যে, অনেক ব্যক্তি ই-মেইলের মাধ্যমে দাবি করেছেন যে এ জগাখিচুড়ির সমাধান তাদের

কাছে আছে। তিনি বলেন, সমাধান থাকার দাবি নয়, ক্রুশ ও পুনরুত্থান বিষয়ে চার ইঞ্জিল ও প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের সকল বর্ণনা তথ্যনির্ভর ব্যাখ্যা দ্বারা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্যভাবে সমন্বিত করে দিলে তিনি তা তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন এবং নিজের মত পরিবর্তন করবেন। এছাড়া তাকে ১০,০০০ ডলার পুরস্কারও দেওয়া হবে। তবে 'লিপিকারের ভুল' জাতীয় কোনো সমাধান তিনি গ্রহণ করবেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

"If you concede that the Bible contains errors that have been made by translators or editors, then you can conceivably explain anything in it as a copyist, translational or editing error. That's an easy way out, that also has the effect of saying that since the Bible is actually does have errors in it, it can't reliably be considered to be the infallible word of God, either. If you want to take that easy way out, then you're not talking about the inerrant Bible that the fundamentalists claim I can pick up off of my local bookshop shelf. My essay is aimed at them, not you. So PLEASE don't bother to tell me that these are all translator's, copyist's and editor's errors. If it is going to be the reliable word of God, it has to be inerrant, and that means truly inerrant; i.e., devoid of all translational, copyist or editing errors."

"আপনি যদি স্বীকার করেন যে, বাইবেলের মধ্যে ভুলভ্রান্তি রয়েছে, যেগুলো অনুবাদক বা সম্পাদকদের সৃষ্ট, তবে আপনি অনুমেয়ভাবে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান যে কোনো বিষয়কে লিপিকার, অনুবাদক বা সম্পাদকের ভুল বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এটা একটা সহজ বহির্গমন পথ। কিন্তু এ দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু বর্তমান বাস্তবতায় বাইবেলের মধ্যে ভুলভ্রান্তি বিদ্যমান সেহেতু একে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী বলে নির্ভরযোগ্যভাবে মনে করা যায় না। অন্য কথায়, আপনি যদি এ সহজ বহির্গমন পথ গ্রহণ করতে চান, তাহলে মৌলবাদীরা যে অভ্রান্ত বাইবেলের কথা বলেন আপনি সে অভ্রান্ত বাইবেলের কথা বলছেন না। মৌলবাদীরা দাবি করেন যে, একটা অভ্রান্ত বাইবেল আমি স্থানীয় বইয়ের দোকান থেকে কিনতে পারব। আমার রচনা তাদের জন্য, আপনার জন্য নয়। কাজেই দয়া করে আমাকে বলবেন না যে, এগুলো অনুবাদক, লিপিকার বা সম্পাদকের ভুল। বাইবেলকে যদি ঈশ্বরের নির্ভরযোগ্য বাণী হতে হয় তবে একে অবশ্যই ভুলমুক্ত হতে হবে। আর সত্যিকার অর্থে ভুলমুক্ত হওয়ার অর্থ সকল প্রকারের অনুবাদ, অনুলিপি ও সম্পাদনার ভুল থেকেও মুক্ত থাকা।"

খ্রিষ্টান প্রচারকদের অতি পরিচিত একটা অভ্যাস, যৌক্তিক ও তথ্যনির্ভর আলোচনার পরিবর্তে আবেগী প্রচার বা অভিশাপ। সাধারণত খ্রিষ্টান প্রচারকরা সবাইকেই বলতে চান: খ্রিষ্ট আপনার জন্য জীবন দিয়েছেন, আপনি তাঁকে গ্রহণ করবেন না? তাঁকে গ্রহণ করলেই আপনার মুক্তি! ঈশ্বর কত ভালবেসে আপনার জন্য পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন! আপনি তাঁকে গ্রহণ না করলে অনন্ত ধ্বংসে পড়বেন! ইত্যাদি। এছাড়া প্রত্যেকেই দাবি করেন যে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে পবিত্র আত্মার নির্দেশে তিনি আপনাকে মুক্ত করতে এসেছেন!! স্কট বিডস্ট্রাপ বিষয়টা উল্লেখ করে বলেন:

"And finally, if you feel "called by God" to write to me and "bring me to Jesus," save yourself the trouble. Do you seriously think you're the first? My web site gets a lot of traffic (thousands of hits per day) and I get emails like that without exception with every single email session I download, and I'm getting awfully tired of hitting the delete button over and over and over. You're not making Christianity or Jesus any more appealing to me by pestering me about Jesus

blessing me, or my impending residence in Hell, or doing the work of Satan, or my lack of reading the Bible in the "spirit," etc. Believe me, I've heard it all a thousand times before, and I'm not impressed. All you're doing by trying to evangelize me is to lend additional credence to my contention that Christianity is nothing more than a highly evolved and infective meme complex. So please, don't try to proselytize, evangelize or harangue me about the above issues. If you have something genuinely novel to offer, or are interested in genuine, open-minded debate, I welcome your response. But if your intent is to convert me into a follower of Jesus, or simply reiterate the same hopelessly inadequate explanations I've already listed here, forget it."

"আর সবশেষে বলি। যদি আপনি অনুভব করেন যে, 'আমাকে যীশুর কাছে নেওয়ার জন্য' আপনি 'ঈশ্বরের পক্ষ থেকে আহূত হয়েছেন', তবে আপনার প্রতি অনুরোধ, এ কষ্ট থেকে আপনাকে মুক্ত রাখুন। আপনি কি সত্যিকারভাবেই মনে করেন যে, আপনিই প্রথম এরূপ আহূত ব্যক্তি? আমার ওয়েবসাইটে প্রতি দিন এ জাতীয় হাজার হাজার মেইল আসছে। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রতিবার ই-মেইল ডাউনলোড করতে বসে আমি বারবার ডিলিট বাটন টিপতে টিপতে ভয়ানকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। 'যীশু আমাকে আশীর্বাদ করছেন', 'নরক হবে আমার স্থায়ী আবাস', 'আমি শয়তানের কর্ম করছি', 'আমি 'আত্মায়' মগ্ন হয়ে বাইবেল পড়িনি বলে বুঝতে পারিনি', ইত্যাদি কথা বলে আপনি খ্রিষ্টধর্ম বা যীশুকে আমার কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য বানাতে পারছেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি ইতোপূর্বে হাজার হাজার বার এ সকল কথা শুনেছি এবং তাতে আমি আকর্ষিত হইনি। আপনারা আমাকে খ্রিষ্টান বানাতে যত বেশি চেষ্টা করছেন, ততই আমার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে যে, খ্রিষ্টান ধর্ম একটা উচু পর্যায়ে বিকশিত সংক্রমণশীল সামাজিক মনোবিকৃতি ভাইরাস ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই, দয়া করে, আমাকে ধর্মে দীক্ষিত করতে, খ্রিষ্টান বানাতে বা উপরের বিষয়গুলো নিয়ে আমাকে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনাতে চেষ্টা করবেন না। যদি আপনার কাছে সত্যই কোনো অভিনব কিছু পেশ করার মত থাকে অথবা সত্যই যদি আপনি খোলা মনে বিতর্ক করতে চান তবে আমি আপনার উত্তরকে স্বাগত জানাব। কিন্তু যদি আপনি আমাকে যীশুর অনুসারীতে পরিণত করতে চান, অথবা আমি ইতোমধ্যে যে সকল ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি সে জাতীয় নৈরাশ্যজনক ব্যাখ্যাগুলো পুনরুল্লেখ করতে চান তবে তা ভুলে যান।"[৩৪]

৩. ৯. নতুন ও পুরাতনের অন্যান্য বৈপরীত্য

সম্মানিত পাঠক, উপরে আমরা মূলত চার ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান যীশুর জীবন, কর্ম, মরণ ও পুনরুত্থান বিষয়ক কিছু বৈপরীত্য আলোচনা করলাম। এবার আমরা ইঞ্জিলগুলোসহ নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অন্যান্য কিছু বৈপরীত্য এবং নতুন ও পুরাতন নিয়মের কিছু বৈপরীত্য আলোচনা করব।

৩. ৯. ১. মন্দ আত্মা দ্বারা অলৌকিক কর্ম সম্ভব বা অসম্ভব

ইঞ্জিলে কোথাও বলা হয়েছে যে, মন্দ মানুষেরা শয়তান বা মন্দ আত্মার (বদ-রূহের) মাধ্যমে কোনো অলৌকিক কর্ম করতে পারে না। অন্যত্র বলা হয়েছে যে মন্দ মানুষেরাও অলৌকিক কর্ম করতে পারে।

যীশুর অলৌকিক কর্ম দেখে ইহুদি ধর্মগুরুরা বলেন যে, তিনি মন্দ আত্মার মাধ্যমে এ সকল অলৌকিক কর্ম সাধন করছেন। প্রতিবাদে যীশু বলেন: "শয়তান কেমন করে শয়তানকে তাড়িয়ে দিতে পারে? কোন রাজ্য

---

[৩৪] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে সেই রাজ্য টিকতে পারে না। আবার কোনো পরিবার যদি ভাগ হয়ে যায় তবে সেই পরিবারও টিকতে পারে না। সেইভাবে শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার শক্তিতে ভাংগন ধরায় তবে সেও টিকতে পারে না এবং সেখানেই তার শেষ হয়।" (মার্ক ৩/২৩-২৬, বাইবেল-২০০০ ও মো.-০৬। আরো দেখুন মথি ১২/২২-৩২; লূক ১১/১৪-২৩)

মার্ক লেখেছেন (৯/৩৮-৩৯ বাইবেল-২০০০): "যোহন যীশুকে বললেন, 'গুরু, আমরা একজন লোককে আপনার নামে মন্দ আত্মা ছাড়াতে দেখে তাকে বারণ করলাম, কারণ সে আমাদের দলের লোক নয়।' যীশু বললেন, 'তাকে বারণ করো না। আমার নামে আশ্চর্য কাজ করবার পরে কেউ আমার নামে নিন্দা করতে পারে না।"

যোহন লেখেছেন: "আমরা জানি ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না। কিন্তু যদি কোন লোক ঈশ্বরভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে তবে ঈশ্বর তাঁর কথা শোনেন। জগৎ সৃষ্টির পর থেকে কখনও শোনা যায় নি, জন্ম থেকে অন্ধ এমন কোন লোকের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। যদি উনি ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তবে কিছুই করতে পারতেন না।" (যোহন ৯/৩১-৩৩: বাইবেল-২০০০)

উপরের বক্তব্যগুলো নিশ্চিত করে যে, মন্দ লোক মন্দ আত্মার মাধ্যমে অলৌকিক কর্ম করতে পারে না। যীশুর নামে যে মন্দ আত্মা ছাড়ায় সে কখনো মন্দ হতে পারে না। সর্বোপরি ঈশ্বর পাপীর কথা শুনে কোনো অলৌকিক কর্ম ঘটান না। কিন্তু এর বিপরীতে অন্যত্র যীশু বলেছেন: "অনেক ভণ্ড মশীহ ও ভণ্ড নবী আসবে এবং বড় বড় আশ্চর্য ও চিহ্ন-কাজ করবে, যাতে সম্ভব হলে ঈশ্বরের বাছাই করা লোকদেরকেও তারা ঠকাতে পারে।" (মথি ২৪/২৪ এবং মার্ক ১৩/২২: বাইবেল-২০০০)

যীশু আরো বলেন: "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে স্বর্গ-রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে, 'প্রভু, প্রভু, তোমার নামে কি আমরা নবী হিসাবে কথা বলিনি? তোমার নামে কি মন্দ আত্মা ছাড়াই নি? তোমার নামে কি অনেক আশ্চর্য কাজ করিনি? তখন আমি সোজাসুজিই তাদেরকে বলব, 'আমি তোমাদের চিনি না, দুষ্টের দল, (ye that work iniquity: তোমরা যারা পাপকর্ম কর) আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও।" (মথি ৭/২১-২৩, বা-২০০০)

পরবর্তী বক্তব্যগুলো প্রমাণ করছে যে, মন্দ মানুষ, ভণ্ড নবী বা ভণ্ড মসীহরাও অনেক অলৌকিক কর্ম করতে পারেন যা দেখে ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষ পর্যন্ত প্রতারিত হতে পারে। আমরা আরো জানলাম যে, যীশুর নামে মন্দ আত্মা ছাড়ানোর পরেও সে ব্যক্তি ঈশ্বর বিরোধী ও জাহান্নামী হতে পারে।

৩. ৯. ২. ঈশ্বরকে দেখা বা শোনা যায় না অথবা যায়?

যীশু ইহুদিদেরকে ঈশ্বরের বিষয়ে বলেন: "তাঁর স্বর (voice, কেরিঃ রব) তোমরা কখনও শুন নি, তাঁর আকারও দেখ নি।" (যোহন ৫/৩৭, মো-১৩)

এ কথা বাইবেলের অন্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। ইহুদিরা ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। এবং তাঁর রবও তারা শুনেছিলেন: "দেখ, আমাদের আল্লাহ মাবুদ আমাদের কাছে তাঁর প্রতাপ ও মহিমা দেখালেন এবং আমরা আগুনের মধ্য থেকে তাঁর বাণী (voice কেরিঃ রব) শুনতে পেলাম..।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫/২৪, মো.-১৩)

যীশু যেভাবে বলেছেন, সেভাবে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরকে কেউ দেখে নি এবং দেখা সম্ভবও নয়। যেমন: যাত্রাপুস্তক ৩৩/২০: "আরও বললেন, তুমি আমার মুখ দেখতে পাবে না, কেননা মানুষ আমাকে দেখলে বাঁচতে পারে না।" যোহন ১/১৮ "আল্লাহকে কেউ কখনও দেখে নি।" ১ তীমথিয় ৬/১৬: "যাঁকে মানুষদের মধ্যে কেউ কখনও দেখতে পায় নি; দেখতে সক্ষমও নয়।" (মো.-১৩)

কিন্তু এর বিপরীতে বাইবেলের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরকে দেখা যায়, মুখোমুখি দেখা যায়, একত্রে পানাহার করা যায় এবং মল্লযুদ্ধও করা যায়।

আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১২/৭: "পরে মাবুদ ইব্রামকে (ইবরাহিমকে) দর্শন দিয়ে (the LORD appeared unto Abram) বললেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দেব; আর যিনি ইব্রামকে দর্শন দিয়েছিলেন, ইব্রাম সেই মাবুদের উদ্দেশে সেই স্থানে একটি কোরবানগাহ তৈরি করলেন।" (মো.-১৩)

পয়দায়েশ ২৬/২, মো.-১৩: "আর মাবুদ তাঁকে (ইবরাহিমকে) দর্শন দিয়ে বললেন বললেন, তুমি মিসর দেশে নেমে যেও না।"

তৌরাতের বর্ণনায় একরাতে ইয়াকুব (আ.) সারারাত ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধ করেন। সারারাতের যুদ্ধেও ঈশ্বর যাকোবকে পরাজিত করতে অক্ষম হন। এজন্য শেষরাতে তাঁকে 'ইসরাইল' বা ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধকারী উপাধি দান করেন (আদিপুস্তক ৩২/২৪-৩০)। "তখন ইয়াকুব সেই স্থানের নাম রাখলেন 'পনূয়েল' (আল্লাহর মুখ); কেননা তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সামনাসামনি দেখলাম (I have seen God face to face), তবুও আমার প্রাণ বাঁচল।" (পয়দায়েশ ৩২/৩০, মো.-১৩)

হিজরত ২৪/৯-১১, মো.-১৩: "তখন মূসা ও হারুন, নাদব ও অবীহূ, এবং ইসরাইলের প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সত্তর জন উঠে গেলেন; আর তাঁরা ইসরাইলের আল্লাহকে দর্শন করলেন (they saw the God of Israel); তাঁর চরণতলের স্থান নীলকান্তমণি-নির্মিত শিলাস্তরের কাজের মত এবং এবং নির্মলতায় সাক্ষাৎ আসমানের মত ছিল। ... তাঁরা আল্লাহকে দর্শন করে (they saw God) ভোজন পান করলেন।"

আমোষ ৯/১: আমি প্রভুকে (মাবুদকে) দেখলাম, তিনি কোরবানগাহর কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন (I saw the Lord standing upon the altar)।" (মো.-১৩)

যাত্রাপুস্তক ৩৩/১১: "আর মানুষ যেমন তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে, তেমনি মাবুদ মূসার সঙ্গে সামনাসামনি (face to face) আলাপ করতেন।" (মো.-১৩)

এভাবে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরকে দেখা যায়। (আদিপুস্তক ১৭/১; ১৮/১; যাত্রাপুস্তক ৩/১৬; ৬/২-৩; ২৪/৯-১১; গণনা পুস্তক ১২/৭-৮; ১৪/১৪; ইয়োব ৪২/৫; অমোষ ৭/৭-৮)।

যোহন ঈশ্বরকে স্বর্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখতে পান। "যিনি বসে আছেন, তিনি দেখতে সূর্যকান্তের ও সার্দীয় মণির মত।" (প্রকাশিত কালাম ৪/৩, মো.-১৩)

এ প্রসঙ্গে স্কট বিডস্ট্রাপ উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো খ্রিষ্টান প্রচারক উপরের বৈপরীত্যগুলোর মধ্য থেকে দু-একটার ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। যাকোবের বক্তব্য 'আমি আল্লাহকে সামনাসামনি দেখলাম (I have seen God face to face)" কথাটার ব্যাখ্যায় তারা বলেন, সামনাসামনি বা 'মুখোমুখি দেখা' বলতে যাকোব নৈকট্য বুঝিয়েছেন, তিনি 'মুখোমুখি দেখা' বলতে সরাসরি দেখা বুঝাননি। অথবা যাকোব ঈশ্বরের সামান্য কোনো দিক বা বিষয় দর্শন করেছিলেন এবং তিনি মনে করেন যে, তিনি ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেন। আদিপুস্তকের লেখক এখানে যাকোবের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন মাত্র, তিনি যাকোবের বক্তব্য সঠিক বলে উল্লেখ করেননি।

এ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "This argument is obviously weak, in that it entails an interpretation of "face to face" as simply not meaning what it says - which is contrary to the literalists' position. If one is seeing an "aspect" of God, but not

his face, why does this perfect god who is speaking through Jacob allow Jacob to record an error in this perfect book? Why does the Genesis author not set the record straight? After all, leaving it uncorrected certainly causes a problem with interpretation."

"এ যুক্তি সুস্পষ্টভাবেই দুর্বল। কারণ এ ব্যাখ্যার ভিত্তি হল, এখানে 'মুখোমুখি' কথাটাতে যা বলা হয়েছে তা বুঝানো হয়নি। এটা আক্ষরিকতার সাথে সাংঘর্ষিক। যাকোব যদি ঈশ্বরের মুখ না দেখে কোনো দিক বা বিষয় দর্শন করে থাকেন তবে সে নিখুঁত ঈশ্বর, যিনি স্বয়ং যাকোবের মুখ দিয়ে কথাগুলো বলছেন, তিনি কেন যাকোবকে তাঁর নিখুঁত গ্রন্থের মধ্যে ভুল কথা সংকলন করতে দিলেন? আদিপুস্তকের লেখক সঠিক বিষয়টা লেখলেন না কেন? সর্বোপরি ভুল কথা অসংশোধিত রেখে দিলে অনুধাবন-অনুবাদে সমস্যা হবেই।"[৩৫]

৩. ৯. ৩. ঈশ্বর কাউকে পরীক্ষা করেন অথবা করেন না?

বাইবেলের কোথাও বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষকে পরীক্ষা বা প্রলুব্ধ (Tempt) করেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে পরীক্ষা বা প্রলুব্ধ করেন না। আদিপুস্তক/ পদয়াশে ২২/১: "এসব ঘটনার পরে আল্লাহ ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করলেন (God did tempt Abraham)

কিন্তু এর বিপরীতে যাকোব/ইয়াকুব ১/১৩: "পরীক্ষার সময়ে কেউ না বলুক, আল্লাহ থেকে আমার পরীক্ষা হচ্ছে (I am tempted of God); কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা আল্লাহর পরীক্ষা করা যায় না, আর তিনি কারো পরীক্ষা করেন না।"

৩. ৯. ৪. প্রত্যেকেই পাপ করে? না কিছু মানুষ পাপ করে না?

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষই পাপ করে। কিন্তু অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কিছু মানুষ পাপ করে না। ১ রাজাবালি ৮/৪৬: "তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে– কেননা পাপ না করে এমন কোন মনুষ্য নাই–"। (অনুরূপঃ ২ বংশাবলি ৬/৩৬; হিতোপদেশ ২০/৯; উপদেশক ৭/২০; ১ যোহন ১/৮ ও ১/৯)।

কিন্তু ১ যোহন ৩/৯: "যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপ করে না (doth not commit sin) কারণ তাঁহার বীর্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত (he cannot sin, because he is born of God)।

আমরা জানি, 'doth not commit sin' ও 'cannot sin' বাক্যদ্বয়ের স্পষ্ট অর্থ "পাপ করে না" এবং "পাপ করতে পারে না"। কেরির অনুবাদ মূলানুগঃ "পাপাচরণ করে না" ও "পাপ করিতে পারে না"। কিন্তু অন্যান্য অনুবাদে "গুনাহ করতে থাকে না", "পাপে পড়ে থাকে না", "পাপে পড়ে থাকতে পারে না" ইত্যাদি লেখা হয়েছে।

৩. ৯. ৫. বিবাহ ঈশ্বরের অনুগ্রহের উৎস না অনুগ্রহে বাধা

বিবাহে উৎসাহ প্রদান করে হিতোপদেশ/ মেসাল ১৮/২২ লেখেছেঃ "যে স্ত্রী পায় সে উৎকৃষ্ট বস্তু পায়, এবং মাবুদের কাছে রহমত পায়"।

কিন্তু অন্যত্র বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যীশু তাঁর জন্য স্ত্রী-সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করতে ও ঘৃণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন: "আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর রাজ্যের জন্য

[৩৫] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

নিজের বাড়ি বা স্ত্রী বা ভাই-বোন বা পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করলে, ইহকালে তার বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন না পাবে।" (লূক ১৮/২৯-৩০, মো.-১৩। পুনশ্চ: মার্ক ১০/২৯-৩০)।

যীশু আরো বলেন: "যদি কেউ আমার কাছে আসে, আর আপন পিতা- মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, এমন কি নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান (hate ঘৃণা) না করে তবে সে আমার সাহাবী (শিষ্য) হতে পারে না"। (লূক ১৪/২৬, মো.-১৩)

যীশু 'বিয়ে না করা' এবং 'বেহেশতী রাজ্যের জন্য' অবিবাহিত থাকাকে উৎসাহ দিয়েছেন। মথি লেখেছেন: "তখন তাঁর সাহাবীরা তাঁকে বললেন, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যদি এই রকমেরই হয় তাহলে তো বিয়ে না করাই ভাল'। ঈসা তাঁদের বললেন, 'সবাই এই কথা মেনে নিতে পারে না; কেবল যাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারাই তা মেনে নিতে পারে। কেউ কেউ খোজা হয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেজন্য তারা বিয়ে করে না। আর কাউকে কাউকে মানুষেই খোজা করে, সেজন্য তারা বিয়ে করে না। আবার এমন কেউ কেউ আছে যারা বেহেশতী রাজ্যের জন্য বিয়ে করবে না বলে মন স্থির করে। যে এই কথা মেনে নিতে পারে সে মেনে নিক।" (মথি ১৯/১০-১২, মো.-০৬)

নতুন নিয়ম বারবার নিশ্চিত করছে যে, অবিবাহিত ও অবিবাহিতা থাকাই মুক্তির নিশ্চিত পথ। একান্তই বাধ্য হলে বিবাহ করার অনুমোদন আছে, তবে না করাই ভাল। বিবাহিত নারী ও পুরুষকে স্বামী বা স্ত্রীর সন্তুষ্টির চিন্তা করতে হয়। এটা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির চেষ্টার পথে বাধা। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী এ বাধা থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে পারে। কাজেই অবিবাহিত থাকাই নাজাতের নিশ্চিত পথ। ঈমানদার খ্রিষ্টান তিন রকমের এক রকম হতে পারেন: বিবাহিত, বিধবা-বিপত্নীক, অবিবাহিত। তিনজনের জন্য বাইবেলের নির্দেশ তিন প্রকার: (ক) যে বিবাহিত সে স্ত্রী পরিত্যাগ না করুক, তবে সে এমনভাবে থাক, যেন সে অবিবাহিত। (খ) যার স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে সে আর বিবাহ না করুক। (গ) যে অবিবাহিত সে বিবাহ না করুক। (ঘ) বিবাহ শুধু পরকালের মুক্তিরই প্রতিবন্ধক নয়, উপরন্তু এ জীবনে কষ্টের মূল কারণ। এজন্য দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ঈমানদার খ্রিষ্টানদের বিবাহ না করা উচিত। (১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়)

খৃস্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে যীশু খ্রিষ্ট চিরকুমার ছিলেন। তিনি চিরকুমার বা 'খোজা' থাকাকেই উৎসাহ দিয়েছেন। খ্রিষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পলও চিরকুমার ছিলেন। তিনিও চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকাকেই উত্তম ও ঈশ্বরের সেবার জন্য অধিক উপযোগী বলে বারবার বলেছেন। চিরকুমার থাকতে পারাকে ঈশ্বরের বড় অনুগ্রহ বলে গণ্য করেছেন। ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে: "(১) স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা পুরুষের ভাল; (২) কিন্তু জেনা নিবারণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজ নিজ স্ত্রী থাকুক এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিজ নিজ স্বামী থাকুক।... (৬) কিন্তু এটা আমার হুকুম নয়, কেবল অনুমতি দিয়েই এই কথা বলছি। আর আমার ইচ্ছা এই যে, সকল মানুষই আমার মত (চিরকুমার/চিরকুমারী) হয়। ... (৮) অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদের কাছে আমার কথা এই, তারা যদি আমার মত (চিরকুমার/চিরকুমারী) থাকতে পারে, তবে তাদের পক্ষে তা-ই ভাল।"

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, যীশুর সাথে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ স্বর্গে থাকবেন, যারা সকলেই অবিবাহিত, অমৈথুন, রমণীদের সংসর্গে কলুষিত না হওয়া পুরুষ (not defiled with women)। এরা ছাড়া কেউ স্বর্গের গান গাইতে পারবে না। (প্রকাশিত বাক্য ১৪/১-৪) এ থেকে জানা যায় যে, বিবাহ ও রমণী সংসর্গে মানুষ কলুষিত, দূষিত বা নোংরা (defiled) হয় এবং বিবাহ স্বর্গলাভের পথে বাধা।

৩. ৯. ৬. নিরপেক্ষ কি পক্ষে না বিপক্ষে

যীশু এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী কথা বলেছেন। মথি ১২/৩০: "যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ

এবং যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।"

এ বক্তব্য নিশ্চিত করে যে, যে আমার পক্ষে নয় সে আমার বিপক্ষ ও শত্রু বলেই গণ্য। এর বিপরীতে মার্ক ৯/৪০: "কারণ যে কেউ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে আমাদের সপক্ষ।" লূক ৯/৫০: "কেননা যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের সপক্ষ।"

প্রথম বক্তব্য অনুসারে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ, ইহুদি, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও সকল ধর্মের ও ধর্মহীন সকল মানুষই যীশুর বিরুদ্ধে; কারণ তারা যীশুর পক্ষে নন। দ্বিতীয় বক্তব্য অনুসারে যারা খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে কথা বলে শুধু তারাই তাঁর বিরুদ্ধে। যারা খ্রিষ্টের নাম শোনেনি, বা শুনলেও বিরুদ্ধে কিছু বলে না তারা খ্রিষ্টের পক্ষে।

৩. ৯. ৭. পিতা ও পুত্র এক, পৃথক অথবা বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর

যীশু বলেনঃ "আমি ও পিতা, আমরা এক (I and my Father are one)।" (যোহন ১০/৩০)। তিনি আরো বলেনঃ "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে।" (যোহন ১৪/৯, মো.-১৩) এ থেকে বুঝা যায় যে যীশু ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।

কিন্তু যীশু মৃত্যুর পূর্বে বলেন: "আল্লাহ আমার, আল্লাহ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" (মথি ২৭/৪৬, মো.-১৩) তাঁর এ কথা নিশ্চিত করে যে, তাঁর ঈশ্বর বা পিতা এবং তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যে কারণে একে অন্যকে পরিত্যাগ করতে পারেন।

যীশু অন্যত্র বলেন: "আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কেননা আমি সব সময় তাঁর সন্তোষজনক কাজ করি।" (ইউহোন্না/ যোহন ৮/২৯, মো.-১৩)

এ বক্তব্যও প্রমাণ করে যে, পিতা ও পুত্র এক নন। কারণ একই ব্যক্তি নিজে নিজেকে 'পাঠাতে' পারেন না, নিজেই নিজের সাথে থাকতে পারেন না, নিজে নিজেকে পরিত্যাগ করতে পারেন না এবং নিজে নিজের সন্তুষ্টির কর্ম করে বলতে পারেন না যে, যেহেতু আমি তার সন্তুষ্টির কর্ম করি সেজন্য তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন না।

এ ছাড়া এখানে যীশু বলছেন যে, ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেন না; কারণ তিনি সর্বদা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির কর্ম করেন। তাহলে কি যীশু শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কোনো কর্ম করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন?

যোহন/ ইউহোন্না ৫/১৮, মো.-১৩: "এই কথার জন্য ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে আরও চেষ্টা করতে লাগল; কেননা তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করতেন তা নয়, কিন্তু আবার আল্লাহকে নিজের পিতা বলে নিজেকে আল্লাহর সমান করতেন।"

যোহন বড় মজার কথা লেখেছেন! আমরা দেখেছি, ইহুদিরা সকলেই আল্লাহকে পিতা বলতেন। বাইবেলে সকল মানুষ এবং বিশেষ বিশেষ অনেক মানুষকে বারবার 'ঈশ্বরের পুত্র', 'প্রথম পুত্র' 'জাত পুত্র' ইত্যাদি বলা হয়েছে। তাহলে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বললে ইহুদিরা তাঁকে বধ করবে কেন? যোহনের লেখক নিশ্চিতভাবেই একজন রোমান ছিলেন যিনি ইহুদি পরিভাষায় 'ঈশ্বরের পুত্র' ব্যবহার জানতেন না। রোমান পরিভাষায় দেবতা অর্থে ঈশ্বরের পুত্র ব্যবহারই তার জানা ছিল। এজন্য মনের কল্পনায় লেখেছেন যে, যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলাতে ইহুদিরা ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

এছাড়া যোহন লেখলেন যে, যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য করছিলেন। এ কথা নিশ্চিত করে যে, যীশু নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেননি এবং ঈশ্বর ছিলেন না। কারণ কেউ নিজেকে নিজের সমতুল্য বানাতে

পারে না।

বাইবেল গবেষক ও সমালোচক গ্যারি ডেভানি লেখেছেন: "John 5:18... He also called God His Own Father, making Himself equal to God. If Jesus is stated to be "equal to" God, how can Jesus actually be God? How can any father and son be, in reality, the same person?" "যোহন ৫/১৮... কারণ তিনি ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলছেন, এভাবে নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য বানাচ্ছেন। এখানে বলা হল যে, যীশু ঈশ্বরের সমতুল্য। যদি তা-ই হয় তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে কিভাবে ঈশ্বর হবেন? বাস্তবে কিভাবে পিতা ও পুত্র একই সত্তা হতে পারে?"[৩৬]

যীশু বলেন: "আমি পিতার কাছে যাচ্ছি; কারণ পিতা আমার চেয়ে মহান (Father is greater than I)" (ইউহোন্না ১৪/২৮, মো.-১৩)। এ থেকে জানা যায় যে, পিতা ও পুত্র এক নন এবং সমানও নন; একজন আরেকজন অপেক্ষা মহান বা ক্ষুদ্র।

অন্যত্র যীশু বলেন: "আমার উপদেশ আমার নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর। যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে, তবে সে এই উপদেশের বিষয়ে জানতে পারবে যে, এই শিক্ষা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, নাকি আমি নিজের থেকে বলি।" (যোহন/ ইউহোন্না ৭/১৬-১৭, মো.-১৩)

এ কথা থেকে পাঠক কী বুঝছেন? যীশু কি বললেন যে, তিনি ও ঈশ্বর এক? নাকি তিনি বললেন যে, তিনি ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাঁর নিজের শিক্ষা ও ঈশ্বরের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি যে শিক্ষা দেন তা তাঁর নিজের নয়; বরং ঈশ্বরের শিক্ষা। এখানে যীশু মোশি ও অন্যান্য বাইবেলীয় নবীদের মত অবিকল বলছেন যে, তাঁর শিক্ষাগুলো তাঁর নিজের শিক্ষা নয়; বরং তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার করছেন মাত্র।

পিতর লেখেছেন (১ পিতর ৩/২২, মো.-০৬): "মসীহ বেহেশতে গেছেন এবং এখন আল্লাহর ডান দিকে আছেন।" এ কথাও নিশ্চিত করে যে, যীশু ঈশ্বর নন বা তিনি ও ঈশ্বর এক নন। কারণ একই সত্তা নিজেই নিজের ডান দিকে বসতে পারে না।

স্কট বিডস্ট্রাপ লেখেছেন, খ্রিষ্টান প্রচারকরা এখানে বলেন, ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসে যীশু এবং পিতা (ঈশ্বর) এক ও অভিন্ন, তবে তারপরও তাঁরা পৃথক ব্যক্তি। ঈশ্বর হিসেবে যীশু এবং পিতা সমান; তবে যীশু যখন পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আসলেন তখন স্বেচ্ছায় নিজেকে পিতার অধীনস্থ করেন। যেমন, বলা যায় যে, একজন রাজা ও একজন প্রজা মানুষ হিসেবে উভয়েই সমান, এরপরও একজন অন্যজনের চেয়ে মর্যাদায় অধিক।

পাঠক, লক্ষ্য করছেন যে, এটা কোনো ব্যাখ্যা হল না। রাজা এবং প্রজাকে কেউ বলেন না যে, তারা উভয়ে মিলে একজন মানুষ বা তারা এক ও অভিন্ন। দুজন পৃথক ব্যক্তি সমান হতে পারে, অসমানও হতে পারে, তবে কখনোই এক হতে পারে না। আর যখন দুজনই এক হয়, তখন আর সমান, অসমান বা ছোটবড় হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। যেমন একই ব্যক্তি দুটো নামে পরিচিত হতে পারেন। দুজন তাকে দু' নামে চিনতে পারে। সে ব্যক্তি বিষয়ে বলা যায় যে, অমুক ও অমুক একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তির দুটো নাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে বলা যায় না যে, তারা কেউ কারো চেয়ে বড় বা ছোট। এজন্য এ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্কট বিডস্ট্রাপ লেখেছেন:

"If the fundamentalist's argument is true, then John 10:30 makes no sense at all. How can you be one and still be separate? They are either one or they are not.

---

[৩৬] Gary DeVaney, JESUS, http://www.thegodmurders.com/id134.html

The states are mutually exclusive."

"যদি মৌলবাদীদের যুক্তি সঠিক হয়, তবে যোহন ১০/৩০ (আমি ও পিতা, আমরা এক) কথাটা একেবারেই অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হয়। আপনি কিভাবে এক ও অভিন্ন হবেন এবং একই সাথে পৃথক ও ভিন্ন হবেন? যীশু ও ঈশ্বর হয় উভয়ে অভিন্ন অথবা ভিন্ন। দুটো অবস্থা একই সাথে সমন্বিত হতে পারে না।"[৩৭]

৩. ৯. ৮. যীশুর আগমন শান্তি না অশান্তির জন্য?

মথি (৫/৯) লেখেছেন: "ধন্য যারা মিলন করে দেয় (Blessed are the peacemakers), কারণ তারা আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত হইবে।" (মো.-১৩)

লূক (৯/৫৬) লেখেছেন: "কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।" (শুধু কেরির অনুবাদে বাক্যটা বিদ্যমান)

পক্ষান্তরে মথি (১০/৩৪) লেখেছেন: "মনে করো না যে, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসিনি, কিন্তু তলোয়ার দিতে এসেছি।" (মো.-১৩)

লূক ১২/৪৯ ও ৫১ (মো.-১৩): "আমি দুনিয়াতে আগুন জ্বালাতে এসেছি; আর এখন যদি তা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, তবে আর চাই কি? ... তোমরা কি মনে করছ, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি? তোমাদিগকে বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ।"

উপরের বক্তব্যগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম দুটো বক্তব্যে শান্তি, ঐক্য ও মিলন সৃষ্টিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যীশু নিজেও ধ্বংস নয়, বরং রক্ষা করতে আগমন করেন। কিন্তু শেষ দুটো বক্তব্যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে যে, তিনি খড়্গ, হানাহানি, ধ্বংস ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য আগমন করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মুক্তি, শান্তি, মিলন ও রক্ষার জন্য আগমন করেননি; কাজেই যাদেরকে ধন্য বলা হবে এবং ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

৩.৯.৯. শুধু খ্রিষ্টানরা নাকি সকল সৎ মানুষই মুক্তি পাবেন?

ইউহোন্না ১৪/৬ (মো.-১৩): "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না আসলে কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।" এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যীশুর মাধ্যম ছাড়া শুধু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং সৎ কর্ম করে মুক্তি মিলবে না।

কিন্তু প্রেরিত ১০/৩৪-৩৫ বলছে: "তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিলেন, আমি সত্যই বুঝিলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা (পক্ষপাতিত্ব, ব্যক্তি বিচার ইংরেজি: RSV: partiality, KJV: respecter of persons) করেন না। কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করে ও ধর্মাচরণ করে সে তাঁহার গ্রাহ্য হয় (RSV: in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. KJV: in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him)।"

উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম বক্তব্যে যীশুর প্রতি বিশ্বাসই মুক্তির পথ। এখানে ভাল কর্ম করার কোনো শর্তও আরোপ করা হয়নি। দ্বিতীয় বক্তব্যে ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ধর্মাচারণ (righteousness) মুক্তির পথ। যীশুর প্রতি বিশ্বাস কোনো শর্ত নয়। যীশুর প্রতি বিশ্বাসকে শর্ত করা নিঃসন্দেহে পক্ষপাতিত্ব ও ব্যক্তি বিচার। আর সেক্ষেত্রে 'সকল জাতির যে কেউ' বলার কোনোই অর্থ থাকে

---

[৩৭] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

না।

যোহনের ৫ অধ্যায়ে দীর্ঘ আলোচনায় যীশু বলেছেন যে, মানুষেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস না করলেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন নাঃ "মনে করো না যে, আমি পিতার কাছে তোমাদের উপর দোষারোপ করব; এক জন আছেন, যিনি তোমাদের উপর দোষারোপ করেন; তিনি মূসা, যাঁর উপরে তোমরা প্রত্যাশা রেখেছ" (যোহন/ ইউহোন্না ৫/৪৫, মো.-১৩)। এখানেও তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁর কথা মানা ও না মানা মানুষদের ইচ্ছা, কোনো অবস্থাতেই তিনি অভিযোগ করবেন না। এ বক্তব্যও প্রথম বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

১ তীমথিয় ৪/১০: "এজন্যই আমরা পরিশ্রম ও প্রাণপণ করছি; কেননা আমরা সেই জীবন্ত আল্লাহর উপরেই প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সমস্ত মানুষের, বিশেষত ঈমানদারদের নাজাতদাতা (we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe)।" (মো.-১৩)

এ বক্তব্য নিশ্চিত করে যে, জীবন্ত ঈশ্বর শুধু ঈমানদারদের নয়; বরং ঈমানদার ও বেঈমান সকল মানুষেরই ত্রাণ করবেন বা নাজাত দিবেন। স্বভাবতই এ বক্তব্যটা 'যীশুর প্রতি ঈমান ছাড়া নাজাত লাভ হবে না' বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

৩. ৯. ১০. যীশু মানুষদের বিচার করবেন অথবা করবেন না?

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, যীশু জীবিত ও মৃতদের বিচারক। যেমনঃ "কারণ, পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচার ভার পুত্রকে দিয়াছেন (For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son)" (যোহন ৫/২২)। অন্যত্র যীশু বলেনঃ "বিচারের জন্য আমি এ জগতে আসিয়াছি (For judgment I am come into this world)" (যোহন ৯/৩৯)।

অন্যত্র পিতর বলেনঃ "তাঁহাকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদিগের বিচারকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন (ordained of God to be the Judge of quick and dead)" (প্রেরিত ১০/৪২)। অন্যত্র তিনি বলেনঃ "কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত মানুষ (ইংরেজিঃ man, বঙ্গানুবাদেঃ ব্যক্তি) দ্বারা ন্যায়ে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন (judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained)।" (প্রেরিত ১৭/৩১। আরো দেখুন যোহন ৫/২৭; ৫/৩০; ৮/১৬; রোমীয় ২/১৬; ২ তিমথিয় ৪/১)

এর বিপরীতে যীশু বারবার বলেছেন যে, তিনি কারো বিচারক হিসেবে প্রেরিত হননি এবং তিনি কারো বিচার করেন না। তিনি বলেনঃ "তোমাদের উপরে বিচারকর্তা (who made me a judge) বা বিভাগকর্তা করিয়া কে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে?" (লূক ১২/১৪)। তিনি আরো বলেনঃ "কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই" (যোহন ৩/১৭)। অন্যত্র তিনি বলেনঃ "আমি কাহারও বিচার করি না (I judge no man/ no one)" (যোহন ৮/১৫)।

অন্যত্র বলেনঃ "আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া বিশ্বাস (ইংরেজিঃ KJV: believe: বিশ্বাস, RSV: Keep: রক্ষা, বঙ্গানুবাদেঃ পালন) না করে, আমি তাহার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি (And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.)।" (যোহন ১২/৪৭)

লক্ষণীয় যে, যোহনের ইঞ্জিলের মধ্যে এ বৈপরীত্য ব্যাপক। যোহনই লেখলেন যে, যীশু বিচার করবেন

(৫/২২; ৯/৩৯)। আবার যোহনই লেখলেন যে, যীশু কারো বিচার করবেন না (৩/১৭; ৮/১৫; ১২/৪৭)। এজন্য গ্যারি ডাভিন্সি লেখেছেন:

"John, why do your writings conflict and contradict? Granted, my writings have numerous errors, but John, you are a man who supposedly wrote God's 'perfect' words. Your writings have to be correct. But, they prove that they are not". "যোহন, আপনার লেখনি কেন সাংঘর্ষিক ও পরস্পরবিরোধী? নিশ্চিতভাবেই আমার লেখনির মধ্যে অনেক ভুল থাকবে। কিন্তু, যোহন, আপনার লেখনি তো সঠিক হতে হবে। কারণ, এ কথাই তো ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈশ্বরের 'নিখুঁত' কথাগুলো লেখছেন। আপনার লেখনি বিশুদ্ধ হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তা বিশুদ্ধ নয় বলেই প্রমাণ হল।"[৩৮]

৩. ৯. ১১. যীশুর আগমন তৌরাত প্রতিষ্ঠা না বাতিল করতে?

ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনায় যীশু বারবার বলেছেন যে, তিনি 'ব্যবস্থা', অর্থাৎ তৌরাত ও শরীয়ত সংরক্ষণ করতে এসেছেন, বিলোপ বা বাতিল করতে আসেননি। তিনি বলেছেন: "মনে করো না যে, আমি শরীয়ত বা নবীদের কিতাব লোপ (destroy) করতে এসেছি; আমি তা লোপ করতে আসি নি, কিন্তু পূর্ণ (fulfil) করতে এসেছি। ... অতএব যে কেউ এসব ক্ষুদ্রতম হুকুমের মধ্যে কোন একটি হুকুম লঙ্ঘন (break) করে ও লোকদেরক তা লঙ্ঘন করতে শিক্ষা দেয়, তাকে বেহেশতী-রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাবে; কিন্তু যে কেউ সেসব পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাকে বেহেশতী-রাজ্যে মহান বলা যাবে। কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, আলেম ও ফরীশীদের চেয়ে তোমাদের ধার্মিকতা যদি বেশি না হয়, তবে তোমরা কোন মতে বেহেশতী-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মথি ৫/১৭-২০: কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদ: "এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি.... তাই মূসার শরীয়তের মধ্যে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতি রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। আমি তোমাদের বলছি, আলেম ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনমতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।"

অন্যত্র যীশু বলেন: "কিন্তু শরীয়তের এক বিন্দু পড়ে যাওয়ার চেয়ে বরং আসমানের ও দুনিয়ার লোপ হওয়া সহজ।" (লূক ১৬/১৭: কি. মো.-১৩)।

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদ নিম্নরূপ: "তবে তৌরাত শরীফের একটা বিন্দু বাদ পড়বার চেয়ে বরং আসমান ও জমীন শেষ হওয়া সহজ।"

অন্যত্র যীশু সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইহুদি পণ্ডিত, আলিম ও ফরীশীরা যা হুকুম করেন সব কিছু মান্য করা খ্রিষ্টান বা যীশুর অনুসারীদের দায়িত্ব। ফরীশীদের কর্মের ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের নির্দেশ অমান্য করা বৈধ নয়: "পরে ঈসা লোকদের কাছে ও তাঁর সাহাবীদের কাছে বললেন, 'শরীয়ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে আলেমেরা ও ফরীশীরা মূসা নবীর জায়গায় আছেন। এজন্য তাঁরা যা কিছু করতে বলেন তা কোরো এবং যা পালন করবার হুকুম দেন তা পালন কোরো।" (মথি ২৩/১-৩)

যীশুর উপরের সকল কথা নিশ্চিত করে যে, যীশুর অনুসারী বা খ্রিষ্টানদের জন্য তৌরাত, শরীয়ত ও ফরীশীদের সকল নির্দেশ পালন করা বাধ্যতামূলক।

---

[৩৮] Gary DeVaney, JESUS, http://www.thegodmurders.com/id134.html

কিন্তু এর বিপরীতে সাধু পল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যীশু তৌরাত ও শরীয়ত বিলোপ করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন: "শত্রুতাকে, বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলারূপ ব্যবস্থাকে নিজ মাংসে লুপ্ত করিয়াছেন (abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances)। অর্থাৎ মূসার শরীয়তের আজ্ঞা ও বিধানাবলি ছিল মানবসমাজে শত্রুতার মূল কারণ এবং যীশু নিজের দেহ দিয়ে এ শরীয়ত ও সকল হুকুম আহকাম বাতিল করেছেন। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তিনি তাঁর ক্রুশের উপরে হত্যা করা শরীরের মধ্য দিয়ে সমস্ত হুকুম ও নিয়ম সুদ্ধ মূসার শরীয়তের শক্তিকে বাতিল করেছেন" (ইফিষীয় ২/১৪-১৫)। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "তিনি শরীয়তের সমস্ত হুকুম ও অনুশাসনকে বাতিল করেছেন।"

ইব্রীয় পুস্তকের বক্তব্য: "কারণ এক পক্ষে পূর্বকার বিধির দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ হইতেছে– কেননা ব্যবস্থা কিছুই সিদ্ধ করে নাই (On the one hand,a former commandment is set aside because of its weakness and uselessness, for the Law made nothing perfect)"। (ইব্রীয় ৭/১৮-১৯)

অর্থাৎ তৌরাত ও শরীয়ত কোনো কিছুই সিদ্ধ করতে পারেনি; এজন্য দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা হেতু তৌরাতের বিলোপ করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "মূসার শরীয়ত কোন কিছুকেই পূর্ণতা দিতে পারেনি, তাই আগের ইমামের কাজের যে নিয়ম ছিল তা দুর্বল ও অকেজো বলে বাতিল করা হয়েছে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "কারণ এক দিকে আগের নিয়ম দুর্বল ও নিষ্ফফ ছিল বলে তা লোপ হচ্ছে- কেননা শরীয়ত কোন কিছুকেই পূর্ণতা দান করেনি।"

সাধু পল তৌরাতের বিধানগুলোকে মানব রচিত বা হাতে লেখা বিধান বলে উপহাস করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যীশু ক্রুশের পেরেকের সাথে এগুলোকে গেঁথে দিয়ে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন: "আমাদের প্রতিকূল যে বিধিবদ্ধ হস্তলেখ্য (the handwriting of ordinances) আমাদের বিরুদ্ধে ছিল, তাহা তিনি মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং প্রেক দিয়া ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়া দিয়া ক্রুশেই সেই সকলের উপর বিজয়-যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। অতএব ভোজন কি পান, কি উৎসব কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্বন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক।" (কলসীয় ২/১৪-১৬)

তিনি বলেন: "তোমরা যখন জগতের অক্ষরমালা ছাড়িয়া খ্রিষ্টের সহিত মরিয়াছ, তখন কেন জগজ্জীবীদের ন্যায় এই সকল বিধির অধীন হইতেছ, যথা, ধরিও না, আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না? .. ঐ সকল বিধি মানুষ্যদের বিবিধ আদেশ ও ধর্মসূত্রের অনুরূপ।" (কলসীয় ২/২০-২২)

এখানে যীশুর বক্তব্য ও পলের বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য খুবই প্রকট। কার মত অধিক গ্রহণযোগ্য তা আমাদের বিবেচ্য নয়। আমরা দেখছি যে, একই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একই বিষয়ে সাংঘর্ষিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। যীশু নিজে নিজেকে তৌরাত ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর ক্ষুদ্রতম বিধানও পালনীয় বলে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পল যীশুকে সকল বিধান বিলোপকারী বলে উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিক বিচারে দুজনের একজনকে সত্যবাদী ও একজনকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করতে হবে। তবে এখানে গ্রন্থ একটাই এবং লেখকও একজন: পবিত্র আত্মা।

এ প্রসঙ্গে LiberalsLikeChrist.Org ওয়েবসাইটের বক্তব্য:

"When it comes to the inspiration of the 'Old Testament', it's fascinating how everything in the Old Testament that they can use to torture other people is 'the innerant word of God', while anything that they don't understand or don't want applied to themselves, is dismissed in an instant with the mantra, 'Christians are

not bound by the Law. Jesus freed us from the ancient Law.' There was no New Testament at all when Jesus said the following. He was speaking strictly of the Old Testament when he said: "Do not think that I came to abolish the Law or the Prophets..."

"যখন পুরাতন নিয়মের ঐশ্বরিক প্রেরণার কথা আসে তখন অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখি যে, পুরাতন নিয়মের যে সকল বক্তব্য তারা অন্য মানুষদের নির্যাতন করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন তা সব কিছুই 'ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণীতে' পরিণত হয়। আর যা কিছু তারা বুঝেন না বা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান না সেগুলোকে তাৎক্ষণিক একটা মন্ত্র দিয়ে বাতিল করেন: 'খ্রিষ্টানরা তৌরাত মানতে বাধ্য নন। যীশু আমাদেরকে প্রাচীন তৌরাত থেকে মুক্ত করেছেন।' অথচ যীশু বলেন: 'এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি.... ' তিনি যখন এ কথাগুলো বলেছিলেন তখন 'নতুন নিয়ম' বলতে কিছুই ছিল না। তিনি সুনির্দিষ্টভাবেই পুরাতন নিয়মের উল্লেখ করে এ কথাগুলো বলেছিলেন।"[৩৯]

৩. ৯. ১২. তৌরাত পালন মুক্তির সহায়ক না বাধা?

এ বিষয়ক আরেকটা বৈপরীত্য, তৌরাত পালন কি মুক্তির সহায়ক না মুক্তির প্রতিবন্ধক? উপরের বক্তব্যে যীশু স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, সাধারণ ইহুদিদের চেয়ে এবং আলিম ও ফরীশীদের চেয়েও পূর্ণতর ভাবে শরীয়তের বিধান পালন না করলে বেহেশতে প্রবেশ করা যাবে না। কিন্তু বাইবেলের কোথাও বলা হয়েছে যে, তৌরাত বা শরীয়ত পালন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়; উপরন্তু বিভিন্নভাবে তা মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক।

(ক) শরীয়ত পালনের মাধ্যমে পাপের জ্ঞান জন্মে ফলে তা মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে: "শরীয়তের কাজ দ্বারা কোন প্রাণী তাঁর সাক্ষাতে ধার্মিক বিবেচিত হবে না, কেননা শরীয়ত দ্বারা গুনাহর জ্ঞান জন্মে" (রোমীয় ৩/২০, মো.-১৩)।

(খ) শরীয়তই সকল শত্রুতা ও হানাহানির উৎস ফলে তা মুক্তির প্রতিবন্ধক: "শত্রুতাকে, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলারূপ ব্যবস্থাকে, নিজ মাংসে লুপ্ত করিয়াছেন (abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances)।" (ইফিষীয় ২/১৫)

(গ) শরীয়ত পালনকারীর জন্য মুক্তির পথ চিররুদ্ধ, কারণ সে বদদোয়াপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত, অর্থাৎ মালউন বা লানত প্রাপ্ত। পল বলেন: "বাস্তবিক যারা শরীয়তের কাজ অবলম্বন করে তারা সকলে বদদোয়ার অধীন, কারণ লেখা আছে, 'যে কেউ শরীয়ত কিতাবে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থির না থাকে, সে বদদোয়াগ্রস্ত।" (গালাতীয় ৩/১০: কি. মো.-২০১৩)। কি. মো.-২০০৬: "পাক-কিতাবে লেখা আছে, সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত, যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটি কথা পালন করে না।"

৩. ৯. ১৩. বিশ্বাসেই মুক্তি না কর্মেরও প্রয়োজন?

উপরের পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান একটা লক্ষণীয় বৈপরীত্য বিশ্বাস ও কর্ম বা ঈমান ও শরীয়তের সম্পর্ক। পুরাতন নিয়মের সর্বত্র ঈমান ও শরীয়তপালন অবিচ্ছেদ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানবিহীন শরীয়তপালন অথবা শরীয়তবিহীন ঈমান থাকতে পারে বলে তৌরাত ও পুরাতন নিয়মের পাঠক কল্পনাই করতে পারেন না। আমরা দেখলাম যে, যীশুও তৌরাত ও শরীয়ত পরিপূর্ণ পালনে ইহুদি আলিম ও ধার্মিকদের চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠাবান হওয়া মুক্তির জন্য জরুরী

[৩৯] http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html

বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা আরো দেখেছি যে, পল শরীয়ত পালনের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। বৈপরীত্যের এ দিকটা আমরা দেখলাম।

এ বৈপরীত্যের অন্য দিক পল ও যাকোবের বৈপরীত্য। পল ঈমানের সাথে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, কর্মের বিধান নয় বিশ্বাসের বিধান দিয়েই মুক্তি। পক্ষান্তরে যাকোব শরীয়ত বিহীন ঈমান বা কর্মবিহীন ঈমানের কোনোরূপ কল্যাণ বা কার্যকারিতা অস্বীকার করেছেন। দুজন ধার্মিক মানুষের মত ও বক্তব্য হিসেবে এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে সমস্যা হয় যখন তাঁদের বক্তব্যকে পবিত্র আত্মা বা ঐশী প্রেরণায় লেখা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কারণ, সেক্ষেত্রে উভয় পুস্তকের লেখকই 'পবিত্র আত্মা' এবং একই লেখকের লেখা একই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকা অগ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে পলের কয়েকটা বক্তব্য দেখুন:

(ক) "শরীয়ত পালন করা ছাড়া ঈমান দ্বারাই মানুষ ধার্মিক বলে পরিগণিত হয়।" (রোমীয় ৩/২৮: মো.-১৩। পুনশ্চ রোমীয় ১০/১০)।

(খ) "শরীয়ত পালনের জন্য আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন না, বরং ঈসা মসীহের উপর ঈমানের জন্যই তা করেন। ... শরীয়ত পালন করবার ফলে কাউকেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে না।" (গালাতীয় ২/১৬: মো.-০৬)।

(গ) "শরীয়ত পালন করবার জন্য আল্লাহ কাউকে ধার্মিক বলে গণ্য করেন না, কারণ পাক-কিতাবের কথামত, 'যাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয় সে ঈমানের মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।' ঈমানের সংগে শরীয়তের কোন সম্বন্ধ নেই। শরীয়ত বরং বলে, 'যে লোক শরীয়ত মত চলে সে তার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।' শরীয়ত অমান্য করার দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল মসীহ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন।..." (গালাতীয় ৩/১১-১৩ মো.-০৬)

(ঘ) "অতএব গর্ব করার আর কি আছে? কিছুই নেই। কিরূপ শরীয়ত দ্বারা? কাজের শরীয়ত দ্বারা? না, তা নয়; কিন্তু ঈমানের শরীয়ত দ্বারা। কেননা আমরা এই কথা জানি যে, শরীয়ত পালন করা ছাড়া ঈমান দ্বারাই মানুষ ধার্মিক বলে পরিগণিত হয়। ... তবে দৈহিক দিক থেকে আমাদের আদিপিতা যে ইবরাহিম তাঁর সম্বন্ধে কি বলবো, তিনি কি পেয়েছেন? কারণ ইবরাহিম যদি কাজের জন্যই ধার্মিক পরিগণিত হয়ে থাকেন, তবে গর্ব করার বিষয় তাঁর আছে; কিন্তু আল্লাহর কাছে তাঁর গর্ব করার কোন বিষয় নেই; কেননা পাক-কিতাব কি বলে? 'ইবরাহিম আল্লাহর উপরে ঈমান আনলেন এবং সেই ঈমানই তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে পরিগণিত হল।' যে কাজ করে, তার বেতন তো তার পক্ষে রহমতের বিষয় বলে নয়, কিন্তু প্রাপ্য বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের কাজের উপরে নির্ভর না করে যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক বিবেচনা করেন কেবল তাঁরই উপর ঈমান আনে, তার সেই ঈমানই ধার্মিকতা বলে পরিগণিত হয়।" (রোমীয় ৩/২৭-২৮, ৪/১-৫, মো.-১৩)

(ঘ) "ব্যবস্থা খ্রিষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের স্কুল মাস্টার (our schoolmaster) যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই।" (গালাতীয় ৩/২৪)। "শাস্ত্র সকলই পাপের অধীনতায় রুদ্ধ (শাস্ত্র, পাক-কিতাব বা বাইবেল সকলকে পাপের মধ্যে আবদ্ধ করেছে: the scripture hath concluded all under sin) (গালাতীয় ৩/২২)।

(ঙ) "বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী (শরীয়ত পালনকারী), তাহারা সকলে শাপের অধীন; কারণ লেখা আছে, ' যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত।" (গালাতীয় ৩/১০)।

এর বিপরীতে যাকোব/ ইয়াকুব শরীয়ত-বিহীন ঈমান বা কর্ম ছাড়া ঈমানের দাবিকে মিথ্যা ও অকার্যকর বলে উল্লেখ করেছেন। সুনিশ্চিতভাবেই পলের মত খণ্ডন করতে যাকোব তাঁর পত্রটা লেখেছিলেন। কারণ, পাঠক দেখবেন যে, তিনি পলের বিভিন্ন 'দলিল' খণ্ডন করেছেন এ পত্রে। তাঁর পত্রের ২য় অধ্যায়ে তিনি বলেনঃ

"যা হোক, 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত কোরো', পাক-কিতাবের এই কথা অনুসারে যদি তোমরা রাজকীয় শরীয়ত পালন কর, তবে ভাল করছো। কিন্তু যদি পক্ষপাতিত্ব কর, তবে গুনাহ করছো এবং শরীয়ত (the law: তৌরাত) দ্বারা তোমাদের হুকুম লঙ্ঘনকারী বলে দোষী করা হচ্ছে। কারণ যে কেউ সমস্ত শরীয়ত পালন করে, কেবল একটা বিষয়ে হোঁচট খায়, সে সকলেরই দায়ী হয়েছে। কেননা যিনি বলেছেন 'জেনা করো না', তিনিই আবার বলেছেন, 'নরহত্যা করো না'; ভাল, তুমি যদি জেনা না করে খুন কর, তা হলে শরীয়তের লঙ্ঘনকারী হয়েছ। তোমরা স্বাধীনতার শরীয়ত (the law of liberty, মো.-০৬: যে আইন মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করে সেই আইন) দ্বারা বিচারিত হবে বলে তদনুরূপ কথা বল ও কাজ কর। কেননা যে ব্যক্তি করুণা করে নি, বিচার তার প্রতি নির্দয়; করুণাই বিচারের উপর জয়ী হয়।

হে আমার ভাইয়েরা, যদি কেউ বলে, আমার ঈমান আছে, আর তার কাজ না থাকে, তবে তাতে তার কি লাভ হবে? সেই ঈমান কি তাকে নাজাত দিতে পারে? ... ঈমানের সঙ্গে কাজ যুক্ত না থাকলে (বিশ্বাসও কর্মবিহীন হইলে) নিজে একা বলে তা মৃত। কিন্তু কেউ বলবে তোমার ঈমান আছে, আর আমার কাজ আছে; তোমার কাজ ছাড়া ঈমান আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কাজের মধ্য দিয়ে ঈমান দেখাব। তুমি ঈমান এনোছে যে, আল্লাহ এক, ভালই করছো; বদ-রুহুরাও (শয়তানেরাও: the devils) তা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে। কিন্তু হে অসার মানুষ, তুমি কি জানতে চাও যে, কাজ ছাড়া ঈমান (কর্মবিহীন বিশ্বাস) কোন কাজের নয়? আমাদের পিতা ইব্রাহিম তাঁর কাজের জন্য, অর্থাৎ কোরবানগাহর উপরে তাঁর পুত্র ইসহাককে কোরবানী করার জন্য কি ধার্মিক বলে গ্রহন করা হয়নি? তুমি দেখছো, ঈমান তাঁর কাজের সহকারী ছিল এবং কাজের জন্য তাঁর ঈমান সিদ্ধ হল; তাতে পাক কিতাবের এই কথা পূর্ণ হল, 'ইব্রাহিম আল্লাহর উপরে ঈমান আনলেন এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণনা করা হল', ... তোমরা দেখছো, কাজের জন্য মানুষকে ধার্মিক বলে গণনা করা হয়, শুধু ঈমানের মধ্য দিয়ে নয়। ... বাস্তবিক যেমন রুহ ছাড়া দেহ মৃত, তেমন কাজ ছাড়া ঈমান মৃত।" (ইয়াকুব/ যাকোব ২/৮-২৬, মো.-১৩)

পাঠক দেখছেন যে, পলের মত ও 'দলিল' খণ্ডন করছেন যাকোব। সাধু পল বললেন, খৃস্টে বিশ্বাস তৌরাত ও শরীয়ত থেকে বিশ্বাসীকে মুক্ত করে। এর বিপরীতে যাকোব বললেন, খৃস্টে বিশ্বাস বিশ্বাসীকে ব্যবস্থা বা তৌরাত ও শরীয়তের সাথে সংযুক্ত করে। তাকে ব্যবস্থা পালন করতে হবে এবং ব্যবস্থা পালন বা লঙ্ঘনের ভিত্তিতেই তার বিচার হবে। এ পালন নিরপেক্ষ ও সার্বিক হতে হবে।

ব্যবস্থা বা শরীয়ত পুরোপুরি পালন নভ করলে শাস্তি পেতে হবে– এ নীতিকে পল ব্যবস্থা বাতিল করার অজুহাত হিসেবে পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এ নীতিকে যাকোব ব্যবস্থা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পেশ করেছেন। কিছু মানলে হবে না; তুমি সব মানতে চেষ্টা কর। বিচারে দয়া পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা লঙ্ঘন ও বাতিল নয়, বরং ব্যবস্থা পালনের সাথে তুমি দয়াশীল হও।

পলের মতে শরীয়ত পালন বা কর্মের সাথে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। কর্মকারীর মনে কর্মের কারণে গৌরব বা অহঙ্কার আসতে পারে যে, সে দয়া নয়, পাওনা নিচ্ছে। এ জন্য যে কর্ম করে না কিন্তু ভক্তিবিহীনকেও যিনি ক্ষমা করেন তার উপর বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তিই সত্যিকারের ধার্মিক। পক্ষান্তরে যাকোব বলছেন যে, কর্ম বিহীন বিশ্বাস এবং আত্মাবিহীন দেহ একইরূপ মৃত। কর্ম বিহীন ঈমান কোনো কাজে লাগে না এবং কাউকে মুক্তি দিতে পারে না।

যাকোব পলের প্রমাণ খণ্ডন করছেন। পল দাবি করেছেন যে, ইবরাহিম (আ.) কর্ম হেতু ধার্মিক গণিত হননি; বরং শুধু বিশ্বাসের কারণে। পক্ষান্তরে যাকোব বলছেন যে, শুধু বিশ্বাসের কারণে তিনি ধার্মিক গণিত হননি; কর্ম তাঁর বিশ্বাসকে সিদ্ধ করার কারণেই তিনি ধার্মিক গণিত হন।

আরো লক্ষণীয়, পল ব্যবস্থা বা শরীয়তকে পরাধীনতা, পাপের মধ্যে আবদ্ধতা, ও শত্রুতা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং যীশু তাঁর দেহ দ্বারা এ সকল থেকে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। পক্ষান্তরে যাকোব তৌরাত ও শরীয়তকেই মূল স্বাধীনতা বলে দাবি করে শরীয়তকে 'স্বাধীনতার শরীয়ত' বা 'স্বাধীনতা প্রদানকারী আইন' (law of liberty) বলে আখ্যা দিচ্ছেন।

সুপ্রিয় পাঠক, কোন্ মতটা সঠিক তা আমরা বিবেচনা করছি না। তবে 'পবিত্র আত্মা' নামক একই লেখক রচিত 'বাইবেল', পাক-কিতাব বা কিতাবুল মোকাদ্দস নামক একই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান এ বৈপরীত্য, বিবাদ ও বিতর্ক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পবিত্র আত্মা কি নিজেই নিজের সাথে বিবাদ করেন?

উল্লেখ্য যে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরু মার্টিন লুথার পলের অনুসারী ছিলেন। পাপ বর্জনের চেষ্টাকে তিনি মুক্তির প্রতিবন্ধক বলে গণ্য করেছেন এবং সাহসিকতার সাথে মহাপাপ করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন: "Be a sinner, and sin boldly, ... even if we were to fornicate thousand of times, even thousand times each day, or committed murder/ we commit fornication and murder a thousand times a day." "পাপী হও এবং সাহসিকতার সাথে পাপ কর। ... এমনকি আমাদেরকে যদি প্রতিদিন হাজার বার ব্যভিচার করতে হয় এবং হাজার বার খুন করতে হয় তবুও।"[৪০]

এজন্যই লুথার যাকোবের পত্রটার কঠোর সমালোচনা করতেন। রবার্ট বয়ড বলেন: "Martin Luther called the Epistle of James 'a right epistle of straw' ... Elsewhere he branded it as worthless": "মার্টিন লুথার যাকোবের পত্রকে জঞ্জালের পত্র হিসেবেই সঠিক বলে উল্লেখ করেন। ... অন্যত্র তিনি একে অথর্ব বলেন।"[৪১]

৩.৯.১৪. শরীয়তমুক্ত ঈমানের সাথে পাপ করলে মুক্তি না শাস্তি?

আমরা দেখলাম যে, পলের মতে শরীয়ত নির্দেশিত পাপগুলো বর্জন করে মুক্তির চেষ্টা করার অর্থই অভিশপ্ত হওয়া। আর পাপীকে ধার্মিক গণনা করার বিষয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখে পাপ করলেও বিশ্বাসের কারণেই মুক্তি। যেখানে শরীয়ত নেই সেখানে কোনো পাপই পাপ বলে গণ্য নয়। তিনি অন্যত্র বিষয়টা নিশ্চিত করে বলেন: "শরীয়ত তো আল্লাহর গজব ডেকে নিয়ে আসে; কিন্তু যেখানে শরীয়ত নেই, সেখানে শরীয়ত লঙ্ঘন করার প্রশ্নও নেই।" (রোমীয় ৪/১৫, মো.-১৩)

এ থেকে জানা যায় যে, যারা শরীয়ত মানেন না তাদের কোনো পাপ নেই বা কোনো পাপই তাদের জন্য পাপ বলে গণ্য নয়। কিন্তু এর বিপরীতে পল নিজেই বলেছেন: "কারণ শরীয়তবিহীন অবস্থায় যত লোক গুনাহ করেছে, শরীয়ত-বিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশও ঘটবে; আর শরীয়তের অধীনে যত লোক গুনাহ করেছে, শরীয়ত দ্বারাই তাদের বিচার করা যাবে। কারণ যারা শরীয়ত শোনে তারা যে আল্লাহর কাছে ধার্মিক, এমন নয়, কিন্তু যারা শরীয়ত পালন করে, তারাই ধার্মিক গণিত হবে (the doers of the law shall be justified)।" (রোমীয় ২/১২-১৩, মো.-১৩)

---

[৪০] https://sites.google.com/site/kitkirja/sin-boldly. http://www.scrollpublishing.com/ store/Luther-Sin-Boldly.html

[৪১] A Brief History of the Bible http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html

বিষয়টা খুবই জটিল! ব্যবস্থা বা শরীয়ত মানাই যদি ধার্মিক হওয়ার শর্ত হয় তবে শরীয়ত পালনের বিরুদ্ধে তার এত যুক্তি ও আলোচনার আর কী মূল্য থাকল?

৩.৯.১৫. সকল ক্ষমতা ঈশ্বরের না যীশুরও ক্ষমতা আছে?

বাইবেলের কোথাও বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের সকল ক্ষমতাই যীশুকে দেওয়া হয়েছে। যোহন লেখেছেন: "পিতা পুত্রকে প্রেম করেন, এবং সমস্তই তাঁহার হস্তে দিয়াছেন।" (যোহন ৩/৩৫)। মথির ২৮/১৮ শ্লোকেও একই বলা হয়েছে।

কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, সকল ক্ষমতাই ঈশ্বরের, যীশুর কোনো ক্ষমতাই নেই। ঈশ্বরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিষয়। কাউকে কিছু প্রদানের অধিকার যীশুর নেই। "কিন্তু যাদের জন্য আমার পিতা কর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কাউকেও আমার ডান পাশে ও বাম পাশে বসতে দেবার আমার অধিকার নেই।" (মথি ২০/২৩, মো.-১৩) মার্কের ১০/৪০ শ্লোকেও একই কথা বলা হয়েছে।

অন্যত্র যীশু বলেছেন যে, কাউকে হেদায়াত করা বা কাছে টানার ক্ষমতাও তাঁর নেই। ঈশ্বর টেনে নিয়ে না গেলে কেউই যীশুর কাছেও যেতে পারে না: "আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি টেনে না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।" (যোহন/ইউহোন্না ৬/৪৪, মো.-০৬)

৩. ৯. ১৬. শুধু ১,৪৪,০০০ কুমার পুরুষ না সবাই বেহেশতী?

নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে যীশুর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সকল মানুষই মুক্তি পাবে; তিনি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না। তিনি বলেন: "আর আমাকে যখন ভূতল থেকে উঁচুতে তোলা হবে তখন সকলকে (সকল মানুষকে) আমার কাছে আকর্ষণ করবো (if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me) (যোহন ১২/৩২, মো.-১৩)। এ থেকে জানা যায় যে, সকল মানুষই মুক্তি পাবে।

এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, যীশুর সাথে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ জান্নাতে থাকবেন। আর এরা সকলেই অবিবাহিত, অমৈথুন, রমণীদের সংসর্গে কলুষিত না হওয়া পুরুষ (not defiled with women)। এরা ছাড়া কেউ স্বর্গের গান গাইতে পারবে না। (প্রকাশিত বাক্য/ প্রকাশিত কালাম ১৪/১-৪)

"আমি আর একজন ফেরেশতাকে ... আসতে দেখলাম। তাঁর কাছে জীবন্ত আল্লাহর সীলমোহর ছিল। যে চারজন ফেরেশতাকে দুনিয়া ও সমুদ্রের ক্ষতি করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেই চারজন ফেরেশতাকে তিনি খুব জোরে চিৎকার করে বললেন, 'আমাদের আল্লাহর গোলামদের কপালে সীলমোহর না দেওয়া পর্যন্ত দুনিয়া ও সমুদ্র বা গাছপালার ক্ষতি কোরো না।' তারপর আমি সেই সীলমোহর করা লোকদের সংখ্যা শুনলাম। বনি-ইসরাইলদের সমস্ত বংশের মধ্য থেকে মোট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোককে সীলমোহর করা হয়েছিল।" (প্রকাশিত কালাম ৭/২-৪, মো.-০৬)

" অনেক পংগপাল দুনিয়াতে বের হয়ে আসল। সেই পংগপালগুলোকে দুনিয়ার কাঁকড়া বিছার মত ক্ষমতা দেওয়া হল। তাদের বলা হল যেন তারা দুনিয়ার কোন ঘাস বা সবুজ কোন কিছু অথবা কোন গাছের ক্ষতি না করে; কেবল যে লোকদের কপালে আল্লাহর সীলমোহর নেই তাদেরই ক্ষতি করে।" (প্রকাশিত কালাম ৯/৩-৪, মো.-০৬)

"তারপর আমি চেয়ে দেখলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সংগে আছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক। তাদের কপালে মেষশাবক ও তাঁর পিতার নাম লেখা রয়েছে। ... সেই সিংহাসন ও সেই চারজন প্রাণী এবং সেই নেতাদের সামনে তারা একটা নতুন কাওয়ালী গাইছিল।

কেউ সেই কাওয়ালী শিখতে পারল না; কেবল সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক, যাদের দুনিয়ার লোকদের মধ্য থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল তারাই শিখতে পারল। তারা স্ত্রী-সংসর্গে কলুষিত হয়নি; কারণ তারা চিরকুমার (ইংরেজিঃ These are they which were not defiled with women; for they are virgins কেরিঃ ইহারা রমণীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নাই; কারণ ইহারা অমৈথুন। মো.-১৩ঃ এরা রমণীদের সংসর্গে কলুষিত হয়নি, কারণ এরা অমৈথুন) যেখানে মেষশাবক যান তারা তাঁর পিছনে পিছনে যায়। আল্লাহ এবং মেষশাবকের কাছে প্রথম ফল হিসাবে কোরবানী দেবার জন্য লোকদের মধ্য থেকে তাদের কিনে নেওয়া হয়েছিল। তারা কখনও মিথ্যা কথা বলে নি, আর তাদের মধ্যে কোন দোষ পাওয়া যায় নি।" (প্রকাশিত কালাম ১৪/৩-৫ঃ মো.-২০০৬)

এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিরকুমার বা অমৈথুন থেকেছেন এরূপ ১,৪৪,০০০ পুরুষই শুধু জান্নাত লাভ করবেন। নরকের পঙ্গপালেরা তাদের ক্ষতি করবে না।

উল্লেখ্য যে, কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ সংস্করণে এখানে অনুবাদ করা হয়েছেঃ "এরা সেই লোকেরা, যারা স্ত্রীলোকদের সংগে জেনা করে নিজেদের নাপাক করে নি।" এখানে (for they are virgins)ঃ "কারণ তারা চিরকুমার-অমৈথুন" কথাটা অনুবাদ থেকে পুরোপুরিই বাদ দেওয়া হয়েছে। এ পুস্তকেরই মাত্র ৮ অধ্যায় পরে ২২ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক বলছেঃ "আর এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম থেকে যদি কেউ কিছু কথা বাদ দেয় তবে আল্লাহও এই কিতাবে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন থেকে বাদ দেবেন।" আমরা জানি না; বাইবেলে বিশ্বাসী বাইবেল অনুবাদকরা কিভাবে বাইবেলের অনুবাদের সময় চারটা শব্দ বাদ দিলেন।

আর এ বাদ দেওয়ার ফলে মূল অর্থটাই পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিবর্তিত অর্থ থেকে পাঠক জানছেন যে, জেনা, মিথ্যা ও দোষ থেকে মুক্ত থাকতে পারলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হল, জেনা, মিথ্যা ও দোষ থেকে মুক্ত তো হতেই হবে, উপরন্তু ঈশ্বরের সীলমোহর, মুক্তি ও যীশুর সাহচর্যের জন্য চিরকুমার/চিরকুমারী (virgin) থাকা শর্ত। আর এ এজন্যই খ্রিষ্টধর্মে কৌমার্য (celibacy)-এর গুরুত্ব।

৩. ৯. ১৭. যীশুর তিরোধানের পূর্বে পবিত্র আত্মার আগমন?

নতুন নিয়মের কোথাও বলা হয়েছে যে, যীশুর জন্মের পূর্বে, পরে ও তাঁর জীবদ্দশায় পবিত্র আত্মা বা পাক-রূহ বারবার আগমন করেছেন। এর বিপরীতে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, যীশুর তিরোধানের পরেই শুধু পবিত্র আত্মা আগমন করবেন।

লূক (১/১৫) লেখেছেন যে, যীশুর জন্মের পূর্বে, এবং যোহন বাপ্তাইজকের জন্মেরও পূর্বে যোহন বাপ্তাইজক 'মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ' (filled with the Holy Ghost/ Holy Spirit, even from his mother's womb) ছিলেন। এরপর যীশুর জন্মের পূর্বেই, মরিয়ম যখন গর্ভবতী অবস্থায় যোহন বাপ্তাইজকের মাতা এলিজাবেথের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন তখন 'ইলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন।' (লূক ১/৪১)। যীশুর জন্মের পূর্বেই যোহন বাপ্তাইজকের পিতা সখরিয় 'পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন।' (লূক ১/৬৭)। শিমিয়ন (Simeon) নামক ধার্মিক মানুষটি যীশুর জন্মের পূর্ব থেকেই পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত ছিলেন (লূক ২/২৫)।

অন্যত্র যীশু বলেনঃ "অতএব তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদেরকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করতে জান, তবে এটা কত বেশি নিশ্চিত যে, বেহেশতী পিতা, যারা তাঁর কাছে যাচঞা করে, তাদেরকে পাক-রূহ (পবিত্র আত্মা Holy Spirit) দান করবেন" (লূক ১১/১৩, মো.-১৩)। এ থেকে স্পষ্ট, যে কোনো সময়ে, ভাল অথবা মন্দ, যে কোনো ব্যক্তি প্রার্থনার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা বা পাক-রূহ লাভ করতে পারে।

কিন্তু বাইবেল অন্যত্র বলছে, ক্রুশে মৃত্যুর মাধ্যমে যীশুর মহিমাপ্রাপ্তির পূর্বে পবিত্র আত্মা আগমন করেননি: "যারা তাঁর উপর ঈমান এনে যে রূহকে পাবে, তিনি সেই রূহের বিষয়ে এই কথা বললেন; কারণ তখনও রূহ (পাক-রূহ/ পবিত্র আত্মা) দেওয়া হয়নি, কেননা তখনও ঈসা মহিমান্বিত হননি: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified।" (ইউহোন্না ৭/৩৯, মো.-১৩)

যীশু বলেন: "তবুও আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেব।" (ইউহোন্না ১৬/৭, মো.-১৩)

এ বক্তব্যগুলো উপরের বক্তব্যগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলো নিশ্চিত করছে যে, যীশুর মহিমাপ্রাপ্তি ও তিরোধানের পরেই কেবল পবিত্র আত্মা আগমন করেছেন।

৩. ৯. ১৮. শিষ্যরা পবিত্র আত্মা লাভ করলেন কখন?

উপরের বৈপরীত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটা বৈপরীত্য শিষ্যদের পবিত্র আত্মা লাভ করা। যোহন লেখেছেন যে, যীশু পুনরুত্থানের পরে প্রথম সাক্ষাতেই শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মা প্রদান করেন: "অতএব প্রভুকে দেখতে পেয়ে সাহাবীরা আনন্দিত হলেন। .... এই বলে তিনি তাঁদের উপর ফুঁ দিলেন, আর তাঁদেরকে বললেন, পাক-রূহ (পবিত্র আত্মা) গ্রহণ কর (he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost)।" (ইউহোন্না ২০/২০-২২, মো.-১৩)

এর বিপরীতে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে আমরা দেখছি যে, পুনরুত্থানের পরে ৪০ দিন যীশু তাঁদের সাথে অবস্থান করেন। সে সময়ে তাঁরা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হননি। বরং যীশু তাঁদের জানান যে, কিছু দিন পরে তাঁরা পবিত্র আত্মা লাভ করবেন। (প্রেরিত ১/৫, ৮) এরপর যীশু ঊর্ধ্বারোহণ করেন। যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের পরে পঞ্চাশত্তমীর (Pentecos) দিনে তাঁরা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হন। (প্রেরিত ২/১-৪)

৩. ৯. ১৯. নিজের বিষয়ে যীশুর সাক্ষ্যের সত্যতা

যীশু বলেন: "আমি যদি নিজের বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সাক্ষ্য সত্যি নয়।" (ইউহোন্না ৫/৩১, মো.-১৩) কিন্তু এ পুস্তকেই (৮/১৪) যীশু বলেন: "যদিও আমি আমার বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিই, তবুও আমার সাক্ষ্য সত্যি।" (মো.-১৩)

প্রথম বক্তব্য অনুসারে যীশুর নিজের বিষয়ে প্রদত্ত তাঁর নিজের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বা সত্য নয়। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্য অনুসারে তা গ্রহণযোগ্য ও সত্য।

৩. ৯. ২০. নারীর জন্য শুধু প্রসব বেদনা না ধার্মিকতাও জরুরি?

বাইবেলের বর্ণনায় হাওয়া সাপের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল খান এবং তা আদমকে খাওয়ান। এ জন্য ঈশ্বর হাওয়াকে নির্ধারিত শাস্তি দেন: "তিনি নারীকে বললেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে এবং সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৩/১৬-১৯, মো.-১৩)

বাইবেলে অন্যত্র সাধু পল বলেন: "সম্পূর্ণ বাধ্য থেকে মৌনভাবে (in silence with all subjection/ all submissiveness) স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। আমি উপদেশ দেবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি স্ত্রীলোককে দেই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হাওয়াকে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর আদম যে ছলনায় ভুলেছিলেন তা নয়, কিন্তু

স্ত্রীলোক ছলনায় ভুলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিলেন। তবুও যদি আত্মসংযমের সঙ্গে ঈমান, মহব্বত ও পবিত্রতায় স্থির থাকে, তবে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের মধ্য দিয়ে উদ্ধার পাবে।" (১ তীমথিয় ২/১১-১৪, মো.-১৩)

প্রথম উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট যে, নারীর অপরাধের শাস্তি সন্তান প্রসবের কষ্ট লাভ। এটার মাধ্যমেই সে পাপমুক্ত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, সন্তান প্রসবের কষ্ট বহন ছাড়াও নারীকে আত্মসংযম, ঈমান, মহব্ব ও পবিত্রতায় স্থির থাকতে হবে। তবেই শুধু সে মুক্তি পাবে। কিন্তু অন্যত্র সাধু পল নারীদেরকে কুমারী থাকতে উৎসাহ দিয়েছেন। কুমারী নারী যেহেতু সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করেন না সেহেতু কুমারী নারীর মুক্তি বাইবেলের এ দুটো বক্তব্য অনুসারে অসম্ভব।

বর্তমানে প্রসব বেদনা হালকা করার জন্য 'এনাসথেসিয়া' (anesthesia) বা অবশীকরণ ঔষধাদি ব্যবহার করা হয়। স্বভাবতই কোনো নারী এ জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে তিনিও মুক্তি পাবেন না; কারণ তিনি প্রসব বেদনার প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করেননি। এজন্যই পাশ্চাত্য দেশগুলোতে অনেক যাজক ও ধার্মিক প্রসবের সময় এনাসথেসিয়া ব্যবহারে আপত্তি করেন। কারণ তাতে সে নারীর মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়!

৩. ৯. ২১. তলোয়ার বা অস্ত্র ধারণের আদেশ ও নিষেধ

তলোয়ার বা অস্ত্রধারণ সম্পর্কে বাইবেলের নির্দেশনা পরস্পর বিরোধী। কোথাও তলোয়ার (sword) না থাকলে জামা-চাদর বিক্রয় করে হলেও তা কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, তলোয়ার যে ধরে সে তলোয়ারেই মরে। উভয় নির্দেশ একত্রে অর্থ হয় যে, প্রত্যেক খ্রিষ্টানকে তলোয়ার ধরতেই হবে, না থাকলে চাদর বেঁচে কিনতে হবে এবং তলোয়ার ধরার কারণে প্রত্যেক খ্রিষ্টানকে তার আঘাতেই মরতে হবে। শুধু তাই নয়! যীশুর বক্তব্য অনুসারে স্বয়ং যীশু ও ঈশ্বরকেও তলোয়ারের আঘাতেই মরতে হবে! কারণ ঈশ্বর এবং যীশু উভয়েই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁরা তলোয়ার ধরেছেন। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো দেখুন:

(ক) যীশু বলেন: "and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one: যার তলোয়ার নেই সে তার চাদর বিক্রি করে একটি কিনুক"। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "যার ছোরা নেই সে তার চাদর বিক্রী করে একটি ছোরা কিনুক।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "যার নেই সে তার কোর্তা বিক্রি করে তলোয়ার ক্রয় করুক।" জুবিলী বাইবেল: "যার খড়গ নেই সে নিজের চাদর বিক্রি করে একটা কিনে নিক।" (লূক ২২/৩৬)

(খ) যীশু আরো বলেন: "মনে করো না যে, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসি নি, কিন্তু তলোয়ার (the sword) দিতে এসেছি।" (মথি ১০/৩৪, মো.-১৩)

(গ) তলোয়ার ধরতেই হবে; যে ব্যক্তি তলোয়ার ব্যবহার করে না সে অভিশপ্ত। "Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood": "বদদোয়াগ্রস্ত হোক হোক সেই ব্যক্তি, যে শিথিলভাবে মাবুদের কাজ করে; বদদোয়াগ্রস্ত হোক সেই ব্যক্তি, যে তার তলোয়ারকে রক্তপাত করতে বারণ করে।" (যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ৪৮/১০, মো.-১৩)। মো.-০৬: "যে তার তলোয়ারকে রক্তপাত করতে দেয় না তার উপর বদদোয়া পড়ুক।"

(ঘ) ঈশ্বর তলোয়ার ধরেছেন: "তাতে সমস্ত প্রাণী জানবে যে, আমি মাবুদ কোষ থেকে আমার তলোয়ার বের করেছি, তা আর ফিরবে না।" (ইহিস্কেল ২১/৫, মো.-১৩)

(ঙ) ঈশ্বর বলেন: "আমি নিয়মলঙ্ঘনের প্রতিফল দিবার জন্য তোমাদের উপর খড়গ আনিব (I will bring a sword upon you) (লেবীয় ২৬/২৫)।

(চ) যীশু বলেনঃ "যেসব লোক তলোয়ার ধারণ করে, তারা তলোয়ার দ্বারা বিনষ্ট হবে। (all they that take the sword shall perish with the sword)" (মথি ২৬/৫২, মো.-১৩)

৩. ৯. ২২. যোহন বাপ্তাইজক ইলিয়াস অথবা ইলিয়াস নন

এলিয়, এলিজা বা ইলিয়াস (Elijah or Elias) খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর একজন ইসরাইলীয় নবী ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে আগুনের রথে করে তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয় (২ রাজাবলি ২/১১)। পুরাতন নিয়মের শেষে 'মালাখি'-র পুস্তকে বলা হয়েছে যে, প্রভুর ভয়ঙ্কর দিবসের আগমনের পূর্বে নবী ইলিয়াস আবার দুনিয়াতে আসবেন (মালাখি ৪/৫-৬)। এ থেকে ইহুদিদের বিশ্বাস যে, মসীহ বা খ্রিষ্টের আগমনের পূর্বে এলিয়/ ইলিয়াস পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।[৪২]

যীশুর খ্রিষ্টত্ব প্রমাণের জন্য এলিয়ের আগমন জরুরি ছিল। আমরা দেখেছি যে, যোহন দ্যা বাপ্টিস্ট (John the Baptist)-কে বিভিন্ন বাংলা বাইবেলে যোহন বাপ্তাইজক, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া বা তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া বলা হয়েছে। বাইবেলে কোথাও বলা হয়েছে যে, তিনিই ইলিয়াস এবং কোথাও তা অস্বীকার করা হয়েছে।

ইউহোন্না ১/১৯-২১, মো.-১৩: "আর ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য এই- যখন ইহুদীরা কয়েক জন ইমাম ও লেবীয়কে দিয়ে জেরুশালেম থেকে তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালো, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; তিনি স্বীকার করে বললেন, আমি সেই মসীহ নই। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস (Elijah: এলিয়)? তিনি বললেন, আমি নই।"

এখানে যোহন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে, তিনি ইলিয়াস নন। অপরদিকে মথি ১১/১৪ শ্লোকে যোহন বিষয়ে যীশু বলেছেন: "আর তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে জানবে, যে ইলিয়াসের আগমন হবে, তিনি এই ব্যক্তি।" (মো.-১৩)

এছাড়া মথি ১৭/১০-১৩ বলছে: "তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক? তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য বটে, এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ করিতে হইবে। তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার) বিষয় বলিয়াছেন।"

এ ভাবে আমরা দেখছি যে, ইয়াহিয়া বা যোহন নিজে নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি এলিয় বা ইলিয়াস নন। কিন্তু যীশু সাক্ষ্য দিলেন যে, ইয়াহিয়া বা যোহনই এলিয়। খোলা চোখে দুজনের একজনের কথা মিথ্যা।

'যীশু কি মিথ্যা বলেছিলেন?' 'Did Jesus Christ Lie?' প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) এ প্রসঙ্গে লেখেছেন: "Jesus said: John the Baptist is Elijah Catholic / Elias KJV... John the Baptist said he was not Elijah / Elias. Who lied - John the Baptist or Jesus Christ? Do you acknowledge and confirm that according to these 2 Bible C&Vs, either Jesus Christ or John the Baptist lied?"

---

[৪২] Glatzer, Nahum Norbert. "Elijah." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

"যীশু বললেন যোহন বাপ্তাইজক-ই ইলিয়াস/ এলিয়। ... যোহন বাপ্তাইজক বললেন তিনি ইলিয়াস/এলিয় নন। মিথ্যা বললেন কে? যোহন বাপ্তাইজক অথবা যীশু খ্রিষ্ট? আপনি কি স্বীকার ও নিশ্চিত করেন যে, বাইবেলের অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত এ দুটো বক্তব্য অনুসারে হয় যীশু খ্রিষ্ট অথবা যোহন বাপ্তাইজক মিথ্যা বলেছেন?"[৪৩]

৩. ৯. ২৩. হেরোদ যোহনকে কারারুদ্ধ করলেন কেন?

মার্কের ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, রাজা হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক জেনে ভয় করতেন এবং তাঁকে রক্ষা করতেন। আর তাঁর কথা শুনে তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হতেন এবং তাঁর কথা শুনতে ভাল বাসতেন। শুধুমাত্র তার স্ত্রী "হেরোদিয়ার নিমিত্ত আপনি লোক পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন" এবং পরে হেরোদিয়ার চাপে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করেন। (মার্ক ৬/১৭-২৬)

পক্ষান্তরে লূকের ৩য় অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, হোরোদ রাজা যোহনের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি শুধু স্ত্রী হোরোদিয়ার জন্যই নয়, উপরন্তু নিজের দুষ্কর্মসমূহের কারণেও যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করেন। (লূক ৩/১৯-২০)

৩. ৯. ২৪. যোহন বাপ্তাইজকের খাদ্য বর্ণনায় বৈপরীত্য

মার্ক লেখেছেন, যোহন বাপ্তাইজক 'পঙ্গপাল ও বনমধু ভোজন করিতেন।' কিন্তু মথি লেখেছেন, তিনি ভোজন ও পান কিছুই করতেন না। (মার্ক ১/৬; মথি ১১/১৮)

৩. ৯. ২৫. সাধু পলের মন পরিবর্তনের বর্ণনায় বহুবিধ বৈপরীত্য

প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও নতুন নিয়মের অধিকাংশ পুস্তকের রচয়িতা শৌল বা সাধু পল সম্পর্কে আমরা আগেও জেনেছি। তিনি যীশু খ্রিষ্টের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু কখনো যীশুকে দেখেন নি। যীশুর তিরোধানের পর তাঁর শিষ্যরা যখন ফিলিস্তিন ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোয় বসবাসরত ইহুদিদের মধ্যে যীশুর ধর্ম প্রচার করছিলেন তখন হঠাৎ করেই মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব। তিনি দাবি করেন যে, তিনি নবদীক্ষিত খ্রিষ্টানদের নির্যাতন করতেন এবং দামেশকের খ্রিষ্টানদের শাস্তি প্রদানের জন্য গমনের পথে তিনি যীশুর দর্শন লাভ করেন এবং পৌল বা পল নাম ধারণ করে 'অ-ইহুদিদের' মধ্যে খ্রিষ্টানধর্ম প্রচার শুরু করেন। সাধু পলের যীশুর দর্শন লাভের ঘটনাটা প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ-এর ৯, ২২ ও ২৬ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পাঠক ভাল করে পড়লে তিন স্থানের বর্ণনার মধ্যে ১০টা বৈপরীত্য দেখবেন। এখানে মাত্র তিনটা দিক উল্লেখ করছি।

প্রথম দিক: ৯ম অধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দামেশক যাওয়ার পথে শৌল যখন আকাশ থেকে আলোক দেখলেন ও যীশুর কথা শুনতে পেলেন, তখন শৌলের সহযাত্রীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং যীশুর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন: "আর তাঁর সহপথিকেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারা ঐ বাণী শুনলো বটে, কিন্তু কাউকেও দেখতে পেল না।" (প্রেরিত ৯/৭, মো.-১৩)

কিন্তু ২২ অধ্যায় বলছে, তারা কোনো কথা শুনেননি, কিন্তু আলো দেখেন: "আর যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সেই আলো দেখতে পেল বটে, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁর বাণী শুনতে পেল না।" (প্রেরিত ২২/৯, মো.-১৩)

'তাহারা ঐ বাণী শুনলো' এবং 'বাণী শুনতে পেল না' পরস্পর সাংঘর্ষিক।

---

[৪৩] http://www.thegodmurders.com/id188.html

দ্বিতীয় দিকঃ ৯ম অধ্যায়ে যীশু পলকে বলেন: "কিন্তু উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে।" (প্রেরিত ৯/৬) ২২শ অধ্যায়ের বক্তব্য: "প্রভু আমাকে কহিলেন, উঠিয়া দামেশকে যাও, তোমাকে যাহা করিতে হইবে বলিয়া নিরূপিত আছে, সে সমস্ত সেখানেই তোমাকে বলা যাইবে।" (প্রেরিত ২২/১০)

২৬শ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ "কিন্তু উঠ, তোমার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, তুমি যে যে বিষয়ে আমাকে দেখিয়াছ এবং যে যে বিষয়ে আমি তোমাকে দর্শন দিব, সেই সকল বিষয়ে যেন তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করি, সেই অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম। আমি যাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি, সেই প্রজালোকদের ও পরজাতীয় লোকদের হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, যেন তুমি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, যেন তাহারা অন্ধকার হইতে জ্যোতির প্রতি, এবং শয়তানের কর্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে, যেন আমাতে বিশ্বাস করণ দ্বারা পাপের মোচন ও পবিত্রীকৃত লোকেদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়।" (প্রেরিত ২৬/১৬-১৮)

তাহলে প্রথম দু বক্তব্য অনুসারে পলকে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, নগরে পৌঁছানোর পরে তাকে তার করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানানো হবে। আর শেষ অধ্যায় থেকে জানা গেল যে, তাকে নগরে পৌঁছানোর পরে কিছু জানানোর ওয়াদা করা হয়নি; উপরন্তু এ স্থানেই তাকে তার করণীয় সম্পর্কে জানানো হয়েছিল।

তৃতীয় দিকঃ ৯ অধ্যায় অনুসারে শৌল যখন আকাশ থেকে আলোক দেখলেন ও যীশুর কথা শুনতে পেলেন, তখন শৌলের সহযাত্রীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেনঃ "আর তাঁর সহপথিকেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো"। (প্রেরিত ৯/৭, মো.-১৩)

কিন্তু ২৬ অধ্যায় বলছে, তার সহযাত্রীরা ভূমিতে পড়ে ছিলেনঃ "তখন আমরা সকলে ভূমিতে পড়ে গেলে আমি একটি বাণী শুনলাম।" (প্রেরিত ২৬/১৪, মো.-১৩)

৩. ৯. ২৬. দুষ্ট ধার্মিকের প্রায়শ্চিত্ত না ধার্মিক দুষ্টের প্রায়শ্চিত্ত?

ধার্মিকের মুক্তিপণ হিসেবে অধার্মিক কষ্ট বা সাজা পাবে? না অধার্মিকের মুক্তিপণ হিসেবে ধার্মিক কষ্ট ভোগ করবেন? বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। হিতোপদেশ বা মেসাল পুস্তক থেকে জানা যায় যে, পাপীরা হচ্ছে ধার্মিকদের ফিদিয়া, কাফ্ফারা বা মুক্তির মূল্যস্বরূপঃ "দুষ্ট ধার্মিকদের মুক্তির মূল্যস্বরূপ, বিশ্বাসঘাতক সরলদের পরিবর্তন স্বরূপ (The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright)।" কি. মো.-০৬ঃ "শেষে নির্দোষ লোকদের বদলে দুষ্টেরা আর সৎ লোকদের বদলে বেঈমানেরা কষ্ট পাবে।" (হিতোপদেশ/ মেসাল ২১/১৮)

এ থেকে জানা যায় যে, পাপীরাই ধার্মিকদের প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্ফারা। পাপীরা পাপের জন্য যে শাস্তিভোগ করবে তা-ই ধার্মিকদের পাপের কাফফারা বলে গণ্য হবে। কিন্তু ১ যোহন /১-২ ঠিক বিপরীত কথা লেখেছে, যে ধার্মিক যীশুই পাপীদের কাফ্ফারাঃ

ইংরেজিঃ "Jesus Christ the righteous..he is the propitiation (RSV expiation) for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world."

আরবিঃ (يسوع البار وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا)

অর্থাৎঃ "ধার্মিক যীশু খৃস্ট...তিনি আমাদের পাপসমূহের কাফ্ফারা/প্রায়শ্চিত্ত।"

কেরিঃ "তিনি ধার্মিক যীশু খৃস্ট। আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক।"

জুবিলী: "সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি...আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ..."

পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তিনিই ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট/ ঈসা মসীহ্, যিনি নির্দোষ। আমাদের পাপ/গুনাহ্ দূর করবার জন্য খ্রীষ্ট/ মসীহ্ তাঁর নিজের জীবন কোরবানী করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "তিনি ধার্মিক ঈসা মসীহ্। আর তিনিই আমাদের গুনাহ্র কাফ্ফারা দিয়েছেন...।"

সুপ্রিয় পাঠক, বিভিন্ন অনুবাদের উদ্ধৃতি প্রদান করলাম, যেন আপনি মূল অর্থটা অনুধাবন করতে পারেন। অনুবাদ বিভিন্ন রকম হলেও, মূলপাঠের একটাই অর্থ: ধার্মিকই পাপীর কাফফারা বা মুক্তির মূল্য। ধামির্ক, নিরপরাধ বা নির্দোষ যীশুকে শাস্তি বা কোরবানি প্রদানের মাধ্যমে সকল পাপীর সকল পাপের প্রায়শ্চিত হয়েছে।

৩. ৯. ২৭. তোরাহ ও ব্যবস্থা দোষযুক্ত না দোষমুক্ত?

গীতসংহিতা ১৯/৭ "সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক।" এ থেকে জানা যায় যে, ব্যবস্থা, শরীয়ত, তৌরাত (Law/ Commandment) বা পুরাতন নিয়মের সকল বিধান সঠিক ও ফলদায়ক। কিন্তু এর বিপরীতে ইব্রীয়/ইবরানী ৭/১৮ থেকে এবং ৮/৭ থেকে জানা যায় যে, দুর্বল দোষযুক্ত ও নিষ্ফল: "কারণ এক দিকে আগের নিয়ম দুর্বল ও নিষ্ফল ছিল বলে তার লোপ হচ্ছে" (ইবরানী ৭/১৮, মো.-১৩)। পুনশ্চ: "কারণ ঐ প্রথম নিয়ম যদি নিখুঁত হত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের প্রয়োজন হত না।"। (ইবরানী ৮/৭, মো.-১৩)

৩. ৯. ২৮. যীশুর শিষ্যদের কেউ বিনষ্ট হবেন বা হবেন না?

যীশু বলেন: "আমার মেষেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে, আর আমি তাদেরকে জানি.. আর আমি তাদেরকে অনন্ত জীবন দিই, তারা কখনোই বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদেরকে কেড়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সবচেয়ে মহান; এবং কেউই পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারে না।" (ইউহোন্না/ যোহন ১০/২৭-২৯, মো.-১৩)

এ কথা প্রমাণ করে, যীশুর কণ্ঠস্বর একবার যে শুনেছেন বা যীশুর শিষ্যত্ব যে একবার গ্রহণ করেছেন সে কখনোই বিনষ্ট হবে না। কিন্তু এর কিছু দিন পরেই তিনি বলেন: "তাহাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হয়নি, কেবল সেই বিনাশ-সন্তান বিনষ্ট হয়েছে, যেন পাক-কিতাবের কালাম পূর্ণ হয়।" (ইউহোন্না/ যোহন ১৭/১২, মো.-১৩)

এখানে সমালোচক বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন, কিছুদিন আগে 'কখনোই বিনষ্ট হবে না' এবং 'কেউ কেড়ে নিতে পারবে না' বললেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে যখন একজন বিনষ্ট হয়ে গেল তখন আবার বললেন, পাক-কিতাবের কালাম পূর্ণ হতে একজন বিনষ্ট হল। কিন্তু পাক কিতাবের কালামটা কি আগে তাঁর জানা ছিল না? অথবা নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রুটি গোপন করতে তিনি এ কথা বললেন? না সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কথা ইঞ্জিল লেখকরা যাচাই ছাড়া সংকলন করেছেন?

এছাড়া ১ তীমথিয় ৪/১ প্রমাণ করে যে, কোনো কোনো বিশ্বাসী যীশুতে বিশ্বাসের পরেও বিভ্রান্ত হবেন: "পাক-রূহ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, ভবিষ্যতে কতগুলো লোক ভ্রান্তিজনক রূহদের ও বদ-রূহদের শিক্ষামালায় মন দিয়ে ঈমান থেকে সরে পড়বে।" (মো.-১৩) এ কথাটা 'কখনো বিনষ্ট হবে না' এবং 'কেউ কেড়ে নিতে পারবে না' কথার সাথে সাংঘর্ষিক।

৩. ৯. ২৯. ঈশ্বর নিরপেক্ষ না পক্ষপাতিত্ব করেন?

বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর 'মুখাপেক্ষা' বা পক্ষপাতিত্ব করেন না। কিন্তু অন্যান্য

স্থানে বলা হয়েছে যে, তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন।

পক্ষপাতিত্ব না করার বিষয়ে বলা হয়েছেঃ "কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বরগণের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই মহান, বীর্যবান ও ভয়ঙ্কর (terrible) ঈশ্বর, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা (ব্যক্তিবিচার বা পক্ষপাতিত্বঃ regardeth not persons) করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ করেন না।" কি. মো.-১৩: "কেননা তোমাদের আল্লাহ মাবুদই দেবতাদের আল্লাহ ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই মহান, শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর আল্লাহ; তিনি কারো মুখাপেক্ষা ও ঘুষ গ্রহণ করেন না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১০/১৭)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "ঈশ্বর মুখাপেক্ষা (পক্ষপাতিত্ব, ব্যক্তি বিচারঃ RSV: partiality, KJV: respecter of persons) করেন না" (প্রেরিত ১০/৩৪)।

আরো বলা হয়েছেঃ "ঈশ্বরের কাছে মুখাপেক্ষা নাই।" কি. মে.-১৩: " কেননা আল্লাহ কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না।" (রোমীয় ২/১১)

এর বিপরীতে বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যে, ঈশ্বর ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিত্ব করেন। কোনোরূপ বিশ্বাস, কর্ম বা কারণ ছাড়াই জন্মের আগে থেকেই কাউকে ভালবাসেন এবং কাউকে ঘৃণা করেন। যাকে ভালবাসেন তার প্রতারণাকে মেনে নিয়ে পুরস্কার দেন এবং যাকে ঘৃণা করেন তাকে কোনো দোষ ছাড়াই শাস্তি দেন। একটা নমুনা ইসহাকের বড় ছেলে এষৌ/ ইস্ (Esau) এবং যাকোব/ ইয়াকুব (Jacob)। কোনো কারণ ছাড়াই ঈশ্বর ছোট ছেলে যাকোবকে ভালবাসেন ও বড় ছেলে এষৌকে ঘৃণা করেন। জন্মের পূর্বেই ঈশ্বর ইসহাককে বলেনঃ "জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস (গোলাম) হইবে।" (আদিপুস্তক ২৫/২৩)। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "সদাপ্রভু কহেন, এষৌ (ইস) কি যাকোবের (ইয়াকুবের) ভ্রাতা নয়? তথাপি আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি; কিন্তু এষৌকে অপ্রেম (ঘৃণাঃ I hated Esau) করিয়াছি, তাহার পর্বতগণকে ধ্বংসস্থান করিয়াছি, ও তাহার অধিকার প্রান্তরস্থ শৃগালদের বাসস্থান করিয়াছি।" (মালাখি ১/২-৩)

এভাবে কোনোরূপ ভাল বা মন্দ কর্ম করার আগেই ঈশ্বর যাকোবকে ভালবাসলেন ও এষৌকে ঘৃণা করলেনঃ "যখন সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং ভাল মন্দ কিছুই করে নাই (For the children being not yet born, neither having done any good or evil), তখন- ঈশ্বরের নির্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, কর্ম হেতু নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু- তাঁহাকে বলা গিয়াছিল, 'জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে', যেমন লিখিত আছে, 'আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম (ঘৃণাঃ hated) করিয়াছি।" (রোমীয় ৯/১১-১৩)

পল বলেছেন যে, এরপ করা ঈশ্বরের জন্য অন্যায় নয়; কারণ তিনি যাকে ইচ্ছা করুণা করেন (রোমীয় ৯/১৪)। বস্তুত, ঈশ্বর যাকে ইচ্ছা তার বিশ্বাস বা কর্মের অতিরিক্ত পুরস্কার দিলে বা করুণা করলে তা পক্ষপাতিত্ব নয়। তবে কাউকে কোনো অন্যায় ছাড়া ঘৃণা করলে তা সন্দেহাতীতভাবেই পক্ষপাতিত্ব। বাইবেলের বর্ণনায় এ পক্ষপাতিত্ব ঘোরতর। এ বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে পাঠক জানবেন যে, ভালমন্দ কর্মের বিচারে এষৌ সৎ ও যাকোব প্রতারক। কিন্তু প্রতারককে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, ঈশ্বর ঘোষণা দিলেন, কোনো অপরাধ ছাড়াই তিনি এষৌকে ঘৃণা করলেন এবং তাকে ও তার বংশধরদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিলেন। পক্ষান্তরে প্রতারক ও অপরাধী যাকোবকে প্রেম করলেন। এর চেয়ে বড় পক্ষপাতিত্ব আর কী হতে পারে?

এরূপ একটা পক্ষপাতিত্ব কাউকে দয়া করা এবং কাউকে অন্যের অপরাধে শাস্তি দেওয়াঃ "তুমি সহস্র (পুরুষ) পর্যন্ত দয়াকারী; আর পিতৃপুরুষদের অপরাধের প্রতিফল তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী সন্তানদের ক্রোড়ে দিয়া থাক।" (যিরমিয় ৩২/১৮)

৩. ৯. ৩০. ঈশ্বর মানুষের পরিত্রাণ না বিভ্রান্তি চান?

এ বিষয়েও বাইবেলে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। ১ তীমথিয় ২/৩-৪ মো.-১৩: "আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহর সম্মুখে তা উত্তম ও গ্রহণযোগ্য; তাঁর ইচ্ছা এই, যেন সমস্ত মানুষ নাজাত পায় ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।"

এর বিপরীতে ২ থিষলনীকীয় ২/১১-১২: "আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্মিকতায় প্রীত হইত।"

প্রথম বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, সকল মানুষই পরিত্রাণ লাভ করুক এবং সত্যের তত্ত্বজ্ঞানে পৌছাক। আর দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, মানুষ বিভ্রান্ত হোক যেন তিনি অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির কারণে তিনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন। আর এজন্য তিনি মানুষদের কাছে 'ভ্রান্তির কার্যসাধন' বা 'ভ্রান্তির শক্তি' প্রেরণ করেন। উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট।

৩. ৯. ৩১. মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম পুনরুত্থিত হন কে?

নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, যীশুই মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম পুনরুত্থিত। প্রেরিত ২৬/২৩: "KJV: That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead. RSV: by being the first to rise from the dead": "খৃস্টকে দুঃখভোগ করতে হবে এবং তিনিই প্রথম মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হবেন/ হয়ে... ।"

কেরির অনুবাদ: "আর তাহা এই, খ্রিষ্টকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, আর তিনিই প্রথম, মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা"। জুবিলী বাইবেল: "খৃস্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের প্রথম হওয়ায় তাঁকে আমাদের জাতির কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে আলো প্রচার করতে হবে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "মসীহকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং তাঁকেই মৃত্যু থেকে প্রথমে জীবিত হয়ে উঠে... ।"

১ করিন্থীয় ১৫/২০: "KJV/RSV: But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept": "কিন্তু এখন খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছেন, এবং যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল (মৃত্যুবরণ করেছিল) তাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ফসল হয়েছেন। ERV: Easy-to-Read Version: the first one of all those who will be raised: "মৃতদের মধ্যে থেকে যারা জীবিত হবেন সকলের মধ্যে তিনিই প্রথম।" কেরি: "তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ"। জুবিলী: "আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন- নিদ্রাগতদের প্রথম ফসল রূপে"। কি. মো.-২০০৬: "তিনিই প্রথম ফল, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে তাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়েছেন।"

কলসীয় ১/১৮: KJV/RSV: who is the beginning, the firstborn from the dead: কেরি: "তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত"। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তিনিই প্রথম আর তিনিই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়েছিলেন।"

এ সকল বক্তব্য নিশ্চিত করে যে, যীশুর পূর্বে কোনো মৃত জীবিত হননি; বরং তিনিই প্রথম মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত।

কিন্তু এর বিপরীতে ইঞ্জিলগুলো থেকে জানা যায় যে, যীশুর পূর্বেই তিনজন মানুষ মৃতদের মধ্য থেকে

পুনরুত্থিত হন: (১) অধ্যক্ষ বা নেতার কন্যা, যার কথা শুধু প্রথম তিন ইঞ্জিল (মথি, মার্ক ও লূক) উল্লেখ করেছে (মথি ৯/২৫; মার্ক ৫/৪২; লূক ৮/৫৫), (২) নায়িন নামক নগরের এক বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান শুধু লূক তার কথা উল্লেখ করেছেন (লূক ৭/১১-১৬) এবং (৩) লাসার নামক ব্যক্তি, যাকে জীবিত করার ঘটনা শুধুমাত্র যোহন উল্লেখ করেছেন (যোহন ১১/১-৪৪)।

পুরাতন নিয়ম থেকে আরো হাজার হাজার মানুষের কথা জানা যায় যারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। যিহিষ্কেল/ ইহিস্কেল নবী হাজার হাজার মৃত মানুষকে জীবিত করেন (যিহিষ্কেল ৩৭/১-১৪)। এলিয়/ ইলিয়াস (Elijah) একটি মৃত শিশুকে পুনর্জীবিত করেন (১ রাজাবলি ১৭/১৭-২৪)। ইলীশায়/ আল-ইয়াসা (Elisha) একজন মৃত বালককে পুনর্জীবিত করেন (২ রাজাবলি ৪/৮-৩৭)।

দুটো বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। ইঞ্জিলগুলোর ও পুরাতন নিয়মের বর্ণনাগুলো সত্য বলে গ্রহণ করলে মৃতদের মধ্যে যীশুর প্রথম পুনরুত্থিত হওয়ার কথা মিথ্যা হতে বাধ্য। দুটো পরস্পর বিরোধী কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করার উপায় নেই। একটাকে মিথ্যা বা ভুল বলতেই হবে, সরাসরি অথবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করবেন যে, যীশুই প্রথম পুনরুত্থিত- কথাটা মিথ্যা নয়। তবে কথাটার একটা প্রকৃত অর্থ আছে। সে প্রকৃত অর্থটা এ বাক্য থেকে বুঝা যায় না। এ বাক্যের সাথে দু-একটা শব্দ যোগ করলে সে অর্থ বুঝা যায়। যেমন যীশুই মৃতদের মধ্যে থেকে 'অনন্ত জীবনের জন্য' প্রথম পুনরুত্থিত। পাক-রূহ বা পবিত্র আত্মা এ শব্দগুলো বলেননি। পবিত্র আত্মার 'না বলা' বা 'বলতে ভুলে যাওয়া' এ শব্দগুলো যোগ করলেই এর প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। এরূপ সকল ব্যাখ্যার একটাই অর্থ: বাইবেলে যা লেখা আছে তা মিথ্যা, তবে তার সাথে সংযোজন বা বিয়োজন করে যে ব্যাখ্যা প্রচারকরা পেশ করছেন তা সত্য।

৩. ৯. ৩২. কবরস্থ ব্যক্তি জীবিত হন অথবা হন না

বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকে আমরা জানতে পারি যে, যীশু মৃত্যুর পর কবরস্থ হন এবং তিন দিন পর তিনি নতুন জীবন নিয়ে পুনরুত্থান করেন। কিন্তু বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বলছে যে, কবরে যাওয়ার পরে কেউ পুনরুত্থিত হতে পারে না। ইয়োবের (আইউব) ৭/৯ বলছে: "মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া অন্তর্হিত হয়, তেমনি যে পাতালে নামে, সে আর উঠিবে না।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "মেঘ যেমন অদৃশ্য হয়ে চলে যায়, তেমনি যে কবরে যায় সে আর ফিরে আসে না।"

আইউব বা ইয়োব ১৪/১২ নিম্নরূপ: "তদ্রূপ মনুষ্য শয়ন করিলে আর উঠে না, যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়, সে জাগিবে না, নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে না।"। কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "তেমনি মানুষ মরলে আর ওঠে না; আসমান শেষ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে আর জাগবে না।"

পুরাতন নিয়মের এ দুটো ঐশী বাণী নিশ্চিত করে যে, কবরস্থ হওয়ার পরে বা মরার পরে কোনো মানুষ আর ফিরে আসে না। আকাশ লুপ্ত হওয়া বা কিয়ামত হওয়ার পূর্বে কোনো মৃত মানুষ ফিরে আসবে না বা কবর থেকে উঠবে না। এ বাণীকে সত্য ধরলে যীশুর মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের সকল কথা মিথ্যা বলে গণ্য করতে হবে।

৩. ৯. ৩৩. ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের নামকরণে বৈপরীত্য

বাইবেলের মূল আলোচ্য বিষয় বনি-ইসরাইল বা ইসরাইল সন্তানদের দ্বাদশ বংশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও কর্ম। কিন্তু অবাক বিষয় হল, এ দ্বাদশ বংশের নামকরণেও বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। আদিপুস্তকের বক্তব্য অনুসারে দ্বাদশ বংশ নিম্নরূপ: (১) রুবেণ (Reuben), (২) শিমিয়োন (Simeon), (৩) লেবি (Levi), (৪) যিহূদা (Judah), (৫) সবলূন (Zebulun), (৬) ইযাখর

(Issachar), (৭) দান (DAN), (৮) গাদ (Gad), (৯) আশের (Asher), (১০) নপ্তালি (Naphtali), (১১) যোষেফ (Joseph), (১২) বিন্যামীন (Benjamin)। আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১-২৮ শ্লোকে এদের নাম ও তাঁদের প্রতি যাকোবের আশীর্বাদ বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ "ইহারা সকলে ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ"।

কিন্তু যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে বংশ তালিকা থেকে দানকে বাদ দিয়ে 'মনঃশি' (Manasseh)-এর নাম লেখা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্যের ৭ অধ্যায়ের ৪-৮ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে দ্বাদশ বংশ নিম্নরূপঃ (১) যিহূদা, (২) রুবেণ, (৩) গাদ, (৪) আশের, (৫) নপ্তালি, (৬) মনঃশি (Manasseh), (৭) শিমিয়োন, (৮) লেবি, (৯) ইযাখর, (১০) সবলূন, (১১) যোষেফ, (১২) বিন্যামীন।"

উল্লেখ্য যে, মনঃশি (Manasseh) যোষেফ (ইউসুফ)-এর প্রথম পুত্র। যোষেফের দ্বিতীয় পুত্র ইফ্রয়িম (Ephraim) (আদিপুস্তক ৪১/৫১; ৪৬/২০; ৪৮/১; ৪৮/৫...) এ সকল বিষয় বনি-ইসরাইলের প্রত্যেকের জানা। বনি-ইসরাইল জাতির অতি সাধারণ কোনো মানুষও এ ক্ষেত্রে ভুল করে না। যদি প্রকাশিত বাক্যের লেখক যোষেফের পরিবর্তে মনঃশি বা ইফ্রয়িম লেখতেন তবে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেত যে, তিনি পিতার বংশের জন্য সন্তানের নাম ব্যবহার করেছেন বা বংশের একটা শাখার নাম নিয়ে পুরো বংশ বুঝাচ্ছেন। কিন্তু প্রকাশিত বাক্যের লেখক যোষেফকে বংশ তালিকায় রেখে দানকে বাদ দিয়ে সেখানে যোষেফের পুত্র মনঃশির নাম লেখেছেন। পবিত্র আত্মা তো দূরের কথা বনি-ইসরাইলের কোনো সাধারণ মানুষের জন্যও এরূপ ভুল অকল্পনীয়।

৩. ৯. ৩৪. অবরাহামের পুত্র একজন না দুজন?

ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ইবরাহিম (আ.)। ইংরেজিতে তাঁর নাম (Abraham)। কেরি বাইবেল, পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও জুবিলী বাইবেলেঃ অব্রাহাম; কিতাবুল মোকাদ্দসেঃ ইব্রাহিম। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে তাঁর দুটো পুত্রের কথা বলা হয়েছেঃ ইসমাইল (আ.) ও ইসহাক (আ.)।

আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায়ঃ "১ অব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিসরীয়া দাসী ছিল। ... ৩ এইরূপে কনান দেশে অব্রাম দশ বৎসর বাস করিলে পর অব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিসরীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী অব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন। ... ১৫ পরে হাগার অব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল; আর অব্রাম হাগারের গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখিলেন। ১৬ অব্রামের ছিয়াশি বৎসর বয়সে হাগার অব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।"

এরপর আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ "১ অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন .... ১৫ আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা [রাণী] হইল। ১৬ আর আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের [আদিমাতা] হইবে ... অব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন, ইশ্মায়েলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক (O that Ishmael might live before thee!) ১৯ তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্‌হাক [হাস্য] রাখিবে। ... ২০ আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব। ....." এরপর ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ "... ৫ অব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইস্‌হাকের জন্ম হয়।"

এরপর ২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ "৮ পরে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ূ হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ

করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন। ৯ আর তাঁহার পুত্র ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মক্‌পেলা গুহাতে তাঁহার কবর দিলেন।"

তাহলে ইবরাহিমের প্রথম পুত্র ইসমাইল (আ.)। তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর হলে দ্বিতীয় পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়। ইসমাইল ১৪ বছর পর্যন্ত অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আর ইসহাক জন্মের মুহূর্ত থেকেই দ্বিতীয় পুত্র হয়ে জন্মেন। ইসহাকের জন্মের পূর্বে ইসমাইল ইবরাহিমের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। আমরা দেখলাম যে, তিনি তাঁর জন্য তিনি হৃদয় দিয়ে দুআ করলেন এবং ঈশ্বর তা গ্রহণ করলেন। ইসমাইলকে দূরে পাঠালেও ইবরাহিমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তার বড় প্রমাণ যে, পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ছোট ভাইয়ের সাথে একত্রে তাঁকে দাফন করেন।

নতুন নিয়মের বক্তব্য: "কারণ লেখা আছে যে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল: একটা দাসীর পুত্র ও একটা স্বাধীনার পুত্র (গালাতীয় ৪/২২)

এর বিপরীতে বাইবেল আবার বলছে যে, ইসহাক ইবরাহিমের একমাত্র পুত্র ছিলেন। আদিপুস্তক ২২ অধ্যায় বলছে: "১ এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। ... ২ তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, **তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে,** (thine only son) যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং ... তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। ... ১২ ... তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, **আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও**। ... ১৬ তুমি এই কার্য করিলে, **আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলে না**, এই হেতু আমি আমারই দিব্য করিয়া কহিতেছি, ১৭ আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব...।"

এখানে বার বার ইসহাককে ইবরাহিমের অদ্বিতীয় পুত্র বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, অথচ পূর্বের বক্তব্যগুলো নিশ্চিত করে যে, ইসহাক জন্ম থেকেই দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন।

বাইবেল অন্যত্র বলছে: "বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষিত হইয়া ইসহাককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এমন কি, যিনি প্রতিজ্ঞা সকল সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আপনার সেই একজাত পুত্রকে (only begotten son) উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" (ইব্রীয় ১১/১৭)

এখানে আমরা দেখছি যে, ইসহাক ইবরাহিমের 'একজাত পুত্র' ছিলেন, অর্থাৎ ইবরাহিমের ঔরসে জন্মলাভকারী একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইসহাকের আগে বা পরে ইবরাহিম আর কোনো পুত্র সন্তান জন্মই দেননি!

৩. ৯. ৩৫. খতনা মুক্তির চিরস্থায়ী বিধান না চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধক

বাইবেল পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, ত্বকচ্ছেদ বা খতনা বাইবেলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইংরেজি কিং জেমস বাইবেল বা অথোরাইযড বাইবেলে ত্বকচ্ছেদ বা খতনা (circumcise, circumcised, circumcising, circumcision, uncircumcised, uncircumcision) এবং লিঙ্গত্বক, লিঙ্গাগ্রচর্ম বা বা পুরুষাঙ্গের মাথার চামড়া (foreskin, foreskins) বিষয়ক শব্দাবলি ১৫৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তি লাভের জন্য স্রষ্টা অবরাহামের সাথে যে প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, সন্ধি বা নিয়ম (covenant/ testament) প্রতিষ্ঠা করেন তার অন্যতম বিষয় খাতনা বা ত্বকচ্ছেদ করা (circumcision)। এ বিধানকে বাইবেলে অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "(১০) "তোমাদের সঙ্গে ও তোমার ভাবী বংশের সংঙ্গে কৃত আমার যে নিয়ম (covenant/ testament সন্ধি, প্রতিজ্ঞা) তোমরা পালন করবে, তা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের খৎনা করতে হবে। ... (১৩) ... আর তোমাদের দেহে বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের

নিয়ম হবে (my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant)। (১৪) কিন্তু যার পুরুষাঙ্গের সম্মুখের চামড়া কাটা না হবে, এমন খৎনা-না-করানো পুরুষ নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে (that soul shall be cut off from his people); কারণ সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করেছে।"

এভাবে বাইবেল খতনার বিধানকে ঈশ্বরের চিরস্থায়ী (everlasting) ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করছে। এ নিয়মের কোনো পুরাতন বা নতুন নেই। এটা চিরস্থায়ী। এটা এমন একটা অলঙ্ঘনীয় বিধান যা পালন না করলে উচ্ছিন্ন বা নিহত হতেই হবে।

এর বিপরীতে 'প্রেরিত' পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে যীশুর প্রেরিত বা সাহাবীরা এ চিরস্থায়ী বিধানকে ক্ষণস্থায়ী ও বর্জনযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, খতনা করা অথবা না করা উভয়ই সমান বিষয়। বিষয়টা একেবারেই গুরুত্বহীন: "খৎনা কিছুই নয়, অখৎনাও নয়, কিন্তু নতুন সৃষ্টিই আসল বিষয়।" (গালাতীয় ৬/১৫)

বাইবেলের পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে এ বক্তব্যের বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা যায় যে খতনা করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ চিরস্থায়ী বিধান, যা পালন না করলে উচ্ছিন্ন হতেই হবে। পক্ষান্তরে এখানে বিষয়টাকে ঐচ্ছিক বা একেবারেই গুরুত্বহীন বলা হচ্ছে। তবে বৈপরীত্য এখানেই শেষ নয়। বাইবেলেই অন্যত্র খাতনাকে মুক্তির চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে: "দেখ, আমি পৌল তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমাদের খৎনা করানো হয়, তবে মসীহের কাছ থেকে তোমাদের কোনই উপকার হবে না (ইংরেজি: if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing অর্থাৎ: যদি তোমাদের খৎনা করানো হয় তবে খ্রিষ্ট তোমাদের কোনোই উপকার করবেন না)। (গালাতীয় ৫/২)

এ থেকে জানা যায় যে,খতনা করা শুধু গুরুত্বহীনই নয়; বরং ভয়ঙ্করতম মহাপাপ। কারণ, ব্যভিচার, হত্যা, অপবিত্র খাদ্যভক্ষণ ইত্যাদি অপরাধ করলে কেউ খ্রিষ্টের অনুগ্রহ বা মুক্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু ত্বকছেদ করলে খ্রিষ্ট তার আর কোনোই উপকার করবেন না। খতনাকৃত ব্যক্তির মুক্তির আর কোনোই আশা থাকে না। খ্রিষ্টের উপর বিশ্বাসেও তার লাভ হবে না।

কারণ হিসেবে পল বলেছেন, খতনা করলে তাকে তৌরাতের সকল বিধান ও শরীয়ত পালন করতেই হবে। আর তৌরাত ও শরীয়ত পালন করে মুক্তি অসম্ভব; কারণ শরীয়ত পাপের ও অভিশাপের উৎস (গালাতীয় ৩/২২; রোমীয় ৩/২০; গালাতীয় ৩/১০-১৩)। এজন্য খতনা করার পরে তাওরাতের বিধান পালনের ক্ষেত্রে ক্রটিজনিত পাপ ঈসা মসীহের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে ক্ষমা হবে না। পক্ষান্তরে খতনা না করলে তাকে আর তৌরাতের কোনো বিধান মানতে হবে না। শুধু খৃস্টে বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই সে মুক্তি লাভ করবে। পল বলেন: "যে কোন মনুষ্য ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, ... সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে বাধ্য।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "যাকে খৎনা করানো হয় সে সমস্ত শরীয়ত পালন করতে বাধ্য।" (গালাতীয় ৫/৩)

একই পুস্তকে একই বিধান কোথাও মহাগুরুত্বপূর্ণ চিরস্থায়ী বিধান, কোথাও গুরুত্বহীন এবং কোথাও মুক্তির চিরস্থায়ী বাধা হিসেবে উল্লেখ করা কিভাবে সম্ভব? ঐশী পুস্তক তো দূরের কথা কোনো মানবীয় কর্মে কি এরূপ বৈপরীত্য থাকা উচিত?

বাইবেলে এ প্রসঙ্গে আরেকটা বৈপরীত্য বা বৈচিত্র্য আমরা দেখি। এখানে সাধু পল বলেছেন যে, খতনা করলে যীশু তার কোনোই কাজে লাগবেন না। কিন্তু তিনি নিজেই কাউকে কাউকে যীশুর প্রতি বিশ্বাসের পরেও খতনা দিয়েছেন। প্রেরিত পুস্তকের ১৬ অধ্যায় লেখেছে: "পরে তিনি (সাধু পল) দর্বীতে ও লুস্ত্রায় উপস্থিত হলেন। আর দেখ, সেখানে তীমথি নামে এক সাহাবী ছিলেন। তিনি এক ঈমানদার ইহুদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তাঁর পিতা গ্রীক; লুস্ত্রা ও ইকনীয়-নিবাসী ভাইয়েরা তাঁর পক্ষে

সাক্ষ্য দিত। পৌলের ইচ্ছা হল, যেন সেই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে গমন করেন; আর তিনি ঐ সমস্ত স্থানের ইহুদীদের জন্য তাঁকে নিয়ে তাঁর খৎনা করলেন; কেননা তাঁর পিতা যে গ্রীক, তা সকলে জানতো।" (প্রেরিত ১৬/১-৩, মো.-১৩)

এভাবে পল নিজেই এ ঈমানদার সাহাবীকে খতনা করাচ্ছেন। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুসারে তিনি নিজেই এ সাহাবীর জন্য যীশুর কল্যাণ লাভের দরজা চিরতরে রুদ্ধ করে দিলেন। তীমথির জন্য তৌরাত ও শরীয়তের বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা ঋণশোধের মত জরুরি হয়ে গেল। আর শরীয়ত পালনের মাধ্যমে তার জন্য পাপ ও অভিশাপ পাওনা হবে। যীশু খ্রিষ্ট থেকে সে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হল!

বাইবেলের ভাষায় তিনি সে এলাকায় বসবাসরত 'ইহুদিদের কারণে' (because of the Jews) এরূপ করেছিলন। ইহুদিদের ভয়ে বা ইহুদিদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি একজন মানুষের মুক্তির পথ বন্ধ করলেন, তার জন্য শরীয়ত পালন আবশ্যক করে দিলেন এবং সর্বোপরি তাকে যীশুর কল্যাণ থেকে চিরতরে বঞ্চিত করলেন!

৩. ৯. ৩৬. পিতার পাপের শাস্তি কত প্রজন্ম পর্যন্ত?

এ বিষয়ে বাইবেলে সাংঘর্ষিক তথ্য বিদ্যমান। কোথাও বলা হয়েছে, কেউ অন্যের পাপের কারণে শাস্তি পাবে না। পাপের অপরাধ পরের কোনো প্রজন্মই ভোগ করবে না। এর বিপরীতে অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, পিতার অপরাধে পুত্রদের শাস্তি হবে। আবার পুত্রদের শাস্তি কত প্রজন্ম পর্যন্ত হবে সে বিষয়েও বৈপরীত্য বিদ্যমান।

প্রথম অর্থে বলা হয়েছে: "সন্তানের জন্য পিতার, কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪/১৬)। অন্যত্র বলা হয়েছে: "প্রত্যেক জন আপন আপন অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে" (যিরমিয় ৩১/৩০)। "যে প্রাণী পাপ করে সে-ই মরিবে।" (যিহিস্কেল ১৮/৪)। ২ রাজাবলি ১৪/৬ এবং ২ বংশাবলি ২৫/৪ শ্লোকেও একই কথা বলা হয়েছে।

যিহিস্কেল ১৮/১৯-২৩ বলছে: "(কি. মো.) তবুও তোমরা বলছ, 'বাবার দোষের জন্য কেন ছেলে শাস্তি পাবে না?' সেই ছেলে তো ন্যায় ও ঠিক কাজ করেছে এবং আমার সমস্ত নিয়ম কানুন যত্নের সংগে পালন করেছে, তাই সে নিশ্চয়ই বাঁচবে। যে গুনাহ করবে সে-ই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না আর বাবাও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। সৎ লোক তার সততার ফল পাবে এবং দুষ্ট লোক তার দুষ্টতার ফল পাবে। কিন্তু একজন দুষ্ট লোক তার সব গুনাহ থেকে ফিরে আমার সব নিয়ম-কানুন পালন করে আর ন্যায় ও ঠিক কাজ করে তবে সে নিশ্চয়ই বাঁচবে, মরবে না। সে যেসব অন্যায় করেছে তা আমি আর মনে রাখব না। সে যেসব সৎ কাজ করেছে তার জন্যই সে বাঁচবে। দুষ্ট লোকের মরণে কি আমি খুশী হই? বরং সে যখন কুপথ থেকে ফিরে বাঁচে তখনই আমি খুশী হই।"

কিন্তু বাইবেলেই অন্যত্র বলা হয়েছে যে, পূর্বপুরুষদের পাপের কারণে তিন বা চার পুরুষ পর্যন্ত পুত্ররা পিতার অপরাধের কারণে শাস্তিলাভ করবে। ঈশ্বর বলছেন: "আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদের উপর বর্তাই, যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই। কিন্তু যারা আমাকে মহব্বত করে ও আমার সমস্ত হুকুম পালন করে, আমি তাদের হাজার পুরুষ পর্যন্ত অটল মহব্বত প্রকাশ করি।" (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২০/৫-৬, মো.-১৩)। একই কথা বাইবেলে বার বার বলা হয়েছে। (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ৩৪/৭; শুমারী/গণনাপুস্তক ১৪/১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৯)

উপরের উভয় বিষয়ের বিপরীতে লূক থেকে জানা যায় যে, ৭০/৮০ প্রজন্ম পরের মানুষেরাও পূর্বপুরুষদের পাপের শাস্তিভোগ করবেন। লূক ৩/২৩-৩৮ থেকে জানা যায় যে, আদম থেকে যীশু পর্যন্ত সাতাত্তর পুরুষ। আর যীশু বলেছেন, আদমের পুত্র হাবিলের রক্তের প্রতিশোধও তাঁর প্রজন্মের ইহুদিদের থেকে নেওয়া হবে। তিনি বলেনঃ "যেন দুনিয়ার পত্তনের সময় থেকে যত নবীর রক্তপাত হয়েছে, তার প্রতিশোধ এই কালের (this generation এই প্রজন্মের) লোকদের কাছ থেকে নেওয়া যায়– হাবিলের রক্ত থেকে সেই জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত, যিনি কোরবান-গাহ ও বায়তুল-মোকাদ্দসের (the temple: মন্দিরের, মসজিদে আকসার) মধ্যস্থানে নিহত হয়েছিলেন– হাঁ, আমি তোমাদেরকে বলছি, এই কালের লোকদের কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।" (লূক ১১/৫০-৫১, মো.-১৩)

উপরের সকল বৈপরীত্যের বিপরীতে পবিত্র বাইবেলে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, পিতার পাপের ফলে হাজার হাজার প্রজন্মের সকল সন্তানই শাস্তিভোগ করবে। সাধু পল বারবার লেখেছেন যে, আদমের পাপের কারণে সকল আদম সন্তানের জন্য মৃত্যু বা শাস্তি অবধারিত হয়ে যায় এবং সকলেই পাপী বলে গণ্য হয়।

পল বলেনঃ "একজন মানুষের গুনাহের দরুন মৃত্যু সেই একজনের মধ্য দিয়ে রাজত্ব করতে শুরু করেছিল। ... একটা গুনাহের মধ্য দিয়ে যেমন সব মানুষকেই শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হয়েছে, তেমনি একটা ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে সব মানুষকেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে...। যেমন একজন মানুষের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই গুনাহগার বলে ধরা হয়েছিল, তেমনি একজন মানুষের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে।" (রোমীয় ৫/১৭-১৯, মো.-০৬)

অন্যত্র তিনি বলেনঃ "কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আর খ্রিষ্টেই সকলে জীবন প্রাপ্ত হইবে" (১ করিন্থীয় ১৫/২২)

পবিত্র পুস্তকের এ বক্তব্যগুলো পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক।

প্রথমতঃ এ দ্বারা তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত শাস্তি প্রদানের কথা বাতিল বলে প্রমাণিত হল। যেখানে কিয়ামত পর্যন্ত সকল পুরুষের সকলেই পাপী বলে গণ্য হলেন সেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা একেবারেই অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ পলের কথা দ্বারা পিতাদের মহব্বত ও হুকুম পালনের ফলে হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত দয়ারক্ষার বা অটল মহব্বত প্রদর্শনের কথাও ভিত্তিহীন বলে জানা যায়। কারণ সকলেই আদম-সন্তান এবং আদমের পাপের সাথে সাথে সকলেই পাপী বলে গণ্য হয়েছে এবং সকলের জন্যই শাস্তি বা মৃত্যু বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বরকে মহব্বত করলে বা তাঁর হুকুম পালন করলে কারোই কোনো লাভ হবে না। উক্ত মহব্বতকারী ও হুকুমপালনকারী নিজেই মুক্তি পাবে না, তার হাজার হাজার উত্তর পুরুষ তো অনেক দূরের কথা! একমাত্র পথ যীশুর আত্মত্যাগে বিশ্বাস করা।

তৃতীয়তঃ এখানে আরেকটা বৈপরীত্য লক্ষণীয়। পুরাতন নিয়মের বক্তব্যগুলোতে ঈশ্বরের শাস্তির অনেক কথা বলা হলেও ঈশ্বরের করুণাকে ব্যাপকতর দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নতুন নিয়মে পলের বক্তব্যে ঠিক বিপরীত চিত্রটা বিদ্যমান। পলের বক্তব্যে ঈশ্বরের শাস্তি সর্বব্যাপী হলেও করুণা সীমিত। আদমের পাপে লক্ষকোটি প্রজন্মের শাস্তি পাওয়ার জন্য কোনো পূর্বশর্ত নেই। কিন্তু যীশুর মাধ্যমে করুণা পেতে পূর্বশর্ত বিদ্যমানঃ যীশুর আত্মত্যাগে বিশ্বাস। পলের বক্তব্য অনুসারে ঈশ্বর শাস্তিতে মহানুভব হলেও করুণায় কৃপণ! (নাঊযু বিল্লাহ) শাস্তি ফ্রি! কিন্তু মুক্তি শর্তসাপেক্ষ।

৩. ৯. ৩৭. পাপের জন্য রক্তপাত না তাওবা ও নেক কর্ম?

উপরে যিহিস্কেল ১৮/১৯-২৩-এর উদ্ধৃতিতে আমরা দেখছি যে, পাপীর পাপমোচনের জন্য তার পাপ পরিত্যাগ ও তাওবাই যথেষ্ট, এতে তার পূর্বের পাপ ক্ষমা হবে। প্রভু মৃত্যু নয় জীবন চানঃ "কিন্তু একজন দুষ্ট লোক তার সব গুনাহ থেকে ফিরে আমার সব নিয়ম-কানুন পালন করে আর ন্যায় ও ঠিক কাজ করে তবে সে নিশ্চয়ই বাঁচবে, মরবে না। সে যেসব অন্যায় করেছে তা আমি আর মনে রাখব না। সে যেসব সৎ কাজ করেছে তার জন্যই সে বাঁচবে। দুষ্ট লোকের মরণে কি আমি খুশী হই? বরং সে যখন কুপথ থেকে ফিরে বাঁচে তখনই আমি খুশী হই।"

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "(কি. মো.-০৬) আমি বিশ্বস্ততা চাই, পশু-কোরবানী নয়ঃ পোড়ানো-কোরবানীর চেয়ে আমি চাই যেন মানুষ সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌কে চেনে।" (হোশেয় ৬/৬। মথি ৯/১৩ ও ১২/৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা, সকল মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা– সকল কাফ্‌ফারার চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং এরূপ বিশ্বাস ও কর্ম থাকলেই সে বেহেশতি। (মার্ক ১২/৩২-৩৪)

কিন্তু অন্যত্র বলা হয়েছে যে, রক্তপাত ছাড়া পাপমোচন হয় নাঃ "রক্তসেচন (রক্তপাত) না হইলে পাপমোচন হয় না।" (ইব্রীয়ঃ ৯/২২) পুনশ্চঃ (রোমীয় ৪/২৫, ৫/১২, ১৪, ১০/৯; গালাতীয় ৩/১০-১৩; ইফিষীয় ১/৭; করিন্থীয় ১৫/২১-২২)।

৩. ৯. ৩৮. সরাসরি না ত্রাণকর্তার মধ্যস্থতায়?

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, স্রষ্টাকে সরাসরি ডাকলেই তিনি সাড়া দেন; কারণ তিনি তো বান্দার সকল প্রয়োজন জানেনঃ "তোমাদের পিতার কাছে চাইবার আগেই তিনি জানেন তোমাদের কি দরকার" (মথি ৬/৮)। "চাও, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ কর, পাবে, দরজায় আঘাত দাও, তোমাদের জন্য খোলা হবে।" (মথি ৭/৭)

এছাড়া বাইবেলে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরই একমাত্র ত্রাণকর্তা (saviour) এবং প্রায়শ্চিত্ত বা মুক্তিপণ দাতা (Redeemer)। কারণ মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক সকল বিপদ বা শাস্তি তো তিনিই দেন। ত্রাণ করার অর্থ ঈশ্বরের ক্রোধ বা শাস্তি থেকে ত্রাণ করা। আর এ কথাতো সুস্পষ্ট যে, তিনি ত্রাণ না দিলে অন্য কেউ মধ্যস্থতা করে ত্রাণ বা মুক্তি দিতে পারে না। শুধু জাগতিক রাজ্য উদ্ধার বা শত্রুদের নির্যাতন থেকে মুক্তির মাধ্যম অর্থে কোনো কোনো নবী বা রাজাকে ত্রাণকর্তা (saviour) বলা হয়েছে। (২ রাজাবলি ১৩/৫; যিশাইয় ১৯/২০)। এছাড়া মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক মুক্তির জন্য ঈশ্বর ছাড়া কোনোই ত্রাণকর্তা নেই বলে বাইবেল বারবার ঘোষণা করেছে। ঈশ্বর বলেনঃ "আমিই.. তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বরকে তুমি জানিবে না, এবং আমি ভিন্ন ত্রাণকর্তা আর কেহ নাই (there is no saviour beside me)।" (হোশেয় ১৩/৪) অন্যত্র ঈশ্বর বলেনঃ "আমি, আমিই সদাপ্রভু, আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নাই (beside me there is no saviour)।" (যিশাইয় ৪৩/১১)

এভাবে বারবার বাইবেলে ঈশ্বরকেই জগতের একমাত্র ত্রাণকর্তা (saviour) ও প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি প্রদানকারী (Redeemer) বলা হয়েছে। (২ শমূয়েল ২২/৩; ইয়োব ১৯/২৫; গীতসংহিতা ১৯/১৪; ৭৮/৩৫; ১০৬/২১; হিতোপদেশ ২৩/১১; যিশাইয় ৪১/১৪; ৪৩/৩; ৪৩/১১; ৪৩/১৪; ৪৪/৬; ৪৪/২৪; ৪৫/১৫; ৪৭/৪; ৪৮/১৭; ৪৯/৭; ৪৯/২৬; ৫৪/৫; ৫৪/৮; ৬০/১৬; ৬৩/৮; ৬৩/১৬; যিরমিয় ১৪/৮; ৫০/৩৪; লূক ১/৪৭; ১ তীমথিয় ১/১; ২/৩; ৪/১০; তীত ১/৩; ২/১০; তীত ৩/৪; যিহূদা ১/২৫)

এর বিপরীতে পল বলছেন, ঈশ্বরের সাড়া পেতে যীশুর মধ্যস্থতা প্রয়োজনঃ "কারণ আল্লাহ মাত্র এক জনই আছেন আর আল্লাহর ও মানবজাতির মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র এক জন আছেন– তিনি মানুষ মসীহ

ঈসা (there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus)।” (১ তিমথীয় ২/৫-৬ মো.-১৩)

এখানে সাধু পল বললেন যে ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মধ্যস্থ প্রয়োজন এবং যীশুই সেই মধ্যস্থ। আরো বিভিন্ন স্থানে পল মধ্যস্থ (mediator)-এর প্রয়োজনীয়তা এবং যীশুই মধ্যস্থ বলে উল্লেখ করেছেন। (গালাতীয় ৩/১৯, ২০; ইব্রীয় ৮/৬, ৯/১৫, ১২/২৪) পাশাপাশি নতুন নিয়মে নতুন নিয়মে বারবার যীশুকে ত্রাণকর্তা (saviour) বলা হয়েছে। (লূক ২/১১; যোহন ৪/৪২; প্রেরিত ৫/৩১; ১৩/২৩; ইফিষীয় ৫/২৩; ফিলিপীয় ৩/২০; ২ তীমথিয় ১/১০; তীত ১/৪; ২/১৩; ৩/৬; ২ পিতর ১/১; ১/১১; ২/২০; ৩/২; ৩/১৮; ১ যোহন ৪/১৪)। অনুরূপভাবে যীশুকে প্রায়শ্চিত্তদাতা বা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তিদাতা (Redeemer) বলা হয়েছে (গালাতীয় ৪/৫; তীমথিয় ২/১৪)।

খ্রিষ্টান প্রচারকরা বলেন, যীশুই যেহেতু ঈশ্বর, কাজেই ঈশ্বর ছাড়া কোনো ত্রাণকর্তা নেই এবং যীশু ত্রাণকর্তা উভয় কথার মধ্যে বৈপরীত্য নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি যীশু ঈশ্বর হন তবে তিনি কার কাছে মধ্যস্থতা করবেন? এবং কার হাত থেকে ত্রাণ করবেন? একই ব্যক্তি কি নিজেই নিজের কাছে মধ্যস্থ হতে পারে? সর্বোপরি যীশুই যদি ঈশ্বর হন তবে তাঁকে ঈশ্বর না বলে যীশু বলার অর্থ কী? আর ঈশ্বরকেই একমাত্র ত্রাণকর্তা না বলে যীশুকে ত্রাণকর্তা বলার অর্থই বা কী? যীশুকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলার প্রয়োজনই বা কী?

৩. ৯. ৩৯. শনিবার পালন চিরস্থায়ী না অস্থায়ী বিধান?

পবিত্র বাইবেলের কোথাও বলা হয়েছে যে, শনিবার কর্মহীন বিশ্রাম পালন অলঙ্ঘনীয়, কোথাও বলা হয়েছে তা প্রয়োজনীয় তবে এ দিনে মানুষের কল্যাণের কর্ম করা যেতে পারে এবং কোথাও বলা হয়েছে তা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। একই ধর্মগ্রন্থে একই বিষয়ে আমরা সাংঘর্ষিক বিধান দেখতে পাই।

বাইবেলে বারবার বলা হয়েছে যে, শনিবার (the sabbath of the LORD)-কে সম্মান করা এবং এ দিনে সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখা একটা অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান ও নিয়ম (a perpetual covenant) (যাত্রাপুস্তক ৩১/১৬)। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে স্রষ্টা ছয় দিনে (রবি-শুক্র) মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিন (শনিবার) বিশ্রাম করেন। এজন্য সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি এ দিবসটাকে সম্মানিত ও আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন। কেউ এ দিনে সামান্যতম কর্মও করতে পারবেন না, এমনকি এ দিনে প্রয়োজনে আলো জ্বালানো বা চুলায় আগুন ধরানোও নিষিদ্ধ। কেউ যদি এ দিনে কোনো প্রকারের কর্ম করেন তবে তাকে তাৎক্ষণিক পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বিভিন্ন স্থানে বারবার এ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: আদিপুস্তক ২/৩; যাত্রাপুস্তক ২০/৮-১১, ২৩/১২ ও ৩৪/২১; ৩৫/১-৩; লেবীয় ১৯/৩ ও ২৩/৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১২-১৫; যিরমিয় ১৭/১৯-২৭; যিশাইয় ৫৬/১-৮ ও ৫৮/১৩-১৪; নহিমিয় ৯/১৪; যিহিষ্কেল ২০/১২-২৪।

এ দিনে সামান্য কর্ম করলেই তাকে হত্যা করতে হবে (যাত্রাপুস্তক ৩১/১২-১৭ ও ৩৫/১-৩)। মূসার (আ.) সময়ে ইহুদিরা এক শনিবারে এক ব্যক্তিকে কাঠ সংগ্রহ করতে দেখেন। তখন তারা সেই কাঠ সংগ্রহকারীকে আটক করেন এবং সদাপ্রভুর নির্দেশে তাকে পাথর মেরে হত্যা করেন। (গণনা পুস্তক ১৫/৩২-৩৬)

তৌরাতের চিরস্থায়ী 'দশ আজ্ঞা'-র অন্যতম শনিবার পালন। যাত্রাপুস্তক ২০/১-১১ পাঠ করলে দেখবেন যে, দশ আজ্ঞার ৪র্থ আজ্ঞা শনিবার পালন। তবে এ চতুর্থ আজ্ঞাটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ১০ আজ্ঞার মধ্যে ৪র্থ আজ্ঞাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা দেখেছি যে, যীশু খ্রিষ্ট তৌরাতের বিধানগুলো পূর্ণভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশের মধ্যে ৪র্থ ও অন্যতম বিধান শনিবার পালনও রয়েছে। তিনি নিজেও শনিবার পালন করতেন। শনিবারের বিধান যে মানুষের কল্যাণের জন্যই দেওয়া হয়েছে তাও তিনি বলেছেন। তিনি বলেন: "বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই।" (মার্ক ২/২৭)। এজন্য যীশু শনিবার পালনের পাশাপাশি শনিবারে অসুস্থ মানুষকে দুআ করা বা ভাল কর্ম করা যায় বলে উল্লেখ করেছেন। (মার্ক ২/২৩-২৮)

এর বিপরীতে পল বলেন, শনিবার পালন একান্তই ব্যক্তিগত অভিরুচি মাত্র। এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো এক প্রকারের ইঙ্গিত বা ছায়া মাত্র। তিনি বলেন: "এক জন এক দিন হইতে অন্য দিন অধিক মান্য করে; আর এক জন সকল দিনকেই সমানরূপে মান্য করে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে স্থিরনিশ্চয় হউক" (রোমীয় ১৪/৫)। তিনি আরো বলেন: "অতএব ভোজন কি পান, কি উৎসব কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্বন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক। এ সকল ত আগামী বিষয়ের ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রিষ্টের।" (কলসীয় ২/১৬)

একই ধর্মগ্রন্থে কোথাও এ বিধানকে চিরস্থায়ী এবং কোথাও একে ক্ষণস্থায়ী ও ব্যক্তিগত অভিরুচি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐশ্বরিক কর্ম তো দূরের কথা, মানবীয় কোনো কর্ম, বিধানগ্রন্থ বা সংবিধানে এরূপ বৈপরীত্য থাকলে তা নিন্দিত হবে।

৩. ৯. ৪০. খাদ্য নিষেধাজ্ঞা ঐশ্বরিক না মানবীয় বিধান

বাইবেলে বলা হয়েছে: "তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল নিবাসে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি এই, তোমরা মেদ ও রক্ত কিছুই ভোজন করিবে না (It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood)।" (লেবীয় পুস্তক ৩/১৭)

ইহুদিদের ঐতিহ্যগত প্রথা খাওয়ার আগে হাত ধোয়া। যীশুর সাহাবীরা খাওয়ার আগে হাত ধুতেন না বলে ইহুদিরা অভিযোগ করলে যীশু বলেন: "মুখের ভিতরে যা যায় তা মানুষকে নাপাক করে না; কিন্তু মুখের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে। ... অন্তর থেকেই খারাপ চিন্তা, খুন, সব রকম জেনা, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বের হয়ে আসে। এই সবই মানুষকে নাপাক করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ নাপাক হয় না।" (মথি ১৫/১১-২০, মো.-০৬)

এখানে তিনি খাওয়ার আগে হাত ধোওয়ার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তবে কেউ কেউ দাবি করেন যে, তিনি এখানে সকল খাদ্যের বৈধতা দিয়েছেন।

সাধু পল পানাহারের নীতিমালাকে মানব রচিত নিয়মকানুন বলে উপহাস করেছেন। তিনি বলেন: "তোমরা যখন জগতের অক্ষরমালা ছাড়িয়া খ্রিষ্টের সহিত মরিয়াছ, তখন কেন জগজ্জীবীদের ন্যায় এই সকল বিধির অধীন হইতেছ, যথা, ধরিও না, আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না? .. ঐ সকল বিধি মনুষ্যদের বিবিধ আদেশ ও ধর্মসূত্রের অনুরূপ (the commandments and doctrines of men: মানুষদের বানানো আদেশ ও ধর্মসূত্র)।" (কলসীয় ২/২০-২২)।

তিনি বলেন, কোনো খাদ্য বা পানীয় অপবিত্র নয়। পবিত্রদের জন্য সবই পবিত্র। পানাহারের মাধ্যমে ক্ষয় করতে ঈশ্বর এগুলো সৃষ্টি করেছেন। কাজেই কোনো কিছুকে অপবিত্র মনে করা অপবিত্র আত্মা ও বিবেকের প্রকাশ। পানাহার, স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ক সকল বিধান মানবীয় নির্দেশ ও শিক্ষা মাত্র। উপরন্তু তিনি পানাহারের অবৈধতা বিষয়ক কথাবার্তা শয়তানের শিক্ষা, ঈশ্বর বিরোধী, ধর্মবিদ্বেষী বা ধর্মদ্রোহী (profane) ও বুড়িদের গল্প বলেও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন: "আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবত অপবিত্র নয়; কিন্তু যে যাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র।" (রোমীয় ১৪/১৪) মো.-০৬: "হযরত ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছি বলে আমি ভাল করেই জানি যে, আসলে কোন খাবারই হারাম নয়, কিন্তু কেউ যদি কোন খাবার হারাম মনে করে তবে তা তারই কাছে হারাম।

তিনি আরো বলেন: "শুচিগণের পক্ষে সকলই শুচি (Unto the pure all things are pure); কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়"। মো.-০৬: "যাদের দিল পাক-পবিত্র তাদের কাছে সব কিছুই পবিত্র, কিন্তু যাদের দিল নোংরা এবং যারা অ-ঈমানদার তাদের কাছে কিছুই পবিত্র নয়।" (তীত ১/১৫)

অন্যত্র তিনি বলেন: "অতএব ভোজন কি পান, কি উৎসব কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্বন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক। এ সকল ত আগামী বিষয়ের ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রিষ্টের।" (কলসীয় ২/১৬)

তিনি আরো বলেন: "ভবিষ্যতে কতগুলো লোক ভ্রান্তিজনক রূহদের ও বদ-রূহদের (devils: শয়তানদের) শিক্ষামালায় মন দিয়ে ঈমান থেকে সরে পড়বে। ... এবং কোন কোন খাদ্য ভোজন করতে নিষেধ করে, অথচ সেই খাদ্য আল্লাহ এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা ঈমানদার ও সত্যের তত্ত্ব জানে, তারা শুকরিয়াপূর্বক তা ভোজন করে। বাস্তবিক আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল; শুকরিয়া সহকারে গ্রহণ করলে কিছুই বর্জনীয় নয়, কেননা আল্লাহর কালাম এবং মুনাজাত দ্বারা তা পবিত্রীকৃত হয়। এসব কথা ভাইদেরকে মনে করিয়ে দিলে তুমি ঈসার উত্তম পরিচারক হবে; এবং ঈমানের যে কালাম ও উত্তম শিক্ষার অনুসরণ করে আসছ তার দ্বারা পরিপুষ্ট হতে থাকবে। কিন্তু ভক্তিহীন যত পৌরাণিক গল্প ও বুড়িদের বানানো গল্প অগ্রাহ্য কর (But refuse profane and old wives' fables)।" (১ তীমথিয় ৪/১-৭, মো.-১৩)

একই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট। যে বিধানকে কোথাও অলঙ্ঘনীয় চিরন্তন ঐশ্বরিক বিধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাকেই অন্যত্র অপ্রয়োজনীয়, মানব রচিত, শয়তানী, পৌরাণিক গল্প ও বুড়িদের বানানো গল্প বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলের শেষাংশে বিদ্যমান পলের বক্তব্য অনুসারে পবিত্র বাইবেলের মধ্যেই বিদ্যমান পূর্ববর্তী নবীদের পানাহার বিষয়ক শিক্ষাগুলো ভ্রান্তিজনক রূহদের ও শয়তানেদের শিক্ষামালা, ধর্মবিদ্বেষী ও পৌরণিক গল্পমাত্র। সর্বোপরি বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যত খাদ্য ও পানীয় হারাম করা হয়েছে সকল খাদ্য ও পানীয়কে ঈশ্বরের নামে খাওয়া হালাল বলে যত বেশি প্রচার করা যাবে তত বেশি যীশুর উত্তম শিষ্য হওয়া যাবে। এ সকল সাংঘর্ষিক বিষয় বিদ্যমান রয়েছে একই আত্মার রচিত একই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে।

৩. ৯. ৪১. ঈশ্বরের বাক্য অভ্রান্ত না ভ্রান্তিজড়িত

বাইবেল বলছে, ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য অভ্রান্ত ও সত্য। যেমন: "ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ ... তাঁহার বাক্যকলাপে কিছু যোগ করিও না...।" কি. মো.-১৩: "আল্লাহর প্রত্যেক কালাম পরীক্ষাসিদ্ধ ... তাঁর কালামের সঙ্গে কিছু যোগ করো না...।" (হিতোপদেশ মেসাল ৩০/৫-৬)।

অন্যত্র বলা হয়েছে: "পাক-কিতাবের কোন ভবিষ্যদ্বাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মানুষের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয়নি, কিন্তু মানুষেরা পাক-রূহ দ্বার চালিত হয়ে আল্লাহ থেকে যা পেয়েছেন, তাই বলেছেন।" (২ পিতর ১/২০)।

কিন্তু এর বিপরীতে আমরা বাইবেলেই দেখেছি যে, ঈশ্বরের বা পাক কিতাবের অনেক কথাই সত্য নয়; বরং ভ্রান্তিময় বা ভ্রান্তিজড়িত। ঈশ্বর নিজেই নবীদের বা ভাববাদীদেরকে বা নিজ প্রজাকে প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করেন। ভাববাদীরাও ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলেন ও প্রতারণা করেন। নবী ও লিপিকাররা

ঈশ্বরের নামে মিথ্যা কথা লেখেন বা বলেন।

বাইবেলে ঈশ্বর কর্তৃক নিজ নবী বা নিজ প্রজাকে প্রতারণা করা, বিভ্রান্ত করা ও মিথ্যা বলার অনেক ঘটনা বিদ্যমান। আমরা ইতোপূর্বে বাইবেলীয় অভ্রান্ততা প্রসঙ্গে কয়েকটা নমুনা দেখেছি। যেমন রাজা আহাবের ৪০০ জন নবীকে ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ফেরেশতা পাঠিয়ে মিথ্যা কালাম প্রদান করেন: "আমি গিয়ে তার সমস্ত নবীর মুখে মিথ্যাবাদী রূহ হবো... মাবুদ আপনার এ সব নবীর মুখে মিথ্যাবাদী রূহ দিয়েছেন ..।" (১ রাজাবলি/বাদশাহনামা ২২/১৫-২৩; বিশেষতঃ ২২/২২-২৩। পুনশ্চ ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ১৮/৪-৫ ও ২১-২২)

যিরমিয় ৪/৫-১০ বলছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর মানুষদেরকে প্রতারণা করেন। "হায় হায়! হে সার্বভৌম মাবুদ,তুমি এই লোকদের ও জেরুশালেমকে নিতান্ত ভ্রান্ত (ভয়ানকভাবে প্রতারণাঃ greatly deceived) করেছ।" (ইয়ারমিয়া/ যিরমিয় ৪/১০)

অন্যত্র ঈশ্বর বলেছেনঃ "কোন নবী যদি প্ররোচিত (deceivedঃ প্রতারিত) হয়ে কথা বলে, তবে জেনো, আমিই মাবুদ সেই নবীকে প্ররোচনা (deceived: প্রতারণা) করেছি; আমি তার বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়ে আমার লোক (প্রজা) ইসরাইলের মধ্য থেকে তাকে মুছে ফেলব।" (ইহিস্কেল/ যিহিষ্কেল ১৪/৯)

ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য বা পাক কিতাবের সকল কথা বিশুদ্ধ বা পরীক্ষাসিদ্ধ হওয়ার দাবির সাথে এটা শতভাগ সাংঘর্ষিক। ঈশ্বর নিজেই যদি মিথ্যা বলেন, প্ররোচিত বা প্রতারিত করেন তবে তাঁর সকল কথা কিভাবে বিশুদ্ধ বা সঠিক বলে গণ্য হয়?

বাইবেল অন্যত্র বলছেঃ "তোমরা কেমন করে বলতে পার, আমরা জ্ঞানী এবং আমাদের কাছে মাবুদের শরীয়ত আছে? দেখ, আলেমদের (scribesঃ লিপিকারদের; কেরিঃ অধ্যাপকদের) মিথ্যা লেখনী তা মিথ্যা করে ফেলেছে। ... নবী ও ইমামসুদ্ধ সমস্ত লোক প্রবঞ্চনায় রত।" (যিরমিয়/ইয়ারমিয়া ৮/৭-১০)

এ বক্তব্যও নিশ্চিত করছে যে, ঈশ্বরের সকল কথা বিশুদ্ধ নয়। কারণ ঈশ্বরের কথা তো নবীদের মাধ্যমেই জানা যায় এবং আলেমদের বা লিপিকারদের অনুলিপির মাধ্যমেই পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছে পৌঁছায়। যখন নবী ও ইমামসুদ্ধ সকলেই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয় এবং লিপিকারদের মিথ্যা কলম ঈশ্বরের বাক্যকে মিথ্যা করে ফেলে তখন নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের নামে কথিত বা লিখিত সকল কথা বা অনেক কথাই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা।

ঈশ্বরের সকল বাক্য সত্য, ঈশ্বর কোনো কোনো ভাববাদীকে প্রতারণা করেন এবং অধ্যাপকদের মিথ্যা কলম ঈশ্বরের বাক্য মিথ্যা বানায়ঃ এ তিন বিষয়ক বাইবেলীয় বক্তব্যগুলো উল্লেখ করে 'বাইবেলের মারাত্মক খুঁতসমূহ' (Fatal Bible Flaws) প্রবন্ধে ডোনাল্ড মরগান (Donald Morgan) বলেনঃ

"Not every word of God can prove true if God deceives anyone at all; teaching from the Bible cannot be trusted if the scribes falsify the word. In other words, the first reference is mutually exclusive with the other three. Thus, the Bible cannot be the perfect work of a perfect, all-powerful and loving God since one or more of the above references is obviously untrue. Note also: Some versions use the word "persuade" rather than "deceives." The context makes clear, however, that deception is involved."

"ঈশ্বর যদি কাউকে প্রতারণা করেন তবে কখনোই ঈশ্বরের সকল কথা পরীক্ষাসিদ্ধ বা সত্য প্রমাণিত নয়; যদি অনুলিপিকাররা ঈশ্বরের কথা মিথ্যা বানাতে পারে তবে বাইবেলের শিক্ষার উপর নির্ভর করা যায় না।

অন্য কথায়, পরবর্তী দুটো কথা প্রথম কথাটাকে বাতিল বলে প্রমাণ করে। এভাবে সুস্পষ্ট যে, উপরের তিনটা তথ্যের কোনো একটা বা দুটো অসত্য। এতে প্রমাণ হয় যে, বাইবেল সর্বশক্তিমান প্রেমময় ঈশ্বরের রচিত কোনো নিখুঁত কর্ম নয়। আরেকটা দ্রষ্টব্যঃ কোনো কোনো সংস্করণে প্রতারণা শব্দটার পরিবর্তে প্ররোচনা বা বোঝানো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সর্বাবস্থায়, বক্তব্যের বিষয়বস্তুতে 'প্রতারণা'-র অর্থ সুস্পষ্টভাবেই সংশ্লিষ্ট।"[৪৪]

৩. ৯. ৪২. ঈশ্বর মিথ্যা বলেন অথবা বলেন না?

উপরের বৈপরীত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিষয়, ঈশ্বর কি সর্বদা সত্য বলেন? না তিনি মিথ্যাও বলেন? পল লেখেছেনঃ "God, that cannot lie/ God never lies: "মিথ্যা কথনে অসমর্থ ঈশ্বর"/ ঈশ্বর, যিনি মিথ্যা কথা বলেন না।" (তীত ১/২)

বস্তুত সকল ধর্মের সকল বিশ্বাসীই বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না। কিন্তু বাইবেলে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মিথ্যা বলেন। বাইবেলের অভ্রান্ততা আলোচনায় এবং উপরের অনুচ্ছেদে আমরা জানলাম যে, ঈশ্বর নিজেই মিথ্যাবাদী আত্মার মাধ্যমে নিজের নবীদেরকে মিথ্যা বলেন। আমরা আরো দেখলাম যে, ঈশ্বর নিজেই নিজের নবী বা ভাববাদী এবং নিজের প্রজাদেরকে প্রতারণা করেন।

যিরমিয় ভাববাদী বলেনঃ "(O LORD, thou hast deceived me): হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে প্রতারণা করলে.."। কেরির অনুবাদঃ " হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে প্ররোচনা করিলে আমি প্ররোচিত হইলাম"। জুবিলী বাইবেলঃ "তুমি আমাকে ভুলিয়েছ, প্রভু; তাতে আমি ভুলেছি।" বাইবেল ২০০০: " হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে ভুলিয়েছ বলে আমার এই অবস্থা হয়েছে"। কিতাবুল মোকাদ্দসঃ " হে মাবুদ, তুমি আমাকে ভুলিয়েছ বলে আমার এই অবস্থা হয়েছে।" (যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ২০/৭)

আমরা দেখছি যে, ইংরেজি 'deceive' অর্থ প্রতারণা। বাইবেল অনুবাদকরা শব্দটার অশোভনতা লক্ষ্য করে প্ররোচনা, ভুলানো ইত্যাদি অর্থ করেছেন। তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, শব্দটা যে অশোভন তা কি ঈশ্বর বুঝলেন না? তিনি কি তাঁর পবিত্র পুস্তকে এর চেয়ে উত্তম শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন না? সর্বকালের সকল মানুষের মুক্তির জন্য যে পুস্তক তাতে কি এরূপ অশোভন শব্দ ব্যবহার করা জরুরী ছিল?

আর প্রতারণা, প্ররোচনা, ভুলানো যাই বলা হোক না কেন অর্থ তো পরিষ্কার যে, ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীকে অসত্য তথ্য দিয়ে ভুলান, প্ররোচনা করেন বা প্রতারণা করেন।

সাধু পল লেখেছেনঃ "And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie..":"এ কারণে ঈশ্বর তাদের কাছে শক্তিশালী বিভ্রম/ প্রতারণা প্রেরণ করেন; যেন তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করে...."। কেরির অনুবাদঃ "আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে...।" বাইবেল-০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দসঃ "ঈশ্বর/ আল্লাহ তাদের কাছে এমন এক শক্তি পাঠাবেন যা তাদের ভুল পথে নিয়ে যাবে...।" জুবিলী বাইবেলঃ "ঈশ্বর তাদের উপর ভ্রান্তিময় কর্মশক্তি পাঠান, যেন তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে।" (২ থিষলনীকীয় ২/১১-১২)

আমরা দেখলাম ঈশ্বর বলেছেনঃ "কোন নবী যদি প্ররোচিত হয়ে কথা বলে, তবে জেনো, আমিই মাবুদ সেই নবীকে প্ররোচনা করেছি।" (ইহিস্কেল/ যিহিস্কেল ১৪/৯)

বাইবেল বলছে, যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিমা-পূজার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বিষয়ে কোনো নবীকে জিজ্ঞাসা করে তবে ঈশ্বর নিজেই নিজের নবীকে প্রতারণা করে ভুল জবাব দেয়াবেন এবং প্রশ্নকারী ও নবী উভয়কেই ধ্বংস করবেন! (ইহিস্কেল ১৪/৭-১১)

---

[৪৪] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html

৩.৯.৪৩. যীশু পাপ বহন করবেন, না সকল পাপের শাস্তি হবে

নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, যীশু পাপীর পাপ বহন করবেন। যেমন যীশু বলেছেনঃ "কারণ ইহা আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের নিমিত্ত, পতিত হয়" (কি. মো.: এ আমার রক্ত, যা অনেকের গুনাহের ক্ষমার জন্য দেওয়া হবে।" (মথি ২৬/২৮)

সাধু পল বলেনঃ "ঠিক সময়েই মসীহ আল্লাহর প্রতি ভয়হীন মানুষের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন ... কিন্তু আল্লাহ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহগার থাকতেই মসীহ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তাহলে মসীহের রক্তের দ্বারা যখন আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে...।" (রোমীয় ৫/৬-৯) পল আরো বলেনঃ "পাক-কিতাবের কথামত মসীহ আমাদের গুনাহের জন্য মরেছিলেন।" (১ করিন্থীয় ১৫/৩ঃ কি. মো.-২০০৬)

এর বিপরীতে যীশু বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, অনেক পাপই ক্ষমা হবে না। বরং তিনি নিজে অনেক পাপীকে নরকে ফেলে দিবেন। এমনকি যারা তাঁকে বিশ্বাস ও ভক্তি করত তাদেরকেও তিনি তাড়িয়ে দিবেন। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো দেখুনঃ

(ক) যীশু বলেনঃ "আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানুষের (the sons of men: ইবনে আদমদের বা ইবনুল ইনসানদের) সমস্ত গুনাহ এবং কুফরী মাফ করা হবে, কিন্তু পাক-রূহের বিরুদ্ধে কুফরী কখনও মাফ করা হবে না। সেই লোকের গুনাহ চিরকাল থাকবে।" (মার্ক ৩/২৮ঃ মো.-০৬)

"মানুষের সমস্ত গুনাহ ও কুফরী মাফ করা হবে, কিন্তু পাক-রূহের বিরুদ্ধে কুফরী মাফ করা হবে না। ইবনে আদমেরঃ (Son of man যীশুর) বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাকে মাফ করা হবে, কিন্তু পাক-রূহের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে মাফ করা হবে না- এই যুগেও না, আগামী যুগেও না।" (মথি ১২/৩১-৩২, মো.-০৬)

এখানে আমরা দেখছি যে, কোনো কোনো পাপের কোনো ক্ষমা নেই।

(খ) যীশু বলেনঃ "কিন্তু জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেঈমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা। এটাই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।" (প্রকাশিত কালাম ২১/৮, মো.-০৬)।

সাধু পলের জবানিতে ইঞ্জিল শরীফ বলছেঃ "যারা অন্যায় করে তারা যে আল্লাহর রাজ্যের অধিকারী হবে না, তা কি তোমরা জান না? তোমরা ভুল কোরো না। যাদের চরিত্র খারাপ, যারা মূর্তি পূজা করে, যারা জেনা করে, যারা পুরুষ- বেশ্যা, যে পুরুষেরা সমকামী, যারা চোর, লোভী, মাতাল, যারা পরের নিন্দা করে এবং যারা জোচ্চোর তারা আল্লাহর রাজ্যের অধিকারী হবে না।" (১ করিন্থীয় ৬/৯-১০ঃ মো.-০৬)

এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, নিম্নের পাপগুলো কখনোই যীশু বহন করবেন নাঃ (১) ভয়ঃ fear (২) বেঈমানীঃ unbelieving, (৩) ঘৃণার যোগ্যতাঃ abominablity, (৪) খুন murder, (৫) জেনাঃ fornication/ whoring, (৬) যাদুঃ sorcery (৭) মূর্তিপূজাঃ idolatry, (৮) মিথ্যা বলাঃ lying, (৯) অন্যায় কর্ম বা খারাপ চরিত্রঃ unrighteousness,(১০) পুরুষ বেশ্যাবৃত্তিঃ effeminacy, (১১) সমকামিতাঃ abusing/ homosexuality, (১২) চুরিঃ theft, (১৩) লোভঃ covetousness, (১৪) মাতলামিঃ drunkardness, (১৫) পরনিন্দাঃ reviling, (১৬) জোচ্চুরি বা চাঁদাবাজিঃ extortion।

স্বভাবতই এগুলো অখ্রিষ্টানদের বিষয়ে বলা হয়নি। কারণ অখ্রিষ্টান তো এমনিতেই বেঈমানী বা অবিশ্বাসের কারণে চির-নরকবাসী। কাজেই অ-খ্রিষ্টান ব্যক্তি এ সকল পাপ বাদ দিলেও তার কোনো লাভ নেই। বরং যীশুর প্রতি ঈমান আনার পরেও এ পাপগুলো বর্জন করা জরুরি। উপরের বক্তব্য নিশ্চিত করছে যে,

বেঈমানী বা অবিশ্বাসের মতই এ সকল পাপ মানুষকে চিরস্থায়ী নরকের বাসিন্দা করবে।

(গ) মথির ২৫ অধ্যায়ে যীশু বলেছেন যে, যারা যীশুর ভাইদের, ক্ষুদ্রতমদের কেউ (one of the least of these my brethren) ক্ষুধিত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন, অসুস্থ বা কারাগারস্থ হলে সেবা না করবে তাদেরকে অনন্ত শাস্তিতে (everlasting punishment) দণ্ডিত করা হবে। (মথি ২৫ অধ্যায়, বিশেষত ২৫/৪৫-৪৬)

(ঘ) যীশু বলেছেন যে, তাঁর প্রতি ঈমানদার কোনো একজন ছোটকেও যদি কেউ বাধা দেয় এবং সে উচোট খায় তবে তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সাগরে ফেলে দিলেও তার জন্য (অনন্তকাল দোজখে থাকার চেয়ে) ভাল। (মার্ক ৯/৪২)

(ঙ) যীশু বলেছেন, কারো হাত, পা বা চক্ষু যদি তাকে গুনাহের পথে নিয়ে যায় তবে তা কেটে ফেলতে হবে; কারণ এগুলোর প্ররোচনায় গুনাহ করলে নরকে যেতেই হবে: "আর তোমার হাত যদি তোমাকে গুনাহের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; দুই হাত নিয়ে দোজখে, সেই অনির্বাণ আগুনে যাওয়ার চেয়ে বরং নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। (মার্ক ৯/৪৩-৪৪, মো.-১৩)। একই কথা বলেছেন যীশু পা ও চোখের বিষয়ে। (মার্ক ৯/৪৩-৪৭) এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হাত, পা বা চোখের টানে যে গুনাহ হয় তা বিশ্বাসে ক্ষমা হয় না।

(চ) "যদি কেউ সেই পশু ও তার মূর্তির এবাদত করে,আর নিজের ললাটে বা হাতে চিহ্ন ধারণ করে তবে... আগুনে ও গন্ধকে যাতনা পাবে। .... যারা সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তির এবাদত করে এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন ধারণ করে তারা দিনে বা রাতে (নরকে) কখনও বিশ্রাম পায় না।" (প্রকাশিত কালাম ১৪/৯-১১: কি. মো.-১৩)

তাহলে, কোনো ঈমানদার অসহায়কে সাহায্য না করা, তাকে কষ্ট দেওয়া, হাত, পা বা চোখের টানে পাপ করা, মূর্তি পূজা করা, মূর্তির ছবি লাগানো ইত্যাদি সকল পাপের একই শাস্তি: অনন্ত নরক! তাহলে যীশু কার কোন পাপ বহন করলেন?

(ছ) একজন পাপাচারিণী মহিলার বিষয়ে যীশু বলেন: "জেনা থেকে মন ফিরানোর জন্য আমি তাকে সময় দিয়েছিলাম কিন্তু সে মন ফিরাতে রাজী হয়নি। সেই জন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সংগে জেনা করে তারা যদি জেনা থেকে মন না ফিরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব। তাতে সব জামাতগুলো জানতে পারবে যে, আমিই মানুষের দিল ও মন খুঁজে দেখি। আমি কাজ অনুসারে তোমাদের প্রত্যেককে ফল দেব।" (প্রকাশিত বাক্য/ কালাম ২/২১-২৩: কি. মো.-২০০৬) কি. মো.-১৩: "আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাদের কাজ অনুসারে ফল দিব।"

তাহলে ব্যভিচারের পাপ যীশু কখনোই বহন বা ক্ষমা করবেন না। এছাড়া এ থেকে জানা যায় যে, যীশু বিশ্বাস অনুসারে ফল দিবেন না; বরং কর্ম অনুসারে ফল দিবেন। বিশ্বাসেই মুক্তির দাবি যীশুর এ কথার সাথে সাংঘর্ষিক। যীশুর এ কথা নিশ্চিত করে যে, তিনি কারো কোনো পাপই বহন করবেন না; বরং প্রত্যেককে তার 'কাজ' অনুসারে ফল দিবেন। পাপ বহন করা তো দূরের কথা, পাপীকে শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি পাপীর সন্তানদেরকেও শাস্তি দিবেন।

(জ) "যারা আমাকে 'প্রভু প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়। কিন্তু আমার বেহেশতী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে, 'প্রভু প্রভু, তোমার নামে কি আমরা নবী হিসাবে কথা বলিনি? তোমার নামে কি ভূত ছাড়াই নি? তোমার নামে কি অনেক অলৌকিক কাজ করিনি? তখন আমি সোজাসুজিই তাদের বলব 'আমি

তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! (পাপীর দল/ শরীয়ত অমান্যকারীর দলঃ ye that work iniquity/ you evildoers/you workers of lawlessness) আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও।' (মথি ৭/১৫-২৩ঃ মো.-২০০৬)।

খুবই ভয়ঙ্কর কথা! যীশুকে বিশ্বাস করে, যীশুর নামে নবী হয়ে, অলৌকিক কর্ম করে এবং যীশুকে গুরু বলে প্রচার ও বিশ্বাস করেও পাপাচারী হওয়ার কারণে কোনো মুক্তিই মিলবে না? তাহলে যীশু কোন্ পাপীদের জন্য আগমন করেছেন?

৩. ৯. ৪৪. যীশুর বোঝা হালকা না ভারী?

উপরের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটা বৈপরীত্য, তা হল যীশুর বোঝা। যীশু তাঁর অনুসারী হয়ে বেহেশত লাভের জন্য যে কর্ম ও দায়িত্ব প্রদান করেছেন তা পালন করা সহজ না কঠিন। যীশু বলেনঃ "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদেরকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপর তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।" (মথি ১১/২৮-৩০)। পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ঃ "তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল তোমাদের উপর তুলে নাও ও আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র। এতে তোমরা অন্তরে বিশ্রাম পাবে, কারণ আমার জোয়াল বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার বোঝা হালকা।"

এখানে যীশু বলছেন যে, তাঁর জোয়াল সহজ ও তাঁর বোঝা হালকা। কিন্তু তাঁর অন্যান্য বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তাঁর জোয়াল কঠিন ও তাঁর বোঝা খুবই ভারী। আমরা জানি যে, কোনো ধর্মের মাধ্যমে মুক্তি পেতে ঈমান বা বিশ্বাসের পাশাপাশি মহাপাপগুলো বর্জন করতে হয় এবং কিছু সৎ কর্ম করতে হয়। পক্ষান্তরে যীশুর মাধ্যমে মুক্তি পেতে মহাপাপগুলোর পাশাপাশি অতি সাধারণ পাপও বর্জন করতে হবে। উপরন্তু নিজের সহায় সম্পত্তি সব বিক্রয় করতে হবে। নিজের পিতামাতা, ভাইবোন ও স্ত্রীসন্তানদের ঘৃণা করতে হবে। .... যীশুর বোঝাগুলো দেখুনঃ

(১) ক্ষুধিত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন, অসুস্থ বা কারারুদ্ধকে সেবা না করলে অনন্ত শাস্তিতে দণ্ডিত করা হবে। (মথি ২৫ অধ্যায়, বিশেষত ২৫/৪৫-৪৬)

(২) ক্ষুদ্রতম কোনো বিশ্বাসী বা ঈমানদারকে কষ্ট দিলেই দোজখ।(মার্ক ৯/৪২)

(৩) তলোয়ার না থাকলে চাদর বেচে হলেও তা কিনতে হবে। (লূক ২২/৩৬)।

(৪) আল্লাহ ছাড়া কাউকে পিতা ডাকা যাবে না- নিজের জন্মদাতাকেও নয়ঃ "এই দুনিয়াতে কাউকেই পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের একজনই পিতা আর তিনি বেহেশতে আছেন।" (মথি ২৩/৯, মো.-০৬)।

(৫) সকল সহায়-সম্পত্তি বিক্রয় করে দান করে দিতে হবেঃ "তোমাদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে ভিক্ষা হিসেবে দান কর। যে টাকার থলি কখনও পুরানো হয় না তা-ই নিজেদের জন্য তৈরী কর, অর্থাৎ যে ধন চিরদিন টিকে থাকে তা-ই বেহেশতে জমা কর। সেখানে চোরও আসে না এবং পোকায়ও নষ্ট করে না। তোমাদের ধন যেখানে থাকবে তোমাদের মনও সেখানেই থাকবে।" (লূক ১২/৩৩, মো.-০৬)

(৬) ধনী কোনো খ্রিষ্টান বেহেশতে যেতে পারবে নাঃ সুইয়ের ছিদ্রে উটের প্রবেশের চেয়েও ধনীর জন্য বেহেশতে যাওয়া অধিক কঠিন। (মার্ক ১০/২৫)

(৭) সর্বস্ব ত্যাগ না করলে যীশুর শিষ্য বা উম্মত হওয়া যাবে নাঃ "তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্বস্ব

ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।" কি. মো.-০৬: "আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ভেবে-চিন্তে তার সব কিছু ছেড়ে না আসে তবে সে আমার উম্মত হতে পারে না।" (লূক ১৪/৩৩)

(৮) গুনাহের সম্ভাবনা থাকলে চোখ, হাত ইত্যাদি উপড়ে বা কেটে ফেলে দিতে হবে, নইলে পুরো দেহ জাহান্নামে পুড়বেঃ "তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা উপ্ড়ে দূরে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর দোজখে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। যদি তোমার ডান হাত তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর দোজখে যাওয়ার চেয়ে বরং একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।" (মথি ৫/২৯-৩০)

(৯) মেজবানি বা খানার আয়োজন করলে শুধু গরীব-দুঃখীদের দাওয়াত দিতে হবে। আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া যাবে নাঃ "যখন আপনি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবেন বা ভোজ দেবেন তখন আপনার বন্ধুদের বা ভাইদের কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের বা ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত করবেন না...।" (লূক ১৪/১২-১৪, মো.-০৬)

(১০) চোর, ডাকাত, পকেটমার, সন্ত্রাসী, ধর্ষক ইত্যাদি কোনো দুষ্ট বা অপরাধীকে বাধা দেওয়া যাবে নাঃ "তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেউ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও।" (মথি ৫/৩৯)

(১১) পারিবারিক অশান্তিকে যীশুর দান হিসেবে মেনে নিতে হবেঃ "আমি শান্তি দিতে আসিনি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। এখন থেকে এক বাড়ীর পাঁচ জন ভাগ হয়ে যাবে, তিন জন দু'জনের বিরুদ্ধে আর দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে। ... বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে, মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে, শাশুড়ী বউয়ের বিরুদ্ধে ও বউ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।" (লূক ১২/৪৯-৫৩ঃ মো.-০৬) অন্যত্র যীশু বলেনঃ "আমি পিতার সঙ্গে পুত্রের, মায়ের সঙ্গে কন্যার এবং শাশুড়ির সঙ্গে পুত্র বধূর বিচ্ছেদ জন্মাতে এসেছি; আর নিজ নিজ পরিজনই মনুষ্যের দুশমন হবে।" (মথি ১০/৩২-৩৬ঃ মো.-১৩)

(১২) নিজের পিতামাতা, ভাইবোন ও স্ত্রী-সন্তানদেরকে এবং নিজের প্রাণকেও ঘৃণা (যধঃব) করতে হবে। যীশু বলেনঃ "যদি কেউ আমার কাছে আসে, আর আপন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, এমন কি নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান (hate ঘৃণা) না করে তবে সে আমার সাহাবী হতে পারে না" (মো.-১৩)। মো.-০৬ঃ "... আমার উম্মত হতে পারে না।" (লূক ১৪/২৬)

(১৩) নিজের শত্রুদেরকে মহব্বত করতে হবে (মথি ৫/৪৪-৪৫)। তবে যীশুর শত্রুগণকে ধরে এনে তাঁর সামনে হত্যা করতে হবে (লূক ১৯/২৭)।

(১৪) অবিবাহিত থাকার চেষ্টা করতে হবেঃ "স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যদি এই রকমেরই হয় তাহলে তো বিয়ে না করাই ভাল। ... আবার এমন কেউ কেউ আছে যারা বেহেশতী রাজ্যের জন্য বিয়ে করবে না বলে মন স্থির করে। যে এই কথা মেনে নিতে পারে সে মেনে নিক" (মথি ১৯/১০-১২, মো.-০৬)।

"স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা পুরুষের ভাল; ...আমার ইচ্ছা এই যে, সকল মানুষই আমার মত (চিরকুমার/চিরকুমারী) হয়। ... অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদের কাছে আমার কথা এই, তারা যদি আমার মত (চিরকুমার/চিরকুমারী) থাকতে পারে, তবে তাদের পক্ষে তা-ই ভাল।" (১ করিন্থীয় ৭/১-৮, মো.-০৬)।

যীশুর সাথে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ স্বর্গে থাকবেন, যারা সকলেই অবিবাহিত, অমৈথুন, চিরকুমার ও রমণীদের সংসর্গে কলুষিত না হওয়া পুরুষ। এরা ছাড়া কেউ স্বর্গের গান গাইতে পারবে না। (প্রকাশিত বাক্য ১৪/১-৪)

(১৫) যীশুর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, ভক্তি ও মহব্বত সত্ত্বেও ঈশ্বরের সকল নির্দেশ পালন করা ছাড়া মুক্তি নেইঃ "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে স্বর্গ-রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে... ।" (মথি ৭/২১-২৩ঃ পবিত্র বাইবেল-২০০০)

(১৬) সব কিছুর পাশাপাশি মূসা (আ.)-এর শরীয়তের প্রতিটা বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে হবে। তৌরাতের খুঁটিনাটি সকল বিধান পালনে গোঁড়া ইহুদি ফরীশীদের চেয়েও অগ্রগামী না হলে জান্নাত মিলবে না। "আলেম ও ফরীশীদের চেয়ে তোমাদের ধার্মিকতা যদি বেশি না হয়, তবে তোমরা কোন মতে বেহেশতী-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মথি ৫/১৭-২০ঃ কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩)

(১৭) পাক কিতাবের একটা শব্দ বাদ দিলে বা সংযোগ করলেও অনন্ত শাস্তি ও সকল অভিশাপ। "যে লোক এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম শোনে আমি তার কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেউ যদি এর সংগে কিছু যোগ করে তবে আল্লাহও এই কিতাবের লেখা সমস্ত গজব তার জীবনে যোগ করবেন। আর এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম থেকে যদি কেউ কিছু বাদ দেয় তবে আল্লাহও এই কিতাবে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন থেকে বাদ দেবেন।" (প্রকাশিত বাক্য/ প্রকাশিত কালাম ২২/১৮-১৯ঃ কি. মো.-২০০৬)

আমরা দেখছি যে, এ বক্তব্য অনুসারে বাইবেল অনুলিপিকার, অনুবাদক, প্রচারকরা কেউই মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। কারণ প্রত্যেক সংস্করণ অন্যটা থেকে কিছু শব্দ, বাক্য, শ্লোক, এমনকি পুস্তকেও ভিন্ন। নিশ্চিতভাবেই কেউ সংযোজন করেছেন অথবা বিয়োজন করেছেন।

এগুলো সবই যীশুর বোঝার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হালকা কিনা তা পাঠক বিবেচনা করবেন।

৩. ৯. ৪৫. যীশুকে প্রভু বলাই কি পাক-রূহ পাওয়ার প্রমাণ?

সাধু পল বলেনঃ "আল্লাহর রূহের দ্বারা কথা বললে কেউ বলে না, 'ঈসার উপর বদদোয়া পড়ুক।' আবার পাক-রূহের মধ্যে দিয়ে না হলে কেউ বলতে পারে না, 'ঈসাই প্রভু'।" (১ করিন্থীয় ১২/৩, মো.-০৬)

সাধু পল এখানে ঈশ্বরের পছন্দ ও ঈশ্বরের মন জানার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মূলনীতি প্রদান করেছেন। তা হল, যার কথা আমার মতের সাথে মিলবে সেই আল্লাহর প্রিয় এবং পবিত্র আত্মা লাভ করেছে। আর কারো কথা আমার মতের সাথে না মিললে বুঝতে হবে যে, সে ভুল পথে রয়েছে। সে পবিত্র আত্মা পায় নি। আর এ নীতির ভিত্তিতেই সাধু পল বললেন, যে ব্যক্তি যীশুকে প্রভু বলবে সে-ই পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত।

কিন্তু এর বিপরীতে উপরের উদ্ধৃতিতে যীশু বললেনঃ "যারা আমাকে 'প্রভু প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়। কিন্তু আমার বেহেশতী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে।" (মথি ৭/১৫-২৩)।

যীশুর বক্তব্য থেকে নিশ্চিত যে, যীশুকে প্রভু বলা পবিত্র আত্মা পাওয়ার কোনোই আলামত নয়; বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনই পবিত্র আত্মা পাওয়ার আলামত।

৩. ৯. ৪৬. পৃথিবী চিরস্থায়ী না অস্থায়ী

পবিত্র বাইবেল এক স্থানে বলছেঃ "এক পুরুষ চলিয়া যায়, আর এক পুরুষ আইসে; কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী (চিরস্থায়ী/ চিরকাল স্থায়ী থাকেঃ KJV: the earth abideth for ever. RSV: the earth remains for ever)"। কিতাবুল মোকাদ্দসঃ "এক পুরুষ চলে যায়, আর এক পুরুষ আসে, কিন্তু দুনিয়া চিরকাল থাকে।" (উপদেশক/ হেদায়েতকারী ১/৪)

এ থেকে জানা যায় যে, 'the earth' অর্থাৎ পৃথিবী বা দুনিয়া চিরস্থায়ী। কিন্তু অন্যত্র বলা হয়েছে যে, পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়; বরং তা এক সময় বিলীন ও ধ্বংস হয়ে যাবেঃ "কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মত করে

আসবে। সেই দিন আসমান হুহু শব্দ করে শেষ হয়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্য-তারা সবই পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়া (the earth) এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই পুড়ে যাবে।" (২ পিতর ৩/১০, মো.-০৬)

এখানে বৈপরীত্য খুবই স্পষ্ট। পবিত্র পুস্তকের এক স্থানে পৃথিবীকে চিরস্থায়ী বলা হয়েছে এবং অন্যত্র তা চিরস্থায়ী নয় বলে বলা হয়েছে।

স্কট বিডস্ট্রাপ 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা' (A Brief Survey of Biblical Errancy) প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, খ্রিষ্টান প্রচারকরা এ বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'উপদেশক পুস্তকের লেখক (শলোমন বা অন্য কেউ) তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখেছেন যে, পৃথিবী চিরস্থায়ী। পিতর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে মূল সত্য হিসেবে বলেছেন যে, পৃথিবী একদিন শেষ হয়ে যাবে। প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে একে বৈপরীত্য বলা যায় না।' স্কট বলেনঃ 'উপদেশক পুস্তকের লেখক শলোমন বা অন্য যে-ই হোন না কেন তিনি তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীকে চিরস্থায়ী বলে মনে করবেন কেন? তিনি যদি ঈশ্বরের প্রেরণায় এ কথা লেখে থাকেন তবে তো তাঁর বিষয়টা আরো ভালোভাবে জানার কথা। এ কথা তো মনে করা হয় যে, বাইবেল ঈশ্বরের প্রেরণায় লেখা। তাহলে ঈশ্বর তাঁর দুজন প্রেরণাপ্রাপ্ত লেখককে একই বিষয়ে একই তথ্য ও সমন্বিত কথা বলাতে পারলেন না কেন?"[৪৫]

৩. ৯. ৪৭. যীশুর পাশে বসার আবেদন করলেন কে?

যীশুর দু' শিষ্য যাকোব ও যোহন দু' সহোদর ভাই। কিতাবুল মোকাদ্দসে তাঁদের নাম ইয়াকুব ও ইউহোন্না। তাঁদের পিতার নাম 'সিবদিয়'। মথি ও মার্ক লেখেছেন যে, তাঁরা দু'জন যীশুর দু' পাশে বসার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু আবেদন কে করলেন? তাঁরা নিজে? না তাদের মাতা? ইঞ্জিলদ্বয় পরস্পর বিরোধী তথ্য দিচ্ছে।

মথি লেখেছেনঃ "তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মা তাঁর দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে মাটিতে উপুড় হয়ে তাঁর কাছে কিছু যাচঞা করলেন... হুকুম করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন আপনার ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে বসতে পারে।" (মথি ২০/২০-২১, মো.-১৩)

মার্ক লেখেছেনঃ "পরে সিবদিয়ের দুই পুত্র, ইয়াকুব ও ইউহোন্না, তাঁর কাছে এসে বললেন, হুজুর, আমাদের বাসনা এই, আপনার কাছে যা যাচঞা করবো, আপনি তা আমাদের জন্য করুন... আপনি যখন মহিমা লাভ করবেন তখন আমরা এক জন আপনার ডান পাশে আর এক জন বাম পাশে বসতে পারি।" (মার্ক ১০/৩৫-৩৭, মো.-১৩)

৩. ৯. ৪৮. শয়তানরা বন্দি না মুক্ত?

ইহুদি-খ্রিষ্টান বিশ্বাস অনুসারে শয়তান একজন ফেরেশতা, যে অবাধ্যতার কারণে পতিত হয়। তার এবং তার বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। যিহূদা/ এহুদা ১/৬ বলছেঃ "আর যে ফেরেশতারা নিজেদের অধিকারের সীমা রক্ষা না করে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করেছিল, তাদেরকে তিনি মহাদিনের বিচারের জন্য ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীন শিকলে বেঁধে রেখেছেন।" (মো.-১৩)

এ থেকে জানা গেল যে, শয়তানরা কিয়ামত পর্যন্ত অনন্তকালীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ইয়োবের পুস্তকের ১ম ও ২য় অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, শয়তানরা বন্দি নয়, বরং পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং

[৪৫] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

ঈশ্বরের দরবারেও উপস্থিত হয়। (ইয়োব ১/৬-১২, ২/১-৭)

অনুরূপভাবে ২ পিতর ২/৪ বলছে: "কারণ যে ফেরেশতারা গুনাহ করেছিল আল্লাহ তাদেরকে মাফ করেননি, কিন্তু দোজখের অন্ধকার কারাকূপে ফেলে দিয়ে বিচারের জন্য রেখে দিয়েছেন।" (মো.-১৩)

অথচ মথির চতুর্থ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, গুনাহ্কারী ফেরেশতা বা শয়তানরা মুক্ত রয়েছে; কারণ শয়তান স্বয়ং যীশুকে পরীক্ষা করে। (মথি ৪/১-১১)

৩. ৯. ৪৯. সাপের মত হওয়া প্রশংসনীয় না নিন্দনীয়

পবিত্র বাইবেলে কোথাও সাপের মত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও সাপের মত হওয়াকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে। শত্রুদের মাঝে সতর্ক হওয়ার উপদেশ দিয়ে যীশু বলেছেন: "be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves: তোমরা সাপের মত জ্ঞানী-বিচক্ষণ এবং কবুতরের মত নিরীহ হও।" কেরির অনুবাদ: "তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমায়িক হও।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "সাপের মত সতর্ক ও কবুতরের মত সরল হও।" (মথি ১০/১৬)

সতর্কতার উপদেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ জন্য 'সাপের মত হও' বলা বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সাপকে বাইবেলে ধূর্ত, খল বা চালাক বলে নিন্দা করা হয়েছে। "সদাপ্রভু ঈশ্বর নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্ব সর্বাপেক্ষা খল ছিল।" জুবিলী: "প্রভু পরমেশ্বর যে সমস্ত বন্যজন্তু নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত।" কি. মো.-২০০৬: "মাবুদ আল্লাহর তৈরি ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৩/১)

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে সাপ শয়তানেরই প্রতিরূপ এবং ফল ভক্ষণের মাধ্যমে মানুষের পতনের জন্য মূল ষড়যন্ত্রকারী ছিল সাপ (আদিপুস্তক ৩য় অধ্যায়)। আর খ্রিষ্টানদেরকে এরূপ নিন্দনীয় খল, ধূর্ত বা চালাক প্রাণির মত জ্ঞানী বা বিচক্ষণ (wise) হওয়ার শিক্ষা দেওয়া অশোভনীয় ও বাইবেলের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক।

আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। মথি ২৩ অধ্যায়ে স্বয়ং যীশু ইহুদিদের নিন্দা করে তাদেরকে 'সাপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন: "ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, ঘৃণ্য আপনারা, ... সাপের দল ও সাপের বংশধরেরা (Ye serpents, ye generation of vipers)! কেমন করে আপনারা দোজখের আজাব থেকে রক্ষা পাবেন?" (মথি ২৩/১৩, ৩৩)।

এখানে যীশু সর্বোচ্চ নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য বুঝানোর জন্য ইহুদি আলেমদেরকে 'সাপের' সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু উপরের নির্দেশে তিনি শিষ্য ও বিশ্বাসীদেরকে 'সাপের' মত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাহ্যত বিষয়টা সাংঘর্ষিক।

৩. ৯. ৫০. পিতর স্বর্গরাজ্যের মালিক না দূরকৃত শয়তান?

যীশু পিতরকে বলেন: "আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আমার মন্ডলী গাঁথবো, আর পাতালের (নরকের) ফটকগুলো তার বিপক্ষে প্রবল হবে না। আমি তোমাকে বেহেশতীরাজ্যের চাবিগুলো দেব; আর তুমি দুনিয়াতে যা কিছু বাঁধবে, তা বেহেশতে বেঁধে রাখা হবে এবং দুনিয়াতে যা কিছু মুক্ত করবে, তা বেহেশতে মুক্ত হবে।" (মথি ১৬/১৮-১৯: মো.-১৩)

কিন্তু এরপরেই যীশু পিতরকে 'শয়তান' বলে আখ্যায়িত করেন। মথি লেখেছেন যে, উপরের কথার পরে যীশু শিষ্যদেরকে বললেন তাঁকে ইহুদিদের হাতে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে এবং "তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। তখন পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে অনুযোগ করে বললেন, হুজুর, এ দূর

হোক। আপনার উপর কখনও এমন হবে না। ঈসা ফিরে পিতরকে বললেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা। যা আল্লাহর তা তুমি ভাবছ না কিন্তু যা মানুষের তা-ই ভাবছ।" (মথি ১৬/২১-২৩: কি. মো.-০৬। পুনশ্চ: মার্ক ৮/৩১-৩৩)

এখানে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়:

(ক) বাইবেল বলছে, পিতর যীশুকে একপাশে ডেকে নিয়ে 'অনুযোগ' করলেন। এখানে মূল ইংরেজি 'rebuke' যার অর্থ তিরস্কার করা বা ভর্ৎসনা করা। একপাশে ডেকে নেওয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সবার সামনে বলা যায় না এরূপ কোনো অশোভন তিরস্কারের জন্যই তাঁকে একপাশে নিয়ে যান। বিষয়টা দুর্বোধ্য! যীশুর শিষ্যরা কি যীশুকে তিরস্কার করতেন? আর এরূপ একজন শিষ্যকে যীশু সকল ক্ষমতা প্রদান করলেন? এ শিষ্য থেকে উত্তম আর কেউ ছিল না?

(খ) এখানে আমরা দেখছি যে, যীশু প্রথমে পিতরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দেওয়ার ওয়াদা করলেন। এরপর তাকে শয়তান হিসেবে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁর কোন নির্দেশনাটা কার্যকর হবে? প্রথমটা না পরেরটা?

(গ) বাইবেলেই পিতরকে দোষী ও নিন্দিত (blamed) এবং শঠতা বা প্রতারণা (dissemble) এবং মুনাফিকী বা কপটতায় (dissimulation) লিপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে (গালাতীয় ২/১১-১৩। আরো দেখুন প্রেরিত ৪/১৩; লূক২২/৫৪-৬০; মথি ১৬/২৩) এরূপ চরিত্রের একজন মানুষ কি স্বর্গরাজ্যের মালিকানা লাভ করবেন? যাকে যীশু নিজেই 'শয়তান' বলছেন, সে শয়তান কি এতই শক্তিশালী যে, বেহেশতীরাজ্যের চাবিগুলো শেষ পর্যন্ত তার হাতেই চলে গেল?

৩. ৯. ৫১. যীশুর জামাতের প্রথম ভিত্তি পিতর না যাকোব?

এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। বাইবেলের ভাষায় যীশু বললেন 'পিতরের' উপরেই তিনি তাঁর 'চার্চ', 'মণ্ডলি' বা জামাতের ভিত্তি স্থাপন করবেন। কিন্তু আমরা দেখি যে, খ্রিষ্টধর্মীয় প্রথম মণ্ডলির ইমাম বা প্রধান ছিলেন যাকোব, পিতর নন। খ্রিষ্টান জগত একমত যে, খ্রিষ্টধর্মের প্রথম বিশপ বা প্রথম পোপ ছিলেন যাকোব। তিনিই প্রথম জেরুজালেমের প্রথম খ্রিষ্টান চার্চের প্রধান ও প্রথম ভিত্তি ও প্রথম বিশপ নিযুক্ত হন। জেরুজালেমের প্রথম খ্রিষ্টধর্মীয় সম্মেলনে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। প্রেরিতদের কার্য বিবরণের ১৫ অধ্যায়ের ১-২১ শ্লোকে এর বর্ণনা রয়েছে। এভাবে আমরা দেখছি যে, মথির বক্তব্যে পিতরকে চার্চের ভিত্তি বলা হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীতে প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনায় বাস্তবে খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর প্রথম ভিত্তি ছিলেন যাকোব।

৩. ৯. ৫২. যীশুর করগ্রাহক শিষ্যের নামে বৈপরীত্য

প্রথম তিন ইঞ্জিলের লেখকরা এক ব্যক্তির কথা লেখেছেন, যিনি কর গ্রহণ স্থানে বসে ছিলেন। তখন যীশু তাকে তাঁর অনুসরণের জন্য আহ্বান করেন। লোকটা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ব্যক্তির নামের বর্ণনায় তারা পরস্পর বিরোধী কথা বলেছেন। মথি লেখেছেন: "আর সে স্থান থেকে যেতে যেতে ঈসা দেখলেন, মথি নামক এক ব্যক্তি কর-গ্রহণ স্থানে বসে আছে; তিনি তাকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। তাতে সে উঠে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল।" (মথি ৯/৯, মো.-১৩)

মথির এ বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এ শিষ্যের নাম মথি। এ বক্তব্য থেকে আরো জানা যায় যে, এ শিষ্য মথি এ ইঞ্জিলের লেখক নন। কারণ তিনি নিজে এটা লেখলে এখানে নিজেকে বুঝানোর জন্য উত্তম পুরুষের ব্যবহার করতেন।

মার্ক লেখেছেন, তার নাম 'আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি': "তিনি যেতে যেতে দেখলেন, আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি কর-গ্রহণ স্থানে বসে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। তাতে তিনি উঠে তাঁর পিছনে চলতে লাগলেন।" (মার্ক ২/১৪, মো.-১৩)

লূকের বর্ণনা মার্কের মত, তবে তিনি লোকটার পিতার নাম লেখেননি: "তারপর তিনি বাইরে গেলেন, আর দেখলেন, লেবি নামে একজন কর-আদায়কারী করগ্রহণ-স্থানে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। তাতে তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করে উঠে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন।" (লূক ৫/২৭, মো.-১৩)

এখানে পরস্পর বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, মথিরই আরেক নাম ছিল 'আলফেয়ের পুত্র লেবি'। কথাটা ভিত্তিহীন ও বাইবেলের বাহ্যিক পাঠের বিপরীত। নিজেদের কল্পনা ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক বা গ্রন্থীয় তথ্য দিয়ে তারা তা প্রমাণ করতে পারেন না।

উল্লেখ্য যে, তিন সুসমাচার লেখক তাদের এ অধ্যায়গুলোর পরে যখন যীশুর শিষ্যদের নাম লেখেছেন তখন তাঁরা সকলেই যীশুর শিষ্য হিসেবে মথির নাম লেখেছেন। আর আল্‌ফেয়ের পুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন 'যাকোব'- এর নাম।

৩. ৯. ৫৩. প্রেরিতগণের নামের তালিকায় বৈপরীত্য

ইঞ্জিলের অন্যতম আলোচ্য এবং খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক বিষয় যীশুর দ্বাদশ প্রেরিত শিষ্য (apostles) বা সাহাবী। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, তাঁদের নামের বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। মথি ১০/২-৪, মার্ক ৩/১৪-১৯, লূক ৬/১৩-১৬ এবং প্রেরিত ১/১৩-১৪ ভালভাবে মিলিয়ে পড়লে পাঠক এ বৈপরীত্য জানতে পারবেন।

মথি, মার্ক ও লূক ১১ জন শিষ্যের নামের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, এর হলেন: ১. শিমোন পিতর, ২. আন্দ্রিয় (পিতরের ভাই), ৩. সিবদিয়ের পুত্র যাকোব, ৪. যোহন (যাকোবের ভাই), ৫. ফিলিপ, ৬. বর্থলময়, ৭. থোমা, ৮. মথি, ৯. আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব, ১০. মৌলবাদী, উগ্রধর্মা বা উদ্যোগী শিমোন ও ১১. ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা। দ্বাদশ শিষ্যের নামের বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন।

মথি বলেন: এ ১২নং শিষ্যের নাম লিব্বিয়াস, যার বংশনাম বা পদবি ছিল থাদ্দেয়াস (Lebbe'us, whose surname was Thaddeus) (মথি ১০/২-৪)।

মার্ক লেখেছেন যে, এই দ্বাদশ শিষ্যের নাম "থদ্দেয়"। (মার্ক ৩/১৪-১৯)

মথি ও মার্কের তালিকা মূলত একই। কিন্তু লূকের ইঞ্জিল ও 'প্রেরিত' পুস্তকের বর্ণনা সাংঘর্ষিক। উভয় পুস্তকে বলা হয়েছে যে, দ্বাদশ শিষ্যের নাম যিহূদা বা এহুদা। লূক ৬/১৬ এবং প্রেরিত ১/১৩ ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন: "Judas the brother of James: যাকোবের ভাই যিহূদা/ ইয়াকুবের ভাই এহুদা"। কিন্তু উভয় শ্লোকই রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে: "Judas the son of James: যাকোবের পুত্র যিহুদা/ ইয়াকুবের ছেলে এহুদা।" (লূক ৬/১৬)। বাংলা অনুবাদে কেরি: "যাকোবের পুত্র (বা ভ্রাতা) যিহূদা"। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "ইয়াকুবের ছেলে এহুদা।" আর কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "ইয়াকুবের (পুত্র) এহুদা।"

খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন যে,সম্ভবত একই ব্যক্তির তিন নাম ছিল। লিব্বিয়াস, থদ্দেয় এবং ইয়াকুবের পুত্র এহুদা! একান্ত অনুমান ছাড়া এ অদ্ভুত দাবির পক্ষে তারা কোনো প্রমাণ দিতে পারেন না। আর একই ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মার রচিত একই পুস্তকের তিন স্থানে একই ব্যক্তির তিন নাম উল্লেখ করাও বিস্ময়কর।

যোহন উপরের তিন ইঞ্জিল লেখকের বিপরীত তথ্য দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রেরিতগণের সংখ্যা ১২ (যোহনঃ ৬/৬৭; ৬/৭১; ২০/২৪); বিভিন্ন স্থানে তাঁদের কয়েকজনের নাম একত্রে উল্লেখ করেছেন (যোহন ১৩/২৩; ১৯/২৬; ২০/২; ২১/৭; ২১/২০); তবে 'বার' জনের একত্র তালিকা দেননি।

তিনি প্রেরিতগণের মধ্যে ফিলিপের (Philip) সাথী হিসেবে বর্থলময় (Bartholomew)-এর স্থলে 'গালীলের কানা নগরের' নথনেল (Nathanael of Cana in Galilee) নামে একজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (যোহন ১/৪৫-৪৯; ২১/২) যার নাম প্রথম তিনজন কোথাও লেখেননি। উল্লেখ্য যে, বর্থলময়ের নাম তিন ইঞ্জিলে তিন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণের মধ্যেও একস্থানে শিষ্যদের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে (মথি ১০/৩; মার্ক ৩/১৮; লূক ৬/১৪; প্রেরিত ১১/১৩)। কিন্তু নথনেল নাম যোহনের ইঞ্জিল ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

৩.৯.৫৪. প্রচারের নির্দেশঃ বৈপরীত্য, পরিবর্তন না সংযোজন?

যীশুর শিক্ষা প্রচার করতে হবে কাদের কাছে? শুধু ইহুদিদের কাছে? না সকল জাতির কাছে? এ বিষয়ে বাইবেলের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান।

যীশু তাঁর ১২ শিষ্যকে প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে বলেনঃ "তোমরা অ-ইহুদীদের (Gentiles) পথে যেও না এবং সামেরিয়দের কোন নগরে প্রবেশ করো না, বরং ইসরাইল-কুলের হারানো মেষদের কাছে যাও।" (মথি ১০/৫-৬, মো.-১৩)

তিনি বলেনঃ "পবিত্র বস্তু কুকুরদেরকে দিও না এবং তোমাদের মুক্তা শূকরের সম্মুখে ফেলো না; পাছে তারা পা দিয়া তা দলায় এবং ফিরে তোমাদেরকে আক্রমণ করে।" (মথি ৭/৬, মো.-১৩)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ কারণেই যীশু অ-ইহুদি বা পরজাতিদের কাছে ধর্মপ্রচার নিষেধ করেছেন। ইস্রায়েলের ১২ গোত্রের মানুষ ছাড়া সকলেই কুকুর ও শূকর তুল্য। কাজেই কোনো পবিত্র বস্তু তাদেরকে দেওয়া যাবে না।

অন্যত্র তিনি আরো সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাঁর ধর্ম শুধুই ইসরাইল বংশের মানুষদের জন্য; তারা তাঁর সন্তান ও অন্যান্য জাতির সকলেই কুকুরঃ "ইসরাইল-কুলের হারানো ভেড়া ছাড়া আর কারো কাছে আমি প্রেরিত হইনি (I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel)। ... সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ভাল নয় (It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs)।" (মথি ১৫/২২-২৮, মো.-১৩। পুনশ্চঃ মার্ক ৭/২৫-২৯)

এর বিপরীতে বাইবেলে অন্যান্য স্থানে যীশু সকল জাতির নিকট ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। মথির বর্ণনা অনুসারে কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে যীশু সর্বশেষ সাক্ষাতে শিষ্যদেরকে বলেনঃ "অতএব তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে সাহাবী কর (ইংরেজিঃ teach শিক্ষা দাও); পিতার ও পুত্রের ও পাক-রূহের নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও... ।" (মথি ২৮/১৯, মো.-১৩)

মার্কের বর্ণনায় এ সময় যীশু বলেনঃ তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার (gospel ইঞ্জিল) প্রচার কর।" (মার্ক ১৬/১৫)

লূকের বর্ণনা নিম্নরূপঃ "তখন তিনি তাদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দিলেন, যেন তাঁরা পাক-কিতার (কেরিঃ শাস্ত্র) বুঝতে পারেন। আর তিনি তাঁদেরক বললেন, এরকম লেখা আছে যে, মসীহ দুঃখভোগ করবেন এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য থেকে উঠবেন; আর তাঁর নামে গুনাহ মাফের মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত তবলিগ হবে... ।" (লূক ২৪/৪৫-৪৭, মো.-১৩)

এছাড়া মার্কের বর্ণনা অনুসারে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন: "আর অগ্রে সর্বজাতির কাছে সুসমাচার (gospel ইঞ্জিল) প্রচার হওয়া আবশ্যক।" (মার্ক ১৩/১০)।

উপরের নির্দেশগুলো পরস্পর বিরোধী। এ বৈপরীত্য দূর করার জন্য তিনটা সম্ভাবনা বিদ্যমান। প্রথম সম্ভাবনা সকল জাতি বলতে যীশু বনি-ইসরাইলের সকল গোষ্ঠীর সকল মানুষ বুঝিয়েছেন। বিশেষত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ও হারিয়ে যাওয়া ইসরাইল জাতির মানুষদের, যাদেরকে যীশু 'ইসরাইল-কুলের হারানো মেষপাল' বলে আখ্যায়িত করেছন। এ অর্থ গ্রহণ করলে দুটো নির্দেশের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে না।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা রহিতকরণ বা পরিবর্তন। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রথমে একটা নির্দেশ প্রদান করেন। পরে তিনি তাঁর মন পরিবর্তন করে পূর্বের নির্দেশটা বাতিল করে নিষিদ্ধ কর্মটাকে বৈধ করে নির্দেশ প্রদান করেন। খ্রিষ্টান প্রচারকরা এ মতটাই গ্রহণ করেন। তারা বলেন, যীশু প্রথমে অ-ইহুদিদের কাছে ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেন। পরে মন পরিবর্তন করে প্রথম বিধান রহিত ও বাতিল করেন এবং অ-ইহুদিদের কাছে ধর্ম প্রচার জরুরি বা ফরজ করে দেন।

তবে এ ব্যাখ্যাটা বাইবেল ও খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসে ঈশ্বরের কোনো বিধান বা নির্দেশ পরিবর্তন বা রহিত হয় না। ঈশ্বরের সকল বিধান চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। বাইবেল বার বার বলেছে যে, ঈশ্বর মন পরিবর্তন করেন না, কাজেই তাঁর বিধানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা রহিতকরণ সম্ভব নয়।

তৃতীয় সম্ভাবনা সংযোজন। যীশু মূলত অ-ইহুদিদের কাছে ধর্ম প্রচার নিষেধ করেছিলেন। তিনি মন পরিবর্তন করেননি, পূর্বের নির্দেশ বাতিল, রহিত বা পরির্তন করে অন্য নির্দেশ দেননি। সকল জাতির কাছে প্রচারের নির্দেশটা পরবর্তীকালে সংযোজিত বক্তব্য মাত্র। প্রেরিতদের কার্যবিবরণ ও সাধু পলের পত্রগুলো পড়লে তৃতীয় সম্ভাবনাই জোরালো বলে প্রতীয়মান হয়। ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিষয়টা উল্লেখ করেছি। এখানে সংক্ষেপে পাঠক নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) 'প্রেরিত' পুস্তকের ১০ অধ্যায় থেকে আমরা জেনেছি যে, যীশুর তিরোধানের পরেও দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ যীশুর শিষ্য বা সাহাবীরা অ-ইহুদিদের মধ্যে যীশুর ধর্ম প্রচারের কোনোরূপ চিন্তাই করেননি। তাঁরা নিজেদেরকে ইহুদি বলে এবং অ-ইহুদিদেরকে অপবিত্র বলেই বিশ্বাস করতেন। এজন্য পিতর বলেন: "আপনারা তো জানেন, ইহুদী নয় এমন কোন লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া কিংবা তার কাছে আসা ইহুদী লোকের পক্ষে আইনসম্মত নয়; কিন্তু আমাকে আল্লাহ্ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে নাপাক কিংবা অপবিত্র বলা উচিত নয়।" (প্রেরিত ১০/২৮, মো.-১৩)।

(খ) 'প্রেরিত' পুস্তকের ১১ ও ১৫ অধ্যায়ে আমরা দেখছি যে, অ-ইহুদি কিছু মানুষকে যীশুর ধর্মে দীক্ষা দেওয়া নিয়ে বিতর্কের কারণেই ৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জেরুজালেমে যীশুর শিষ্যরা ও খ্রিষ্টধর্মীয় প্রাচীনবর্গের 'মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অ-ইহুদিদের দীক্ষা দেওয়ার বৈধতা প্রমাণের জন্য স্বপ্ন দিয়ে এবং পুরাতন নিয়ম দিয়ে অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু যীশুর কোনো একজন সাহাবী বা শিষ্য কোনোভাবে বলছেন না যে, যীশু সকল জাতির কাছে বা বনি-ইসরাইল ছাড়া অন্য কোনো জাতির মানুষের কাছে ধর্ম প্রচারের কোনোরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় যে, মথি ও মার্ক যীশুর সাহাবীদের অন্যতম। তাঁদের নামে প্রচারিত ইঞ্জিলেই এ নির্দেশ লেখা। অথচ জেরুজালেমের সম্মেলনে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই বলছেন না। এ বিষয়টা নিশ্চিত করে যে, ইঞ্জিলগুলো তাঁদের লেখা নয়। অন্তত এ নির্দেশগুলো পরে সংযোজিত।

(গ) সাধু পল যদিও যীশুর শেষ সাক্ষতের সময় ছিলেন না; তবে যদি যীশু সকল জাতির কাছে ধর্ম প্রচারের কোনো নির্দেশ দিতেন তবে নিশ্চয়ই সাহাবীদের মাধ্যমে সে কথা তাঁর কাছে পৌঁছে যেতই।

আর সেক্ষেত্রে তিনি যীশুর নির্দেশকেই প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। কিন্তু আমরা দেখি যে, তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে অ-ইহুদিদের দীক্ষা দানের বৈধতা প্রমাণের প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি এ বিষয়ে যীশুর কোনো বক্তব্য পেশ করছেন না।

এভাবে যীশুর তিরোধানের পরে অ-ইহুদি বা বনি-ইসরাইল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের কাছে ধর্ম প্রচার নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হওয়া এবং স্বপ্ন অথবা পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়ে এ কর্ম বৈধ প্রমাণের চেষ্টা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সকল জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার বা বাপ্তিস্ম প্রদানের কোনো নির্দেশনাই প্রেরিতগণ এবং প্রথম প্রজন্মের শিষ্যরা জানতেন না।

৩. ১০. বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা

সুপ্রিয় পাঠক, আমরা ৬টা পরিচ্ছেদে ১৭৩টা অনুচ্ছেদে বাইবেলের কয়েক শত বৈপরীত্য আলোচনা করেছি। পাশ্চাত্য বাইবেল সমালোচকরা আরো অনেক বৈপরীত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে সমন্বয়যোগ্য বিবেচনা করে আমরা বাদ দিয়েছি। এছাড়া আরো অনেক বৈপরীত্য আমরা বাদ দিয়েছি, কারণ সেগুলো বাংলা অনুবাদে অস্পষ্ট। ইংরেজিতে বৈপরীত্য এক নজরেই ধরা পড়ে; কিন্তু বাংলা অনুবাদে একেক স্থানে একেক শব্দ ব্যবহার করাতে বৈপরীত্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাঙালি পাঠককে সেগুলো বুঝাতে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। পাঠক তথ্যসূত্রে উদ্ধৃত ইন্টারনেট ওয়েবসাইটগুলো থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক সি (ক্লাউড) ড্যানিস ম্যাককিনসি (Claud Dennis McKinsey) 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তি বিশ্বকোষ' (The Encyclopedia of Biblical Errancy) নামে একটা গ্রন্থ ১৯৯৫ সালে প্রকাশ করেন। এছাড়া ২০০০ সালে 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তি: একটা তথ্যসূত্র নির্দেশিকা' (Biblical Errancy: A Reference Guide) নামক একটা পুস্তক প্রকাশ করেন। পাঠক পুস্তক দু'টো পড়তে পারেন।

বৈপরীত্য প্রসঙ্গে বৈপরীত্য ব্যাখ্যায় বা সমন্বয়ে প্রচারকদের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। এ পরিচ্ছেদে আমরা বৈপরীত্য ব্যাখ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করব।

৩. ১০. ১. বৈপরীত্য ব্যাখ্যার সাধারণ পদ্ধতিসমূহ

বৈপরীত্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ব্যাখ্যাকারীরা লিপিকারের ভুলের অজুহাত দেন। অনেক সময় এমন কিছু ব্যাখ্যা দেন যা বাইবেলের বক্তব্য থেকে মোটেও বুঝা যায় না। অধিকাংশ সময়ে তারা নিজেরাই এ সকল সমাধানের বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়ার কারণে একাধিক সমাধান দিতে থাকেন। জিম মেরিট (Jim Meritt) 'বাইবেলীয় বৈপরীত্যের একটা তালিকা' (A List of Biblical Contradictions) প্রকাশ করেছেন। এ তালিকার ভূমিকায় তিনি বলেন:

"The Bible is riddled with repetitions and contradictions ... For instance, Genesis 1 and 2 disagree about the order in which things are created, and how satisfied God is about the results of his labors. The flood story is really two interwoven stories that contradict each other ... The Gospel of John disagrees with the other three Gospels on the activities of Jesus Christ (how long had he stayed in Jerusalem--a couple of days or a whole year?) and all four Gospels contradict each other on the details of Jesus Christ's last moments and resurrection.

The Gospels of Matthew and Luke contradict each other on the genealogy of Jesus Christ's father; though both agree that Joseph was not his real father.

Repetitions and contradictions are understandable for a hodgepodge collection of documents, but not for some carefully constructed treatise, reflecting a well-thought-out plan.

Of the various methods I've seen to "explain" these:

1. "That is to be taken metaphorically." In other words, what is written is not what is meant. ...

2. "There was more there than..."

3. "It has to be understood in context." I find this amusing because it comes from the same crowd that likes to push likewise extracted verses that support their particular view. Often it is just one of the verses in the contradictory set which is supposed to be taken as THE TRUTH when, if you add more to it, it suddenly becomes "out of context." How many of you have gotten JUST John 3:16 (taken out of all context) thrown at you?

4. "There was just a copying/writing error." This is sometimes called a "transcription error," as in where one number was meant and an incorrect one was copied down. Or what was "quoted" wasn't really what was said, but just what the author thought was said. And that's right--I'm not disagreeing with events, I'm disagreeing with what is WRITTEN. Which is apparently agreed that it is incorrect. This is an amusing misdirection to the problem that the Bible itself is wrong."

"বাইবেল পুনরাবৃত্তি ও বৈপরীত্যের গোলক ধাঁধায় পরিপূর্ণ। ... উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আদিপুস্তক ১ম ও ২য় অধ্যায় সৃষ্টির ক্রমধারার বিষয়ে- কোন্‌টার পরে কোন্‌টা সৃষ্টি করা হয়েছে সে বিষয়ে এবং স্রষ্টা নিজের পরিশ্রমের ফলাফল বিষয়ে কিরূপ অনুভব করলেন সে বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা দিয়েছে। প্লাবনের গল্পটা বাস্তবেই দুটো পৃথক গল্পের সংমিশ্রিত রন্ধন যা পরস্পর সাংঘর্ষিক তথ্য দিয়েছে ... যীশু খ্রিষ্টের কর্মকাণ্ড বর্ণনায় প্রথম তিন ইঞ্জিলের বর্ণনার সাথে যোহনের ইঞ্জিলের বর্ণনা সাংঘর্ষিক। (তিনি কত দিন জেরুজালেমে ছিলেন: কিছু দিন, না পূর্ণ বছর?)। আর যীশু খ্রিষ্টের শেষ মুহূর্তগুলো এবং পুনরুত্থান বর্ণনায় চার ইঞ্জিলের বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী। যীশুর পিতার বংশতালিকায় মথি এবং লূক পরস্পর বিরোধী তথ্য দিয়েছেন, যদিও দুজনেই স্বীকার করেছেন যে, যোষেফ যীশুর প্রকৃত পিতা নন। জগাখিচুড়িভাবে সংকলিত পুস্তক বা দস্তাবেজে এরূপ পুনরাবৃত্তি ও পরস্পর বিরোধিতা বোধগম্য। তবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রকাশক সচেতনভাবে রচিত কোনো কর্মে বিষয়টা মোটেও বোধগম্য নয়। আমি দেখেছি যে, নিম্নের পদ্ধতিগুলোতে এ সকল বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়:

১. 'এ কথাটাকে রূপকভাবে গ্রহণ করতে হবে।' অর্থাৎ যে কথা লেখা রয়েছে সে কথা উদ্দেশ্য করে লেখা হয়নি, অন্য অর্থে তা লেখা ... (কোনটা রূপক আর কোন্‌টা আক্ষরিক অর্থে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তও তারাই নেন!)

২. 'একাধিক ঘটনা ছিল...'

৩. 'সামগ্রিক বক্তব্যের আলোকে এ কথাটাকে বুঝতে হবে।' আমি এ ব্যাখ্যাকে সত্যই মজাদার হিসেবে

গণ্য করি। কারণ এ কথা তারাই বলেন, যারা নিজেদের মতবাদ সমর্থন করতে সামগ্রিক বক্তব্য থেকে বের করে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলোর মধ্য থেকে একটা বক্তব্যকে নিয়ে 'একমাত্র সত্য বিশ্বাস' হিসেবে পেশ করা হয়। আপনি যখন আরো কিছু প্রাসঙ্গিক শ্লোক উদ্ধৃত করেন হঠাৎ করে তা 'প্রসঙ্গ বহির্ভূত' হয়ে যায়! আপনারা কি অনেকেই দেখেন নি যে, যোহনের ৩/১৬ শ্লোকটা (সকল প্রসঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে) আপনার সামনে পেশ করা হয়? (যীশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসেবে প্রমাণের জন্য অন্যান্য সকল বক্তব্য থেকে পৃথক করে এ বক্তব্যকে পেশ করা হয়)।

৪. 'এখানে মূলত লেখতে বা অনুলিপি করতে ভুল হয়েছে'। কখনো একে প্রতিলিপিকরণের ভুল বলা হয়, যেখানে এক সংখ্যার স্থলে ভুল করে অন্য সংখ্যা লেখা হয়েছে। অথবা যা লেখা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা বলা হয়নি, কিন্তু লেখক মনে করেছেন যে, কথাটা বলা হয়েছে। এ কথাটা ঠিক। আমিও কী ঘটেছিল তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করছি না। বাইবেল নামক পুস্তকে কী লেখা আছে সেটা নিয়ে আমার দ্বিমত। আর এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, যা লেখা আছে তা ভুল। এখানে মূল বিষয়, বিদ্যমান বাইবেলটা ভুল। কিন্তু এ সকল ব্যাখ্যা বিষয়টাকে ভুল খাতে নেওয়ার একটা মজাদার পদ্ধতি। ..."[৪৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, সকল ব্যাখ্যাতেই মূলত মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, বর্তমানে বিদ্যমান বাইবেলের মধ্যে নিম্নরূপ ভুলভ্রান্তি বিদ্যমানঃ (১) লিপিকাররা না বুঝে অনেক ভুল শব্দ ও বাক্য বাইবেলের মধ্যে সংযোজন করেছেন এবং বাইবেলের অনেক শব্দ বা বাক্য বিয়োজন করেছেন। আর যেভাবেই হোক সকল পাণ্ডুলিপিতেই সে ভুলগুলো প্রবেশ করেছে। (২) একটা কথা বলার জন্য এমন একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা সঠিক নয়, ফলে কথাটা ভুল অর্থ প্রকাশ করছে। এজন্য এর এমন একটা রূপক করতে হচ্ছে যা কোনোভাবেই মূলপাঠ থেকে বুঝা যাচ্ছে না। অথবা মূল বক্তব্যের সাথে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও অজুহাত সংযোজন করা ছাড়া ভুলটা দূর করা যাচ্ছে না। জিম মেরিট (Jim Meritt)-এর লেখা 'বাইবেলীয় বৈপরীত্যের একটা তালিকা' (A List of Biblical Contradictions)-র সম্পাদক বৈপরীত্যের বিষয়ে ভিন্নমত ও ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেনঃ

"It should be kept in mind, however, that a perfect, omnipotent, and omniscient god would reasonably be expected to have done a better job of it than the Bible had such a god inspired a book." "সর্বাবস্থায় এ কথা মনে রাখা উচিত যে, সকল পূর্ণতার অধিকারী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থেকে যৌক্তিকভাবেই প্রত্যাশিত ছিল যে, ঈশ্বরের প্রেরণালব্ধ পুস্তক হিসেবে বাইবেল যে মানের তার চেয়ে ভাল মানের একটা কর্ম তিনি উপহার দিবেন।"[৪৭]

বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) বলেনঃ

Symptomatically, when debating the Bible, some can not or will not stay on topic, chapter and verse. Some tend to explain things with unrelated, irrelevant, and feel-good idealism or they will preach, by intimidation, to soul-save. Some, when they are at a complete loss, tend to fall back on faith, which often comes across to others as non-sense. For the finale, their departing shot usually consists of a voodoo-type curse or warning. Insults and curses are sometimes used by those with the weaker debating skills.

---

[৪৬] http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html
[৪৭] http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

"একটা পরিচিত উপসর্গ বা লক্ষণ হচ্ছে, যখন বাইবেল নিয়ে বিতর্ক হয় তখন কেউ কেউ অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপরে স্থির থাকতে পারেন না বা থাকতে চান না। কেউ কেউ সম্পর্কহীন, অপ্রাসঙ্গিক এবং সুধারণার আদর্শবাদিতা নির্ভর ব্যাখ্যা বা অজুহাত দিতে থাকেন। অথবা তারা (নরকের) ভয় দেখিয়ে 'নরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার' জন্য প্রতিপক্ষকে নসিহত শুরু করেন। কেউ কেউ যখন একেবারে লা-জওয়াব হয়ে যান তখন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে চান। প্রায়ই অন্যদের কাছে তা নির্বোধ বাগাড়ম্বর বলেই প্রতীয়মান হয়। শেষ পর্যায়ে তাদের শেষ আক্রমণ সাধারণ জাদুকরের অভিশাপ বা সতর্কীকরণের মত কিছু কথা দিয়ে শেষ হয়। বিতর্ক দক্ষতায় দুর্বলরা অনেক সময় অবমাননা ও অভিশাপ ব্যবহার করেন।"[৪৮]

৩. ১০. ২. আনুমানিক সমাধানের কয়েকটা নমুনা

ব্যবসায় প্রশাসন এবং ইঞ্জিয়ারিং ডিগ্রিধারী, পেশায় তেল-গ্যাস ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই কোম্পানির পরিচালক পল টবিন (Paul Tobin) নামে একজন লেখক *The Rejection of Pascal's Wager: A Skeptic's Guide to the Bible and the Historical Jesus* নামে একটা বই লেখেছেন। এ পুস্তকের অনলাইন ভার্শন পড়া যাবে rejectionofpascalswager.net ওয়েবসাইটে। এ পুস্তকে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সাংখ্যিক বৈপরীত্য, যেমন অহসিয় রাজার ২২ বা ৪২ বছরে রাজা হওয়া, যিহোয়াখীনের ১৮ বা ৮ বছরের রাজা হওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

"এটা একটা জ্বলন্ত বৈপরীত্য। মৌলবাদী প্রচারকরা কিভাবে এটার ব্যাখ্যা করবেন? এটা অধ্যয়ন মৌলবাদী ধর্মতাত্ত্বিকদের মানসিকতা অনুধাবনের আকর্ষণীয় অনুশীলন। এতে দেখা যায় যে, তারা সকল বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে সর্বরোগ নিবারক ধন্বন্তরী সমাধান দেন 'লিপিকারের ভুল'। তাঁরা বলতে চান যে, বাইবেলের বর্তমান রূপের মধ্যে উপরের মত কিছু বৈপরীত্য বিদ্যমান। এগুলো লিপিকারদের ভুলের কারণে বাইবেলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অন্য কথায়, লিপিকারদের হাতে আসার আগে মূল পাণ্ডুলিপিটা ত্রুটিমুক্ত ছিল। এ ব্যাখ্যার সাথে কিছু সমস্যা রয়েছেঃ

প্রথমত, মূল পাণ্ডুলিপিগুলো আর বিদ্যমান নেই! এজন্য এ ব্যাখাটার ভিত্তি শুধু একটা ধারণা যে, মূল বাইবেল ভুলমুক্ত ছিল। এখানে একটা বৃত্তাকার বিতর্কের শুরুঃ বাইবেল ভুলমুক্ত, যদি কোনো ভুল বিদ্যমান থাকে তবে অবশ্যই তা পরবর্তীকালে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে; কারণ বাইবেল ভুলমুক্ত, এর মধ্যে ভুল থাকা সম্ভব নয়! ..

দ্বিতীয়ত, যদি ধারণা করা চলে যে, এটা লিপিকারের ভুল, তবে এরূপ দাবি করাও সম্ভব যে, বংশাবলির মূল লেখকই ভুলগুলো করেছিলেন। কারণ, বংশাবলির লেখক ২ রাজাবলি থেকে তাঁর অধিকাংশ তথ্য অনুলিপি করেছিলেন। কাজেই সমানভাবে সম্ভব যে, বংশাবলির মূল লেখকই ভুল সংখ্যা লেখেছিলেন। লিপিকারের ভুল তথ্য দিয়ে বাইবেলকে ভুলমুক্ত দাবি করা যাচ্ছে না। ... এরপরও পাঠক দেখবেন যে, মৌলবাদীরা সুযোগ পেলেই এ অজুহাতটা ব্যবহার করছেন।"[৪৯]

উপরে আমরা রাজাবলি ও বংশাবলির মধ্যে বিদ্যমান অনেক বৈপরীত্য উল্লেখ করেছি, যেমন শলোমনের প্রধান কর্মচারীর সংখ্যা, অশ্বশালার সংখ্যা, জলাধারের জলধারণের ক্ষমতা ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে পল টোবিন (Paul Tobin)- লেখেছেনঃ

"Now how does the apologists account for these discrepancaies? Of course, the usual "copyist's error" explanation is used -with the same difficulty we have

[৪৮] http://www.thegodmurders.com/id90.html
[৪৯] http://www.rejectionofpascalswager.net/numerical.html

mentioned above. Perhaps aware that using the same unproved assumption could be hazardous to their ecclesiastical paychecks-some apologists have provided other ad hoc explanations. The funny thing is that they often provide these explanations side by side with the "copyist's error" one. In other words what they are saying, in effect, is "well, this may be an explanation but if you don't like this one, try another!". This is NOT a rational method. An explanation has to be probable-just because an explanation is possible does not mean that the contradiction has been accounted for. The Encyclopedia of Biblical Errancy quotes a typical fundamentalist attempt (William Arndt, Does the Bible Contradict Itself?) at "solving the problem" of Solomon's stalls (I Kings 7:26 and II Chronicles 9:25) [T]he First Kings deals with the affairs of Solomon and the beginning of his reign, while that in Second Chronicles belongs to the closing verses of the section describing the life and deeds of the wise king [at the end of his reign] The explanation is ad hoc, since in no way does the verses lead one to conclude what Arndt had suggested. It is introduced purely as an attempt to get out of the obvious contradiction. One sense that he himself is not too happy with such a defence when he later says: If anyone feels that the difficulty is not fully removed by this method, he may assume that a copyist's error has crept into the text, a scribe writing 40,000 instead of 4,000. Amazing! Notice that it does not matter which explanation is true, so long as it can be used! It is obvious that apologists are not looking for the truth but merely for ways to keep to their faith."

"এখন প্রচারকরা কিভাবে এ বৈপরীত্য সমাধান করবেন? স্বভাবতই নিয়মিত অজুহাত 'লিপিকারের ভুল' এ বৈপরীত্য ব্যাখ্যাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অজুহাতের মধ্যে উপরে বলা একই সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকছে। সম্ভবত প্রচারকরা সচেতন যে, একই অপ্রমাণিত অজুহাত বারবার ব্যবহার করা তাদের যাজকীয় বেতনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য কোনো কোনো প্রচারক আরো কিছু আন্দাজ-অপ্রমাণিত ব্যাখ্যা পেশ করেন। মজার বিষয় যে, প্রায়ই তারা 'লিপিকারের ভুল' অজুহাতের পাশাপাশি অন্যান্য অজুহাত পেশ করেন। অন্য ভাষায় তাঁরা মূলত বলতে চাচ্ছেন, 'ঠিক আছে, এটাও একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে আপনি যদি এটা পছন্দ না করেন তবে আরেকটা চেষ্টা করে দেখুন!' এটা কোনো যৌক্তিক-বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি নয়। একটা ব্যাখ্যাকে অবশ্যই সুস্পষ্ট সম্ভাব্য হতে হবে। অসম্ভব নয় বা হতেও পারে বলে একটা ব্যাখ্যা পেশ করার অর্থ এ নয় যে, বৈপরীত্যটার সমাধান হয়ে গেল। 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির বিশ্বকোষ'-এ এরূপ একটা গতানুগতিক মৌলবাদী প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছে। উইলিয়াম আরডনট 'বাইবেল কি স্ববিরোধী?' পুস্তকে শলোমনের অশ্বশালার সংখ্যার বৈপরীত্য সমাধানে বলেন: '১ রাজাবলি শলোমনে রাজত্বের প্রথম সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছে। আর ২ বংশাবলি মূলত এ মহান রাজার রাজত্বের শেষ দিকের অবস্থা বর্ণনা করেছে।' এ সমাধানটা একেবারেই অস্থায়ী আন্দায-অনুমান। কারণ আরডনট যে দাবি করেছেন বাইবেলের শ্লোকগুলো কোনো পাঠককে কোনোভাবেই সে সিদ্ধান্তে নিয়ে যাচ্ছে না। সুস্পষ্ট বৈপরীত্য থেকে বের হওয়ার জন্য একান্তই একটা প্রচেষ্টা হিসেবে এটাকে পেশ করা হয়েছে। আরডনটের বক্তব্য থেকে পাঠক অনুভব করেন যে, আরডনট নিজেই নিজের এ সমাধানে খুশি হতে পারেন নি। এজন্যই তিনি এরপর বলছেন: যদি কেউ অনুভব করেন যে, এ পদ্ধতিতে সমস্যাটার পূর্ণ সমাধান হল না তবে তিনি অনুমান করতে পারেন যে, এ পাঠের মধ্যে লিপিকারের ভুল প্রবেশ করেছে। কোনো লিপিকার

৪,০০০ এর পরিবর্তে ৪০,০০০ লেখেছে।'

চমৎকার! অপূর্ব! লক্ষ্য করুন, কোন্ ব্যাখ্যা সঠিক তা কোনো বিষয়ই নয়! এটা কোনো রকমে ব্যবহার করার মত কিনা সেটাই বিষয়! খুবই সুস্পষ্ট যে, প্রচারক সত্য অনুসন্ধান করছেন না। শুধু তার বিশ্বাসকে বহাল রাখতে রাস্তা খুঁজছেন মাত্র।"[৫০]

আমরা দেখেছি যে, শলোমনের পানির চৌবাচ্চার বা জলাধারের ধারণ ক্ষমতা বর্ণনায় রাজাবলি ও বংশাবলির মধ্যে ২২ হাজার লিটারের অদ্ভুত বৈপরীত্য বিদ্যমান। এ সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে এ গবেষক বলেন:

"Here's another lame explanation, this time regarding the contradiction of the capacity of the tank built by Solomon (Carl Johnson, So the Bible is Full of Contradictions?): There are at least two possible solutions to this. It could be a copyist's error, or it could be that the molten sea ordinarily contained 2,000 baths, but that when filled to capacity it received and held 3,000 baths. Either way there is no real contradiction here. Note, again the ad hoc explanation. There is no hint in any of the passages that I Kings gave the 'ordinary' capacity while the Chronicler gave the "maximum" capacity. It was introduced purely to resolve the problem. And, if that it not good enough, try 'copyist's error'!"

"এখানে আরেকটা খোঁড়া ব্যাখ্যা দেখুন। সেটা শলোমনের জলাধারের ধারণ ক্ষমতা প্রসঙ্গে। কার্ল জনসন 'তাহলে বাইবেল বৈপরীত্য পূর্ণ?' পুস্তকে লেখেছেন: 'এখানে অন্তত দুটো সম্ভাব্য সমাধান বিদ্যমান। এটা লিপিকারের ভুল হতে পারে। অথবা সম্ভবত জলাধারটা সাধারণভাবে ২ হাজার বাথ ধারণ করত। তবে এটা যখন পুরোপুরি ভরা হত তখন তিন হাজার বাথ ধারণ করত। দুটোর যেটাকেই গ্রহণ করা হোক, এখানে প্রকৃত কোনো বৈপরীত্য আর থাকল না।' এখানে পুনরায় অনুমান নির্ভর অস্থায়ী অজুহাতের বিষয়টা লক্ষ্য করুন। বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে সামান্যতম ইঙ্গিতও নেই যে, ১ রাজাবলির সাধারণ ধারণ ক্ষমতা ও বংশাবলি চূড়ান্ত ধারণ ক্ষমতার কথা লেখেছে। একান্তই সমস্যাটার সমাধান করতে এ অজুহাত পেশ করা হয়েছে। আর যদি এ সমাধান বেশি ভাল মনে না হয় তবে 'লিপিকারের ভুল' চেষ্টা করে দেখুন!"[৫১]

দাউদের লোকগণনা বিষয়ক বৈপরীত্য আমরা দেখেছি। ২ শমূয়েল বলছে আট লক্ষ ও পাঁচ লক্ষ, মোট তের লক্ষ। কিন্তু ১ বংশাবলি বলছে: এগার লক্ষ ও চার লক্ষ সত্তর হাজার, মোট পনের লক্ষ সত্তর হাজার। দাউদের বন্দিদের সংখ্যার বৈপরীত্য আমরা দেখেছি : ২ শমূয়েল বলছে: ১,৭০০ ঘোড়সওয়ার+ ২০,০০০ পদাতিক। কিন্তু ১ বংশাবলি বলছে: ১,০০০ রথ+ ৭,০০০ ঘোড়সওয়ার+ ২০,০০০ পদাতিক। এ সকল বৈপরীত্য এক নজরেই প্রমাণ করে যে, এ সকল তথ্য পবিত্র আত্মা তো দূরের কথা সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের লেখাও নয়। একান্তই সাধারণ কোনো সংকলকের নির্বিচার সংকলন। এরপরও অভ্রান্ততাবাদীরা এখানে লিপিকারের ভুল অজুহাতের পাশাপাশি 'রাউন্ড ফিগার' সমাধান প্রদান করেন। তারা বলেন, একজন লেখক সম্ভবত ভাংতি সংখ্যা না বলে পূর্ণ সংখ্যা বলেছেন। এখানে সংখ্যাগুলো এত বেশি বিপরীত যে, লিপিকারে ভুলে এক সংখ্যার স্থলে অন্য সংখ্যা লেখার সম্ভাবনা একেবারে অগ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে ৮ লক্ষকে ১১ লক্ষের 'রাউন্ড ফিগার' অথবা ৭ হাজারকে ১৭০০-এর রাউন্ড ফিগার বলা অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে পল টবিন (Paul Tobin) লেখেছেন:

---

[৫০] http://www.rejectionofpascalswager.net/numerical.html#solomon

[৫১] http://www.rejectionofpascalswager.net/numerical.html#solomon

The numbers are so different here that even the "copyist's error" excuse does not work. Apologists have tried other ad hoc explanations: one is that the numbers of one verse are simple "rounded off" versions of the other. It is hard to see how 1.1 million could be a "rounded off" figure of 800,000! Here is another example of one verse with two contradictions: II Samuel 10:18 And the Syrians fled before Israel; and David slew the Syrians the men of seven hundred chariots, and forty thousand horsemen.. I Chronicles 19:18 And the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians the men of seven thousand chariots, and forty thousand footsoldiers... So which is which, did David slay the men of 700 or 7,000 chariots? And were there 40,000 footsoldiers or horsemen?

"এ সংখ্যাগুলো এত বিপরীত যে এখানে 'লিপিকারের ভুল' অজুহাত কার্যকর নয়। প্রচারকরা আরো ক্ষণস্থায়ী অনুমান নির্ভর অজুহাত পেশ করেন। একটা 'রাউন্ড ফিগার' বা পূর্ণ সংখ্যা তত্ত্ব। অর্থাৎ একটা সংখ্যা অন্য সংখ্যার পূর্ণ রূপ। ১১ লক্ষ কিভাবে ৮ লক্ষের পূর্ণরূপ হল তা ধারণা করা কঠিন। একই শ্লোকে একাধিক বৈপরীত্যের আরেকটা উদাহরণ দেখুন। ২ শমূয়েল ১০/১৮: দাউদ পলায়নপর সিরীয় বাহিনীর সাত শত রথচালক ও চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার হত্যা করলেন। ১ বংশাবলি ১৯/১৮: দাউদ পলায়নপর সিরিয় বাহিনীর ৭ হাজার রথ চালক ও চল্লিশ হাজার পদাতিককে হত্যা করলেন। তাহলে কোনটা ঠিক? দাউদ ৭ শত না ৭ হাজার রথচালক হত্যা করেন? চল্লিশ হাজার নিহত কি পদাতিক না ঘোড়সওয়ার ছিলেন?"[৫২]

৩. ১০. ৩. যীশুর বংশতালিকার বৈপরীত্য ব্যাখ্যা

বাইবেলের অগণিত বৈপরীত্যের মধ্যে নতুন নিয়মের দুটো ইঞ্জিলে যীশুর দু' রকমের বংশ তালিকা প্রাচীন যুগ থেকেই খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের হতভম্ব করেছে। তারা এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এগুলোর মধ্যে তাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে শক্তিশালী সমাধান দু' বংশ সমাধান। তারা বলেন, সম্ভবত এমন হতে পারে যে, মথি যোষেফ বা ইউসুফের বংশতালিকা লেখেছেন এবং লূক মরিয়মের বংশতালিকা লেখেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে যোশেফ এলির পুত্র নয়, বরং জামাতা। কিন্তু বংশ তালিকা বর্ণনায় যোশেফকে তার শ্বশুর এলির পুত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে।

মথির বংশ তালিকা উপর থেকে নিচে নেমেছে, অর্থাৎ ইবরাহিম থেকে শুরু করে মরিয়মের স্বামী যোষেফ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তিনি পরের ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছেন। শেষে বলা হয়েছে (and Jacob begat Joseph the husband of Mary) "এবং যাকোব জন্ম দিলেন যোষেফকে, যিনি মরিয়মের স্বামী" (মথি ১/১৬)। আর লূকের বংশ তালিকা নিচ থেকে উপরে গিয়েছে। অথাৎ যোষেফ থেকে শুরু হয়ে আদম পর্যন্ত গিয়েছে। সেমিটিক হিব্রু ও আরবি পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে, যোষেফ বিন এলি বিন মত্তয় বিন লেবি...। অনুবাদে প্রত্যেকের পরে বলা হয়েছে যে, তিনি পরবর্তী ব্যক্তির পুত্র। প্রথমেই বলা হয়েছে (Joseph, which was the son of Heli, which was the son of Matthat...) যোষেফ, যিনি এলির পুত্র, যিনি মত্ততের পুত্র...) (লূক ৩/২৩)।

মথির তালিকার কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ তারা পাচ্ছেন না। কিন্তু লূকের তালিকার বিষয়ে তারা ব্যাখ্যা করছেন যে, যোষেফ বিন এলি বা যোষেফ যিনি এলির পুত্র ... বলতে জামাতা বুঝানো হয়েছে!! এ ব্যাখ্যা দ্বারা উভয় বংশ তালিকার মধ্যে বিদ্যমান নতুন ও পুরাতন নিয়ম সংশ্লিষ্ট আরো প্রায় ২০টা

[৫২] http://www.rejectionofpascalswager.net/numerical.html#solomon

বৈপরীত্যের কোনো সমাধান হয় না। তবে একটা সমস্যা, অর্থাৎ যীশুর পিতার দুজন পিতা হওয়ার সমস্যাটার সমাধান হয়। তবে বিভিন্ন কারণে এ ব্যাখাটা বাতিল:

প্রথম কারণ: এ দাবিটা মূলতই ভিত্তিহীন। আরব ও হিব্রু জাতির বংশ তালিকা সংরক্ষণের সাথে পরিচিতরা সুনিশ্চিত জানেন যে, তারা কখনোই বংশতালিকা বলতে শ্বশুরের বংশ তালিকা বলতেন না। বংশ তালিকায় তারা জামাতাকে 'শ্বশুরের পুত্র' বলতেন না। বর্তমানে অনেক সমাজেই শ্বশুরকে 'বাবা' বলা হয়। কিন্তু এটা সম্বোধন বা ডাকার সময়। কিন্তু পিতৃ পরিচয় বা বংশ পরিচয় প্রদান করতে বর্তমানেও কোনো জাতির কোনো মানুষ নিজের পিতা ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে বলবেন না যে, আমি অমুকের পুত্র, অথবা শ্বশুরের নাম নিয়ে বলবেন না যে, আমার পিতার নাম অমুক। খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা কোনো প্রাচীন ইহুদি ঐতিহ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন নি যে, কখনো কারো বংশ তালিকায় পিতার নামের স্থলে শ্বশুরের নাম লেখা হত।

সর্বোপরি, এখানে যীশু থেকে আদম পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই 'ইবন' বা 'বিন' অর্থাৎ পুত্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যোষেফ বিন এলি বলতে যদি যোষেফ যিনি এলির জামাতা বুঝানো হয় তাহলে পরবর্তী সকলের ক্ষেত্রেই তো 'বিন' শব্দটার একই অর্থ হতে হবে। অর্থাৎ ইয়াকুব ইসহাকের জামাতা, ইসহাক ইবরাহিমের জামাতা... !!!

দ্বিতীয় কারণ: এ ব্যাখ্যা অনুসারে যীশু দাউদের পুত্র শলোমনের বংশধর নন, বরং তিনি দাউদের পুত্র নাথনের বংশধর। কারণ তাঁর মাতার বংশই তাঁর বংশ। তাঁর মাতার স্বামী যোষেফের বংশ যাই হোক না কেন তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। এ ব্যাখ্যা অনুসারে তাঁর মাতা যেহেতু নাথনের বংশধর সেহেতু তিনিও নাথনের বংশধর, শলোমনের বংশধর নন। এ থেকে প্রমাণিত হবে যে তিনি মসীহ (Christ) ছিলেন না। কারণ ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা একমত যে, মসীহ্ শলোমনের বংশধর হবেন। এজন্য অনেক খ্রিষ্টান ধর্মগুরু এ ব্যাখ্যা বাতিল করে বলেছেন, যে ব্যক্তি শলোমনকে যীশুর বংশতালিকা থেকে বাদ দিল, সে প্রকৃতপক্ষে যীশুর খ্রিষ্টত্ব বা মসীহত্ব বাতিল করে দিল।

তৃতীয় কারণ: এরপরও এ ব্যাখ্যা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে প্রমাণ হবে যে, মরিয়মের পিতার নাম ছিল এলি। শুধুমাত্র সম্ভাবনা দিয়ে এখানে কিছু বলা অর্থহীন। আর বাস্তবে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ তো দূরের কথা কোনো দুর্বল প্রমাণ দিয়েও বিষয়টা প্রমাণ করা যায় নি।

উপরন্তু, এর বিপরীত বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে অস্বীকৃত ইঞ্জিলের তালিকায় 'মরিয়মের জন্ম বিষয়ক ইঞ্জিল (The Gospel of the Birth of Mary), যাকোবের সুসমাচার (The Infancy Gospel of James/ Protevangelium of James) এবং মথির নামীয় ইঞ্জিল (The Gospel of Pseudo-Mattew) নামক নতুন নিয়মের তিনটা পুস্তক উল্লেখ করেছি। এগুলো নতুন নিয়মের মধ্যে স্বীকৃত না হলেও এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সকলেই একমত। খ্রিষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে এগুলো রচিত ও প্রচারিত ছিল। বাইবেল গবেষকরা এগুলোর তথ্যের উপর নির্ভর করেন। এ তিনটা পুস্তকেই বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরিয়মের পিতার নাম ছিল যিহোয়াকীম (Jehoi'akim/Joachim) ও মাতার নাম আনা (হিব্রু Hannah, ল্যাটিন Anna ও ইংরেজি Anne)।[৫৩] এরূপ নিশ্চিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত সম্পূর্ণ আন্দাযের উপর ঢিল ছুড়ে ধর্মগ্রন্থের বৈপরীত্যের ব্যাখ্যার চেষ্টা অগ্রহণযোগ্য।

চতুর্থ কারণ: এ ব্যাখ্যা দাবি করছে যে, মরিয়ম দাউদের পুত্র নাথনের বংশধর ছিলেন। বিষয়টা শুধু

---

[৫৩] Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, pp 51-55.

অপ্রমাণিতই নয়; উপরন্তু প্রমাণিত তথ্যের বিপরীত:

(ক) ৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু সাধু অগাস্টাইন (St. Augustine, Bishop of Hippo: 354-430) লেখেছেন যে, তার যুগে প্রচলিত কোনো কোনো গ্রন্থে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরিয়ম লেবির বংশধর। 'ইসরাইল' বা ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানদের একজন লেবি ও অন্যজন যিহূদা। মোশি ও হারোণ ছিলেন লেবির বংশধর। অপরদিকে দাউদ ছিলেন যিহূদার বংশধর। লেবির বংশধর হলে যিহূদার বংশধর বা দাউদের বংশধর হওয়া যায় না।[৫৪]

(খ) গণনাপুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, তৌরাতের বিধান অনুসারে ইহুদিদের প্রত্যেক পুরুষ তার নিজের বংশের মধ্যে বিবাহ করতেন। অনুরূপভাবে তাদের মহিলারা প্রত্যেকে নিজের বংশের মধ্যে বিবাহ করতেন। এ বিধানের উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যেক বংশের ও গোত্রের উত্তরাধিকার ও সম্পদ যেন নিজেদের মধ্যে থাকে এবং এক বংশের সাথে অন্য বংশের রক্ত যেন মিশে না যায়।

লূকের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোহন বাপ্তাইজকের পিতা সখরিয় বা জাকারিয়ার স্ত্রী ছিলেন হারোণ-বংশীয়া (লূক ১/৫)। এ পুস্তকেরই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরিয়ম জাকারিয়ার স্ত্রীর চাচাতো/মামাতো বোন (Cousin) ছিলেন (লূক ১/৩৬)। যোহনের মাতা ইলীশাবেৎ হারোণ-বংশীয়া হলে তার চাচাতো বোন মরিয়মও অবশ্যই হারোণ-বংশীয়া, অর্থাৎ লেবী বংশীয়া হবেন। কারো চাচাতো বোন হওয়ার অর্থই একই বংশের হওয়া। আর ইহুদিদের শরীয়তে চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো, মামাতো সকল প্রকারের ভাইবোন অবশ্যই একই বংশীয় হবেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইঞ্জিলগুলো যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের শতাধিক বছর পরে অজ্ঞাতপরিচয় মানুষদের রচনা। ফলে সত্য, মিথ্যা, কল্পনা ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে এরূপ বৈপরীত্যের জন্ম হয়েছে। এছাড়া আমরা নিশ্চিত হই যে, 'মথি'র নামে প্রচলিত এ ইঞ্জিলটা লূকের ইঞ্জিলের লেখকের সময় প্রচলিত ছিল না। নইলে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, লূক যীশুর এমন একটা 'বংশনামা' প্রদান করবেন যা প্রথম নযরেই মথির প্রদত্ত বংশনামা বিপরীত এবং বৈপরীত্য এত কঠিন যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মবেত্তা পণ্ডিত যার সমাধান করতে যেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছেন। আমরা দেখেছি যে, এ বৈপরীত্য ছাড়াও বংশ তালিকাদ্বয়ের মধ্যে অনেক নিশ্চিত ভুল তথ্য বিদ্যমান।

বৈপরীত্যের এ জাতীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করে গবেষক রবার্ট বয়ড লেখেছেন:

"This is what inerrantists consider 'a successful explanation of an alleged inconsistency'. But such far-fetched, entirely speculative 'explanations' do nothing to inform or convince intelligent, honest, and unbiased observers. They only serve to confirm the ignorant in their ignorance. The renowned theologian, Reinhold Niebuhr, once observed wisely: Frantic orthodoxy is never rooted in faith but in doubt. It is when we are not sure that we are doubly sure." And the French philosopher, Voltaire, once observed, 'Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities'."

"অভ্রান্ততাবাদীরা এরূপ ব্যাখ্যাকেই 'অভিযুক্ত বৈপরীত্যের সফল ব্যাখ্যা' বলে গণ্য করেন। কিন্তু এরূপ দূর থেকে টেনে আনা একান্তই অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা বুদ্ধিমান, সৎ ও নিরপেক্ষ কোনো পর্যবেক্ষককে কোনো তথ্য প্রদান করে না এবং বুঝাতেও সক্ষম হয় না। এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু অজ্ঞদেরকে তাদের অজ্ঞতায় আস্থাশীল করে। প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ রিনোল্ড নেবর প্রাজ্ঞভাবেই বলেছেন:

---

[৫৪] কিরানবী, আল্লামা রাহমাতুল্লাহ, ইযহারুল হক (বঙ্গানুবাদ, ইফাবা) খ. ১, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

'উন্মত্ত গোঁড়ামির ভিত্তি কখনোই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হল, যখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি না তখন দ্বিগুণ নিশ্চিত হয়ে যাই।' প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ার বলেন: 'যারা আপনাকে অযৌক্তিক কথা বিশ্বাস করাতে পারে তারা আপনাকে দিয়ে নৃশংস কাজও করাতে পারে'।"[৫৫]

তিনি আরো বলেন : "Why is it so difficult for intelligent and informed Christians to recognize – and openly and publicly admit – that the Bible is NOT free of all errors?.... it's impossible for contradictory statements to be made by the same intelligent person, especially if he is God! ... The Bible itself proves the foolishness of BIBLICAL INERRANCY."

"বাইবেলে যে ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত নয় তা অনুধাবন করা এবং প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে তা স্বীকার করা বুদ্ধিমান ও জানাশোনা খ্রিষ্টানদের জন্য কেন এত কঠিন? এ কথা অসম্ভব যে, একই বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করবেন। বিশেষত তিনি যদি ঈশ্বর হন! বাইবেল নিজেই প্রমাণ করে যে, বাইবেলকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা মূঢ়তা।"[৫৬]

---

[৫৫] http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html
[৫৬] http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html

চতুর্থ অধ্যায়

ভুলভ্রান্তি

বৈপরীত্যের পাশাপাশি বাইবেলের মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি বিদ্যমান বলে সমালোচকরা দাবি করেন। বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য হল, বৈপরীত্য অভ্যন্তরীণ (internal)। বাইবেলের ভিতরেই তা বিদ্যমান। বাইবেলের বিভিন্ন শ্লোক, অধ্যায়, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি বা সংস্করণের মধ্যে তুলনা করে তা জানা যায়। তা অস্বীকার করা যায় না, তবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যায়। আর ভুল বহিস্থ (external) বা বাইরে থেকে জানা যায়। ভুল ধরা পড়ে জ্ঞান, বিবেক, মানবীয় রীতি, ঐতিহাসিক তথ্য বা অন্য কোনো জ্ঞানের আলোকে বাইবেলের তথ্য বিচার করার মাধ্যমে। বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির অনেক নমুনা উল্লেখ করেছেন। এখানে অল্প কয়েকটা নমুনা দেখুন:

৪.১. তৌরাত ও পুরাতন নিয়মের কিছু ভুলভ্রান্তি

৪. ১. ১. ফল ভোজনেই আদমের নিশ্চিত মৃত্যু

পুরাতন নিয়মের প্রথম পুস্তক Genesis, বাংলায় 'আদিপুস্তক' বা 'পয়দায়েশ'। এ পুস্তকের ২/১৭ শ্লোক (মো.১৩): "কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের বৃক্ষের ফল ভোজন করো না, কেননা যে দিন তার ফল খাবে, সেদিন মরবেই মরবে (surely die)।"

এ কথাটা ভুল। কারণ আদম (আ.) এ বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন এবং যে দিন এ বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন, সে দিন তিনি মরেননি। বরং এর পরেও ৯০০ বছরের বেশি সময় তিনি জীবিত ছিলেন। (আদিপুস্তক ৫/৫)

'মরবে' (die) বা 'মরবেই মরবে' (surely die) অর্থ 'গোনাহগার হবে' বা 'জাহান্নামে যাবে' বলা একান্তই ভিত্তিহীন দাবি। 'মরবে', 'মরবেই মরবে' অথবা 'নিশ্চিত মরবে' (surely die) বাক্যাংশ পুরাতন নিয়মে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে জাগতিক মৃত্যুই বুঝানো হয়েছে। বনি-ইসরাইলদের মরুভূমিতে মৃত্যুর বিষয়ে বাইবেল বলছে: "কারণ মাবুদ তাদের বিষয়ে বলেছিলেন, তারা মরুভূমিতে মরবেই মরবে (surely die); আর তাদের মধ্যে যিফূন্নির পুত্র কালুত ও নূনের পুত্র ইউসা ছাড়া এক জনও অবশিষ্ট রইলো না।" (শুমারী/ গণনাপুস্তক ২৬/৬৫, মো.-১৩)

এখানে 'মরবে (die) অর্থ 'গোনাহগার হবে' বা 'জাহান্নামে যাবে' বলে দাবি করা পাগলামি বলেই গণ্য হবে। পরকাল বলে কোনো কিছুই তৌরাতে নেই। দ্বিতীয় মৃত্যু, জাহান্নাম ইত্যাদি কোনো কিছুই তাতে নেই। পুরাতন নিয়মের, বিশেষ করে তৌরাতের সকল স্থানেই আমরা দেখি যে, 'মরবে' বলতে দৈহিক মৃত্যু বুঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় মৃত্যু, পাপ বা জাহান্নাম বুঝানো হয়নি।[১]

৪. ১. ২. মানুষের আয়ু ১২০ বছর

পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ৬/৩: "তাতে মাবুদ বললেন, আমার রূহ মানুষের মধ্যে চিরকাল ধরে অবস্থান

---

১ দেখুন: গণনা পুস্তক ২৬/৬৫, বিচারকর্তৃগণ ১৩/২২, ১ শমূয়েল ১৪/৪৪, ১ শমূয়েল ২০/৩১, ১ শমূয়েল ২২/১৬, ২ শমূয়েল ১২/৫, ২ শমূয়েল ১২/১৪, ১ রাজাবলি ২/৩৭, ১ রাজাবলি ২/৪২, ২ রাজাবলি ১/৪, ২ রাজাবলি ১/৬, ২ রাজাবলি ১/১৬; ২ রাজাবলি ৮/১০; যিরমিয় ২৬/৮; যিহিষ্কেল ৩/১৮; যিহিষ্কেল ১৮/১৩; যিহিষ্কেল ৩৩/৮ ... ইত্যাদি।

করবেন না, কেননা তারা মরণশীল; পক্ষান্তরে তাদের সময় এক শত বিশ বছর হবে।" (মো.-১৩)

'মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর হবে'– এ কথাটা ভুল। কারণ পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের বয়স আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১-৩১ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে আদম ৯৩০ বছর জীবিত ছিলেন। অনুরূপভাবে শীস (শেথ) ৯১২ বছর, ইনোশ ৯০৫ বছর, কৈনন ৯১০ বছর, মহললেল ৮৯৫ বছর, যেরদ ৯৬২, হানোক (ইদরীস) ৩৬৫ বছর, মথূশেলহ ৯৬৯ বছর, লেমক ৭৭৭ বছর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। নোহ (নূহ) ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন। (আদিপুস্তক ৯/২৯)। এ ভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের আয়ু ১২০ বছর বলে নির্ধারণ করা ভুল।

৪. ১. ৩. নূহ (আ.) এর নৌকার আয়তন

নোহ বা নূহ (আ.)-এর জাহাজের বিষয়ে বাইবেল বলছে: "জাহাজটা তুমি এভাবে তৈরি করবে: সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর উচ্চতা হবে ত্রিশ হাত। জাহাজটার ছাদ থেকে নিচে এক হাত পর্যন্ত চারিদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের এক পাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থাকবে।" (পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ৬/১৫-১৬, মো.-০৬)

আমেরিকান গবেষক স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা' (A Brief Survey of Biblical Errancy) প্রবন্ধে লেখেছেন:

"আদিপুস্তক ৬/১৫ বলছে যে, নোহ-এর জাহাজ ৩০০X৫০X৩০ হাত। আমরা জানি যে, এক হাত প্রায় ১৮ ইঞ্চি। এতে তিনটা অসম বিস্তারে জাহাজের আয়তন সর্বোচ্চ ১৫,১৮,৭৫০ ঘনফুট। পৃথিবীর তিন কোটি প্রজাতির প্রাণি এক জোড়া করে এবং সকল প্রাণির কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য এ আয়তনের জাহাজের মধ্যে রাখার নির্দেশ। এ আয়তনের জাহাজের মধ্যে তা সম্ভব নয়।

প্রচারকরা আপত্তি করে বলেন, আপনি কিভাবে জানলেন তা সম্ভব নয়? আপনি কি কখনো পরীক্ষা করে দেখেছেন।

যুক্তি ও বিবেকের দাবি যে, এ সকল প্রাণিকে কোনো রকম শয়নের বা দাঁড়ানোর স্থান না দিয়ে, এমনকি কোনো খাদ্য না দিয়ে শুধু যেনতেন ভাবে স্তূপ করে রাখা হয়েছিল বলে মনে করা সম্ভব নয়। সাদাসিদে কথা হল, মহাপ্লাবনের কাহিনী যিনি লেখেছেন তিনি পৃথিবীর প্রাণি জগতের বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা বুঝেননি। আয়তনগত সমস্যা অনুধাবন করার জন্য এরূপ একটা জাহাজ বানিয়ে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। শুধু আপনি প্রত্যেক প্রাণির দেহের আয়তন, মোট প্রজাতির সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেই তা জানতে পারবেন। শুধু ব্যাকটেরিয়া বাদ যাবে। তবে সকল কীট-পতঙ্গ হিসেবের মধ্যে গণিত হবে। এতে পৃথিবীতে স্থলে অবস্থানরত প্রাণি প্রজাতির সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। একে দুই দিয়ে গুণ করুন। এর সাথে সকল প্রজাতির সকল প্রাণিকে অন্তত ২০ বছর বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের স্থান যোগ করুন। এতে খুব সহজেই আপনার কাছে সুস্পষ্ট হবে যে, এটা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর তিন কোটি প্রজাতির প্রাণি সংগ্রহের প্রয়োজনীয় সময়ের বিষয়টা রয়েছে। যদি একটা প্রজাতির একটা নারী ও একটা পুরুষ প্রাণি আপনি ১০ সেকেন্ডে সংগ্রহ করতে পারেন তবে তিন কোটি প্রাণি সংগ্রহ করতে আপনার ১০ বছর লাগবে। এরপর আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, আপনাকে যেতে হবে পেঙ্গুইন আনতে এনটার্কটিকায়, মেরু ভল্লুক আনতে উত্তর মেরুতে, বাঘ আনতে এশিয়ায়, ক্যাঙ্গারু আনতে অস্ট্রেলিয়ায়, গরিলা আনতে আফ্রিকায়, টাপির ও এগুইটি আনতে দক্ষিণ আমেরিকায় ....। এগুলোকে তাদের পর্যাপ্ত খাদ্যসহ এনে জাহাজে রাখতে হবে। সব কিছু ১০ সেকেন্ডের মধ্যে। প্লাবন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী দশ বছর ধরে ১০ সেকেন্ডে এক প্রজাতির এক জোড়া হিসেবে সেগুলোকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এরপর রয়েছে পরিবেশগত সমস্যা। সত্যই যদি বিশ্বব্যাপী বন্যায় পাঁচ মাইল পরিমাণ গভীর পানি জমে তবে পানির লবণাক্ততা দুই তৃতীয়াংশ কমে যাবে। আর পানির লবণাক্ততা দুই তৃতীয়াংশ কমার পরে অসংখ্য কোমল-সংবেদনশীল জলজ প্রজাতির প্রাণি কিভাবে বাঁচল? বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি পরিণত পরিবেশ ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর এরূপ পরিবেশ তৈরি হতে কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন। এ সকল প্রাণির কি হল? সুস্পষ্টত এ গল্পটা শুধু অসম্ভবই নয়; উপরন্তু তা হাস্যকর।"[২]

৪. ১. ৪. বনি-ইসরাইলের মিসরে অবস্থানকাল

হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ১২/৪০-৪১: "বনি-ইসরাইলেরা চার শত ত্রিশ বছর মিসরে বাস করেছিল। সেই চার শত ত্রিশ বছরের শেষে, ঐ দিনে, মাবুদের সমস্ত বাহিনী মিসর দেশ থেকে বের হল।" (মো.-১৩)

বাইবেলের এ তথ্যটা সন্দেহাতীতভাবেই ভুল। বাইবেলের অন্যান্য তথ্য অনুসারে বনি-ইসরাইল বা 'ইস্রায়েল-সন্তানগণ' ৪৩০ বছর অবস্থান করেননি।

ইসরাইল বা ইস্রায়েল ইয়াকুব (আ.)-এর প্রসিদ্ধতম উপাধি। তাঁর ১২ পুত্র ও তাঁদের বংশধরদের 'বনি-ইসরাইল' বা 'ইস্রায়েল-সন্তান' বলা হয়। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে মিসরে গমনের পূর্বে ইসরাইল, তাঁর পিতা ইসহাক ও পিতামহ ইবরাহিম (আ.) কেনান (সিরিয়া-ফিলিস্তিন) দেশে ২১৫ বছর অবস্থান করেন। আর ইউসুফের আহ্বানে ইসরাইলের মিসর আগমন থেকে মূসা (আ.)-এর সাথে তাঁর বংশধরদের মিসর ত্যাগ পর্যন্ত সময়কাল ২১৫ বছর বলে দাবি করেন ইহুদি ও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা। এজন্য ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, হিব্রু বাইবেলের এ তথ্যটা ভুল। তারা বলেন: শমরীয় তৌরাতে এখানে কেনান দেশ ও মিসর উভয় দেশে মোট ৪৩০ বছর থাকার কথা বলা হয়েছে এবং এটাকেই তারা সঠিক বলে গণ্য করেন।

বাস্তবে মিসরে বনি-ইসরাইলদের অবস্থান ২১৫ বছর নয়, বরং দেড়শ বছর মত ছিল বলেই প্রতীয়মান। ইয়াকুব বা ইসরাইলের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তার পুত্র অম্রম (Amram: ইমরান), তার পুত্র মোশি (মূসা আ.)। মোশির দাদা কহাৎ জন্মের পরে মিসরে আগমন করেন। আমরা মনে করতে পারি যে, কহাৎ ৩০/৪০ বছর বয়সে ইমরানের জন্ম দেন আর ইমরান ৪০/৫০ বছরে মোশিকে জন্ম দেন। মোশি ৬৫/৭০ বছর বয়সে বনি-ইসরাইলদের নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন। এতে মনে হয় মিসরে ইস্রায়েলীয়দের অবস্থান ছিল কমবেশি দেড়শ বছর।

৪. ১. ৫. খরগোশ জাবর কাটে না!

হালাল ও হারাম প্রাণি বিষয়ে বাইবেল বলছে: "খরগোশ জাবর কাটলেও তার খুর চেরা নয়, সে জন্য তাও তোমাদের পক্ষে নাপাক।" (লেবীয়, ১১/৬, মো.-১৩)

খরগোশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকল মানুষ, এবং প্রাণি বিজ্ঞানীরা জানেন যে, বাইবেলের এ কথাটা ভুল। কারণ খরগোশ কখনোই জাবর কাটে না। আমেরিকান বাইবেল গবেষক স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) A Brief Survey of Biblical Errancy: 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তি বিষয়ক একটা সমীক্ষা' প্রবন্ধে লেখেছেন: "Hares don't chew a cud. Hares are lagomorphs, not ruminants (members of the cattle family). Only ruminants chew cud, lagomorphs do not." "খরগোশ জাবর কাটে না। খরগোশ জাবরবিহীন স্তন্যপায়ী প্রাণি, খরগোশ রোমন্থক শ্রেণির প্রাণি নয় বা গোমহিষাদি পশু নয়। শুধু রোমন্থক- গোমহিষাদি প্রাণি জাবর কাটে; খরগোশ জাতীয় প্রাণি জাবর

---

[২] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

কাটে না।"[৩]

এ প্রসঙ্গে খ্রিষ্টান প্রচারকদের ব্যাখ্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন:

The Apologist's Explanation: For hares, they note that rabbits (but don't say anything about hares, which aren't rabbits anyway even though they superficially resemble each other) occasionally chew their fecal pellets as if it were a cud. The Rational Explanation: The author of Leviticus obviously didn't have much of an understanding of the most rudimentary of biological science. A fecal pellet is not a cud. A cud is the product of the rumen, a chamber of the stomach of ruminants. A fecal pellet is a product of the lower intestine. Besides, coprophagy (the eating of excrement) has only very rarely been observed in hares anyway. Again, if this is God's word, he is displaying a good deal of ignorance of what he allegedly created.

"প্রচারকরা এ ভুলের ব্যাখ্যায় বলেন: খরগোশ জাতীয় প্রাণি র‍্যাবিট কখনো কখনো নিজের বিষ্ঠার দলা চিবায়, এতে মনে হয় যেন তা জাবর কাটছে। স্কট বলেন, প্রচারকরা র‍্যাবিটের কথা বললেন, কিন্তু বাইবেলে হেয়ার বা খরগোশের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে তারা কিছুই বললেন না। আর খরগোশ ও র‍্যাবিট এক নয়, যদিও ভাসাভাসা ভাবে উভয়কে একই মনে হয়। যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা হল, লেবীয় পুস্তকের লেখক বাহ্যত জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রাথমিক বিষয়াদিও তেমন বুঝতেন না। বিষ্ঠা বা গোবরের দলা জাবর নয়। জাবর আসে জাবরকাটা প্রাণির পাকস্থলীর মধ্যে অবস্থিত 'রুমেন' নামক কুঠরি থেকে। পক্ষান্তরে গোবর দলা আসে নিম্ন অন্ত্র থেকে। এছাড়া খরগোশের ক্ষেত্রে বিষ্ঠা ভক্ষণ খুবই কম দেখা যায়। সর্বোপরি, এটা যদি ঈশ্বরের বাক্য হয় তবে এ কথার দ্বারা তিনি প্রমাণ করছেন যে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন বলে বলা হচ্ছে সে বিষয়ে তিনি ভাল রকমই অজ্ঞ!"[৪]

৪. ১. ৬. বাদুড় পাখি নয়!

হালাল-হারাম পাখি প্রসঙ্গে লেবীয় ১১/১৩-১৯: "আর পক্ষীগণের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে ঘৃণার্হ হইবে; এ সকল অখাদ্য, এ সকল ঘৃণার্হ.... ও বাদুড়।"

স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) লেখেছেন: "Leviticus 11:13-19 refers to bats as fowl, when in fact they are mammals. In the Good News bible, he then goes on in 11:20-21 to declare to be an abomination any fowl that "creep, going on all four..." when there is no such a bird. The 'revised' King James Version, distributed by the Gideons, on the other hand, distinguishes insects from birds, which the GNB does not. The Apologist's Explanation The ancients thought of the bats as birds. The Rational Explanation As for bats being birds, where are the feathers? The skin-covered wings, and the hair are good clues that these aren't birds. Maybe a human author of Leviticus might think so, but this is God that is supposed to be writing this. If God created the bats, he surely knew he wasn't creating a bird and wouldn't have said he was."

---

[৩] http://www.bidstrup.com/bible2.htm
[৪] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

"লেবীয় ১১/১৩-১৯ বলছে যে, বাদুড় পাখি। কিন্তু বাস্তবে বাদুড় স্তন্যপায়ী প্রাণি। গুড নিউজ বাইবেল (এবং কিং জেমস ভার্শন) ১১/২০-২১ শ্লোকে বলছে যে, কিছু পাখি চার পায়ে চলাচল করে। অথচ এমন কোনো পাখির অস্তিত্ব নেই। গিডিয়োনস পরিবেশিত সংশোধিত কিং জেমস ভার্শনে অবশ্য পতঙ্গকে পাখী থেকে পৃথক করা হয়েছে। গুড নিউজ বাইবেলে তা করা হয়নি। প্রচারকরা ওজর পেশ করেন যে, প্রাচীন কালের মানুষেরা বাদুড়কে পাখি মনে করত। যৌক্তিক ব্যাখ্যা হল বাদুড়কে পাখি মনে করা হবে কেন? বাদুড়ের পালক কোথায়? বাদুড়ের চামড়ায় ঢাকা ডানা এবং চুল তাকে পাখি মনে না করার সুন্দর সূত্র। লেবীয় পুস্তকের মানুষ লেখক বাদুড়কে পাখি বলে মনে করে থাকতে পারেন। কিন্তু বাইবেল তো ঈশ্বর লেখেছেন বলেই দাবি করা হয়। যদি ঈশ্বর বাদুড়কে সৃষ্টি করে থাকেন তবে নিশ্চিত জানতেন যে, এটাকে তিনি পাখি হিসেবে সৃষ্টি করেননি এবং তিনি এটাকে পাখি বলতেন না।"[৫]

৪. ১. ৭. ভাবীকে বিবাহ করলে মৃত্যু বা নিঃসন্তান থাকা!

বাইবেল বলছে, ভাইয়ের জীবদ্দশায় ভাবীকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান হবে না এবং চাচী বা মামীর সাথে সহবাস করলে তাদের সন্তান হবে না। লেবীয় ২০/২০-২১: কি. মো.-২০০৬: "যদি কেউ চাচী বা মামীর সংগে সহবাস করে, তবে সে তার চাচা বা মামার অসম্মান করে। এর জন্য তাদের দু'জনকেই দায়ী করা হবে। তারা সন্তানহীন অবস্থায় মরবে। ভাই জীবিত থাকা অবস্থায় যে তার স্ত্রীকে বিয়ে করে সে একটা জঘন্য কাজ করে। এতে সে তার ভাইয়ের অসম্মান করে। তাদের কোন সন্তান হবে না।" কি. মো.-২০১৩: আপন ভাইয়ের স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট করাতে তারা নিঃসন্তান থাকবে।"

কথাগুলো বাস্তবে ভুল। এরূপ অগণিত মানুষ অনেক সন্তান-সন্ততির পিতামাতা হয়েছেন। ভাইয়ের তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ভাইয়ের জীবদ্দশায় বিবাহ করে সন্তান-সন্ততি লাভ করা মানুষের অভাব নেই। তেমনি চাচী বা মামীর সাথে ব্যভিচার করার কারণে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী নিঃসন্তান মারা গিয়েছে বলেও কোনো প্রমাণ নেই।

খ্রিষ্টান প্রচারক হয়ত বলবেন যে, এখানে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। চাচী বা মামীর সাথে ব্যভিচার করলে অথবা ভাবীকে বিবাহ করলে মৃত্যুদণ্ড হবে; কাজেই তাদের সন্তান হবে না। বাইবেলের পাঠ তাদের এ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে না। এরূপ ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর মৃত্যুদণ্ড হলেও তাদের সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, বিবাহ করলে মৃত্যুদণ্ড হবে কেন?

৪. ১. ৮. ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল

শুমারী ১/৪৪-৪৭ (মো.-১৩): "এ সব লোককে মূসা ও হারুন ... গণনা করলেন। নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে বনি-ইসরাইল, অর্থাৎ বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষ লোকদের গণনা করা হল। তাদের গণনা করা লোকদের সংখ্যা হল ছয় লক্ষ তিন হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ। কিন্তু লেবীয়দের তাদের পিতৃবংশানুসারে তাদের মধ্যে গণনা করা হল না।"

যাত্রাপুস্তকে ১২/৩৭: "তখন বনি-ইসরাইলেরা শিশু ছাড়া কমবেশ ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ...।"

এ থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানরা যখন মোশি ও হারোনের সাথে মিসর ত্যাগ করে তখন তাদের ২০ বছরের অধিক বয়সের যুদ্ধে সক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষের অধিক (৬,০৩,৫৫০)। চার প্রকারের মানুষকে এ গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে: ১. লেবীর বংশের সকল নারী, ২. লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, ৩. অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং ৪. সকল বংশের ২০ বছরের কম বয়স্ক সকল

[৫] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

যুবক ও কিশোর পুরুষ। যদি এ চার প্রকারের নারী, পুরুষ ও যুবক-কিশোরদের গণনায় ধরা হয় তাহলে মিসর ত্যাগকালে বনি-ইসরাইলের সংখ্যা কমবেশি ২৫ লক্ষ হতে হবে। ৬ লক্ষ বয়স্ক পুরুষের জন্য ন্যূনতম ৬ লক্ষ স্ত্রী। প্রতি পরিবারে ২০ বছরের কম বয়স্ক অন্তত দুটো সন্তান হিসেবে আরো বার লক্ষ এবং লেবীয় বংশের অন্তত এক লক্ষ মানুষ।

এটা একটা অবাস্তব ও অসম্ভব বিষয়। কারণ:

প্রথমত: ইস্রায়েল-সন্তানরা যখন মিসরে প্রবেশ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০ জন। (আদিপুস্তক ৪৬/২৭, যাত্রাপুস্তক ১/৫, দ্বিতীয় বিবরণ ১০/২২)

দ্বিতীয়ত: ইস্রায়েল-সন্তানরা মিসরে অবস্থান করেছিলেন সর্বোচ্চ ২১৫ বছর।

তৃতীয়ত: মিসর ত্যাগের ৮০ বছর পূর্ব থেকে তাদের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হত এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হত। (যাত্রাপুস্তক ১/১৫-২২)

৭০ জন মানুষ মিসরে এসে ২০০ বছর বসবাস করেছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ আশি বছর যাবৎ যাদের সকল পুত্রসন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২০ বছর বা তার অধিক যুবক ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ! সর্বমোট প্রায় ২৫ লক্ষ!!

আমরা যদি পুত্র সন্তান হত্যার বিষয়টা একেবারে বাদ দিই এবং মনে করি যে, ইস্রায়েল সন্তানরা মিসরে অবস্থানকালে তাদের জনসংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পেত যে, প্রতি ২৫ বছরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেত, তাহলেও তাদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২১৫ বছরে ৭০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার)-এর অধিক হতে পারে না।

মোশির পিতা ইমরান (Amram: অম্রম), তার পিতা কহাৎ, তার পিতা লেবি, তার পিতা যাকোব বা ইসরাইল। ইসরাইল ও মোশির মধ্যে তিন পুরুষ মাত্র। (যাত্রাপুস্তক ৬/১৬-২০, গণনাপুস্তক ৩/১৭-১৯ ও ১ বংশাবলি ৬/১৮) মাত্র চার পুরুষে ৭০ জনের বংশধর ২৫ লক্ষ হওয়া অসম্ভব বিষয়।

নিম্নের বিষয়গুলো এ ভুলকে আরো নিশ্চিত করে:

(ক) বনি-ইসরাইলরা যখন মিসর পরিত্যাগ করেন তখন তাদের সাথে ছিল গৃহপালিত পশুর বিশাল বাহিনী। সকল মানুষ ও পশু এক রাতের মধ্যে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। তারা প্রতিদিন পথ চলতেন এবং তাদের যাত্রার জন্য মোশির নিজের মুখের সরাসরি নির্দেশই যথেষ্ট ছিল। তারা সমুদ্র অতিক্রম করার পরে সিনাই পর্বতের পার্শ্বে ১২টি ঝর্ণার পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। (যাত্রাপুস্তক ১২/৩৮-৪২)

যদি তাদের সংখ্যা এ সময়ে ২০/২৫ লক্ষ হত তাহলে কখনোই এক রাতে তারা সকল মানুষ ও পশুর বিশাল বাহিনী সমুদ্র অতিক্রম করতে পারতেন না, মোশির মুখের কথা শুনেই সকলে যাত্রা শুরু করতে পারতেন না এবং সিনাই প্রান্তরের সীমিত স্থানে ১২টা ঝর্ণার পাশে তাদের এত মানুষ ও পশুর বিশাল বাহিনীর স্থান সংকুলান হত না।

(খ) মিসর ত্যাগের সময়ে বনি-ইসরাইলের মধ্যে মাত্র দু'জন ধাত্রী ছিল: শিফ্রা ও পূয়া। ফেরাউন এ দু' ধাত্রীকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা ইব্রীয় (ইসরাইলী) মহিলাদের সন্তান প্রসব করানোর সময় তাদের পুত্র সন্তান হলে হত্যা করবে এবং কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত রাখবে। (যাত্রাপুস্তক ১/১৫-২২) যদি বনি-ইসরাইলদের সংখ্যা এত বেশি হত তবে কোনো অবস্থাতেই মাত্র দু'জন ধাত্রী তাদের সকলের জন্য ধাত্রীকর্ম করতে পারত না। বরং তাদের মধ্যে শত শত ধাত্রী থাকত।

(গ) এখানে দেখছি, মিসর পরিত্যাগের সময় ইসরায়েলীয়দের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ। মিসর থেকে তারা বেরিয়ে আসেন আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে। এর প্রায় ৫০০ বছর পরে ইসরাইলের

রাজা ছিলেন আহাব (Ahab)। বাইবেল উল্লেখ করেছে যে, তার সময়ে "সমস্ত লোক অর্থাৎ সমস্ত বনি-ইসরাইলকে সংগ্রহ করলে সাত হাজার জন হল।" (১ বাদশাহনামা ২০/১৫, মো.-১৩)। ২০০ বছরে ৭০ জন ২৫ লক্ষ হলেন। এর পরের ৫০০ বছরে ২৫ লক্ষ থেকে কমে ৭ হাজার হলেন!

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, মিসর ত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যার বিষয়ে গণনা পুস্তক ও যাত্রাপুস্তকের বর্ণনা ভুল ও অসত্য।

৪. ১. ৯. আমালেকের স্মৃতি চিরতরে মুছে দেওয়া

প্রাচীনকাল থেকে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে 'আমালেক' (Amalekites) জাতি বসবাস করতেন। কেরির অনুবাদে 'অমালেক' এবং অন্যান্য অনুবাদে 'আমালেক'। তৌরাতে বারবার বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর আমালেক জাতির স্মৃতি আকাশের নিচে থেকে চিরতরে মুছে দিবেন:

হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ১৭/১৪ (মো.-১৩): "পরে মাবুদ মূসাকে বললেন... আমি আসমানের নিচে থেকে আমালেকের নাম (মূল ইংরেজি: আমালেকের স্মৃতি the remembrance of Amalek) নিঃশেষে মুছে ফেলব।"

দ্বিতীয় বিবরণ ২৫/১৯ (মো.-১৩): "অতএব তোমার আল্লাহ মাবুদ যে দেশ সত্ত্বাধিকারের জন্য তোমাকে দিচ্ছেন, সেই দেশে তোমার আল্লাহ মাবুদ চারিদিকের সকল দুশমন থেকে তোমাকে বিশ্রাম দেবার পর তুমি আসমানের নিচ থেকে আমালেকের স্মৃতি লোপ করিবে (the remembrance of Amalek); এই কথা তোমরা ভুলে যেও না।"

বাইবেল সমালোচকরা বলেন, এটা নিঃসন্দেহে একটা অমানবিক ও নৃশংস নির্দেশ। এখানে একটা জনগোষ্ঠীকে সমূলে নির্মূল করার, জাতিগত নিধন (Ethnic Cleansing) এবং ঢালাও গণহত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া লক্ষণীয় যে, বাইবেলে শুধু আমালেক জাতিকে নিধন করার কথাই বলা হয়নি, বরং তাদের স্মরণ বা স্মৃতি আকাশের নিচে থেকে চিরতরে মুছে ফেলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বাইবেলের মধ্যে আমালেক প্রসঙ্গ লেখার ফলে আমালেকদের স্মৃতি আকাশের নিচে চিরস্থায়ী করা হয়েছে। কাজেই আমালেকদের স্মৃতি মুছে ফেলার কথাটা ভুল।[৬]

৪.১.১০. যে ভুলের জন্য দাউদের পুত্রত্ব ও খ্রিষ্টত্ব বাতিল

দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/২: "জারজ ব্যক্তি মাবুদের সমাজে প্রবেশ করবে না; তার দশম পুরুষ পর্যন্তও মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না।" (কেরি ও কি. মো.-১৩) কি. মো.-০৬: "কোনো জারজ লোক মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না; তার চৌদ্দ পুরুষেও কেউ তা করতে পারবে না।"

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ সংস্করণে অনুবাদকরা আরো চার পুরুষ বাড়িয়েছেন। কিং জেমস ও রিভাইজড স্টান্ডার্ড উভয় ভার্শনেই (tenth generation) রয়েছে। আমরা জানি না অনুবাদকরা চার পুরুষ কোথা থেকে বাড়ালেন।

সর্বাবস্থায় এ বক্তব্যটা ভুল। দাউদ (আ.)-এর দশম পূর্বপুরুষ পেরস তার দাদা যিহূদার জারজ সন্তান ছিলেন। যিহূদা তার পুত্রবধু তামরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং এ ব্যভিচারের ফলে পেরসের জন্ম হয়। (আদিপুস্তকের ৩৮/১২-৩০)

মথি ১/১-৬ এবং লূক ৩/৩১-৩৩ অনুসারে দাউদের বংশতালিকা নিম্নরূপ: (১) দাউদ বিন (২) যিশয়

---

[৬] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html

বিন (৩) ওবেদ বিন (৪) বোয়স বিন (৫) সল্‌মোন বিন (৬) নহশোন বিন (৭) অম্মীনাদব বিন (৮) রাম বিন (৯) হিষ্রোন বিন (১০) পেরস বিন (১১) যিহূদা বিন (১২) ইয়াকুব (যাকোব) বিন (১৩) ইসহাক বিন (১৪) ইবরাহিম (আ.)। মথি ১/৩-৬: "যিহূদার (এহুদার) পুত্র পেরস... পেরসের পুত্র হিষ্রোন, হিষ্রোণের পুত্র রাম, রামের পুত্র অম্মীনাদব, অম্মীনাদবের পুত্র সলমোন, সলমোনের পুত্র বোয়স ... বোয়সের পুত্র ওবেদ ... ওবেদের পুত্র যিশয় (ইয়াসিরঃ Jesse), যিশয়ের (ইয়াসিরের) পুত্র দাউদ।" (কেরি ও কি. মো.-১৩)

এভাবে পেরস থেকে শুরু করলে দাউদ দশম পুরুষ। বাইবেলের বর্ণনায় দাউদ সদাপ্রভুর সমাজের প্রধান। বাইবেলের ভাষায় তিনি ঈশ্বরের পুত্র– ইবনুল্লাহ, ঈশ্বরের প্রথম পুত্র, ঈশ্বরের জন্মদেওয়া পুত্র, ঈশ্বরে মাসীহ বা খ্রিষ্ট ও ঈশ্বরের নবী। বাইবেলের উপরের বক্তব্য সত্য হলে দাউদের সকল মর্যাদাই বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য হবে।

বাইবেলের কোনো কোনো সংস্করণে লূকের বংশ তালিকায় দাউদের অষ্টম পূর্বপুরুষ 'রাম' ও নবম পূর্বপুরুষ 'হিষ্রোন'-এর মধ্যে অদমান ও অর্ণি দুটো নাম সংযোজন করা হয়েছে (লূক ৩/৩৩)। পাঠক মথির প্রথম অধ্যায়ের ৩ শ্লোকের সাথে লূকের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোক মিলিয়ে পড়লেই এ বৈপরীত্য জানতে পারবেন।

সম্ভবত এ সংযোজনের উদ্দেশ্য দাউদকে বাঁচানো, যেন তিনি পেরসের দশম পুরুষ না হন। কিন্তু বিকৃতিকারীরা মথির মধ্যে সংযোজন করতে ভুলে গিয়েছেন। ফলে সকল সংস্করণেই মথির বংশ তালিকায় দাউদ পেরসের দশম পুরুষ। বিশেষ করে মথি নিশ্চিত করেছেন যে পরবর্তী প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তির জন্মদেওয়া বা ঔরসজাত সন্তান। এতে দাউদ যে জারজ সন্তানের দশম পুরুষ তা নিশ্চিত হয়েছে।

৪. ১. ১১. যে ভুলের কারণে যীশুর খ্রিষ্টত্ব বাতিল

বাইবেলের প্রসিদ্ধ নবী 'Jeremiah', কেরির অনুবাদে 'যিরমিয়' এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে 'ইয়ারমিয়া'। উইকিপিডিয়ার 'Jeremiah' প্রবন্ধের ভাষ্য অনুসারে[৭] বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ৪টা পুস্তক তাঁর রচিত বলে মনে করা হয়: (১) যিরমিয়, (২) বিলাপ, (৩) ১ রাজাবলি ও (৪) ২ রাজাবলি। তাঁর শিষ্য ও লিপিকার বারূক বিন নেরিয়া 'Baruch ben Neriah'-এর সহযোগিতা ও সম্পাদনায় তিনি তা রচনা করেন।

তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে নেবুকাদনেজারের হাতে জেরুজালেমের পতনের পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সমকালীন পাপাচারী ইহুদি রাজা যিহোয়াকীম (Jehoiakim/ Jehoikim, c. 635–598 BCE) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পুস্তকটা পুড়িয়ে ফেলেন। এজন্য ঈশ্বর বলেন যে, যিহোয়াকীমের কোনো বংশধর কখনো দাউদের সিংহাসনে বসবে না।

যিরমিয় ৩৬/৩০: KJV: He shall have none to sit upon the throne of David: দাউদের সিংহাসনে বসার জন্য তার কেউ থাকবে না। ERV (Easy-to-Read Version): "Jehoiakim's descendants will not sit on David's throne". "যিহোয়াকীমের বংশধরগণ দাউদের সিংহাসনে বসবেন না।" GNT (Good News Translation): "no descendant of yours will ever rule over David's kingdom": "তোমার কোনো বংশধর কখনোই দাউদের রাজ্যের উপর রাজত্ব করবে না।" MSG (The Message) No descendant of his will ever rule from David's throne.

[৭] http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah

"তার কোনো বংশধর কখনোই দাউদের সিংহাসনে রাজত্ব করবে না।"[৮]

কেরির অনুবাদ: "অতএব যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দাউদের সিংহাসনে উপবেশন করিতে তাহার কেহ থাকিবে না।"

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "সেজন্য তোমার বিষয়ে আমি মাবুদ বলছি যে, দাউদের সিংহাসনে বসবার জন্য তোমার কেউ বেঁচে থাকবে না।" (যিরমিয় ৩৬/৩০)

পবিত্র বাইবেলের এ ভবিষ্যদ্বাণীটা দুটো কারণে মিথ্যা বা ভুল:

প্রথমত: খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র যিকনিয় বা যিহোয়াখীন (Jeconiah/ Jechonias /Jehoiachin) তাঁর উত্তারাধিকারী হিসেবে দাউদের সিংহাসনে বসেন।[৯] ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবি অনুসারে যিরমিয়ই রাজাবলি/ বাদশাহনামার লেখক। তিনি লেখেছেন: "পরে যিহোয়াকীম তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন এবং তাঁর পুত্র যিহোয়াখীন তাঁর পদে বাদশাহ হলেন।" (২ বাদশাহনামা ২৪/৬, মো.-১৩)

দ্বিতীয়ত: মথি (১/১১-১২) লেখেছেন, যীশু যিহোয়াকীমের পুত্র যিকনিয়ের (Jechonias/ Jeconiah/ Jehoiachin) বংশধর। উপরের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলে যীশু দাউদের সিংহাসনে বসার অযোগ্য বলে প্রমাণ হয়। আর যীশু দাউদের সিংহাসনের অযোগ্য বলে প্রমাণ হলে তিনি খ্রিষ্ট পদের অযোগ্য বলে প্রমাণ হয়। কারণ, খৃস্টধর্মীয় বিশ্বাসে যীশু চিরকালের জন্য দাউদের সিংহাসনে বসেন। ঈশ্বরের দূত মরিয়মকে যীশুর বিষয়ে বলেন: "প্রভু আল্লাহ্ তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন; তিনি ইয়াকুব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্যের শেষ হবে না" (লূক ১/৩২-৩৩, মো.-১৩)। প্রেরিত পুস্তকের বক্তব্য: "ভাইয়েরা, সেই পিতৃকুলপতি দাউদের বিষয়ে ... আল্লাহ্ কসম খেয়ে তাঁর কাছে এই শপথ করেছিলেন যে, তাঁর একজন বংশধরকে তাঁর সিংহাসনে বসাবেন; অতএব, দাউদ আগে থেকে দেখে মসীহেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা বললেন...।" (প্রেরিত ২/২৯-৩১, মো.-১৩)

যিরমিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে ইহুদিরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেন; তবে খ্রিষ্টানদের জন্য বাইবেলীয় এ ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই।

৪. ১. ১২. বৈত-শেমশ গ্রামের নিহতদের সংখ্যা

শামুয়েল নবীর ১ম পুস্তকের ৪-৬ অধ্যায়ে বনি-ইসরাইলদের নিয়ম-সিন্দুক বা শরীয়ত-সিন্দুক ফিলিস্তিনিদের হস্তগত হওয়া ও তা পুনরুদ্ধারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সিন্দুকটা ফেরত আনার সময়ে বৈৎ-শেমশ গ্রামের বাসিন্দারা মাঠে গম কাটছিল। তাঁরা চোখ তুলে সিন্দুকটা দেখতে পান এবং আনন্দিত হন। এজন্য ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন: "ঐ সময়ে বৈৎ-শেমশ নিবাসীরা তলভূমিতে গোম কাটিতেছিল; তাহারা চক্ষু তুলিয়া সিন্দুকটা দেখিল, দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। ... পরে তিনি বৈৎ-শেমশের লোকদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আঘাত করিলেন, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, ফলত তিনি লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে এবং পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন (he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men)।" (১ শামুয়েল ৬/১৩ ও ১৯)

বাইবেল-২০০০ ও মো.-০৬: "বৈৎ-শেমশের কিছু লোক সদাপ্রভুর/ মাবুদের সিন্দুকের ভিতরে চেয়ে দেখেছিল বলে সদাপ্রভু/ মাবুদ তাদের মেরে ফেললেন। তিনি তখন সেখানকার পঞ্চাশ হাজার সত্তর জনকে মেরে ফেলেছিলেন।

---

[৮] https://www.biblegateway.com/verse/en/Jeremiah%2036:30

[৯] http://en.wikipedia.org/wiki/Jehoiakim

এ কথাটা নিঃসন্দেহে ভুল। ছোট্ট একটা গ্রামে এত পরিমাণ মানুষ বাস করা, এত অধিক সংখ্যক মানুষ একত্রে মাঠে গম কাটায় রত থাকা অথবা উটের পিঠে রাখা একটা ছোট্ট সিন্দুকের মধ্যে এত মানুষের একসাথে দৃষ্টিপাত করা কোনোটাই সম্ভব নয়।

সম্ভবত এ সুস্পষ্ট ভুল গোপন করার জন্যই বাইবেলের কোনো কোনো সংস্করণে ৫০,০৭০ জনের পরিবর্তে ৭০ জন বলা হয়েছে। জুবিলী বাইবেলঃ "তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে সত্তরজনকে আঘাত করলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "ফলত তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে সত্তর জনকে আঘাত করে মেরে ফেললেন।"

৪. ১. ১৩. শলোমনের মন্দিরের বারান্দার উচ্চতা

শলোমনের মন্দির বা বায়তুল মোকাদ্দসের আয়তন বর্ণনায় ২ খান্দাননামা/ বংশাবলি ৩/৪ বলছেঃ "আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিশ হাত লম্বা ও এক শত বিশ হাত উঁচু হল।" (মো.-১৩)

'১২০ হাত উঁচু' কথাটা নিখাদ ভুল। ভবনটার উচ্চতাই ছিল ত্রিশ হাত (১ রাজাবলি ৬/২)। তাহলে বারান্দা কিভাবে ১২০ হাত উঁচু হবে? সকলেই এ ভুল স্বীকার করেন। কোনো কোনো বাইবেল প্রকাশক ভুলটা সংশোধন করে '২০ হাত' লেখেছেন, যদিও তারা নিশ্চিত জানেন, হিব্রু বাইবেলের সকল পাণ্ডুলিপিতেই '১২০ হাত' রয়েছে।

৪. ১. ১৪. অবিয় ও যারবিয়ামের সৈন্যসংখ্যা

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, শলোমনের মৃত্যুর পরে ইহুদিদের রাজ্য দুটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তরে ইসরাইল/ শমরীয়া/ ইফ্রমিয় (Israel/ Samaria/ Ephraimites) রাজ্য ও দক্ষিণে জেরুজালেম কেন্দ্রিক 'যিহূদা/ এহুদা/ এহুদিয়া/ যুডিয়া (Judea, Judaea/ Judah) রাজ্য। বাইবেলের একটা বড় অংশে এ দু রাজ্যের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহ, গণহত্যা, মূর্তিপূজা, অনাচার ইত্যাদির বর্ণনা লিপিবদ্ধ। এ সকল যুদ্ধের একটা যুদ্ধ ইসরায়েলের রাজা যারবিয়াম বা ইয়ারাবিম (Jeroboam)-এর সাথে এহুদার রাজা অবিয় (Abijah)-এর যুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ১৩/৩ ও ১৭ শ্লোকে বলা হয়েছেঃ "অবিয় চার লক্ষ বাছাইকৃত যুদ্ধবীরের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করলেন এবং ইয়ারাবিম আট লক্ষ বাছাইকৃত বলবান বীরের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করলেন। ... আর অবিয় ও তাঁর লোকেরা মহাবিক্রমে ওদেরকে সংহার করলেন; বস্তুত ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়লো।" (মো.-১৩)

সে যুগের ছোট্ট দুটো 'গোত্র রাজ্য' এহুদা ও ইসরাইলের জন্য উপরের সংখ্যাগুলো অবাস্তব। এ কারণে অনেক অনুবাদে লক্ষকে হাজারে নামিয়ে আনা হয়েছে। 'চারি লক্ষ' পাল্টিয়ে 'চল্লিশ হাজার', 'আট লক্ষ' পাল্টিয়ে 'আশি হাজার' ও 'পাঁচ লক্ষ' পাল্টিয়ে '৫০ হাজার' করা হয়েছে। এ বিকৃতির পরেও এ সকল সংখ্যা অতিরঞ্জন। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, সে প্রাচীন যুগে ক্ষুদ্র একটা রাজ্য ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যাবে এবং তাদের মধ্যে ৫০ হাজারই যুদ্ধের মাঠে নিহত হবে? ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলোতে কি এমন দেখা যায়?

৪. ১. ১৫. এক দেশের রাজাকে অন্য দেশের রাজা বলা

২ বংশাবলি ২৮/১৯: "ইস্রায়েল-রাজ আহসের (Ahaz king of Israel) জন্য সদাপ্রভু যিহূদাকে নত করিলেন"। এখানে "ইস্রায়েল-রাজ" কথাটা নিঃসন্দেহে ভুল; কারণ আহস ইস্রায়েল রাজ্যের রাজা ছিলেন না; বরং তিনি যিহূদা/ এহুদা বা যুডিয়া রাজ্যের রাজা ছিলেন। এ ভুলটা এত স্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য যে, বাইবেলের গ্রিক ও ল্যাটিন অনুবাদকরা 'ইস্রায়েল-রাজ' পরিবর্তন 'যিহূদা-রাজ' লেখেছেন।

৪. ১. ১৬. চাচা ভাই হয়ে গেলেন

২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ৩৬/১০ শ্লোকে জেরুজালেমের রাজা যিহোয়াখীন সম্পর্কে বলা হয়েছে: "পরে বছর ফিরে আসলে বখতে-নাসার বাদশাহ লোক পাঠিয়ে তাঁকে ও মাবুদের গৃহস্থিত সকল মনোরম পাত্র ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন এবং এহুদা ও জেরুশালেমে তাঁর ভাই সিদিকিয়কে রাজা করলেন (made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem: KJV & RSV)।" (কেরি ও মো.-১৩)

এখানে 'তাঁর ভাই' কথাটা ভুল। সঠিক হবে: 'তার চাচা'। ২ বাদশাহনামা ২৪/১৭ (মো.-১৩): "পরে ব্যাবিলনের বাদশাহ যিহোয়াখীনের চাচা মত্তনিয়কে তাঁর পদে বাদশাহ করলেন ও তাঁর নাম পরিবর্তন করে সিদিকিয় (Zedekiah) রাখলেন।"

এ ভুলটা এত প্রকট যে বিভিন্ন বাংলা অনুবাদে তা গোপন করা হয়েছে। ইংরেজি কিং জেমস ও রিভাইজড স্টান্ডার্ড উভয় ভার্শনেই his brother বা 'তার ভাই' লেখা রয়েছে। কেরি, জুবিলী ও মো.-১৩ অনুবাদে মূল সংরক্ষিত। কিন্তু বাইবেল-২০০০ ও মো.-০৬ মূল পাঠ বিকৃত করে 'ভাই'-এর পরিবর্তে 'কাকা'/ 'চাচা' লেখেছে।

৪. ১. ১৭. যিহোয়াকীমের পরিণতি

ইতোপূর্বে যিরমিয় ভাববাদীর ভুল ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনার সময় যীশু খ্রিষ্টের পূর্বপুরুষ রাজা যিহোয়াকীম (Jehoiakim/ Jehoikim) সম্পর্কে জেনেছি। এ রাজার পরিণতি সম্পর্কে ২ বংশাবলি ৩৬/৬ বলছে: "বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসর আসিয়া বাবিলে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে পিত্তল-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন।"

এ তথ্যটা ভুল। নবূখদ্‌নিৎসর বা বখতে-নাসার যিহোয়াকীমকে জেরুজালেমেই হত্যা করেন। প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর (৩৭-৯৫ খ্রি.) প্রসিদ্ধ ইহুদি ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus) তার ইতিহাসের ১০ম গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন।

৪. ১. ১৮. নীল নদ শুকিয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেল বলছে: "মিসর দেশ সম্পর্কে মাবুদের কথা এই: ... নীল নদের পানি শুকিয়ে যাবে, আর নদীর বুকে চর পড়ে তা ফেটে যাবে। খালগুলো দুর্গন্ধ হবে; মিসরের নদীগুলো ছোট হয়ে শুকিয়ে যাবে; নল ও খাগড়া শুকিয়ে যাবে; নীল নদের পারের সব গাছ-গাছড়াও শুকিয়ে যাবে। নদীর ধারের বীজ লাগানো ক্ষেত শুকিয়ে ফেটে যাবে; চারাগুলো শুকিয়ে উড়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। জেলেরা হায় হায় করবে আর নীল নদে যারা বড়শী ফেলে তারা বিলাপ করবে। যারা পানিতে জাল ফেলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। যারা মসীনার সুতা প্রস্তুত করে আর যারা পাতলা কাপড় বোনে তারা নিরাশ হবে। জগৎ-সংসারের সব ভিত্তি ভেংগে পড়বে আর দিন-মজুরেরা সবাই প্রাণে দুঃখ পাবে।" (যিশাইয়/ ইশাইয়া ১৯/১, ৫-১০, মো.-০৬)

পল টবিন (Paul Tobin) 'ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী' (Failed Prophecies) শিরোনামে লেখেছেন:

"This part of Isaiah, widely accepted by scholars to be written around the eighth century BC, is about 2750 years old. And in all this period of two and three quarters millennia, this prophecy has yet to be fulfilled! Moreover it is clear from the context that Isaiah prophecy was meant for the Egypt of his time. For it was with that Egypt that Isaiah and his people had a grievance against, and the

prophecy was a warning to them. Obviously this is a clear example of an unfulfilled prophecy."

"গবেষকরা মোটামুটি একমত যে, যিশাইয়র পুস্তকের এ অংশটা খ্রিষ্টপূর্ব ৮ শতাব্দীর দিকে লেখা হয়েছে। তাহলে এ পুস্তকটা প্রায় ২৭৫০ বছরের পুরাতন। আর বিগত প্রায় পৌনে তিন সহস্রাব্দের মধ্যে যিশাইয়র এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। এছাড়া প্রাসঙ্গিকতা থেকে সুস্পষ্ট যে যিশাইয়া তাঁর যুগের মিসরের জন্যই এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সে যুগের মিসরের বিরুদ্ধেই যিশাইয়া ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন। সুস্পষ্টতই বাইবেলের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিষয়ে এটা একটা পরিস্কার উদাহরণ।"[১০]

৪. ১. ১৯. দামেশক আর শহর না থাকার ভবিষ্যদ্বাণী

যিশাইয় বলেনঃ "দামেস্ক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী এইঃ মাবুদ বলছেন, 'দেখ, দামেস্ক আর শহর থাকবে না, তা হবে একটা ধ্বংসের স্তূপ। (কেরিঃ দেখ দামেশক আর নগর না থাকিয়া উচ্ছিন্ন হইল। তাহা কাঁথড়ার ঢিবী হইবে) অরোয়েরের গ্রামগুলো ত্যাগ করে লোকেরা চলে যাবে; পশুর পাল সেগুলো অধিকার করবে। তারা সেখানে শুয়ে থাকবে; কেউ তাদের ভয় দেখাবে না।" (ইশাইয় ১৭/১-২, মো.-১৩)

পল টবিন (Paul Tobin) লেখেছেনঃ "As we noted above, it is now almost three millennia since that prophecy and Damascus remains a vibrant city to this day. While Damascus had been overran many times in its past, it is still around. Thus the prophecy that says Damascus will cease to be a city forever is obviously false."

"উপরেই বলেছি, এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় তিন হাজার বছরের পুরাতন। এখনো পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। এখনো পর্যন্ত দামেশক গুরুত্বপূর্ শহর হিসেবেই বহাল রয়েছে। অতীতে অনেকবারই দামেশক পদদলিত হয়েছে, তবে এখনো তা বহালই রয়েছে। কাজেই 'দামেশক আর শহর থাকবে না' ভবিষ্যদ্বাণীটা সুস্পষ্টতই অসত্য।"[১১]

৪. ১. ২০. আহস রাজা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

ইহুদিদের দু'টা রাজ্য এহূদা এবং ইসরাইল। আর পার্শ্ববর্তী আরেকটা রাজ্য সিরিয়া। যোথমের ছেলে আহস (Ahaz) যখন এহূদা রাজ্যের রাজা হলেন তখন সিরিয়া ও ইসরইলের রাজাদ্বয় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। এতে এহূদা রাজা আহস ভীত হন। তখন যিশাইয়/ ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আহস যেন ভয় না পান। তাঁর কোনোই ক্ষতি হবে না। এমনকি যুদ্ধ হবেও না, ঘটবেও না। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধ হয়, ঘটে ও আহস রাজা মহা-পরাজিত হন। যিশাইয় ৭ অধ্যায় এবং ২ বংশাবলি ২৮ অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পারবেন। এখানে সংক্ষেপ উদ্ধৃতি দেখুনঃ

"যোথমের ছেলে আহস যখন এহূদা দেশের বাদশাহ হলেন তখন সিরিয়ার বাদশাহ রৎসীন ইসরাইলের বাদশাহ রমলিয়ের ছেলে পেকহকে সংগে নিয়ে জেরুজালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু তাঁরা তা জয় করতে পারলেন না। তখন দাউদের বংশের লোকদের বলা হল, 'সিরিয়ার সৈন্যদল বন্ধু হিসেবে আফরাহীমে ছাউনী ফেলে আছে।' এই কথা শুনে আহস ও তাঁর লোকদের দিল ভয়ে বাতাসে দুলে-ওঠা বনের গাছের মতই দুলে উঠল। তখন মাবুদ ইশাইয়াকে বললেন ... তাকে এই কথা বল, সতর্ক হও, স্থির থাক ও ভয় কোরো না।... কিন্তু আমি আল্লাহ মালিক বলছি যে, এই যুদ্ধ হবেও না, ঘটবেও না।'

---

[১০] http://www.rejectionofpascalswager.net/prophecies.html
[১১] http://www.rejectionofpascalswager.net/prophecies.html

(ইশাইয়া ৭/১-৭, মো.-০৬)

কিন্তু ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা নিশ্চিত করছে যে, যিশাইয়র মাধ্যমে দেওয়া মাবুদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে: "আহস বিশ বছর বয়সে বাদশাহ হয়েছিলেন এবং জেরুজালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন। ... এইজন্য তাঁর মাবুদ আল্লাহ তাঁকে সিরিয়ার বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দিলেন। সিরীয়রা তাঁকে হারিয়ে দিল এবং তাঁর অনেক লোককে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে গেল। তাঁকেও ইসরাইলের বাদশাহ পেকহের হাতে তুলে দেওয়া হল (কেরি: আবার তিনি ইস্রায়েলের রাজার হস্তেও সমর্পিত হইলেন)। ইসরাইলের বাদশাহ তাঁর অনেক লোককে হত্যা করলেন। রমলিয়ের ছেলে পেকহ একদিনের মধ্যে এহূদার এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যকে হত্যা করলেন।" (২ বংশাবলি/খান্দাননামা ২৮/১-৬)

৪. ১. ২১. টায়ার শহর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

প্রাচীন ফিলিস্তিনের একটা প্রসিদ্ধ শহর টায়ার বা টোর (Tyre)। আরবি, হিব্রু ও ফনিকীয় ভাষায় শহরটার নাম 'সোর' (صور)। বাংলায় কেরি ও পবিত্র বাইবেল ২০০০-এ 'সোর', জুবিলী বাইবেলে 'তুরস' ও কিতাবুল মোকাদ্দসে 'টায়ার' লেখা হয়েছে। এ শহর বিষয়ে বাইবেল ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাদনেজার (বখতে নাসার) শহরটা দখল ও ধ্বংস করবেন। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, 'Ezekiel' নবীর নাম বিভিন্ন বাংলা বাইবেলে 'যিহিষ্কেল', 'ইহিস্কেল', 'হেজকিল' ও 'এজেকিয়েল' লেখা হয়েছে। বাইবেল গবেষকদের ধারণায় তিনি খৃস্টপূর্ব ৬২২ সালে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৭০ সালে ব্যাবিলনে মৃত্যুবরণ করেন। ক্যাথলিক বাইবেলের (বাংলা জুবিলী বাইবেল) ৩৩ নং পুস্তক এবং প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের (বাংলা কেরি, কিতাবুল মোকাদ্দস ইত্যাদি) ২৬ নং পুস্তকটা যিহিষ্কেল বা ইহিষ্কেল নবীর নামে পরিচিত। এ পুস্তকে তিনি বলছেন:

"টায়ারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী: হে টায়ার, আমি তোমার বিরুদ্ধে উত্তর দিক থেকে ঘোড়া, রথ, ঘোড়সওয়ার ও মস্তবড় এক সৈন্যদলের সংগে বাদশাহদের বাদশাহ, অর্থাৎ ব্যাবিলনের বাদশাহ বখতে নাসারকে নিয়ে আসব। সে যুদ্ধ করে তোমার গ্রামগুলো ধ্বংস করবে। সে তোমার বিরুদ্ধে একটা উঁচু ঢিবি তৈরী করবে এবং তোমার দেয়ালের সংগে লাগানো একটা ঢালু ঢিবি বানাবে; তারা নিজেদের রক্ষা করবার জন্য তাদের সব ঢাল উঁচু করে ধরবে। সে দেয়াল ভাংগার যন্ত্র দিয়ে তোমার দেয়ালে আঘাত করবে এবং তার যন্ত্রপাতি দিয়ে তোমার উঁচু পাহারা ঘরগুলো ধ্বংস করে ফেলবে। তার এত বেশী ঘোড়া থাকবে যে, সেগুলো তোমাকে ধুলায় ঢেকে দেবে। ভাংগা দেয়ালের মধ্য দিয়ে লোকে যেমন করে শহরে ঢোকে তেমনি করেই সে যখন যুদ্ধের ঘোড়া, গাড়ি ও রথ নিয়ে তোমার সব দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকবে তখন তার শব্দে তোমার দেয়ালগুলো কাঁপবে। তার ঘোড়াগুলোর খুর তোমার সব রাস্তা মাড়াবে; তোমার লোকদের সে মেরে ফেলবে ও তোমার শক্ত শক্ত থামগুলো মাটিতে পড়ে যাবে। তারা তোমার ধন-সম্পদ ও তোমার বাণিজ্যের জিনিসপত্র লুট করবে; তারা তোমার দেয়াল ভেংগে ফেলবে, সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর ধ্বংস করবে এবং তোমার পাথর, কাঠ ও ধুলা সমুদ্রে ফেলে দেবে। আমি তোমার গানের শব্দ থামিয়ে দেব; বীণার বাজনাও আর শোনা যাবে না। আমি তোমাকে পাথরের মত করে রাখব আর তুমি হবে জালা শুকাবার জায়গা। <u>তোমাকে আর তৈরী করা হবে না।</u> কারণ আমি আল্লাহ মালিকই এই কথা বলছি। (ইহিষ্কেল ২৬/৭-১৪, মো.-০৬)

এখানে যিহিষ্কেল দু'টা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: (১) নেবুকাদনেজার বা বখতে নাসার দেশটা ধ্বংস করবেন এবং (২) এটা আর কখনো পুনর্নির্মিত হবে না। তাঁর দু'টা ভবিষ্যদ্বাণীই সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। নেবুকাদনেজার শহরটা ধ্বংস করা তো দূরের কথা দখলই করতে পারেননি। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে ৫৭৩ পর্যন্ত ১৩ বছর অবরোধের পর শহরটা দখল করতে ব্যর্থ হয়ে নেবুকাদনেজার কর

গ্রহণের চুক্তিতে অবরোধ তুলে নেন। প্রায় আড়াইশো বছর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার শহরটা অবরোধ করেন, দখল করেন ও ধ্বংস করেন। পরে আবার তা পুনর্নির্মিত হয়। যীশুর সময়েও শহরটা প্রসিদ্ধ ছিল (মার্ক ৭/২৪, প্রেরিত ১২/২০)। বর্তমানেও তা প্রসিদ্ধ শহর ও ইউনেসকো (UNESCO)-র বিশ্ব-ঐতিহ্য (World Heritage Sites) তালিকার অন্তর্ভুক্ত।[১২]

উপরে নেবুকাদনেজারের হাতে টায়ার ধ্বংসের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা কখনো ঘটেনি। স্বয়ং যিহিস্কেলই তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন: "আমাদের বন্দীদশার সাতাশ বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে মাবুদের এই কালাম আমার উপর নাযেল হল, হে মানুষের সন্তান (হে ইবনুল ইনসান বা হে ইবনে আদম), ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার টায়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তার সৈনদলকে এত বেশী খাটিয়েছে যে, তাদের সকলের মাথার চুল উঠে গেছে। তবুও টায়ারের বিরুদ্ধে সে যে যুদ্ধ চালিয়েছে তার বা তার সৈনদলের কোন লাভ হয়নি। সেজন্য আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসারকে মিসর দেশটা দেব আর সে তার ধন-সম্পদ নিয়ে যাবে। তার সৈন্যদলের বেতনের জন্য সে সেই দেশটা লুটপাট করবে। তার কাজের পাওনা হিসাবে আমি তাকে মিসর দেশটা দিয়েছি, কারণ সে আমার জন্য কাজ করেছে। আমি আল্লাহ্ মালিক এই কথা বলছি।" (যিহিস্কেল ২৯/১৭-২০ মো.-০৬)

আমরা দেখব যে, যিহিস্কেলের এ ভবিষ্যদ্বাণীও ব্যর্থ হয়েছিল।

৪. ১. ২২. মিসর বিষয়ে যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী

যিহিস্কেল লেখেছেন, ঈশ্বর মিসরকে বলেন: "সেজন্য আমি আল্লাহ মালিক বলছি যে, আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে এসে তোমার লোকদের ও পশুদের মেরে ফেলব। মিসর হবে একটা জনশূন্য ধ্বংসস্থান । তখন তোমার লোকেরা জানবে যে, আমিই মাবুদ। তুমি বলেছ যে, নীল নদ তোমার আর তুমিই সেটা তৈরী করেছ। সেজন্য আমি তোমার ও তোমার নদীর সমস্ত পানির বিরুদ্ধে। আমি মিগদোল থেকে আসওয়ান, অর্থাৎ ইথিওপিয়ার সীমানা পর্যন্ত মিসর দেশকে জনশূন্য ও ধ্বংসস্থান করে দেব। তার মধ্য দিয়ে কোন মানুষ বা পশু চলাফেরা করবে না; চল্লিশ বছর ধরে সেখানে কেউ বাস করবে না। ধ্বংস হয়ে যাওয়া সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে আমি মিসর দেশের অবস্থা আরও বেশী খারাপ করে দেব; ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরগুলোর মধ্যে তার শহরগুলোর অবস্থা চল্লিশ বছর ধরে আরও খারাপ হয়ে থাকবে। আমি নানা জাতি ও দেশের মধ্যে মিসরীয়দের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেব। চল্লিশ বছরের শেষে আমি নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা মিসরীয়দের জমায়েত করব। আমি তাদের অবস্থা ফিরিয়ে তাদের পূর্বপরুষদের দেশ পথ্রোষে নিয়ে যাব। সেখানে তাদের রাজ্য হবে দুর্বল। পথ্রোষ হবে সবচেয়ে দুর্বল রাজ্য; অন্যান্য জাতিদের উপরে সে কখনও নিজেকে উঁচু করবে না। আমি তাকে এত দুর্বল করব যে, সে আর কখনও অন্যান্য জাতিদের উপরে রাজত্ব করবে না। ... আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসারকে মিসর দেশটা দেব আর সে তার ধন-সম্পদ নিয়ে যাবে। তার সৈন্যদলের বেতনের জন্য সে সেই দেশটা লুটপাট করবে। (যিহিস্কেল ২৯/৮-১৯)

এ ভবিষ্যদ্বাণীটা পুরোপুরিই ব্যর্থ ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পল টবিন (Paul Tobin) লেখেছেন:

"ভুল প্রমাণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের দাবিদার:

- মিসর কখনোই জনশূন্য ধ্বংসস্থান হয়নি।
- কখনোই তাতে মানুষ ও পশুর চলাফেরা বন্ধ হয়নি।
- চল্লিশ বছর সেখানে কেউ বসবাস না করা তো অনেক দূরের কথা, এক দিনের জন্যও মিসর

---

[১২] http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon

বসবাসকারী শূণ্য হয়নি।

- মিসর কখনোই চারিপাশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশগুলোর মধ্যে থাকেনি।
- চল্লিশ বছর তো দূরের কথা এক দিনের জন্যও মিসরের শহরগুলো অধিবাসী-শূন্য, জনমানব শূন্য বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি।
- কখনোই মিসরবাসীদের 'নির্বাসনে' যেতে হয়নি: কেউ কখনো মিসরের অধিবাসীদেরকে নানা জাতি ও দেশের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়নি।
- যিহিস্কেল মিসরের ধ্বংস নেবুকাদনেজারের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তা মিথ্যা প্রমাণ হয়েছে। তিনি কখনোই মিসর জয় করতে পারেননি।"[১৩]

৪.২. ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান কিছু ভুলভ্রান্তি

উপরে আমরা পুরাতন নিয়ম প্রসঙ্গে নতুন নিয়মের কিছু ভুলও উল্লেখ করেছি। বাইবেল সমালোচকরা নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান আরো অনেক ভুলভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে কয়েকটা নমুনা দেখুন:

৪. ২. ১. ইয়াকুব কুলের উপর যীশুর রাজত্ব

যীশুর জন্ম প্রসঙ্গে লূক লেখেছেন: "আর মাবুদ আল্লাহ তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।" (লূক ১/৩২-৩৩, মো.-০৬)

বাইবেল সমালোচকরা এ কথাটাকে ভুল বলে গণ্য করেছেন। কারণ বাইবেলের পরিভাষায় যুগে যুগে রাজত্ব করার অর্থ তিনি ও তাঁর বংশধরেরা ইয়াকুব বংশের উপর রাজত্ব করবেন। কিন্তু বাস্তবে যুগে যুগে তো দূরের কথা কখনোই তিনি ইয়াকুব বংশের উপর রাজত্ব করেননি। 'বাইবেলের মারাত্মক খুঁত' প্রবন্ধে ডোনাল্ড মরগান লেখেছেন: "None of this took place nor can it now be fulfilled" "এ ভবিষ্যদ্বাণীর কিছুই বাস্তবে ঘটেনি এবং এটা পুরণ হওয়া এখন আর সম্ভবও নয়।"[১৪]

গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) লেখেছেন: "Forever? Historically, when has Jesus ever ruled over the Jews?" "Sorry, but right here in Luke 1:30-33, the Bible has documented some blatant falsehoods and prophesized some outright C&V lies": "'চিরকাল'? ঐতিহাসিক ভাবে, যীশু কখনো কি কোনো যুগে ইহুদিদের উপর রাজত্ব করেছেন?" "দুঃখিত, কিন্তু ঠিক এখানে, লূক ১/৩০-৩৩-এ বাইবেল কিছু আপত্তিকর মিথ্যাচার করেছে এবং অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত উদ্ধৃতি দ্বারা নির্জলা মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।"[১৫]

৪. ২. ২. মরিয়মের পুত্রের নাম যীশু না ইম্মানুয়েল?

যীশুর জন্ম প্রসঙ্গে মথি লেখেছেন: "এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: 'একজন অবিবাহিতা সতী (কুমারী) মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল।" এই নামের মানে হল, আমাদের সংগে আল্লাহ।" (মথি ১/২২-২৩: মো.-০৬)

মথির দাবি অনুসারে যীশুর নাম হবে 'ইম্মানুয়েল'। কিন্তু কখনোই যীশুর নাম কেউ 'ইম্মানুয়েল'

---

[১৩] http://www.rejectionofpascalswager.net/prophecies.html

[১৪] Fatal Bible Flaws? http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html

[১৫] http://www.thegodmurders.com/id90.html. http://www.thegodmurders.com/id134.html

রাখেননি। এমনকি, কখনোই কোনো খ্রিষ্টান যীশুকে বুঝাতে বা ডাকতে 'ইম্মানুয়েল' বলেন না। গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) বলেন:

"And, why is the Messiah's name Jesus Christ instead of 'Immanuel'? Who calls Jesus 'Immanuel' when referring to Him? Do you call Jesus Christ 'Immanuel' when referring to Him? Did not Isaiah state: 'His name shall be Immanuel'. 'Immanuel' means- 'God with us'. 'Jesus Christ' means – 'Savior Annointed'. ...Doesn't the Isaiah: 7:14 'prophesy' prove to be bogus? Would your explanation of it be based on what is written C&V?"

"আর খ্রিষ্টের নাম ইম্মানুয়েল না হয়ে যীশু হল কেন? যীশুকে বুঝাতে কেউ কি 'ইম্মানুয়েল' বলেন? আপনি কি যীশুকে বুঝাতে তাঁকে 'ইম্মানুয়েল' বলে আখ্যায়িত করেন? যিশাইয় কি বলেননি যে, 'তার নাম হবে ইম্মানুয়েল'? 'ইম্মানুয়েল' অর্থ 'ঈশ্বর আমাদের সাথে'। যীশু খ্রিষ্ট অর্থ 'অভিষিক্ত ত্রাণকর্তা'। ... যিশাইয় ৭/১৪ 'ভবিষ্যদ্বাণী কি মিথ্যা প্রমাণিত হল না? এ বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা কি বাইবেলের মধ্যে লিখিত অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত উদ্ধৃতি নির্ভর হবে?"[১৬]

৪. ২. ৩. একচল্লিশকে বিয়াল্লিশ বানানো

মথি বলেন: "এভাবে ইব্রাহিম থেকে দাউদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; দাউদ থেকে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; ব্যাবিলনে বন্দী হবার পর থেকে মসীহ্ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।" (মথি ১/১৭, মো.-০৬)

এ কথাটা ভুল। কারণ এখানে বলা হয়েছে: যীশুর বংশ তালিকা তিন অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশে ১৪ পুরুষ, তাহলে মোট ৪২ পুরুষ। এ কথাটা সুস্পষ্ট ভুল। মথির ১/১-১৭-র বংশ তালিকায় যীশু থেকে অবরাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ নয়, বরং ৪১ পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। যে কোনো পাঠক গণনা করলেই তা দেখবেন। তবে কেউ যদি দাবি করেন যে, ৪১ ও ৪২ একই সংখ্যা তবে তার দাবি বিবেচনা করতে হবে; কারণ খ্রিষ্টধর্মে তিনে এক হয় বা তিন ও এক একই সংখ্যা বলে বিশ্বাস করতে হয়।

৪. ২. ৪. যীশুর পিতামাতার বৈৎলেহমে গমন

যীশুর মাতা মেরি এবং যোষেফ (ইউসুফ) গালীল প্রদেশের নাসরাত গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। (লূক ১/২৬-২৭, ২/১-৬)। লোকগণনার রাষ্ট্রীয় নির্দেশ পালনের জন্য যোষেফ গর্ভবতী মেরিকে নিয়ে বৈৎলেহমে গমন করেন। এ প্রসঙ্গে লূকের বক্তব্য:

"সেই সময়ে সম্রাট আগস্ত কৈসর (অগাস্টাস: Caesar Augustus) তাঁর রাজ্যের (সারা দুনিয়ার: all the world) সব লোকদের নাম লেখাবার আদেশ দিলেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীনিয়ের সময়ে (Cyrenius was governor of Syria) এই প্রথমবার লোকগণনার জন্য নাম লেখানো হয়। নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল। যোষেফ (ইউসুফ) ছিলেন রাজা দাউদের বংশের লোক। রাজা দাউদের জন্মস্থান ছিল যিহূদিয়া (এহুদা) প্রদেশের বৈৎলেহম গ্রামে। তাই যোষেফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে বৈৎলেহম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তাঁর সংগে সেখানে গেলেন। এঁরই সংগে যোষেফের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বৈৎলেহমে থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময় এসে গেল। সেখানে তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম হল..।" (লূক ২/১-৭: পবিত্র বাইবেল-২০০০)।

---

[১৬] http://www.thegodmurders.com/id134.html

ফিলিস্তিনের উত্তর প্রান্তের গালীল প্রদেশের নাসরত থেকে দক্ষিণ প্রান্তের যিহূদা প্রদেশের বৈথলেহম বা বৈথলেহমের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল। ট্যাক্সের জন্য নাম লেখাতে প্রত্যেককে নিজ গ্রামে যেতে হবে। এজন্য যোষেফ তাঁর ৪২ প্রজন্মের আগের পূর্বপুরুষ দাউদ, যিনি যোষেফের প্রায় হাজার বছর পূর্বে বৈথলেহম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সে গ্রামে যেতে বাধ্য হলেন। এজন্য তিনি সে প্রাচীন যুগে পাহাড় পর্বতের দুর্গম পথ বেয়ে ৮০ মাইল পথ পাড়ি দিলেন। আবার গর্ভবতী স্ত্রীকেও সাথে নিতে বাধ্য হলেন, যে স্ত্রী গর্ভের শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং যে কোনো সময় সন্তান প্রসব করতে পারেন! বিষয়টা কি সত্য? আধুনিক বাইবেল বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে, এ গল্পটা ভিত্তিহীন।

নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করুন:

(ক) লূক দাবি করেছেন যে, অগাস্টাস সারা বিশ্বের বা তার রাজ্যের সব লোকের গণনার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর কথাটা ভুল। সারা দেশের লোকগণনার কোনো আদেশ সিজার অগাস্টাসের সময়ে জারি করা হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় না। শুধু সিরিয়া ও জুডিয়া (এহুদা) প্রদেশের লোকগণনা করা হয়েছিল।

(খ) ট্যাক্সের জন্য লোকগণনায় মানুষদেরকে নিজ গ্রাম বা নিজ জন্মস্থানে যাওয়ার কোনো নির্দেশনা রোমান আইনে পাওয়া যায় না। বরং নাগরিকরা যে যেখানে বসবাস করতেন সেখানেই নাম লিখাতেন।

(গ) প্রাচীন কালে নাগরিকরা ট্যাক্স দেওয়ার জন্য নিজ গ্রামে যেতেন না; বরং ট্যাক্স সংগ্রাহকরা নাগরিকদের গ্রামে যেয়ে ট্যাক্স নিতেন।

(ঘ) এরূপ গণনায় মহিলাদের উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজনে স্বামী বা পিতা তার তথ্য প্রদান করতেন। সে যুগে ও সে সমাজে মহিলাদের কোনোরূপ অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল না এবং এরূপ গণনায় তারা ধর্তব্য ছিলেন না।

(ঙ) কুরীনিয় সিরিয়া ও যুডিয়া প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। গালীল প্রদেশ তার দায়িত্বাধীন ছিল না। গালীল মূলত রোমান প্রদেশ ছিল না; বরং স্বাধীন ছিল। আইনগত বা নৈতিকভাবে গালীল থেকে যুডিয়ার বৈৎলেহমে যেয়ে গণনায় অংশ নেওয়ার কোনো দায়িত্ব যোষেফের ছিল না।

(চ) যোষেফের প্রায় হাজার বছর পূর্বের পূর্বপুরুষ দাউদ। স্বভাবতই যোষেফের সময়ে দাউদের হাজার হাজার উত্তর পুরুষ যোষেফের মতই ফিলিস্তিনের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতেন। তারা সকলেই কি বৈৎলেহমের মত ছোট্ট গ্রামে যেয়ে নাম লেখিয়েছিলেন?[১৭]

প্রসিদ্ধ বাইবেল বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এড প্যারিশ স্যান্ডার্স লেখেছেন:

"According to Luke's own genealogy (3-23-38), David had lived forty-two generations before Joseph. Why should Joseph have had to register in the town of one of his ancestor forty-two generations earlier? What was Augustus-the most rational of Caesars- thinking of? The entirety of the Roman empire would

[১৭] Brown, D. L. The Birth of the Messiah: A commentary on the Infancy Marratives in the Gospels of Matthew and Luke (1993), Doubleday; New York, p 549; Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus (2009), p 260-262. Miller, R. J. (2003) Born Divine: The Births of Jesus and Other Sons of God, Polebridge Press, California. p 57; Sanders, E. P. The Historical Figure of Jesus (1995) Penguin Books, England, p 87; Rhys, J. (2003) Shaken Creeds: The Virgin Birth Doctrine, R. A. Kessinger Publishing, Montana, p 95.

have been uprooted by such a decree. ... Further, David doubtless had tens of thousands of descendants who were alive at the time. Could they all identify themselves? If so, how would they all register in a little village?"

"লূকের নিজের দেওয়া বংশবৃত্তান্ত অনুসারে (লূক ৩/২৩-৩৮) যোষেফের ৪২ প্রজন্ম পূর্বের মানুষ দাউদ। যোষেফকে কেন ৪২ পুরুষ পূর্বের একজন পূর্বপুরুষের গ্রামে যেয়ে নাম লেখাতে হবে? অগাস্টাস ছিলেন রোমান শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিবেকবান শাসক। তিনি কিভাবে এরূপ বিষয় চিন্তা করতে পারলেন? এরূপ কোনো নির্দেশ দিলে তো পুরো রোমান সাম্রাজ্যই মূলোৎপাটিত হয়ে যেত। ... উপরন্তু এ নির্দেশ জারির সময়ে দাউদের হাজার হাজার উত্তরপুরুষ জীবিত ছিল। তারা সকলেই কি তাদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় জানতেন? জানলে কিভাবে একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে তারা সকলে নাম লেখালেন?"[১৮]

বর্তমানে অনেক বাইবেল বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, নাম লেখাতে বৈৎলেহমে যাওয়ার এ কাহিনীটা বানোয়াট। যে যুগের ইহুদিদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ দাউদের বংশধর হবেন এবং বৈৎলেহমের জন্মগ্রহণ করবেন। যীশু গালীলের নাসরতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বসবাস করতেন। নাসরতীয় যীশুকে বৈৎলেহমীয় বানানোর জন্যই এ গল্পের অবতারণা। সম্ভবত লূক বা এ গল্পের উদ্ভাবনকারী কুরীনিয় কর্তৃক সিরিয়া ও যুডিয়ার লোকগণনার বিষয়টা জানতেন। ইচ্ছাকৃত কিন্তু ত্রুটিযুক্তভাবে এ কাহিনীটা ব্যবহার করে তিনি তার তথ্যগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছেন।[১৯]

৪. ২. ৫. রাজা হেরোদের শিশু গণহত্যা

যীশুর জন্ম বর্ণনায় মথির লেখা গণহত্যার কাহিনীটা ভিত্তিহীন গণ্য করেছেন অনেক গবেষক। এ কাহিনীর মূল বিষয় পূর্ব দেশের কয়েকজন পণ্ডিত একটা তারা দেখে জানতে পারেন যে, 'ইহুদিদের রাজা' মসীহ জন্মলাভ করেছেন। তাকে দেখার জন্য তারা জেরুজালেমে আগমন করেন। তারা মানুষদেরকে ইহুদিদের রাজার জন্মস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন জুডিয়া বা এহুদা রাজ্যের রাজা ছিলেন হেরোদ। তিনি এবং জেরুজালেমের সকলে ভয়ে অস্থির হয়ে যান। রাজা ইহুদি পণ্ডিতদের প্রশ্ন করেন, মসীহ কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন। তারা বলেন, তিনি বৈথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন। তখন রাজা পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের অনুরোধ করেন, তারা নবজাত শিশুটাকে সেজদা করে ফিরে এসে রাজাকে যেন তার ঠিকানা জানান, যেন রাজাও তাকে সেজদা করতে পারেন। পণ্ডিতরা স্বপ্নের মাধ্যমে জানেন যে, হেরোদ মূলত নবজাতক যীশুকে হত্যা করতে চান। এজন্য তারা নবজাতক যীশুকে সেজদা করে নিজেদের দেশে ফিরে যান। হেরোদ বিষয়টা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বৈথলেহেম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ২ বছর বা কম বয়সের সকল পুত্র শিশুকে হত্যা করেন। এ বিষয়ে মথি ২/১৬ বলছেঃ "পরে হেরোদ যখন দেখলেন যে, তিনি পণ্ডিতগণ দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তখন মহা ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই পণ্ডিতদের কাছে বিশেষ করে যে সময় জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দু'বছর ও তার অল্প বয়সের যত বালক বেথেলহেম ও তার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করালেন।" (মো.-১৩)

ঐতিহাসিকভাবে, বুদ্ধি-বিবেচনায় এবং ইঞ্জিলের আলোকে এ কথাটা ভুল।

(ক) ঐতিহাসিকভাবে তথ্যটা অশুদ্ধ হওয়ার কারণ, গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য অ- খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের মধ্য থেকে কেউই এ ঘটনাটা লেখেননি। প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর (৩৭-৯৫ খ্রি.) প্রসিদ্ধতম ইহুদি

---

[১৮] Sanders, E. P. The Historical Figure of Jesus (1995) Penguin Books, England, p 86.
[১৯] Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus (2009), p 263.

ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus) বা অন্য কোনো সমসাময়িক ইহুদি ঐতিহাসিক এ ঘটনা উল্লেখ করেননি; অথচ এ সকল ইহুদি ঐতিহাসিক হেরোদকে জালিম হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং তার ছোট বড় সকল জুলুম ও অপরাধ বিস্তারিতভাবে লেখেছেন। নিরপরাধ কয়েক ডজন বা কয়েক শত শিশুকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্করতম জুলুম। তা যদি প্রকৃতই ঘটে থাকত তাহলে এ সকল ঐতিহাসিক অবশ্যই তা বিস্তারিত বিবরণসহ লিখতেন। ঘটনার সমসাময়িক বা নিকটবর্তী সময়ের কোনো ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কিছুই লেখেননি। পরবর্তী খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা একান্তই মথির এ কাহিনীর উপর নির্ভর করে লেখেছেন।

(খ) যুক্তির মাপকাঠিতেও বর্ণনাটা অসত্য। নিম্নের তিনটা বিষয় বিবেচনা করুন:

(১) মথির বর্ণনা অনুসারে যীশুর জন্মের পরপরই পূর্বদেশীয় পণ্ডিতরা এসেছিলেন। তাহলে রাজা হেরোদ হত্যাকাণ্ডের জন্য দু বছর অপেক্ষা করলেন কেন?

(২) মথির বর্ণনা অনুসারে হেরোদ ও জেরুজালেমের সকলেই আতঙ্কিত যে, মসীহের জন্ম হয়েছে, যিনি ইহুদিদের রাজা হবেন। তারা এটাও নিশ্চিত হন যে, তার জন্ম হয়েছে বৈৎলেহমে। রাজা হেরোদ 'মহান হেরোদ' (Herod the Great) উপাধিতে ভুষিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও জালিম ছিলেন। মথির বর্ণনা যদি সত্য হত তবে তিনি পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের উপর নির্ভর না করে নিজের গোয়েন্দাদের লাগিয়ে নিজেই অতি সহজে জেনে নিতে পারতেন যে, শিশুটা কে এবং তাকে হত্যা করতে পারতেন। তিনি পণ্ডিতদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা না করে তার দু'চার জন গোয়েন্দা তাদের পিছনে লাগিয়ে দিতেন।

(৩) বৈৎলেহম একটা ছোট্ট শহর ছিল, কোনো বড় শহর ছিল না, আর তা ছিল হেরোদের রাজধানী জেরুজালেমের কাছেই, কোনো দূরবর্তী শহর ছিল না। শহরটা ছিল হেরোদের নিয়ন্ত্রণাধীন, অন্য কারো নিয়ন্ত্রণে ছিল না। যদি পণ্ডিতদের উপরে নির্ভর করে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা সত্য হত তবে হেরোদের পক্ষে খুবই সহজ ছিল যে, তিনি নিজের রাজধানীর নিকটবর্তী নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন এই ছোট্ট জনপদটাতে খোঁজ নিয়ে জেনে নেবেন যে, পণ্ডিতরা কার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং কার পুত্র কাকে তারা উপহারাদি প্রদান করেছিলেন। কাজেই নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশুদেরকে বধ করার তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কোনো মহা জালিম শাসকও চায় না যে, অকারণে শাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনরোষ সৃষ্টি হোক। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ করার বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে, রোমান গভর্নর যীশুকে নিরপরাধ মনে করতেন এবং তাঁকে শাস্তি প্রদানে আগ্রহী ছিলেন না, ইহুদি জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে যীশুকে শাস্তি দেন। তাহলে আমরা কিভাবে কল্পনা করতে পারি যে, একেবারেই অপ্রয়োজনে জালিম শাসক অগণিত নিরপরাধ শিশুকে বধ করে ইহুদি জনগোষ্ঠীকে ক্ষিপ্ত করবেন?

(গ) ইঞ্জিলের বর্ণনার আলোকেও ঘটনাটা মিথ্যা। লূকের বর্ণনা দু'দিক থেকে মথির বর্ণনাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে।

(১) গণহত্যার বিষয়ে লূক একটা শব্দও লেখেননি। এটা প্রমাণ করে যে, মথির গল্প ভিত্তিহীন। সকল খ্রিষ্টান পণ্ডিত একমত যে, মথির ইঞ্জিলের অনেক পরে লূকের ইঞ্জিল লেখা। লূক তার ইঞ্জিলের প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর বিষয়ে বর্ণিত ও প্রচলিত সকল তথ্য বিবেচনা ও গবেষণা করে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। গণহত্যা যদি সত্যই ঘটত তবে নিঃসন্দেহে প্রথম শতকের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকত এবং লূক তা জানতেন। এছাড়া সত্যই যদি মথির ইঞ্জিল শিষ্য মথির লেখা হতো তবে নিশ্চয় যীশু বিষয়ক প্রচলিত সকল তথ্যের মধ্যে এ 'ইঞ্জিলটিও' লূক পড়েছিলেন। তাহলে তিনি গণহত্যার বিষয়ে একটা শব্দও লেখলেন না কেন?

লূক যীশুর জন্মের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। হেরোদে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অনেক ক্ষুদ্র ও কম গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় তিনি বিস্তারিত লেখেছেন। কিন্তু গণহত্যা এবং এ গণহত্যা থেকে শিশু যীশুকে রক্ষা করার অলৌকিক বিষয়ে তিনি কিছুই লেখেননি। এর কারণ দুটোর একটা: (১) তিনি গণহত্যার বিষয়টা মথিতে পড়েছিলেন কিন্তু তার গবেষণায় তা ভিত্তিহীন ও অসত্য হওয়ার কারণে তা লেখেননি। (২) অথবা আদৌ তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তার ইঞ্জিল রচনার পরে এ সকল গল্প সমাজে ছড়িয়েছে এবং মথির নামে লেখা ইঞ্জিলে তা লেখা হয়েছে।

(২) লূক যা লেখেছেন তা নিশ্চিত করে যে, মথির লেখা শিশু-গণহত্যার এ কাহিনী অসত্য। লূক দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর জন্মের পরেই ফেরেশতারা রাখালদেরকে সংবাদ দেন যে মসীহের জন্ম হয়েছে এবং রাখালরা যীশুকে দেখে নিশ্চিত হয়ে তা বলাবলি করতে থাকেন। লূক আরো লেখেছেন যে, যীশুর জন্ম-পরবর্তী পবিত্রতা লাভ করার পরেই তাঁর পিতামাতা তাকে নিয়ে জেরুজালেমে উপাসনাগৃহে (বায়তুল মোকাদ্দসে) গমন করেন এবং সেখানে কুরবানী দেন। তখন 'শিমিয়োন (শামউন) নামক ব্যক্তি' যিনি "ধার্মিক ও ভক্ত... এবং পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন। আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রিষ্টকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না" সে ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে বায়তুল মোকাদ্দসে প্রবেশ করেন এবং যীশুকে তার কোলে তুলে নেন। তিনি সেখানে যীশুর গুণাবলি বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে হান্না নাম্মী এক বৃদ্ধা নবী "সেই দন্ডে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং যত লোক যিরূশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা বলিতে লাগিলেন।" (লূক ২/২২-৩৮)

এ বিবরণ প্রমাণ করে যে মথির কাহিনী অসত্য। কারণ জেরুজালেমবাসী সকলেই বা অনেকেই তাঁর বিষয় জানতেন। হেরোদ বা অন্য কেউ তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন না। আর যদি সত্যই হেরোদ তাঁকে হত্যা করতে চাইতেন তবে সহজেই তাকে চিনে নিতে পারতেন। পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের উপর নির্ভর করার বা অকারণে অনেকগুলো শিশু হত্যা করার কোনোই প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

৪. ২. ৬. হোশেয়র ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর জন্য?

মথি লেখেছেন যে, হেরোদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যীশুর পরিবার মিসরে গমন করেন। হেরোদের মৃত্যুর পর তাঁরা মিসর থেকে ফিরে আসেন। এভাবে পুরাতন নিয়মের খ্রিষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়: "হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন। এটা ঘটলো যেন নবীর মধ্য দিয়ে নাজেল হওয়া প্রভুর এই কালাম পূর্ণ হয়, 'আমি মিসর থেকে আপন পুত্রকে ডেকে আনলাম'।" (মথি ২/১৫, মো.-১৩)

বাইবেল সমালোচকরা এটাকে সুস্পষ্ট ভুল বলে গণ্য করেছেন। মথি এখানে হোশেয় পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এ শ্লোকটা বিভিন্ন ইংরেজি, আরবি, বাংলা বাইবেলে বিভিন্নভাবে লেখা। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনের পাঠ নিম্নরূপ:

"When Israel was a child, then I loved him, and out of Egypt I called **my son**. The more I called them the more they went from me. They kept sacrificing to the Ba'als and burning incense to idols."

"ইস্রায়েলের ছেলেবেলায় আমি তাকে ভালবাসতাম এবং মিসর থেকে **আমার পুত্রকে** ডেকে এনেছিলাম। কিন্তু আমি তাদেরকে যত ডাকলাম ততই তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তারা বাল দেবতার কাছে পশু উৎসর্গ করতে লাগল এবং মূর্তিগুলোর কাছে ধূপ জ্বালাতে লাগল। (হোশেয় ১১/১-২, বাইবেল-২০০০)

এখানে বনি-ইসরাইলদের প্রতি মহান আল্লাহর করুণা ও তাদের অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে। বনি-ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ ভালবেসেছিলেন। দয়া করে তাদেরকে মিসর থেকে বের করে এনেছিলেন।

তাদেরকে তাঁর পথে চলার জন্য ব্যবস্থা বা শরীয়ত দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর অবাধ্যতা করে মূর্তিপূজার পথে ধাবিত হয়। পরবর্তী শ্লোকগুলোতে তাদের এ অবাধ্যতার পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, 'আমার পুত্র' বলতে কোনো ব্যক্তিকে বুঝানো হয়নি। 'ইসরাইল জাতিকে' বুঝানো হয়েছে। এটা বাইবেলের সুপরিচিত পরিভাষা। জাতি অর্থে ইসরাইলকে বাইবেলে 'ঈশ্বরের পুত্র' এবং 'ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল **আমার পুত্র**, আমার প্রথমজাত (Israel is **my son**, even my firstborn) (যাত্রাপুস্তক ৪/২২)। ঠিক এভাবেই হোশেয়র বক্তব্যেও ইসরাইলকে (my son) আমার পুত্র বলা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলোতে 'আমার পুত্র' বুঝাতেই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; কারণ আমার পুত্র অর্থ আমার পুত্র বা প্রথম পুত্র ইসরাইল জাতি।

লিভিং বাইবেল (The Living Bible: TLB)-এ শ্লোকটা নিম্নরূপ: "When Israel was a child, I loved him as a son (NET: like a son) and brought him out of Egypt" "যখন ইস্রায়েল শিশু ছিল তখন আমি তাকে ভালবাসতাম একজন পুত্রের মত এবং তাকে বের করে আনলাম মিসর থেকে।" এ পাঠ আরো নিশ্চিত করছে যে, মিসর থেকে ডেকে আনা ছেলেটাই স্বয়ং ইস্রায়েল জাতি, যাকে ঈশ্বর ছেলের মতই বা ছেলে হিসেবে ভালবাসতেন। বাইবেলের বিভিন্ন ইংরেজি সংস্করণে পরবর্তী শ্লোকগুলোতেও একবচন ব্যবহার করে এ অর্থই নিশ্চিত করা হয়েছে। দা মেসেজ (The Message: MSG) বাইবেলের পাঠ নিম্নরূপ: "When Israel was only a child, I loved him. I called out, 'My son!'—called him out of Egypt. But when others called him, he ran off and left me. He worshiped the popular sex gods, he played at religion with toy gods."

"ইসরাইল যখন কেবল একটা শিশু ছিল আমি তাকে ভালবাসতাম। আমি ডেকে উঠলাম 'আমার ছেলে!', ডাকলাম তাকে মিসর হতে। কিন্তু যখন অন্যরা তাকে ডাকল সে তখন আমার থেকে দূরে সরে গেল এবং আমাকে পরিত্যাগ করল। সে প্রচলিত যৌন দেবতার উপাসনা-উৎসর্গ করল এবং খেলনা মুর্তি দেবতার কাছে ধর্মচর্চা করল।"

এছাড়া এখানে ভবিষ্যতের কিছু বলা হয়নি। অতীতের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। একে যীশুর জন্য বা অন্য কারো জন্য ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গ্রহণ করা পবিত্র পুস্তকের অর্থ পরিবর্তন ছাড়া কিছুই নয়। বর্তমান যুগে কেউ যদি নতুন বা পুরাতন নিয়মের এরূপ কোনো বক্তব্যকে নিজের বা নিজ দলের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ব্যবহার করে তবে যে কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান পণ্ডিত তাকে বিভ্রান্তি বলে গণ্য করবেন।

আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। এখানে বলা হয়েছে যে, মিসর থেকে ডেকে আনা ঈশ্বরের পুত্রটা বাল দেবতার পূজা ও প্রতিমা পূজা করে। এ বিষয়টা যীশুর ক্ষেত্রে বা যীশুর সমসাময়িক ইহুদিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। কারণ যীশুর জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর আগে, ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে ইহুদিরা প্রতিমা পূজা ও বাল দেবতার পূজা পরিত্যাগ করেন এবং সুন্দরভাবে তাওবা করেন। এর পরে আর কখনোই তারা প্রতিমা পূজা করেননি।

হোশেয় ঈশ্বরের 'আমার পুত্র' (my son) ও 'প্রথম পুত্র' (firstborn) ইসরাইলের মিসর থেকে বের হয়ে আসা ও অন্যান্য 'অতীত' করুণার পাশাপাশি তার অতীত ও বর্তমান অবাধ্যতার কথা বলে তার পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অতীতে 'ঈশ্বরের পুত্র' ইসাইলের মিসর থেকে এসে প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হওয়ার সংবাদকে মথি ভবিষ্যতে 'ঈশ্বরের পুত্র' যীশুর আগমনের খবর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৪. ২. ৭. শিশু-গণহত্যা বিষয়ে যিরমিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

হেরোদের গণহত্যা বিষয়ক মথির বর্ণনা আমরা দেখেছি। এ গণহত্যাকে পুরাতন নিয়মের খ্রিষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রমাণ করতে মথি বলেন: "তখন ইয়ারমিয়া (যিরমিয়) নবীর মধ্য দিয়ে নাজেল হওয়া প্রভুর এই কালাম পূর্ণ হল, 'রামায় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, হাহাকার ও ভীষণ কান্নাকাটি; রাহেলা তার সন্তানদের জন্য কাঁদছেন, সান্ত্বনা পেত চান না, কেননা তারা আর নেই।" (মথি ২/১৭-১৮, মো.-১৩)

ইঞ্জিল লেখক এখানেও পুরাতন নিয়মের বক্তব্যকে ভুল বা বিকৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। যিরমিয় মূলত ইহুদিদের ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যে কোনো পাঠক যদি যিরমিয়ের পূর্বের ও পরের কথাগুলো একত্রে পাঠ করেন তবে জানতে পারবেন যে, এ কথাটা হেরোদের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়নি, বরং যিরমিয় নবীর সময়ে সংঘটিত নেবুকাদনেজারের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ঘটনায় হাজার হাজার ইহুদি নিহত হন এবং হাজার হাজার ইহুদিকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়। যেহেতু এদের মধ্যে যাকোবের স্ত্রী রাহেলের বংশের অনেক মানুষ ছিলেন; সেহেতু পরলোকেও তার আত্মা কেঁদেছিল। ইহুদি বন্দিদেরকে প্রথমে 'রামাহ' প্রদেশে জমায়েত করা হয় এবং সেখান থেকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দিদের মধ্যে শৃঙ্খলিত যিরমিয়ও ছিলেন। রামাহ থেকে নেবুকাদনেজার তাকে মুক্তি দেন (যিরমিয় ৪০/১)

মথি উদ্ধৃত যিরমিয়ের বক্তব্য নিম্নরূপ: "মাবুদ এই কথা বলেন, রামায় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, হাহাকার ও ভীষণ কান্নাকাটি হচ্ছে! রাহেলা তার সন্তানদের জন্য কাঁদছে, সে তার সন্তানদের বিষয়ে প্রবোধ কথা মানে না, কেননা তারা নেই। মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা কান্নার আওয়াজ ও চোখের পানি মুছে ফেল; কেননা তোমার কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে, মাবুদ এই কথা বলেন, আর তারা দুশমনের দেশ থেকে ফিরে আসবে।" (যিরমিয় ৩১/১৫-১৬)

মথির লেখক ইয়ারমিয়া বা যিরমিয়ের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে হেরোদের গণহত্যার বিষয়ে প্রয়োগ করেছেন। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) ঐতিহাসিক ও বাইবেলীয় বিচারে যিরমিয়ের এ বক্তব্যটা কোনোভাবেই খ্রিষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী নয়। মথি এ বক্তব্যটাকে স্পষ্ট অর্থ থেকে বের করে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে একে খ্রিষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

(খ) যিরমিয়ের বক্তব্যের শুরুতে বেদনার কথা থাকলেও তাঁর বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য আনন্দ ও বিজয়ের প্রত্যাশা। পক্ষান্তরে মথির লেখক একে সম্পূর্ণ উল্টোভাবে বেদনা ও হাহাকারের আবহে ব্যবহার করেছেন।

(গ) যিরমিয়ের বক্তব্যের যে অংশে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান সে অংশটুকু মথি উল্লেখ করেননি। বরং যে অংশে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট বলা হয়েছে সেটাকে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে পেশ করেছেন। যিরমিয়ের বক্তব্য: বেদনা বিদ্যমান, কিন্তু ঈশ্বর বেদনার অবসান ও মুক্তির আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। আর মথির বক্তব্য: ঈশ্বর খ্রিষ্টের আগমনের সময়ের বেদনা ও হাহাকারের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

(ঘ) মথির লেখক যিরমিয়ের মূল বক্তব্যের অর্থ ভালভাবে জানতেন বলেই প্রতীয়মান। বাহ্যত তিনি ইচ্ছাপূর্বক বক্তব্যটার অর্থ পরিবর্তন করে অতীতের সংবাদকে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে পেশ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যীশুর জীবন ও কর্ম বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি বাস্তব ঐতিহাসিক বর্ণনা লেখেননি। বরং যীশুর জীবন ও কর্মকে নিজের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য ইচ্ছেমত কাটছাট করে ব্যবহার করেছেন।

৪. ২. ৮. যোহন বাপ্তাইজক কখন মৃত্যুবরণ করেন?

ইঞ্জিলের ভাষ্যমতে যোহন বাপ্তাইজক যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই নিহত হন। গালীলের শাসক হেরোদ এন্টিপাস তাকে হত্যা করেন। (মার্ক ৬/১৭-২৭)। যীশু যখন অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখাতে শুরু করলেন তখন হেরোদ নিজে এবং অন্যান্য মানুষ বলাবলি করতে থাকেন যে, যোহন বাপ্তাইজক মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন: 'ইনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন; মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন। সেই জন্যই উনি এই সব আশ্চর্য কাজ করছেন। (মথি ১৪/২; মার্ক ৬/১৪, ৮/২৮; লূক ৯/৭)।

যীশু ৩১ বা ৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুশবিদ্ধ হন। তাহলে বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যোহন নিহত হয়েছিলেন ২৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। কিন্তু প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ইহুদি ঐতিহাসিক যোশেফাসের বিস্তারিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যোহন বাপ্তাইজক ৩৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নিহত হন। এভাবে আমরা দেখছি যে, ঐতিহাসিক বিচারে যোহনের মৃত্যু বিষয়ক ইঞ্জিলীয় তথ্য ভুল বলে প্রমাণিত।[২০]

৪. ২. ৯. টায়ার থেকে সিদোন হয়ে গালীলে যাওয়া

মার্ক ৭/৩১ নিম্নরূপ: "পরে তিনি টায়ার অঞ্চল থেকে বের হলেন এবং সিদোন হয়ে দিকাপলি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গালীল সাগরের কাছে আসলেন (Then he returned from the region of Tyre, and went through Sidon to the Sea of Galilee, through the region of the Decaoplis RSV)।"

বর্তমান ও প্রাচীন ফিলিস্তিনের মানচিত্রে দৃষ্টি দিলে পাঠক দেখবেন যে, সোর বা টায়ার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরে সিদোন। আর গালীল সাগর টায়ার থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে। তাহলে বাংলাদেশের মানচিত্রে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য ময়মনসিংহ হয়ে যাওয়া! পল টবিন (Paul Tobin) এ প্রসঙ্গে লেখেছেন:

"There is no hint here of any prolonged tour. The passage above suggest that Sidon is between the road from Tyre to the Sea of Galilee. However look at the map of Palestine below. The Sea of Galilee is to the southeast of Tyre while Sidon is to the north of the city. As David Barr, Professor of Religion at Wright State University remarked: "the itinerary sketched in 7:31 would be a little like going from New York to Washinton, D.C. by way of Boston"! "It is simply not possible to go through Sidon from Tyre to reach the Sea of Galilee. What is worse, it is a known historical fact that there was no direct road from Sidon to the Sea of Galilee during the first century CE. There was, however, one from Tyre to the Sea of Galilee."

"এখানে কোনো দীর্ঘ ভ্রমণের ইঙ্গিত নেই। উপরের বক্তব্য জানাচ্ছে যে, সোর থেকে গালীল সাগরে যাওয়ার পথেই সিদোন। কিন্তু নিম্নে ফিলিস্তিনের মানচিত্র দেখুন। গালীল সাগর টায়ার থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে। পক্ষান্তরে সিদোন উত্তর দিকে। (আমেরিকার) রাইট স্টেট ইউনিভার্সিটির ধর্মতত্ত্বের প্রফেসর ডেভিড বার বলেন: মার্ক ৩:৭ বর্ণিত ভ্রমণসূচি হল অনেকটা নিউইয়র্ক থেকে বোস্টন হয়ে ওয়াশিংটন যাওয়া! সোর থেকে সিদোন হয়ে গালীল সাগরে যাওয়া এক কথায় সম্ভবই নয়। আরেকটা বিষয় আরো মারাত্মক। ঐতিহাসিকভাবে পরিজ্ঞাত যে, প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকে সিদোন থেকে সরাসরি গালীল সাগরে যাওয়ার কোনো রাস্তাই ছিল না। তবে টায়ার থেকে গালীল সাগর পর্যন্ত একটা রাস্তা ছিল।"[২১]

---

[২০] Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus (2009), p 102.

[২১] http://www.rejectionofpascalswager.net/markauthor.html

৪. ২. ১০. খাওয়ার আগে সকল ইহুদির হাত ধোয়া

মার্ক লেখেছেন (৭/৩-৪, মো.-১৩): "ফরীশীরা ও ইহুদীরা সকলে (the Pharisees and all the Jews) প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম মান্য করায় ভাল করে হাত না ধুয়ে আহার করে না।" ইহুদি পণ্ডিতরা মার্কের এ কথা ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। পল টবিন (Paul Tobin) লেখেছেনঃ

"This passage by Mark has been the subject of considerable debate among Jewish and Christian scholars. Basically Jewish scholars have pointed out, based on the evidence of the Talmuds, that the washing of hands before meals was obligatory only on priests and not on lay people like the Pharisees and scribes. While it may be possible that some, or even many, Pharisees submitted to this ritual voluntarily, it is certainly cannot be said that all the Jews were following this. Thus Mark had made a mistake in generalizing a custom that was simply not practiced by all during the time of Jesus."

"মার্কের এ বক্তব্য ইহুদি ও খ্রিষ্টান গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিশেষত ইহুদি গবেষকরা তালমূদের প্রমাণের ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন যে, খাওয়ার আগে হাত ধোওয়া শুধু ইহুদি যাজকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। ফরীশী ও অধ্যাপকদের মত সাধারণ মানুষদের জন্য এ বিধান ছিল না। হতে পারে যে, কতিপয় বা অনেক ফরীশী ঐচ্ছিকভাবে এ নিয়ম মেনে চলতেন, তবে 'সকল ইহুদি এ বিধান মানত' বলে দাবি করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব না। মার্ক এখানে ভুল করেছেন। যে বিধানটা কখনোই সকল ইহুদি পালন করত না সেটাকে সবাই পালন করত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।"[২২]

৪. ২. ১১. ইহুদি স্ত্রীর স্বামীকে তালাক দেওয়া

যীশু বলেনঃ "যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেনা করে। আর স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য লোককে বিয়ে করে তবে সেও জেনা করে।" (মার্ক ১০/১১-১২, মো.-০৬)

পল টবিন (Paul Tobin) এ প্রসঙ্গে লেখেছেনঃ "Jesus last sentence implies that women had the right to divorce her husband. But according to Jewish Law a woman had no right of divorce whatsoever. In Roman law, of course, a woman had that right. The author of Mark had simply and mistakenly assumed that this was so for Jewish Law as well. Again the author of Mark shows an ignorance of the conditions of Palestine which is really impossible for a native of the country to make."

"যীশুর শেষ বাক্য থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীও স্বামীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। কিন্তু ইহুদি আইন বা তৌরাতের বিধান অনুসারে স্বামীকে তালাক দেওয়ার কোনো ক্ষমতা স্ত্রীর ছিল না। তবে রোমান আইনে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারত। মার্কের লেখক ভুলক্রমে ভেবেছেন যে, ইহুদি আইনও বোধহয় রোমান আইনের মতই ছিল। এটা প্রমাণ করছে যে, মার্কের ইঞ্জিলের লেখক ফিলিস্তিনের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। কোনো ফিলিস্তিনি ইহুদির পক্ষে এরূপ ভুল করা সম্ভব নয়।"[২৩]

---

[২২] http://www.rejectionofpascalswager.net/markauthor.html
[২৩] http://www.rejectionofpascalswager.net/markauthor.html

৪. ২. ১২. পাহাড় বা বৃক্ষকে সমুদ্রে পাঠানো

যীশু একটা ডুমুর গাছে ফল না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন এবং গাছটা শুকিয়ে যায়। শিষ্যরা আশ্চর্য হলে তিনি বলেন: "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা সন্দেহ না করে যদি বিশ্বাস কর তবে ডুমুর গাছের উপরে আমি যা করেছি তোমরাও তা করতে পারবে। কেবল তা নয়, কিন্তু যদি এই পাহাড়কে বল, 'উঠে সাগরে গিয়ে পড়', তবে তাও হবে।" (মথি ২১/১৮-২১; মার্ক ১১/১২-২৩, মো.-০৬)

যীশু আরো বলেন: "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি একটা সর্ষে দানার মত বিশ্বাসও তোমাদের থাকে তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও', আর তাতে ওটা সরে যাবে।" (মথি ১৭/২০, মো.-০৬)

লূক ১৭/৬ (মো.-০৬): "ঈসা বললেন, একটা সরিষা-দানার মতও যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারবে, 'শিকড় সুদ্ধ উঠে গিয়ে নিজেকে সাগরে পুঁতে রাখ।' তাতে সেই গাছটি তোমাদের কথা শুনবে।"

বাস্তবতার বিচারে কথাগুলো ভুল। এ কথাগুলো সকল যুগের সকল বিশ্বাসীর জন্য বলা। অথচ পৃথিবীতে বিগত দু' হাজার বছরে কোনো খ্রিষ্টান কোনো ডুমুর গাছকে হুকুম করে পুড়িয়ে মেরেছেন, কোনো পাহাড়কে অথবা কোনো তুঁত গাছকে হুকুম করে স্থানান্তরিত করেছেন প্রমাণিত হয়নি।

৪. ২. ১৩. সাপ বা বিষে ক্ষতি না হওয়া

যীশু বলেন: "আর যারা ঈমান আনে, এই চিহ্নগুলো তাদের অনুবর্তী হবে; তারা আমার নামে বদ-রূহ ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা সাপ তুলবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করলেও তাতে কোন মতে তাদের ক্ষতি হবে না; তারা অসুস্থদের উপরে হাত রাখবে, আর তারা সুস্থ হবে।" (মার্ক ১৬/১৭-১৮, মো.-১৩)

যীশু বলেন: "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে আমার উপর ঈমান আনে, আমি যে সব কাজ করছি, সেও তা করবে, এমন কি, এ সব হতেও বড় বড় কাজ করবে....।" (ইউহোন্না/ যোহন ১৪/১২, মো.-১৩)

এ কথাগুলোও একইভবে বাস্তবতার আলোকে ভুল বলে প্রমাণিত। বর্তমানে কোটি কোটি খ্রিষ্টান, প্রচারক, পাদরি ও পোপ কেউই না শিখে ইচ্ছামত বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিষধর সাপ বহন করে বা বিষ পান করে এ কথাগুলোর সত্যতা প্রমাণ করতে পারছেন না। আর প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা ভুল বলে গণ্য।

শুধু ভুত তাড়ানো ও রোগ সারানোর কাজ ধর্মগুরুরা করেন। এ কাজটা জংলি ওঝা থেকে শুরু করে সকল ধর্মের গুরুরাই করেন। এমনকি ধর্মহীন যাদুকর, ওঝা ও ধ্যান-পন্থীরাও করেন। যীশু যেমন অলৌকিক কর্ম করেছেন তার চেয়ে বড় কর্ম তো দূরের কথা তদ্রূপ কর্ম করার মত কাউকেই আমরা পাচ্ছি না।

'বাইবেলের মারাত্মক খুঁত?' (Fatal Bible Flaws?) প্রবন্ধে ডোনাল্ড মরগান (Donald Morgan) লেখেছেন: "Many unfortunate believers have died as a result of handling snakes and drinking poison. This kind of assertion negates the Bible as a useful guidebook for life."

"অনেক হতভাগা ঈমানদার সাপ হাতে নিয়ে এবং বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিশ্বাসী কেউ সাপ ধরলে বা বিষ পান করলে মরবে না- এ জাতীয় দাবি প্রমাণ করে যে, বাইবেল জীবনের জন্য

কোনো উপকারী পথ নির্দেশক নয়।"[২৪]

৪. ২. ১৪. শত্রুর উপর ও সকল কিছুর উপর ক্ষমতা

লূক ১০/১৯-২০: "আমি তোমাদেরকে সাপ ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করার এবং দুশমনের সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের ক্ষতি করবে না ক্ষতি করবে না।"

বাস্তবতার আলোকে এ কথাটা ভুল। কারণ ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা/ এহূদা (Judas Iscariot) নামক শিষ্যকে শত্রু শয়তান পুরোপরিই দখল করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য শিষ্য ও প্রেরিতগণকে ইহুদি ও রোমান শত্রুরা ইচ্ছামত নির্যাতন ও হত্যা করেন। ক্ষমতা ও নিরাপত্তা কোনোটাই তারা পাননি।

৪. ২. ১৫. কবর থেকে মৃতদের বেরিয়ে আসা ও অন্যান্য

মথি ২৭/৫০-৫৩ শ্লোক নিম্নরূপ: "পরে ঈসা আবার জোরে চিৎকার করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। আর দেখ, বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল, ভূমিকম্প হল ও শৈলগুলো বিদীর্ণ হল, এবং কবরগুলো খুলে গেল, আর অনেক পবিত্র লোকের দেহ জীবিত হয়ে উঠল; এবং তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁরা কবর থেকে বের হয়ে পবিত্র নগরে প্রবেশ করলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।" (মো.-১৩)

বায়তুল মোকাদ্দসের পর্দা বিদীর্ণ হওয়ার কথা মার্ক (১৫/৩৮) ও লূক (২৩/৪৫) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাকি বিষয়গুলো, অর্থাৎ পাথর ফেটে যাওয়া, কবর খুলে যাওয়া, মৃত লাশ বেরিয়ে আসা, জেরুজালেমে প্রবেশ করা, তথাকার অধিবাসীদের সাথে মৃতদের সাক্ষাত হওয়া ইত্যাদি বিষয় তারা উল্লেখ করেননি।

নিম্নের বিষয়গুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই কাহিনীটা ভুল ও ভিত্তিহীন:

প্রথমত: ক্রুশের পরদিন ইহুদিরা পীলাতকে বলেন: "হুজুর, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিনের পরে আমি জীবিত হয়ে উঠবো। অতএব তৃতীয় দিন পর্যন্ত তার কবর পাহারা দিতে হুকুম করুন।" (মথি ২৭/৬২-৬৪, মো.-১৩) মথিই উল্লেখ করেছেন যে, পীলাত এবং তার স্ত্রী যীশুকে হত্যা করতে রাজি ছিলেন না (মথি ২৭/১৭-২৫)। যদি এ সকল বিষয় সত্যই সংঘটিত হত, তবে ইহুদিদের জন্য এ কথা বলা সম্ভব হত না। যে সময়ে মন্দিরের পর্দা উপর হইতে নিচ পর্যন্ত চিরে দু'খান হয়ে রয়েছে, পাথরগুলো বিদীর্ণ হয়ে রয়েছে, কবরগুলো খোলা রয়েছে, মৃতরা জীবিতদের সাথে কথা বলেছেন, ভূমিকম্পের আতঙ্ক সকলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, সে সময়ে তারা পীলাতের কাছে যেয়ে কিভাবে বলবেন যে, লোকটা প্রবঞ্চক ছিল। পীলাত তো প্রথম থেকেই তাকে হত্যা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি এ সকল বিষয় দেখতে পেলে অবশ্যই ইহুদিদের উপর ক্ষিপ্ত হতেন ও তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলতেন। অনুরূপভাবে হাজার হাজার মানুষ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করত।

দ্বিতীয়ত: এগুলো অনেক বড় অলৌকিক নিদর্শন। যদি সত্যই এগুলো ঘটত তবে স্বভাবতই অনেক রোমান ও ইহুদি যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত। যীশুর পুনরুত্থানের পরে, তাঁর প্রেরিত শিষ্যরা যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন তখন মানুষেরা আশ্চর্যান্বিত ও চমৎকৃত হয়ে কমবেশি তিন হাজার লোক তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাদের সাথে সংযুক্ত হন (প্রেরিত ২/১-৪১)। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার চেয়ে, ভূমিকম্প, মৃত লাশ জীবিত হয়ে উঠে আসা, কথা বলা ইত্যাদি অনেক বড় অলৌকিক নিদর্শন।

---

[২৪] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html

তৃতীয়ত: মথির দাবি অনুসারে এ বিষয়গুলো প্রকাশ্যে সকলেই অবলোকন করেছিলেন। অথচ একমাত্র মথি ছাড়া সে সময়ের অন্য কোনো ঐতিহাসিক বা ইঞ্জিল লেখক এ ঘটনাগুলো লিখলেন না! পরের যুগের কোনো ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। বিশেষত লূক ছিলেন আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলি সংকলনে অত্যন্ত আগ্রহী। তার লেখা ইঞ্জিলের প্রথম অধ্যায় এবং 'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ'-এর প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তিনি যীশুর সকল কর্মকান্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সবিশেষ অনুসন্ধান করতেন। এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ইঞ্জিল লেখকরা সাধারণ ঘটনাগুলো লেখবেন, অথচ মথি ছাড়া কেউই এ অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলো লেখবেন না? মার্ক ও লূক মন্দিরের পর্দা ফেটে যাওয়ার কথা লেখবেন (মার্ক ১৫/৩৮ ও লূক ২৩/৪৫), অথচ বাকী অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলো সম্পর্কে কিছুই লেখবেন না?

চতুর্থত, মন্দিরের পর্দা ছিল অত্যন্ত পাতলা কাতান কাপড়ের (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২৬/৩১-৩৫)। তাহলে ভূমিকম্পের ধাক্কায় মন্দিরের পর্দা উপর হতে নিচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হওয়ার অর্থ কী? আর যদি ভূমিকম্পের ধাক্কায় পর্দাটা এভাবে ফেটে যায় তাহলে মন্দিরের ভবনটা কিভাবে অক্ষত থাকল? অথচ পর্দা ছেড়ার কথা মথি, মার্ক ও লূক তিনজনেই লেখেছেন।

পঞ্চমত, 'অনেক পবিত্র লোকের দেহ জীবিত হয়ে উঠা' বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা ইতোপূর্বে বৈপরীত্য প্রসঙ্গে দেখেছি যে, নতুন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তকে বারবার বলা হয়েছে যে, যীশুই মৃতদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হন। (প্রেরিত ২৬/২৩; ১ করিন্থীয় ১৫/২০-২৩; কলসীয় ১/১৮)। তাঁর পুনরুত্থানের তিন দিন আগে অনেক মানুষ জীবিত হয়েছেন বলে দাবি করা বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

৪. ২. ১৬. ইউনুস নবীর মুজিযা দেখানো

মথি (১২/৩৯-৪০, মো.-১৩) বলেন: "জবাবে তিনি তাদেরকে বললেন, এই কালের দুষ্ট ও জেনাকারী লোকে চিহ্নের খোজ করে, কিন্তু ইউনুস নবীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদেরকে দেওয়া যাবে না। কারণ ইউনুস যেমন তিন দিন তিন রাত (three days and three nights) মাছের পেটে ছিলেন, তেমনি ইবনুল ইনসানও (কেরি: মনুষ্যপুত্রও) তিন দিন ও তিন রাত (three days and three nights) দুনিয়ার গর্ভে থাকবেন।" আরো দেখুন মথি ১৬/৪; ২৭/৬৩ এবং যোনা/ ইউনুস ১/১৭।

বাইবেল সমালোচকরা বলেন, যীশু কখনোই 'ইউনুস নবীর মত' 'তিন দিন ও তিন রাত' পৃথিবীর গর্ভে থাকেননি। এ জন্য উপরের বক্তব্যগুলো ভুল ও অসত্য। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ করুন:

প্রথমত: ইউনুস নবী বা যোনা ভাববাদী জীবিত অবস্থায় মাছের পেটে প্রবেশ করেন, অবস্থান করেন এবং বেরিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনায় যীশু মৃত অবস্থায় মাটির গর্ভে প্রবেশ করেন ও অবস্থান করেন। পরে তিনি জীবিত হয়ে বেরিয়ে আসেন।

দ্বিতীয়ত: ইউনুস (আ.) তিন দিন ও তিন রাত্রি মাছের পেটে ছিলেন। যীশু সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনিও তিন দিন ও তিন রাত্র মাটির গর্ভে থাকবেন। কিন্তু তিনি তা থাকেননি। তিনি মাত্র এক দিন ও দু' রাত মাটির গর্ভে ছিলেন।

শুক্রবার দুপুর ১২টা বা তার পরে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সন্ধ্যা হলে অরিমাথিয়ার যোষেফ/ ইউসুফ গভর্নর পীলাতের নিকট যেয়ে যীশুর দেহ প্রার্থনা করেন (মথি ২৭/৪৫-৬১; মার্ক ১৫/৩৩-৪৭; লূক ২৩/৪৪-৫৬; যোহন ১৯/২৫-৪২)। এ থেকে আমরা জানতে পারছি যে, শুক্রবার দিবাগত রাতে যীশুকে কবরস্থ করা হয। এরপর রবিবার প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই দেহটা কবর থেকে অদৃশ্য হয় (যোহন ২০/১-১৮; মথি ২৮/১-১০; মার্ক ১৬/১-১১; লূক ২৪/১-১২)।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর দেহ কোনো অবস্থাতেই পৃথিবীর গর্ভে তিন দিন ও তিন রাত (three days and three nights) থাকেনি; বরং এক দিন ও দুই রাত তা পৃথিবীর গর্ভে ছিল।

তৃতীয়তঃ যাদেরকে এ চিহ্ন দেখানোর প্রতিশ্রুতি যীশু দিয়েছিলেন সে সকল পুরোহিত ও ধর্মগুরুদেরকে তিনি তা দেখাননি। কবর থেকে বের হওয়ার পর তিনি তাদেরকে সাক্ষাৎ দেননি।

গ্যারি ডেভানি লেখেছেনঃ "Was Jesus actually put in the heart of the Earth? Is a cave-tomb the heart of the Earth? How can from "Good Friday" afternoon to before sunrise Sunday morning qualify for 3 days and 3 nights? Did "perfect" Jesus lie?" "যীশু কি বাস্তবিকই পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে রক্ষিত হয়েছিলেন? গুহা-কবর কি পৃথিবীর হৃদয়? 'গুড ফ্রাইডে বিকাল থেকে রবিবার প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিভাবে তিন দিন ও তিন রাত হয়? পূর্ণতাময় যীশু কি মিথ্যা বলেছিলেন?"[২৫]

৪. ২. ১৭. শলোমনের মন্দির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী

মথি লেখেছেন (২৪/১-২, ৩৫): "পরে যীশু ধর্মধাম হইতে বাহির হইয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ধর্মধামের গাঁথনি সকল দেখাইবার জন্য নিকটে আসিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি এই সকল দেখিতেছ না? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে (There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down)... আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।"

কি. মো.-২০০৬: "ঈসা বায়তুল মোকাদ্দস[২৬] থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর সাহাবীরা তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দসের দালানগুলো দেখাবার জন্য তাঁর কাছে আসলেন। তখন ঈসা তাঁদের বললেন, 'তোমরা তো এই সব দেখছ, কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে একটা পাথরের উপর আর একটা পাথর থাকবে না; সমস্তই ভেংগে ফেলা হবে।... আসমান ও জমীন শেষ হবে; কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে।" (একই বক্তব্য দেখুনঃ মার্ক ১৩/১-২, ৩১ ও লূক ২১/৫-৬, ৩৩)

খ্রিষ্টানরা এটাকে যীশুর অন্যতম সফল ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ধর্মধাম বা বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস হয়েছে এবং আসমান-জমীন শেষ হলেও কখনোই সেখানে কোনো দালান হবে না।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কর্তৃক ধর্মধাম ধ্বংসের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন শুরু হয়। ভেসপাসিয়ান (Vespasian: ad 9-79) ৬৯ থেকে ৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন। তিনি ইহুদিদের বিদ্রোহ দমনের জন্য তার পুত্র টিটাস (Titus)-কে দায়িত্ব প্রদান করেন। টিটাস ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মধাম বা শলোমনের মসজিদ ও জেরুজালেম শহর ধ্বংস করেন। পরবর্তী সময়ে সম্রাট হার্ডিয়ান (Hadrian:117-138) ১৩৪-১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে অবশিষ্ট ইহুদিদের বিদ্রোহের মুখে পুনরায় ধর্মধাম ও জেরুজালেম ধ্বংস করেন, ইহুদিদেরকে জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত করেন। শুধু বছরে একদিন তাদেরকে ইহুদি ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের অবশিষ্ট অংশের নিকট ক্রন্দনের জন্য আগমনের অনুমতি দেন।

এ সবই যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন বলে গণ্য করেছেন খ্রিষ্টানরা। তারা আরো দাবি করেছেন যে,

---

[২৫] http://www.thegodmurders.com/id188.html

[২৬] শলোমনের মন্দির বা ধর্মধামকে বায়তুল মোকাদ্দস বলা ভুল। বায়তুল মোকাদ্দাস বা কুদস অর্থ জেরুজালেম নগর। শলোমনের মন্দির বা ধর্মধামকে ইসলামি পরিভাষায় মসজিদে আকসা বলা হয়।

যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী লঙ্ঘন করে কেউ শলোমনের মন্দির বা মসজিদে আকসা তৈরি করতে চাইলে সে তা পারবে না।

রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন (৩২৩-৩৩৭) খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেন। তার মৃত্যুর পরে প্রায় ২৫ বছর রোমান সাম্রাজ্য অস্থিরতা ও ক্ষমতার কোন্দলের মধ্যে থাকে। এরপর তারই বংশধর জুলিয়ান (Julian the Aopstate) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি ৩৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ৩৬১ থেকে ৩৬৩ তিন বছর রাজত্ব করেন। তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় প্রাচীন রোমান পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং রোমান ধর্মের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন এবং প্রাচীন রোমান মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণ করেন।[২৭]

খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক ও প্রচারকরা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যীশু খ্রিষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করতে জেরুজালেমে ইহুদিদের ধর্মধাম বা শলোমনের মসজিদ পুনর্নিমাণের অনুমতি ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। ইহুদিদের ব্যাপক আগ্রহ, প্রচেষ্টা ও সম্রাটের পূর্ণ সহায়তা সত্ত্বেও যীশুর বাক্যের বিরোধিতা সম্ভব হয়নি। ধর্মধামের প্রাচীন ভিত্তি থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা বের হয়ে রাজমিস্ত্রিদেরকে পুড়িয়ে দেয়। তখন তারা কাজ বন্ধ করে দেয়। এরপর আর কেউ যীশুর কথা প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পায়নি, যিনি বলেছেন: 'আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না'। এ প্রসঙ্গে ব্রিটানিকার ভাষ্য:

"His project to rebuild the Jewish Temple in Jerusalem ... was dropped when it was reported (as it was on both an earlier and a later occasion) that "balls of fire" had issued from the old foundations and scared away the workmen." "তিনি জেরুজালেমের ইহুদি মন্দির পুনর্নিমাণের সিদ্ধান্ত নেন। ... তবে সিদ্ধান্তটা বাতিল করা হয়। কারণ বলা হয় যে, (প্রথম এবং পরবর্তী উভয় বার নির্মাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই) পুরাতন ভিত্তি থেকে আগুনের গোলাগুলো বের হতে থাকে এবং শ্রমিকদেরকে তাড়িয়ে দেয়।"[২৮]

নিম্নের বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে, যীশুর এ ভবিষ্যদ্বাণী ভুল:

(ক) যীশু বলেছেন যে, "এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে (There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down)।" কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে, সে স্থানের কয়েক হাজার পাথর এখন পর্যন্ত নিজ স্থানে বহাল রয়েছে। ধর্মধাম বা মসজিদে আকসার পশ্চিম প্রাচীরের কিছু অংশ টিটাস ও পরবর্তী রোমন শাসকরা অক্ষত রাখেন। বছরে একদিন ইহুদিদের জন্য এখানে ক্রন্দন ও প্রার্থনার অনুমিত ছিল। একে পশ্চিম প্রাচীর (The Western Wall) বা ক্রন্দনের প্রাচীর (The Wailing Wall) বলা হয়। এনকার্টা লেখেছে: "The Western or Wailing Wall in Jerusalem is a remnant of the great temple built by Herod, king of Judea, in the 1st century BC" "জেরুজালেমের পশ্চিম প্রাচীর বা ক্রন্দনের প্রাচীর প্রথম শতাব্দীতে যুডিয়া রাজ্যের রাজা হেরোডের বানানো মহা ধর্মধামের অবশিষ্ট অংশ।"[২৯]

এনকার্টায় অন্যত্র বলা হয়েছে: "Biblical archaeologists believe that the Western Wall in Jerusalem, also known as the Wailing Wall, is all that remains of the Second

---

[২৭] "Julian the Apostate." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

[২৮] **"Julian."** Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2009.

[২৯] Encarta, Kevin O'Hara/age fotostock

Temple, which was destroyed in ad 70." : বাইবেলীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে, জেরুজালেমের পশ্চিম প্রাচীর, যা 'ক্রন্দন প্রাচীর' হিসেবেও পরিচিত, এটা ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে দ্বিতীয়বারে নির্মিত ধর্মধামের অবশিষ্ট অংশ। ধর্মধামটা ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ধ্বংস করা হয়।"[৩০]

(খ) খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক ও ধর্মগুরুরা স্বীকার করেন যে, খলীফা উমার (রা) ধ্বংসকৃত ধর্মধামের ভিত্তির উপরেই নতুনভাবে মাসজিদুল আকসা নির্মাণ করেন। বিগত প্রায় ১৩০০ বছর যাবৎ এগুলোর পাথরগুলো একটার উপর একটা অবস্থান করছে।

(গ) বর্তমানে ইহুদিরা মাসজিদুল আকসা ভেঙ্গে নতুন করে ইহুদি মন্দির তৈরির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন এবং খ্রিষ্টানরা মনপ্রাণ দিয়ে তাতে সাহায্য করছেন। কেউই যীশু খ্রিষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী রক্ষার চেষ্টা করছেন না।

(ঘ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যীশু সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ধর্মধাম ধ্বংস হওয়ার সময়েই কিয়ামত হবে, তিনি নেমে আসবেন এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ তখন বেঁচে থাকবেন। আমরা দেখব যে, এগুলোর কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি।

৪. ২. ১৮. ধর্মধাম ধ্বংসের পরেই যীশুর পুনরাগমন

ধর্মধাম (বায়তুল মোকাদ্দস?!) ধ্বংসের পরপরই যীশুর পুনরাগমন ও কিয়ামত সংঘটনের সকল ভবিষ্যদ্বাণীই ভুল। এখানে এ জাতীয় কয়েকটা বক্তব্য উল্লেখ করছিঃ

(ক) মথির ২৪ অধ্যায়ের শুরুতে ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির (বায়তুল মোকাদ্দস?!) ধ্বংসের বিষয়ে উপরের ভবিষ্যদ্বাণী করার পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে জৈতুন পর্বতের (the mount of Olives) উপরে বসেন। তখন শিষ্যরা তাঁকে ধর্মধাম ধ্বংস কখন হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করে বলেনঃ "আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন হইবে? আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তরের চিহ্ন কি?" (কি. মো.-০৬: "আমাদের বলুন, কখন এই সব হবে এবং কি রকম চিহ্ন দ্বারা বুঝা যাবে যে, আপনার আসবার সময় ও কেয়ামতের সময় হয়েছে?") (মথি ২৪/৩)

তখন যীশু ধর্মধাম (বায়তুল মোকাদ্দস?!) ধ্বংস বর্ণনা করে বলেনঃ "আর সেই সময়ের কষ্টের পরেই (তাৎক্ষণিক পরেইঃ Immediately after) সূর্য অন্ধকার হবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না, আসমান থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও আসমানের পরাক্রমগুলো বিচলিত হবে। আর তখন ইবনুল ইনসানের (কেরিঃ মনুষ্য পুত্রের) চিহ্ন আসমানে দেখা যাবে, আর তখন দুনিয়ার সমস্ত গোষ্ঠী মাতম করবে, এবং ইবনুল ইনসানকে আসমানের মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসতে দেখবে। আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে নিজের ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করবেন; তাঁরা আসমানের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত চার দিক থেকে তাঁর মনোনীতদিগকে একত্র করবেন।.... আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই কালের (This generation এই প্রজন্মের) লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয় (fulfilled)। আসমানের ও দুনিয়ার লোপ হবে, কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও হবে না।" (মথি ২৪/২৯-৩৫, মো.-১৩)

(খ) একই ঘটনার বর্ণনা করেছেন মার্ক ১৩ অধ্যায়ে। ভাষা ও বক্তব্য একই। এখানেও যীশু জেরুজালেম ও ধর্মধামের বিনাশ ও কিয়ামত এবং তাঁর নিজের স্বর্গ থেকে অবতরণের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ "আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত এ সব পূর্ণ না হবে, সেই পর্যন্ত এই কালের (This generation এই প্রজন্মের) লোকদের লোপ হবে না ...।" (মার্ক ১৩/৩০-৩১)

---

[৩০] Encarta, Tony Souter/Hutchison Library

(গ) একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন লূক ২১ অধ্যায়ে। এখানেও যীশু জেরুজালেমের বিনাশ, কিয়ামতের পূর্বাভাস ও নিজের পুনরাগমনের কথা উল্লেখ করে বলেন: "আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হবে, সেই পর্যন্ত এই কালের (প্রজন্মের) লোকদের লোপ হবে না।" (লূক ২১/৩২, মো.-১৩)

উপরের বক্তব্যগুলোতে যীশু দুটো বিষয় নিশ্চিত করেছেন: (১) ধর্মধাম ধ্বংসের 'তাৎক্ষণিক পরেই (Immediately after) কিয়ামত হবে এবং (২) কিয়ামত হওয়ার আগে তার কালের বা তার প্রজন্মের মানুষেরা মরবে না। দু'টা বিষয়ই সুনিশ্চিতভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কারো জন্য এ কথাগুলো যীশুর কথা বলে গ্রহণ করা খুবই কঠিন কাজ। এর চেয়ে এগুলোকে ইঞ্জিল লেখকদের বা পরবর্তীদের জালিয়াতি ও বানোয়াট কথা বলে বিশ্বাস করা অনেক সহজ।

এ কথাগুলো সত্য হলে ধর্মধাম ও জেরুজালেমের বিধ্বংস হওয়ার পরপরই, কোনোরূপ বিরতি ছাড়াই, যীশুর পুনরাগমন ও অবতরণ ঘটতে হবে। এছাড়া এ বক্তব্য থেকে এ কথাও জানা যায় যে, ধর্মধামের বিধ্বংস হওয়া, যীশুর অবতরণ ও যুগের সমাপ্তি বা কিয়ামত তিনটা বিষয়ই যীশুর সমসাময়িক মানুষেরা স্বচক্ষে দেখবেন। এ তিনটা বিষয় সংঘটিত হওয়ার আগে সে কালের বা সে প্রজন্মের মানুষদের লোপ হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিল লেখকরা যীশুর বাক্য নামে যা বলেছেন তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সে প্রজন্মের মানুষগুলো সকলেই প্রায় ২০০০ বছর আগে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কিয়ামত বা যীশুর পুনরাগমন কিছুই ঘটেনি। ইঞ্জিল লেখকরা 'সত্যি বলছি' বলে যে কথা যীশুর নামে লেখেছেন সে কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সে কালের লোকেরা লুপ্ত হয়েছে কিন্তু যীশুর পুনরাগমন ঘটেনি।

যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল গবেষকরা মনে করেন যে, যীশু এ সকল কথা বলেননি। তিনি হয়ত এ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন, কিন্তু শিষ্যরা ও পরবর্তী ইঞ্জিল লেখকরা তার অর্থ না বুঝে সংযোজন, বিয়োজন বা সম্পাদনা করে তাঁর নামে এমন কথা বলেছেন যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অথবা ৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমের পতন ও ধর্মধামের ধ্বংসের পরে খ্রিষ্টান প্রচারকরা কিয়ামত সন্নিকটে বলে মানুষদেরকে দ্রুত ধর্মান্তরিত করার জন্য এ সকল কথা যীশুর নামে বানিয়ে প্রচার করেছেন।

এ কথাগুলো যে খুবই বাজার পেয়েছিল তার প্রমাণ তিন ইঞ্জিল লেখক হুবহু এ কথাগুলো লেখেছেন। যীশুর এ বক্তব্য কি জৈতুন পর্বতে না ধর্মধামের মধ্যে ছিল সে বিষয়ে তাঁরা ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। লূকের বর্ণনায় যীশু ধর্মধামের মধ্যেই এ সকল কথা বলেন। পক্ষান্তরে মথি ও মার্কের বর্ণনায় তিনি ধর্মধাম থেকে বেরিয়ে জৈতুন পর্বতের উপরে এ সকল কথা বলেন। তবে মূল বিষয়গুলো সকলেই একইভাবে লেখেছেন।

৪. ২. ১৯. শিষ্যদের জীবদ্দশায় কিয়ামতের কথা

উপরের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণী শিষ্যদের জীবদ্দশায় কিয়ামত সংঘটনের ভবিষ্যদ্বাণী। উপরে যীশু ধর্মধাম ধ্বংস, কিয়ামত ও তাঁর পুনরাগমন তিনটা বিষয়-ই 'তাঁর প্রজন্ম' প্রত্যক্ষ করবে বলে জানিয়েছেন। অন্যান্য স্থানে তাঁর প্রজন্মে বা তাঁর কতিপয় শিষ্যের জীবদ্দশাতেই কিয়ামতের কথা বলেছেন।

বৈপরীত্য আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইহুদিরা যখন তাঁকে বিচার করেন তখন তিনি বলেন, মহাপুরোহিত ও তাঁর সাথীরাই তাঁকে মেঘরথে আগমন করতে দেখবেন। "মহাপুরোহিত আবার তাঁকে বললেন, 'তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য দিয়ে আমাদের বল যে, তুমি সেই মশীহ, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র কি না'। তখন যীশু তাঁকে বললেন, হ্যা, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আমি আপনাদের এটাও বলছি, এর পরে আপনারা মনুষ্যপুত্রকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে এবং মেঘে করে

আসতে দেখবেন।" (বাইবেল-২০০০) কেরি: "এখন অবধি মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে।" (মথি ২৬/৬৩-৬৫; মার্ক ১৪/৬১-৬৪)

কিয়ামত প্রসঙ্গে যীশু বলেন: "মনুষ্যপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের সংগে নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসছেন, তখন তিনি প্রত্যেক লোককে তার কাজ অনুসারে ফল দেবেন। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন আছে, যাদের কাছে মনুষ্যপুত্র রাজা হিসাবে দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা কোন মতেই মারা যাবে না।" (মথি ১৬/২৭-২৮: বাইবেল-২০০০। মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদও একই, শুধু 'মনুষ্যপুত্র' স্থলে 'ইবনে আদম' ও 'স্বর্গদূত' স্থলে 'ফেরেশতা' লেখা হয়েছে।)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "কেননা ইবনুল ইনসান (মানব-সন্তান) তাঁর ফেরেশতাদের সঙ্গে তাঁর পিতার প্রতাপে আসবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুসারে প্রতিফল দেবেন। আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত ইবনুল ইনসানকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখবে।"

যীশু শিষ্যদেরকে ফিলিস্তিনের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করে বলেন যে, ফিলিস্তিনের গ্রামগুলো সফর সমাপ্ত করার আগেই তিনি ফিরে আসবেন। "কোন গ্রামের লোকেরা যখন তোমাদের উপর জুলুম করবে, তখন অন্য গ্রামে পালিয়ে যেও। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ইসরাইল দেশের সমস্ত শহর ও গ্রামে তোমাদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই ইবনে আদম আসবেন।" (মথি ১০/২৩: মো.-২০০৬)

আমরা নিশ্চিত জানি যে, এ সকল কথা ভুল। যীশুর জেরাকারী পুরোহিতরা, যীশুর নিকট দণ্ডায়মান শিষ্যরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর প্রেরিতরা ইসরায়েল রাজ্যের সকল গ্রাম পরিভ্রমণ শেষ করেছেন। এরপর অ-ইহুদি রোমান রাজ্যেও পরিভ্রমণ করেছেন। এরপর তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু কেউই মনুষ্যপুত্রকে আসতে দেখেননি। যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীলরা মনে করেন যে, যীশু এরূপ অবান্তর ও অবাস্তব কথা বলেননি। যীশুর কথা ভুল বুঝে বা 'কিয়ামত নিকটেই' বলে মানুষদের দ্রুত প্রভাবিত ও ধর্মান্তরিত করার সুবিধার্থে শিষ্যরা বা পরবর্তী যুগের প্রচারকরা এগুলো বানিয়েছেন। ইঞ্জিল লেখকরা তা তাঁর নামে সংকলন করেছেন। ডোনাল্ড মরগান 'বাইবেলের মারাত্মক খুঁত?' (Fatal Bible Flaws?) প্রবন্ধে বলেন:

"MT 16:28, MK 9:1, LK 9:27 Jesus says that some of his listeners will not taste death before he comes again in his kingdom. This was said almost 2000 years ago. ...This passage and many others indicate that Jesus was to come again in a relatively short period of time and not just "quickly" as present day Biblicists assert. All of his listeners are now dead, yet Jesus has not come again in his kingdom. All of the alleged words of Jesus put forth in the Bible are therefore suspect."

"মথি ১৬: ২৮; মার্ক ১৯: ১; লূক ৯: ২৭ যীশু বলছেন যে, তাঁর কিছু শ্রোতার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের পূর্বেই তিনি পুনরায় তাঁর রাজত্বে আগমন করবেন। প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে এ কথা বলা হয়েছে। ... বর্তমানে বাইবেল প্রচারকরা বলেন তিনি শীঘ্রই আসবেন। কিন্তু এ বক্তব্য এবং আরো অনেক বক্তব্য প্রমাণ করে যে, শুধু শীঘ্রই নয়, বরং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যীশুর পুনরাগমনের কথা ছিল। তাঁর শ্রোতাদের সকলেই এখন মৃত, কিন্তু এখনো যীশু তাঁর রাজত্বে পুনরায় আসেননি। এ কারণে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান তথাকথিত যীশুর বক্তব্য সবই সন্দেহজনক হয়ে পড়ল।"[৩১]

---

[৩১] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html

৪. ২. ২০. বার শিষ্যের বার সিংহাসনের ভবিষ্যদ্বাণী

মথি (১৯/২৮, মো.-১৩) লেখেছেনঃ "ঈসা তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমরা যত জন আমার অনুসারী হয়েছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন ইবনুল-ইনসান (মনুষ্যপুত্র) আপন মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও বারোটা সিংহাসনে বসে ইসরাইলের বারো বংশের বিচার করবে।"

এ কথাটা ভুল। যীশু যে বার জনকে এ কথা বলেছিলেন তাদের একজন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা। পরবর্তীতে যীশু নিজেই তাকে 'দিয়াবল' বা শয়তান বলেন (যোহন ৬/৭০-৭১) খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে নরকবাসী রূপেই মৃত্যু বরণ করেন। কাজেই তার পক্ষে তো আর বার সিংহাসনের এক সিংহাসনে বসা সম্ভব হবে না।

৪. ২. ২১. স্বর্গ উন্মুক্ত ও ফিরিশিতাদের উঠানামা

যীশু নথনেল (Nathanael) নামক শিষ্যকে জানান যে, তারা তখন থেকে স্বর্গকে খোলা এবং স্বর্গের দূতদের যীশুর উপরে উঠানামা করতে দেখবেন। যোহন ১/৫১: "আর তিনি (যীশু) তাঁহাকে (নথনেলকে) কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এখন হইতে তোমরা দেখিবে, স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দূতগণ (ফেরেশতাগণ) মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।"

এ কথাটা ভুল। যোহন বাপ্তাইজকের নিকট বাপ্তাইজের সময়ে যীশুর উপর পবিত্র আত্মার নেমে আসার ঘটনার পরে যীশু এ কথাটা বলেছিলেন। যীশুর এ কথা বলার পরে কেউ দেখেননি যে, স্বর্গ বা বেহেশত খুলে রয়েছে এবং ঈশ্বরের দূতরা বা ফেরেশতারা যীশুর উপরে উঠছেন ও নামছেন। যীশুর বলার পরে নথনেল তো দূরের কথা অন্য কোনো মানুষ এ দু'টা বিষয় একত্রে দেখেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

৪. ২. ২২. যীশুর পূর্বে কারো স্বর্গে না উঠা

যোহন (৩/১৩) লেখেছেন যে যীশু বলেনঃ "আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদঃ "যিনি বেহেশতে থাকেন এবং বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন সেই ইবনে আদম (আদম-পুত্র) ছাড়া আর কেউ বেহেশতে ওঠেনি।"

এ কথাটাও ভুল। কারণ বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, হনোক, ইনোক (Enoch) বা ইদরীস (আ.) এবং এলিয় (Eli'jah) উভয়ে স্বর্গে উঠেছেন (আদিপুস্তক ৫/২৩-২৪; ২ রাজাবলি ২/১-১১)। ইনোকের বিষয়ে বাইবেল বলছেঃ "ইনোক মোট তিনশো পঁয়ষট্টি বছর এই দুনিয়াতে ছিলেন। তারপর তাঁকে আর দেখা গেল না। আল্লাহর সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছেই নিয়ে গিয়েছিলেন।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৫/২৩-২৪)। এলিয় বা ইলিয়াসের বিষয়ে বাইবেল বলছেঃ "তাঁরা কথা বলতে বলতে চলেছেন এমন সময় একটা আগুনের রথ ও আগুনের কতগুলো ঘোড়া এসে তাঁদের দু'জনকে আলাদা করে দিল এবং ইলিয়াস একটা ঘূর্ণিবাতাসে করে বেহেশতে চলে গেলেন।" (২ বাদশাহনামা ২/১১)

এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, যোহনের কথাটা ভুল। খ্রিষ্টান প্রচারকদের নানাবিধ ব্যাখ্যার চেষ্টা নিশ্চিত করে যে, কথাটা ভুল।[৩২] বাইবেলের প্রসিদ্ধ তথ্যের বিপরীতে যীশু এরূপ ভুল কথা বলেছেন বলে বিশ্বাস করা কঠিন। বাহ্যত ইঞ্জিল লেখক তার অজ্ঞতার কারণে এরূপ ভুল কথা যীশুর নামে

---

[৩২] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

লেখেছেন।

এ প্রসঙ্গে গ্যারি ডেভানি লেখেছেন: "But, when Jesus said this, Jesus, Himself, was still alive and had not yet gone up to Heaven. If Jesus, Himself, is the only one to have gone up to Heaven, doesn't that contradict and eliminate Enoch's going up to Heaven ... and Elijah's going up to Heaven... and Angels going up and down, to and from Heaven on "Jacob's Ladder" in Genesis 28:12? So, did Jesus Christ utter another falsehood here? Did Jesus get caught in documenting another lie?"

"কিন্তু, যীশু যখন এ কথা বলেন, তখন যীশু নিজে জীবিত ছিলেন এবং তখনো তিনি স্বর্গে গমন করেননি। যীশুই যদি স্বর্গে গমনকারী একমাত্র ব্যক্তি হন তবে এ কথা কি হনোক ও এলিয়ের স্বর্গারোহণের কথা বাতিল করে বৈপরীত্যে ফেলছে না? এছাড়া যাকোবের সিঁড়ি বেয়ে ফেরেশতাদের স্বর্গে উঠার (আদিপুস্তক ২৮/১২) সাথেও এ কথা সাংঘর্ষিক। তাহলে, যীশু কি এখানে আরেকটা মিথ্যা বললেন? তিনি কি আরেকটা প্রমাণিত মিথ্যায় আটকা পড়লেন?"[৩৩]

আমেরিকান রাজনীতিবিদ ও গবেষক স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা" (A Brief Survey of Biblical Errancy) প্রবন্ধে বলেন: "The Apologist's Explanation It is important to look at the context of Jesus' discussion with Nicodemus. Jesus is contrasting himself with Nicodemus and the other Jews. He is pointing out that he has firsthand knowledge of heavenly things and that he is the only one on earth who has come down from heaven with this message. ... If the fundamentalists' argument were true, then Jesus couldn't have ascended into heaven because 3:13 states "one" not "two." So it would have had to be either Jesus or Elijah. Take your pick. Either way, there's an unresolved problem. The scripture does not make an exception for what the fundamentalist considers to be a messenger - that's actually irrelevant to the contradiction."

"প্রচারকরা ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে নীকদীমের সাথে যীশুর বক্তব্যের প্রসঙ্গটা বিবেচনা করা জরুরি। এখানে যীশু নীকদীম ও অন্যান্য ইহুদিদের সাথে তাঁর পার্থক্য বর্ণনা করছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, একমাত্র তাঁরই স্বর্গরাজ্য বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বর্গ থেকে বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। ... যদি মৌলবাদীদের যুক্তি সঠিক হয় তবে যীশু কখনোই স্বর্গে উঠতে পারেননি। কারণ যোহন ৩/১৩ সুস্পষ্টতই বলছে 'একজন'-ই স্বর্গে উঠেছেন, 'দু'জন' নয়। কাজেই এ স্বর্গারোহণকারী হয় এলিয় হবেন অথবা যীশু হবেন। আপনি আপনার পছন্দ বেছে নিন। আপনার পছন্দ যা-ই হোক না কেন, এখানে আরেকটা সমস্যা অমীমাংসিতই রয়ে গেল। মৌলবাদীরা দাবি করছেন যে, এখানে যীশুর স্বর্গ থেকে বার্তা নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র পুস্তকের বক্তব্যে এমন কোনো নির্দেশনাই নেই। স্বর্গ থেকে বার্তা নিয়ে আসার বিষয়টা এ বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়।"[৩৪]

৪. ২. ২৩. পবিত্র আত্মার সহায়তার প্রতিশ্রুতি

মথি (১০/১৯-২০, মো.-১৩) লেখেছেন যে, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন: "কিন্তু যখন লোকে তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবে, তখন তোমরা কিভাবে কি বলবে, সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; কারণ

---

[৩৩] Did Jesus Christ Lie? http://www.thegodmurders.com/id188.html

[৩৪] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

তোমাদের যা বলবার, তা সেই দন্ডেই তোমাদেরকে দান করা যাবে। কেননা তোমরা কথা বলবে, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে রূহ তোমাদের অন্তরে কথা বলেন, তিনিই বলবেন।"

লূক (১২/১১-১২) যীশুর এ বক্তব্য নিম্নরূপে লেখেছেন: "আর লোকে যখন তোমাদেরকে মজলিস-খানায় এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষদের সম্মুখে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে কি উত্তর দেবে, অথবা কি বলবে, সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; কেননা কি কি বলা উচিত, তা পাক-রূহ সেই সময়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।" (মো.-১৩)

মার্কের ১৩ অধ্যায়েও যীশুর এ শিক্ষা উদ্ধৃত করা হয়েছে (মার্ক ১৩/১১)।

এভাবে সকলেই লিখছেন, যীশু তাঁর শিষ্যদের ওয়াদা করেছেন যে, বিচারক বা শাসনকর্তাদের নিকট তারা যা কিছু বলবেন তা তাদের বক্তব্য হবে না, বরং তা হবে পবিত্র আত্মার বক্তব্য। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, বিষয়টা সঠিক নয়।

'প্রেরিত' পুস্তক বলছে: "আর পৌল মহাসভার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, হে ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি সর্ব বিষয়ে সৎবিবেকে আল্লাহর সম্মুখে জীবন যাপন করে আসছি। তখন মহা-ইমাম অননিয় (the high priest Ananias), যারা কাছে দাঁড়িয়োছিল, তাদেরকে হুকুম দিলেন, যেন পৌলের মুখে আঘাত করে। তখন পৌল তাঁকে বললেন, হে চুনকাম-করা প্রচীর, আল্লাহ তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি শরীয়ত অনুসারে আমার বিচার করতে বসেছ, আর শরীয়তের বিপরীতে আমাকে আঘাত করতে হুকুম দিচ্ছ? তাতে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা বললো, তুমি কি আল্লাহর মহা-ইমামকে কটুবাক্য বলছো? পৌল বললেন, হে ভাইয়েরা, আমি জানিতাম না যে, উনি মহা-ইমাম; কেননা লেখা আছে, "তুমি স্বজাতীয় লোকদের নেতাকে দুর্বাক্য বলো না।" (প্রেরিত ২৩/১-৫: মো-১৩)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: তখন পৌল বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে, এ মহা-ইমাম। যদি জানতাম তাহলে ঐ কথা বলতাম না, কারণ, পাক কিতাবে লেখা আছে, তোমার জাতির নেতাকে অসম্মান কোরো না।"

ইঞ্জিলত্রয় থেকে উদ্ধৃত উপরের বক্তব্যগুলো সত্য হলে পল ভুল করতেন না। পবিত্র বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, পল যীশুর প্রেরিত বা সাহাবীর (Apostle) মর্যাদা লাভ করেন। পবিত্র বাইবেলের মধ্যেই বিদ্যমান যে, পল প্রেরিত-চূড়ামণি বা বিশেষ সাহাবী পিতরের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। (২ করিন্থীয় ১১/৫; ১২/১১।) সেই 'প্রেরিত-চূড়ামণি' পবিত্র-ব্যক্তির এ ভুল প্রমাণ করে যে, উপরের কথাগুলো সঠিক নয়। পবিত্র-আত্মা কি ভুল করেন? পবিত্র আত্মা কি মহাযাজককে চিনতে পারেন না?

৪. ২. ২৪. মহাযাজকের রুটি খাওয়ার বর্ণনা

এক শনিবার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় যীশুর শিষ্যরা ক্ষুধার তাড়নায় ফসলের কিছু দানা ভক্ষণ করেন। এতে তৌরাতের বিধান লঙ্ঘন হওয়ায় ইহুদি আলিমরা আপত্তি করেন। তখন যীশু বলেন যে, দাউদও তো এভাবে ক্ষুধার তাড়নায় তৌরাত নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করেছিলেন: "তিনি তাদেরকে বললেন, দাউদ ও তাঁর সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল তখন কি করেছিলেন তা কি তোমরা পাঠ করনি? তিনি তো আল্লাহ গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁরা দর্শন-রুটি ভোজন করলেন, যা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের ভোজন করা উচিত ছিল না, কেবল ইমামেরা তা ভোজন করতে পারত।" (মথি ১২/৩-৪, মো.-১৩। আরো দেখুন লূক ৬/৩-৪)

মার্ক ২/২৫-২৬ শ্লোক নিম্নরূপ: "তিনি তাদেরকে বললেন, দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হলে তিনি যা করেছিলেন, তা কি তোমরা কখনও পাঠ করনি? তিনি তো অবিয়াথর মহা-

ইমামের (Abiathar the high priest) সময়ে আল্লাহর গৃহে প্রবেশ করে, যে দর্শন-রুটি ইমামেরা ছাড়া আর কারো ভোজন করা উচিত নয়, তা-ই ভোজন করেছিলেন এবং সঙ্গীদেরকেও দিয়েছিলেন।" (মো.-১৩)

এখানে যীশু পুরাতন নিয়মের একটা ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তিনি অনেকগুলো ভুল করেছেন: এখানে (১) 'ও তাঁর সঙ্গীদের', (২) 'তাঁরা ... ভোজন করলেন', (৩) 'ও তাঁর সঙ্গীদের...' এবং (৪) 'সঙ্গীদেরকেও দিয়েছিলেন' কথাগুলো সবই ভুল। কারণ 'দর্শন-রুটি' ভোজন করার সময় দাউদ 'একা' ছিলেন, তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না। পঞ্চম ভুল মহাযাজকের নামে। যীশু বলেছেন: "অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে..."। অথচ এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মহাযাজকের নাম ছিল 'অহীমেলক' (Ahimelech)। 'অবিয়াথর' এ সময়ে ইমাম বা যাজক ছিলেন না। অবিয়াথর ছিলেন অহীমেলকের পুত্র। এ ঘটনার পরে অহীমেলকের মৃত্যুর পরে তিনি মহা-যাজক হন। ১ শমূয়েল-এর ২১ অধ্যায়ের ১-৯ শ্লোক ও ২২ অধ্যায়ের ৯-২৩ শ্লোকে মূল ঘটনা পাঠ করলেই পাঠক এ পাঁচটা ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

ইঞ্জিল লেখকরা এ বক্তব্য যীশুর নামে লেখেছেন। যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো মানুষের জন্য বিশ্বাস করা কঠিন যে, যীশু পবিত্র পুস্তকের উদ্ধৃতিতে এমন ভুল করতেন। যীশুকে দোষারোপ করার চেয়ে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর অজ্ঞাতপরিচয় লেখক, লিপিকার ও সম্পাদকদের দোষারোপ করা অনেক সহজ।

৪. ২. ২৫. মরা বীজ কি ফসল ফলায়?

যীশু বলেন: "আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়। (Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit)" (যোহন/ইউহোন্না ১২/২৪, মো.-০৬)

বর্তমান বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে যে, যীশুর এ কথাটা ভুল। কোনো শস্য দানা মরে গেলে আর তা থেকে ফসল গজায় না। প্রচুর ফসল তো দূরের কথা একটা দানাও গজায় না। পক্ষান্তরে জীবিত বীজ মাটিতে পড়ে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি, পানি ও আলো পেলে তা থেকে প্রচুর ফসল জন্মায়।

'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা' (A Brief Survey of Biblical Errancy) প্রবন্ধে স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) বলেন:

"How can it bring forth any fruit at all if it's dead? The Apologist's Explanation: The reference obviously doesn't make much sense unless one assigns unusual meanings to the word "die" and assumes it means ripened and dried. The fundamentalist claims that in the context of it being a parable, the technical detail of a dead seed bringing forth fruit makes sense. The Rational Explanation: The ancients believed that seeds were actually dead, not alive as we now know they are. But again, God should have known better if this is His word. If the fundamentalist's argument is correct, then Jesus' use of this analogy is a false one ("false premise" fallacy)."

"একটা বীজ মরে গেলে তা কোনো ফসল ফলায় কিভাবে? খ্রিষ্টান প্রচারকরা স্বীকার করেন যে, এ উক্তিটা বাস্তবেই অর্থহীন। তবে 'মরা' শব্দটার যদি কোনো অস্বাভাবিক ও অপ্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা

যায় তবে কথাটা অর্থবহ হতে পারে। যদি মনে করা হয় যে, 'মরা' বলতে পেকে যাওয়া ও শুকিয়ে যাওয়া বুঝানো হয় তবে কথাটা অর্থবহ হয়। মৌলবাদীরা দাবি করেন যে, দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার প্রেক্ষাপটে মরা বীজের ফসল ফলানোর কথাটার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত।

যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা হল, প্রাচীন যুগের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, ফসলের বীজ মাটিতে সত্যই মরে যায়, সেটা আর বেঁচে থাকে না। বর্তমান যুগে আমরা যেমন জানি যে, সেটা বেঁচেই থাকে, সেরূপ তারা জানতেন না। কিন্তু এখানে পুনরায় বলতে হয় যে, এটা যদি ঈশ্বরের বাক্য হয় তবে ঈশ্বরের তো বিষয়টা ভালভাবে জানার কথা ছিল। মৌলবাদীদের যুক্তি সঠিক হলে, যীশুর এ উপমাটা ব্যবহারই ভুল। (উপমার সূত্র বা ভিত্তি ভুল হওয়ার বিভ্রান্তি)।"[৩৫]

৪. ২. ২৬. সরিষা-দানা সবচেয়ে ছোট ও শাক জাতীয়?

যীশু বলেন: "স্বর্গ রাজ্য এমন একটি সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোনো ব্যক্তি লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল। সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র (KJV: Which indeed is the least of all seeds. RSV: it is the smallest of all the seeds); কিন্তু বাড়িয়া উঠিলে পর তাহা শাক হইতে বড় হয় (KJV: the greatest among herbs/ RSV: shrubs), এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে (becometh/becomes a tree) যে, আকাশের পক্ষীগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করে।" (মথি ১৩/৩১-৩২)

কি. মো.-২০০৬: "বেহেশতী রাজ্য এমন একটা সরিষা-দানার মত যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে লাগাল। সমস্ত বীজের মধ্যে ওটা সত্যিই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু গাছ হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত শাক-শবজীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়।"

সমালোচকরা বলেন, এখানে তিনটা ভুল বিদ্যমান: (১) সরিষা-দানা সবচেয়ে ছোট দানা নয়, (২) সরিষা গুল্ম বা শাক নয়, বরং ঔষধি এবং (৩) এটা গাছ হয় না; বরং মৌসুমেই মারা যায়। স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) বলেন:

"First, mustard seeds, while small, are hardly the smallest of seeds. Many other seeds, particularly some orchid species, are much, much smaller. Second, it isn't a shrub, but an herb, and isn't particularly large as herbs go, either. There are many herbs that get much, much larger. And third, it doesn't become either a shrub or a tree. Like all other herbs, it stays an herb. It is an annual, and usually dies at the end of a single growing season, so could hardly be mistaken for a shrub. The fundamentalist claims that use of this analogy is OK, because, again, this is a parable. It's meant to over dramatize the analogy to drive home the point. It's metaphorical, not literal. The Rational Explanation The reference simply shows an ignorance of very basic botany at best, and if one accepts the fundamentalist's claim, would make Jesus guilty of hyperbole at the least. This is another example of a false premise fallacy. Besides, without losing the power of the metaphor (if a metaphorical device was intended), the error could have simply been avoided by the insertion of the words "one of" (one of the smallest of seeds) rather than stating, without qualification, that it was the smallest."

---

[৩৫] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

"প্রথমত, সরিষা-দানা ছোট হলেও, কোনোভাবেই তা সবচেয়ে ছোট দানা নয়। এর চেয়ে ছোট অনেক দানা আছে। বিশেষত অনেক প্রজাতির অর্কিড দানা সরিষা দানার চেয়ে অনেক অনেক ছোট। দ্বিতীয়ত, সরিষা গুল্ম বা শাক নয়, বরং এটা ঔষধি। অনেক ঔষধি আছে যা সরিষার চেয়েও অনেক অনেক বড় হয়। তৃতীয়ত, এটা কখনোই গুল্ম-শাক অথবা গাছে পরিণত হয় না। অন্য সকল ঔষধির মতই এটা ঔষধিই থাকে। এটা বাৎসরিক এবং সাধারণত উৎপাদন মৌসুমের শেষেই মারা যায়। কাজেই এটাকে গুল্ম বা শাক বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই। মৌলবাদীরা দাবি করেন যে, এ উপমাটা ঠিক আছে; কারণ, পুনরায়, এটা একটা দৃষ্টান্ত। উপমাকে অতি-নাটকীয় করা এবং মূল বিষয়টা বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য। এটা আক্ষরিক নয়, বরং রূপক।

যৌক্তিক ব্যাখ্যা হল যে, এ উদ্ধৃতিটা সবচেয়ে ভাল অর্থে উদ্ভিদবিদ্যা বা উদ্ভিদ জগতের অতি সাধারণ মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। আর মৌলবাদীদের যুক্তি মেনে নেওয়ার অর্থ ন্যূনতমভাবে যীশুকে অতিকথনের অপরাধে অভিযুক্ত করা। ভুল ভিত্তির উপর উপমা প্রদানের বিভ্রান্তির এটা আরেকটা নমুনা।

সর্বোপরি, এ বক্তব্যের দ্বারা যদি সত্যই কোনো রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সে রূপকত্বের শক্তি খর্ব না করেই এ ভুল এড়ানো সম্ভব ছিল। সরিষা দানাকে সরাসরি 'সবচেয়ে ছোট দানা' না বলে শুধু 'মধ্যে একটি' শব্দদ্বয় বাড়িয়ে (সরিষা দানা সবচেয়ে ছোট দানাগুলোর মধ্যে একটা) বললেই এ ভুল এড়ানো যেত।"[৩৬]

৪. ২. ২৭. বৈৎসৈদা গালীল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না

যোহন (১২/২১) লেখেছেনঃ "ইহারা গালীলের বৈৎসৈদা নিবাসী ফিলিপের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিনতি করিল, মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

এখানে কিং জেমস ভার্শনের পাঠঃ "which was of Bethsaida of Galilee: গালীলের বৈৎসৈদা নিবাসী"। রিভাইযড ভার্শন ও অধিকাংশ ইংরেজি ভার্শনের পাঠঃ "who was from Bethsaida in Galilee: গালীলের মধ্যকার বৈৎসৈদা নিবাসী"। জুবিলী বাইবেলঃ "তিনি গালিলেয়ার বেথসাইদার মানুষ ছিলেন।" বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ঃ "ফিলিপ ছিলেন গালীল প্রদেশের বৈৎসৈদা গ্রামের লোক।"

'গীললের বৈৎসৈদা', 'গালীল প্রদেশের বৈৎসৈদা' বা 'গালীলের মধ্যকার বৈৎসৈদা' কথাটা ভুল। বৈৎসৈদা গালীল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বরং গলানিটিস (Gaulontinis/ Gaulanitis) বা গোলান (Golan) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গালীল ও গোলান পাশাপাশি দুটো ভিন্ন প্রদেশ। গালীল সাগরের উত্তর পশ্চিমে গালীল প্রদেশ আর উত্তর-পূর্বে গোলান প্রদেশ। এ বিষয়টা প্রমাণ করে যে, ইঞ্জিলগুলোর লেখক যীশুর শিষ্য বা ফিলিস্তিনের কোনো ইহুদি ছিলেন না। অ-ইহুদি রোমান লেখক ফিলিস্তিনের বিষয়ে ভাল না জানার কারণে গোলান প্রদেশের একটা শহরকে গালীল প্রদেশের শহর বলে চালিয়ে দিয়েছেন। ধর্মগুরুরা মূল ভুলটা স্বীকার করে বলেন, যদিও বৈৎসৈদা গালীল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়; তবে তা গালীল সাগরের নিকটবর্তী। তাঁদের এ ব্যাখ্যা আরো নিশ্চিত করে যে, ইঞ্জিল লেখক নিকটবর্তী দেখেই ভুল করেছিলেন। কারণ তিনি গালীল সাগরের নিকটবর্তী শহরকে অজ্ঞতাবশত গালীল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত লেখেছেন।[৩৭]

৪. ২. ২৮. ক্রুশারোহণের দিনেই স্বর্গে গমন

লূক লেখেছেন যে, যীশু ক্রুশে থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে ক্রুশবিদ্ধ একজনকে সাথে নিয়ে সে দিনেই

[৩৬] http://www.bidstrup.com/bible2.htm
[৩৭] http://www.bidstrup.com/bible2.htm

স্বর্গে গমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে (ফিরদাউস/Paradise) আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে (To day shalt thou be with me in paradise)।" (লূক ২৩/৩৯-৪৩)

এ প্রতিশ্রুতি অনুসারে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দিন বা শুক্রবারেই যীশু স্বর্গে গমন করবেন। খ্রিষ্টান জগৎ একমত যে, কথাটা ভুল। ইঞ্জিলের বর্ণনায় তিনি তিন দিন মৃত অবস্থায় মাটির গর্ভে থাকেন। ইঞ্জিলগুলো একমত যে, শুক্রবার যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন এবং রবিবার সকালে পুনরুত্থান করেন। আমরা দেখেছি যে, মার্ক ও লূকের বর্ণনায় তিনি রবিবারেই স্বর্গারোহণ করেন। যোহনের বর্ণনায় আরো কয়েকদিন পরে এবং প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনায় তিনি ৪০ দিন পরে স্বর্গে পিতার নিকট গমন করেন। ক্রুশের দিনেই তিনি পরমদেশে বা স্বর্গে গমন করেননি।

৪. ২. ২৯. কায়াফার ভাববাদিত্ব ও ভাববাণী

যোহন/ ইউহোন্না (১১/৪৯-৫২) লেখেছেন: "কিন্তু তাদের মধ্যে এক জন, কাইয়াফা (Caiaphas), সেই বছরের মহা-ইমাম, তাদেরকে বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না! তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটা ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়। এই কথা যে তিনি নিজের থেকে বললেন, তা নয়, কিন্তু সেই বছরের মহা-ইমাম হওয়াতে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী বললেন (prophesied কেরি: তিনি এই ভাববাণী বলিলেন) যে, সেই জাতির (কি. মো.-২০০৬: "ইহুদী জাতির) জন্য ঈসা মরবেন। আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু আল্লাহর যেসব সন্তান চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সেই সকলকে একত্র করার জন্যও মরবেন।

বিভিন্ন কারণে যোহনের এ কথাটা ভুল:

(ক) যোহনের কথা থেকে জানা যায় যে, মহাযাজক পদটা বাৎসরিক ছিল। কথাটা ভুল। ইহুদিদের মহাযাজক পদটা আমৃত্যু। তবে রোমানদের অধীনে থাকার সময় রোমান শাসকরা মহাযাজক নিয়োগ ও অপসারণে হস্তক্ষেপ করতেন। কায়াফা ১৮ থেকে ৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহুদিদের মহাযাজক ও প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন।[৩৮]

(খ) যোহনের কথা থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদিদের মহাযাজক হলেই তিনি ভাববাদী বা নবী হবেন। এ ধারণা বাতিল।

(গ) যদি কায়াফার এ কথাটা ভাববাণী হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, যীশুর মৃত্যু হয়েছিল শুধুমাত্র ইহুদিদের পাপ মোচনের জন্য, সমগ্র বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য নয়। বাইবেলের পরিভাষায় ইহুদিদেরকে 'প্রজাগণ' (the people/ nation) এবং অ-ইহূদদিদেরকে 'পরজাতি' (Gentile) বলা হয়। এখানে কায়াফা বলেছেন 'প্রজাগণের জন্য' অর্থাৎ ইহুদি জাতির জন্য। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস এর বিপরীত। এজন্যই ইঞ্জিল লেখক কায়াফার কথার সাথে সংযোজন করে বলেছেন: "আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়"। তবে তাঁর এ ব্যাখ্যাটা ভাববাণীর সাথে সাংঘর্ষিক।

(ঘ) যোহন স্বীকার করে নিলেন যে, কায়াফা একজন নবী বা ভাববাদী ছিলেন। যে কারণে তিনি যীশুকে মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট হিসেবে চিনতে পারেন এবং তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে মানব জাতির পারলৌকিক মুক্তির ভাববাণী করেন। আমরা ইতোপূর্বে বৈপরীত্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, এ ভাববাদী মহাযাজকই যীশুকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তার সামনে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র ও খ্রিষ্ট বলে দাবি করাতে তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের কাপড় ছিড়ে ফেলেন এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা

---

[৩৮] "Caiaphas". Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

করেন। তারই সামনে যীশুকে থুথু দেওয়া হয় ও মারধর করা হয়।

যদি কায়াফার এ কথাটা ভাববাণী হয় এবং যোহন এ কথার যে অর্থ বুঝেছেন তা যদি ঠিক হয়, তবে কিভাবে কায়াফা যীশুকে ঈশ্বর নিন্দাকারী বলে ঘোষণা করলেন? তাঁর মুখে থুথু দেওয়া, তাঁকে প্রহার করার বিষয়ে তিনি কিভাবে সন্তুষ্ট থাকলেন?

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, যোহনের এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা দেখেছি, কায়াফা ও ইহুদি ধর্মগুরুরা যীশুকে হত্যার মাধ্যমে ইহুদি জাতিকে রোমানদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। ইহুদিরা আদিপাপ থেকে মুক্তি বা পরকালের মুক্তির জন্য যীশুকে হত্যার পরিকল্পনা করেননি। ইহুদিরা কখনোই বিশ্বাস করতেন না যে, কোনো একজন মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্য কোনো মানুষ পাপমুক্তি বা মুক্তি পেতে পারে। উল্লেখ্য যে, এ মহাযাজক কায়াফাই পরবর্তী কালে যীশুর শিষ্য যোহন ও পিতরের বিচার করেছিলেন এবং শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

৪.২.৩০. শতগুণ পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রীপুত্র ও সম্পদ লাভ!

মার্ক ১০/২৯-৩০, মো.-১৩: "ঈসা বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য তার বাড়ি বা ভাই-বোন বা পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি (স্ত্রী বা সন্তানসন্ততি)[৩৯] জায়গা-জমি ত্যাগ করেছে, কিন্তু এখন ইহকালে তার শতগুণ না পাবে; সে বাড়ি, ভাই-বোন, মা, সন্তান-সন্ততি ও জায়গা-জমি, নির্যাতনের সঙ্গে এ সব পাবে এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাবে।"

লূক যীশুর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: "আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর রাজ্যের জন্য নিজের বাড়ি বা স্ত্রী বা ভাই-বোন বা পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করলে (There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children) ইহকালে তার বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন না পাবে।" (লূক ১৮/২৯-৩০, মো.-১৩)

এ কথাটা ভুল। কারণ বাস্তবে যীশুর কোনো সাহাবী, শিষ্য বা অনুসারী এভাবে যীশুর জন্য এক স্ত্রী পরিত্যাগ করে ইহকালেই বহু স্ত্রী বা ১০০ স্ত্রী পেয়েছেন বলে প্রমাণ নেই। এজন্য বাস্তবতার প্রমাণে কথাটা ভুল। এছাড়া কোনো মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য, যীশুর জন্য বা ইঞ্জিলের জন্য তার একটা স্ত্রী ত্যাগ করলে সে কখনোই ইহকালে বহু স্ত্রী বা ১০০ স্ত্রী পেতে পারে না; কেননা খ্রিষ্টধর্মে একাধিক বিবাহই বৈধ নয়। আর যদি একথার অর্থ হয় যে, কেউ এ উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করলে বিবাহ ছাড়াই ইহকালে যীশুর প্রতি বিশ্বাসী বহু নারীকে লাভ করবে, তবে সে অর্থ আরো বেশি অশ্লীল ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

এছাড়া যীশুর জন্য পিতা-মাতা পরিত্যাগ করলে দুনিয়াতেই ১০০ জন পিতা বা মাতা পাওয়ার অর্থই বা কী? আর শতগুণ পিতামাতা পাওয়ার লোভে নিজের পিতামাতা পরিত্যাগ করার বিষয়টাই বা কেমন মানবিক?

৪. ২. ৩১. যীশুর স্বজনদের অবিশ্বাস!

আমরা দেখেছি যে, যীশুর বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোতে এমন অনেক কথা লেখা যেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে যীশুর প্রতি কুধারণা পোষণ করতে হয়। যীশুর মাতা ও পরিবারের বিষয়েও এরূপ কিছু তথ্য

[৩৯] বাংলায় এখানে 'স্ত্রী' কথাটা নেই। ইংরেজিতে (KSV) বিদ্যমান: "no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, **or wife, or children**, or land..."।

ইঞ্জিলগুলোতে বিদ্যমান। মথি, মার্ক ও লূক তিনজনই উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর মা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তিনি সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু তার মাতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন: যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে তারাই আমার মা ও ভাই-বোন।

"এর পরে যীশুর মা ও ভাইয়েরা সেখানে আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে যীশুকে ডেকে পাঠালেন। যীশুর চারিদিকে তখন অনেক লোক বসেছিল। তারা যীশুকে বলল, 'আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন।' যীশু বললেন: কে আমার মা, আর কারা আমার ভাই? (Who is my mother, or my brethren?) যারা তাঁকে ঘিরে বসে ছিল তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই তো আমার মা ও ভাইয়েরা! ঈশ্বরের ইচ্ছা যারা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।" (মার্ক ৩/৩১-৩৫, মো.-১৩। পুনশ্চ: মথি ১২/৪৬-৫০, লূক ৮/১৯-২১)

যীশুর এ কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মা ও ভাইরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতেন না। এজন্য তিনি তাদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন: কে আমার মা? কে আমার ভাই? এরপর ব্যাখ্যা করে বুঝালেন যে, তার মা বা ভাই-বোন হতে হলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে হবে।

ইউহোন্না ৭/৫, মো.-১৩: "আসলে ঈসার ভাইয়েরাও তাঁর উপর ঈমান আনেননি।" মার্ক (৩/২১) লেখেছেন যে, তাঁর পরিবার তাঁকে পাগল মনে করতেন: "ইহা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা (family) তাঁহাকে ধরিয়া লইতে বাহির হইল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইয়াছে (মো.-০৬: তাঁরা বললেন, 'ও পাগল হয়ে গেছে')"

যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের দৃষ্টিতে এ সকল তথ্য ভুল ও অবিশ্বাস্য। মথির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং লূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত যীশুর অলৌকিক জন্ম, জন্মের পূর্বে ও পরে মরিয়ম ও যোষেফকে ফেরেশতাদের সুসংবাদ, ইলিশাবেথের ঘরে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে পরিচয় লাভ, জন্মের পরে জেরুজালেমের উপাসনা ঘরে যীশুকে খ্রিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করে ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রশংসা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে এ সকল বক্তব্য সাংঘর্ষিক। এগুলো সব দেখার ও জানার পরে এবং যীশুর অন্যান্য অলৌকিক কার্য দেখার পরেও তাঁর পরিবার বা তাঁর মা ও ভাইরা কিভাবে তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করলেন? তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের জন্য এ কথা বিশ্বাস করাই সহজ যে, এগুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিভক্তদের জাল গল্প যা ইঞ্জিল লেখকরা সংকলন করেছেন।

৪. ২. ৩২. মাতার সাথে যীশুর অশোভন আচরণ

উপরের বক্তব্যগুলোতে ইঞ্জিল লেখকরা শুধু যীশুর পরিবারকেই ছোট করেননি; উপরন্তু যীশুকেও মায়ের সাথে অশোভন আচরণকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কারণ, মা যতই মন্দ হোন না কেন মানবীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দাবি যে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। ইঞ্জিলের লেখকরা যীশুকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা যীশুর জন্য অত্যন্ত অশোভনীয় ও অবিশ্বাস্য।

ইঞ্জিলের মধ্যে অন্যান্য স্থানেও এরূপ অশোভন আচরণের উল্লেখ রয়েছে। একদিন যীশুর মা তাঁকে বলেন যে, তাঁদের দ্রাক্ষারস (মদ) নেই। তখন "যীশু তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কী? (Woman, what have I to do with thee?) (যোহন ২/৪)

বাহ্যত ইঞ্জিলগুলোর এ সকল বর্ণনা ভুল। পরবর্তীতে এ বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে যীশু বিষয়ক অশোভনীয়তা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়টা বিস্তারিত আলোচনা করব।

৪. ২. ৩৩. যীশুর দুর্বোধ্যতা বা অবোধ্যতা

প্রথম তিন ইঞ্জিল লেখকরা অনেক সময় এবং যোহন অধিকাংশ সময় যীশুকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে, তিনি রূপকভাবে কথা বলতেন এবং তাঁর সাহাবী, ভক্ত ও শ্রোতারা তাঁর কথা বুঝতেন না। বরং অর্থ না বুঝার কারণে তাঁরা বিতর্কে ও অবিশ্বাসে লিপ্ত হতেন। যোহন ৬ ও ৭ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, তাঁর কথা না বুঝে অনেক মানুষ বিশ্বাস করার পরেও অবিশ্বাসী হয়ে যায়। মানুষদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে এমন উত্তর দিতেন যে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত ও অবিশ্বাসী হয়ে যেত। এ সকল বর্ণনা সত্য বলে বিশ্বাস করলে যীশু অথবা প্রেরিতদের বিরুদ্ধে অশোভন ধারণা পোষণ ছাড়া উপায় থাকে না। এমনকি উইকিপিডিয়ায় দ্বাদশ প্রেরিতের বিষয়ে বলা হয়েছেঃ "In Mark, the twelve are obtuse, failing to understand the importance of Jesus' miracles and parables". "মার্কের বর্ণনা অনুসারে 'বার সাহাবী' স্থুলবুদ্ধি নির্বোধ ছিলেন, তাঁরা যীশুর অলৌকিক কর্ম ও তাঁর নীতিগর্ভ রূপক বক্তব্যগুলো বুঝতে পারতেন না।"[৪০]

প্রচলিত ইঞ্জিলে আমরা দেখি যে, যীশুর প্রচারের শুরুতেই যোহন বাপ্তাইজক তাঁর শিষ্যদের সামনে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র ও মসীহ (যোহন ১/১৯-৩৪, ৩/২২-৩৬)। শিষ্যরাও শুরু থেকেই তাঁকে মসীহ বলে চিনেন ও বিশ্বাস করেন। (যোহন ১/৪১-৫১)। শমরীয় মহিলাকে তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন যে, তিনিই খ্রিষ্ট। (যোহন ৪/২৫-২৬)। আবার পিতর যখন বললেন যে, যীশুই খ্রিষ্ট তখন তিনি তাঁকে বিষয়টা মানুষদেরকে জানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন (মার্ক ৮/২৮। আরে দেখুনঃ মথি ১৬/১৪) আবার অন্যান্য স্থানে ইঞ্জিল লেখকরা বলছেন যে, তিনি মানুষদেরকে এ বিষয়ে ধাঁধার ভিতরে রাখতেন। "ইহুদিরা তাঁকে ঘিরে বলতে লাগল, আর কত কাল আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মসীহ হও তবে স্পষ্ট করে আমাদেরকে বল।" (ইউহোন্না/ যোহন ১০/২৪, মো.-১৩)

মানবীয় বিবেক ও পুরাতন নিয়মে নবীদের নামে যা বিদ্যমান সেগুলো পাঠ করলে আমরা নিশ্চিত হই যে, নবীদের দায়িত্ব সহজ-সরল ভাষায় মানুষের জন্য মুক্তির পথ বলা। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, নির্বোধ সকলেই যেন সহজেই মহান আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও মুক্তি লাভ করতে পারে সে নির্দেশনা তাঁরা সহজবোধ্য ভাষায় প্রদান করেন। যীশু মানুষদের জন্য মুক্তির বিশ্বাসকে দুর্বোধ্য করতেন, ধাঁধার আকারে বা রূপকভাবে কথা বলতেন বলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ইচ্ছাপূর্বক তিনি তাঁর জাতির জন্য মুক্তির পথ কঠিন করেছেন; বরং রুদ্ধ করেছেন।

৪. ২. ৩৪. শিষ্যদের অবিশ্বাস অবিশ্বাস্য

যীশুর শিষ্যদের বিষয়েও ইঞ্জিলগুলোতে কিছু তথ্য বিদ্যমান যা সত্য বলে গ্রহণ করা খুবই কঠিন। তাঁদের বিষয়ে এমন কিছু কথা বলা হয়েছে যেগুলো বিশ্বাস করলে তাঁদেরকে নির্বোধ, ভীরু, কাপুরুষ, কঠিন-হৃদয় ও ঈমানবিহীন বা মুনাফিক প্রকৃতির মানুষ বলে বিশ্বাস করতে হয়। বিষয়টা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। পরবর্তী যুগের খ্রিষ্টান প্রচারকরা যে বিশ্বাস, সাহস ও ধৈর্য দেখিয়েছেন ইঞ্জিলগুলোর বিবরণে তার সামান্য পরিমাণও আমরা যীশুর শিষ্যদের মধ্যে দেখি না।

ইঞ্জিলগুলোর বিবরণ অনুসারে যীশু বারবার তাঁর বিচার, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা শিষ্যদেরকে বলেছেন। (মথি ১২/৪০, ২৬/২; ২৭/৬৩; মার্ক ৮/৩১; লূক ৯/২২-২৩; যোহন ২/১৩-১৬) অথচ যীশুর বিচার, ক্রুশারোহণ ও পুনরুত্থানের বর্ণনায় প্রেরিতরা থেকে আমরা চরম অবিশ্বাস দেখতে পাই।

ইঞ্জিলগুলো বলছে, যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা বারবার বলেছেন; কিন্তু শিষ্যরা গুরুর কথা

---

[৪০] Wikipedia, Apostle (Christian)

বোঝেননি এবং ভয়ে গুরুকে প্রশ্নও করেননি। (লূক ৯/৪৪-৪৫; ১৮/৩১-৩৪)। এ কথা সত্য বলে গ্রহণ করলে প্রেরিতগণকে নির্বোধ, বিশ্বাসহীন ও গুরুর প্রতি প্রেমবিহীন বলে মনে করা ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ যে ভাষায় কথাগুলো যীশু বলেছেন তা অতি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য। অথচ শিষ্যরা বুঝলেন না? অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় তারা বুঝেন (মথি ১৩/৫১; মথি ১৭/১৩) অথচ এ সরল কথাগুলো বুঝলেন না? আর না বুঝলেও তাঁরা প্রশ্ন করলেন না? প্রিয় গুরু তাঁর মৃত্যুর কথা বলছেন আর তাঁরা না বুঝে চুপ করে থাকবেন? অথচ এর চেয়ে অনেক সাধারণ বিষয়ে তাঁরা গুরুকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছেন।

যীশু যখন বলেন যে শিষ্যদের একজন তাঁকে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করবে "তখন ঈসার সাহাবীদের এক জন, যাঁকে ঈসা মহব্বত করতেন, তিনি তাঁর কোলে হেলান দিয়া বসেছিলেন। ... তাতে তিনি সেরকম ভাবে বসে থাকাতে ঈসার বুকের দিকে মাথা কাত করে বললেন: প্রভু, সে কে?..." (ইউহোন্না ১৩/২৩-২৬, মো.-১৩)

এখানে আমরা দেখছি যে, যীশু শিষ্যদের অত্যন্ত নিকটবর্তী ছিলেন। শিষ্যরা তাঁর কোলে হেলান দিয়ে বসতেন, তাঁর বুকের উপর হেলে পড়ে প্রশ্ন করতেও ভয় বা সংকোচ বোধ করতেন না। অথচ গুরুর লাঞ্ছনা, হত্যা ও পুনরুত্থানের কথা বারবার তাঁর মুখ থেকে শুনবেন, অথচ বুঝবেন না এবং প্রশ্নও করবেন না?

এরপরও আমরা ধরে নিচ্ছি যে, প্রথম প্রথম তাঁরা গুরুর কথা বুঝেননি বা ভয়ে প্রশ্ন করেননি, কিন্তু গুরুর বারবার বলার পর তা বুঝেছেন।

মথি লেখেছেন: "সেই সময় থেকে ঈসা তাঁর সাহাবীদেরকে স্পষ্টই বলতে লাগলেন (মার্কের ভাষায়: তিনি তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন) যে, তাঁকে জেরুশালেমে যেতে হবে এবং প্রাচীনদের, প্রধান ইমামদের ও আলেমদের কাছ থেকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে ও হত (নিহত) হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে উঠতে হবে। এতে পিতর তাঁকে কাছে নিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, প্রভু, তা আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক, তা আপনার প্রতি কখনও ঘটবে না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে পিতরকে বললেন, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা আল্লাহর তা নয়, কিন্তু যা মানুষের, তা-ই তুমি ভাবছো।" (মথি ১৬/২১-২৩, মো.-১৩) মার্ক ও লূকও বিষয়টা লেখেছেন (মার্ক ৮/৩১-৩৩; লূক ৯/২২)।

এখানে আমরা দেখছি যে, (১) যীশু তাঁর প্রচার কর্মের প্রথম পর্যায় থেকেই শিষ্যদেরকে এ বিষয়টা 'স্পষ্টভাবে' শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, (২) শিষ্যরা তাঁর কথা বুঝতে পারেন এবং প্রথমবার এ বিষয় শোনার পর তাঁর প্রতি ভালবাসার কারণে শিষ্যরা তাঁর কাছে আবেদন করেন যে, এটা যেন তাঁর বিষয়ে না ঘটে এবং (৩) বিষয়টা যে অপ্রতিরোধ্য এবং ঘটতেই হবে তাও তিনি শিষ্যদের বলতে থাকেন।

মার্ক ৮ম অধ্যায়ে (৩১-৩৩) উপরের বিষয়টা এভাবে উল্লেখ করেছেন। এরপর ৯ম অধ্যায়ে (৯-১০) লেখেছেন: "পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদেরকে দৃঢ় হুকুম দিয়ে বললেন, তোমরা যা যা দেখলে, তা কাউকেও বলো না, যতদিন মৃতদের মধ্য থেকে ইবনুল-ইনসান উত্থাপিত না হন। তখন, মৃতদের মধ্য থেকে উত্থান কি, তাঁরা এই বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করে সেই কথা নিজেদের মধ্যে রেখে দিলেন।" (মো.-১৩)

ইতোপূর্বে তাঁরা বিষয়টা বুঝার পরে এখানে পুনর্বার বিষয়টা শুনলেন। মার্কের বর্ণনায় এবার তাঁরা বিষয়টা নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা করলেন। এরপর মার্ক ৯ম অধ্যায়েই কয়েক শ্লোক পরে লেখেছেন: "কেননা তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন: ইবনুল-ইনসানকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে; তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি আবার উঠবেন। কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝলেন না এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।" (মার্ক ৯/৩১-৩২, মো.-১৩)

তৃতীয় বার মার্ক বিষয়টা উল্লেখ করলেন। মার্কের বর্ণনা থেকেই আমরা দেখলাম, যীশুর এ বিষয়ক কথা প্রথম বারেই সাহাবীরা বুঝলেন ও অনুযোগ করলেন, দ্বিতীয় বার নিজেরা আলোচনা করলেন এবং তৃতীয়বার বুঝলেন না এবং প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন?

মার্ক ১০ অধ্যায়ে পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে, জেরুজালেমের পথে চলতে চলতে যীশু আবার বলেন: "দেখ, আমরা জেরুশালেমে যাচ্ছি, আর ইবনুল-ইনসানকে প্রধান ইমাম ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে; তারা তাঁর প্রাণদণ্ড বিধান করবে এবং অ-ইহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে। আর তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।" (মার্ক ১০/৩৩-৩৪, মো.-১৩)

এখানে মার্ক কোনো মন্তব্য করেননি। এ থেকে প্রতীমান হয় যে, বারবার বিষয়টা বলা ও ব্যাখ্যা করার পর শিষ্যরা বিষয়টা ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। মার্ক এর পরেও উল্লেখ করেছেন যে, যীশু আরো কয়েকবার শিষ্যদেরকে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়টা অবগত করান (মার্ক ১০/৪৫ ও ১৪/২৭-২৮)

যোহনের বর্ণনা অনুসারে যীশু প্রায় তিন বছর তাঁর প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। প্রচারের শুরুতেই যোহন বাপ্তাইজক (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া) তাঁর শিষ্যদের সামনে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র ও মসীহ (যোহন ১/১৯-৩৪, ৩/২২-৩৬)। শিষ্যরাও শুরু থেকেই তাঁকে মসীহ বলে চিনেন ও বিশ্বাস করেন। (যোহন ১/৪১-৫১)। প্রচারের শুরু থেকেই তিনি মহা-অলৌকিক কর্ম দেখাতে শুরু করেন। যাতে শিষ্যরা ও হাজার হাজার মানুষ তাঁর উপর ঈমান আনেন (যোহন ২/১-১১, ২৩)।

তাঁর প্রেরিতগণ বা সাহাবীরা তাঁর সাথেই থাকতেন। তাঁরা তাঁর থেকে অসংখ্য মহা-অলৌকিক কর্ম দেখেন। যাতে তাঁদের ঈমান ক্রমান্বয়ে গভীর ও শক্তিশালী হতে থাকে। এ সকল বিষয়ের স্বাভাবিক পরিণতি নিম্নরূপ হওয়ার কথা:

(১) যীশুর সাহাবীরা ও হাজার হাজার শিষ্য তাঁর বিচার ও হত্যার প্রতিবাদ না করলেও তাঁর আশেপাশে থেকে প্রিয় গুরুর শেষ মুহূর্তগুলো প্রেমের সাথে অবলোকন করবেন এবং পুনরুত্থানের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করবেন।

(২) তৃতীয় দিবস সকালেই তাঁরা কবরের আশেপাশে বা তাঁদের সুবিধামত নিকটবর্তী নিরাপদ কোনো স্থানে অপেক্ষা করবেন।

(৩) পুনরুত্থিত যীশুকে তাঁরা মহানন্দে ও মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করবেন। তাঁদেরকে নিয়ে যীশু জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনের সকল গ্রামে 'ইসরাইল বংশের হারানো ভেড়া বা মেষপালকে' দেখা দিয়ে তাদের চিরস্থায়ী বিশ্বাস ও মুক্তির ব্যবস্থা করে বিদায় নিবেন।

কিন্তু ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনায় আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য দেখছি। আমরা দেখি যে, এত কিছুর পরেও যীশুর প্রেরিতগণ বা সাহাবীরা ও শিষ্যদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোদুল্যমান। এমনকি পুনরুজ্জীবিত যীশুকে দেখার পরেও তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) ইহুদিদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে গেৎশিমানী (Gethsemane) বাগানে যীশু মর্মান্তিকভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠেন। তিনি প্রার্থনা করতে চান এবং শিষ্যদেরকে তাঁর জন্য জেগে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন: "আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে (দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে); তোমরা এখানে থাক, আমার সাথে জাগিয়া থাক।" (মথি ২৬/৩৮; মার্ক ১৪/৩৪)।

যে কোনো মানুষ তার প্রিয়জনকে এরূপ দুঃখার্ত দেখলে ইচ্ছা করলেও ঘুমাতে পারবে না। অথচ পাঠক এ অধ্যায়টা পড়ে দেখবেন, যীশুর শিষ্যরা গুরুর নির্দেশ সত্ত্বেও একটা ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলেন না। বারবার ফিরে এসে যীশু তাঁদেরকে ঘুমন্ত দেখে খুবই কষ্ট পেলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদেরকে জাগ্রত থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারপরও বারবারই তাঁরা অঘোরে ঘুমিয়ে গেলেন! (মথি ২৬/৩৬-৪৭; মার্ক ১৪/৩২-৪২; লূক ২২/৩৯-৪৬)। ঈমান না-ই থাক, ভালবাসার সামান্য অনুভূতি হৃদয়ে থাকলে কি কেউ এরূপ করতে পারে?

এ কথা কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে, যীশুর সাহচর্যে এত দিন থাকার পর, তাঁর এত নসীহত, শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের পর এবং অগণিত মহা-অলৌকিক কর্ম দেখার পরও যীশুর শিষ্যরা এরূপ অলস, নির্বোধ, প্রেমহীন ও ঈমানহীন ছিলেন? যীশুর সুপরিচিত শিষ্যদের বিষয়ে এরূপ অশোভন ধারণা পোষণ করার চেয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ইঞ্জিল লেখকদের বিষয়ে নির্বুদ্ধিতা, যাচাইবিহীন সংকলন বা মর্জি মাফিক সংযোজনের অভিযোগই কি অধিক সমীচীন নয়?

(খ) যীশুকে গ্রেফতার করার পর সাহাবীরা পালিয়ে গেলেন। যীশু তাঁদেরকে অস্ত্রধারণ করতে নিষেধ করেন; তবে তিনি তাঁদেরকে পালাতে বলেননি। তিনি নিজেকে সমর্পণ করে শিষ্যদের গ্রেফতার না করার বিষয় নিশ্চিত করে গ্রেফতারকারীদেরকে বলেন: "তোমরা যদি আমার খোঁজ কর তবে এদেরকে যেতে দাও।" (ইউহোন্না/ যোহন ১৮/৮)। আর গুরু পালাতে বললেও ঈমানদার কোনো শিষ্য পালাতে পারেন না। কিন্তু ইঞ্জিল লেখকরা নিশ্চিত করছেন যে, সাহাবীরা পলিয়ে গিয়েছিলেন: "তখন সাহাবীরা সকলে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়িয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল; তারা তাকে ধরল, কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলে উলঙ্গই পালিয়ে গেল।" (মার্ক ১৪/৫০-৫১, মো.-১৩। পুনশ্চ: মথি ২৬/৬৫)

ইঞ্জিলগুলো বলছে যে, যীশু অনেক আগে থেকে বারবার তাঁদেরকে তাঁর গ্রেফতার, লাঞ্ছনা, হত্যা ও পুনরুত্থানের কথা বলতেন। তিনি যদি সত্যই এ সকল কথা তাঁদেরকে বলতেন তবে তাঁরা মনোকষ্ট পেলেও হতাশ হয়ে এভাবে পালাতেন না।

গ্রেফতার, ক্রুশে মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা সত্য হলে বুঝতে হবে যে, যীশু তাঁদেরকে তাঁর গ্রেফতার, হত্যা ও পুনরুত্থান বিষয়ক কিছুই বলেননি। তিনি বলেছিলেন যে, তিনিই মসীহ। আর ইহুদি বিশ্বাস অনুসারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিষ্যরা বিশ্বাস করতেন যে, যীশুই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যিনি ইহুদিদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন। যখন তাঁকে সত্যিই গ্রেফতার হতে দেখলেন তখন তাঁরা সব আশা হারিয়ে এভাবে পালিয়ে গেলেন।

(গ) পিতরের অস্বীকারের কাহিনীও অবিশ্বাস্য। যীশুকে গ্রেফতারের আগে পিতর বললেন, তিনি যীশুর সাথে কারাগারে যেতে ও মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। আর অল্প সময় পরে তিনি বারবার শপথ করে ও অভিশাপ দিয়ে যীশুর সাথে তার সম্পর্ক বা পরিচয় অস্বীকার করছেন। (মথি ২৬/৬৯-৭৫; মার্ক ১৪/৬৬-৭২; লূক ২২/৫৫-৬২; যোহন ১৮/১৬-১৮ ও ২৫-২৭)। যে কোনো মানবীয় বিচারে এটা অবিশ্বাস্য।

সামান্যতম বুদ্ধি, বিশ্বাস বা ভালবাসা থাকলে কি কেউ এরূপ করতে পারে? বিশেষ করে ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা অনুসারে পিতর যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ক বক্তব্য শুনেছিলেন, বুঝেছিলেন এবং যীশুর কাছে অনুযোগ করেছিলেন যে, এরূপ কিছু গুরুর জন্য না ঘটুক। স্বভাবতই তিনি যখন এ সকল ঘটতে দেখলেন তখন তাঁর বিশ্বাস আরো জোরদার ও গভীর হবে বলেই স্বাভাবিক।

ইঞ্জিলের এ সকল বক্তব্য সত্য বলে গ্রহণ করলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, যীশুর সাহচর্য, শিক্ষা, অলৌকিক কর্ম অবলোকন ইত্যাদির মাধ্যমে পিতর কিছুই লাভ করেননি। সব কিছুর পরেও তিনি

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোদুল্যমান ছিলেন। এরূপ ধারণা শুধু পিতরের জন্যই নয়; স্বয়ং যীশুর জন্যও অবমাননাকর যে, তাঁর একান্ত সাহচর্যে এত দিন থেকেও এ শিষ্য কিছুই অর্জন করতে পারলেন না।

অথবা আমাদের মনে করতে হবে যে, পিতর বিষয়ক চার ইঞ্জিলের এ বর্ণনা বানোয়াট। সম্ভবত পিতরের অস্বীকার বিষয়ক যীশুর অলৌকিক জ্ঞান ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করতে এ সকল কাহিনী উদ্ভাবন ও প্রচার করা হয়। অথবা যীশু তাঁর গ্রেফতার, হত্যা ও পুনরুত্থান বিষয়ে শিষ্যদের আগে থেকে বলেছিলেন বলে ইঞ্জিলের বর্ণনাগুলো ভিত্তিহীন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনিই মসীহ। অন্যান্য শিষ্যের মত পিতরও যীশুকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে বিশ্বাস করতেন। আর ইহুদি বিশ্বাস অনুসারে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, যীশুর মাধ্যমে তাঁরা হারানো রাজ্য ফিরে পাবেন। তাই যখন তাঁকে গ্রেফতার হতে দেখলেন তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তিনি এভাবে অস্বীকার করেন।

(ঘ) ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনায় আমরা দেখি যে, যীশুর হত্যাকাণ্ড দেখার জন্য অনেক মানুষই উপস্থিত হয়েছিল। (লূক ২৩/৪৭-৪৮)। বধ্যভূমিতে দূরে ও কাছে অনেক মহিলা সেবিকা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পুরুষ শিষ্য ও প্রেরিতদের তেমন উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। (মথি ২৭/৫৫-৫৬; মার্ক ১৫/৪০-৪১; লূক ২৩/৪৯)।

(ঙ) যোহন বাপ্তাইজককে রাজা হেরোদ হত্যা করেন। এরপর যোহনের শিষ্যরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে কবর দেন (মার্ক ৬/২৭-২৯) অথচ যীশুর সাহাবীরা কেউ তার মৃতদেহ নিতে আসলেন না। যোহনের শিষ্যদের চেয়ে যীশুর শিষ্যরা কি অনেক বেশি ভীত ও কাপুরুষ ছিলেন? না কি যীশুর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস মোটেও ছিল না? গোপন ভক্তদের একজন বা দুজনে কবর দিলেন। সাহাবীরা কবর দেখতেও গেলেন না। শুধু মহিলারাই কবর দেখতে গেলেন (মথি ২৭/৬১; মার্ক ১৫/৪০-৪১)।

(চ) ইঞ্জিলগুলো বলছে যে, যীশু বারবার শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি তিন দিন পর উঠবেন। স্বাভাবিক মানবীয় বিবেচনার দাবি যে, শিষ্যরা তৃতীয় দিবসের শুরুতে কবরের নিকটবর্তী হবেন। কিন্তু আমরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখছি। শনিবার বিশ্রাম দিবসে ইহুদিরা বের হবেন না, এটাই স্বাভাবিক। বিশ্রাম দিবসের পরেও কোনো পুরুষ শিষ্য বা 'সাহাবী' কবরের কাছে গেলেন না। যীশুর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখতে তো নয়ই; এমনকি প্রিয় গুরুর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতেও গেলেন না। শুধু মহিলা সেবিকারা কবরে গেলেন। তাঁরাও তাঁর প্রতিশ্রুত পুনরুত্থানের প্রত্যাশা নিয়ে যাননি। তাঁরা শুধু কবর দেখতে ও মৃতদেহে সুগন্ধি মাখাতে গেলেন (মথি ২৮/১; মার্ক ১৬/১-২; লূক ২৩/৫৬, ২৪/১)। এমনকি কবর খোলা দেখেও তাঁদের মনে একবারের জন্যও যীশুর কয়েকদিন আগে বলা কথাগুলো মনে পড়েনি!

(ছ) মহিলারা কবর খোলা দেখে শিষ্যদের খবর দিলে শিষ্যরা সে খবরকে অবিশ্বাস করলেন ও রূপকথা মনে করলেন! "আর তাহারা কবর হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই এগারো জনকে এবং অন্য সকলকে এই সমস্ত সংবাদ দিলেন। ... কিন্তু এই সকল কথা তাঁহাদের নিকট গল্পতুল্য (idle tales রূপকথা) বোধ হইল; তাঁহারা তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করিলেন। তথাপি পিতর উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়িয়া গেলেন, এবং হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কেবল কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে; আর যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।" (লূক ২৪/৯-১০)

তাহলে আমরা দেখছি যে, শিষ্যদের মনের মধ্যে যীশুর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম প্রত্যাশা, ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। থাকলে তাঁরা মহিলাদের কথা শুনে রূপকথা বা কল্পকাহিনী বলে মনে করতেন না, বরং অন্তত একবার বিষয়টা মনে আসত। স্বচক্ষে কবর খালি দেখে শুধু আশ্চর্য হয়ে চলে যেতেন না, বরং তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়টা মনে উদিত হত।

(জ) যোহন ২০ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, মগদলীনী মরিয়ম যীশুর কবরের মুখ খোলা দেখেই মনে করেন যে, যীশুর মৃতদেহ চুরি হয়েছে। তিনি জীবিত হয়েছেন এর সামান্যতম কল্পনাও তাঁর মনে আসেনি। তিনি পিতর ও অন্য শিষ্যকে সংবাদ দিলে তাঁরা কবর পরীক্ষা করে দেখেন যে, লাশ নেই। তাঁরাও খুবই আশ্চর্য হলেন। কিন্তু তাঁরা অপেক্ষা না করে ফিরে গেলেন। যীশু পুনরুজ্জীবিত হতে পারেন এ কল্পনাও তাঁরা করেননি। (যোহন ২০/১-১০)।

ইউহোন্না এর ব্যাখ্যায় লেখেছেন (২০/৯, মো.-১৩): "কারণ এই পর্যন্ত তাঁরা পাক-কিতাবের এই কথা বুঝেননি যে, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উঠতে হবে।"

আমরা যোহনের সাথে একমত যে, তাঁরা পাক-কিতাবের কথা বুঝেননি; কারণ পাক কিতাবে– অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন নিয়মে– মসীহ বিষয়ে কোথাও বলা হয়নি যে, মসীহকে দুঃখভোগ করতে হবে, নিহত হতে হবে এবং তিন দিন পরে উঠতে হবে। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য জোড়া দিয়ে সাধু পল ও পরবর্তী খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এ বিশ্বাসটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ইহুদি ঐতিহ্যে মসীহ বলতে বিজয়ী রাজাকে বুঝানো হয়েছে; দুঃখভোগকারী মসীহের কথা কোথাও নেই। কাজেই এ বিষয়ে পাক-কিতাবের কোনো কথাই সাহাবীরা জানতেন না।

কিন্তু ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা অনুসারে স্বয়ং যীশু যে তাঁদেরকে বিগত কয়েকটা মাস ধরে বারবার এ কথা বললেন তাও কি তাঁরা বুঝেননি? না বুঝলেও কথাটা অন্তত মনে রাখেননি? যদি মনে থাকত তবে অন্তত তাৎক্ষণিক অর্থ বুঝতে পারতেন।

(ঝ) যখন শিষ্যরা মরিয়মের মুখে ও অন্যান্য শিষ্যের মুখে গুরুর জীবিত হওয়ার সংবাদ পেলেন তখনও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। কয়েকদিন আগে বারবার করে বলা গুরুর শিক্ষা ও প্রতিশ্রুতির কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়ল না। মার্ক লেখেছেন: "তিনিই (মগদলীনী মরিয়ম) গিয়ে যারা ঈসার সঙ্গে থাকতেন তাঁদেরকে সংবাদ দিলেন, তখন তাঁরা শোক ও কান্নাকাটি করছিলেন। যখন তাঁরা শুনলেন যে, তিনি জীবিত আছেন ও তাকে দর্শন দিয়েছেন, তখন সেই কথা তারা বিশ্বাস করলেন না। তারপর তাঁদের দু'জন যখন পল্লীগ্রামে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আর এক আকারে তাঁদের কাছে প্রকাশিত হলেন। তারা গিয়ে অন্য সকলকে এই কথা জানালেন, কিন্তু তাঁদের কথাতেও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।" (মার্ক ১৬/১০-১৩, মো.-১৩)

(ঞ) সর্বশেষ যখন তাঁরা তাঁকে দেখলেন তখনও তাঁরা ভুত দেখেছেন বলে ভয় পেলেন; কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি তাদের মনে পড়ল না! "তাঁরা পরস্পর এসব কথাবার্তা বলছেন, ইতোমধ্যে তিনি নিজে তাঁদের মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন ও তাঁদেরকে বললেন: 'তোমাদের শান্তি হোক'। এতে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে ও আতঙ্কিত হয়ে মনে করলেন, রূহ (ভূত) দেখছি।" (লূক ২৪/৩৬-৩৭, মো.-১৩)

অর্থাৎ, প্রেরিতরা সামান্যতম প্রত্যাশাও করতেন না যে, যীশু ফিরবেন।

(ট) এ হল পুনরুত্থানের দিনে জেরুজালেমের সাক্ষাৎ। গালীলের সাক্ষতের সময়েও কেউ কেউ সন্দেহ করছেন। মথি বলেন: "পরে এগার জন সাহাবী গালীলে ঈসার নির্ধারিত পর্বতে গমন করলেন, আর তাঁকে দেখে সেজদা করলেন; কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করলেন।" (মথি ২৮/১৬-১৭, মো.-১৩)

(ঠ) মৃত্যুর পর মহাপুরুষদের উঠে আসার বিশ্বাস ইহুদিদের মধ্যে ছিল বলেই ইঞ্জিল লেখকরা আমাদের জানিয়েছেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে জানতে চান, মানুষেরা তাঁর সম্পর্কে কী বলে? উত্তরে তাঁরা বলেন: "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া; কেউ কেউ বলে আপনি ইলিয়াস; আর কেউ কেউ বলে, আপনি ইয়ারমিয়া কিম্বা নবীদের কোন এক জন।" (মথি ১৬/১৪; মার্ক ৮/২৮) লূকের ভাষায়: "বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া; কিন্তু কেউ কেউ বলে, আপনি ইলিয়াস; আর কেউ কেউ বলে,

পূর্বকালীন নবীদের একজন জীবিত হয়ে উঠেছেন।" (লূক ৯/১৯, মো.-১৩)

বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়াকে হত্যা করার পরে রাজা হেরোদ যখন যীশুর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা শুনেন তখন ভাবেন যে নিহত ইয়াহিয়া বোধহয় পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন। "আর, যা যা হচ্ছিল, বাদশাহ হেরোদ সমস্তই শুনতে পেলেন এবং তিনি বড় অস্থির হলেন, কারণ কেউ কেউ বলিত, ইয়াহিয়া মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন; আর কেউ কেউ বলত, ইলিয়াস দর্শন দিয়েছেন; এবং কেউ কেউ বলত, পূর্বকালীন নবীদের একজন মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।" (লূক ৯/৭-৮, মো.-১৩)

তাহলে মৃত নবীদের বেঁচে উঠার বিশ্বাস ইহুদি সমাজে ছিল। এরপরও যীশুকে দেখে ভূত দেখছি মনে করে আতঙ্কিত হয়ে গেলেন তাঁরা!

(ড) লূক (২৪/১৩-৩৩) লেখেছেনঃ কবর থেকে উঠার পর যীশু ইম্মায়ু গ্রামে গমনরত দুজন শিষ্যকে সাক্ষাৎ দিলেন ও পথ চলতে চলতে অনেক গল্প করলেন। শিষ্যদ্বয় তাঁকে চিনতে পারেননি। পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্পর্কে যীশু অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কি ঘটছে তা জানতে চান। তখন শিষ্যরা বলেনঃ "নাসরতীয় ঈসা বিষয়ক ঘটনা, যিনি আল্লাহর ও সব লোকের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন; আর কিভাবে প্রধান ইমামেরা ও আমাদের নেতৃবর্গরা প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশে হত্যা করালেন। কিন্তু আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ইসরাইলকে মুক্ত করবেন (redeemed Israel)।" (লূক ২৪/১৯-২১, মো.-১৩)

এ কথা থেকে পাঠক কী বুঝলেন?

ইহুদি জাতি রোমানদের কাছে তাদের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র হারিয়েছিল। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ও বিজাতীয়দের নিপীড়নে অস্থির স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় স্বাধীনতাপ্রিয় ইহুদি জাতি গভীর আগ্রহে প্রতিশ্রুত মাসীহের অপেক্ষা করছিল, যিনি বিদেশী শত্রুদের হটিয়ে ইহুদিদের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবেন। যীশুর শিষ্যরা সর্বদা যীশুকে সে প্রতিশ্রুত 'নবী মসীহ' বলেই আশা করেছেন, যিনি ইহুদিদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন। কখনোই তাঁকে 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র' ও 'মানুষদের পাপমুক্তির জন্য জীবনদানকারী' মসীহ হিসেবে বিশ্বাস করেননি। এ জন্য তাঁর মৃত্যু ছিল তাঁদের কাছে অকল্পনীয় আঘাত। তিনি যখন রাজ্য উদ্ধারের পরিবর্তে নিজেই গ্রেফতার হলেন তখন তাঁদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু ঘটতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁরা পালিয়ে গেলেন এবং আর তাঁর কাছে ফিরলেন না। তাঁরা প্রিয় গুরুর জন্য শোক করছিলেন, কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের কোনোরূপ আশা করছিলেন না।

ইঞ্জিলের বর্ণনায় যীশু শিষ্যদেরকে অনেকবার স্পষ্ট করে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা জানিয়েছেন। ইঞ্জিল লেখকদের কথা সত্য হলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, যীশুর শিষ্যরা এমন মাত্রার নির্বোধ ছিলেন যে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে প্রিয়তম গুরু বারবার যে কথা বলেছেন, এক দিন আগেও যে কথা বলেছেন সে কথাও তাঁরা মনে রাখতে পারতেন না। তাঁরা বুঝতেন না, মনে রাখতেন না এবং বিশ্বাসও করতেন না। যীশুর শিষ্যদের প্রতি এরূপ অশোভন ধারণা করার চেয়ে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোর অজ্ঞাত পরিচয় লেখকদের প্রতি অবিশ্বাস করা অধিক শোভনীয় ও যৌক্তিক। মানুষদের পাপের জন্য হত হওয়া ও তিন দিন পরে উঠার যে কথাগুলো যীশুর নামে তাঁরা লেখেছেন সেগুলো সবই পরের যুগের মানুষদের বানানো কথা যা তারা সংকলন করেছেন।

(ঢ) ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুসারে গ্রেফতারের আগের দিন পর্যন্ত যীশু ছিলেন হাজার হাজার মানুষের প্রাণপ্রিয় গুরু। হাজার হাজার মানুষ তাঁর অলৌকিক কর্ম দেখে বিশ্বাস করছেন, পিছনে চলছেন ও গুণকীর্তন করছেন। ঠিক পরদিন তিনি একজন পরিত্যক্ত ব্যক্তি। ইহুদি গুরুদের কথা মত জেরুজালেমের জনগণ সবাই তাঁকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব। স্বয়ং গভর্নর পীলাত তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু জনগণ

কেউই তাঁর মুক্তি মেনে নিচ্ছেন না। বরং সকলেই যে কোনো মূল্যে তাঁর মৃত্যু চাচ্ছেন।

"তারা সকলে বলল, ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক। তিনি (পীলাত) বললেন, কেন? সে কি অপরাধ করেছে? কিন্তু তারা আরও চেঁচিয়ে বললো, ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক। পীলাত যখন দেখলেন তাঁর চেষ্টা বিফল, বরং আরও গোলোযোগ হচ্ছে, তখন পানি নিয়ে লোকেদের সাক্ষাতে হাত ধুয়ে বললেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তা বুঝবে। তাতে সমস্ত লোক জবাবে বললো, ওর রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপর বর্তুক।" (মথি ২৭/২২-২৫, মো.-১৩)

বিষয়টা এক কথায় অবিশ্বাস্য। যীশুর হাজার হাজার ভক্ত কোথায় গেলেন? কেউই কি সত্য সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসলেন না? ইহুদি গুরুদের ভয় কোনো অজুহাতই নয়। রোমান শাসনাধীনে ইহুদি প্রধানদের তেমন কোনো ক্ষমতাই ছিল না। ইহুদি প্রধানরাই জনগণের বিরুদ্ধতার ভয় পেতেন বলে ইঞ্জিলেও উল্লেখ করা হয়েছে। (মথি ২৬/৫) বিশেষত স্বয়ং গভর্নর যীশুর পক্ষে, তারপরও কেউ তাঁর পক্ষে বললেন না?

যে কোনো বিচারে ইঞ্জিলের সামগ্রিক বর্ণনা অতি-নাটুকে ও কল্পকাহিনী পর্যায়ের। কোনো বাস্তব ঐতিহাসিক বর্ণনা এরূপ হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে, প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে খ্রিষ্টধর্ম ইহুদি ধর্ম থেকে পৃথক একটা অ-ইহুদি বা রোমান ধর্মে পরিণত হয়। এ সময়ে ইহুদিদেরকে শত্রু এবং রোমানদেরকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করতেন খ্রিষ্টানরা। এ সময়েই এ সকল ইঞ্জিল লেখা হয়। সম্ভবত যীশুর রক্তের জন্য ইহুদিদের দায়ী করা এবং রোমানদেরকে দায়মুক্ত করার জন্য এ জাতীয় গল্পগুলো ডালপালা ছাড়ায়।

৪. ৩. নতুন নিয়মের অন্যান্য কিছু ভুলভ্রান্তি

এতক্ষণ আমরা নতুন নিয়মের চার ইঞ্জিলের ভুলভ্রান্তি আলোচনা করেছি। তথ্য বিচারের জন্য আমরা মাঝে মাঝে অন্যান্য পুস্তকের উদ্ধৃতি প্রদান করেছি। এখন আমরা নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের কিছু ভুলভ্রান্তির নমুনা উল্লেখ করব।

৪. ৩. ১. নিজেদের জীবদ্দশায় যীশুর পুনরাগমন

নতুন নিয়মের কয়েকটা পুস্তক থেকে আমরা দেখি যে, যীশুর প্রেরিতরা বা সাহাবীরা নিজেদের জীবদ্দশাতেই যীশুর পুনরাগমনের কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং প্রচার করতেন। নিম্নের কয়েকটা উদ্ধৃতি দেখুন:

(ক) ১ থিষলনীকীয় ৪/১৫-১৭ শ্লোকে পল লেখেছেন যে, তাঁদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত হবে: **"কেননা আমরা প্রভুর কালাম দ্বারা তোমাদেরকে এই কথা ঘোষণা করছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকব, আমরা কোনক্রমে সেই মৃত লোকদের আগে যাব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান ফেরেশতার স্বর সহ এবং আল্লাহ্‌র তূরীবাদ্য সহ বেহেশত থেকে নেমে আসবেন, আর যারা মসীহে মৃত্যুবরণ করেছে, তারা প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। পরে আমরা যারা জীবিত আছি, যারা অবশিষ্ট থাকব, আসমানে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে একত্রে আমাদেরও মেঘযোগে তুলে নেওয়া হবে। আর আমরা এভাবে সব সময় প্রভুর সঙ্গে থাকব।" (১ থিষলনীকীয় ৪/১৫-১৭)**

(খ) ১ করিন্থীয় ১৫/৫১ শ্লোকেও সাধু পল নিশ্চিত করেছেন যে তাঁদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত হবে। তাঁদের মৃত্যু হবে না, শুধু রূপান্তরিত হয়ে জান্নাতে চলে যাবেন। তিনি বলেন: **"দেখ, আমি তোমাদের এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে যে মারা যাব তা নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিকৃত হব; এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ তূরীধ্বনির সংগে সংগে রূপান্তরিকৃত হব; কেননা সেই তূরী যখন বাজবে, তখন মৃতেরা ধ্বংসহীন জীবন নিয়ে পুরুত্থিত হবে এবং আমরা রূপান্তরিত হব।" (১ করিন্থীয়**

১৫/৫১-৫২, মো.-১৩)

(গ) যাকোবও তাঁদের জীবদ্দশায় কিয়ামত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাসে একটু ধৈর্য ধারণ করলেই যীশুর আগমন পাওয়া যাবে। দায়িত্ব শুধু তাঁর আগমন পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধারণ করা। তিনি লেখেছেন: "অতএব, হে ভাইয়েরা, তোমরা প্রভুর আগমন পর্যন্ত ধৈর্য ধর... নিজ নিজ হৃদয় সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট।" (যাকোব/ ইয়াকুব ৫/৭-৯, মো.-১৩)

অতি শিঘ্রই কিয়ামত হওয়া এবং যীশুর ফিরে আসার বিষয়ে আরো বক্তব্য দেখুন: প্রকাশিত বাক্য ৩/১১; ২২/৭, ১০, ২০; যাকোব ৫/৮; ১ পিতর ৪/৭; ১ যোহন ২/১৮; ফিলিপীয় ৪/৫; করিন্থীয় ১০/১১।

পিতরের দ্বিতীয় পত্র থেকে আমরা দেখি যে, সেই প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা প্রভুর পুনরাগমনের অপেক্ষায় অস্থির ও অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। খ্রিষ্টধর্ম বিরোধীরা খ্রিষ্টানদের এ বিশ্বাস নিয়ে উপহাস শুরু করেন। তখন প্রচারকরা খ্রিষ্টানদেরকে বিভিন্নভাবে প্রবোধ দিতে থাকেন। পিতর বলেন: "শেষকালে উপহাসকারীরা উপহাস করার জন্য উপস্থিত হবে; তারা নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে চলবে, এবং বলবে, তাঁর আগমনের ওয়াদা কোথায়? .... কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই একটা বিষয় ভুলে যেও না, প্রভুর কাছে এক দিন হাজার বছরের সমান এবং হাজার বছর এক দিনের সমান। প্রভু নিজের ওয়াদা পালনে বিলম্ব করেন না, ... কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু ...।" (২ পিতর ৩/৩-৯, মো.-০৬)

ইঞ্জিলগুলোতে উদ্ধৃত যীশুর বক্তব্যের ক্ষেত্রে পিতরের এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। কারণ যীশু বলেননি যে, আমি দু-এক দিনের মধ্যে আসব। বরং তিনি বলেছেন যে, তাঁদের জীবদ্দশাতেই তিনি আসবেন। এরপরও পিতর বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রভু অচীরেই আসবেন তবে সামান্য বিলম্ব ঈশ্বরীয় পঞ্জিকায় বিলম্ব নয়।

আমরা জানি যে, এ সকল বক্তব্য সবই ভুল বলে প্রমাণিত। তবে প্রথম কয়েক প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা প্রায় শতবর্ষ যাবৎ পরিপূর্ণ আস্থার সাথে বিশ্বাস করতেন যে, তাদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত হবে। প্রথম তিন ইঞ্জিল এ প্রত্যাশার মধ্যেই রচিত। পক্ষান্তরে চতুর্থ ইঞ্জিল প্রথম শতাব্দীর পরে নতুন আকীদার ভিত্তিতে রচিত।

খ্রিষ্টান প্রচারকরা বলেন, সাহাবীরা ও প্রথম প্রজন্মের খ্রিষ্টানরা যীশুর কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্ন হল, যারা যীশুর এ সকল কথার অর্থ বুঝনেনি, তাঁরা অন্যান্য কথা সঠিকভাবে বুঝতেন বলে কিভাবে দাবি করা যায়?

এখানে আরেকটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে যীশুর সাহাবীরা ও ইঞ্জিল লেখকরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন। পবিত্র আত্মার সহায়তা প্রাপ্ত মানুষেরা যদি ঈশ্বরের, যীশুর বা পবিত্র আত্মার নিজের কথার অর্থ ঠিকভাবে বুঝতে না পারেন তবে আমরা কীভাবে মনে করতে পারি যে, তাঁরা যীশুর ধর্ম সঠিকভাবে বুঝেছিলেন, প্রচার করেছিলেন বা লেখেছিলেন? যীশুর এ সকল বক্তব্যের অর্থ বুঝতে সাহাবীরা ভুল করেছিলেন বলে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তবে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা পবিত্র আত্মার সহয়তা পাননি এবং তাঁরা ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁদের মত ও বিশ্বাস যদি এভাবে ভুল হয় তবে তাঁদের কথা, বিবরণ বা সাক্ষ্য তো অবশ্যই ভুল হবে। কারণ মত ও বুঝের উপরেই বক্তব্য, বর্ণনা ও সাক্ষ্যের ভিত্তি।

৪. ৩. ২. তৌরাতের বিষয়ে নতুন নিয়মের বর্ণনা

নতুন নিয়মের ১৯ নং পুস্তক ইব্রীয় বা ইবরানী বলছে: "কারণ মূসার মধ্য দিয়ে লোকদের কাছে

শরীয়তের সমস্ত হুকুম দেওয়া শেষ হলে পর, তিনি পানি ও লাল রংয়ের ভেড়ার লোম ও এসোবের সঙ্গে বাছুর ও ছাগলের রক্ত নিয়ে কিতাবটাতে ও সমস্ত লোকদের শরীরে ছিটিয়ে দিলেন, বললেন, 'এটি সেই নিয়মের রক্ত, যে নিয়ম আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশে হুকুম করলেন। আর তিনি তাঁবুতে ও সেবাকাজের সমস্ত সামগ্রীতেও সেভাবে রক্ত ছিটিয়ে দিলেন।" (ইবরানী ৯/১৯-২১, মো.-১৩)

তৌরাতের (যাত্রাপুস্তক ২৪/৩-৮) বর্ণনা অনুসারে এখানে তিনটা ভুল রয়েছে:

(ক) এখানে 'বাছুর ও ছাগলের (calves and of goats) রক্ত' ছিল না। শুধু 'বৃষদের' বা 'ষাড়গুলোর' (oxen) রক্ত ছিল।

(খ) রক্ত ছিটানোর সময়ে রক্তের সাথে 'পানি ও লাল রংয়ের ভেড়ার লোম ও এসোব' (water, and scarlet wool, and hyssop) ছিল না। বরং শুধু রক্তই ছিল।

(খ) মোশি সে রক্ত কখনোই 'কিতাবটিতে ও সেবাকার্যের সমস্ত সামগ্রীতে' (both the book, and all the people) ছিটিয়ে দেননি। বরং তিনি অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দেন এবং বাকি অর্ধেক লোকদের উপর ছিটিয়ে দেন।

হিজরত/ যাত্রপুস্তক ২৪/৩-৮ (মো.-১৩): "তখন মূসা এসে লোকদেরকে মাবুদের সমস্ত কালাম ও সমস্ত অনুশাসন বললেন, তাতে সমস্ত লোক একস্বরে জবাবে বললো, মাবুদ যে সমস্ত কথা বললেন, আমরা সমস্তই পালন করবো। পরে মূসা মাবুদের সমস্ত কালাম লিখলেন এবং খুব ভোরে উঠে পর্বতের পাদদেশে একটি কোরবানগাহ ও ইসরাইলের বারো বংশানুসারে বারোটি স্তম্ভ নির্মাণ করলেন। আর তিনি বনি-ইসরাইলদের যুবকদেরকে পাঠালে তারা মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী হিসেবে ষাড়গুলোকে কোরবানী করলো। তখন মূসা তার অর্ধেক রক্ত নিয়ে থালাই রাখলেন এবং অর্ধেক রক্ত কোরবানগাহ্‌র উপরে ছিটিয়ে দিলেন। আর তিনি নিয়ম-কিতাবখানি নিয়ে লোকদের কাছে পাঠ করলেন; তাতে তারা বললো, মাবুদ যা যা বললেন, আমরা সমস্তই পালন করব ও মেনে চলব। পরে মূসা সেই রক্ত নিয়ে লোকদের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ, এই সেই নিয়মের রক্ত, যা মাবুদ তোমাদের সঙ্গে এসব কালাম অনুযায়ী স্থির করেছেন।"

তাহলে কি ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা নিজেই নিজের ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিতে এরূপ মারাত্মক ভুল করলেন? এটা কি প্রমাণ করে যে, এটা ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মার রচিত? কোনো প্রাজ্ঞ ধর্মগুরুও কি নিজ ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতে এত ভুল করবেন?

৪. ৩. ৩. পুনরুত্থানের পর বার প্রেরিতকে দেখা দেওয়া

যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে শিষ্যদেরকে দেখা দেওয়ার বিষয়ে পল লেখেছেন: "আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন (And that he was seen of Cephas, then of the twelve)।" (১ করিন্থীয় ১৫/৫)

'সেই বারোজনকে দেখা দিলেন' কথাটা ভুল। কারণ এর আগেই 'সেই বারো জনের একজন' ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা/ এহুদা মৃত্যু বরণ করেছিল। (লূক ২২/৩ ও মথি ২৭/১-১০)। কাজেই পুনরুত্থানের সময় যীশুর ১১ জন শিষ্য অবশিষ্ট ছিলেন। আর এজন্যই এ প্রসঙ্গে মথি, মার্ক ও লূক সকলেই 'সেই এগারো জন'-এর কথা লেখেছেন (মথি ২৮/১৬-১৭; মার্ক ১৬/১৪; লূক ২৪/৯)

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, এ ভুল গোপন করার জন্য বাংলা বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে ২০০০-এর অনুবাদ: "আর তিনি পিতরকে এবং পরে তাঁর প্রেরিতদের দেখা দিয়েছিলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "আর তিনি পিতরকে ও পরে তাঁর সাহাবীদের

দেখা দিলেন।"

৪. ৩. ৪. পুরাতন নিয়মের বক্তব্যের ভুল অর্থ গ্রহণ

নতুন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়মের সকল প্রশংসা ও গুণকীর্তন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে যীশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে কখনো তাঁরা মূল পাঠকে বিকৃত করেছেন এবং কখনো মূল পাঠকে তার প্রসঙ্গ থেকে বের করে ভুল অর্থে পেশ করেছেন। মূল পাঠের বিকৃতির কিছু নমুনা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করার আশা করছি। এখানে আমরা ভুল অর্থ গ্রহণের একটা নমুনা উল্লেখ করছি।

নতুন নিয়মের ১৯ নং পুস্তক 'ইব্রীয়'/ ইবরানী। আমরা দেখেছি যে, বিগত প্রায় ২ হাজার বছর এটা সাধু পলের রচিত বলে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমানে বাইবেল প্রকাশকরাই স্বীকার করছেন যে, এটা 'অজ্ঞাত পরিচয় কোনো লেখক' কর্তৃক লেখা। এ পত্রের শুরুতে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, যীশু খ্রিষ্টের মর্যাদা ছিল ফেরেশতা বা স্বর্গদূতদের চেয়েও বেশি; কারণ ঈশ্বর যীশুর ক্ষেত্রে যা বলেছেন ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে তা বলেননি: "কারণ আল্লাহ কোন ফেরেশতাকে কি কোন সময়ে এই কথা বলেছেন, 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিয়েছি', আবার 'আমি তাঁর পিতা হব ও তিনি আমার পুত্র হবেন'?" (ইবরানী ১/৫, মো.-১৩)

এখানে গীতসংহিতা বা জবুর শরীফ ২/৭, ২ শমূয়েল ৭/১৪ ও ১ বংশাবলি ২২/৬-১০ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলোর মূল পাঠ নিম্নরূপঃ

প্রথম উদ্ধৃতিঃ গীতসংহিতা ২/৭

পুরাতন নিয়ম থেকে আমরা দেখি যে, রাজা দাউদ আজীবন শত্রু বেষ্টিত ছিলেন, অ-ইহুদি বিভিন্ন জাতির সাথে যুদ্ধ করে তিনি ইহুদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একটু পরেই আমরা ১ রাজাবলির উদ্ধৃতিতে দেখব যে, ঈশ্বর দাউদকে বলেন: "তুমি অনেক রক্তপাত করেছ ও বড় বড় যুদ্ধ করেছ, তুমি আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করবে না; কেননা আমার সাক্ষাতে তুমি অনেক রক্ত মাটিতে ঢেলেছ।" (১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২২/৮, মো.-১৩)

গীতসংহিতায় দাউদের এ যুদ্ধরত অবস্থা এবং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দাউদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ও সাহায্য বুঝাতে 'পুত্রত্ব', 'মসীহত্ব', 'প্রথমজাত পুত্র' ইতাদি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৮৯ গীত (জবুর) বলছে: "আমার গোলাম দাউদকেই পেয়েছি, আমার পবিত্র তেলে তাকে অভিষিক্ত (মসীহঃ খ্রিষ্ট) করেছি (with my holy oil have I anointed him)। আমার হাত তার দৃঢ় সহায় হবে, আমার বাহু তাহাকে বলবান করবে। দুশমন তার প্রতি জুলুম করতে পারবে না... আমি তার দুশমনদেরকে তার সম্মুখে চূর্ণ করবো, তার বিদ্বেষীদেরকে আঘাত করবো। ... সে আমাকে ডেকে বলবে, তুমি আমার পিতা, আমার আল্লাহ ও আমার উদ্ধারের শৈল। আবার আমি তাকে প্রথমজাত করবো। দুনিয়ার বাদশাহদের থেকে সর্বোচ্চ করে নিযুক্ত করবো। (He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation. Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth)।" (গীতসংহিতা/ জবুর শরীফ ৮৯/২০-২৭, মো.-১৩)

বিভিন্ন গীতে দাউদ এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়েই গীত-সংহিতার দ্বিতীয় গীত বা জবুর শরীফের ২য় জবুরে তিনি বলেন: "(২) দুনিয়ার বাদশাহরা দণ্ডায়মান হয়, শাসনকর্তারা একসঙ্গে মন্ত্রণা করে, মাবুদের বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে (against the LORD, and against his anointed)... (৬) আমিই আমার বাদশাহকে স্থাপন করেছি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে। (৭) আমি মাবুদের নির্দেশের কথা বলবো; তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পুত্র, আজ

আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি (I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee)। (৮) আমার কাছে যাচঞা কর, আমি তোমাকে উত্তরাধিকার হিসেবে জাতিদেরকে দেব, দুনিয়ার প্রান্তগুলো তোমার অধিকারে এনে দেব। (৯) তুমি লোহার দণ্ড দ্বারা তাদেরকে ভাঙ্গবে...। (১০) অতএব এখন বাদশাহগণ! বিবেচক হও; দুনিয়ার বিচারকগণ! শাসন গ্রহণ কর।" (জবুর/ গীতসংহিতা ২/২-১০, মো.-১৩)

উভয় গীত পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, সকল কিছুই দাউদকে বলা হচ্ছে। কোনোভাবেই অন্য কারো জন্য বা অন্য কারো ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এগুলো বলা হয়নি। কিন্তু সাধু পল বা অজ্ঞাত লেখক সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে 'তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি' কথাটুকুকে যীশুর জন্য বলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। আমরা দেখেছি যে, সাধু পল ও তৎকালীন প্রচারকরা যীশুর অলৌকিক জন্ম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলেই প্রতীয়মান। তারা যীশুকে ইউসুফ বা যোষেফের ঔরসজাত পুত্র বলে বিশ্বাস করতেন। আর এ বিশ্বাস থেকেই পল বা অজ্ঞাত পরিচয় লেখক দাবি করছেন যে, দাউদকে বলা হলেও এ কথাটা দাউদ পুত্র যীশুকে উদ্দেশ্য করে বলা।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) কোনো পূর্বপুরুষকে বলা কথাকে কোনোরূপ প্রাসঙ্গিক ও পাঠগত ইঙ্গিত ছাড়া কোনো উত্তর পুরুষের জন্য দাবি করা একান্তই অবান্তর। যীশু যদি ইউসুফের ঔরসজাত সন্তান হতেন তবুও এ কথাটাকে যীশুর জন্য প্রয়োগ করা এবং বর্তমান যুগের কোনো দাউদ বংশীয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা একইরূপ অবান্তর।

(খ) আমরা দেখেছি যে, যীশু কখনোই দাউদ বংশীয় ছিলেন না। ইউসুফ তাঁর পিতা নন। আর তাঁর মাতা হারোণবংশীয়া ছিলেন। কাজেই এ কথাটাকে যীশুর জন্য দাবি করা আর জর্জ বুশ, বারাক ওবামা, ইয়াহূদ বারাক, নরেন্দ্র মোদী, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বা অন্য কারো জন্য দাবি করা একই রূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়।

(গ) এখানে বলা হয়েছে যে, 'আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি'। কথাটার উদ্দেশ্য যদি যীশু হন তবে ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টধর্ম বাতিল হয় এবং যোহনের ইঞ্জিলও বাতিল হয়ে যায়। কারণ এতে প্রমাণিত হয় যে, দাউদের শাসনামলে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে পুত্র ঈশ্বরের জন্ম! অথচ ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাসে লক্ষ কোটি বছর পূর্বে পুত্র ঈশ্বরের জন্ম! তিনি পিতারই মত অনাদি। যোহনের ইঞ্জিলের প্রথমে বলা হয়েছে: "আদিতে কালাম ছিলেন এবং কালাম আল্লাহর কাছে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ ছিলেন।" (ইউহোন্না/ যোহন ১/১, মো.-১৩)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি: ১ শমূয়েল ৭/১৪

ঈশ্বর নাথন নবীর মাধ্যমে রাজা দাউদকে জানান: "তোমার দিন সম্পূর্ণ হলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মাবে তাকে স্থাপন করবো এবং তার রাজ্য সুস্থির করবো। আমার নামের জন্য সে একটি গৃহ নির্মাণ করবে এবং আমি তার রাজ-সিংহাসন চিরস্থায়ী করবো। **আমি তার পিতা হব ও সে আমার পুত্র হবে; সে অপরাধ করলে মানুষ যেভাবে দণ্ড ভোগ করে তেমনি আমি দণ্ড দেব ও মানুষের সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাকে শাস্তি দেব**। (I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men)" (২ শামুয়েল ৭/১২-১৪, মো.-১৩)

তৃতীয় উদ্ধৃতি: ১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২২/১০

দাউদের প্রতি ঈশ্বরের এ প্রতিশ্রুতি ১ বংশাবলিতেও উল্লেখ করা হয়েছে: "পরে তিনি তাঁর পুত্র সোলায়মানকে ডেকে ইসরাইলের আল্লাহ মাবুদের জন্য গৃহ নির্মাণ করতে হুকুম করলেন। আর দাউদ তাঁর পুত্র সোলায়মানকে বললেন, আমার আল্লাহ মাবুদের নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করতে আমারই মনোরথ ছিল; কিন্তু মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হল, তুমি অনেক রক্তপাত করেছ ও বড় বড় যুদ্ধ করেছ; তুমি আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করবে না; কেননা আমার সাক্ষাতে তুমি অনেক রক্ত মাটিতে ঢেলেছ। দেখ, তোমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, সে বিশ্রামের মানুষ হবে; আমি তার চারদিকের সকল দুশমন থেকে তাকে বিশ্রাম দেব, কেননা তার নাম সোলায়মান (শান্ত) হবে এবং তার সময়ে আমি ইসরাইলকে শান্তি ও নির্বিঘ্নতা দেব। **সেই আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করবে; আর সে আমার পুত্র হবে, আমি তার পিতা হব** এবং ইসরাইলে তার রাজ সিংহাসন চিরকালের জন্য স্থায়ী করবো।" (১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২২/৬-১০, মো.-১৩)

দুটো বক্তব্যেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এখানে দাউদের ঔরসজাত পুত্র শলোমন বা সোলায়মান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) ইব্রীয় উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যেই বলা হয়েছে ঈশ্বর যার পিতা হবেন এবং যিনি ঈশ্বরে পুত্র হবেন, 'সে অপরাধ করলে... শাস্তি দেব'। এ থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, ঈশ্বরের এ পুত্রটা নিষ্পাপ হবেন না। বরং তিনি পাপ, অন্যায় এবং অপরাধে লিপ্ত হবেন। তিনি যখন পাপ করবেন তখন ঈশ্বর মানুষের লৌহ দ্বারা এবং মানুষদের হাতে প্রহার দ্বারা তাকে শাস্তি দিবেন। শলোমনের ব্যাপারে ইহুদি- খ্রিষ্টানরা এরূপই বিশ্বাস করেন। বাইবেলে তাঁর অনেক পাপের কথা লেখা হয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু নিষ্পাপ ছিলেন। তাহলে কিভাবে এ কথাটাকে যীশুর জন্য বলে দাবি করা সম্ভব?

(খ) ১ বংশাবলিতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর যার পিতা হবেন এবং যিনি ঈশ্বরে পুত্র হবেন, দাউদের সে পুত্রের নাম হবে 'শলোমন' বা 'সোলায়মান'।

(গ) উভয় পুস্তকেই বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের এ পুত্রই তাঁর নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন। আর এটা শুধু শলোমনের জন্য প্রযোজ্য। যীশু ধর্মধাম বা বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণ করেননি, বরং ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

(ঘ) উভয় পুস্তকেই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর যার পিতা হবেন এবং যিনি ঈশ্বরে পুত্র হবেন রাজা হবেন, রাজত্ব করবেন, শান্তিতে রাজত্ব করবেন, তাঁর শত্রুরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না, তাঁর সময়ে বনি-ইসরাইল জাতি ও রাষ্ট্র শান্তি ও নির্বিঘ্নতা লাভ করবে ইত্যাদি। এগুলো কোনোভাবেই যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং সুনিশ্চিতভাবেই শলোমনের জন্য প্রযোজ্য।

কখনো কখনো খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন যে, এ প্রতিশ্রুতি বাহ্যত বা যাহিরীভাবে শলেমানের জন্য করা হলেও, প্রকৃতভাবে, অর্থাৎ বাতিনী ও মারিফতী পদ্ধতিতে শলোমনের বংশধর যীশুর জন্য করা হয়েছে। যদি বাইবেলের পাঠের মধ্যে এরূপ কোনো ইঙ্গিত থাকত এবং এ প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখ করা গুণাবলিগুলো যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত তবে তাদের এ দাবিটা বিবেচনা যোগ্য হত। আমরা দেখেছি, এ প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখকৃত গুণাবলি কোনোভাবেই যীশুর জন্য প্রযোজ্য নয়। একে যীশুর জন্য প্রয়োগ করা আর বর্তমান যুগের কোনো ইহুদির জন্য প্রয়োগ করা একইরূপ অবান্তর। সর্বোপরি যীশু শলোমনের বংশধর নন। মথির বংশতালিকায় সূত্রধর যোষেফ শলোমনের বংশধর এবং লূকের বংশতালিকায় যোষেফ নাথনের বংশধর। আর যীশু কখনোই যোষেফের ঔরসজাত সন্তান নন। যীশু তাঁর মাতা মরিয়মের সন্তান। আর মরিয়ম দাউদের বংশধর ছিলেন বলে আদৌ প্রমাণ নেই। তিনি হারোণবংশীয়া ছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুকে ফেরেশতারা থেকে অধিক মর্যাদাময় প্রমাণের জন্য ইব্রীয় পুস্তকের লেখক পুরাতন নিয়ম থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা কখনোই যীশুর জন্য কথিত নয় এবং উদ্ধৃতিগুলোর বিশেষণগুলো কোনোভাবেই যীশুর জন্য প্রযোজ্য নয়। পুরাতন নিয়মের বক্তব্যকে তিনি সম্পূর্ণ ভুল বা বিকৃত অর্থে গ্রহণ করেছেন।

(ঙ) সর্বোপরি, শলোমনের জবানিতে পবিত্র বাইবেলই নিশ্চিত করেছ যে, মাবুদের এ ওয়াদা শলোমনের জন্যই ছিল। পাক-কিতাব বলছেঃ "আর ইসরাইলের আল্লাহ মাবুদের নামের উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করতে আমার পিতা দাউদের মনোবাসনা ছিল। কিন্তু মাবুদ আমার পিতা দাউদকে বললেন, আমার নামের উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করতে তোমার মনোবাসনা হয়েছে। তোমার এরকম মনোবাসনা করা ভালই বটে। তবুও তুমি সেই গৃহ নির্মাণ করবে না, কিন্তু তোমার বংশ থেকে উৎপন্ন পুত্রই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করবে। মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা সফল করলেন। মাবুদের ওয়াদা অনুসারে আমি আমার পিতা দাউদের পদে অধিষ্ঠিত ও ইসরাইলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে ইসরাইলের আল্লাহ মাবুদের নামের উদ্দেশে এই গৃহ নির্মাণ করেছি।" (২ খান্দাননামা ৬/৭-১০)

পবিত্র বাইবেলের এ সুনিশ্চিত বক্তব্যের পরেও যদি কেউ এ ওয়াদাকে 'যীশুর জন্য' বলে দাবি করেন তবে তাকে কি পবিত্র বাইবেলের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী বলে গণ্য করা যায়? এ কথা কি প্রমাণ হয় না যে, এরূপ দাবিদার মূলত বাইবেলের সত্যতায় বিশ্বাস করেন না, বরং বাইবেলের কিছু বক্তব্যকে নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে নিজের ধর্মবিশ্বাস প্রমাণ করতে চান?

পঞ্চম অধ্যায়

বিকৃতি

উপরে আমরা বাইবেলের বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তি বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা 'বিকৃতি' আলোচনা করব। বিকৃতি (alteration, distortion, change, deformation, perversion, corruption, fabrication) অর্থ শব্দ বা বাক্যের স্থানান্তর, সংযোজন, বিয়োজন বা সম্পাদনার মাধ্যমে মূল পাঠকে পরিবর্তন করা ।

বাহ্যত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তিও বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত। বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে দু'টা বক্তব্যের একটা বা দু'টাই বিকৃত বলে প্রতীয়মান। তবে এমনও হতে পারে যে, মূল লেখক বা লেখকরাই এরূপ সাংঘর্ষিক বা পরস্পর বিরোধী তথ্য উল্লেখ করেছেন। ভুলভ্রান্তির ক্ষেত্রে বাহ্যত ভুল তথ্যটা বিকৃত। তবে এমনও হতে পারে যে, মূল লেখকই এ ভুল তথ্য লেখেছেন। এজন্য বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তিকে আমরা বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথক আলোচনা করেছি। যে সকল ক্ষেত্রে মূল পাঠের 'পরিবর্তন' স্বীকৃত সেগুলোকেই আমরা এ পরিচ্ছেদে 'বিকৃতি' প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তি ছাড়াও বাইবেলের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও সম্পাদনার মাধ্যমে অগণিত বিকৃতি সাধিত হয়েছে বলে বাইবেল বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। সাধারণত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন বা বিভিন্ন পাঠের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে বিকৃতির বিষয়টা নিশ্চিত করা যায়।

আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের স্বীকৃত সংস্করণগুলোর অন্যতম (১) প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেল, (২) ক্যাথলিক বাইবেল, (৩) অর্থোডক্স বাইবেল, (৪) ইথিওপীয় বাইবেল ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে পুস্তক সংখ্যা, পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তু, অধ্যায়, শ্লোক ইত্যাদির মধ্যে বিদ্যমান অকল্পনীয় বৈপরীত্যের কথাও আমরা জেনেছে। এগুলো সবই সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতির প্রকৃষ্ট নমুনা। আমরা এগুলো আলোচনা করব না। আমরা শুধু বর্তমানে প্রচলিত ও স্বীকৃত প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেল বা কিং জেমস বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত বিকৃতির মধ্য থেকে কিছু বিষয় আলোচনা করব।

৫. ১. বিকৃতির প্রাচুর্য ও ওযরখাহি

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন জনিত বিকৃতি হাজার হাজার বা অগণিত। যেহেতু এ জাতীয় বিকৃতি অগণিত সেহেতু আমরা এখানে অতি সামান্য কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করছি:

৫.১.১. মোশির পুস্তকের মধ্যে তাঁর ৪০০ বছর পরের কথা

তৌরাতের প্রথম পুস্তক আদিপুস্তক (পয়দায়েশ) ৩৬/৩১: "বনি-ইসরাইলদের উপরে কোন বাদশাহ রাজত্ব করার আগে এঁরা ইদোম দেশের বাদশাহ ছিলেন।" এরপর পরবর্তী শ্লোকগুলোতে বনি-ইসরাইলদের প্রথম রাজা তালূত (শৌল)-এর রাজত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত ইদোমের রাজাদের নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদি-খ্রিষ্টান সকল বাইবেল বিশেষজ্ঞ একমত যে, এ কথাগুলো মোশি বা মূসা (আ.)-এর শতশত বছর পরে তৌরাতের মধ্যে সংযোজিত। 'বনি-ইসরাইলদের উপরে কোনো বাদশাহ প্রথম রাজত্ব করেন' মোশির প্রায় সাড়ে তিন শত বছর পর।

মোশির মৃত্যুর পরে দীর্ঘ প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ বনি-ইসরাইল বা ইসরাইল-সন্তানদের মধ্যে কোনো রাজা বা রাজত্ব ছিল না। নবী (ভাববাদী) বা বিচারকরা (কাজীরা) তাদেরকে পরিচালনা করতেন। সর্বশেষ বিচারকর্তা শামুয়েল নবীর সময়ে ইসরাইলীয়রা তাঁর নিকট একজন রাজা নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। তখন কীশের পুত্র শৌল (তালুত) নামক এক ব্যক্তি রাজা মনোনীত হন। আনুমানিক খ্রি. পূ. ১০১৫/১০০০ অব্দে আমালিকা সম্প্রদায়ের রাজা জালুত (Golieth)-কে পরাজিত করে তালুত প্রথম ইসরাইলীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম ইসরাইলীয় রাজা বলে গণ্য হন। তাহলে মোশির লিখিত বলে কথিত 'তৌরাতের' প্রথম পুস্তকে তাঁর মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন শত বছর পরের ঘটনাবলি লেখা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পুরাতন নিয়মের আরেকটা পুস্তক 'বংশাবলি' বা খান্দাননামা (১ম ও ২য় খণ্ড)। এ দু' খণ্ড পুস্তক খ্রিষ্টান বাইবেলে ১৩ ও ১৪ নং পুস্তক। আর ইহুদি বাইবেলে এদের অবস্থান একদম শেষেঃ ৩৮ ও ৩৯ নং। উইকিপিডিয়ার 'Authorship of the Bible' প্রবন্ধের ভাষ্যমতে এ পুস্তকটা মোশির প্রায় এক হাজার বছর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক রচিত।[১]

মজার বিষয় হল, আদিপুস্তক ৩৬/৩১-৩৯ শ্লোকগুলো অবিকল ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায়ের ৪৩-৫০ শ্লোক। আমরা দেখলাম যে, বংশাবলি (খান্দাননামা) পুস্তকটা তালুতের মৃত্যুর প্রায় ছয় শত বছর পরে রচিত; কাজেই এ পুস্তকের মধ্যে এ বিষয় আলোচিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তালুতের সাড়ে তিন শত বছর পূর্বে মোশির লেখা তৌরাতের প্রথম পুস্তকের মধ্যে এ কথা কিভাবে লেখা হল? এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, তৌরাত নামে প্রচলিত পুস্তকও মোশির বা মূসা (আ.)-এর হাজার বছর পরের অজ্ঞাতনামা লেখকদের সংকলন।

৫. ১. ২. মোশির পরের যুগের ঘটনা তাঁর পুস্তকের মধ্যে

তৌরাতের দ্বিতীয় পুস্তক হিজরত/ যাত্রাপুস্তকের ১৬/৩৫ শ্লোকঃ "বনি-ইসরাইলরা চল্লিশ বছর, যে পর্যন্ত বসতি-এলাকায় উপস্থিত না হল, সেই পর্যন্ত সেই মান্না ভোজন করলো; সেই দেশের (the land of Canaan কেরিঃ কনান দেশের) সীমাতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা মান্না খেতো।" (মো.-১৩)

এ কথাটা মোশির লেখা নয়। কারণ তাঁর জীবদ্দশায় মান্না ভোজন বন্ধ হয়নি এবং তাঁর জীবদ্দশায় বনি-ইসরাইলরা বসতি-এলাকা বা কেনান দেশের সীমায় উপস্থিতও হয়নি।

৫.১.৩. মোশির পুস্তকের মধ্যে অন্য ঐশী পুস্তকের উদ্ধৃতি

তৌরাতের ৪র্থ পুস্তক শুমারী/ গণনাপুস্তক ২১/১৪ (মো.-১৩): "এজন্য মাবুদের যুদ্ধ-বিবরণী কিতাবে উক্ত আছেঃ শূফাতে বাহেব, আর অর্ণোনের সমস্ত উপত্যকা।"

পাঠক দেখছেন যে, এখানে গণনাপুস্তক বা শুমারী কিতাবের লেখক পূর্ববর্তী একটা ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করছেন। ধর্মগ্রন্থটার ইংরেজি নাম (the book of the wars of the LORD)। বাংলায় কেরিঃ 'সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক', পবিত্র বাইবেল-২০০০ঃ 'সদাপ্রভুর যুদ্ধ নামে বই', কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ঃ 'মাবুদের যুদ্ধ নামে বই' এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ঃ 'মাবুদের যুদ্ধ-বিবরণী কিতাব'।

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি আশা করি নিশ্চিত হচ্ছেন যে, এ কথাটা কখনোই মূসা (আ.)-এর কথা হতে পারে না। উপরন্তু এ কথাটা প্রমাণ করে যে, মূসা (আ.) 'শুমারী' বা 'গণনাপুস্তক' নামক এ বইটার লেখক নন। কারণ, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা একমত যে, মূসা (আ.)-এর পূর্বে কোনো কিতাব তাদের মধ্যে

---

[১] http://en.wikipedia.org/wiki/Authorship_of_the_Bible

নাযিল হয়নি এবং মূসা কোনো কিতাব দেখে তৌরাত লেখেননি। অথচ গণনাপুস্তকের লেখক এখানে 'মাবুদের যুদ্ধ-বিবরণী' নামক অন্য একটা কিতাব থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ পুস্তকটা কে লেখেছিলেন? কোন্ যুগে? কোথায়? কোনো কিছুই জানা যায় না।

৫. ১. ৪. 'অদ্য পর্যন্ত' সংযোজন

তৌরাতের পঞ্চম পুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ ৩/১৪ (মো.-১৩): "মানশার (মনঃশির) সন্তান যায়ীর (Jair the son of Manasseh) গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল নিয়ে তাদের নাম অনুসারে বাশন দেশের সেসব স্থানের নাম হবোৎ-যায়ীর রাখল; আজও (অদ্য পর্যন্ত (unto this day) সেই নাম প্রচলিত আছে।"

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, এ কথাগুলো সংযোজিত। 'অদ্য পর্যন্ত' কথাটা যিনি লেখেছেন তিনি অবশ্যই যায়ীরের যুগের অনেক পরের মানুষ। অনেক পরের মানুষেরা ছাড়া কেউ এ প্রকারের শব্দাবলি ব্যবহার করে না।

এছাড়া 'মানশার সন্তান যায়ীর' কথাটা ভুল। যায়ীরের পিতার নাম 'সগূব': "সগুবের পুত্র যায়ীর, গিলিয়দ দেশে তাঁহার তেইশটি নগর ছিল।" (১ বংশাবলি ২/২২)

যায়ীর নামক এ ব্যক্তি মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ ছিলেন। ইয়াকুব বা যাকোবের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তাঁর পুত্র ইমরান, তাঁর পুত্র মোশি। আর যাকোবের অন্য পুত্র এহুদা, তাঁর পুত্র পেরস, তাঁর পুত্র হিষ্রোণ, তাঁর পুত্র সগূব, তাঁর পুত্র যায়ীর। (১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২/১-২৩ ও ৬/১-৩)

এভাবে আমরা দেখছি যে, সগূব ছিলেন মোশির প্রজন্মের এবং সগূবের পুত্র যায়ীর মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ। কাজেই একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এ বক্তব্যটার পুরোটাই অনেক পরের সংযোজন। সংযোজনকারী যায়ীরের নাম ও তাঁর মালিকানাধীন গ্রামগুলোর নামের বিষয়ে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কথাটা লেখেছেন। এজন্য তিনি যায়ীরের পিতার নামও ঠিকমত লেখতে পারেননি।

এরূপ সংযোজনের আরো নমুনা দেখুন: আদিপুস্তক ১৯/৩৭; ১৯/৩৮; ২৬/৩৩; ৩২/৩২; ৩৫/২০; ৪৭/২৬; ৪৮/১৫; যাত্রাপুস্তক ১০/৬; গণনা পুস্তক ২২/৩০; দ্বিতীয় বিবরণ: ২/২২, ৩/১৪, ১০/৮, ১১/৪, ২৯/৪, ৩৪/৬; যিহোশূয় ৫/৯, ৮/২৮ ও ২৯, ১০/২৭, ১৩/১৩, ১৪/১, ১৫/৬৩, ১৬/১০।

৫. ১. ৫. মোশির তৌরাতে তাঁর মৃত্যু ও কবর হারানোর কাহিনী

দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪/৫-১০ (মো.-১৩): "তখন মাবুদের গোলাম মূসা মাবুদের কথা অনুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে ইন্তেকাল করলেন। আর মাবুদ মোয়াব দেশে বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁর কবরস্থান কোথায় আজও কেউ জানে না (but no man knoweth of his sepulchre unto this day)। মৃত্যুর সময় মূসার বয়স একশত বিশ বছর হয়েছিল। তাঁর চোখ ক্ষীণ হয়নি ও তাঁর তেজও হ্রাস পায়নি। পরে বনি-ইসরাইল মূসার জন্য মোয়াবের উপত্যকায় ত্রিশ দিন কান্নাকাটি করলো; এভাবে মূসার শোক-প্রকাশের দিন সম্পূর্ণ হল। মূসার মত কোন নবী আর বনী-ইসরাইলের মধ্যে উৎপন্ন হয়নি...।"

সকল বাইবেল বিশেষজ্ঞ একমত যে এ সকল কথা মোশির লেখা তৌরাতের কথা হতে পারে না। নিঃসন্দেহে এ কথাগুলো মোশির মৃত্যুর অনেক বছর পরে লেখা, যখন ইহুদিরা তাদের এ প্রিয় ভাববাদীর কবরটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন।

৫. ১. ৬. যিহোশূয়ের পুস্তকে তাঁর মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা

যিহোশূয় বা ইউসা পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ২৯-৩৩ শ্লোক নিম্নরূপ: "এসব ঘটনার পর নূনের পুত্র,

মাবুদের গোলাম ইউসা একশত দশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেন। পরে লোকেরা গাশ পর্বতের উত্তরে পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশস্থ তিন্নৎ-সেরহে তাঁর অধিকারের অঞ্চলে তাঁকে দাফন করলো। ইউসার সমস্ত জীবনকালে এবং যে প্রাচীনবর্গরা ইউসার ইন্তেকালের পরে জীবিত ছিলেন ও ইসরাইলের জন্য মাবুদের কৃত সমস্ত কাজের কথা জানতেন, তাঁদেরও সমস্ত জীবনকালে বনি-ইসরাইল মাবুদের সেবা করলো। ...পরে হারুনের পুত্র ইলিয়াসর ইন্তেকাল করলেন; আর লোকেরা তাঁকে তাঁর পুত্র পীনহসের পাহাড়ে দাফন করলো... ।" (মো.-১৩)

সকল বাইবেল বিশেষজ্ঞ একমত যে, এ শ্লোকগুলো ইউসার মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর পুস্তকের মধ্যে সংযোজিত। তবে কে সংযোজন করেছেন তা কেউই জানেন না।

আমরা আগেই বলেছি, এরূপ বিকৃতি বাইবেলের মধ্যে অগণিত। আধুনিক অনেক খ্রিষ্টান বিশেষজ্ঞ এগুলোকে বাইবেলের অপ্রামাণ্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। এগুলো দিয়ে তাঁরা দাবি করেন যে, বাইবেল কোনো অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ নয়; বরং মানবীয় বা মানব রচিত ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক পুস্তক।

এর বিপরীতে বাইবেল বিশেষজ্ঞ ধর্মগুরুরা এ সকল বিকৃতি স্বীকার করার পাশাপাশি দাবি করেন যে, এ সকল বিকৃতি সত্ত্বেও বাইবেল অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ। এ সকল বিকৃতি বাইবেলের প্রামাণ্যতা নষ্ট করে না। যেখানে বিকৃতি অস্বীকার করার উপায় নেই সেখানে তারা বিকৃতি স্বীকার করেন এবং এর জন্য বিভিন্ন অযুহাত পেশ করেন।

যে বিকৃতিগুলোর অর্থ গ্রহণযোগ্য সেক্ষেত্রে তারা বলেন, সম্ভবত কোনো অজ্ঞাত পরিচয় নবী এ সংযোজন করেছেন। আর যেক্ষেত্রে সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের ফলে অগ্রহণযোগ্য অর্থ জন্ম নিয়েছে সেখানে তারা বলেন, সম্ভবত কোনো লিপিকারের ভুলে এরূপ ঘটেছে, অথবা কোনো ধর্মত্যাগী ইহুদি রাজা এটা ঘটিয়েছেন। কোনো ক্ষেত্রেই অনুমান ছাড়া আর কিছুই বলার উপায় নেই।

তাদের এ সকল ওযরখাহি আমাদেরকে মোল্লা দোপেয়াজি ও বাদশাহ আকবরের মধ্যকার সংলাপ মনে করিয়ে দেয়। বাদশাহ বললেন, এদেশে মোট কাকের সংখ্যা কত? মোল্লা দোপেয়াজী একটা কাল্পনিক সংখ্যা বললেন: এত লক্ষ... এত হাজার এত... । আপনার সন্দেহ হলে গুণে দেখুন। যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে বাইরের কোনো কাক এদেশে বেড়াতে এসেছে। আর যদি কম হয় তাহলে বুঝতে হবে এদেশের কোনো কাক বাইরে বেড়াতে গিয়েছে। বাইবেল বিকৃতির অজুহাতে বলা এ সকল আনুমানিক সম্ভাবনার সাথে মোল্লা দোপেয়াজির কথার কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়?

এছাড়া একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, কোনো লিপিকারের ইচ্ছায় বা ভুলে বা কোনো ধর্মত্যাগীর ইচ্ছায় বা চেষ্টায় একটা দুটো পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিকৃতি ঘটানো যায়। কিন্তু সকল পাণ্ডুলিপি ও অনুলিপির মধ্যে বিকৃতি ঢুকল কিভাবে? এ বিষয়টা কি প্রমাণ করে না যে, এ সকল পুস্তক লেখা হয়েছে অনেক পরে এবং এগুলো দু-একটার বেশি পাণ্ডুলিপি অতীত কালে ছিল না যেগুলোকে সহজেই বিকৃত করা যেত?

৫. ২. নতুন নিয়মে পুরাতন নিয়মের পাঠ বিকৃতি

সাধারণ বিকৃতি যেহেতু অগণিত, সেহেতু এ জাতীয় বিকৃতিগুলো বেশি আলোচনা করে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাচ্ছি না। ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত দুটো বিশেষ শ্রেণির বিকৃতি আমরা এখানে আলোচনা করব: (১) পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন নিয়মের লেখকদের বিকৃতি এবং (২) পরবর্তী কালের খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক নতুন নিয়মের পাঠের বিকৃতি।

আমরা দেখেছি যে, নতুন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়ম বুঝাতে কয়েকটা পরিভাষা ব্যবহার করতেন: (১) 'লিখিত আছে' বা 'ভাববাদীগণ/ নবীগণ কর্তৃক লিখিত আছে' (written, written by the prophets), (২) 'শাস্ত্র' বা পাক কিতাব (scripture) (৩) 'ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণ' বা 'তৌরাত ও

নবীগণ' (the law and the prophets)।

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন, নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর লেখকরা তাঁদের ধর্মমত প্রমাণের জন্য 'লিখিত আছে', 'শাস্ত্র' বা 'পাক কিতাবে' আছে ইত্যাদি বলে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর অনেক বক্তব্য বিকৃতরূপে উদ্ধৃত করেছেন। এ জাতীয় বিকৃতির মধ্যে রয়েছে গ্রন্থের নামের পরিবর্তন, বক্তব্যের পরিবর্তন, অর্থ পরিবর্তন এবং অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহার। আমরা এখানে এ জাতীয় কিছু বিকৃতি উল্লেখ করছি।

৫. ২. ১. মালাখির উদ্ধৃতিতে ইঞ্জিলগুলোর বিকৃতি

যোহন বাপ্তাইজক বিষয়ে মথি লেখেছেন: "ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে লেখা আছে: 'দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি; সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।" (মথি ১১/১০)। লূকও একই কথা লেখেছেন (লূক ৭/২৭)

মার্ক লেখেছেন: "যিশাইয় ভাববাদীর গ্রন্থে যেমন লেখা আছে: "দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি; সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।" এটা কেরির অনুবাদ। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ নিম্নরূপ: "ইশাইয়া নবীর কিতাবে যেমন লেখা আছে, 'দেখ, আমি আমার সংবাদদাতাকে তোমার আগে প্রেরণ করবো; সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।" (মার্ক ১/২)

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, এ বক্তব্যটা মালাখির পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম শ্লোক থেকে উদ্ধৃত। মালাখির শ্লোকটা নিম্নরূপ: "দেখ, আমি আমার দূতকে প্রেরণ করবো, সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে।" (মো.-১৩)

আমরা দেখছি যে, মূল পাঠ ও উদ্ধৃত পাঠের মধ্যে বহুবিধ বৈপরীত্য রয়েছে:

প্রথমত: প্রথম বাক্যে 'আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি' এ কথাটার মধ্যে 'তোমার সম্মুখে' বাক্যাংশ মালাখিতে নেই, ইঞ্জিল লেখকরা বাড়িয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: মালাখির বক্তব্যে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে: 'আমার আগে'; অথচ তিন সুসমাচার লেখকই মধ্যম পুরুষের সর্বনাম দিয়ে লেখেছেন 'তোমার আগে'।

তৃতীয়ত: বাইবেল গবেষকরা একমত যে এ বক্তব্যটা মালাখি থেকে উদ্ধৃত। কিন্তু মার্ক লেখেছেন যে, বক্তব্যটা যিশাইয়/ ইশাইয়া নবীর গ্রন্থে বিদ্যমান।

আমাদেরকে দু'টা সম্ভাবনার একটা মানতে হবে। যিশাইয়র পুস্তকে বাক্যগুলো ছিল, কিন্তু পরে বিকৃতির মাধ্যমে তা মুছে দেওয়া হয়েছে। অথবা মার্কের লেখক ভুল করে মালাখির বক্তব্যকে যিশাইয়র বক্তব্য বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

জাগতিক যে কোনো গবেষণায় তথ্যসূত্র প্রদানে এরূপ ভুল করলে এবং উদ্ধৃতির মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করলে গবেষক নিন্দিত হবেন এবং তিনি প্রাপ্য নম্বর বা ডিগ্রি থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু পবিত্র আত্মা কি এরূপ ভুল করতে পারেন? আর যে 'পবিত্র আত্মা' এরূপ ভুল করেন তার প্রেরণায় রচিত কোনো গ্রন্থের উপর কি নির্ভর করা যায়?

৫. ২. ২. মীখার উদ্ধৃতিতে মথির বিকৃতি

বৈথলেহেমের মর্যাদা বর্ণনায় মথি বলেন: "কেননা নবীর মধ্য দিয়ে এই কথা লেখা হয়েছে, 'আর তুমি, হে এহুদা দেশের বেথেলহেম, তুমি এহুদার শাসনকর্তাদের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্রতম নও।" (মথি ২/৫-৬, মো.-১৩)

মথি মীখা বা মিকাহ (Micah) নবীকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু মীখার বক্তব্য মথির উদ্ধৃতির সম্পূর্ণ

বিপরীত। মীখা ৫/২ নিম্নরূপ: "আর তুমি, হে বেথেলহেম-ইফ্রাথা, তুমি এহুদার হাজার হাজার লোকদের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলে অগণিতা।" (মো.-১৩)

এখানে মথি কথাটাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে 'হাঁ' কে 'না' বানিয়েছেন।

৫. ২. ৩. যিশাইয়র উদ্ধৃতিতে পলের বিকৃতি

১ করিন্থীয় ২ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকটা নিম্নরূপ: "কিন্তু, যেমন লেখা আছে, 'চোখ যা দেখেনি, কান যা শোনেনি এবং মানুষের হৃদয়াকাশে যা ওঠেনি, যারা তাঁকে মহব্বত করে, আল্লাহ তাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (মো.-১৩)

বাইবেলের ভাষ্যকাররা বলেন, এ উদ্ধৃতিটা যিশাইয়র/ ইশাইয়ার ৬৪ অধ্যায়ের ৪ শ্লোক থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্লোকটা নিম্নরূপ: "কারণ পুরাকাল থেকে লোক শোনেনি, কানে অনুভব করেনি, চোখে দেখেনি যে, তোমা ভিন্ন আর কোন আল্লাহ আছেন, যিনি তাঁর অপেক্ষাকারীর পক্ষে কাজ করে থাকেন।"

লক্ষ্য করুন, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কত বড় পার্থক্য! নিঃসন্দেহে উভয় স্থানের একটা স্থানে বিকৃতি ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক বলেন, এ জটিল সমস্যার বিষয়ে আমি কি বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। তবে আমি পাঠকের সামনে দুটো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করছি। প্রথম সম্ভাবনা, এ স্থানে ইহুদিরা মূল হিব্রু বাইবেলে ও গ্রিক অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা পৌল এখানে যিশাইয়র পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেননি, বরং তিনি এ বাক্যটা উদ্ধৃত করেছেন একটা বা দুটো জাল পুস্তক থেকে। যিশাইয়র উর্ধ্বারোহণ (The Ascension of Isaiah) ও এলিয়র নিকট প্রকাশিত বাক্য (The Revelation of Eli'jah) নামক দুটো জাল ও বানোয়াট পুস্তকে পৌলের উদ্ধৃত এ বক্তব্যটা হুবহু পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রেরিত পৌল উক্ত জাল ও বানোয়াট পুস্তক থেকে এ বক্তব্যটা উদ্ধৃত করেছেন। সম্ভবত মানুষদের জন্য প্রথম সম্ভাবনাটা মেনে নেওয়া সহজ হবে না। তবে আমি এখানে গুরুত্বের সাথে পাঠকদেরকে স্মরণ করাতে চাই যে, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাকে জীরোম ধর্মত্যাগ ও অবিশ্বাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে গণ্য করেছেন।[২]

৫. ২. ৪. গণনাপুস্তকের উদ্ধৃতিতে পলের বিকৃতি

ইহুদিরা মোয়াবীয় নারীদের সাথে ব্যভিচার করেছিল। এজন্য ঈশ্বর তাদের মধ্যে মহামারি প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে পল লেখেছেন: "আর যেমন তাদের মধ্যে কতগুলো লোক জেনা করেছিল এবং এক দিনে তেইশ সহস্র লোক মারা পড়েছিল, আমরা যেন তেমনি জেনা না করি।" (১ করিন্থীয় ১০/৮)

কিন্তু তৌরাত বলছে: "যারা ঐ মহামারীতে মারা গিয়েছিল, তারা সংখ্যায় চব্বিশ হাজার।" (গণনাপুস্তক ২৫/৯)।

উভয় বর্ণনার মধ্যে মাত্র এক হাজারের পার্থক্য!

৫. ২. ৫. আদিপুস্তকের উদ্ধৃতিতে প্রেরিত পুস্তকের বিকৃতি

প্রেরিত ৭/১৪ (মো.-১৩: "পরে ইউসুফ তাঁর পিতা ইয়াকুবকে এবং তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সংখ্যায় মোট পঁচাত্তর জন ছিলেন।"

এ বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ইউসুফ (আ.) ও তাঁর সন্তানরা যারা এ ঘটনার আগেই মিসরে অবস্থান

---

[২] কিরানবী, ইযহারুল হক (বঙ্গানুবাদ, ইফাবা) ১/৩৩৭-৩৩৮; ১৮৫১ সালে লন্ডনে মুদ্রিত আদম ক্লার্ক রচিত বাইবেল ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে।

করছিলেন, তারা বাদেও যোষেফের জ্ঞাতি বা ইস্রায়েল সন্তানরা, যারা মিসরে গমন করলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ৭৫ জন।

পক্ষান্তরে পয়দায়েশ বা আদিপুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বলা হয়েছেঃ "ইয়াকুবের পরিজন, যারা মিসরে গেল, তাঁরা সর্বমোট সত্তর জন।"

এ সত্তরের মধ্যে যোষেফ ও তার দু পুত্রও রয়েছেন। বাইবেলে তাদের বিস্তারিত বিবরণ ও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াকুবের দু' স্ত্রী লেয়া ও রাহেল (রাহেলা) এবং দুই দাসী সিল্পা ও বিলহা। লেয়ার সন্তানরা তেত্রিশ (৩৩) জন, সিল্পার (সিল্পপার) সন্তানরা ষোল (১৬) জন। রাহেলোর সন্তানরা চৌদ্দ (১৪) জন ও বিল্‌হার সন্তানরা সাত (৭) জন। মোট ৭০ জন। (আদিপুস্তক ৪৬/৮-২৭)।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনা বিকৃত বা অসত্য।

৫. ২. ৬. গীতসংহিতার উদ্ধৃতিতে ইব্রীয় পুস্তকের বিকৃতি

আমরা বলেছি যে, নতুন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়মের অনেক বক্তব্য যীশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মাঝে মাঝে বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। এরূপ বিকৃতি রয়েছে 'ইব্রীয়' বা ইবরানী পুস্তকে। লেখক দাবি করেছেন যে, যীশু তাঁর দেহ বলিদানের মাধ্যমে তৌরাত ও মোশির শরীয়ত রহিত করেছেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি তার পুস্তকের ১০/৫-৭ শ্লোকে গীতসংহিতা/ জবুরের ৪০/৬-৮ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে গীতসংহিতার বক্তব্যকে যীশুর বক্তব্য বলে চালানো হয়েছে।

মূল গীতে দাউদ বলেছেন: "(৫) হে মাবুদ, আমার আল্লাহ (O LORD my God) ... (৬) কোরবানী ও নৈবেদ্য তুমি চাও না।[৩] তুমি আমার উন্মুক্ত কর্ণ দিয়েছ (তোমার কথা শোনার কান তুমি আমাকে দিয়েছঃ প. বা.: ২০০০)। তুমি পোড়ানো কোরবানী ও গোনাহর জন্য কোরবানী চাওনি (burnt offering and sin offering hast thou not required); (৭) তখন আমি বললাম, দেখ, আমি এসেছি; যেমন পাক-কিতাবে আমার বিষয় লেখা আছে। (৮) হে আমার আল্লাহ, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীতঃ তোমার ইচ্ছানুসারে কর্ম করতে আমি আনন্দিত (I delight to do thy will), আর তোমার শরীয়ত আমার অন্তরে আছে।" (গীতসংহিতা ৪০/৫-৮, মো.-১৩)

ইবরানীর লেখক এ কথাগুলোকে যীশুর দেহ উৎসর্গের মাধ্যমে মূসা (আ.)-এর শরীয়ত বা তৌরাত রহিত করার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। তিনি বলেনঃ

"এই কারণ মসীহ দুনিয়াতে আসবার সময়ে বলেন, 'তুমি কোরবানী ও নৈবেদ্য চাওনি, কিন্তু আমার জন্য একটি দেহ প্রস্তুত করেছ (but a body hast thou prepared me); পোড়ানো কোরবানী ও গুনাহ-কোরবানীতে তুমি প্রীত হওনি (thou hast had no pleasure)। তখন আমি বললাম, দেখ, আমি এসেছি, পাক-কিতাবে আমার বিষয় লেখা আছে- হে আল্লাহ, যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি (to do thy will, O God)।' উপরে তিনি বলেন, 'কোরবানী, নৈবেদ্য, পোড়ানো-কোরবানী ও গুনাহ-কোরবানী তুমি চাওনি এবং তাতে প্রীতও হওনি– এসব শরীয়ত অনুসারে কোরবানী করা হয়–। তারপর তিনি বললেন, 'দেখ, তোমার ইচ্ছা পালন করার জন্য এসেছি।' তিনি প্রথম বিষয় লোপ করছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন। সেই ইচ্ছাক্রমে, ঈসা মসীহের দেহ একবার কোরবানী করার

---

[৩] মূল ইংরেজি: Sacrifice and offering thou didst not desire. desire অর্থ চাওয়া। শ্লোকটির সহজ অর্থ: বলিদান ও নৈবেদ্য তুমি চাও না। কেরিঃ "বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ"। পবিত্র বাইবেল-২০০০: "পশু ও অন্যান্য উৎসর্গ তুমি চাও না।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: " পশু ও অন্যান্য কোরবানী তুমি চাও না।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "কোরবানীতে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নও।"

মধ্য দিয়ে আমাদের পবিত্র করা হয়েছে।" (ইবরানী/ ইব্রীয় ১০/৫-১০, মো.-১৩)

যে কোনো পাঠক জবুর শরীফ বা গীতসংহিতার গীতটা এবং ইবরানী পুস্তকের উদ্ধৃতি পাঠ করলে অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়বেন যে, কিভাবে মূল পাঠ ও তার অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে। পাঠক সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

প্রথমত: দাউদ (আ.)-এর বক্তব্যকে সাধু পল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং অযৌক্তিকভাবে 'যীশুর জগতে প্রবেশের সময়ের বক্তব্য' বলে চালিয়েছেন। অথচ পুরো গীতটার মধ্যে এ বিষয়ে দূরবর্তী কোনো ইঙ্গিতও নেই।

পলের রচনাবলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যীশুর অলৌকিক জন্ম সম্পর্কে জানতেন না। তিনি যীশুকে দাউদের বংশধর ইউসুফের ঔরসজাত পুত্র বলে গণ্য করতেন এবং দাউদের অনেক বিষয়কে যীশুর উপর আরোপ করতেন। অথচ যীশুর অলৌকিক জন্ম নিশ্চিত করে যে, যোষেফের সাথে বা দাউদের সাথে যীশুর কোনোরূপ রক্তসম্পর্ক নেই। যীশুর মাতাও দাউদের বংশধর ছিলেন না। সবচেয়ে বড় কথা ধর্মগ্রন্থের পাঠের মধ্যে কোনোরূপ ইঙ্গিত ব্যতিরেকে এভাবে পূর্বপুরুষের বক্তব্যকে উত্তর পুরুষের কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তি, বিবেক, জ্ঞান ও ধর্ম বিরোধী।

দ্বিতীয়ত: দাউদ গীতে বলেছেন: "কোরবানী ও নৈবেদ্য তুমি চাও না। ... তুমি পোড়ানো কোরবানী ও গোনাহর জন্য কোরবানী চাওনি...।" ইবরানী পুস্তকের লেখক সাধু পল বা অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি বক্তব্যটা পরিবর্তন করে 'প্রীত নও' করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বর শরীয়ত পালনে খুশী নন।

এখানেও শব্দের ও অর্থের বিকৃতি দেখা যায়। মহান আল্লাহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বারবার বলেছেন যে, মহান আল্লাহ আনুষ্ঠানিকতা চান না; বরং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মশুদ্ধি ও সততা সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার মূল চাওয়া। কুরআনে আল্লাহ কুরবানি প্রসঙ্গে বলেছেন: "এগুলোর মাংস বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না; কিন্তু তোমাদের তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি গভীর ভক্তি (devotion)-ই তাঁর নিকট পৌঁছে।" (সূরা-২২ হজ্জ: ৩৭ আয়াত) বাইবেলের ভাষায়: "আমি বিশ্বস্ততা চাই, পশু-কোরবানী নয়: পোড়ানো-কোরবানীর চেয়ে আমি চাই যেন মানুষ সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌কে চেনে।" (হোশেয় ৬/৬। মথি ৯/১৩ ও ১২/৭, মো.-১৩)

আমরা দেখছি যে, এ সকল বক্তব্যে শরীয়ত পালনকে রহিত বা লুপ্ত করা হয়নি; বরং শরীয়ত পালনের সময় অনুষ্ঠানসর্বস্বতা বাদ দিয়ে সততা ও আল্লাহ-ভক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইব্রীয় পুস্তক দাবি করছে, যেহেতু হোম, নৈবেদ্য, কুরবানি ইত্যাদি শরীয়তের নির্দেশে পালন করা হয় এবং আল্লাহ এতে প্রীত নন; সেহেতু এ কথা দ্বারা শরীয়ত লোপ বা রহিত করা হয়েছে। কোনো চিকিৎসক যদি বলেন, খাদ্য চিবানো কোনো জরুরি বিষয় নয়; জরুরি হল পুষ্টি ও সুস্থতা অর্জন, আর চিকিৎসকের কথা থেকে যদি কেউ বুঝেন যে, এখন থেকে খাদ্য গ্রহণ লাগবে না; খাদ্য ছাড়াই পুষ্টি ও সুস্থতা অর্জিত হবে– তবে সে ব্যক্তিকে আপনি কী বলবেন?

তৃতীয়ত: ইব্রীয় পুস্তকের লেখক– পল বা অজ্ঞাত– মূল বক্তব্যের একটা বাক্য বাদ দিয়ে সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা বাক্য সংযোজন করেছেন। মূল গীতে বলা হয়েছে: "তুমি আমার উন্মুক্ত কর্ণ দিয়েছ/ তোমার কথা শোনার কান তুমি আমাকে দিয়েছ। কিন্তু সাধু পল বলেছেন: "কিন্তু আমার জন্য দেহ রচনা করিয়াছ"। একে পাঠক কি বলবেন? 'পরিবর্তন', 'জালিয়াতি' না 'প্রতারণা'? বাহ্যত 'যীশুর দেহ কোরবানীর মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার' তত্ত্ব প্রমাণের জন্য লেখক এরূপ করেছেন।

চতুর্থত: মূল গীতে বলা হয়েছে: "হে আমার আল্লাহ, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত।" মূল

ইংরেজি: I delight to do thy will। এর সুস্পষ্ট অর্থ: তোমার ইচ্ছানুসারে কর্ম করতে আমি আনন্দিত। "আর তোমার শরীয়ত আমার অন্তরে আছে।" সাধু পল কথাটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে বলেছেন: "হে আল্লাহ, যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি (to do thy will, O God)।"

গীতের অর্থ সুস্পষ্ট। গীতিকার বলেছেন যে, হে আমার ঈশ্বর, তোমার তৌরাত ও শরীয়ত আমার অন্তরের মধ্যে রয়েছে, তোমার ইচ্ছানুসারে শরীয়ত পালন করে আমি আনন্দ লাভ করি। আর সাধু পল পুরো বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেছেন যে, "আমি আসিয়াছি... হে ঈশ্বর যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি (to do thy will, O God)।" বিয়োজন, পরিবর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমে মূল অর্থ পরিবর্তন করে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, যীশু এসেছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করে নিজেকে বলি দেওয়ার জন্য।

বড় অবাক বিষয়! সাধু পল বা অজ্ঞাত পরিচয় এ লেখকই উল্লেখ করলেন যে, ঈশ্বর বলি, কোরবানী, উৎসর্গ ইত্যাদিতে প্রীত হন না। আবার তিনিই দাবি করছেন যে, যীশু ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজের দেহ উৎসর্গ করতে এসেছিলেন!

সাধু পল অন্যত্র বলেছেন: "রক্তসেচন (রক্তপাত) না হইলে পাপমোচন হয় না।" (ইব্রীয়: ৯/২২) পুনশ্চ: (রোমীয় ৪/২৫, ৫/১২, ১৪, ১০/৯; গালাতীয় ৩/১০-১৩; ইফিষীয় ১/৭; করিন্থীয় ১৫/২১-২২)। তাহলে কি ঈশ্বর পাপীদের তাওবা, ভক্তি ও অনুশোচনামূলক উৎসর্গে খুশি হন না। তবে নিষ্পাপকে ধরে বলি দিলে খুশি হন!! পাপীরা যখন পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে নিজের অর্থ দিয়ে পশু ক্রয় করে তা কুরবানি করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করেন তখন ঈশ্বর খুশি হন না। তবে নিষ্পাপ একজন মানুষকে জোর করে ধরে শুলে চড়িয়ে রক্তপাত করলে ঈশ্বর খুশি হন! বৈধ পশুর রক্তপাতে পাপমোচন হয় না কিন্তু মানুষের রক্তসেচনে পাপমোচন হয়!

পঞ্চমত: মূল গীতসংহিতায় এ গীতটা পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, এখানে পুরাতন ও নতুন কোনো বিষয় নেই। বিষয় একটাই। মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি বান্দার কষ্ট চান না, বরং সততা চান। আর শরীয়ত পালনের মাধ্যমে এরূপ সততা অর্জনেই বান্দার আনন্দ ও তৃপ্তি। পক্ষান্তরে পল/ অজ্ঞাত ব্যক্তি বিভিন্নভাবে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করে এ বক্তব্যটাকে পুরাতন ও নতুনে ভাগ করে বললেন: তিনি প্রথম বিষয় (মূসা আ.-এর শরীয়ত পালন) লোপ করছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় (ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজের রক্তপাত) স্থির করেন। সেই ইচ্ছাক্রমে, ঈসা মসীহের দেহ একবার কোরবানী করার মধ্য দিয়ে আমাদের পবিত্র করা হয়েছে।

পাঠক, এ ব্যাখ্যাটা কী নামে আখ্যায়িত করবেন তা আপনিই সিদ্ধান্ত নিন।

৫. ২. ৭. যিশাইয়র উদ্ধৃতিতে মথির বিকৃতি

মথির ইঞ্জিলের লেখক দাবি করেছেন যে, কুমারী মাতার গর্ভে তাঁর জন্মের বিষয়টা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী বলে দাবি করেছেন তিনি। কুমারী মাতার গর্ভে জন্মের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন: "এই সব হয়েছিল, যেন নবীর মধ্য দিয়ে প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়: 'একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবর্তী হবে, আর তাঁর একটা ছেলে হবে; তার নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল'।" (মথি ১/২২-২৩)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "এই সব হয়েছিল, যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়: 'একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবর্তী হবে, আর তাঁর একটা ছেলে হবে; তার নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল'।"

জুবিলী বাইবেল: "দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে।"

উপরের তিন অনুবাদ মথির দাবি প্রমাণ করে। তবে অন্যান্য বাংলা অনুবাদ মথির দাবি প্রমাণ করে না। কেরিঃ "এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়, 'দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে, এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানুয়েল... ।"

কি. মো.-২০১৩ঃ "এ সব ঘটলো, যেন নবীর মধ্য দিয়ে প্রভুর এই যে কালাম নাজেল হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়, 'দেখ সেই কন্যা গর্ভবতী হবে এবং পুত্র প্রসব করবে, আর তার নাম ইম্মানূয়েল রাখা হবে।"

পাক-কিতাবের অনুবাদে এরূপ বৈপরীত্যের কারণ পর্যালোচনার আগে আমরা নবীর মাধ্যমে পাওয়া কালামটা অনুধাবন করি। সকলেই একমত যে, এখানে 'নবী' বলতে যিশাইয়/ ইশাইয়াকে বুঝানো হয়েছে। যিশাইয়/ ইশাইয়া ৭/১৪ নিম্নরূপঃ

(১) কেরিঃ "অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল রাখিবে।"

(২) বাইবেল-২০০০ঃ "কাজেই প্রভু নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হবে..... ।"

(৩) জুবিলী বাইবেলঃ "প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন। দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।"

(৪) কি. মো.-২০০৬ঃ "কাজেই দ্বীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে... ।"

(৫) কি. মো-১৩ঃ "অতএব প্রভু নিজে তোমাদেরকে একটি চিহ্ন দেবেন; দেখ, এক জন কুমারী কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম ইম্মানূয়েল রাখবে।"

এখানেও আমরা অনুবাদের বৈপরীত্য দেখছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অনুবাদে কুমারী মায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় অনুবাদে যুবতী মেয়ের কথা বলা হয়েছে; ফলে এ বক্তব্য দ্বারা কুমারী মায়ের কথা প্রমাণ করা যায় না।

প্রশ্ন হল, অনুবাদে এত হেরফের কেন? পাঠক নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুনঃ

(ক) যিশাইয়র পুস্তকে কোনো কুমারী মাতার কথা বলা হয়নি; বরং যুবতী মাতার কথা বলা হয়েছে। যিশাইয়র বক্তব্য দিয়ে কুমারী মাতার ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করা যায় না। যিশাইয় ব্যবহৃত মূল হিব্রু শব্দ 'আলামাহ'। শব্দটা 'আলাম' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। ইহুদি পণ্ডিতদের নিকট এর অর্থ হল "যুবতী মেয়ে, সে কুমারী হোক অথবা কুমারী না হোক।" তারা বলেন, এ শব্দটা হিতোপদেশ-এর ৩০ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে শব্দটা 'বিবাহিত যুবতী নারী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) বাইবেলের কোনো কোনো গ্রিক অনুবাদে 'আলামাহ' শব্দটাকে 'কুমারী' অর্থে অনুবাদ করা হয়েছে। সম্ভবত মথির লেখক এ ধরনের কোনো অনুবাদের উপর নির্ভর করেছিলেন। তবে লক্ষণীয় যে, বাইবেলের প্রাচীন তিনটা গ্রিক অনুবাদ নিম্নরূপঃ (১) আকুইলা (Aquila of Pontus)-এর অনুবাদ, (২) থিওডোশান (Theodotian of Ephesus)-এর অনুবাদ এবং (৩) সীমাকাস (Symmachus)-এর অনুবাদ। বাইবেল গবেষকদের মতে এগুলো প্রাচীনতম গ্রিক অনুবাদ। তারা দাবি করেন যে, প্রথমটা ১৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে, দ্বিতীয়টা ১৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এবং তৃতীয়টা ২০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সম্পন্ন হয়। ইউসিবিয়াস (৩৪০ খ্রি.) তাঁর 'The Ecclesiastical History' গ্রন্থে এ তিনজনের কথা উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ১৮৯, ২৩৬)। এ তিনটা অনুবাদেই যিশাইয়র বাক্যে ব্যবহৃত 'আলামাহ' শব্দটার অনুবাদ করা হয়েছে 'যুবতী কন্যা'। এতে প্রমাণ হয় যে, মথির ইঞ্জিলটা দ্বিতীয় শতকের পরে রচিত

অথবা মথির লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে 'আলামাহ' শব্দটাকে ভুল অর্থে ব্যবহার করেছেন।

বর্তমানে বাইবেলের অধিকাংশ সংস্করণেই এ বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ সংস্করণে যিশাইয় ৭/১৪-এর অনুবাদে যুবতী (young woman) এবং মথি ১/২৩-এর অনুবাদে 'কুমারী (virgin) লেখা হচ্ছে। এতে সুস্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মথি যিশাইয়র বক্তব্যটা বিকৃত করেছেন। বর্তমানে প্রচলিত যে সকল সংস্করণে যিশাইয় ৭/১৪ শ্লোকে যুবতী (young woman) এবং মথি ১/২৩ শ্লোকে কুমারী (virgin) লেখা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: Common English Bible (CEB), Complete Jewish Bible (CJB), Good News Translation (GNT) Bible, New American Bible (Revised Edition) (NABRE), New English Translation (NET) NET Bible, New Life Version (NLV) Bible, Revised Standard Version (RSV) Bible, Revised Standard Version Bible, Catholic Edition (RSVCE), New Revised Standard Version (NRSV) Bible, New Revised Standard Version Bible, Anglicised (NRSVA), New Revised Standard Version Bible, Anglicised Catholic Edition (NRSVACE), New Revised Standard Version Bible Catholic Edition (NRSVCE) ইত্যাদি। পাঠক ইন্টারনেটে biblegateway.com ওয়েবসাইটে যিশাইয় ৭/১৪ ও মথি ১/২২-২৩ অনুসন্ধান করলেই তা জানতে পারবেন।[8]

বাংলায় কেরি বাইবেলে উভয় স্থানেই কুমারী বাদ দিয়ে 'কন্যা' লেখা হয়েছে। জুবিলী বাইবেলে যিশাইয় ১/১৪ 'যুবতী' এবং মথি ১/২৩ 'কুমারী' লেখা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল (২০০০) উভয় স্থানে 'কুমারী' লেখেছে। কিতাবুল মোকাদ্দস উভয় স্থানে 'অবিবাহিত সতী মেয়ে', অর্থাৎ 'কুমারী' লেখেছে। সবচেয়ে মজার বিষয় হল কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩। আমরা উপরে দেখলাম যে, এ সংস্করণে মথি ১/২৩-এ কন্যা এবং যিশাইয় ১/১৪ কুমারী কন্যা লেখা হয়েছে। জুবিলী বাইবেলের অনুবাদে মথির বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ বিকৃতি প্রকাশ করেছে উল্টাভাবে।

(গ) কখনো কেউ যীশুর নাম 'ইম্মানুয়েল' রাখেননি। তাঁর পিতাও না, মাতাও না। বরং তাঁরা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'যীশু'। ফেরেশতা যীশুর পিতাকে স্বপ্নে বলেন, 'তুমি তাঁহার নাম ঈসা (ইয়াসূ, যিহোশূয়, ইউসা, যিশাইয় বা যীশু: নাজাতদাতা) রাখবে' (মথি ১/২১)। জিবরাইল যীশুর মাতাকে বলেন: "তাঁর নাম ঈসা রাখবে" (লূক ১/৩১)। যীশু নিজেও বলেননি যে, তাঁর নাম 'ইম্মানুয়েল'।

(ঘ) যিশাইয়ের পুস্তকে যে কাহিনীর মধ্যে এ কথাটা বলা হয়েছে, সে কাহিনীর প্রেক্ষাপটে দেখলে নিশ্চিত বুঝা যায় যে, এ কথাটা কখনোই যীশু খ্রিষ্টের আগমনের ইঙ্গিত বা ভবিষ্যৎ-বাণী হতে পারে না। কাহিনীটা নিম্নরূপ:

যিহূদা-রাজ আহসের সময়ে অরাম-রাজ রৎসীন ও ইসরাইল-রাজ পেকহ যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একত্রিত হন। এ সংবাদে যিহূদা-রাজ আহস অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তখন ঈশ্বরের নির্দেশে যিশাইয় আহসকে আশ্বাস প্রদান করে বলেন, আপনি ভয় পাবেন না। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। শীঘ্রই তাদের রাজত্ব বিনষ্ট হবে। তাদের দু' রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার চিহ্ন হিসেবে যিশাইয় আহসকে জানান যে, একজন যুবতী নারী গর্ভবতী হবেন এবং পুত্র প্রসব করবেন। সে পুত্রটা ভালমন্দ জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই এ দু' রাজার রাজ্য বিনষ্ট হবে। (বিস্তারিত দেখুন: যিশাইয় ৭/১-২৫)

চিহ্ন প্রসঙ্গে যিশাইয়র (৭/১৪-১৬) বক্তব্য: "অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন;

---

[8] https://www.biblegateway.com/verse/en/Isaiah%207:14. https://www.biblegateway.com/verse/en/Matthew%201:23

দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল রাখিবে। যাহা মন্দ তাহা অগ্রাহ্য করিবার এবং যাহা ভাল তাহা মনোনীত করিবার জ্ঞান পাইবার সময়ে বালকটি দধি ও মধু খাইবে। বাস্তবিক যাহা মন্দ তাহা অগ্রাহ্য করিবার ও যাহা ভাল তাহা মনোনীত করিবার জ্ঞান বালকটির না হইতে, যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ঘৃণা করিতেছ, সে দেশ পরিত্যক্ত হইবে।"

পরবর্তী ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এ সংবাদ প্রদানের ২১ বছরের মধ্যে পেকহ-এর রাজ্য ইসরাইল বিনষ্ট হয়[৫]। কাজেই নিঃসন্দেহে এ সময়ের কিছু পূর্বে 'ইম্মানুয়েল' নামক এ পুত্রটা জন্মলাভ করেছিল এবং তার ভালমন্দ জ্ঞান লাভের পূর্বেই রাজ্যটা ধ্বংস হয়েছিল। আর যীশু জন্ম গ্রহণ করেন ইসরাইল-রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার প্রায় সাড়ে সাত শত বছর পরে।

যিশাইয়র এ চিহ্নের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, এখানে যিশাইয় 'যুবতী নারী' বলতে নিজের স্ত্রীকে বুঝাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হবেন এবং একটা পুত্র প্রসব করবেন। এ পুত্রটা বড় হয়ে ভালমন্দ জ্ঞান লাভ করার আগেই এ দু' রাজ্য বিনষ্ট হবে। এ চিহ্নটার সাথে যীশুর প্রসঙ্গ কোনোরূপেই সম্পৃক্ত করা যায় না। এ শিশুর বিবরণও কোনোভাবে যীশুর সাথে মেলে না। এ বক্তব্যে জন্মগ্রহণ কোনো চিহ্ন নয়, শিশুটার বয়স হওয়ার আগেই রাজ্যদ্বয়ের বিনষ্ট হওয়াই চিহ্ন। বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে এটা রাজা আহসের জীবদ্দশায় ঘটবে, কখনোই তার পরে ঘটবে না।

৫.২.৮. ইলিয়াসের অনাবৃষ্টির বর্ণনায় লূক ও ইয়াকুবের বিকৃতি

লূক লেখেছেন, যীশু বলেন: "আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, ইলিয়াসের সময় যখন তিন বৎসর ছয় মাস পর্যন্ত আসমান রুদ্ধ ছিল ও সারা দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছিল ...।" (লূক ৪/২৫, মো.-১৩)

ইয়াকুব তাঁর পত্রে লেখেছেন: "ইলিয়াস আমাদের মত সুখ-দুঃখভোগী মানুষ ছিলেন; আর তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মুনাজাত করলেন, যেন বৃষ্টি না হয় এবং তিন বছর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হয়নি।" (যাকোব/ ইয়াকুব ৫/১৭, মো.-১৩)

এ অনাবৃষ্টির কথা ১ বাদশাহনামা/ রাজাবলির ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে রয়েছে, তবে বৃষ্টি হয়েছিল তিন বছর ছয় মাস পরে নয়, বরং তৃতীয় বছরেই: "অনেক দিনের পরে, বৃষ্টি না হওয়ার তৃতীয় বছরে, ইলিয়াসের কাছে মাবুদের এই কালাম উপস্থিত হল, তুমি গিয়ে আহাবকে দেখা দেও, পরে আমি ভূতলে বৃষ্টি প্রেরণ করব।" (১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ১৮/১, ৪৫, মো.-১৩) তখনই এলিয় আহাবের সঙ্গে দেখা করলেন ও কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে বৃষ্টিপাত শুরু হল।

এ থেকে আমরা দেখছি যে, প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, এলিয়ের অনাবৃষ্টি সাড়ে তিন বছর স্থায়ী ছিল। এ প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে লূকের ও যাকোবের লেখক ভুলক্রমে ১ রাজাবলির তথ্য বিকৃত করেছেন।

৫. ২. ৯. ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা বিষয়ক মথির উদ্ধৃতি বিকৃত

মথি উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর সাহাবী ঈস্করিয়োতীয় এহুদা (Judas Iscariot) ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করেন। এরপর অনুশোচনা করে উক্ত মুদ্রাগুলো মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরে যাজকরা মুদ্রাগুলো মন্দিরের ভাণ্ডারে রাখা অনুচিত মনে করে

[৫] খৃ. পূ. ৭৩০ বা ৭২৫ অব্দে অ্যাসিরিয়ানদের হাতে রৎসীন-এর অরাম রাজ্য বা সিরিয়া বিনষ্ট হয়। আর খ্রি. পূ. ৭২২ অব্দে অ্যাসিরিয়ানদের হাতে ইস্রায়েল রাজ্য বা সামারিয়া বিধ্বংস হয়। মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৭-৮।

বিদেশীদের কবর দেওয়ার জন্য 'কুম্ভকারের ক্ষেত্র' নামে একটা জমিন ক্রয় করেন। মথি দাবি করেন যে, এর মাধ্যমে খ্রিষ্ট বিষয়ক পুরাতন নিয়মের একটা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। তিনি বলেন: "তখন ইয়ারমিয়া নবীর মাধ্যমে নাজেল হওয়া এই কালাম পূর্ণ হল, 'আর তারা সেই ত্রিশটি রূপার মুদ্রা নিল; তা তাঁর মূল্য, যাঁর মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল, বনি-ইসরাইলদের কতগুলো লোক যাঁর মূল্য নির্ধারণ করেছিল; তারা সেগুলো নিয়ে কুমারের ক্ষেতের (কুম্ভকারের ক্ষেত্রের) জন্য দিল, যেমন প্রভু আমার প্রতি হুকুম করেছিলেন। (And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value; And gave them for the potters field, as the Lord appointed me)।" (মথি ২৭/৯-১০, মো.-১৩)

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, যিরমিয়ের পুস্তক তো দূরের কথা পুরাতন নিয়মের কোথাও এ কথাগুলো হুবহু নেই। এটা পবিত্র পুস্তকের নামে সুস্পষ্ট বিকৃতি।

যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ৩২/৬-৯ শ্লোকে যিরমিয় সদাপ্রভুর নির্দেশে ১৭ শেকল রৌপ্য দিয়ে একটা জমি কেনার কথা বলেছেন। কিন্তু সেখানে কুম্ভকারের কথা, ৩০ রৌপ্যমুদ্রার কথা বা মথির বক্তব্যে উদ্ধৃত কথাগুলো নেই।

সখরিয় বা জাকারিয়া নবীর পুস্তকের একটা বক্তব্যের সাথে মথির বক্তব্যের সামান্য কিছু মিল পাওয়া যায়। বক্তব্যটার বাংলা অনুবাদে অস্বচ্ছতা রয়েছে। এজন্য রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন থেকে ইংরেজি ভাষ্য লেখে কেরি ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ বঙ্গানুবাদের আলোকে তার অনুবাদ লেখছি:

"Then I said to them, 'If it seems right to you, give me my sages; but if not, keep them'. And they weighedc out as my wages thirty shekels of silver.Then the LORD said to me, 'Cast it into the treasury'- the lordly price at which I was paid off by them. So I took the thirty shelels of silvers, and cast them into the treasury in the house of the Lord."

"তখন আমি তাদের বললাম, যদি তোমাদের ভাল মনে হয়, তবে আমার বেতন দাও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব তারা আমার বেতন বলে ত্রিশটা রূপার মুদ্রা ওজন করে দিল। তখন মাবুদ আমাকে বললেন, সেটা ভাণ্ডারে ফেলে দাও, বিলক্ষণ মূল্য, ওদের বিচারে আমি এরকম মূল্যবান; আর আমি সেই ত্রিশটা রূপার মুদ্রা নিয়ে মাবুদের গৃহে ভাণ্ডারে ফেলে দিলাম।" (সখরিয়/ জাকারিয়া ১১/১২-১৩, মো.-১৩)

উল্লেখ্য যে, ট্রেজারি (treasury) বা ভাণ্ডারকে কিং জেমস ভার্শনে 'potter' বলা হয়েছে। পটার অর্থ কুম্ভকার বা কুম্ভকারের বানানো পাত্র। সদাপ্রভুর গৃহের মধ্যে কুম্ভকারের কর্মশালা ছিল বলে কল্পনা করা যায় না। তবে এরূপ হতে পারে যে, সদাপ্রভুর গৃহের মধ্যে বিদ্যমান ভাণ্ডারটা বা ট্রেজারিটা হয়ত কুম্ভকার বানানো ছিল।

সর্বাবস্থায়, মথির উদ্ধৃতির সাথে জাকারিয়া/ সখরিয়র এ বক্তব্যেরও কোনো মিল নেই। শুধু 'ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা' কথাটুকু এবং কোনো কোনো সংস্করণে ট্রেজারির বদলে লেখা 'পটার' শব্দটা ছাড়া উভয় উদ্ধৃতির মধ্যে আর কোনো মিল নেই। জাকারিয়া মাবুদের গৃহের মধ্যে বিদ্যমান ট্রেজারি অথবা কুমোরের পাত্রে ত্রিশ মুদ্রা রাখলেন। আর মথির ভাষ্যে তা বিকৃত হয়ে: 'কুমোরের জমির জন্য তাদেরকে ত্রিশ মুদ্রা প্রদান করল'।

এভাবে আমরা দেখছি যে, দু'-একটা শব্দ ছাড়া বাক্য ও অর্থে সখরিয়ের বক্তব্যের সাথেও মথির বক্তব্যের কোনো মিল নেই। সুস্পষ্টভাবেই মথি নিজের বিশ্বাস বা ধর্মতত্ত্ব প্রমাণ করতে এখানে পবিত্র

পুস্তকের বক্তব্য বিকৃত করেছেন বা পবিত্র পুস্তকের নামে অসত্য তথ্য প্রদান করেছেন। উপরন্তু তিনি সখরিয়ের বক্তব্যকে যিরমিয়ের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। জাগতিক কোনো কর্মে তথ্যসূত্রের এরূপ ভুল লেখকের অযোগ্যতা প্রমাণ করে। তবে ঐশ্বরিক প্রেরণা বা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখা ধর্মগ্রন্থে এরূপ ভুল অচিন্তনীয়।

৫. ২. ১০. গীতসংহিতার উদ্ধৃতিতে প্রেরিতের বিকৃতি

'প্রেরিত' পুস্তকের বর্ণনা অনুসারে পিতর এক বক্তৃতায় বলেনঃ হে ইসরাইলের লোকেরা, এসব কথা শোন। নাসরতীয় ঈসা কুদরতি-কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নগুলো দ্বারা তোমাদের কাছে আল্লাহ কর্তৃক প্রমাণিত মানুষ (a man approved of God) ... আল্লাহ মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাঁকে উঠিয়েছেন; কেননা তাঁকে ধরে রাখবার সাধ্য মৃত্যুর ছিল না। কারণ দাউদ তাঁর বিষয়ে বলেন, "আমি প্রভুকে নিয়তই আমার সম্মুখে দেখতাম (I foresaw the Lord always before my face); কারণ তিনি আমার ডান পাশে আছেন, যেন আমি বিচলিত না হই। এজন্য আমার অন্তর আনন্দিত ও আমার জিহ্বা উল্লসিত হল; আবার আমার দেহও প্রত্যাশায় প্রবাস করবে (my flesh shall rest in hope); কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে (hell: দোজখে) পরিত্যাগ করবে না (not leave my soul in hell), আর নিজের বিশ্বস্ত গোলামের ক্ষয় দেখতে দেবে না (thine Holy One to see corruption)।

ভাইয়েরা, সেই পিতৃকুলপতি দাউদের বিষয়ে আমি তোমদেরকে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁকে দাফন করা হয়েছে, আর তাঁর কবর আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে রয়েছে। ভাল, তিনি নবী ছিলেন এবং জানতেন, আল্লাহ কসম খেয়ে তাঁর কাছে এই শপথ করেছিলেন যে, তাঁর এক জন বংশধরকে তাঁর সিংহাসনে বসাবেন; অতএব দাউদ আগে থেকে দেখে মসীহেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা বললেন যে, তাঁকে পাতালে (দোজখে) পরিত্যগও করা হয়নি, তাঁর দেহ ক্ষয়ও হয়নি (that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption)। এই ঈসাকেই আল্লাহ উঠিয়েছেন, আমরা সকলেই এই বিষয়ের সাক্ষী।... কেননা দাউদ বেহেশতে যাননি, কিন্তু তিনি নিজে এই কথা বলেন, 'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডান দিকে বস (Sit thou on my right hand), যতদিন আমি তোমার দুশমনদেরকে, তোমার পায়ের তলায় না রাখি।' অতএব ইসরাইলের সমস্ত কুল নিশ্চিত-ভাবে জানুক যে, যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে, আল্লাহ সেই ঈসাকেই প্রভু ও মসীহ উভয়ই (both Lord and Christ) করেছেন।" (প্রেরিত ২/২২-৩৬, মো.-১৩)

সম্মানিত পাঠক, পিতর এখানে কয়েকটা দাবি করেছেনঃ

(ক) দাউদ বলেছেনঃ "আমি প্রভুকে নিয়তই আমার সম্মুখে দেখতাম; কারণ তিনি আমার ডান পাশে আছেন"। পিতর দাবি করেছেন যে, এ কথা দ্বারা দাউদ 'যীশু' কে বুঝিয়েছেন। কারণ যীশুকে ঈশ্বর 'প্রভু' ও 'খৃস্ট' উভয়ই করেছেন এবং তাঁকে তাঁর দক্ষিণে বসিয়েছেন। গীতসংহিতার অন্য বক্তব্য দ্বারা তিনি তা সমর্থন করেছেন।

(খ) দাউদ বলেছেনঃ " আমার দেহও প্রত্যাশায় প্রবাস করবে"। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাউদ মৃত্যবরণ করবেন এবং কবরে প্রত্যাশায় থাকবেন।

(গ) পিতর দাবি করেছেন যে, যীশু দাউদের ঔরসজাত বংশধর।

(ঘ) দাউদ বলেছেনঃ "তুমি আমার প্রাণ দোজখে পরিত্যাগ করবে না।" এ কথা থেকে পিতর বুঝেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর দেহ কবরে রাখবেন না।

(ঙ) পিতর দাবি করছেন যে, উপরের বাক্য দ্বারা দাউদ নিজেকে বোঝাননি, বরং তাঁর ঔরসজাত বংশধর

যীশুকে বুঝিয়েছেন। দাউদ যেহেতু কবরেই রয়েছেন, সেহেতু তাঁর বিষয়ে এ কথা প্রয়োজ্য নয় যে, ঈশ্বর তাঁকে দোজখে পরিত্যাগ করবেন না। এজন্য এ কথা দাউদের ঔরসজাত যীশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(চ) দাউদ বলেছেন: "আর নিজের বিশ্বস্ত গোলামের ক্ষয় দেখতে দেবে না।" পিতর দাবি করছেন এ কথা দ্বারা দাউদ মৃতদেহ না পচার কথা বলেছেন। আর তাঁর দাবি অনুসারে এটাও শুধু যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(ছ) দাউদ বলেছেন: "আমি প্রভুকে নিয়তই আমার সম্মুখে দেখতাম"। এখানে দেখা (foresee) বলতে 'পূর্ব হইতে দেখা' বা আগাম দেখা বুঝিয়েছেন তিনি। তিনি 'পূর্ব হইতে দেখিয়া' খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের কথা এখানে বলেছেন।

পিতর অথবা প্রেরিত পুস্তকের লেখক এখানে গীতসংহিতার বক্তব্যের শব্দ ও অর্থ উভয়ই বিকৃত করেছেন। গীতসংহিতার বক্তব্য ইংরেজি KSV, RSV ও ইহুদি বাইবেলে প্রায় একই। সামান্য কয়েকটা শব্দের পার্থক্য আছে। এখানে খ্রিষ্টধর্মীয় বাইবেলের ইংরেজি রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন ও ইহুদিধর্মীয় হিব্রু বাইবেল (Jewish Bible/ Hebrew Bible)-এর ইংরেজি অনুবাদে[৬] দাউদের বক্তবটা নিম্নরূপ:

I keep the LORD always before me; because (surely) He is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my soul rejoices (glory rejoiceth); my body also dwells secure (my flesh also dwelleth in safety). For Thou dost not give me up to Sheol (not abandon my soul to nether-world/ not leave my soul in hell) neither wilt Thou suffer Thy godly one to see the pit.

কেরি এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ সংস্করণের আলোকে বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ: "আমি সদাপ্রভুকে/ মাবুদকে নিয়ত সম্মুখে রেখেছি; তিনি তো আমার দক্ষিণে, আমি বিচলিত হব না। এজন্য আমার অন্তর আনন্দিত ও আমার গৌরব উল্লসিত হল; আমার দেহও নিরাপদে বাস করছে। কারণ তুমি আমার প্রাণ প্রেতলোকে/ পাতালে/ দোজখে পরিত্যাগ করবে না, তুমি নিজের বিশ্বস্ত গোলামকে গর্ত (কবর/ নরক) দেখতে দেবে না।" (গীতসংহিতা ১৬/৮-১০)

প্রথমেই আমরা দেখছি যে এখানে গীতসংহিতার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে:

(ক) জাবুর বা গীতসংহিতার সদাপ্রভু (LORD) শব্দকে বিকৃত করে প্রভু (Lord) বানানো হয়েছে এবং এ বিকৃতির ভিত্তিতে এ বক্তব্যকে যীশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। বাইবেলের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, 'LORD' ও 'Lord' মূলত 'God' ও 'god'-এর মতই। প্রথম শব্দটা শুধু ঈশ্বরের জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শব্দ যে কোনো গুরু বা মালিকের জন্য প্রযোজ্য। বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদে সবগুলো বড় হাতের অক্ষর (capital) দিয়ে লেখা 'LORD' শব্দটা হিব্রু জিহোভা (Jehovah) শব্দের অনুবাদ, যার অর্থ বিশ্বজগতের প্রতিপালক ঈশ্বর (Greek: kurios)। শব্দটাকে কেরির অনুবাদে 'সদাপ্রভু' এবং কিতবুল মোকাদ্দসে 'মাবুদ' অনুবাদ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'Lord' শব্দটা হিব্রুতে 'adon': প্রভু বা মালিক। শব্দটা প্রভু বা মালিক অর্থে অকাতরে যে কোনো গুরু, নবী, শাসক, স্বামী ও অন্যদের জন্য বাইবেলের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) গীতসংহিতার 'রাখা' (keep) শব্দকে পরিবর্তন করে 'দেখা' (foresee) বানানো হয়েছে এবং বর্তমানের ক্রিয়াকে অতীত বানানো হয়েছে। দাউদ বলেছেন যে, তিনি সর্বদা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে নিজের সামনে রাখেন। সর্বদা তাঁরই উপর নির্ভর করে চলেন। পক্ষান্তরে পিতর বলছেন যে, দাউদ

[৬] http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2616.htm

সর্বদা 'যীশুকে সামনে দেখতেন' অর্থাৎ তিনি অলৌকিক বা ভাববাদীয় দর্শনে 'তাঁর প্রভু যীশুকে' তাঁর সামনে দেখতেন।

(গ) গীতসংহিতার বক্তব্য: "আমার দেহও নিরাপদে বাস করছে (my body also dwells secure)"। কিন্তু প্রেরিত পুস্তকে বাক্যটাকে বিকৃত করে বলা হয়েছে: "আমার মাংসও প্রত্যাশায় প্রবাস করিবে (my flesh shall rest in hope)। প্রথম বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা ও তাঁর করুণার কারণে দাউদ দৈহিকভাবেই নিরাপদে বাস করছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্য ভবিষ্যতে মাংস বা দেহের প্রত্যাশাময় অপেক্ষা বুঝায়। যা থেকে প্রতীয়মান হয় দাউদ মৃত্যুর পরে কবরের প্রবাস জীবনে তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের প্রত্যাশায় থাকবেন।

(ঘ) গীতসংহিতার বক্তব্য: "তুমি নিজ সাধুকে/ বিশ্বস্ত গোলামকে 'গর্ত' (pit) দেখতে দিবে না।" এখানে RSV ও ইহুদি বাইবেল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ 'pit'। শব্দটার মূল অর্থ গর্ত, মাটির গর্ত বা মৃত্তিকাগহ্বর। খন্দ, কূপ, খাদ, গহ্বর, নরক, কবর, পেট, খনিতে প্রবেশের সুড়ঙ্গ ইত্যাদি অর্থেও এটা ব্যবহৃত হয়। গীতসংহিতার এ কথাটার অর্থ ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সাধুকে গর্তে ফেলবেন না। স্বাভাবিক ভাবে এর অর্থ তিনি তাঁকে বিপদে ফেলবেন না বা তাকে নরকে দিবেন না। প্রেরিত পুস্তকে এবং KSV-এর গীতসংহিতায় এর বদলে 'corruption' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ দুর্নীতি, দূষণ বা পচন। এটারও বাহ্যিক অর্থ দুর্নীতি, বিপদ বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। প্রেরিত পুস্তকের ভাষ্য অনুসারে পিতর মূল শব্দটাকে পরিবর্তন করেছেন এবং পরিবর্তিত শব্দের স্বাভাবিক ও বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তিনি দাবি করেছেন যে, এর অর্থ ঈশ্বর তাঁর মৃতদেহকে পচতে দেবেন না! যদিও এখানে দেহ বা মাংসের কোনোই উল্লেখ নেই।

(ঙ) পিতর যীশুকে প্রভু ও দক্ষিণস্থ প্রমাণ করতে গীতসংহিতার ১১০ গীতের প্রথম চরণ উল্লেখ করেছেন: "প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডান দিকে বস, যতদিন আমি তোমার দুশমনদেরকে, তোমার পায়ের তলায় না রাখি।" পিতরের মতে, যেহেতু দাউদ স্বর্গারোহণ করেননি, সেহেতু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর দক্ষিণ দিকে বসার কথা বলতে পারেন না। মূলত যীশুই স্বর্গারোহণ করেছেন এবং ঈশ্বর তাঁকে তাঁর ডান দিকে বসিয়েছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যাটা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। ঈশ্বর যীশুর শত্রুদেরকে তাঁর পায়ের তলায় রাখেননি। তাঁর শত্রুরাই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। তাঁর তিরোধানের পরেও ইহুদি জাতি তাঁর পায়ের তলায় থাকেনি। বরং যীশুর অনুসারীরাই ক্রমান্বয়ে ইহুদিদের পায়ের তলায় গিয়েছেন। নিশ্চিতভাবেই এটা দাউদের জন্যই বলা। এ গীতের অর্থ: ঈশ্বর রাজা দাউদকে বললেন, তুমি আমার দক্ষিণ হস্তের, অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে শত্রুদের উপর বিজয় দিব।" দাউদ নিজেই নিজের কথা এভাবে বলেছেন। অথবা তাঁর উম্মাত-ভক্তরা তাঁকে বুঝাতে 'প্রভু' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, বাইবেলের পরিভাষায় রাজাকে 'প্রভু' (Lord) বলা হয়।

(চ) এভাবে লেখক গীতসংহিতার বক্তব্য শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে বহুভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছেন এবং এ বিকৃতির মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস প্রমাণ করেছেন। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, তিনি কোনোরূপ শব্দগত, অর্থগত ও প্রাসঙ্গিক প্রমাণ বা ইঙ্গিত ছাড়াই দাউদের জন্য কথিত বক্তব্যকে 'দাউদের ঔরসজাত' কোনো এক উত্তর পুরুষের জন্য বলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। বিষয়টা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

(ছ) পিতর যীশুকে দাউদের 'ঔরসজাত' বলে দাবি করেছেন। আমরা দেখেছি যে, এ দাবি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। পিতর, পল ও প্রেরিতদের পত্রাবলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা যীশুর অলৌকিক জন্ম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাঁরা তাঁকে সূত্রধর যোষেফের ঔরসজাত সন্তান বলে বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাস থেকেই তাঁরা তাঁকে দাউদের ঔরসজাত সন্তান বলে বিশ্বাস করতেন। আমরা দেখেছি যে, তিনি যোষেফের ঔরসজাত সন্তান নন এবং তাঁর মাতা মেরি দাউদের বংশধর ছিলেন না।

৫. ২. ১১. অ-ইহুদিদের দীক্ষায় অমোষের বক্তব্যের বিকৃতি

আমরা দেখেছি, যীশু বলেছেন যে, তিনি কেবলমাত্র ইহুদি জাতি ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রেরিত হননি। তিনি তাঁর প্রেরিতদের বা সাহাবীদেরকে অ-ইহুদি ও শমরীয়দের কাছে ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। ইঞ্জিল লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে, যীশু পুনরুত্থানের পরে তাঁর প্রেরিতগণকে সকল জাতির নিকট ধর্ম প্রচারের আদেশ দেন। কিন্তু 'প্রেরিত' পুস্তক থেকে এ নির্দেশ পরবর্তী সংযোজন বলেই প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখি যে, তাঁর তিরোধানের পরেও অনেক বছর তাঁর সাহাবীরা/ প্রেরিতগণ অ-ইহুদিদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করার কথা চিন্তা করেননি। তাঁরা কেবল ইহুদিদের মধ্যেই প্রচার করতেন। উপরন্তু তাঁরা অ-ইহুদিদেরকে অচ্ছ্যুৎ ও অপবিত্র বলে বিশ্বাস করতেন। প্রেরিত পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে একটা বিশেষ স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর পিতরকে নির্দেশ দেন যে, অ-ইহুদিদের মধ্যেও ধর্ম প্রচার করা যাবে। এরপর থেকে পিতর অ-ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা শুরু করেন। পিতর যীশুর শেষ নির্দেশের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন না, বরং তাঁর স্বপ্নের উপর নির্ভর করছেন। (প্রেরিত ১০/২৮-২৯)

প্রেরিত ১৫ অধ্যায় থেকে আমরা দেখি যে, যীশুর অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী ও শিষ্য অ-ইহুদিদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের বিষয়ে আপত্তি করেন। সাহাবীদের এ মতভেদ সমাধানের জন্য ৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জেরুজালেমে সাহাবী ও ধর্মগুরুদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পিতর অ-ইহুদি বা পরজাতিদের মধ্যে যীশুর ধর্ম প্রচারের পক্ষে তাঁর পূর্ববর্তী স্বপ্নের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "হে ভাইয়েরা, তোমরা জান, এর অনেক দিন আগে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন আমার মুখে অ-ইহুদীরা সুসমাচারের কালাম শুনে ঈমান আনে।" (প্রেরিত ১৫/৭, মো.-১৩)

এরপর যাকোব/ ইয়াকুব পিতরকে সমর্থন করে বলেন যে, অ-ইহুদিদের মধ্যে ধর্মপ্রচার ধর্মগ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত: "আর নবীদের কালাম তার সঙ্গে মিলে, যেমন লেখা আছে, 'এর পরে আমি ফিরে আসবো (After this I will return), দাউদের পড়ে যাওয়া কুটির পুনরায় গাঁথব, তার ধ্বংসস্থানগুলো পুনরায় গাঁথব, আর তা পুনরায় স্থাপন করবো; যেন অবশিষ্ট লোকেরা প্রভুর খোঁজ করে, আর যে জাতিদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, তারা সকলেও করে (That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things)... ।" (প্রেরিত ১৫/১৫-১৭, মো.-১৩)

জেরুজালেম সম্মেলন এবং সেখানে পিতর ও যাকোবের বক্তব্য থেকে আমরা আবারো নিশ্চিত হই যে, পুনরুত্থানের পরে অ-ইহুদিদের কাছে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ যীশু দেননি। কারণ তিনি এরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকলে কখনোই প্রেরিতগণ এ বিষয়ে মতভেদ করতেন না। পিতরও তাঁর কর্মের পক্ষে স্বপ্নের দলিল পেশ না করে যীশুর শেষ নির্দেশের কথা সকলকে স্মরণ করাতেন এবং যাকোবও যীশুর শিক্ষার উদ্ধৃতি দিতেন। পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দেওয়া, তা বিকৃত করা এবং তার অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দিয়ে অ-ইহুদিদের দীক্ষা দেওয়ার বৈধতা দাবি করার কোনো প্রয়োজনই তাঁর থাকত না। যীশুর নির্দেশনা না থাকার কারণেই যাকোব পুরাতন নিয়মের বক্তব্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইহুদি জাতি যেমন 'প্রভুর অনুসন্ধান করবে' তেমনি অন্যান্য জাতিও 'সকলে তা করবে'। কাজেই অন্যান্য জাতির কাছে ধর্মপ্রচার অবৈধ নয়।

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, যাকোব এখানে আমোষ বা আমোস (Amos) নবীর বক্তব্য বিকৃতভাবে উদ্ধৃত করেছেন। আমোসের বক্তব্য নিম্নরূপ: "সেদিন আমি দাউদের পড়ে যাওয়া কুটির পুনঃস্থাপন করবো (In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen), তার ফাটল বন্ধ করে দেব ও উৎপাটিত স্থানগুলো পুনর্গঠন করবো এবং আগের মত তা নির্মাণ করবো; যেন তারা ইদোমের অবশিষ্ট লোক এবং যত জাতির উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, সকলের অধিকারী হয়: সকলের মালিকানা ইহুদিরা লাভ করে (That they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen, which are called by my name)" (আমোস ৯/১১-১২,

মো.-১৩)।

আমরা দেখছি যে, যাকোব অমোষের বক্তব্য অনেক স্থানে পরিবর্তন করেছেন। বিশেষত দুটো পরিবর্তন খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে:

(ক) প্রথম শ্লোকের শুরুতে তিনি "এর পরে আমি ফিরে আসবো" কথা সংযোজন করেছেন যা মূল বক্তব্যে নেই।

(খ) দ্বিতীয় শ্লোকটার শব্দ ও অর্থ তিনি শতভাগ পরিবর্তন করেছেন। অমোষের বক্তব্যে প্রভুর অনুসন্ধানের কোনো কথাই নেই। অমোষ বলেছেন যে, সদাপ্রভু ইহুদি জাতিকে পুনরায় বিজয় দিবেন এবং ইহুদিরা তাদের শত্রু জাতিগুলোর মালিকানা, দখল বা কর্তৃত্ব লাভ করবে। পুরো বাক্যটা পরিবর্তন করে যাকোব বলেছেন যে, ইহুদি জাতি প্রভুর অন্বেষণ করবে এবং অন্যান্য জাতিও তা করবে। আর এ পরিবর্তিত ও বিকৃত উদ্ধৃতি দ্বারা তিনি তার মত প্রমাণ করেছেন।

৫. ২. ১২. তৌরাত পালনকারীকে অভিশপ্ত প্রমাণে পলের বিকৃতি

গালাতীয় ৩/১০ শ্লোকে সাধু পল দাবি করেছেন যে, তৌরাত পালনের মাধ্যমে মুক্তির চেষ্টার অর্থই অভিশপ্ত হওয়া। তাঁর বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ অস্পষ্ট, এজন্য এখানে ইংরেজি পাঠ, আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ ও প্রচলিত বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করছি:

KJV: For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. RSV: For all who rely on works of the law are under a curse; for it is written, "Cursed be every one who does not abide by all things written in the book of the law, and do them." CJB: For everyone who depends on legalistic observance of Torah commands lives under a curse, since it is written, "Cursed is everyone who does not keep on doing everything written in the Scroll of the Torah." অর্থাৎ: "যত মানুষ তৌরাত পালন করে সকলেই অভিশাপ (লানত/বদদোআ)-এর অধীন; কারণ লিখিত আছে: অভিশপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যে তৌরাত পুস্তকের মধ্যে লিখিত সকল কিছু পালন করা অব্যাহত না রাখে।"

কেরি: "বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী (তৌরাত পালনকারী), তাহারা সকলে শাপের অধীন; কারণ লেখা আছে, 'যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত।"

জুবিলী: "বাস্তবিক যারা বিধানের আদিষ্ট কর্মের উপর নির্ভর করে, তারা সকলে অভিশাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, যে কেউ বিধান-পুস্তকে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থিতমূল না থাকে, সে অভিশপ্ত।"

প. বা.-২০০০: "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, 'সেই লোক অভিশপ্ত যে আইন-কানুনে লেখা প্রত্যেকটা কথা পালন করে না।' তাহলে দেখা যায়, যারা আইন-কানুন পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই অভিশাপ রয়েছে।"

কি. মো-২০০৬: "পাক কিতাবে লেখা আছে, 'সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটা কথা পালন করে না।' তাহলে দেখা যায়, যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই বদদোয়া রয়েছে।"

কি. মো.-২০১৩: "বাস্তবিক যারা শরীয়তের কাজ অবলম্বন করে তারা সকলে বদদোয়ার অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে কেউ শরীয়ত কিতাবে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থির না থাকে, সে বদদোয়াগ্রস্ত।"

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে, এখানে পল দ্বিতীয় বিবরণের ২৭ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকটা উদ্ধৃত করেছেন। এ শ্লোকের অভিশাপ বা বদদোআ বুঝতে এর পূর্বের শ্লোকগুলো পড়তে হবে। দ্বিতীয় বিবরণের ২৭ অধ্যায়ের ৯-২৫ শ্লোকে মোশি বা মূসা (আ.) বনি-ইসরাইলদেরকে ১১টা মহাপাপ থেকে সতর্ক করে সে সকল পাপে লিপ্তদের অভিশাপ বা বদদোআ দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাপগুলো নিম্নরূপ: (১) প্রতিমা স্থাপন বা অনুরূপ কর্মের দ্বারা শিরকে লিপ্ত হওয়া (২) পিতা বা মাতাকে অবজ্ঞা করা, (৩) প্রতিবেশীর সীমানা-চিহ্ন সরানো, (৪) অন্ধকে পথভ্রষ্ট করা, (৫) বিদেশী, এতিম বা বিধবার বিচারে অন্যায় করা, (৬) পিতার স্ত্রীর (সৎমায়ের) সাথে শয়ন (দৈহিক সম্পর্ক) করা, (৭) পশুর সাথে শয়ন করা, (৮) বোনের সাথে শয়ন করা, (৯) শাশুড়ির সাথে শয়ন করা, (১০) প্রতিবেশীকে গোপনে হত্যা করা এবং (১১) নিরপরাধকে খুন করতে ঘুষ নেওয়া। তিনি বলেন, লেবীয়গণ প্রত্যেক পাপের কথা উল্লেখ করে বলবেন: অভিশপ্ত সে ব্যক্তি যে এ পাপটা করে। তখন সকল মানুষ বলবেন: আমীন।

শেষে ২৬ শ্লোকে মোশি পল উদ্ধৃত অভিশাপটা বলেন। অভিশাপটার ইংরেজি পাঠ ও আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ দেখুন: KJV: Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. "যে ব্যক্তি এ বিধানের সকল কথা নিশ্চিত না করে তাতে লিপ্ত হয় সে অভিশপ্ত।" RSV: Cursed be he who does not confirm words of this law by doing them "যে ব্যক্তি এসকল কর্মে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা এ বিধানের কথাগুলো দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে না বা নিশ্চিত করে না সে অভিশপ্ত।"

কেরি: "যে কেহ এই ব্যবস্থার কথা সকল পালন করিবার জন্য সেই সকল অটল না রাখে, সে শাপগ্রস্ত।" কি. মো.-২০০৬: "সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত, যে এই শরীয়তের কথাগুলো পালন করে না এবং তার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে।" কি. মো.-১৩: "যে কেউ এই শরীয়তের সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে অটল না থাকে, সে বদদোয়াগ্রস্ত।"

পাঠক, আশা করি অনুধাবন করতে পারছেন যে, সাধু পল তৌরাতের বক্তব্যটার মধ্যে শব্দ ও অর্থের পরিবর্তন করেছেন। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(১) সাধু পল 'this law' বা 'এই বিধান' বাক্যাংশকে পরিবর্তন করে 'the book of the law' অর্থাৎ 'তৌরাত' বা 'ব্যবস্থাগ্রন্থ' লেখেছেন।

(২) তিনি 'confirm' শব্দটার বদলে 'continue' লেখেছেন। কনফার্ম অর্থ নিশ্চিত করা বা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা। পক্ষান্তরে কন্টিনিউ অর্থ স্থায়ী থাকা। এতে অর্থ পুরোই উল্টে গিয়েছে। তৌরাতের কথা: মহাপাপগুলোর নিষেধাজ্ঞা 'নিশ্চিত' বা 'সমর্থন' না করলে, অর্থাৎ অস্বীকার করলে অভিশাপ। কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে 'ক্ষমতা অস্বীকার করলে অভিশাপ'। আর পলের কথা: তৌরাতের ছোট বড় বিধানের যে কোনো একটা পালনে 'স্থায়ী না থাকলে' অভিশাপ।

(৩) তৌরাতের 'না'-কে তিনি 'হাঁ' বানিয়েছেন। তৌরাতের বক্তব্য: যারা এ বিধান নিশ্চিত না করে 'নিষিদ্ধ' কর্মগুলো করবে তারা অভিশপ্ত। পক্ষান্তরে পলের বক্তব্য: যারা 'ব্যবস্থাপুস্তকে' 'আদিষ্ট' কর্মগুলো 'করবে না' তারা অভিশপ্ত।

(৪) পল অভিশাপের অর্থ ও নির্দেশনাও পরিবর্তন করেছেন। তাঁর ভাষাতেই অভিশাপটা হল: "সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত, যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটা কথা পালন না করে।" এর অর্থ সুস্পষ্ট। শরীয়তের

সকল কথা পালন কর, নইলে অভিশাপ। কিছু কথা বাদ দিলে কিছু অভিশাপ আর সকল কথা বাদ দিলে সকল অভিশাপ। কিন্তু সাধু পল দাবি করছেন যে, 'তৌরাতের সব নির্দেশ সর্বদা পালন না করলে অভিশাপ।' তবে 'সব নির্দেশ সর্বদা অমান্য করলে' অভিশাপ থেকে মুক্তি! তাঁর মতে, শরীয়তের কোনো কথাই পালন করা যাবে না; করলেই অভিশপ্ত হতে হবে। তবে পুরোটাই বাতিল, অস্বীকার ও অবমাননা করলে কোনোই অভিশাপ বা বদদোআ নেই।

এ বিকৃতির মাধ্যমে পল দাবি করছেন, শরীয়ত পালন করে মুক্তি পেতে হলে শরীয়তের সকল কিছু স্থায়ীভাবে মানতে হবে। সামান্য ব্যতিক্রম হলেই অভিশাপ। আর এরূপ মানা সম্ভব নয়। শরীয়ত সামান্য অমান্য করলেই যেহেতু অভিশাপ, সেহেতু শরীয়ত মেনে মুক্তির চিন্তা বাদ দিতে হবে! বাইবেলই বলছে যে, মানুষ শরীয়তের বিধান পালন করতে ব্যর্থ হবে, পাপ করবে, পুনরায় তাওবা করলে তার বিগত পাপ ক্ষমা করা হবে (যিহিস্কেল ১৮/১৯-২৩)। কিন্তু পল বলছেন, কোনো একটা বিধান মানতে ত্রুটি হলেই অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে বাঁচতে পুরো তৌরাত অস্বীকার ও অমান্য কর!

মোশি বললেন, উপরের ১১টা মহাপাপকে যে মহাপাপ হিসেবে নিশ্চিত করবে না, বরং এগুলোর কোনো পাপে লিপ্ত হবে সে বদদোআপ্রাপ্ত। পল দাবি করলেন যেহেতু এ সকল মহাপাপের যে কোনো একটাতে লিপ্ত হলেই অভিশাপ, কাজেই এ বিধান পুরোপুরি অমান্য করে ১১টা মহাপাপ সবগুলোই একত্রে ও সর্বদা পালন করলেও কোনো সমস্যা নেই। যীশুর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে শরীয়ত লঙ্ঘনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে: "শরীয়ত অমান্য করার দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল মসীহ্ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন।" (গালাতীয় ৩/১০-১৩)

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি এ কথাটাই বলেছেন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথার: "Be a sinner, and sin boldly, ... even if we commit fornication and murder a thousand times a day...." "পাপী হও এবং সাহসিকতার সাথে পাপ কর। ... যদি প্রতিদিন হাজার বার ব্যভিচার করতে হয় এবং হাজার বার খুন করতে হয় তবুও... যীশুর প্রতি বিশ্বাসই মুক্তি দিবে।"

৫. ২. ১৩. নাসরতীয় যীশু বিষয়ক উদ্ধৃতিতে মথির বিকৃতি

মথি বলেছেন, হেরোদের মৃত্যুর পরে যীশুর পিতামাতা তাঁকে নিয়ে মিসর থেকে ফিলিস্তিনে ফিরে আসেন এবং গালীল প্রদেশের নাসরত শহরে বাস করতে থাকেন। এভাবে খ্রিষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়: "তাঁরা নাসরত নামক নগরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন, যেন নবীদের মধ্য দিয়ে নাজেল হওয়া এই কালাম পূর্ণ হয় যে, তিনি নাসরতীয় বলে আখ্যাত হবেন।" (মথি ২/২৩, মো.-১৩)

মথির এ কথাটা নবীদের নামে শতভাগ অসত্য বা বিকৃতি। পুরাতন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান কোনো ভাববাদীর কোনো পুস্তকেই এ কথা নেই। ইহুদিরা এ বিষয়ে কঠিন আপত্তি করেন। তারা বলেন যে, মথির এ কথাটা ভাববাদীদের নামে জঘন্য মিথ্যাচার ও জালিয়াতি। উপরন্তু প্রাচীন যুগ থেকে যীশুর যুগ পর্যন্ত এবং বর্তমানেও ইহুদিরা বিশ্বাস করেন যে, নাসরত নগর তো দূরের কথা, গালীল প্রদেশ থেকেই কোনো নবী আবির্ভূত হননি এবং হবেন না। যোহনের ভাষায়: "অনুসন্ধান করে দেখ, গালীল থেকে কোনো নবীর উদয় হয় না।" (ইউহোন্না/ যোহন ৭/৫২, মো.-১৩)

৫. ২. ১৪. ঈমান বিষয়ে যীশুর মুখে পাক-কিতাবের উদ্ধৃতি

যোহনের বর্ণনায় যীশু বলেন: "যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে (as the scripture hath said), তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে (কি. মো.-২০১৩: যে আমার উপর ঈমান আনে, পাক-কিতাব যেমন বলে, তার অন্তর থেকে জীবন্ত পানির নদী বইবে।) (যোহন/ইউহোন্না ৭/৩৮)

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, পাক-কিতাব বা বাইবেলের মধ্যে কোথাও এ কথাটা নেই। এটাও পাক-কিতাবের নামে শতভাগ অসত্য বা ভিত্তিহীন উদ্ধৃতি।

৫. ২. ১৫. শনিবার লঙ্ঘন বিষয়ে যীশুর মুখে তৌরাতের উদ্ধৃতি

মথির বর্ণনায় যীশু বলেন: "তোমরা কি ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই যে, বিশ্রামবারে যাজকেরা ধর্মধামে বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিলেও নির্দোষ থাকে?" কি. মো.-২০০৬: "আপনারা কি তৌরাত শরীফে পড়েননি যে, বিশ্রামবারে বায়তুল-মোকাদ্দসের ইমামেরা বিশ্রামবারের নিয়ম ভাংলেও তাঁদের দোষ হয় না।" কি. মো.-২০১৩: "তোমরা কি শরীয়তে পাঠ করনি যে, বিশ্রামবারে ইমামেরা এবাদত-খানায় বিশ্রামবার লঙ্ঘন করলেও তাদের কোন দোষ হয় না।" (have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?) (মথি ১২/৫)

এ উদ্ধৃতিও শতভাগ ভিত্তিহীন। তৌরাত শরীফের পাঁচ পুস্তক তো দূরের কথা পুরাতন নিয়মের কোথাও যাজকদের জন্য বিশ্রামবার লঙ্ঘনের এ কথাটা নেই।

৫. ২. ১৬. শিষ্যদের রক্ষায় যীশুর মুখে পাক কিতাবের উদ্ধৃতি

যীশু বলেন: "তাহাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তাহাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি– যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ– আমি তাহাদিগকে সাবধানে রাখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই বিনাশ-সন্তান হইয়াছে, যেন শাস্ত্রের (the scripture) বচন পূর্ণ হয়: (কি. মো.-০৬: যেন পাক-কিতাবের কথা পূর্ণ হয়।" (যোহন ১৭/১২)

এটাও পাক-কিতাবের নামে একটা অসত্য বা ভিত্তিহীন কথা। বর্তমানে বিদ্যমান শাস্ত্র বা পাক-কিতাবের কোথাও এ কথা নেই। উপরের এসকল উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে দু'টা সম্ভাবনা বিদ্যমান: (১) যীশু ও শিষ্যদের যুগে বিদ্যমান শাস্ত্র, বাইবেল বা পাক-কিতাব হারিয়ে গিয়েছে বা বিকৃত হয়েছে, অথবা (২) যীশু বা ইঞ্জিল লেখকরা পাক-কিতাবের নামে ভুল ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন।

আমরা আরো দেখলাম যে, উপরের অনেকগুলো উদ্ধৃতি ইঞ্জিল লেখকরা যীশুর নামে লেখেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কারো জন্য এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল করে পাক-কিতাবের নামে অসত্য বা ভিত্তিহীন কথা বলতেন। তাঁকে অভিযুক্ত করার চেয়ে এ সকল ইঞ্জিলের অজ্ঞাতনামা লেখক বা সম্পাদকদের অভিযুক্ত করা অনেক সহজ।

৫. ২. ১৭. যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে পাক-কিতাবের উদ্ধৃতি

যোহন লেখেছেন যে, যীশুর কবরে যীশুর লাশ না দেখে মগ্দলীনী মরিয়ম পিতর ও অন্য শিষ্যকে সংবাদ দেন। তারা কবরের ভিতরে প্রবেশ করেন "এবং দেখিলেন ও বিশ্বাস করিলেন। কারণ এ পর্যন্ত তাহারা শাস্ত্রের এই কথা বুঝেন নাই (they knew not the scripture) যে, মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠিতে হইবে।" কি. মো.-২০০৬: "মৃত্যু থেকে ঈসার জীবিত হয়ে উঠবার যে দরকার আছে পাক-কিতাবের সেই কথা তাঁরা আগে বুঝতে পারেননি।" (ইউহোন্না/ যোহন ২০/৯)

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে, মসীহের মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার প্রয়োজন আছে বলে পাক-কিতাবের কোথাও বলা হয়নি।

৫. ২. ১৮. পাক-রূহ ও আল্লাহর রহমত বিষয়ে যাকোবের উদ্ধৃতি

ইয়াকুব/ যাকোব তাঁর পত্রে লেখেছেন (কি. মো.-২০০৬): "তোমরা কি মনে কর যে, পাক-কিতাব (scripture) মিথ্যাই এই কথা বলে যে, পাক-রূহ যাকে আল্লাহ আমাদের দিলে দিয়েছেন, তিনি আমাদের

এবাদত পাওয়ার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করে আছেন? কিন্তু আল্লাহর রহমত আরও বেশি। সেজন্য কিতাবে লেখা আছে, 'আল্লাহ অহংকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু নম্রদের রহমত করেন (God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble)।" (ইয়াকুব ৪/৫-৬)

এখানে যাকোব পাক-কিতাব (scripture) থেকে দুটো উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, প্রথম উদ্ধৃতি শতভাগ ভিত্তিহীন। পাক-কিতাবের কোথাও তা নেই। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটা হিতোপদেশ বা মেসাল (The proverbs) পুস্তকে আংশিক বিদ্যমান। যাকোব বিকৃতভাবে তা উদ্ধৃত করেছেন। মেসাল/ হিতোপদেশ/ The proverbs ৯/৩৪ (কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬): "যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদেরও তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, কিন্তু নম্রদের রহমত দান করেন। (Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly)

৫. ২. ১৯. খ্রিষ্টের দুঃখভোগ বিষয়ক উদ্ধৃতি

নতুন নিয়মের অনেক স্থানে বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রে বা পাক-কিতাবে আছে অথবা লিখিত আছে বা নবীরা বলেছেন যে খ্রিষ্ট বা মসীহকে দুঃখভোগ করতে হবে, নিহত হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে উঠতে হবে। বাইবেল গবেষকরা বলেন, এগুলো সবই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবি। ইহুদি জাতি কখনোই কোনো দুঃখভোগকারী মসীহের কথা কল্পনা করেনি। তাঁরা একজন বিজয়ী মাসীহের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং করছে। পুরাতন নিয়মের কোথাও দুঃখভোগকারী মসীহের কথা নেই। কখনো কখনো পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য একত্রিত করে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা যীশুর দুঃখভোগের পূর্বাভাস বলে দাবি করেন। আর কিছু কিছু উদ্ধৃতি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

যেমন, লূক লেখেছেন, পুনরুত্থানের পর যীশু শিষ্যদেরকে বলেন: "এরকম লেখা আছে যে, মসীহ দুঃখভোগ করবেন এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য থেকে উঠবেন; আর তাঁর নামে গুনাহ মাফের মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত তবলিগ হবে।" (লূক ২৪/৪৫-৪৭, মো.-১৩)

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা একমত যে, পাক-কিতাব বা পুরাতন নিয়মের কোথাও এ কথাগুলো লেখা নেই। এ কথাগুলো শতভাগ ভিত্তিহীন ও পাক-কিতাবের অসত্য কথন।

উপরের ১৯টা অনুচ্ছেদে আমরা দেখলাম যে, নতুন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়মের অনেক বক্তব্য বিকৃত করেছেন। অনেক সময় তাঁরা পাক-কিতাব বা শাস্ত্রের নামে এমন উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যা পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই। এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণত ইহুদি ধর্মগুরুরা অভিযোগ করেন যে, নতুন নিয়মের লেখকরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য ইহুদি ধর্মগ্রন্থের অপব্যবহার করেছেন, ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি বিকৃত করেছেন বা ধর্মগ্রন্থের নামে মিথ্যা কথা বলেছেন। এর বিপরীতে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা অভিযোগ করেন যে, ইহুদিরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতকে খ্রিষ্টানদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার অসৎ উদ্দেশ্যে পুরাতন নিয়মের মধ্যে অনেক বিকৃতি সাধন করেন ও পুরাতন নিয়মের অনেক বক্তব্য বা পুস্তক গায়েব করে দেন।

উভয় অভিযোগ প্রমাণ করে যে, 'বাইবেল' নামক এ পুস্তকের মধ্যে অনেক বিকৃতি সাধিত হয়েছে। এরূপ বিকৃতি খুবই সহজ ছিল। দ্বিতীয় বা তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতকেও ইহুদিরা ইচ্ছা করলেই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিকৃতি সাধন করতে পারতেন। কেউ বিরোধিতা করতেন না বা ভিন্ন কোনো সঠিক পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যেত না!!

অনেক আধুনিক বাইবেল বিশেষজ্ঞ এ সকল বিকৃতি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, নতুন নিয়মের লেখকরা পবিত্র আত্মার সহায়তায় এ সকল পুস্তক বা পত্র লেখেননি। তাঁরা সাধারণ ধর্ম প্রচারক হিসেবেই বইগুলো লেখেছেন। আর এ সকল বিকৃতি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, তাঁরা যীশু বিষয়ক তথ্যগুলোও ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার সাথে লেখেননি। বরং তাঁদের বিশ্বাস প্রমাণের জন্য বাছাই করে বা প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে লেখেছেন।

৫. ৩. নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান স্বীকৃত বিকৃতি

উপরে আমরা দেখলাম যে, নতুন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়মের অনেক উদ্ধৃতি বিকৃত করেছেন। এবার আমরা দেখব যে, নতুন নিয়মের লেখকদের লেখা কিভাবে পরবর্তী খ্রিষ্টানরা পরিবর্তন করেছেন। আমরা জানি যে, ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন (King Jemse Version: KJV) অথোরাইজড ভার্শন (Authorized Version: AV), অর্থাৎ স্বীকৃত বা প্রামাণ্য ভাষ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন সকল স্বীকৃত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে এটা প্রকাশিত। পূর্ববর্তী দেড় হাজার বছরের বাইবেলের এটা স্বীকৃত রূপ এবং পরবর্তী অর্ধ সহস্রাব্দ এটাই একমাত্র স্বীকৃত ও প্রামাণ্য সংস্করণ হিসেবে প্রচলিত। এ প্রামাণ্য সংস্করণের একটা সংশোধিত সংস্করণ রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (Revised Standard Version: RSV) নামে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত।

কিং জেমস ভার্শন ও রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনের মধ্যে তুলনা করে অধ্যয়ন করলে নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান অনেক বিকৃতির কথা জানা যায় যেগুলো তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী বা তার পরে বাইবেলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। প্রায় দেড় হাজার বছর তা পবিত্র পুস্তকের অংশ হিসেবে গণ্য ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন সংস্করণে তা বাতিল করা হচ্ছে। কোনো সংস্করণে একেবারেই ফেলে দেওয়া হয়েছে, কোথাও বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে এবং কোথাও টীকায় রাখা হয়েছে। তবে সর্বাবস্থায় এ সকল স্বীকৃত বিকৃতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, বাইবেলীয় গ্রন্থগুলো অভ্রান্ত বা বিকৃতি-মুক্ত নয়।

এ জাতীয় বিকৃতি শুধু শব্দ বা বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু অনেক পূর্ণ 'verse' অর্থাৎ শ্লোক, চরণ বা পদও এভাবে সংযোজিত হয়েছি। নতুন নিয়মের যে সকল স্থানে এরূপ সংযোজন-জনিত বিকৃতি নিশ্চিত হয়েছে এবং বাইবেলের আধুনিক কোনো কোনো সংস্করণে যে শ্লোকগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলোর একটা তালিকা উইকিপিডিয়া 'বাইবেলের আধুনিক অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া শ্লোকগুলোর তালিকা' (List of Bible verses not included in modern translations) প্রবন্ধে প্রদান করা হয়েছে। এ তালিকা অনুসারে নিম্নের ২৭ স্থানের প্রায় অর্ধশত শ্লোক বাইবেলের আধুনিক কোনো কোনো সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে: মথি ৯/৩৪; ১২/৪৭; ১৭/২১; ১৮/১১; ২১/৪৪; ২৩/১৪; মার্ক ৭/১৬; ৯/৪৪; ৯/৪৬; ১১/২৬; ১৫/২৮; ১৬/৯-২০; লূক ১৭/৩৬; ২২/২০; ২২/৪৩; ২৩/১৭; ২৪/১২; ২৪/৪০; যোহন ৫/৪; ৭/৫৩-৮/১১; প্রেরিত ৮/৩৭; ১৫/৩৪; ২৪/৭; ২৮/২৯; রোমীয় ১৬/২৪।

আমরা এ পরিচ্ছেদে কিং জেমস ভার্শন, রিভাইজড ভার্শন ও অন্যান্য সংস্করণের সাথে তুলনার মাধ্যমে কয়েকটা স্বীকৃত বিকৃতির নমুনা উল্লেখ করব।

৫. ৩. ১. পবিত্র পুস্তকে একটা বাক্যের বিভিন্ন অবস্থা

লূক ৭/৩১ KJV "**And the Lord said**, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like? **এবং প্রভু বললেন,** অতএব আমি কহার সাথে এ কালের লোকদের তুলনা দেব? তারা কিসের তুল্য?"।

১৯৯২ সালে মধ্যপ্রাচ্য বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত আরবি বাইবেলেও (ثم قال الرب) 'অতঃপর প্রভু বলিলেন' কথাটুকু বিদ্যমান। কিন্তু RSV ভাষ্যে 'এবং প্রভু বলিলেন' কথাটুকু পুরোই ফেলে দেওয়া হয়েছে। কারণ এ বাক্যগুলো বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে নেই। এগুলো পরবর্তী লিপিকারদের সংযোজন মাত্র।

কেরির বাইবেলে এ বাক্যটা ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত পবিত্র বাইবেলে কথাটা সংযোজন করে লেখা হয়েছে: "যীশু আরও বললেন"।

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে: "ঈসা আরও বললেন"। বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রকাশিত জুবিলী বাইবেল থেকে এ বাক্যটা ফেলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৩ সালে বাচিব (Biblical Aids for Churches and Institutions in Bangladesh) প্রকাশিত 'কিতাবুল মোকাদ্দসে এ বাক্যটা এ শ্লোক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রথমেই এ নমুনাটা উল্লেখ করলাম, যেন পাঠক বুঝতে পারেন যে, স্বীকৃত বিকৃতিগুলোর ক্ষেত্রেও বাইবেল প্রকাশকরা এভাবে পরিবর্তন, বিয়োজন ও পুন-সংযোজনের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

পাঠক হয়ত বলবেন, এ সামান্য একটা বাক্য তো তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। কাজেই একে সংযোজন বা বিয়োজন করলে সমস্যা কী?

অর্থ পরিবর্তনের চেয়েও অনেক বড় বিষয় গ্রন্থটা ধর্মগ্রন্থ কি না? যদি তা ধর্মগ্রন্থ হয় তবে কিভাবে এর মধ্যে ইচ্ছামত বাক্য বা শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন করা যায়? ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখা যায়, তবে ব্যাখ্যাকে কি মূল কথার মধ্যে সংযোজন করা যায়?

আর যদি তা ধর্মগ্রন্থ না হয় তবে প্রশ্ন হল, মূল লেখক কী লেখেছিলেন? কোনো লেখকের গ্রন্থে কি ইচ্ছামত শব্দ বা বাক্য পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করা যায়? এরূপ পরিবর্তিত, সংযোজিত বা বিয়োজিত বক্তব্যকে কি মূল লেখকের বক্তব্য বলে দাবি করা যায়? জাগতিক কোনো দলিল, সংবিধান বা পুস্তকের মূল ভাষ্যের মধ্যে এরূপ সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন কি অন্যায় বলে গণ্য নয়?

৫. ৩. ২. মথি ২০ অধ্যায়ের সংযোজিত ও বিয়োজিত রূপ

মথি ২০/২২-২৩ কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: "But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, <u>and to be baptized with the baptism that I am baptized with?</u> They say unto him, We are able. And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, <u>and be baptized with the baptism that I am baptized with</u>: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father."

কেরি ও কিতাবুল মোকাদ্দস-১৩-এর আলোকে অনুবাদ: "কিন্তু জবাবে ঈসা বললেন, তোমরা কি যাচ্ঞা করছ, তা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার? <u>**এবং যে বাপ্তিস্মে আমি বাপ্তিস্ম-কৃত হয়েছি, তোমরা কি সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম-কৃত হতে পার?**</u> তাঁরা বললেন, পারি। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা আমার পাত্রে পান করবে বটে, <u>**এবং যে বাপ্তিস্মে আমি বাপ্তিস্ম-কৃত হয়েছি, তোমরা সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্মকৃত হবে বটে,**</u> কিন্তু যাদের জন্য আমার পিতা কর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কাউকেও আমার ডান পাশে ও বাম পাশে বসতে দেবার আমার অধিকার নেই।"

এখানে যে বাক্যাংশ বা বাক্যগুলোর নিম্নে দাগ দেওয়া হয়েছে (underlined) রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন ও বাংলা সংস্করণগুলোতে সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫. ৩. ৩. মথির ইঞ্জিলে বিয়োজনের বিকৃতি

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন যে, তাঁর প্রজন্মের মানুষদের মৃত্যুর হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। মথির (২৪/৩৬) বর্ণনা অনুসারে তিনি শিষ্যদের জানান যে, কিয়ামত

শীঘ্রই হবে, তবে তার নির্দিষ্ট সময় কেউ জানে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: "But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only": "কিন্তু সেই দিনের ও সেই দন্ডের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতগণ/ বেহেশতের ফেরেশতারাও জানেন না, কেবল আমার পিতা জানেন।" (মথি ২৪/৩৬)

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এখানে তিনটা শব্দ ছিল: "neither the Son": "পুত্রও জানেন না"। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শন (RSV)-এ শব্দগুলো সংযোজন করা হয়েছে। RSV অনুসারে শ্লোকটা নিম্নরূপ: "But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only." : কেরি: "কিন্তু সেই দিনের ও সেই দন্ডের কথা কেহই জানে না, এমনকি স্বর্গের দূতগণও জানেন না, এবং পুত্রও জানেন না; কেবল পিতা জানেন।"

কি. মো.-২০১৩: "কিন্তু সেই দিনের ও সেই দন্ডের তত্ত্ব কেউই জানে না, বেহেশতের ফেরেশাতরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

এ কথাসহ এ শ্লোকটা প্রমাণ করে যে, যীশু বা যীশুর মধ্যে বিদ্যমান 'পুত্র' সত্ত্বা ঈশ্বর ছিলেন না। এমনকি তিনি কখন পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসবেন তাও তিনি জানতেন না। যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসীদের জন্য কথাটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। এজন্য বাইবেল লিপিকাররা এ বাক্যাংশটুকু মুছে দিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় যে, কিয়ামত বিষয়ক যীশুর এ উপদেশ মথি, মার্ক ও লূক তিনজনেই প্রায় হুবহু উল্লেখ করেছেন। মথি ও মার্কের বর্ণনায় যীশু সাথে সাথে বলে দেন যে, কিয়ামতের নির্ধারিত সময় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। কিন্তু এ বক্তব্যটা লূক থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাহ্যত 'পুত্রও জানেন না' কথাটা বাদ দেওয়ার পরিবর্তে পূরো বাক্যটাই লূক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে মার্কের বর্ণনায় 'পুত্রও নয়' কথাটা বিদ্যমান রয়েছে। (মার্ক ১৩/৩২) মথি ২৪/৩৪-৩৬, মার্ক ১৩/৩০-৩২ শ্লোকগুলোর সাথে লূক ২১/৩২-৩৪ মিলিয়ে পড়লে পাঠক বিষয়টা জানতে পারবেন।

৫. ৩. ৪. মার্কের ইঞ্জিলের সংযোজিত শ্লোকমালা

মার্কের ইঞ্জিলের শেষ অধ্যায় ১৬তম অধ্যায়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে এ অধ্যায়টা ৮ শ্লোকে সমাপ্ত। পরবর্তীকালে কোনো কোনো লিপিকার এ অধ্যায়ের শেষে কিছু বাক্য সংযোজন করেন; যেগুলো ৯ থেকে ২০ পর্যন্ত ১২টা শ্লোকে বিভক্ত। কিং জেমস ভার্শন, সাধারণ পুরাতন ভার্শনগুলো ও সকল বাংলা বাইবেলে এ শ্লোকগুলো যথাযথ বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বক্তব্য নিম্নরূপ:

"The final passage in Mark (16:9–20) is omitted in some manuscripts, including the two oldest, and a shorter passage is substituted in others. Many scholars believe that these last verses were not written by Mark, at least not at the same time as the balance of the Gospel, but were added later to account for the Resurrection. ... One of the most striking elements in the Gospel is Mark's characterization of Jesus as reluctant to reveal himself as the Messiah. Jesus refers to himself only as the Son of Man, and while tacitly acknowledging Peter's declaration that Jesus is the Christ, he nevertheless cautions his followers not to tell anyone about him."

"প্রাচীনতম দুটো পাণ্ডুলিপিসহ অনেক পাণ্ডুলিপিতে মার্কের শেষ অংশ (১৬/৯-২০) বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য লেখা হয়েছে। অনেক গবেষকই বিশ্বাস

করেন যে, শেষের এ শ্লোকগুলো মার্কের লিখিত নয়। অন্তত সুসমাচার লেখার সময় সুসমাচারের মানে লেখা হয়নি। বরং পরবর্তী সময়ে এগুলোকে সংযোজন করা হয়েছে পুনরুত্থানের বর্ণনা দেওয়ার জন্য। ... মার্কের ইঞ্জিলের সবচেয়ে বিস্ময়কর উপাদানগুলোর অন্যতম হল, মার্ক যীশুকে চিত্রিত করেছেন যে, তিনি নিজেকে মাসীহ্ বা খ্রিষ্ট হিসেবে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। যীশু নিজেকে শুধু 'মনুষ্যপুত্র' বা 'মানুষের বেটা' হিসেবে উল্লেখ করতেন। যখন পিতর বলেন যে, যীশুই খ্রিষ্ট বা মাসীহ তখন তিনি মৌনতার মাধ্যমে স্বীকৃতি দিলেও তাঁর অনুসারীদেরকে কাউকে তাঁর বিষয়ে না বলতে সতর্ক করেন।"[৭]

আধুনিক বিভিন্ন সংস্করণে মার্ক ১৬/৯-২০ শ্লোক বাদ দেওয়া হচ্ছে, বন্ধনীর মধ্যে লেখা হচ্ছে বা টীকায় লেখা হচ্ছে। কয়েকটা নমুনা দেখুন:

(১) নিউ কিং জেমস ভার্শনে (NKJV) মার্ক ১৬/৯-২০ শ্লোকগুলো মূল পাঠে বিদ্যমান। তবে শেষে টীকায় লেখা হয়েছে: (Verses 9–20 are bracketed in NU-Text as not original. They are lacking in Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, although nearly all other manuscripts of Mark contain them.) "নেসল এলান গ্রিক নতুন নিয়ম ও ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি সম্পাদিত গ্রিক নতুন নিয়মের পাঠে ৯-২০ শ্লোকগুলোকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে; কারণ সেগুলো মৌলিক নয়। সিনাইয়ের পাণ্ডুলিপি ও ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপিতে এ শ্লোকগুলো নেই। অন্যান্য প্রায় সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে এগুলো রয়েছে।"[৮]

(২) নিউ আমেরিকান স্টান্ডার্ড বাইবেল (NASB) ৯ থেকে ২০ শ্লোক বন্ধনীর মধ্যে লেখে টীকায় লেখেছে: (খধঃবৎ সংং ধফফ াা ৯-২০): "পরবর্তী যুগের পাণ্ডুলিপিগুলো ৯-২০ শ্লোকগুলো সংযোজন করেছে।"[৯]

(৩) কনটেমপরারি ইংলিশ ভার্শন (CEV) ৮ নং শ্লোকের পরে লেখেছে: (ONE OLD ENDING TO MARK'S GOSPEL) এখানেই মার্কের ইঞ্জিলের প্রাচীন একটি সমাপ্তি"।[১০]

(৪) কমন ইংলিশ বাইবেল (CEB) ৮ নং শ্লোকের পরে লেখেছে: (Endings Added Later) "শেষের কথাগুলো পরবর্তীকালে সংযোজিত।" এরপর টীকায় লেখেছে: (In most critical editions of the Gk New Testament, the Gospel of Mark ends at 16:8.) "নতুন নিয়মের সবচেয়ে সুসম্পাদিত গ্রিক সংস্করণগুলোতে মার্কের ইঞ্জিল ১৬/৮ শ্লোকেই সমাপ্ত হয়েছে।"[১১]

(৫) নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্শন (NIV): মার্কের ১৬ অধ্যায় ৮ নং শ্লোকে শেষ করে একটা রেখার পরে লেখা হয়েছে: (The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9–20): "প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলোতে এবং অন্যান্য কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে ৯-২০ শ্লোকগুলো নেই।" এরপর ৯-২০ শ্লোক লেখা হয়েছে।[১২]

(৬) একসপ্যানডেড বাইবেল (EXB)-ও একইভাবে ৮ নং শ্লোকের পরে রেখা দিয়ে লেখা হয়েছে: (Verses 9–20 are not included in some of the earliest surviving Greek copies of

[৭] "Mark, The Gospel According to", Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2009.

[৮] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=NKJV

[৯] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=NASB

[১০] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=CEV

[১১] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=CEB

[১২] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=NIV

Mark...)"বর্তমানে বিদ্যমান কয়েকটি প্রাচীনতম গ্রিক পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৯-২০ শ্লোকগুলো নেই।"[১৩]

(৭) রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (RSV) ১৬ অধ্যায়ের শেষে টীকায় লেখেছে:

"Some of the most ancient authorities bring the book to a close at the end of verse 8. One authority concludes the book by adding after verse 8 the following: But they reported briefly to Peter and those with him all that they had been told. And after this, Jesus himself sent out by means of them, from east to west, the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation. Other authorities include the preceding passage and continue with verses 9–20. In most authorities verses 9–20 follow immediately after verse 8; a few authorities insert additional material after verse 14."

"সবচেয়ে প্রাচীন কিছু পাণ্ডুলিপিতে ১৬/৮ শ্লোকেই মার্কের ইঞ্জিল শেষ হয়েছে। একটা পাণ্ডুলিপিতে এরপর নিম্নের বাক্য দিয়ে পুস্তকটা শেষ করেছে: "কিন্তু তাঁরা পিতর ও তাঁর সাথে অন্য যারা ছিলেন তাঁদেরকে সংক্ষেপে জানালেন। এরপর যীশু নিজেই তাদের মাধ্যমে পূর্ব থেকে পশ্চিমে পবিত্র ও অবিনশ্বর মুক্তির অনন্ত ঘোষণা প্রেরণ করলেন।" অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে ৯-২০ শ্লোকগুলো বিদ্যমান। এ জাতীয় অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে ৮ শ্লোকের পরেই ৯-২০ শ্লোক বিদ্যমান। অল্প কিছু পাণ্ডুলিপিতে ১৪ শ্লোকের পরে অতিরিক্ত আরো বক্তব্য বিদ্যমান।"[১৪]

(৮) নিউ রিভাইডয স্টান্ডার্ড ভার্শনে (NRSV) ৮ম শ্লোকের পরে লেখেছে: (The Shorter Ending of Mark) "মার্কের ইঞ্জিলের সংক্ষিপ্ততর সমাপ্তি এখানেই।"[১৫]

(৯) লেক্সম্যান ইংলিশ বাইবেল (Lexham English Bible: LEB)-ও ৮ম শ্লোকের পরে লেখেছে: মার্কের ইঞ্জিলের সংক্ষিপ্ততর সমাপ্তি এখানেই।"[১৬]

(১০) জে. বি ফিলিপস সম্পাদিত নতুন নিয়ম: (J.B. Phillips New Testament: PHILLIPS) ৮ম শ্লোকের পরে লেখেছে: (An ancient appendix): "একটি পুরাতন সংযোজনী।"[১৭]

সম্মানিত পাঠক বাইবেল গেটওয়ে ওয়েবসাইটে দেখবেন যে, প্রায় সকল আধুনিক বাইবেলেই স্বীকার করা হচ্ছে যে, মার্কের ১৬ অধ্যায়ের ৯-২০ শ্লোক পরবর্তীকালে সংযোজিত। তবে অধিকাংশ বাইবেল সোসাইটি বা সংস্থা শ্লোকগুলো বাদ না দিয়ে শুধু টীকা বা বন্ধনী দিয়েই দায়িত্বমুক্তির আশা করছেন।

৫. ৩. ৫. লূক ৯/৫৫-৫৬ বাংলা বাইবেলগুলোয় বিভিন্ন রকম

বর্তমানে প্রচলিত বাংলা বাইবেলগুলো সাধারণভাবে রিভাইজড ভার্শন অনুসরণ করে। তারপরও বাংলা বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে চোখে পড়ার মত বৈপরীত্য পাওয়া যায়। লূক ৯/৫৫-৫৬ কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: "But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village."

---

[১৩] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=EXB
[১৪] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=RSV
[১৫] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=NRSV
[১৬] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=LEB
[১৭] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=PHILLIPS

বাংলা কেরি বাইবেলে এর অনুবাদ: "কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে ধমক দিলেন, আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক, তাহা জান না। কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।"

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে, "For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them" (কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন)- এ কথাগুলো প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে নেই। পরবর্তীকালে কিছু পাণ্ডুলিপির মধ্যে এ কথাটা সংযোজিত হয়। বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর তা পবিত্র পুস্তকের অংশ হিসেবে গণ্য ছিল। সর্বশেষ রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন থেকে এ কথাগুলো পুরোটাই বাদ দেওয়া হয়েছে।

আমরা দেখলাম যে, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত বাংলা কেরি বাইবেলে সংযোজিত এ বাক্যগুলো বিদ্যমান। সাধারণভাবে কেরি বাইবেলে রিভাইজড ভার্শনের অনুসরণ করা হলেও এখানে কিং জেমস ভার্শনের হুবহু অনুবাদ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত 'পবিত্র বাইবেল' থেকে এ বাক্যগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এ সংস্করণে লূক ৯/৫৫-৫৬ নিম্নরূপ: "(৫৫) যীশু তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদের ধমক দিলেন। (৫৬) তারপর তাঁরা অন্য গ্রামে গেলেন।" ২০০৬ সালে বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদও একইরূপ। ২০০৬ সালে প্রকাশিত জুবিলী বাইবেলেও কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালে প্রকাশিত 'কিতাবুল মোকাদ্দস' সাধারণভাবে কেরির অনুবাদ অনুসরণ করেছে, শুধু সাধু ভাষাকে চলিত ও সহজবোধ্য করেছে। তবে এ স্থানে কেরির অনুসরণ করেনি; বরং সংযোজিত বাক্যগুলি বাদ দিয়ে লেখেছে: "কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁদেরকে ধমক দিলেন। পরে তাঁরা অন্য গ্রামে চলে গেলেন।"

৫. ৩. ৬. লূকের ইঞ্জিলের মধ্যে সংযোজিত শব্দাবলি

লূক ১/৩৫ শ্লোকটা কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: "that holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God" "এই কারণ, যে পবিত্র সন্তান **তোমার থেকে** জন্মাবেন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর ভিত্তিতে বাইবেল বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে, 'তোমার হইতে' শব্দদুটো সংযোজিত। এজন্য রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে তা বাদ দেওয়া হয়েছে: "therefore the child to be born will be called holy, the Son of God" "এইজন্য যে সন্তান জন্মাবেন তাঁকে পবিত্র, ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"

এ সংযোজনের একটা ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ছিল। খ্রিষ্টধর্মের মূল সমস্যা যীশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় এবং যীশুর ঈশ্বরত্বের সাথে ঈশ্বরের একত্বের সমন্বয়। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে যীশু একইসাথে একজন রক্তমাংসের মানুষ এবং ঈশ্বর। রক্তমাংসের মানুষ যীশুর সাথে ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি 'পুত্র' অথবা 'বাক্য' সংমিশ্রিত হয়ে যীশু মূর্তিমান বা রক্তমাংসে প্রকাশিত ঈশ্বরে পরিণত হন। এ সংমিশ্রণের পরে তাঁর মধ্যে কি মানবীয় ও ঐশ্বরিক দুটো সত্তাই বিদ্যমান ছিল না একটা সত্তা বিদ্যমান ছিল তা নিয়ে তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতক থেকেই খ্রিষ্টানরা তীব্র মতভেদ ও বিভক্তিতে নিপতিত হন। পাঠক ইন্টারনেটে, উইকিপিডিয়ায় বা কোনো বিশ্বকোষে Eutychian, Eutyches, Monophysite, Monophysitism, Dyophysite, Council of Chalcedon, Creed of Chalcedon, Nestorianism ইত্যাদি প্রবন্ধ পড়লে বিস্তারিত জানতে পারবেন। বাইবেল বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন

যে, দ্বিসত্তাবাদীরা একসত্তাবাদীদের মত খণ্ডনের স্বার্থে 'তোমার থেকে' শব্দদুটো সংযোজন করেন, যেন যীশু তাঁর মাতার থেকে মানবীয় সত্তা লাভ করেন বলে প্রমাণ করা যায়।

৫. ৩. ৭. যোহনের ইঞ্জিলের মধ্যে একটা সংযোজিত গল্প

সংযোজনের আরেকটা নমুনা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অতি প্রসিদ্ধ একটা ইঞ্জিলীয় গল্প, যে গল্পে যীশু একজন ব্যভিচারী মহিলাকে রক্ষা করেন। ইংরেজি (KJV), (RSV) ও আরবি সংস্করণে যোহনের সুসমাচারের ৭ অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোক এবং ৮ম অধ্যায়ের ১-১১ শ্লোক পর্যন্ত ১২টা শ্লোকে এ গল্পটা বর্ণিত। বাংলা জুবিলী বাইবেলেও এরূপই রাখা হয়েছে। তবে অন্যান্য বাংলা বাইবেলে ৭ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটাকে ৮ অধ্যায়ে ঢুকিয়ে ৮ অধ্যায়ের ১-১১ শ্লোকে গল্পটা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, একজন মহিলা ব্যভিচারের অপরাধে ধৃত হন। তখন তাকে তৌরাত নির্দেশিত শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য আনা হয়। যীশু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন: "আপনাদের মধ্যে যিনি কোনো পাপ করেননি তিনিই প্রথম তাকে পাথর মারুন (He that is without sin among you, let him first cast a stone at her)"। এ কথা শুনে আস্তে আস্তে ইহুদি ধর্মগুরু ও ছোটবড় সকলেই চলে যায় পরে যীশু মহিলাকে উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেন।

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, গল্পটা বানোয়াট ও সংযোজিত। কারণ:

(ক) শরীয়তের বাহ্যিক বিষয়গুলো পালনে যীশুর সমকালীন ইহুদিদের অনমনীয়তা, শনিবার বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রমে যীশুর প্রতি কঠোরতা ইত্যাদি বিষয় সামনে রাখলে আমরা নিশ্চিত হই যে, যীশুর এ কথায় ধর্মগুরুরা বিচার না করে চলে যাবেন বলে কল্পনা করা যায় না। বরং প্রত্যাশিত ছিল যে, ধর্মগুরুরা তাঁকে প্রশ্ন করবেন, ব্যভিচারীকে পাথর মারতে নিষ্পাপ হতে হবে, তা তৌরাতের কোথায় আছে?

(খ) ৪র্থ-৫ম শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু Saint John Chrysostom: সেন্ট ক্রীযোস্টম (মৃত্যু ৪০৭ খ্রি.) ও প্রাচীন অনেক ধর্মগুরু যোহনের ইঞ্জিলের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। কিন্তু তারা এ গল্পটা উল্লেখ করেননি বা ব্যাখ্যা করেননি। প্রাচীন কোনো খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ব্যভিচার, নৈতিকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে গল্পটা উল্লেখ করেননি।

(গ) যোহনের ৭/৫২ শ্লোকের সাথে ৮/১২ শ্লোক মিলিয়ে পড়লে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, মাঝের এ কথাগুলো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক সংযোজন।

(ঘ) যোহনের ইঞ্জিলের প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপিতেই এ গল্পটা নেই।

এরপরও বাইবেলের বিভিন্ন আধুনিক সংস্করণে গল্পটা রেখে দেওয়া হয়েছে। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে এ গল্পটার শেষে নিম্নের টীকা লেখা হয়েছে:

"The most ancient authorities omit 7.53-8.11; other authorities add the passage here or after 7.36 or after 21.25 or after Luke 21.38, with variations of text" : "সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে এ গল্পটি নেই। অন্যান্য কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ গল্পটি এখানে, অথবা ৭ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকের পরে, অথবা ২১ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকের পরে অথবা লূকের ২১ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকের পরে সংযোজন করা হয়েছে।"

গল্পটা বাংলা কেরি বাইবেলে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো টীকা লেখা হয়নি। পবিত্র বাইবেল ২০০০, কিতাবুল মোকাদ্দস ও জুবিলী বাইবেলে কোনো বন্ধনী বা টীকা ছাড়াই এ জাল গল্পটাকে পবিত্র পুস্তকের অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

এ গল্পটা প্রসঙ্গে বাইবেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A Brief History of the Bible) প্রবন্ধে খ্রিষ্টধর্ম

সাধারণ ফোরাম (Christianity General forum)-এর রবার্ট বয়ড (Robert Boyd) লেখেছেনঃ "People who accept on blind faith that the Bible they have in their hands is "the Word of God" mistakenly believe that what they have in their hands is the same as what the author of the bible wrote 2000 or more years ago. But it isn't. Take, for example, the popular story (John 7:53-8:11) in which Jesus saves a woman from being stoned as an adulteress. ... Although I always found this to be a most inspiring Gospel story and message, I must in good conscience face the fact that... this entire story is missing from the earliest version of John ..."

"যে সকল মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে মেনে নেন যে, তাদের হাতের বাইবেল 'ঈশ্বরের বাণী' তারা বিভ্রান্তিকরভাবে বিশ্বাস করেন যে, ২০০০ বছর বা তার আগের লেখক যা লেখেছিলেন তাই তাদের নিকট বিদ্যমান। কিন্তু বিষয়টা তা নয়। উদাহরণ হিসেবে সেই সুপ্রসিদ্ধ গল্পটা ধরুন, যাতে ব্যভিচারী মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত হওয়া থেকে যীশু উদ্ধার করেন (যোহন ৭/৫৩-৮/১১)। ইঞ্জিলের গল্প ও বাণীর মধ্যে এটাকেই আমি সর্বদা সবচেয়ে বেশি প্রেরণাদায়ক বলে গণ্য করেছি। তারপরও বিবেকের তাড়নায় আমাকে এ বাস্তবতা মেনে নিতে হচ্ছে যে ... যোহনের ইঞ্জিলের প্রাচীনতম সংস্করণে এ গল্পের কিছুই নেই।"[১৮]

এ প্রসঙ্গে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিকৃতি (Distortions of the Roman Catholic Church) প্রবন্ধের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"The two earliest fragments of John's gospel, for example, are copies transcribed in 200 A.D. -- at least 100 years after the death of the Apostle himself. Not surprisingly, this fact has caused many to speculate whether the manuscript really represents the words of John at all. Meanwhile, mainstream historians, linguists, and religious scholars agree that the Gospel of John, as we know it, differs markedly from the Gospel of John that was available to the early Christian Church. Take, for example, the popular story (John 7:53-8:11) in which Jesus saves a woman from being stoned as an adulteress. ... Interestingly enough, this entire story is missing from the earliest version of John. It is also missing from early Latin translations of the text, missing from older versions used in the Holy Land and in fact, according to the 12th century Byzantine scholar Euthymius Zigabenus (the earliest church father to comment on the passage), accurate copies of the Gospel of John do not and should not contain it. Furthermore, if one blocks out the entire little story, John 7:52 flows just fine into John 8:12, lending further credence to the idea that the passage was simply inserted after the fact. Who inserted it, and why, remains a mystery."

"যোহনের ইঞ্জিলের প্রাচীনতম খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি দুটো ২০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিলিপি করা অনুলিপি, অর্থাৎ প্রেরিত যোহনের মৃত্যুর কমপক্ষে ১০০ বছর পরে এগুলো লেখা। কাজেই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এ কারণে অনেকেই সন্দেহ করেন যে, এ পাণ্ডুলিপি আদৌ যোহনের বক্তব্য উপস্থাপন করছে কি না। এছাড়া মূলধারার ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা একমত যে, আমাদের নিকট

[১৮] Bible stats & history: http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html.

যোহনের ইঞ্জিল নামে যা পরিচিত তার সাথে প্রথম যুগের খ্রিষ্টীয় চার্চের নিকট বিদ্যমান যোহনের ইঞ্জিলের অনেক অমোচনীয় পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ব্যভিচারিণীকে প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা করার সেই প্রসিদ্ধ গল্পটা ধরুন (যোহন ৭/৫৩-৮/১১)। ... অত্যন্ত মজার বিষয় হল, যোহনের প্রাচীনতম সংস্করণগুলো থেকে পুরো গল্পটাই গায়েব। এছাড়া যোহনের প্রাচীনতম ল্যাটিন অনুবাদের মধ্যেও এ গল্পটা নেই। পবিত্র ভূমিতে ব্যবহৃত প্রাচীনতর সংস্করণগুলোর মধ্যেও এ গল্পটা নেই। দ্বাদশ শতাব্দীর বাইযান্টাইন গবেষক ইউথিমিয়াস যিগাবেনাসই প্রথম ধর্মগুরু যিনি এ গল্পটার বিষয়ে মন্তব্য করেন। তার মতানুসারে, বাস্তব বিষয় হলো, যোহনের ইঞ্জিলের বিশুদ্ধ কোনো কপিতে কখনো এ গল্প ছিল না এবং থাকা উচিতও নয়। উপরন্তু, যদি কেউ এ ছোট গল্পটা পুরোটা বাদ দেন তবে যোহন ৭/৫২ অত্যন্ত সুন্দর আবহে যোহন ৮/১২-র সাথে মিলে যাবে। এ গল্পটা যে পরবর্তীকালে সংযোজিত তা এ বিষয়টা আরো নিশ্চিত করে। তবে কে গল্পটা ঢুকাল তা রহস্যই রয়ে গেল!"[১৯]

৫. ৩. ৮. ইয়েট (yet) বা 'এখনও' সংযোজন

যোহন ৭ অধ্যায়ে লেখেছেন যে, যীশুর ভাইরা তাঁকে বিশ্বাস করতেন না। কুটিরবাস ঈদের সময় তাঁরা তাঁকে বলেন, গ্রামে বসে কেরামতি দেখালে লোকে তোমাকে চিনবে কী করে? বরং ঈদের সময় জেরুজালেমে যেয়ে তোমার অলৌকিক কর্মগুলো দেখাও। তিনি উত্তরে বলেন, তোমরা যাও, আমি এ ঈদে যাব না। কিন্তু তাঁর ভাইরা যাওয়ার পরে তিনি গোপনে ঈদে যান। (যোহন ৭/২-১০)

কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'আমি এ ঈদে যাব না' কথাটার মধ্যে 'এখনও' সংযোজন করা হয়েছে। কিং জেমস ভার্শনে এ শব্দটা সংযোজিত: "Go ye up unto this feast: I go not up **yet** unto this feast; for my time is not yet full come." "তোমরাই ঈদে যাও, আমি 'এখনও' এই ঈদে যাচ্ছি না, কেননা আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।"

রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলোর উপর নির্ভর করে অনেক বিকৃতির মত এ বিকৃতিটাও সংশোধন করা হয়েছে এবং 'yet' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছে। টীকায় বলা হয়েছে অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে এটা বিদ্যমান। RSV -এর পাঠ নিম্নরূপ: "Go to the feast yourselves; I am not going up to this feast, for my time has not yet fully come" "তোমরাই ঈদে যাও, আমি এই যাচ্ছি না, কেননা আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।"

লক্ষণীয় যে, কেরি ও অন্যান্য বাংলা বাইবেলে সর্বদা রিভাইজড ভার্শন অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু এ শ্লোকে 'এখনও' শব্দটা বাংলা অনুবাদে রেখে দেওয়া হয়েছে।

সকল সংস্করণে এর পরের দুটো শ্লোক (যোহন ৭/৯-১০) নিম্নরূপ: "তাদেরকে এই কথা বলে তিনি গালীলেই রইলেন। কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা ঈদে গেলে পর তিনিও গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু এক প্রকার গোপনে।"

এ প্রসঙ্গে 'LiberalsLikeChrist.Org' ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে:

"Jesus PREACHES : that you should answer a plain 'yes' or 'no', that his purpose is to bear witness to the truth, and that his testimony is true. He equates lying with evil. Matt. 5:37, 15:19, Mark 7:22, John 8:14, 44, 14:6, 18:37. Jesus PRACTICES the OPPOSITE: He tells his brothers that he is not going to Jerusalem for the feast of the tabernacles, then later goes secretly by himself. (Note: The words "not yet"

---

[১৯] http://www.rotten.com/library/religion/bible/historical-construction/catholic-distortions/

were added to some versions John 7:2-10 at John 7:8 in order to alleviate this problem. However, the context at John 7:10 makes the deception clear.)"

"যীশু **শিক্ষা দিয়েছেন,** তোমার উচিত কারো প্রশ্নের উত্তরে সুস্পষ্ট ও সহজ 'হাঁ' অথবা 'না' বলা। তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করা এবং তাঁর সাক্ষ্য সত্য। তিনি মিথ্যা বলাকে মহাপাপ ও শয়তানের সমতুল্য করেছেন। মথি ৫/৩৭, ১৫/১৯, মার্ক ৭/২২, যোহন ৮/১৪, ৪৪, ১৪/৬, ১৮/৩৭। কিন্তু **বাস্তবায়ন করেছেন এর ঠিক বিপরীত:** তাঁর ভাইদেরকে তিনি বলেন যে, তিনি সে কুটীরবাস ঈদে জেরুজালেমে যাচ্ছেন না, পরে তিনি গোপনে নিজেই সেখানে গমন করেন। (দ্রষ্টব্য: 'যোহনের ৭/২-১০-এর মধ্যে ৭/৮ শ্লোকে কোনো কোনো সংস্করণে 'এখনো না' সংযোজন করা হয়েছে এ সমস্যাকে লাঘব করার জন্য। সর্বাবস্থায় যোহন ৭/১০ শ্লোকের বক্তব্য এ প্রবঞ্চনা প্রকাশ করে দিচ্ছে।)"[২০]

৫. ৩. ৯. মানুষের পুত্রকে ঈশ্বরের পুত্র বানানো

যীশু একজন জন্মান্ধকে সুস্থ করেন। লোকটা যীশুর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করায় ইহুদি নেতারা তাকে সমাজ থেকে বের করে দেন। তখন যীশু তাকে তার বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন (যোহন ৯/৩৫)। ৫ম শতাব্দীর পূর্বের পাণ্ডুলিপিগুলোর ভাষ্য অনুসারে যীশু তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি 'মনুষ্যপুত্রে' বিশ্বাস করেছ। কিন্তু ৫ম শতাব্দীর পরের পাণ্ডুলিপিগুলোর ভাষ্য অনুসারে যীশু তাকে প্রশ্ন করেন তুমি কি 'ঈশ্বরের পুত্রে' বিশ্বাস করেছ। কিং জেমস ভার্শন এখানে 'the Son of God': 'ঈশ্বরের পুত্র' লেখেছে। রিভাইজড ভার্শন 'the Son of man': 'মানুষের পুত্র' লেখেছে।

কেরি বাইবেলে মূল পাঠে 'ঈশ্বরের পুত্র' লেখে টীকায় "বা মনুষ্যপুত্র" লেখা হয়েছে। পরবর্তী বাইবেলগুলোতে মানুষের পুত্র লেখা হয়েছে, তবে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কেরি: "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করিতেছ?"। বা.-২০০০: "তুমি কি মনুষ্যপুত্রের উপর বিশ্বাস কর?"। কি. মো.-২০০৬: "তুমি কি ইবনে-আদমের উপর ঈমান এনেছ?"। কি. মো.-২০১৩: "তুমি কি ইবনুল ইনসানের উপর ঈমান এনেছ?"। জুবিলী: "মানবপুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?"

এ প্রসঙ্গে 'রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিকৃতি' প্রবন্ধের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"In yet another example, in all versions of John (9:35) transcribed after the 5th century one can read the following passage: "Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?". But if one compares this version to papyri and codices transcribed before the 5th century, one finds this rendering: "Jesus heard that they had cast him out, and having found him he said, Do you believe in the Son of man?" Again, the point of these examples is to illustrate the fact that someone, at some point, made significant changes to the Gospel of John. Perhaps in some cases it was an unintended error .... . But that the phrase "Son of man" could have been replaced by "Son of God" by accident -- and would then be perpetuated unchallenged -- seems ludicrous, given the significance of the wording."

"আরেকটা উদাহরণ যোহনের ৯ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক। ৫ম শতাব্দীর পরে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলোতে এ শ্লোকটা নিম্নরূপ: "যীশু শুনিলেন যে, তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে; আর তিনি তাহার দেখা

---

[২০] http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html

পাইয়া বলিলেন: তুমি কি **ঈশ্বরের পুত্রে** বিশ্বাস করিতেছ?" কিন্তু যদি কেউ এ ভাষ্যকে ৫ম শতাব্দীর পূর্বে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে তুলনা করেন তবে দেখবেন যে, ৫ম শতাব্দীর পূর্বের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এ শ্লোকটা নিম্নরূপ: "যীশু শুনিলেন যে, তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে; আর তিনি তাহার দেখা পাইয়া বলিলেন: তুমি কি মানুষের পুত্রে বিশ্বাস করিতেছ?" এ সকল উদাহরণ পুনরায় একটা বাস্তবতা ব্যাখ্যা করছে, তা হল, কেউ কেউ কখনো কখনো যোহনের ইঞ্জিলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছেন। সম্ভবত কখনো কখনো এরূপ পরিবর্তন ছিল অনিচ্ছাকৃত ভুল। ... তবে, এটা হাস্যকর চিন্তা যে, 'মানুষের পুত্র' বাক্যাংশটার পরিবর্তে অসাবধানতাবশত 'ঈশ্বরের পুত্র' লেখা হবে এবং এরপর তাকে প্রশ্নাতীতভাবে চিরস্থায়ী করা হবে! শব্দগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করলে এরূপ চিন্তা হাস্যকর।"[২১]

৫. ৩. ১০. 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র'

আমরা জানি, খ্রিষ্টধর্মের মূল বিশ্বাস, যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের ত্রিত্ব। যীশুর ঈশ্বরত্ব ও অনাদিত্ব বুঝাতে খ্রিষ্টধর্মের মূল পরিভাষা: যীশু ঈশ্বরের 'একজাত পুত্র' বা 'একমাত্র জন্ম দেওয়া পুত্র' (only begotten Son)। ইংরেজিতে 'beget' শব্দটার অর্থ 'জন্ম দেওয়া'। বাইবেলে শব্দটা পিতার ঔরসে সন্তান জন্ম দেওয়া অর্থে কয়েকশতবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'ইবরাহীম ইসহাককে জন্ম দিলেন' (Abraham begat Isaac)। (আদিপুস্তক ২৫/১৯; ১ বংশাবলি ১/৩৪; মথি ১/২; প্রেরিত ৭/৮)। এ অর্থে (only begotten Son) বাক্যাংশের অর্থ হয়: একমাত্র ঔরসজাত পুত্র।

বাইবেলে সৃষ্টি করা অর্থেও এ শব্দটা ব্যবহৃত। ইয়োব ৩৮/২৮: "বৃষ্টির পিতা কেহ কি আছে? শিশির-বিন্দুসমূহের জনকই বা কে? (Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?)। যাকোব ১/১৮: তিনি নিজ বাসনায় সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন (Of his own will begat he us with the word of truth)। তবে খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে যীশুকে সৃষ্ট মনে করা সর্বোচ্চ কুফরী। খ্রিষ্টধর্মের মূল আকীদা বা কালিমা নাইসীন ক্রীড (Nicene creed)-এ বলা হয়েছে: "the only begotten of the Father, that is, of the substance of the Father; God of God, light of light, true God of true God; begotten, not made..": "পিতার একমাত্র জন্ম দেওয়া (ঔরসজাত) পুত্র ... জন্ম দেওয়া, সৃষ্ট নয়...।"[২২]

সর্বাবস্থায়, নতুন নিয়মের মধ্যে শুধু যোহনীয় লেখনীগুলোতে যীশুকে ঈশ্বরের 'একজাত' বা 'একমাত্র জন্মদেওয়া' পুত্র (only begotten Son) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (যোহন ১/১৪; ১/১৮; ৩/১৬; ৩/১৮; ১ যোহন ৪/৯)। খ্রিষ্টধর্মের মূল বিশ্বাসটা এ শ্লোকগুলো দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি যে, প্রায় দু' হাজার বছর পরে রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন ও পরবর্তী আধুনিক ভার্শনগুলোতে 'জন্ম দেওয়া' (begotten) শব্দটাকে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যে সকল স্থানে 'only begotten' 'একমাত্র জন্ম দেওয়া' বাক্যাংশ ছিল সকল স্থান থেকে 'begotten' 'জন্ম দেওয়া' শব্দটা বাদ দিয়ে শুধু 'only' বা 'একমাত্র' লেখা হয়েছে: 'the only Son from the Father/ only Son/ only Son of God' বা 'ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র' বলা হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত যোহনের ইঞ্জিলের চারটা শ্লোক এবং যোহনের প্রথম পত্রে শ্লোকটা KSV ও RSV- এর মধ্যে তুলনা করে পড়লেই তা জানতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, যদিও বাংলা বাইবেলগুলো রিভাইজড ভার্শনের অনুবাদ করেছে, তবে এ বাক্যাংশটার ক্ষেত্রে কেরি এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ 'একজাত পুত্র' (only begotten Son) লেখেছে। পক্ষান্তরে পবিত্র বাইবেল-২০০০, কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ এব জুবিলী বাইবেল 'একমাত্র পুত্র' (only Son)

---

[২১] http://www.rotten.com/library/religion/bible/historical-construction/catholic-distortions/

[২২] http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/

লেখেছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যোহনীয় রচনাবলির লেখক যীশুকে 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র' বলেননি; 'একমাত্র পুত্র' বলেছেন। 'জাত' শব্দটা পরে সংযোজিত।

৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নীকিয় সম্মেলনে যীশুকে ঈশ্বরের 'একজাত' বা 'একমাত্র জন্ম দেওয়া পুত্র' ঘোষণা দেওয়া হয়। কেউ তাকে 'সৃষ্ট' বললে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বাহ্যত এ বিশ্বাস প্রমাণের জন্যই 'জন্ম দেওয়া' বা 'জাত' শব্দটা সংযোজন করা হয়। প্রায় দু' হাজার বছর পর শব্দটা বাতিল করা হলেও বিশ্বাসটা বাতিল করা হয়নি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যোহনীয় পুস্তকগুলোর লেখক যীশুকে ঈশ্বরের 'একজাত পুত্র' লেখেননি; বরং 'একমাত্র পুত্র' লেখেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যোহনীয় লেখনিগুলোর লেখক যীশুর শিষ্য ছিলেন না, ইহুদিও ছিলেন না, বরং বাইবেল ও ইহুদি পরিভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রোমান ছিলেন। কারণ বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের আলোকে যীশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলা ভিত্তিহীন ও অর্থহীন। কারণ আদম ঈশ্বরের পুত্রঃ আদম ইবনুল্লাহ (Adam, which was the son of God) (লূক ৩/৩৮), তবে তিনি প্রথম পুত্র নন। লূকের হিসেবে আদমের ২৩ পুরুষ অধস্তন বংশধর ইয়াকূব বা যাকোব, যাকোবের পৌত্র (ইউসুফের পুত্র) ইফ্রমিয়/ আফরাহীম এবং যাকোবের ১২ পুরুষ অধস্তন বংশধর দাউদঃ এরা তিনজন ঈশ্বরের প্রথমজাত (firstborn) বা প্রথম পুত্র (যাত্রাপুস্তক ৪/২২, যিরমিয় ৩১/৯, গীতসংহিতা ৮৯/২৭)। এছাড়া ঈশ্বরের ৩য় প্রথম পুত্র 'দাউদ' 'ঈশ্বরের জন্ম দেওয়া' (begotten) পুত্র (গীতসংহিতা ২/৭)। দাউদ প্রায় ৫০ বছর বয়সে 'ঈশ্বরের জন্ম দেওয়া' পুত্র হিসেবে জন্মলাভ করেন। যীশুর জন্মের হাজার বছর আগে ঈশ্বর তাঁকে জন্ম দেন। এছাড়া বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে ঈশ্বরের আরো লক্ষ কোটি পুত্র ও কন্যার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

৫. ৩. ১১. যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বানানোর সংযোজন

'প্রেরিত' পুস্তকের ৮ম অধ্যায় KJV তে ৪০ শ্লোক, কিন্তু RSV-তে ৩৯ শ্লোক। এ অধ্যায়ে প্রেরিত পিতরের হাতে জনৈক নপুংসক সরকারি কর্মকতার বাপ্তাইজ হওয়ার ঘটনা বলা হয়েছে। ৩৬ শ্লোকে উক্ত নপুংসক একটা জলাশয়ের নিকট দিয়ে গমনের সময় বাপ্তাইজ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ৩৭ শ্লোকে পিতর তাকে বিশ্বাসের কথা বললে তিনি যীশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাসের ঘোষণা দেন। ৩৮ শ্লোকে তাঁরা উভয়ে জলাশয়ে নামেন ও পিতর নপুংসককে বাপ্তাইজ করেন। ৩৭ নং শ্লোকটা পুরোটাই পরবর্তী সংযোজন বলে নিশ্চিত করেছেন বাইবেল গবেষকরা।

প্রেরিত ৮/৩৭ কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপঃ "And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God." কেরির অনুবাদঃ "ফিলিপ কহিলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস করেন, তবে হইতে পারেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, যীশু খ্রিষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি।"

আরবি ও অন্যান্য ভাষার বাইবেলের সকল পুরাতন সংস্করণে এ শ্লোকটা বিদ্যমান। তবে RSV থেকে এটা ফেলে দেওয়া হয়েছে। এবং টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরবর্তী কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে উপরের শ্লোকটা বা তার আংশিক অংশ বিদ্যমান। বাংলা কেরি বাইবেল ও জুবিলী বাইবেলেও মূল পাঠ থেকে শ্লোকটা মুছে দিয়ে টীকায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০০ সালে প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল ও কিতাবুল মোকাদ্দসে কোনো টীকা ছাড়াই তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩৭ নং শ্লোকটা বাদ দেওয়ার পরে মূল পাঠ নিম্নরূপঃ "And as they went along the road they

came to some water, and the eunuch said, "See, here is water! What is to prevent my being baptized?" And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him.": "পরে পথে যেতে যেতে তাঁরা কোন এক স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে পানি ছিল। তখন নপুংসক বললেন, এই দেখুন, এখানে পানি আছে; আমার বাপ্তিস্ম নেবার বাধা কি? পরে তিনি রথ থামাতে হুকুম করলেন আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে পানির মধ্যে নামলেন এবং ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন।" (প্রেরিত ৮/৩৬-৩৭, মো.-১৩)

৫. ৩. ১২. ঈশ্বরের দাসত্বের পরিবর্তে ঈশ্বরের পুত্রত্ব

ইহুদি পরিভাষায় আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর বান্দা ও নেককার বান্দা হিসেবে সকল মানুষ, সকল ইহুদি ও সকল নেককার মানুষের মত যীশুকে 'ইবনুল্লাহ' বা 'আল্লাহর পুত্র' বলা হত। পাশাপাশি অন্যান্য মানুষ ও নবীগণের মতই তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও বলা হত। যে সকল স্থানে যীশুকে আল্লাহর বান্দা বা গোলাম বলা হয়েছে সে সকল স্থানে পরবর্তী লিপিকাররা কিছু পরিবর্তন করেছেন। প্রেরিত ৩/১৩ কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: "The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his **Son** Jesus: ইব্রাহিমের, ইসহাকের ও ইয়াকুবের আল্লাহ, আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ, তাঁর পুত্র সেই ঈসাকে মহিমান্বিত করেছেন।"

কিন্তু রিভাইয্‌ড স্টান্ডার্ড ভার্শনে কথাটা নিম্নরূপ: "... hath glorified his **servant** Jesus...: ইব্রাহিমের, ইসহাকের ও ইয়াকুবের আল্লাহ, আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ, তাঁর গোলাম (বান্দা/ দাস) সেই ঈসাকে মহিমান্বিত করেছেন।"

৫. ৩. ১৩. দাসের পরিবর্তে পুত্র লেখার আরো নমুনা

প্রেরিতদের কার্যবিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদি মহাযাজক, প্রাচীনবর্গ, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণ সাধারণ মানুষদের যীশুর ধর্মে দীক্ষা নিতে দেখে তাদেরকে ভয় দেখান। তখন যীশুর প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ এবং অন্যান্য নতুন দীক্ষিত সকলে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করেন। এ প্রার্থনার কয়েকটা বাক্য KJV-র ভাষ্যে নিম্নরূপ: 24 Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is: Who by the mouth of thy servant David hast said ... 27 For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed ...29 And now, Lord, behold their threatenings: and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word, 30 By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus."

কেরির অনুকরণে বাংলা: "(২৪) হে প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, তুমি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তের নির্মাণকর্তা, তুমি তোমার দাস (বান্দা) দাউদের মুখ দিয়া এই কথা বলিয়াছিলে ... (২৭) কেননা সত্যই তোমার **পবিত্র পুত্র যীশু**, যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত করিয়াছ...। (২৯) আর এখন, হে প্রভু, উহাদের ভয় প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলিবার ক্ষমতা দেও, (৩০) আরোগ্য-দানার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর; আর তোমার **পবিত্র পুত্র যীশুর** নামে যেন চিহ্ন-কার্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়।"

বিগত প্রায় দু' হাজার বছর যাবৎ এ কথাগুলো পবিত্র পুস্তকের বক্তব্য হিসেবে গণ্য হচ্ছিল। কিন্তু রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনে যীশুর ক্ষেত্রে 'পুত্র' শব্দ বাদ দিয়ে দাস ব্যবহার করা হয়েছে। এ শ্লোকগুলোতে RSV এর ভাষ্য নিম্নরূপ:

"24 Who by the mouth of our father David, thy servant ...... 27 ... against thy holy servant Jesus, whom thou didst anoint ... 29 ... grant to thy servants, ... 30 ... by the name of thy holy servant Jesus."

কেরির অনুবাদঃ "(২৪) ... তুমি তোমার দাস (বান্দা, গোলাম) দায়ূদের মুখ দিয়া এই কথা বলিয়াছিলে ... (২৭) কেননা সত্যই তোমার পবিত্র দাস (বান্দা, গোলাম) যীশু, যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত করিয়াছ...। (২৯) ... তোমার এই দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলিবার ক্ষমতা দেও, (৩০) ... আর তোমার পবিত্র দাস (বান্দা, গোলাম) যীশুর নামে যেন চিহ্ন-কার্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়।"

আমরা দেখছি যে, উপরের বক্তব্যে দাউদকে, প্রার্থনাকারী সকল মানুষকে এবং যীশুকে একইভাবে ঈশ্বরের দাস বা আল্লাহর বান্দা বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী লিপিকাররা বিশেষভাবে যীশুর ক্ষেত্রে 'দাস' বিশেষণ পরিবর্তন করে 'পুত্র' ব্যবহার করেন এবং এ বিকৃতিকেই মূল সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীরা।

৫. ৩. ১৪. যীশুকে রক্তমাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর বানানো

কিং জেমস এবং বিগত শতাব্দীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সকল ভাষার সকল বাইবেলে তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ৩/১৬ নিম্নরূপঃ "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory" "আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ঈশ্বর রক্ত-মাংসে প্রকাশিত হলেন, রূহে ধার্মিক প্রতিপন্ন হলেন, ফেরেশতারা তাঁকে দেখেছিলেন, জাতিদের মধ্যে তবলিগকৃত হলেন, ঈমানের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে গৃহীত হলেন, মহিমার সঙ্গে উর্ধ্বে নীত হলেন।"

বাইবেল গবেষকরা বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ নিশ্চিত করেছেন যে, এখানে 'ঈশ্বর (God) শব্দটার পরিবর্তে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে 'তিনি' (he) শব্দ বিদ্যমান। এ কথাটা পল যীশুর বিষয়ে লেখেছেন। তিনিও যীশুকে সরাসরি ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক পুত্র বলেই দাবি করেছেন। পরবর্তী যুগের ভক্তরা যীশুকে রক্তমাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর প্রমাণ করতে সামান্য একটু সম্পাদনা করে 'তিনি' শব্দটা পরিবর্তন করে 'ঈশ্বর' শব্দ লেখেছেন। সর্বশেষ রিভাইজড ভার্শনে শ্লোকটা নিম্নরূপঃ "Great indeed, we confess, is the mystery of our religion: He was manifested in the flesh..." অর্থঃ "আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ: তিনি রক্ত-মাংসে প্রকাশিত হলেন..."

বঙ্গানুবাদগুলোতে রিভাইজড ভার্শন অনুসরণ করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস- ২০১৩: "আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, যিনি রক্ত-মাংসে প্রকাশিত হলেন, রূহে ধার্মিক প্রতিপন্ন হলেন, ফেরেশতারা তাঁকে দেখেছিলেন, জাতিদের মধ্যে তবলিগকৃত হলেন, ঈমানের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে গৃহীত হলেন, মহিমার সঙ্গে উর্ধ্বে নীত হলেন।" অন্যান্য অনুবাদও কাছাকাছি।

৫. ৩. ১৫. ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন নিয়মের বিকৃতি

আমরা দেখেছি যে, খ্রিষ্টধর্মের মূল ভিত্তি যীশুর ঈশ্বরত্ব এবং ঈশ্বরের ত্রিত্ব। ত্রিত্ববাদ (Trinity)-এর ব্যাখ্যায় বিবিসির খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক ওয়েব সাইটে বলা হচ্ছেঃ

"There is exactly one God. There are three really distinct Persons - Father, Son, and Holy Spirit. Each of the Persons is God. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The

Father is not the Holy Spirit." "প্রকৃতই একজন ঈশ্বর বিদ্যমান। সম্পূর্ণ পৃথক তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তিনজনের প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন।"[২৩]

ত্রিত্ববাদ বিষয়ে বিবিসির খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক ওয়েবসাইট আরো বলছে:

"The Trinity is a controversial doctrine; many Christians admit they don't understand it, while many more Christians don't understand it but think they do. .... The doctrine of the Trinity is one of the most difficult ideas in Christianity, but it's fundamental to Christians ... This idea that three persons add up to one individual seems like nonsense. And logically, it is."

"ত্রিত্ববাদ একটা বিতর্কিত মতবাদ; অনেক খ্রিষ্টানই স্বীকার করেন যে, তারা তা বুঝেন না। অন্যান্য অধিকাংশ খ্রিষ্টান তা বুঝেন বলে ধারণা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তারা তা বুঝেন না। ... ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস খ্রিষ্টধর্মের সবচেয়ে কঠিন বিশ্বাসগুলোর অন্যতম; যদিও খ্রিষ্টানদের জন্য এটা মূল বিষয়। তিনজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একক ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন-এরূপ ধারণা ননসেন্স বা নির্বোধ প্রলাপ বলেই প্রতীয়মান হয়। আর যুক্তির বিচারে তা নির্বোধ প্রলাপই বটে।"[২৪]

এ বিশ্বাসটা খ্রিষ্টধর্মের মূল হলেও বাইবেলের কোথাও এ অর্থে একটা কথাও নেই। ইঞ্জিলগুলো তো দূরের কথা নতুন নিয়মের অন্য কোনো স্থানেই ত্রিত্ববাদের এ বিশ্বাসটা নেই। তবে এ বিশ্বাসের নিকটবর্তী একটা বক্তব্য বিগত প্রায় দু' হাজার বছর যোহনের প্রথম পত্রের মধ্যে ছিল। ১ যোহন ৫/৬-৮ কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ:

"6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. 7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. 8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one."

"(৬) তিনি সেই যিনি পানি ও রক্ত দ্বারা এসেছিলেন; যীশু খ্রিষ্ট; কেবল পানি দ্বারা নয়, কিন্তু পানি ও রক্ত দ্বারা। আর আত্মা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কারণ আত্মা সত্য। (৭) কারণ স্বর্গে তিন জন রয়েছেন যাঁরা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা (পাক-রূহ); এবং তাঁরা তিন এক। (৮) এবং পৃথিবীতে তিন রয়েছেন যাঁরা সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, পানি ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একে একমত।"

"স্বর্গে তিন এবং তিন এক" মর্মে পুরো বাইবেলে এই একটামাত্রই বক্তব্য শতভাগ জালিয়াতি বলে নিশ্চিত করেছেন বাইবেল বিশেষজ্ঞরা। কারণ প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ কথাগুলো নেই। পরবর্তী যুগের কিছু মানুষ ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে কথাগুলো সংযোজন করেছিলেন। আমরা দেখব যে, মাত্র শতাধিক বছর আগেও এ কথাগুলো জাল বললে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (RSV) ও আধুনিক ভার্শনগুলো থেকে এ সংযোজিত কথাগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে। RSV এর ভাষ্যে ১ যোহন ৫/৬-৮ নিম্নরূপ:

"6 This is who came by water and blood, Jesus Christ; not with the water only, but with the water and the blood. 7 And the Spirit is the witness, because the Spirit

---

[২৩] http: //www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml
[২৪] www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml

is the truth. 8 There are witnesses, the Spirit, the water, and the blood: and these three agree." "(৬) তিনি সেই, যিনি জল ও রক্ত দিয়া আসিয়াছিলেন, যীশু খ্রিষ্ট; কেবল জলে নয়, কিন্তু জলে ও রক্তে। (৭) আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য। (৮) বস্তুত তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।" (কেরির অনুবাদ)

প্রচলিত বাংলা সংস্করণগুলো রিভাইজড ভার্শন অনুসরণ করেছে।

অষ্টাদশ শতকের সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ বৈজ্ঞানিক, গণিতবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন (Isaac Newton: 1643-1727)-এর নাম সকলেই জানেন। তিনি মধ্যাকর্ষণ শক্তি, পদার্থ বিজ্ঞান, আলোক বিজ্ঞান, গণিত ইতাদি বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করতেন। বৃটিশ রাজ্যের ব্লাসফেমি আইনের ভয়ে তিনি তার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাগুলো শুধু লেখে রাখতেন, কিন্তু প্রকাশ করতেন না। উইকিপিডিয়ার ভাষায় তিনি ছিলেন ত্রিত্ববাদ বিরোধী একত্ববাদী (Antitrinitarian monotheist)। তার মতে 'ত্রিত্ববাদই ভয়ঙ্করতম কুফরী' (the great apostasy was trinitarianism)" এবং 'ঈশ্বর হিসেবে খ্রিষ্টের আরধানা মূর্তিপূজা এবং মূল পাপ'।"[২৫]

উপরে আলোচিত সর্বশেষ দু'টা বিকৃতি নিয়ে প্রথম মৌলিক গবেষণা করেন স্যার আইজাক নিউটন। তিনি 'ধর্মগ্রন্থের দুটো উল্লেখযোগ্য বিকৃতির ঐতিহাসিক বিবরণ' (An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture) নামে একটা প্রবন্ধে এ বিষয়টা লেখেন। উইকিপিডিয়ায় এ শিরোনামের প্রবন্ধে তার গবেষণার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর তার এ গবেষণাপত্রটা জন লকের নিকট প্রেরণ করেন এবং তার মৃত্যুর ২৭ বছর পরে ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জারিকৃত ব্লাসফেমি আইনে (The Blasphemy Act 1697) ত্রিত্ববাদ বা ত্রিত্বের তিনজনের কারো ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাঁর বন্ধু উইলিয়াম হুইসটন (William Whiston) ত্রিত্ববাদের সমালোচনায় কিছু কথা বলে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকুরি হারান। ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে থমাস আইকেনহার্ড নামক ১৮ বছর বয়সের এক যুবককে ত্রিত্ববাদ অস্বীকার করার কারণে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[২৬]

৫. ৪. অনেক ঐশী পুস্তক একেবারেই গায়েব

বাইবেলীয় বিয়োজনের একটা নমুনা অনেকগুলো পুস্তক পুরোপুরিই গায়েব হয়ে যাওয়া। বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে অনেক ঐশী পুস্তকের নাম বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলোর কোনো হদিস ইহুদি-খ্রিষ্টানরা জানেন না। এখানে এরূপ হারিয়ে যাওয়া ২০টা পুস্তকের নাম উল্লেখ করছি:

ক্রম	কেরির অনুবাদে বাংলা নাম	উদ্ধৃতির স্থান
১	সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক	গণনা পুস্তক ২১/১৪
২	যাশের (পুণ্যবানদের/ সুপথের) পুস্তক (Book of Jasher)	যিহোশূয় ১০/১৩
৩	শলোমন রচিত 'এক হাজার পাঁচটি গীত'	১ রাজাবলি ৪/৩২-৩৩

[২৫] উইকিপিডিয়া, Isaac Newton: Religious views; Isaac Newton's religious views
[২৬] উইকিপিডিয়া: An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture

ক্রম	কেরির অনুবাদে বাংলা নাম	উদ্ধৃতির স্থান
৪	শলোমন রচিত 'প্রাণী জগতের ইতিবৃত্ত'	১ রাজাবলি ৪/৩২-৩৩
৫	শলোমন রচিত 'তিন হাজার প্রবাদ বাক্য'	১ রাজাবলি ৪/৩২-৩৩
৬	শমূয়েল ভাববাদীর রাজনীতির পুস্তক	১ শমূয়েল ১০/২৫
৭	শমূয়েল দর্শকের পুস্তক	১ রাজাবলি ২৯/২৩
৮	নাথন ভাববাদীর পুস্তক	১ রাজাবলি ২৯/২৩
৯	গাদ দর্শকের পুস্তক	১ রাজাবলি ২৯/২৩
১০	শময়িয় ভাববাদীর পুস্তক	২ বংশাবলি ১২/১৫
১১	ইদ্দো দর্শকের পুস্তক	২ বংশাবলি ১২/১৫
১২	অহীয় ভাববাদীর ভাববাণী	২ বংশাবলি ৯/২৯
১৩	ইদ্দো দর্শকের দর্শন	২ বংশাবলি ৯/২৯
১৪	হনানির পুত্র যেহূর পুস্তক	২ বংশাবলি ২০/৩৪
১৫	যিশাইয় ভাববাদী রচিত উষিয় রাজার আদ্যোপান্ত ইতিহাস	২ বংশাবলি ২৬/২২
১৬	যিশাইয় ভাববাদীর দর্শন-পুস্তক হিষ্কিয় রাজার ইতিহাস সম্বলিত	২ বংশাবলি ৩২/৩২
১৭	যিরমিয় ভাববাদী রচিত যোশিয় রাজার বিলাপগীত	২ বংশাবলি ৩৫/ ২৫
১৮	বংশাবলি পুস্তক	নহিমিয় ১২/২৩
১৯	মোশির নিয়ম পুস্তক	যাত্রাপুস্তক ২৪/৭
২০	শলোমনের বৃত্তান্ত পুস্তক	১ রাজাবলি ১১/৭

এ সকল পুস্তক সবই আসমানী পুস্তক বলে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই।

উপরের বিভিন্ন প্রকারের বিকৃতির আলোকে আধুনিক বাইবেল গবেষকরা দাবি করেন যে, বাইবেলের পুস্তকগুলো লিখিত হওয়ার পরও অবিরাম সম্পাদনার অধীন থেকেছে। লিপিকাররা তাঁদের বিশ্বাসের আলোকে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য ইচ্ছামত পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন করেছেন। বর্তমানে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির আলোকে কোনো কোনো বিকৃতি বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে। তবে এ সংশোধনের কারণে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস সংশোধন করেননি।

৫. ৫. বাইবেলীয় বিকৃতি: একটা অনুচিন্তা

৫. ৫. ১. চার পর্যায়ের বাইবেলীয় পরিবর্তন

সম্মানিত পাঠক, পূর্ববর্তী ৫টা অধ্যায় আমরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের বিষয় জেনেছি। আমরা দেখেছি, অনেক স্থানে সংযোজন বা বিয়োজন নিশ্চিত নয়, যেমন বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে সংযোজন, বিয়োজন বা বিকৃতি অবিসংবাদিত ও সুনিশ্চিত। সুনিশ্চিত বিষয়গুলোকে আমরা কয়েক ভাগে বিভক্ত করতে পারি:

(১) পুস্তকসমূহের সংযোজন-বিয়োজন

আমরা দেখেছি, ইহুদি বাইবেল, প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেল, ক্যাথলিক বাইবেল, অর্থোডক্স বাইবেল ও বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত অন্যান্য বিশুদ্ধ ও স্বীকৃত (canonical) বাইবেলের মধ্যে পুস্তকের সংখ্যার ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বিতর্কিত পুস্তকগুলোর ক্ষেত্রে দু'টার একটা সম্ভাবনা আমাদেরকে মানতে হবে: হয় এগুলো সত্যই ঐশ্বরিক পুস্তক বা আসমানী কিতাব, কিন্তু কোনো কোনো সম্প্রদায় এগুলোকে পবিত্র পুস্তক থেকে বাদ দিয়েছেন। অথবা এগুলো ঐশ্বরিক পুস্তক নয়, কিন্তু কোনো কোনো সম্প্রদায় এগুলোকে পবিত্র পুস্তকের মধ্যে সংযোজন করেছেন।

(২) অধ্যায় ও শ্লোকের সংযোজন-বিয়োজন

অবিতর্কিত বা সর্বসম্মত পুস্তকগুলোর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাইবেলের মধ্যে অধ্যায় ও শ্লোকের তারতম্য রয়েছে। এ সকল বিতর্কিত ও মতভেদীয় অধ্যায় ও শ্লোকের ক্ষেত্রেও উপরের দু'টা বিষয়ের একটাকে মানতে হবে। হয় এগুলো ঈশ্বরের কথা নয়; কিন্তু কোনো কোনো সম্প্রদায় তা ঈশ্বরের পুস্তকের মধ্যে সংযোজন করেছেন। অথবা এগুলো ঈশ্বরের বাক্য, কোনো কোনো সম্প্রদায় তা বাদ দিয়েছেন।

(৩) শব্দ ও বাক্যের সংযোজন-বিয়োজন

আমরা দেখলাম যে, স্বীকৃত ও বিশুদ্ধ বাইবেলের বিভিন্ন প্রচলিত সংস্করণের মধ্যে শব্দ ও বাক্যের অনেক ভিন্নতা বিদ্যমান। এ সকল ক্ষেত্রেও উপরের দু'টা সম্ভাবনার একটা আমাদের স্বীকার করতে হবে: এগুলো সংযোজিত অথবা বিয়োজিত। হয় এ সকল শব্দ বা বাক্য 'বিহীন' সংস্করণকে বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে যে, অন্যান্য সংস্করণে ঈশ্বরের বাণীর মধ্যে অতিরিক্ত বাক্য বা শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। অথবা অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য সংযোজিত সংস্করণকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করতে হবে। সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে যে, অন্যান্য সংস্করণে ঈশ্বরের বাণী থেকে কিছু শব্দ বা বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বাংলা বাইবেলের মধ্যেও আমরা এ জাতীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের কিছু নমুনা দেখেছি।

(৪) পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন

আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির একটার সাথে আরেকটার মিল নেই। পুস্তক, অধ্যায়, শ্লোক, বাক্য ও শব্দের ব্যাপক ভিন্নতা বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে। এ ক্ষেত্রেও উপরের দু'টা সম্ভাবনার একটা স্বীকার করতে হবে। আমাদের মানতে হবে যে, কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি ঈশ্বরের পবিত্র পুস্তক থেকে কিছু পুস্তক, অধ্যায়, শ্লোক, বাক্য বা শব্দ বাদ দিয়েছে অথবা সংযোজন করেছে।

৫. ৫. ২. সত্যের ব্যতিক্রমই মিথ্যা ও অবিশ্বস্ততা

সত্যের ব্যতিক্রমই মিথ্যা। সত্যকে পরিবর্তন করাই অবিশ্বস্ততা। এভাবে আমরা দেখছি যে, উপরের চার পর্যায়ের ভিন্নতার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা সংস্করণ, সম্প্রদায় বা পাণ্ডুলিপি বাদে বাকি সকল সম্প্রদায়ের

বাইবেল, সকল সংস্করণ বা সকল পাণ্ডুলিপিই সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন জনিত মিথ্যা ও অবিশ্বস্ততায় পতিত।

পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে যে, মিথ্যা ঈশ্বরের নিকট ঘৃণিত, বিশ্বস্ততা মুক্তির পথ এবং অনন্ত নরকই মিথ্যাবাদীদের চিরস্থায়ী ঠিকানা। দেখুনঃ লেবীয় ১৯/১১; হিতোপদেশ/ মেসাল ১২/২২; প্রকাশিত বাক্য/ প্রকাশিত কালাম ২১/৮।

সর্বোচ্চ ধার্মিক ধর্মগুরুরাই তো বাইবেল লেখেছেন, অনুলিপি করেছেন, অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন। অথচ বিশ্বের যে কোনো পুস্তকের চেয়ে বাইবেলের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও ভিন্নতা অকল্পনীয়ভাবে বেশি। পুস্তক, অধ্যায়, শ্লোক, বাক্য ও শব্দ সব কিছুতেই হাজার রকমের সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন। বাইবেল লেখক, প্রচারক ও প্রকাশক ধর্মগুরুরা কি বাইবেলের এ সকল বক্তব্য পড়েননি? অথবা এগুলোকে ঈশ্বরের সত্য বাণী হিসেবে বিশ্বাস করেননি? এ সকল ধর্মগুরু ও ধার্মিক মানুষদের মধ্যে কাদেরকে আমরা 'ঈশ্বরের নিকট ঘৃণিত' ও 'জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে চির-অবস্থানকারী সব মিথ্যাবাদীদের' অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করব?

৫. ৫. ৩. পবিত্র পুস্তকের মধ্যে মিথ্যাঃ পবিত্র আত্মার নিন্দা

বাইবেল থেকে আমরা জানলাম যে, সকল মিথ্যাই ঈশ্বরের নিকট ঘৃণিত এবং সকল মিথ্যাবাদীর ঠিকানা চিরস্থায়ী নরক। পাশাপাশি সাধারণ বিবেকের দাবি যে, ঈশ্বরের নামে মিথ্যা ভয়ঙ্করতম মহাপাপ। মিথ্যা বা অবিশ্বস্ততার ভয়ঙ্করতম পর্যায় ঈশ্বরের নামে বা পবিত্র পুস্তকের নামে মিথ্যা বলা বা পবিত্র পুস্তকের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতি করা। উপরের বাইবেলীয় বক্তব্যগুলো কি ধার্মিক ধর্মগুরুদেরকে এরূপ ভয়ঙ্করতম মহাপাপ থেকে নিবৃত করতে পারল না?

পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়। এজন্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মিথ্যা বলার অর্থই পবিত্র আত্মার নামে মিথ্যা বলা। বাইবেল বলছেঃ "মানুষের সমস্ত গুনাহ্ এবং কুফরী মাফ করা হবে, কিন্তু পাক-রূহের বিরুদ্ধে কুফরী মাফ করা হবে না। ইবন আদমের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাকে মাফ করা হবে, কিন্তু পাক-রূহের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে মাফ করা হবে না- এই যুগেও না, আগামী যুগেও না।" (মথি ১২/৩১-৩২, মো.-০৬)

পবিত্র পুস্তকের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন কি পবিত্র আত্মার নামে মিথ্যা এবং পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে অন্যায় বা ব্লাসফেমি (blasphemy) নয়? যে ধার্মিক মানুষগুলো ঈশ্বরের জন্য, ধর্মপ্রচারে ও মানবতার সেবায় নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন তাদের মত মহা-ধার্মিক মানুষগুলোও পবিত্র পুস্তকের মধ্যে ঈশ্বরের নামে বা পবিত্র আত্মার নামে মিথ্যা বললেন? অনুবাদে অবিশ্বস্ততার আশ্রয় নিলেন?

৫. ৫. ৪. পবিত্র পুস্তকে সংযোজন বা বিয়োজন

পবিত্র বাইবেলই পবিত্র বাইবেলের মধ্যে সামান্যতম সংযোজন বা বিয়োজন করতে নিষেধ করেছে এবং এর ভয়ঙ্কর পরিণতি বিষয়ে সতর্ক করেছে। মোশির জবানিতে বাইবেল বলছেঃ "আমি তোমাদের যে হুকুম দিচ্ছি তার সংগে কিছু যোগ কোরো না এবং তা থেকে কিছু বাদও দিয়ো না। তোমাদের মাবুদ আল্লাহর যে সব হুকুম আমি তোমাদের দিচ্ছি তা তোমরা মেনে চলবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪/২, কি. মো.-০৬)

যীশুর জবানিতে বাইবেল বলছেঃ "যে লোক এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম শোনে আমি তার কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেউ যদি এর সংগে কিছু যোগ করে তবে আল্লাহও এই কিতাবের লেখা সমস্ত গজব তার জীবনে যোগ করবেন। আর এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম থেকে যদি কেউ কিছু বাদ দেয় তবে আল্লাহও এই কিতাবে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন

থেকে বাদ দেবেন।" (প্রকাশিত বাক্য/ কালাম ২২/১৮-১৯: কি. মো.-০৬)

আমরা দেখেছি যে, উপরের চার প্রকারের বাইবেলীয় পরিবর্তনই সংযোজন অথবা বিয়োজন। কেউ পবিত্র পুস্তকের মধ্যে কিছু পুস্তক, অধ্যায়, শ্লোক, বাক্য বা শব্দ সংযোজন করেছেন অথবা বিয়োজন করেছেন। প্রশ্ন হল, কাকে আমরা বাইবেল নির্দেশিত এ ভয়ঙ্কর শাস্তির অধীন বলে বিশ্বাস করব? প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, অর্থোডক্স, কিং জেমস ভার্শন, রিভাইজড ভার্শন, কেরির অনুবাদ, জুবিলী বাইবেল, কিতাবুল মোকাদ্দস: কোন বাইবেল, ভার্শন বা অনুবাদের লেখক, অনুবাদক বা প্রকাশককে আমরা সংযোজন বা বিয়োজনের অভিযোগে অভিযুক্ত করব? পাক- কিতাবের সকল গজব কার প্রাপ্য হয়েছে? অথবা পাক-কিতাবে লেখা জীবন গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার থেকে কে বঞ্চিত হয়েছেন?

৫. ৫. ৫. ঈশ্বরের দুষ্ট আত্মা ও মিথ্যাবাদী আত্মা

সম্মানিত পাঠক, খুবই অবাক হতে হয়! একটা ধর্মগ্রন্থ তার নিজস্ব রূপে থাকতে পারল না? ঈশ্বর বা পাক-রূহের প্রেরণায় বা নবীর মাধ্যমে পাওয়া ধর্মগ্রন্থ তো একটাই। কিন্তু সেই একটা গ্রন্থের মধ্যে পুস্তক, অধ্যায়, শ্লোক, বাক্য ও শব্দের এত ভিন্নতা! এই ব্যাপক সংযোজন বা বিয়োজন ঘটালেন সেই ধর্মগ্রন্থের অনুসারী ধর্মপ্রাণ ধার্মিক ধর্মগুরুরা! অথচ সে ধর্মগ্রন্থেই এরূপ কর্ম কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কিভাবে এবং কেন এ সকল ধার্মিক মানুষ ধর্ম-নিষিদ্ধ এ কর্মে লিপ্ত হলেন?

আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর নিজের নবী, মাসীহ বা ধার্মিকদের কাছে দুষ্ট আত্মাও প্রেরণ করেন (১ শমূয়েল ১৬/১৪; ১৬/২৩; ১৯/৯-১১)। আমরা আরো দেখেছি যে, ঈশ্বর অনেক সময় নিজের নবীগণের বা ধার্মিকগণের কাছে মিথ্যাবাদী আত্মা প্রেরণ করেন। (১ রাজাবলি ২২/১৫-২৩; বিশেষত: ২২/২২-২৩; ২ বংশাবলি ১৮ অধ্যায়, বিশেষত ১৮/৪-৫; ২১-২২)। ঈশ্বর তাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, ফলে তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে। (২ থিষলনীকীয় ২/১১-১২)।

তাহলে কি পবিত্র বাইবেলের লিপিকার, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট ধর্মগুরুরা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এরূপ কোনো দুষ্ট আত্মা বা মিথ্যাবাদী আত্মা লাভ করেছেন? যাকে তাঁরা পবিত্র আত্মা মনে করে তার প্রেরণায় এভাবে পবিত্র বাইবেলের মধ্যে পুস্তক, অধ্যায়, শ্লোক, বাক্য ও শব্দ সংযোজন করে, অথবা বিয়োজন করে চিরস্থায়ী অভিশাপ, গজব ও ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছেন? নয়লে কিভাবে তারা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এরূপ বিকৃতি, সংযোজন বা বিয়োজন করলেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়
ঈশ্বর ও নবীগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা

আধুনিক বাইবেল গবেষকরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অযৌক্তিক বা অশোভন অনেক তথ্য উপস্থাপন করেন। 'Bible Absurdities': বাইবেলীয় অযৌক্তিকতা, 'Bible Vulgarities & Obscenities': বাইবেলীয় অশিষ্টতা ও অশ্লীলতা, 'Bible Atrocities': বাইবেলীয় নৃশংসতা ইত্যাদি শিরোনামে তারা বিষয়গুলো আলোচনা করেন। পাঠক এ তিনটা শিরোনাম লেখে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করলে অথবা তথ্যসূত্রে প্রদত্ত বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে এ বিষয়ে আরো অনেক তথ্য জানতে পারবেন। আমরা শুধু বাইবেলের সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতিসহ তথ্য নির্ভর কিছু বিষয় উল্লেখ করব, যদিও সমালোচকরা অনেক ঢালাও কথাও বলেছেন। যেমন, আমেরিকার প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক রবার্ট ইনগেরসল বলেন: "If a man would follow, today, the teachings of the Old Testament, he would be a criminal. If he would strictly follow the teachings of the New, he would be insane." "বর্তমানে যদি কোনো মানুষ পুরাতন নিয়মের শিক্ষা অনুসরণ করে তবে সে একজন অপরাধীতে পরিণত হবে। আর যদি কেউ নতুন নিয়মের শিক্ষা অনুসরণ করে তবে সে উন্মাদে পরিণত হবে।"[১]

'নাস্তিক প্রজনক' (The Atheist Maker) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

"The greatest Atheist Maker on planet Earth is the Bible itself. If you are a sane, logical and reasonable Human Being, knowing these selected Bible Chapters & Verses that your Bible documents may make you an Atheist. Ask yourself how you could possibly believe in, support, promote and finance the Biblical God documented in these selected Bible C&Vs. Often, in Bible C&V debate, a believer will say: I will ask my preacher what the Bible says. I suggest that you do not check out the Bible with your preacher. I suggest that you check out your preacher with the Bible. Do not believe me or any other man. Read and learn what the Bible documents, C&V, for yourself."

"পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাস্তিক প্রজনক স্বয়ং বাইবেল। আপনি যদি সুস্থ মস্তিষ্ক, যৌক্তিক ও দায়িত্বশীল মানুষ হন এবং এখানে উদ্ধৃত বাইবেলের বক্তব্যগুলো আপনার নিজের বাইবেলে দেখে নিশ্চিত হয়ে নেন তবে হয়ত আপনার বাইবেলটাই আপনাকে নাস্তিক বানিয়ে ফেলবে। আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করুন, অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত এ কথাগুলো যে ঈশ্বরের কথা প্রমাণ করছে সে ঈশ্বরকে আপনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন, সমর্থন করবেন, প্রচার করবেন এবং অর্থায়ন করবেন?

অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত উদ্ধৃতিসহ বাইবেলীয় বিতর্কে অনেক সময় বিশ্বাসী ব্যক্তি বলেন, বাইবেল কি বলে সে বিষয়ে আমি আমার ধর্মপ্রচারক বা পাদরিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিব। আমার পরামর্শ, আপনি

---

[১] http://www.thegodmurders.com/id119.html, http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Ingersoll

প্রচারককে দিয়ে বাইবেল যাচাই করবেন না। আমার পরামর্শ যে, আপনি বাইবেল দিয়ে প্রচারককে যাচাই করুন। আপনি আমাকে বা অন্য কোনো মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। আপনি নিজেই পড়ুন ও শিখুন, অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত বক্তব্যগুলো দ্বারা বাইবেল কি প্রমাণ করছে।"[২]

বাইবেলীয় অশোভনীয়তা বিষয়ক আলোচনা আমরা তিনটা অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি: (১) ঈশ্বর ও নবীগণ (২) যীশু ও প্রেরিতগণ (৩) অযৌক্তিকতা ও অশালীনতা। এ অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বর ও নবীগণ প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করছি।

৬. ১. মহান স্রষ্টা বিষয়ক অশোভনীয়তা

সকল ধর্মের মূল বিষয় মহান স্রষ্টার সাথে তাঁর সৃষ্টির গভীরতম ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি করা। বিশ্বাস ও ইবাদতের মাধ্যমে এ ভালবাসা গভীর থেকে গভীরতম হয়। আর এজন্য সকল ধর্মগ্রন্থে মহান স্রষ্টার মহত্ত্ব, মর্যাদা, করুণা, স্নেহ, ক্ষমা, উদারতা ও তাঁর মহান গুণাবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেন এ সকল বিষয় পাঠ ও অনুধাবনের মাধ্যমে ধার্মিকের বিশ্বাস ও ভালবাসা গভীর হয়। বাইবেলেও মহান স্রষ্টার গুণাবলি, মর্যাদা, প্রেম, উদারতা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুন্দর কথা বিদ্যমান। কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি মহান স্রষ্টার বিষয়ে অনেক অশোভন, অশালীন ও বিবেক বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। এ সকল অশোভন বক্তব্য পাঠককে ক্ষুব্ধ ও অবিশ্বাসী করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে liberalslikechrist.org ওয়েবসাইটের একটা প্রবন্ধের শিরোনাম 'খ্রিষ্টানরা কিভাবে এ ঈশ্বরকে ভালবাসে?' (How can Christians love this god)? 'আপনার ঈশ্বর কি আপনার ইবাদতের যোগ্য' (Does your God deserve your worship)?[৩] এছাড়া আগ্রহী পাঠক ইন্টারনেটে নিম্নের পৃষ্ঠাগুলো দেখতে পারেন:

http://www.slideshare.net/dralamin/vulgarities-in-the-bible-proves-its-distortion.

http://callingchristians.com/2011/12/23/29-sexually-explicit-profane-and-dirty-stories-and-verses-in-the-bible/

ঈশ্বর বিষয়ে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অশোভন তথ্যের আধিক্যের কারণে বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে, বাইবেলের ঈশ্বর কোনো ভাল কাজ করেছেন বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তিনি লেখেছেন:

"The DeVaney Challenge. Other than the myth of creation, what 'good' did the Biblical God do for someone without hurting someone else? Get out a notepad and see if you can put down 5 good things that the Biblical God did, C&V, for people without hurting some one else. Bet you can't. If that be the case, how do you claim the Biblical God to be a 'good' God?"

"ডেভানির চ্যালেঞ্জ। সৃষ্টির কাহিনী ছাড়া বাইবেলীয় ঈশ্বর আর কী ভাল কাজ করেছেন? অন্য কারো ক্ষতি না করে কারো জন্য তিনি কী ভাল কাজ করেছেন? একটা নোটপ্যাড হাতে নিন এবং নিজেই চেষ্টা করে দেখুন! বাইবেলীয় ঈশ্বর কোনো মানুষের ক্ষতি না করে অন্য মানুষদের জন্য কোনো ভাল কাজ করেছেন বলে আপনি বাইবেলের অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারণ করে ৫টা ঘটনা প্রমাণ করুন। আমি বাজি ধরে বলছি, আপনি পারবেন না। এটাই যদি হয় বাস্তবতা, তবে আপনি কিভাবে দাবি করবেন যে, বাইবেলীয় ঈশ্বর

[২] http://www.thegodmurders.com/id58.html
[৩] http://liberalslikechrist.org/LLC_MasterMenu.php

একজন 'ভাল' ঈশ্বর?"[৪]

এক ব্যক্তি যীশুকে 'সৎ গুরু'/ ওস্তাদ (Good Master) বলে সম্বোধন করে। যীশু তাকে বলেন: "তুমি আমাকে 'ভাল' বা সৎ বলছ কেন? একজন ছাড়া কেউ ভাল নেই; তিনি ঈশ্বর (Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God) (মথি ১৯/১৬-১৭ এবং মার্ক ১০/১৬-১৭) যীশুর এ বক্তব্য প্রসঙ্গে ডেভানি বলেন:

"Did Jesus tell the truth? Or, did Jesus lie about Himself not being good? Who do you know, by name, did the Biblical God prove to be good for? Other than the myth of creation, can you provide an evidence list whereby the Old Testament Biblical God did something good for someone without hurting someone else? Does your list prove to be short and weak? If so, why is that?"

"যীশু কি এখানে সত্য বললেন? অথবা তিনি 'ভাল' নন বলে তিনি কি মিথ্যা বললেন? আপনি কি এমন কারো নাম জানেন যার জন্য বাইবেলের ঈশ্বর 'ভাল' বলে প্রমাণিত হয়েছেন? সৃষ্টির কাহিনী ছাড়া আপনি কি কোনো প্রমাণের তালিকা পেশ করতে পারেন? পুরাতন নিয়মের বাইবেলীয় ঈশ্বর কারো ক্ষতি না করে অন্য কারো ভালো করেছেন বলে কোনো তালিকা কি আপনি পেশ করতে পারেন? আপনার তালিকাটা কি সংক্ষিপ্ত ও দুর্বল? যদি তা হয় তবে কেন?"[৫]

এখানে আমরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মহান স্রষ্টা বিষয়ক কিছু অশোভন বিষয় উল্লেখ করছি:

৬. ১. ১. পাপীর অপরাধে নিরপরাধের শাস্তি

বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর পিতার অপরাধে সন্তানদেরকে শাস্তি দেন এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে হত্যা করেন। (যাত্রাপুস্তক ৩৪/৭; দ্বিতীয় বিবরণ ২৪/১৬; ২ শমূয়েল ১২/১১-১২ যিশাইয় ১৪/২১)। এমনকি পাপীর অপরাধে তার তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বংশধরদের শাস্তি দেন। (গণনাপুস্তক ১৪/১৮)।

আমেরিকান সমাজবিদ ও বাইবেল সমালোচক স্কট বিডস্ট্রাপ লেখেছেন, খ্রিষ্টান প্রচারকরা ব্যাখ্যা দেন যে, ঈশ্বর একের পাপে অন্যের শাস্তি দেন না। তবে পিতার অন্যায়ের কারণে অনেক সময় সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন পিতা যদি তার সকল সম্পত্তি বিনষ্ট করেন তবে সন্তানরা পিতার এ অন্যায়ের কষ্ট ভোগ করেন। বিডস্ট্রাপ বলেন, বাইবেলের ঈশ্বর এর ঠিক বিপরীত কথাই বলেছেন। ঈশ্বর বলেননি যে, পিতার দুষ্কর্মের কারণে সন্তানরা কষ্ট পায়। বরং ঈশ্বর অত্যন্ত স্পষ্ট ও ব্যাখ্যাতীতভাবে বলেছেন যে, তিনি নিজেই পিতার অপরাধের শাস্তি সন্তানদেরকে প্রদান করেন। সর্বোপরি, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা ও সর্ব-কল্যাণকামিতার যে দাবি প্রচারকরা করেন তার সাথে তাদের এ কথা সাংঘর্ষিক।[৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে অপরাধীর অপরাধে তার অধস্তন ১১ পুরুষ পর্যন্ত শাস্তি দান করেন। জারজ ব্যক্তি নিজে অপরাধী নয়; বরং তার পিতামাতা অপরাধী। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর ব্যভিচারীকে শাস্তি দেন না। ঈশ্বরের অনেক ভাববাদী, ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম পুত্র এবং ঈশ্বরের 'জাত' পুত্র ব্যভিচার ও ধর্ষণ করলেও ঈশ্বর তাঁদের কোনো শাস্তি দেননি। কিন্তু

---

৪ http://www.thegodmurders.com/id58.html

৫ Did Jesus Christ Lie? http://www.thegodmurders.com/id188.html

৬ Scott Bidstrup, What The Christian Fundamentalist Doesn't Want You To Know: A Brief Survey of Biblical Errancy. http://www.bidstrup.com/bible2.htm

নিরপরাধ জারজ ব্যক্তি এবং দশম পুরুষ পর্যন্ত তার অধস্তন বংশধর সদাপ্রভুর বা মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না বলে বিধান দিয়েছেন। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/২)।

একজন গবেষক এর দু'টা চিত্র তুলে ধরেছেন। একজন জারজ সন্তানের দশম প্রজন্ম পর্যন্ত কয়েক হাজার বংশধর জন্মলাভ করে। আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনায় মাত্র চার প্রজন্মে বনি-ইসরাইলদের সন্তানদের সংখ্যা ৭০ ব্যক্তি থেকে ২৫ লক্ষ হয়। তাহলে দশ প্রজন্মে এক কোটি হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের এ বিধান অনুসারে কোনোরূপ অপরাধ ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান মাবুদের সমাজে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হল।

এর বিপরীতে কোনো মানুষ, এমনকি কোনো পোপ কি নিশ্চিত হতে পারেন যে, দশম পুরুষ পর্যন্ত তার কোনো পূর্বপুরুষ অবৈধ সম্পর্কের ফসল ছিলেন না? ব্যক্তির নিজের পিতামাতা (২ জন), প্রত্যেকের পিতামাতা (৪ জন).... প্রত্যেকের পিতামাতা (৮ জন) ... এভাবে দশম পুরুষ পর্যন্ত ১০২২ জন পূর্বপুরুষ। কোনো ব্যক্তির দশম পূর্বপুরুষ পর্যন্ত ১০২২ জন মানুষের মধ্যে একজনও যদি অবৈধ সম্পর্কের ফসল হন তবে তিনি মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না।

শুধু দশম পুরুষ পর্যন্তই নয়, বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর পিতার অপরাধে লক্ষকোটি পুরুষ পর্যন্ত সকল সন্তানের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আমরা দেখেছি, নতুন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্য অনুসারে ঈশ্বর আদমের পাপের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত সকল আদম-সন্তানকেই পাপী গণ্য করেন। (রোমীয় ৫/১২, ১৭-১৯, ১ করিন্থীয় ১৫/২২)।

সম্মানিত পাঠক, অপরাধীর বংশধরই শুধু নয়; ঈশ্বর অপরাধীর কারণে সম্পূর্ণ নিরপরাধ অনেক মানুষকে শাস্তি দেন (আদিপুস্তক ৩/১৪-১৬, আদিপুস্তক ২০/১৮)। তিনি একের অপরাধে অন্যকে বিনষ্ট করেন (যিহশূয় ২২/২০; ২ শমূয়েল ১২/১৪)

সাধারণ বিবেকে একের অপরাধে অন্যের, পিতার অপরাধে পুত্রের বা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর শাস্তি প্রদান নিশ্চিত জুলুম ও অন্যায়। মহান সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ প্রেমময় স্রষ্টা এরূপ করবেন বলে ধারণা অত্যন্ত আপত্তিকর বলেই প্রতীয়মান।

৬. ১. ২. ঈশ্বর কি তার নিখুঁত বিধানে স্থির?

আমেরিকান বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) 'ঈশ্বরের নিখুঁত বিধান' (God's Perfect Laws) শিরোনামে এক অনলাইন আর্টিকেলে এ প্রসঙ্গে লেখেছেন[৭]:

বাইবেলের ঈশ্বর কি ভাল ও নিখুঁত? ঈশ্বর কি মানবজাতিকে পালনের জন্য নিখুঁত বিধান দিয়েছেন? অপরিবর্তনশীল ও কর্তৃত্বময় ঈশ্বর কি তাঁর নিজের বিধানে স্থির থাকেন? আসুন আমরা বাইবেল দ্বারা প্রমাণিত একটা বিধান পরীক্ষা করি:

দ্বিতীয় বিবরণ ২৪/১৬: "ছেলেমেয়েদের গুনাহের জন্য বাবাকে কিংবা বাবার গুনাহের জন্য ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করা চলবে না। প্রত্যেককেই তার নিজের গুনাহের জন্য মরতে হবে।" আমার মূল্যবোধ ব্যবস্থায় এ বিধানটা ন্যায়নিষ্ঠ ও সুন্দর বলে প্রতীয়মান। আপনি কী মনে করেন?

যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ৩১/৩০: "প্রত্যেকে নিজের গুনাহের জন্যই মরবে।" এ বিধানটাও ন্যায়নিষ্ঠ ও সুন্দর। যিহিস্কেল/ ইহিস্কেল ১৮/২০: " যে গুনাহ করবে সে-ই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না আর বাবাও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না।" ঈশ্বর, খুব ভাল কথা বললেন

---

[৭] http://www.thegodmurders.com/id191.html

আপনি। আমি স্বীকার করছি যে, এ বিধানগুলো ন্যায়নিষ্ঠ ও সুন্দর। কিন্তু বাইবেলীয় ঈশ্বর কি সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ ও সুন্দর বলে প্রমাণিত? ঈশ্বর কি সত্যই নিজের এ প্রমাণিত বিধানগুলোকে সম্মান করেছেন এবং এগুলোতে স্থির থেকেছেন? লক্ষ্য করুন:

যাত্রাপুস্তক ২০/৫, গণনাপুস্তক ১৪/১৮ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৯ সবগুলোতেই ঈশ্বর বলছেন: "আমি একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর (jealous God, কেরি: স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর) আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপর বর্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই।" যাত্রাপুস্তক ৩৪/৭: "তিনি পিতার অন্যায়ের শাস্তি বংশের তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকেন।"

বাইবেল কী বলল? বাইবেলের এ বিরক্তিকর বক্তব্যটার চেয়ে অধিক পরিষ্কার ও সহজবোধ্য কথা তেমন হয় না। আর ভাল ও মন্দের বিষয়ে আমার জ্ঞান বলে যে, এ বিধানটা ন্যায়নিষ্ঠ ও সুন্দর নয়। পাঠক, আপনার কি সাহস আছে এ বিধানটাকে ন্যায়নিষ্ঠ এবং সুন্দর বলে দাবি করার? .....

এরপর গ্যারি একের অপরাধে অন্যের শাস্তির কিছু নমুনা উল্লেখ করেছেন।

৬.১.৩. একের অপরাধে অন্যের শাস্তির বাইবেলীয় বিবরণ

৬. ১. ৩. ১. কয়েকজন মানুষের অপরাধে সকল সৃষ্টিকে হত্যা

ঈশ্বর নোহের ঘটনায় কতিপয় মানুষের পাপের অপরাধে বিশ্বের সকল সৃষ্টিকে হত্যা করলেন। (আদিপুস্তক ৭/২১-২৩) আর এ মহা হত্যাকাণ্ড একেবারেই অকারণ ও নিষ্ফল ছিল। কারণ এরপরেও মানুষ একইরূপ পাপাচারী রয়ে গেল।

৬. ১. ৩. ২. বাছুর নির্মাণকারী হারোণকে বাদ দিয়ে অন্যদের শাস্তি

মোশির ভাই হারোণ বনি-ইসরাইলের জন্য সোনা দিয়ে একটা বাছুর বানিয়ে পূজার ব্যবস্থা করেন। আর এ অপরাধে ঈশ্বর তাঁর নিজের নির্বাচিত প্রজা বনি-ইসরাইলের ৩,০০০ মানুষকে হত্যার ব্যবস্থা করেন (যাত্রাপুস্তক ৩২/২৭-২৮)। এরপর ঈশ্বর বাছুর নির্মাণকারী হারোণকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে হারোণ ও তাঁর বংশধরকে ঈশ্বরের মহাযাজক বা মহা ইমাম বানান (যাত্রাপুস্তক ৪০/১৩-১৫)। হারোণ মূর্তিটা না বানালে অসহায় নিহত মানুষগুলো মূর্তিটির পূজা করার সুযোগই পেত না। অথচ অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করা হল এবং মূল অপরাধীকে পদোন্নতি দেওয়া হল! আপনি কিভাবে বাইবেলীয় ঈশ্বরের এ কর্মটাকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সুন্দর বলে গণ্য করবেন?

৬. ১. ৩. ৩. ফিরাউনের অপরাধে নিষ্পাপ অসহায়দের শাস্তি

ঈশ্বর ফিরাউনের অপরাধে মিসরের সকল খাল, বিল, জলাশয় ও নদীর পানি রক্ত বানান এবং সকল মাছ হত্যা করেন। (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ৭/১৯-২১)। ঈশ্বর ব্যাঙ দিয়ে মিসর দেশ ভরে দিলেন এবং এরপর অগণিত ব্যাঙ হত্যা করলেন (যাত্রাপুস্তক/হিজরত ৮/৬-১৪)। এরপর ঈশ্বর ফেরাউন ও তার অনুসারীদের অপরাধে মিসরীয়দের সকল পশু হত্যা করলেন: "মিসরীয়দের সব পশু মরে গেল" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ৯/৬)। এরপর ঈশ্বর মিসরীয় সকল মানুষ ও পশুর শরীরে ফোড়া ও ঘা দিলেন। (যাত্রাপুস্তক ৯/১০)। (পাঠক লক্ষ্য করুন, কয়েক দিন আগেই ঈশ্বর মিসরীয়দের সকল পশু মেরে ফেলেছেন। কয়েকদিন পরেই আবার সকল পশুর শরীরে ফোড়া ও ঘা দিলেন!) এরপর ঈশ্বর ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টির মাধ্যমে মাঠে অবস্থানরত সকল মানুষ ও পশুকে হত্যা করলেন। শুধু যে সকল মিসরীয় তাদের পশুপাল ঘরে এনেছিল তারা বেঁচে গেল। (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ৯/১৮-২৬) (পাঠক আবারো দেখুন! মাত্র কয়েকদিন আগেই কিন্তু সব পশু মরে গিয়েছিল!)

এরপর ঈশ্বর ফিরাউনের অপরাধে মিসরের সকল মানুষের সকল প্রথম ছেলেকে হত্যা করেন। উপরন্তু মিসরীয়দের সকল প্রাণির সকল প্রথম পুরুষ বাচ্চা হত্যা করেন (যদিও মাত্র কয়েকদিন আগেই মিসরীয়দের সব পশু মরে গিয়েছিল!) যাত্রা/হিজরত ১১/১-৫, ২৯; ১২/১২, ১২/২৯-৩০)। "মূসা ফেরাউনকে বললেন ... মিসর দেশের সব পরিবারের প্রথম ছেলে মারা যাবে। সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে শুরু করে জাঁতা ঘুরানো বাঁদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না। এছাড়া পশুদেরও প্রথম পুরুষ বাচ্চা মারা যাবে।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ১১/৪-৫; ১২/১২, ১২/২৯-৩০, মো.-০৬)

বাইবেল বলছে, ঈশ্বর নিজেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে ফিরাউনের মনকে শক্ত করে দিয়ে তাকে অবাধ্য বানান, যেন তিনি মিসরীয়দের এভাবে হত্যা করার সুযোগ পান। (যাত্রাপুস্তক ৭/৩-৫, ১৩, ২২-২৩, ৮/১৫, ১৯, ৯/১২, ৩৫, ১০/১-২, ২০, ১০/২৭) ফেরাউনের এ বাধ্যতামূলক অবাধ্যতার জন্য মিসরীয়দের প্রথম ছেলে ও তাদের মায়েদের দায়ভার কী? ফেরাউনকে অবাধ্য বানিয়ে কুদরত দেখানোর ঈশ্বরীয় পরিকল্পনার কারণে এ সকল নিরপরাধ শিশু ও মাতাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে কেন? মিসরীয় প্রথম ছেলেরা ও তাদের মায়েরা ঈশ্বরের প্রতি কী মহাপরাধ করেছিলেন? আপনি যদি ঈশ্বর হতেন তবে কি আপনি মিসরীয়দের সকল প্রথম ছেলে হত্যা করতেন?

৬. ১. ৩. ৪. বিনা অপরাধে ত্রিশ জন মানুষ হত্যার ব্যবস্থা

ঈশ্বর বিনা অপরাধে ত্রিশ জন মানুষের হত্যার ব্যবস্থা করলেন। শিমশোন বা হযরত শামাউন (Samson) বিবাহের সময় ত্রিশ জন সঙ্গীকে বাজি ধরলেন ত্রিশ সেট পোশাক দেওয়ার জন্য। স্ত্রীর কারণে বাজিতে হেরে গেলেন। "তখন ঈশ্বরের আত্মা বা মাবুদের রূহ (The Spirit of God) পূর্ণ শক্তিতে শামাউনের উপর আসলেন। তিনি অস্কিলোনে গিয়ে সেখানকার ত্রিশজন লোককে হত্যা করে তাদের সব কিছু লুটে নিলেন এবং তাদের কাপড়চোপড় নিয়ে যারা ধাঁধার জবাব দিয়েছিল তাদের দিলেন।" (বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ ১৪/১১-২০, বা-২০০০, মো.-০৬)

ঈশ্বরের আত্মা বা পবিত্র আত্মা তাহলে কী করলেন? ঈশ্বরের প্রিয় ভাববাদী ও বীর হযরত শমউনকে দিয়ে ত্রিশ জন নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষকে খুন করিয়ে, তাদের সর্বস্ব লুট করলেন, হযরত শামউনের জুয়াড়ি বাজির ঋণ শোধ করার জন্য!

৬. ১. ৩. ৫. ইমাম আলীর অপরাধে হাজার হাজার নিরপরাধের শাস্তি

বনি-ইসরাইলের একজন মহাযাজক এলি (Eli)। কিতাবুল মোকাদ্দসে তার নাম 'ইমাম আলী'। ঈশ্বর তাকে চিরস্থায়ী যাজকত্ব প্রদান করেন: "আমি অবশ্য বলেছিলাম যে, তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের বংশের লোকেরা চিরকাল আমার এবাদত-কাজ করবে" (১ শামুয়েল ২/৩০)। কিন্তু এলির পুত্ররা যাজক বা ইমাম হয়ে ইবাদত করতে আসা মহিলাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। যাজক এলি বা ইমাম আলী তাদের কিছু তিরস্কার করলেও তাদের কোনো শাস্তি দেন না। এজন্য ঈশ্বর বলেন: "কেন তুমি আমার চেয়ে তোমার ছেলেদের বড় করে দেখছ?" (১ শামুয়েল ২/২৯)। এলির এ অপরাধে ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করে যাজকত্বের পদ তার থেকে কেড়ে নেন। উপরন্তু তিনি এলির শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তবে তিনি এলিকে কোনো শাস্তি দেননি। তাঁর অপরাধী পুত্রদ্বয়কে এবং তাঁর নিরাপরাধ বংশধরদেরকে শাস্তি দিয়েছেন: "তোমার বংশে একটি লোকও বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাঁচবে না... তোমার বংশের সমস্ত লোক যুবা বয়সেই মারা যাবে। তোমার দুই ছেলে হফনি ও পীনহস একই দিনে মারা যাবে....। তোমার বংশের যারা বেঁচে থাকবে তারা এক টুকরা রূপা ও একটি রুটির জন্য তার কাছে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সালাম করবে...।" (১ শামুয়েল ২/৩১-৩৬, মো.-০৬)

এলির দু'পুত্রের একত্রে হত্যার কথা ঈশ্বর বললেন। তবে তার সাথে ত্রিশ হাজার মানুষেরও মৃত্যুর ব্যবস্থা

তিনি করেন: “তখন ফিলিস্তিনীরা যুদ্ধ করল আর বনি- ইসরাইলরা হেরে গিয়ে নিজের নিজের বাড়িতে পালিয়ে গেল। বনি-ইসরাইলদের অনেককে হত্যা করা হল; তাদের ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য মারা পড়ল। ... আলীর দুই ছেলে হফ্‌নি আর পীনহস মারা পড়ল। (১ শামুয়েল ৪/১০-১১, মো.-০৬)

৬. ১. ৩. ৬. অপরাধীদের সাথে নিরপরাধদের মহামারি দিয়ে হত্যা

ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রিয় সন্তান ও প্রজা বনি-ইসরাইল জাতি বাল দেবতার পূজা শুরু করলে ঈশ্বর পূজায় অংশগ্রহণকারী হত্যার নির্দেশ ছাড়াও মহামারি দিয়ে ঢালাওভাবে ২৪,০০০ প্রিয় প্রজাকে হত্যা করেন। (গণনা/ শুমারী ২৫/১-৯)

৬. ১. ৩. ৭. বনি-ইসরাইলের অপরাধে মাদিয়ানীয়দের গণহত্যা

গণনাপুস্তক/ শুমারী ২৫/১-৩ ও ১৭-১৮: “শিটীম শহরের কাছে থাকবার সময় বনি-ইসরাইলরা মোয়াবীয় স্ত্রীলোকদের সংগে জেনা শুরু করেছিল। এই সব স্ত্রীলোকেরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশে কোরবানীর উৎসবে বনি-ইসরাইলদের দাওয়াত করেছিল, আর বনি-ইসরাইলরাও তাদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করে সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করেছিল। এভাবে বনি-ইসরাইলরা বিয়োর পাহাড়ের বাল-দেবতার পূজায় যোগ দিতে লাগল। তাতে তাদের উপর মাবুদের গজবের আগুন জ্বলে উঠল.... পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ‘মাদিয়ানীদেরকে তোমরা শত্রু হিসেবে দেখবে এবং তাদের হত্যা করবে, কারণ পিয়োরের দেবতার পূজা এবং কসবীর ব্যাপার নিয়ে কৌশল খাটিয়ে তোমাদের ভুল পথে নিয়ে গিয়ে তারা তোমাদের শত্রু হয়েছে।” (মো.-০৬)

ইহুদিরা জেনা করল, দাওয়াত কবুল করে স্বেচ্ছায় পূজায় অংশ নিল, অথচ এ জন্য ঢালাও হত্যার নির্দেশ দিলেন মাদিয়ানীদের! মাদিয়ানীদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অপরাধী হলে তার শাস্তি হতে পারে। কিন্তু কিছু লোকের অপরাধের জন্য পুরো জাতিকে চিরস্থায়ী শত্রু ঘোষণা এবং নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ!

৬. ১. ৩. ৮. দাউদের অপরাধে ৭০ হাজার নিরপরাধ মানুষ হত্যা

ঈশ্বর দাউদকে নির্দেশ দিলেন বনি-ইসরাইলের লোকগণনা করতে। এরপর এ আদমশুমারিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দাউদকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বনি-ইসরাইলের ৭০,০০০ মানুষকে হত্যা করলেন! এরপর অনুশোচনা করলেন!! “মাবুদ আবার বনি-ইসরাইলদের উপর রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি দাউদকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলে বললেন, ‘তুমি গিয়ে ইসরাইল ও এহুদার লোকদের গণনা কর। .... মাবুদ তখন সকাল থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট করা সময় পর্যন্ত ইসরাইলের উপর এক মহামারী পাঠিয়ে দিলেন। তাতে দান থেকে বের-শেবা পর্যন্ত গোটা দেশের লোকদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক মারা গেল। জেরুজালেম ধ্বংস করার জন্য যখন ফেরেশতা হাত বাড়ালেন তখন মাবুদ সেই ভীষণ শাস্তি দেওয়া থেকে মন ফেরালেন (repented কেরি: অনুশোচনা করিয়া..)।” (২ শামুয়েল ২৪/১, ১৫-১৬, মো.-০৬)

“যে ফেরেশতা লোকদের আঘাত করছিল দাউদ তাঁকে দেখে মাবুদকে বললেন, ‘গুনাহ্ এবং অন্যায় করেছি আমি। ওরা তো ভেড়ার মত। ওরা কি করেছে? কাজেই আমাকে ও আমার পিতার বংশকে তুমি শাস্তি দাও।” (২ শামুয়েল ২৪/১৭, মো.-০৬)। বাইবেলের বর্ণনায় দাউদ একজন রক্তলোলুপ গণহত্যাকারী রাজা ছিলেন। তারপরও এখানে তিনি একটা যৌক্তিক দাবি করলেন যে, তাঁর অপরাধে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করা হবে কেন? কিন্তু সর্বশক্তিমান ন্যায়বান ঈশ্বর কি বিষয়টা বুঝলেন না? ঈশ্বরের বিবেচনা কি দাউদের চেয়ে দুর্বল?

৬. ১. ৩. ৯. দাউদের অপরাধে নিষ্পাপ নবজাত শিশুকে হত্যা

ঈশ্বর নিজেই নিজের নিখুঁত আইন লঙ্ঘন করলেন। দাউদের অপরাধে নিষ্পাপ ৭ দিনের শিশুকে হত্যা করেন। দাউদ উরিয়ার স্ত্রী বেৎশেবা (Bathsheba)-কে ধর্ষণ করলে তিনি গর্ভবতী হন। পরে দাউদ উরিয়াকে হত্যা করে বেৎশেবাকে বিবাহ করেন। বেৎসেবা সন্তানটা প্রসব করার ৭ দিন পরে ঈশ্বর শিশুটাকে হত্যা করেন। পিতামাতার অপরাধে শিশুকে হত্যা (২ শমূয়েল ১৩/১-১৮)। ঈশ্বরের বিধান অনুসারে দাউদ কয়েকটা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য পাপ করেন। ঈশ্বরই বললেন, পিতার জন্য পুত্রকে ধরা হবে না (যিহিষ্কেল ১৮/২০); অথচ তিনিই পিতার অপরাধে পুত্রকে হত্যা করলেন।

৬. ১. ৩. ১০. পূর্বপুরুষদের অপরাধে ৪০০ বছর পরের মানুষদের গণহত্যা

মোশি ও যিহোশূয়ের যুগে আমালেক সম্প্রদায়ের মানুষেরা বনি-ইসরাইলদের সাথে অসদাচরণ করেছিল। ঈশ্বর এ পাপের জন্য ৪০০ বছর পরে ১৫/২০ পুরুষ পরের বংশধরদেরকে নির্মূল করার বিধান দেন: "বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, ইসরাইলের প্রতি আমালেক যা করেছিল, মিসর থেকে তাদের আসার সময়ে সে পথের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে যেরকম ঘাঁটি বসিয়েছিল, তা আমি লক্ষ্য করেছি। এখন তুমি গিয়ে আমালেকদের আক্রমণ কর ও তার যা কিছু আছে, নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তার প্রতি রহম করো না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক-বালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু, গরু ও ভেড়া, উট ও গাধা সকলকেই মেরে ফেলবে।" (১ শমূয়েলের ১৫/২-৩, মো.-১৩)

তাহলে দেখুন! মোশির সাথে মিসর থেকে বের হয়ে আসার পরে, মোশির শিষ্য যিহোশূয়ের সাথে যুদ্ধের সময়ে আমালেকরা ইস্রায়েলীয়দের সাথে অসদাচরণ করেছিল। সে কথা ঈশ্বর ৪০০ বছর ধরে স্মৃতিতে ধরে রেখে ৪০০ বছর পরে তালুতকে (শৌলকে) নির্দেশ দিলেন সেই অসদাচরণের প্রতিশোধ নিতে। আর প্রতিশোধ কত নির্মম! ৪০০ বছর আগে পিতৃপুরুষদের অপরাধে তাদের বালক-বালিকা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করতে হবে!! দুগ্ধপোষ্য শিশুও রক্ষা পাবে না। এমনকি অবলা জীব-জানোয়ারও রক্ষা পাবে না– গরু, মেষ, উট ও গাধা সবই বধ করতে হবে!!

৬. ১. ৩. ১১. তালুতের অপরাধে তালুতের পুত্র ও নাতিদের হত্যা

ঈশ্বরের নবী ও মাসীহ তালুত ঈশ্বর নির্দেশিত এ গণহত্যা বাস্তবায়নে সামান্য ত্রুটি করার কারণে ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেন। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে একটা দুষ্ট আত্মা এসে শৌল বা তালুতকে বিপথগামী করেন। আর ঈশ্বর তালুত বা শৌলের এ অপরাধের জন্য শৌলের বংশের নিরপরাধ মানুষদেরকে নির্মম শাস্তি দেন। "দাউদের রাজত্বের সময় পর পর তিন বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেজন্য দাউদ মাবুদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে মাবুদ বললেন, 'এটা হয়েছে তালুত ও তার বংশের জন্য। তারা রক্তপাতের দোষে দোষী; তালুত গিবিয়োনীয়দের মেরে ফেলেছিল।" (২ শামুয়েল ২১/১) ঈশ্বরের এ মহাশাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দাউদ তালুতের দুজন ছেলে এবং তালুতের এক মেয়ের পাঁচজন ছেলে– মোট ৭ জন মানুষকে হত্যা করে লাশগুলো ফেলে রাখার ব্যবস্থা করলেন। (২ শামুয়েল ২১/২-৯)

তালুতের অপরাধের জন্য ঈশ্বর পুরো রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দিলেন। দুর্ভিক্ষ অপসারণের জন্য পরাজিত রাজা তালুতের বংশের অসহায় ও নিরপরাধ ৭ জন মানুষের নির্মম হত্যা ও মৃতদেহের অবমাননার ব্যবস্থা করলেন। হত্যার জন্য দাউদ ৭ জনকে নিজের ইচ্ছামত বাছাই করলেন! অপরাধী, নিরপরাধ, সংশ্লিষ্ট, অসংশ্লিষ্ট, নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোনো কিছুই বিবেচনার কোনো প্রয়োজন নেই। তালুত-বংশের যে কোনো ৭ জন পুরুষকে হত্যা করলেই ঈশ্বরের গজব উঠে যাবে! বিভিন্ন ধর্মের নরবলি বা কুমারী কন্যা বলি দেওয়ার মতই ব্যবস্থা! কোনো একজনকে ধরে বলি দিলেই দেবতা খুশি! আর এভাবে ৭ জনকে বলি দেওয়াতে খুশি হয়ে সত্যই গজব তুলে নিলেন বাইবেলীয় ঈশ্বর (২ শামুয়েল ২১/১৪)।

৬.১.৩.১২. পূর্বপুরুষদের পাপের ভার ৪০০০ বছর পরের মানুষদের উপর

আমরা দেখলাম, পিতৃপুরুষদের অপরাধে ৪০০ বছর পরের বংশধরদের দায়ী করলেন পিতা ঈশ্বর। যীশু বা পুত্র ঈশ্বর আরেকটু এগিয়ে যান। যীশু ৪০০০ বছর পরের মানুষদেরকে পূর্বের পাপের জন্য দায়ী করেন। তিনি তাঁর যুগের ইহুদিদেরকে আদমের যুগের পাপের জন্য শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা দেন: "এজন্য নির্দোষ হাবিলের খুন থেকে শুরু করে আপনার যে বরখিয়ের ছেলে জাকারিয়াকে পবিত্র স্থান আর কোরবানগাহের মাঝখানে খুন করেছিলেন, সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নির্দোষ লোক খুন হয়েছে আপনারা সেই সমস্ত রক্তের দায়ী হবেন। আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, এই কালের লোকেরাই সেই সমস্ত রক্তের দায়ী হবে।" (মথি ২৩/৩৫-৩৬, মো.-০৬)

৬. ১. ৩. ১৩. পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য উত্তরপুরুষদের চিরস্থায়ী শাস্তি

শুধু ৪০০ বা ৪০০০ বছর নয়, অপরাধীর কারণে তার বংশধর বা তার পিতার বংশধরদের চিরস্থায়ী শাস্তি প্রদান বাইবেলীয় ঈশ্বরের অন্যতম বিধান এবং বাইবেলীয় ধার্মিকতার মূল স্তম্ভ। বাইবেলে বিষয়টা বহুবার এসেছে। এখানে কয়েকটা নমুনা দেখুন:

(১) পূর্বপুরুষদের অপরাধে অম্মোনীয় ও মোয়াবীয়দের চিরস্থায়ী শাস্তি: "কোন অম্মোনীয় কিংবা মোয়াবীয় মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না; তার চৌদ্দ পুরুষেও কেউ তা কখনও করতে পারবে না। কিসম দেশ থেকে বের হয়ে আসবার পরে তোমাদের যাত্রার পথে তারা খাবার ও পানি নিয়ে তোমাদের কাছে এগিয়ে আসেনি, বরং তোমাদের বদদোয়া দেবার জন্য তারা ইরাম-নহরয়িম দেশের পথোর শহর থেকে বাউরের ছেলে বালামকে টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছিল।... তোমরা যতদিন বাঁচবে ততদিন এদের কোন উপকার বা উন্নতির চেষ্টা করবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/৩-৬, মো.-০৬)

(২) দাউদের সেনাপতি যোয়াব অন্যায়ভাবে তালুতের সেনাপতি অবনেরকে হত্যা করেন। এজন্য দাউদ তাঁর সেনাপতি যোয়াবকে কোনো শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে ঈশ্বরের নিকট বদদোআ করে যোয়াবের বংশধরদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করলেন: "পরে দাউদ সেই খবর পেয়ে বললেন, নেরের ছেলে অবনেরের রক্তপাতের ব্যাপারে আমি ও আমার রাজ্য মাবুদের সামনে চিরদিনের জন্য নির্দোষ। যোয়াব ও তার পিতার বংশের সকলেই যেন সেই রক্তের দায়ী হয়। যোয়াবের বংশে সব সময় যেন কেউ না কেউ পুরুষাংগের স্রাব কিংবা চর্মরোগে ভোগে, কেউ লাঠিতে ভর দিয়ে চলে, কেউ খুন হয় কিংবা কেউ অভাবে কষ্ট পায়।" (২ শামুয়েল ৩/২৮-৩০, মো.-০৬)

(৩) ঈশ্বরের পুত্র ও নবী শলোমন শেষ জীবনে মূর্তিপূজা করেন। ঈশ্বর এজন্য শলোমনকে কোনো শাস্তি দিলেন না। বরং তাঁর বংশধরদের শাস্তি দিলেন: "তোমার এই ব্যবহারের জন্য এবং আমার দেওয়া ব্যবস্থা ও নিয়ম অমান্য করবার জন্য আমি অবশ্যই তোমার কাছ থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তোমার একজন কর্মচারীকে দেব। তবে তোমার পিতা দাউদের কথা মনে করে তোমার জীবনকালে আমি তা করব না, কিন্তু তোমার ছেলের হাত থেকে তা আমি চিরে নেব।" (১ বাদশাহনামা ১১/১১-১২, মো.-০৬)

(৪) ইসরাইল রাজ্যের প্রথম রাজা যারবিয়াম/ ইয়ারাবিম (Jeroboam)। তিনি রাজা হয়ে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হন। এজন্য ঈশ্বর তাকে মোটেও শাস্তি দেননি। তবে তার বংশধরদের কঠিন শাস্তি প্রদান করেন: "এজন্য দেখ, আমি ইয়ারাবিমের কুলের উপরে অমঙ্গল ঘটাবো; যারবিয়াম-বংশের প্রত্যেক পুরুষকে মুছে ফেলব– সে ইসরাইলের মধ্যে কেনা গোলামই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক; লোকে যেমন ঝাঁটি দিয়ে নিঃশেষে মল দূর করে, তেমনি আমি ইয়ারাবিমের কুলকে একেবারে ঝাঁটি দিয়ে ফেলবো। ইয়ারাবিমের যে কেউ নগরে মৃত্যুবরণ করলে তাকে কুকুরে খাবে ও যার মৃত্যু মাঠে হবে, তাকে আসমানের পাখিরা খাবে। (১ বাদশাহনামা ১৪/১০; ১৫/২৯-৩০, মো.-১৩)

(৫) ইসরাইল রাজ্যের তৃতীয় রাজা 'বাশা' (Baasha)। তিনিও প্রতিমা পূজায় লিপ্ত ছিলেন। ঈশ্বর তার পাপের শাস্তি তার বংশধরদের দিলেন: "হে বাশা, আমি তোমাকে ধুলা থেকে তুলে এনে আমার বান্দা বনি-ইসরাইলদের নেতা করেছি। কিন্তু তুমি ইয়ারাবিমের পথে চলেছ ও আমার বান্দা বনি-ইসরাইলদের দিয়ে গুনাহ্ করিয়েছ আর তাদের সেই গুনাহের দরুন আমাকে রাগিয়ে তুলেছ। কাজেই তুমি ও তোমার বংশকে আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। আমি তোমার বংশকে নবাটের ছেলে ইয়ারাবিমের বংশের মত করব। তোমার যে লোকেরা শহরে মরবে তাদের খাবে কুকুরে আর মাঠের মধ্যে যারা মরবে তাদের খাবে পাখীতে।" (১ বাদশাহ্নামা ১৬/২-৪, মো.-০৬)

(৬) এ রাজ্যেরই অষ্টম বাদশাহ আহাব (Ahab)। তিনিও প্রতিমাপূজা ও অন্যান্য অনেক অপরাধ করেন। এজন্য ঈশ্বর তার বংশধরদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেন: "আমি তোমার উপর বিপদ নিয়ে আসব। তোমাকে আমি একেবারে ধ্বংস করব। গোলাম হোক আর স্বাধীন হোক তোমার বংশের প্রত্যেকটা পুরুষ লোককে আমি শেষ করে দেব.... তোমার যে সব লোক শহরে মরবে তাদের খাবে কুকুরে আর যারা মাঠের মধ্যে মরবে তাদের খাবে পাখীতে।" (১ বাদশাহ্নামা ২১/২১-২৪, মো.-০৬)

৬. ১. ৩. ১৪. একের অপরাধে অন্যের শাস্তিই বাইবেলীয় ধার্মিকতার ভিত্তি

'একের অপরাধে অন্যের শাস্তি' বা 'পূর্বপুরুষের অপরাধে উত্তর পুরুষের চিরস্থায়ী শাস্তি' মানবীয় বিচারে যতই অগ্রহণযোগ্য হোক, প্রকৃত বাস্তবে খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি এরূপ ঐশ্বরিক বিচার ব্যবস্থার উপরেই। 'আদমের পাপে তাঁর সকল বংশধরের শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিশ্বাস' এবং 'এ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য একটা বলি বা কাফফারার প্রয়োজনীয়তার বিশ্বাস'- এ দুটো বিশ্বাসের উপরেই খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি।

আদম থেকে যীশু পর্যন্ত ৭৫ প্রজন্ম (লূক: ৩য় অধ্যায়) অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আদম সন্তানরা আদমের পাপের বোঝা বহন করে বেড়াচ্ছে। যদি ভালরকম একটা প্রায়শ্চিত্ত না করা যায় তবে লক্ষ কোটি প্রজন্মের সকল আদম-সন্তানকেই আদমের পাপের কারণে নরকে যেতে হবে। এজন্য পিতা ঈশ্বর দেখলেন, পুত্র ঈশ্বরের ইহুদিদের হাতে লাঞ্ছিত ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়াই আদমের পাপের যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত। আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ৭৫ প্রজন্ম পরে ঈশ্বরের পুত্রকে বলি দিতে হল।

৬. ১. ৪. ঈশ্বর কি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ নন?

বাইবেলের ঈশ্বর অনেক কিছুই করতে পারেন না। তিনি এহুদা-বংশের সাথে থেকে দুর্বলদের উপর তাদের জয়ী করলেন, তবে লোহার রথ থাকায় শক্তিশালীদের হারাতে পারলেন না: "মাবুদ এহুদা-বংশের সহবর্তী ছিলেন, সে পর্বতময় দেশের নিবাসীদের অধিকারচ্যুত করলো। এহুদা সমভূমি নিবাসীদের অধিকারচ্যুত করতে পারল না; কারণ তাদের লোহার রথ ছিল।" (বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ ১/১৯, মো.-১৩)

ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পল দাবি করেন যে, যীশু তাঁকে বলেছিলেন: "তোমার নিজের লোকদের (ইহুদীদের) এবং অ-ইহুদিদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব।" (প্রেরিত ২৬/১৭, মো.-০৬)। কিন্তু বাস্তবে এ ওয়াদা কার্যকর হয়নি। সাধু পলকে যীশু রক্ষা করেননি; বরং তিনি নিহত হয়েছেন। ৬২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে অ-ইহুদি রোমান সরকার তাকে বন্দি করে এবং মৃত্যুদন্ড প্রদান করে।[৮]

বিষয়গুলো খুবই অশোভনীয়। ঈশ্বর কি না জেনে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন? না সিদ্ধান্ত নিয়ে জানানোর পরে তা বাস্তবায়নে অক্ষম হবেন?

---

[৮] Martyn, J. Louis. "Saint Paul." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

বাইবেলের বর্ণনানুসারে স্রষ্টা অনেক কিছুই জানতে, দেখতে বা শুনতে পারেন না। কেউ গাছের আড়ালে গেলে তাকে দেখতে পান না; বরং তাকে ডেকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হন যে, তুমি কোথায় (আদিপুস্তক ৩/৯)। দূরের মানুষদের অবস্থা দেখতে তাঁকে নিচে নেমে আসতে হয় (আদিপুস্তক ১১/৫)। পৃথিবীর মানুষদের চিৎকার তাঁর কানে পৌছালেও তাদের কর্ম তিনি দেখতে পান না। অর্থাৎ তাঁর শ্রবণ শক্তির চেয়ে দর্শন শক্তি দুর্বল (আদিপুস্তক ১৮/২০-২১)

৬. ১. ৫. বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে কঠিন শাস্তি

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর সামান্য অপরাধে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেন আবার কঠিন অপরাধেও কোনো শাস্তি দেন না। বৈৎ-শেমস গ্রামের মধ্য দিয়ে ইহুদিদের পবিত্র সিন্দুকটা নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী সিন্দুকটার মধ্যে দৃষ্টিপাত করে। এ অপরাধে ঈশ্বর সেই গ্রামের ৫০ হাজার ৭০ জনকে হত্যা করেন! (১ শমূয়েল ৬/১৯-২০) এরা মূলত কোনো পাপই করেননি। শুধু নিজেদের কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে কৌতূহলী হয়ে ঈশ্বরের সিন্দুক বা শরীয়ত-সিন্দুক (ark of the covenant)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তিনি মানুষের পাপের অপরাধে নিরপরাধ পশু-পাখীকে ধ্বংস করেন (আদিপুস্তক ৬/৬-৭)। একটা হুকুম অমান্য করায় তিনি ইহুদি জাতির সকল নেতা ও গোত্রপতিকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করেন এবং ২৪ হাজার মানুষকে মহামারি দ্বারা ধ্বংস করেন। (গণনা পুস্তক ২৫/৪-৯)।

ঈশ্বর একজন নবীকে পাপাচারী ইহুদি রাজা যারবিয়ামকে সতর্ক করতে বৈথলে পাঠান এবং তাঁকে নির্দেশ দেন বৈথলে পানাহার না করতে। তিনি যখন দায়িত্ব পালন করে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন বৈথলের একজন নবী প্রতারণাপূর্বক তাকে বলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বাড়িতে পানাহার করতে। এ কথায় প্রথম নবী প্রতারিত হয়ে প্রতারক নবীর বাড়িতে পানাহার করেন। এতে ঈশ্বর প্রতারিত নবীকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেন। একটা সিংহ তাকে হত্যা করে। তবে প্রতারক নবীকে ঈশ্বর কোনো শাস্তি দেননি, এমনকি তিরস্কারও করেননি। (১ রাজাবলির ১৩/১-৩২)

৬. ১. ৬. সাধারণ পাপে পরকালীন অনন্ত শাস্তি

ঈশ্বর পরকালেও সামান্য পাপের কারণে কঠিন শাস্তি দেবেন। অসহায়দের সাহায্য না করায় অনন্ত জাহান্নাম! অসহায় কোনো বিশ্বাসীকে কষ্ট দিলেও একইরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তি। কারো হাত, পা, বা চোখ ভাল কাজে বাধা দিলে তাকেও অনন্তকাল জাহান্নামে পুড়তে হবে! মূর্তি পূজা করলেও যে শাস্তি, মূর্তির ছবি লাগালেও সেই শাস্তি। এ সবই বাইবেলে যীশুর নামে বলা হয়েছে। যীশুর বোঝা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়টা আলোচনা করেছি। (মথি ২৫ অধ্যায়, বিশেষত ২৫/৪৫-৪৬; মার্ক ৯/৪২; ৯/৪৩-৪৭; প্রকাশিত বাক্য/ কালাম ১৪/৯-১১)

৬. ১. ৭. মহাপাপীদের দায়মুক্তি বা প্রতিরক্ষা

সামান্য অপরাধে কঠিন শাস্তির বিপরীতে বাইবেলের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, হত্যা, ব্যভিচার, প্রতারণা ইত্যাদি মহাপাপের জন্য ঈশ্বর শাস্তি তো দিচ্ছেনই না; উপরন্তু অপরাধীকে সাহায্য করছেন ও আশীর্বাদ করছেন। যেমন:

(ক) ইহুদিদের মেয়েরা বেশ্যা হলে আর পুত্রবধুরা ব্যভিচার করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না (হোশেয় ৪/১৪)।

(খ) হত্যাকারী কয়িন (কাবিল)-কে ছাড় দিচ্ছেন। কোনোরূপ শাস্তি তো দিচ্ছেনই না; উপরন্তু তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করছেন (আদিপুস্তক ৪/১৩-১৫)।

(গ) প্রতারক-প্রবঞ্চককে শাস্তি না দিয়ে তাকে সহযোগিতা ও আশীর্বাদ করেন (আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায়

ও ২৮/১৩-১৫)।

৬. ১. ৮. ক্রোধ সংবরণে অক্ষমতা!

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বর নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন না। দেখুন: যাত্রাপুস্তক ৩২/১০; গণনাপুস্তক ১১/১; ১৬/৪৬; ৩২/১৩-১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১৭; বিচারকর্তৃগণ ১/২; ২ শমূয়েল ২৪/১; ১ রাজাবলি ১৪/৯; ১৫/৩০; ১৬/২; ১৬/৭; ১৬/১৩; ১৬/২৬; ২ রাজাবলি ১৩/৩; ২ বংশাবলি ৩৪/২৫; নোহেমিয় ১/২; গীতসংহিতা ২/১৯; ১৮/৭; যিরমিয় ৪৪/৬; হোশেয় ১/২ ইত্যাদি।

৬. ১. ৯. ঈর্ষাকাতরতা!

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বর ঈর্ষাকাতর (jealous)। তিনি নিজেকে বার বার 'একজন ঈর্ষাকাতর ঈশ্বর' (a jealous God) বলে ঘোষণা করেছেন। 'jealous' শব্দের অর্থ ঈর্ষাপরায়ণ, অধিকারহানির জন্য শঙ্কিত বা ঈর্ষাকাতর। ইংরেজিতে সকল স্থানেই জেলাস (jealous) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বাংলা অনুবাদে এ শব্দটাকে কোনো কোনো সংস্করণে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কোনো সংস্করণে আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে আপেক্ষিক ভাল অর্থ লেখা হয়েছে। (যাত্রাপুস্তক ২০/৫; ৩৪/১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৪/২৪; ৫/৯; ৬/১৫; যিহশূয় ২৪/১৯)

৬. ১. ১০. অনুশোচনা!

ঈশ্বর অনুশোচনা ও অনুতাপ করেন বলে বাইবেলে বলা হয়েছে। ইংরেজি রিপেন্ট (repent) শব্দটির অর্থ অনুশোচনা, অনুতাপ, দুঃখিত হওয়া, পথ পরিবর্তন করা (be sorry, change ways) ইত্যাদি। বাইবেলের নতুন নিয়মে যোহন বাপ্তাইজক, যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ মানুষদেরকে রিপেন্ট (Repent) করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলা বাইবেলে এর অর্থ লেখা হয়েছে: 'মন ফেরাও'। কিতাবুল মোকাদ্দসে: তাওবা কর। (মথি ৩/৩; ৪/৭; মার্ক ১/১৫; ৬/১২; লূক ১৩/৩; ১৩/৫; ১৬/৩০; ১৭/৩; ১৭/৪; প্রেরিত ২/৩৮; ৩/১৯; ৮/২২; ১৭/৩০; ২৬/২০)

এরূপ মন ফেরানো বা তাওবা করা বাইবেলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। যদিও বাইবেলেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষ নন; কাজেই তিনি রিপেন্ট (repent) অর্থাৎ অনুতাপ বা অনুশোচনা করতে পারেন না (১ শমূয়েল ১৫/২৯)। কিন্তু এর ঠিক বিপরীতে এ কর্মটিই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি করার পর যখন মানুষেরা পাপ করতে থাকে তখন তিনি মানুষ সৃষ্টি করে ভুল করেছেন জেনে অনুশোচনা করেন এবং মনের ব্যথায় কষ্ট পেতে থাকেন (And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart) (আদিপুস্তক ৬/৬-৭)। তিনিই তালুত বা শৌলকে ইহুদিদের রাজা এবং 'মসীহ' বা অভিষিক্ত (Christ) বানান। রাজা হওয়ার পরে ঈশ্বরের এ 'মসীহ' অন্যায় করলে ঈশ্বর অনুশোচনা করেন (১ শমূয়েল ১৫/১১, ৩৫)।

৬. ১. ১১. হত্যাপ্রীতির বর্ণনা

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে বাইবেলীয় ঈশ্বর হত্যাপ্রিয়। তিনি নিজেই সামান্য অপরাধে অথবা কোনো অপরাধ ছাড়াই অগণিত মানুষকে হত্যা করেন। পিতার অপরাধে সন্তানদেরকে হত্যা করেন এবং পাপীর অপরাধে সৎ ও নিরপরাধকে হত্যা করেন। পাশাপাশি মানুষদেরকে নির্দেশ দেন অন্যান্য মানুষদের হত্যা করতে। নমুনা দেখুন: যাত্রাপুস্তক ৪/২৪; ৩২/২৭-২৮; ৩৪/৬-৭; লেবীয় ২৬/৭-৮; ২৬/১৪-২২; গণনাপুস্তক ১১/১; ১৬/৩১-৩৫; ২১/৬; ২১/৩৪-৩৫; ২৫/৪-৫; ২৫/১৭; ৩১/৭-৮; ৩৫/১৯-২১; দ্বিতীয় বিবরণ ২০/১৬-১৭; ৩২/৩৯-৪৩; যিহশূয় ১০/১০-১১; ১০/৪০; ১ শমূয়েল

৫/৯; ১৫/৩, ১৮; ২ শমূয়েল ৬/৬-৭; ২ রাজাবলি ৫/৭; গীতসংহিতা ১৩৫/১০; ১৩৬/১৭-১৮; যিশাইয় ৬৬/১৬; যিরমিয় ১৩/১৪; ৪৮/১০; যিহিষ্কেল ৯/৫-৬; ২১/৩-৪; হোশেয় ৯/১৬; ১৩/১৬; আমোষ ২/৩ ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে 'বাইবেলীয় নৃশংসতা' (Bible Atrocities) প্রবন্ধে ডোনাল্ড মরগান (Donald Morgan) লেখেছেন: "In the Bible, words having to do with killing significantly outnumber words having to do with love." "বাইবেলের মধ্যে ভালবাসা বিষয়ক শব্দাবলির চেয়ে হত্যা বিষয়ক শব্দাবলি লক্ষণীয়ভাবে বেশি।"[৯]

এখানে ঈশ্বরের হত্যাপ্রিয়তার একটামাত্র নমুনা দেখুন। ঈশ্বর হারুনকে ইহুদি জাতির পুরোহিত, যাজক বা ইমাম নিযুক্ত করেন। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনে সামান্য একটু ভুল করার কারণে হারুনের দু'পুত্রকে ঈশ্বর তাৎক্ষণিক হত্যা করেন: "হারুনের ছেলে নাদব ও অবীহূ তাদের আগুনের পাত্রে করে আগুন নিয়ে তার উপর ধূপ দিল। তারা মাবুদের হুকুমের বাইরে অন্য আগুনে মাবুদের উদ্দেশ্যে ধূপ কোরবানী করল। এর দরুন মাবুদের কাছ থেকে আগুন বের হয়ে এসে তাদের পুড়িয়ে দিল, আর তারা মাবুদের সামনেই মারা গেল।" (লেবীয় ১০/১-২, মো.-০৬)

আনুষ্ঠানিকতায় সামান্য ভুলের কারণে তাৎক্ষণিক হত্যা! তাওবারও সুযোগ নেই! পাঠকের কাছে কি এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়? আমরা বাইবেলীয় বর্ণনাকে মিথ্যা বলব? না স্রষ্টাকে নিষ্ঠুরতায় অভিযুক্ত করব? আমরা নবম অধ্যায়ে হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৬. ১. ১২. পক্ষপাতিত্বের বিবরণ

ইতোপূর্বে বৈপরীত্য প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন। সর্বোচ্চ পক্ষপাতিত্ব ইসরাইল বা ইয়াকুব (যাকোব)-এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সকল মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও শুধু বংশের কারণে তিনি একান্ত পক্ষপাতিত্বের সাথে বনি-ইসরাইল জাতিকে অন্যান্য জাতি থেকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে বাইবেল নিশ্চিত করেছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৭/৬: "কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা (holy people); ভূতলে যত জাতি আছে, সে সকলের মধ্যে (সকলের উপরে: above all people) আপনার নিজস্ব প্রজা (special people) করিবার জন্য সদাপ্রভু তোমাকেই মনোনীত (chosen) করিয়াছেন।"

বাইবেল-২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তোমরা এমন একটি জাতি যাকে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর/ মাবুদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। তোমরা যেন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর/ মাবুদ আল্লাহর নিজের লোক/ বান্দা ও সম্পত্তি হও সেইজন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্য থেকে তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন।"

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "কেননা তুমি তোমার আল্লাহ মাবুদের পবিত্র লোক; ভূতলে যত জাতি আছে, সেই সবের মধ্যে তাঁর নিজস্ব লোক করার তোমার আল্লাহ মাবুদ তোমাকেই মনোনীত করেছেন।"

সুপ্রিয় পাঠক, বাইবেলের বর্ণনায় ইয়াকুবের বংশধরদেরকে ঈশ্বর কোনো বিশ্বাস বা কর্মের কারণে এ পবিত্রতা ও মর্যাদা দেননি। ঈশ্বর তাদের বিশ্বাস ও কর্মের দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে মর্যাদা, পবিত্রতা, সাহায্য-সহযোগিতা একান্তই বংশের কারণে।

কোনো কর্ম বা পাপ-পুণ্য বিচার না করে শুধুমাত্র জাতি, বর্ণ, বংশ বা রক্তের কারণে একটা সম্প্রদায়কে

---

[৯] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/atrocity.html

নিজের পবিত্র ও বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা মানবীয় বিবেকে বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বলেই গণ্য। তবে এটাই বাইবেলের মূল বিশ্বাস ও শিক্ষা। বার বার বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, বনি-ইসরাইল বা ইয়াকুবের বংশধর ঈশ্বরের পবিত্র ও বাছাইকৃত জাতি, তাদেরকে পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে পবিত্রতা দেওয়া হয়েছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/২; ১৪/২১; ২৬/১৯; ২৮/৯; ১ শমূয়েল ১২/২২; ১ বংশাবলি ১৭/২২; যিশাইয় ৫২/৬; ৬২/১২; দানিয়েল ৮/২৪; ১২/৭)।

৬. ১. ১৩. কেনান ও ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র বাইবেলের মূল ভিত্তিই পক্ষপাতিত্ব। ঈশ্বর সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা হলেও কোনো কারণ ছাড়াই তিনি সকলের মধ্যে মাত্র একজন মানুষ 'যাকোব' বা ইসরাইলের বংশধরদের পক্ষে। বনি-ইসরাইলের প্রয়োজনে অন্য সকল মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন বাইবেলের ঈশ্বর।

বাইবেলের মূল কাহিনী প্রতিশ্রুত দেশ (The Promised Land)-এর কাহিনী। ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সন্তান, প্রজা বা বান্দা বনি-ইসরাইলকে দুধ ও মধুতে পরিপূর্ণ একটা দেশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সন্তানদেরকে দুধ-মধুময় জনমানবশূন্য কোনো উর্বর দেশ প্রদান করলে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঈশ্বর বনি-ইসরাইলকে কনান বা কেনান দেশ (Canaan) নামে প্রসিদ্ধ বৃহত্তর সিরিয়া-ফিলিস্তিনের মূল অধিবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে দেশগুলো অধিকার করার নির্দেশ প্রদান করলেন। যে মানুষগুলো 'দুধ-মধুময়' এ দেশগুলোতে প্রাগৈহিতাসিক যুগ থেকে বসবাস করছেন, এ দেশেই যাদের ও যাদের পূর্বপুরুষদের জন্ম, কোনো কারণ ছাড়াই তাদেরই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বিভিষিকাময় হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের দেশ দখল করতে বনি-ইসরাইলকে নির্দেশ দিলেন। বাইবেল এ দখল ও হত্যাযজ্ঞের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

বনি-ইসরাইলের সামান্যতম অসুবিধার সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলেও লক্ষ লক্ষ অ-ইসরাইলীয়কে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে। যখনই বনি-ইসরাইল হত্যাযজ্ঞে সামান্য আপত্তি করেছে বা সামান্য মানবতা প্রদর্শন করেছে তখনই ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। নবম অধ্যায়ে হত্যা ও জিহাদ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

ঈশ্বর বলছেন: "আমি আমার নিজের বান্দা (জাতি: people) হিসেবে আমি তোমাদের কবুল করব আর তোমাদের আল্লাহ হব। তখন তোমরা জানতে পারবে যে, আমি আল্লাহই তোমাদের মাবুদ, আর মিসরীয়দের বোঝার তলা থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি। যে দেশ দেবার কসম আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে খেয়েছিলাম সেই দেশেই আমি তোমাদের নিয়ে যাব এবং সেই দেশের অধিকার আমি তোমাদের দেব। আমিই মাবুদ।" (হিজরত ৬/৭-৮, মো.-০৬)

একজন সরলমনা বিশ্বাসী হয়ত এ কথা পড়ে উজ্জীবিত হবেন। কিন্তু পাঠক কি জানেন এ কথার অর্থ কী? এ কথার অর্থ হল, ফিলিস্তিন ও তৎপার্শ্ববর্তী বিশাল দেশের কয়েক কোটি মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের দেশগুলো দখল করা। মূল বিষয় একটাই। যাকোব বা ইসরাইলের বংশধরদের স্বার্থ ও ইচ্ছার উপরে নির্ভর করছে বাকি মানব জাতির বেঁচে থাকার সুযোগ। ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, প্রজা বা বান্দা ইসরাইলের বাঁচার পরে যদি সুযোগ থাকে তবে অন্য জাতির মানুষেরা বাঁচার অধিকার পাবে।

যীশুও এ পক্ষপাতিত্ব নিশ্চিত করেছেন। ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান বনি-ইসরাইলের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করার পরেই অন্যদের চিন্তা। অ-ইহুদি মহিলাকে দোআ করতে অস্বীকার করে তিনি বলেন: "সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়" (মথি ১৫/২২-২৮)। এজন্যই তাঁর ধর্ম বনি-ইসরাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তিনি বলেন: "ইস্রায়েল কুলের হারানো মেষপাল ছাড়া আর কাহারও

নিকটে আমি প্রেরিত হইনি" (মথি ১৫/২৪)। তিনি শমরীয় মহিলাকেও এ পক্ষপাতিত্বের কথা জানিয়ে বলেন: "ইহুদিদের মধ্য হতেই পরিত্রাণ" (যোহন ৪/৪-৫)। রক্ত ও বর্ণ বিচারে বনি-ইসরাইল ছাড়া অন্য বংশের মানুষদেরকে তিনি কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং অ-ইহুদিদেরকে দীক্ষা দিতে নিষেধ করেছেন; কারণ শূকর ও কুকুররা পবিত্র শিক্ষা বুঝবে না (মথি ৭/৬; মথি ১০/৫-৮; মথি ১৫/২২-২৮; মার্ক ৭/২৫-২৯)।

৬. ১. ১৪. মিসরবাসীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব

মিসরের শাসক ফেরাউনের নিকট থেকে মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে বনি-ইসরাইলদের মুক্ত হয়ে আসার বিবরণ বাইবেল ও কুরআন উভয় পুস্তকের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে বর্ণনার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনের বর্ণনায় মূসা (আ.) ফেরাউনকে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেন এবং বনি-ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে নেওয়ার অনুমতি দাবি করেন। কিন্তু ফেরাউন ও তার অনুসারীরা সবকিছু জেনে বুঝেও জাগতিক স্বার্থে মূসার দাওয়াত অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত ফেরাউন ও তার অনুগামীরা শাস্তি পায়।

পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনায় মূসা (আ.) ফেরাউনকে বিশ্বাসের কোনো দাওয়াত দেননি। শুধু নিজের জাতিকে মুক্তি দেওয়ার দাবি করেন। ফেরাউন তাদেরকে ছেড়ে দিতে চান। কিন্তু ঈশ্বর পরিকল্পিতভাবে ফিরাউনের মন কঠিন করে দেন। যেন ফেরাউন ও মিসরবাসীকে শাস্তি দিয়ে তাঁর গৌরব ও কুদরত দেখাতে পারেন। এছাড়া কুরআনের বর্ণনায় ফেরাউন ও তার সৈন্যরা শাস্তি পায়। পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর ফেরাউনের অপরাধে মিসরের অগণিত নিরপরাধ মানুষ ও জীব-জানোয়ারকেও শাস্তি দেন। ঈশ্বর ফেরাউনকে অবাধ্য হতে বাধ্য করেন।

ঈশ্বর বলেন: "কিন্তু আমি ফেরাউনের মন কঠিন করব যাতে আমি মিসর দেশে অনেক অলৌকিক চিহ্ন ও কুদরতি দেখাতে পারি। সে কিছুতেই তোমাদের কথা শুনবে না। সেজন্য আমি মিসর দেশের উপরে আমার হাত তুলব এবং ভীষণ শাস্তি দিয়ে আমি আমার সৈন্যদের, অর্থাৎ আমার আপন প্রজা (ইংরেজি: my people, কি. মো.: বান্দা) বনি-ইসরাইলদের সেই দেশ থেকে বের করে আনব। আমি যখন আমার কুদরত ব্যবহার করে মিসর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদের বের করে আনব তখন মিসরীয়রা বুঝতে পারবে যে, আমিই মাবুদ।" (যাত্রাপুস্তক/হিজরত ৭/৩-৫, মো.-০৬)

তাহলে সুপরিকল্পিতভাবে ফিরাউনের মন কঠিন করে মহা হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞের উদ্দেশ্য একটাই, ঈশ্বরের যে অনেক ক্ষমতা আছে তা মিসরীয়দের জানান। ঈশ্বর নিজের সেনাবাহিনী ও নিজের বিশেষ প্রজাদের পক্ষে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য নিম্নের কর্মগুলো করলেন:

(১) মিসরের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও ঘরের পাত্রের সকল পানি রক্ত বানালেন এবং সকল মাছ মেরে ফেললেন। (যাত্রাপুস্তক ৭/১৪-২৫)

(২) এর সাত দিন পর ব্যাঙ দিয়ে মিসর দেশ ভরে দিলেন। পরে ডাঙার সকল ব্যাঙ মেরে ফেললেন। (যাত্রাপুস্তক ৮/১-১৫)

(৩) পুরো দেশ মশা দিয়ে ভরে দিলেন। (যাত্রাপুস্তক ৮/১৬-১৯)

(৪) মিসর দেশটাকে পোকা দিয়ে ভরে দিলেন এবং পোকার উৎপাতে মিসর দেশের সর্বনাশ হতে লাগল। (যাত্রাপুস্তক ৮/২০-২৪)

(৫) এরপর ঈশ্বর মিসরীয়দের সব পশু মেরে ফেললেন। (যাত্রাপুস্তক ৯/৬)

(৬) মিসরের সকল পশু মেরে ফেলার পরেই ঈশ্বর মিসরের সকল পশু এবং সকল মানুষের গায়ে ফোড়া ও ঘা দিয়ে ভরে দিলেন। (যাত্রাপুস্তক ৯/৮-১২)

(৭) মাঠে অবস্থানরত সকল মানুষ ও পশুকে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি দিয়ে মেরে ফেললেন। তবে যে সকল পশু

ও মানুষ ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল তারা বেঁচে গেল। যদিও কয়েকদিন আগেই সকল পশু মরে গিয়েছিল। (যাত্রাপুস্তক ৯/১৩-২৬)।

(৮) পুরো মিসর দেশটা পঙ্গপাল দিয়ে ভরে দিলেন। এরপর লক্ষকোটি পঙ্গপালকে লোহিত সাগরে ফেলে মেরে ফেললেন (যাত্রাপুস্তক ১০/১৩-২০)

(৯) তিনদিন গাঢ় অন্ধকারে দেশটা ডুবিয়ে রাখলেন। (যাত্রাপুস্তক ১০/২১)

(১০) এরপর মিসরের সকল মানুষের সকল প্রথম ছেলেকে হত্যা করেন। উপরন্তু মিসরীয়দের সকল প্রাণির সকল প্রথম পুরুষ বাচ্চা হত্যা করেন; যদিও মাত্র কয়েকদিন আগেই মিসরীয়দের সব পশু মরে গিয়েছিল! (যাত্রাপুস্তক ১১/১-৫, ২৯; ১২/১২, ১২/২৯-৩০)

(১১) সর্বশেষ ফেরাউন বনি-ইসরাইলকে মিসর থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে (যাত্রাপুস্তক ১২/৩০)। তবে ঈশ্বর ফেরাউন ও তার সকল সৈন্য হত্যা করে গৌরবান্বিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের মন আবারো কঠিন করে দিলেন: "আর আমি ফেরাউনের অন্তর কঠিন করবো, আর সে তোমাদের পিছনে ধাবমান হবে এবং আমি ফেরাউন ও তার সমস্ত সৈন্য দ্বারা মহিমান্বিত হব; আর মিসরীয়েরা তখন জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ।" (হিজরত ১৪/৪, মো.-১৩) এরপর যতবারই ফেরাউন ও তার সৈন্যরা নরম হয়েছে ততবারই ঈশ্বর তাদের হৃদয় শক্ত করে বনি-ইসরাইলের পিছনে তাড়া করতে বাধ্য করেন এবং সর্বশেষ সকলকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। (হিজরত/ যাত্রা ১৪/৮-৩১)

উপরের সকল হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনার মধ্যে বারবার বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, ঈশ্বর সুপরিকল্পিতভাবেই ফেরাউন ও তার কর্মচারীদের মন কঠিন করেছিলেন। ঈশ্বরের পূর্ব-সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুসারেই ফেরাউন মোশির কথা শুনতে অক্ষম হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত: ৭/ ১৩, ২২-২৩; ৮/১৫, ১৯, ৯/১২, ৩৫, ১০/১-২, ২০, ২৭)। আর সকল কিছুর উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথা সবাইকে জানানো এবং কিভাবে ঈশ্বর মিসরীয়দের বোকা বানিয়েছিলেন তা বনি-ইসরাইলের নাতি-পুতিদের কাছে গল্প করা: "এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, 'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। আমি ফেরাউন ও তার কর্মচারীদের মন শক্ত করেছি যাতে তারা আমার এ সব অলৌকিক চিহ্ন দেখতে পায় আর যাতে পরে তুমি তোমার ছেলেদের ও নাতিদের কাছে বলতে পার মিসরীয়দের আমি কিভাবে বোকা বানিয়েছি এবং আমার কুদরতির চিহ্ন দেখিয়েছি। (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ১০/১-২, মো.-০৬)

বাইবেল আরো নিশ্চিত করেছে যে, বনি-ইসরাইলের পক্ষে মিসরীদের বিপক্ষে মহান ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা ইচ্ছামত ব্যবহার করেছেন। একদিকে মিসরীয়দের মধ্যে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ বাস্তবায়নের জন্য ফেরাউন ও মিসরবাসীদের মন কঠিন করেছেন। অপরদিকে বনি-ইসরাইলদের জন্য মিসরীয়দের থেকে সোনা-রূপা লুট করার সুবিধার্থে মিসরীয়দের মধ্যে তাদের প্রতি দয়ার ভাব জাগিয়ে দেন, যেন বনি-ইসরাইলরা মিসরীয়দের কাছে যা চায় তাই দিয়ে দেয় এবং এগুলো নিয়ে তারা পালিয়ে যেতে পারে: "তুমি বনি-ইসরাইলদের বলবে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যেন তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সোনা ও রূপার জিনিস চেয়ে নেয়।' এদিকে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের প্রতি মিসরীয়দের মনে একটা দয়ার ভাব জাগিয়ে দিলেন।" (হিজরত ১১/৩, মো.-০৬)

সাধু পল লেখেছেন: "পাক-কিতাবে আল্লাহ ফেরাউনকে এই কথা বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে বাদশাহ করেছি যেন তোমার প্রতি আমার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমার কুদরত দেখাতে পারি এবং সমস্ত দুনিয়াতে যেন আমার নাম প্রচারিত হয়'। তাহলে দেখা যায় আল্লাহ নিজের ইচ্ছামত কাউকে দয়া করেন এবং কারও দিল কঠিন করেন।" (রোমীয় ৯/১৭-১৮, মো.-০৬)

৬. ১. ১৫. মিসরীয় প্রথম সন্তানদের হত্যা উপলক্ষে ঈদ পালন

বাইবেলের সবচেয়ে বড় পর্ব বা ঈদ 'নিস্তার-পর্ব' বা 'উদ্ধার-ঈদ' (Passover)। যে রাত্রিতে ঈশ্বর

মিসরের সকল মানুষের সকল প্রথম পুত্র এবং সকল প্রাণির সকল প্রথম সন্তান হত্যা করেন সে রাত্রিতে এ মহা-হত্যাযজ্ঞ উপলক্ষে এ ঈদ পালন করা হয়। এ রাত্রিতে প্রত্যেক বাইবেল অনুসারী একটা নিখুঁত ভেড়া জবাই করে কিছু গোশত ভক্ষণ করবে এবং বাকি গোশত পুড়িয়ে ফেলবে। (যাত্রাপুস্তক ১২/১-২০) নির্বিচার নিরপরাধ শিশু ও পশুর গণহত্যাকে ধর্মীয় ঈদ বানানোকে কেউ কেউ অমানবিক বলে গণ্য করেছেন। গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

"Today, many religions celebrate Passover, the night God murdered all first-born Egyptian babies. The Israelites were directed to slaughter young lambs, without blemish, and spread their blood on their door-posts so God could determine who to murder and who not to. 'The Passover' was what Jesus Christ was celebrating when Pilate took Him away to be crucified. How can anyone 'sane' today celebrate this absurdity called 'The Passover'? Wouldn't only a racist celebrate Passover? Isn't it immoral to inflict pain on helpless creatures? This God has Moses make a request for His people to leave Egypt. Pharaoh agrees, then God forces Pharaoh to disagree. Then God punishes and tortures all Egyptians, murders all their first-born babies and destroys their livestock; all, just to let everybody know who is boss (God) around here. .... The Biblical God is not a good God and the Bible is not a good model for humanity."

"যে রাত্রিতে ঈশ্বর মিসরের সকল 'প্রথমজাত' শিশুকে হত্যা করেন সে রাত্রি উপলক্ষ্যে বর্তমানে অনেক ধর্ম 'উদ্ধার-ঈদ' পালন করে। বনি-ইসরাইলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা নিখুঁত ভেড়ার বাচ্চা জবাই করবে এবং সেগুলোর রক্ত তাদের দরজায় ছিটিয়ে দেবে, কাকে হত্যা করতে হবে এবং কাকে হত্যা করতে হবে না তা যেন রক্ত দেখে ঈশ্বর চিনতে পারেন। এ 'উদ্ধার-ঈদ' পালন করার সময়েই যীশু খ্রিষ্টকে ধরে পীলাতের নিকট সমর্পণ করা হয় এবং ক্রুশে দেওয়া হয়। কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কি বর্তমানে উদ্ধার-ঈদ নামক এ উদ্ভট বিষয়টা পালন করতে পারেন? একমাত্র বর্ণবাদী জাতিবৈষম্যে বিশ্বাসী ছাড়া কেউ কি উদ্ধার-ঈদ পালন করতে পারেন? ... অসহায় সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া কি অনৈতিক নয়? বাইবেলের ঈশ্বরের নির্দেশে মোশি ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজা বনি-ইসরাইলকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ফেরাউনকে অনুরোধ করলেন। ফেরাউন মেনে নিলেন। তখন ঈশ্বর ফেরাউনকে অমত করতে বাধ্য করলেন। এরপর ঈশ্বর সকল মিসরবাসীকে নির্যাতন করলেন। তাদের সকল প্রথমজাত শিশুকে হত্যা করলেন এবং তাদের প্রাণিসম্পদ ধ্বংস করলেন। সব কিছু করলেন শুধু একটা উদ্দেশ্যে: যেন সবাই জানে যে, বস বা মালিক কে। ... বাইবেলের ঈশ্বর ভাল ঈশ্বর নন এবং বাইবেল মানবতার জন্য ভাল আদর্শ নয়।"[১০]

৬. ১. ১৬. আরো অনেক পক্ষপাতিত্বের বিবরণ

৬. ১. ১৬. ১. অবরাহামের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

বাইবেল বলছে: "নিজের বোনকে বা সৎবোনকে বিয়ে করে তার সংগে সহবাস করা একটা লজ্জার কাজ– সেই বোন মায়ের দিক থেকেই হোক কিংবা পিতার দিক থেকেই হোক। যারা তা করবে লোকদের চোখের সামনেই তাদের হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১৭, মো.-০৬)

অন্যত্র বাইবেল বলছে: "যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত, অর্থাৎ পিতৃকন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত

[১০] Exodus: http://www.thegodmurders.com/id29.html

শয়ন করে সে শাপগ্রস্ত” (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২)

বাইবেল বলছে যে, অবরাহাম নিজের বোনকে বিবাহ করেছিলেন। অবরাহাম তাঁর সৎবোন, পিতৃকন্যা বা বৈমাত্রেয় বোন সারাকে বিবাহ করেন। (আদিপুস্তক ২০/১২)। কিন্তু এজন্য ঈশ্বর অবরাহামকে হত্যাও করেননি অভিশাপও দেননি। বরং তাঁকে সকল আশীর্বাদের উৎস বানিয়ে দেন!

৬. ১. ১৬. ২. যাকোবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

ইসহাক নবীর দু' ছেলেঃ বড় ছেলে ইসাউঃ Esau। বাইবেলের বাংলা অনুবাদগুলোতে 'এষৌ', 'এসৌ' বা 'ইস' লেখা হয়েছে। ছোটে ছেলে যাকোব (ইয়াকুব), যিনি 'ইসরাইল' নামেই অধিক পরিচিত। বৃদ্ধ বয়সে ইসহাক অন্ধ হয়ে যান। তিনি আল্লাহর বিধান মত বড় ছেলে এষৌকে আশীর্বাদ করতে চান। কিন্তু যাকোব প্রতারণা করে এষৌ-এর বেশ ধরে পিতার কাছে এসে আশীর্বাদ চান। ইসহাক এষৌ মনে করে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। (আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায়) মজার কথা হল, ইসহাক অন্ধ হওয়ার কারণে এষৌ ভেবে যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন এবং ঈশ্বরও অন্ধের মতই তা বাস্তবায়ন করলেন। প্রতারককে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, ঈশ্বর বললেন, নিরপরাধ এষৌকে তিনি ঘৃণা করলেন এবং প্রতারক যাকোবকে প্রেম করলেন (মালাখি ১/২-৩)।

আমরা দেখব যে, দু' বোনকে একত্রে বিবাহ করা এবং ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলা উভয়ই বাইবেল অনুসারে ভয়ঙ্করতম অপরাধ। যাকোব এ দু'টা অপরাধই করেন কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দেননি; বরং ঈশ্বর যাকোব বা ইসরাইলকে তাঁর পুত্র (ইবনুল্লাহ), উপরন্তু প্রথমপুত্র (ইবনুল্লাহ আওয়াল) বলে ঘোষণা করেছেন (যাত্রাপুস্তক ৪/২২)।

৬. ১. ১৬. ৩. যাকোব-পুত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

যাকোব বা ইসরাইলের ন্যায় তাঁর পুত্রদের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব প্রকট। বাইবেল বলছেঃ " যে তার সৎমায়ের (father's wife পিতার স্ত্রীর) সাথে সহবাস করে সে তার পিতাকে অসম্মান করে। তা করলে তাকে এবং তার সৎমাকে হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১১)। যাকোবের পুত্র রূবেন (Rueben) তার পিতার স্ত্রী বিলহা (Bilhah)-র সাথে সহবাস করেন, কিন্তু ঈশ্বর বা তাঁর প্রিয় পুত্র (ইবনুল্লাহ) ও প্রথমজাত পুত্র ইসরাইল রুবেন ও বিলহা কাউকেই হত্যা করেননি। তিনি খবরটা শুনে কোনো প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করলেন না। (আদিপুস্তক ৩৫/২২) সারাজীবন কোনো প্রতিবাদও করেননি। শুধু মৃত্যুর আগে রূবেনকে বলেনঃ "রূবেন, তুমি আমার বড় ছেলে.... তোমার সেই উঁচু স্থান আর থাকবে না। আমার স্ত্রীর কাছে যেয়ে তুমি আমার বিছানা অপবিত্র করেছ।" (আদিপুস্তক ৪৯/৩-৪, মো.-০৬) এতটুকুতেই শেষ!

বাইবেল বলছেঃ "যদি কেউ তার ছেলের স্ত্রীর সংগে সহবাস করে তবে তাদের দু'জনকেই হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১২) কিন্তু আমরা দেখছি যে, ইসরাইলের পুত্র এহূদা/যিহূদা নিজের পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করলেন, কিন্তু ঈশ্বর বা তাঁর প্রথমপুত্র ইসরাইল কেউই যিহূদা ও তামরকে হত্যা করলেন না। উপরন্তু তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করে ঈশ্বরের পুত্রদের দাদা-দাদী হওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দাউদ, শলোমন ও যীশু– ঈশ্বরের এ তিন পুত্র বা তিন 'ইবনুল্লাহ' সকলেই যিহূদা ও তামরের বংশধর!

৬. ১. ১৬. ৪. মোশি ও হারোণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

ঈশ্বর বলছেনঃ "যদি কেউ কাউকে খুন করে তবে তাকেও হত্যা করতে হবে।... মানুষ হত্যা করলে মরতে হবে" (লেবীয় ২৪/১৭, ২১-২২)। পুনশ্চঃ "কোন লোককে আঘাত করবার ফলে যদি তার মৃত্যু হয় তবে আঘাতকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। কিন্তু খুন করবার মতলব যদি তার না থেকে থাকে, যদি এটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা হয় যাতে আমি বাধা দেননি, তবে সে এমন একটা জায়গায় পালিয়ে যেতে

পারবে যা আমি তোমাদের জন্য ঠিক করে দেব।" (হিজরত ২১/১২-১৩, মো.-০৬)

বাইবেলের বর্ণনায় মোশি পরিকল্পিতভাবে নরহত্যা করেন: "তিনি দেখলেন, এক জন মিসরীয় তাঁর ভাইদের মধ্যে এক জন ইবরানীকে মারধোর করছে। তখন তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ঐ মিসরীয়কে খুন করে বালির মধ্যে পুতে রাখলেন।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ২/১১-১২, মো.-১৩)।

এ পরিকল্পিত হত্যার জন্য ঈশ্বর মোশিকে হত্যা করলেন না; বরং তাঁকে পুরস্কৃত করলেন ও তাঁকে তাঁর প্রিয় ভাববাদী বানালেন!

গণনাপুস্তক বা শুমারীর ১২ অধ্যায় থেকে আমরা দেখছি যে, মোশির স্ত্রী ইথিওপীয়-আফ্রিকান ছিলেন। বাইবেলের বিধানে অ-ইসরাইলী কোনো মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। ইসরাইল বংশের মানুষেরা এরূপ বিবাহ ঘৃণা করতেন। এজন্য মোশির ভাই হারোণ ও বোন মরিয়ম তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেন। এতে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ঈশ্বর মরিয়মকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রমণ করেন। ৭ দিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ছাউনির বাইরে থাকার পর তাঁকে ভিতরে আনা হয়। মজার বিষয় হল, মরিয়ম ও হারুন দুজনেই একই অপরাধ করেন: 'মরিয়ম ও হারুন মূসার বিরুদ্ধে বললেন' (গণনা/শুমারী ১২/১) কিন্তু ঈশ্বর শুধু মরিয়মকে শাস্তি দিলেন, হারুনকে কিছুই বললেন না!

আমরা দেখেছি, বনি-ইসরাইলের পূজার জন্য বাছুরের প্রতিমা তৈরি করেন হারুন। অথচ ঈশ্বর তাঁকে কোনোই শাস্তি দিলেন না, অন্যদেরকে হত্যা করলেন।

৬. ১. ১৬. ৫. দাউদ ও তাঁর পুত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

ঈশ্বর বলেছেন: "যদি কেউ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সংগে, অর্থাৎ অন্য কোন লোকের স্ত্রীর সংগে জেনা করে, তবে জেনাকারী ও জেনাকারিণী দু'জনকেই হত্যা করতে হবে" (লেবীয় ২০/১০, মো.-০৬)। নবীগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, বাইবেলের বর্ণনায় দাউদ তাঁর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জেনা করেন; কিন্তু ঈশ্বর জেনাকারী দাউদ ও জেনাকারিণী বৈৎশেবা কাউকেই হত্যা করেননি। বরং জেনাকারী হওয়ার পরেও দাউদ ঈশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহ ছিলেন। ঈশ্বরের অন্য দু'পুত্র শলোমন ও যীশু দাউদ ও বৈৎশেবার বংশধর ছিলেন। এভাবেই ব্যভিচারীদের মহা মর্যাদা দান করেন এবং তাদের বংশেই ঈশ্বরের রাজ্য চিরস্থায়ী করেছেন।

আমরা আরো দেখব যে, দাউদের পুত্ররা বোনের সাথে ও সৎমায়েদের সাথে ব্যভিচার করলেও দাউদ বা ঈশ্বর তাদেরকে বাইবেল নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করেননি। বনি-ইসরাইলদের বাদশাহ সম্পর্কে ঈশ্বরের নির্দেশনা: "সে যেন অনেক বিয়ে না করে; তাতে তার মন বিপথে যাবে। সে যেন নিজের জন্য অতিরিক্ত সোনা ও রূপা জড়ো না করে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭/১৭, মো.-০৬) এর বিপরীতে আমরা দেখি যে, শলোমন ১০০০ স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন (১ রাজাবলি ১১/৩) এবং তিনি বিশ্বের সকল বাদশাহের চেয়ে বেশি ধনসম্পদ জড়ো করেন (১ রাজাবলি ১০/২৩)। ঈশ্বর তাঁর এ পুত্রকে কোনো শাস্তি দেননি। আমরা দেখব যে, শলোমন শেষ জীবন প্রতিমাপূজা করে অতিবাহিত করেন। বাইবেলে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর এ পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেননি।

৬. ১. ১৭. প্রতিবন্ধীদের প্রতি ঘৃণা

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর প্রতিবন্ধীদের ঘৃণা করেন। প্রতিবন্ধীদের জন্য তাঁর নিকটবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ। লেবীয় ২১/১৬-২০ (মো.-১৩): "তুমি হারুনকে বল যে, দেহে খুঁত নিয়ে তার কোন বংশধর তার আল্লাহর উদ্দেশ্যে খাবার উৎসর্গ করতে কোরবানগাহের কাছে যেতে পারবে না। অন্ধ, খোঁড়া, বোঁচা নাক, দেহের কোনো অংশ অস্বাভাবিক ভাবে লম্বা, হাত-পা ভাংগা, পিঠে কুঁজ আছে, অস্বাভাবিক রকমের বেটে, চোখ

খারাপ, চুলকানি রোগ কিম্বা খোস-পাঁচড়া রয়েছে, অণ্ডকোষ নষ্ট হয়েছে– এমন কোনো লোক, অর্থাৎ খুঁত সুদ্ধ কোনো লোক কোরবানগাহের কাছে যেতে পারবে না।"

সুপ্রিয় পাঠক, বিষয়টা কি অযৌক্তিক ও অশোভন নয়? অন্ধ, খোঁড়া, বোঁচা নাক, পিঠে কুঁজ... ইত্যাদি কি কোনো ব্যক্তির পাপ? না ঈশ্বরেরই সৃষ্টি? এ কারণে উক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবা বা ইবাদত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল? কোনো মা কি তার কোনো সন্তানকে অন্ধ, খোঁড়া, বোঁচা নাক বা হাত-পা ভাঙ্গা হওয়ার কারণে ঘৃণা করবেন? তার স্নেহ নেওয়ার জন্য নিকটবর্তী হতে নিষেধ করবেন?

ঈশ্বর বলেনঃ "যার অণ্ডকোষ থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে কিংবা পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে সে মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/১, মো.-০৬)। কী দুর্ভাগ্যজনক কথা! মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগদানের জন্য যৌন সক্ষমতার প্রয়োজনটা কী? জোরপূর্বক, দুর্ঘটনা বশত বা কোনো কারণে একজন মানুষ এরূপ আহত হলেই কি তিনি তার মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? (আরো দেখুনঃ গণনাপুস্তক/ শুমারী ৫/১-৩)।

অন্যত্র ঈশ্বরের পুত্র, প্রথমপুত্র, একজাত পুত্র ও মাসীহ রাজা দাউদ অন্ধ ও খোঁড়াদেরকে ঘৃণিত বলে ঘোষণা করেছেন এবং অন্ধ ও খোঁড়ারা ঈশ্বরের ঘরে প্রবেশ করবে না বলে বাইবেল উল্লেখ করেছে (২ শামুয়েল ৫/৮)।

৬. ১. ১৮. অযৌক্তিক অভিশাপ বাস্তবায়ন

পবিত্র বাইবেলে বিভিন্ন কারণে অনেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বংশ বা জাতিকে অভিশাপ বা 'বদদোয়া' দেওয়া হয়েছে। অভিশাপ, অভিশপ্ত (curse, cursed, accursed) ও এ জাতীয় শব্দগুলো বাইবেলে প্রায় ২০০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন পাপের কারণে অভিশাপ দেওয়া ছাড়াও অনেক সময় কোনো অপরাধ ছাড়াও অনেক ব্যক্তি বা বংশকে শাপগ্রস্ত বা 'বদদোয়াগ্রস্ত' করা হয়েছে।

বাইবেলের বর্ণনায় নোহ বা নূহ (আ.) মদ পান করে মাতাল ও উলঙ্গ হন। তাঁর ছোট ছেলে হাম অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ পিতাকে নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলেন। মাতলামি কাটার পর বিষয়টা জেনে নোহ ক্রুদ্ধ হয়ে হামের ছেলে কনানকে ভয়ঙ্কর অভিশাপ দেন এবং ঈশ্বর সে অভিশাপ বাস্তবায়ন করেন!!! (আদিপুস্তক ৯/১৮-২৫)

মাতাল বা উলঙ্গ হওয়ায় নোহের অপরাধ হল না, কিন্তু অসতর্কভাবে তা দেখে ফেলায় হামের অপরাধ হল! আর সে অপরাধ করল হাম কিন্তু অভিশাপ পেল হামের এক ছেলে কনান!! অপরাধী হামের চার পুত্রঃ কূশ, মিসর, পূট ও কনান। (আদিপুস্তক ১০/৬) তাদের মধ্য থেকে শাস্তির জন্য শুধু কনানকে বেছে নেওয়ার কারণটিই বা কী? আর এরূপ সম্পূর্ণ অন্যায় অভিশাপ কার্যকর করতে ঈশ্বর বাধ্য হলেন কেন?

কিছু শিশু ইলীশায় বা আল-ইয়াসা (Elisha) নবীকে টাক বলে ঠাট্টা করে। ইলীশায় শিশুদেরকে ঈশ্বরের নামে অভিশাপ দেন এবং বন থেকে দুটো ভল্লুকী এসে ৪২ জন শিশুকে মেরে ফেলে। (২ রাজাবলি ২/২৩-২৪) অন্যত্র ইলীশায়ের এক শিষ্য গেহসি (Gehazi) কিছু উপহার গোপন করার কারণে ইলীশায় অভিশাপ দেন যে, গেহসি ও তার বংশধরদের মধ্যে চিরকাল কুষ্ঠরোগ থাকবে (২ রাজাবলি ৫/২৭)। কেউ যদি অন্যায় অভিশাপ দেন তবে ঈশ্বর তা বাস্তবায়ন করবেন কেন?

এ জাতীয় অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক একটা অভিশাপ 'টাঙানো ব্যক্তির অভিশাপ'। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় তবে সে অভিশপ্ত। বাইবেল বলছেঃ "যদি কোন মানুষ প্রাণদণ্ডের যোগ্য গুনাহ করে, আর তার প্রাণদণ্ড হয় এবং তুমি তাকে গাছে টাঙ্গিয়ে দাও, তবে তুমি তার লাশ রাত বেলায় গাছের উপরে থাকতে দেবে না, কিন্তু নিশ্চয় সেদিনই তাকে দাফন করবে; কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান হয়, সে আল্লাহর বদদোয়াগ্রস্ত (KSV: for he that is hanged

is accursed of God. RSV: for a hanged man is accursed by God); তোমার আল্লাহ মাবুদ অধিকার হিসাবে যে ভূমি তোমাকে দিচ্ছেন, তুমি তোমার সেই ভূমি নাপাক করবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২১/২২-২৩, মো.-১৩)

অর্থাৎ, টাঙানো ব্যক্তি অভিশপ্ত। তার দেহ সারাদিন টাঙানো থাকলেও অসুবিধা নেই, তবে রাত্রিতে টাঙানো থাকলে পুরো দেশই অপবিত্র হয়ে যাবে। কাজেই রাতের আগেই তাকে নামিয়ে কবর দিতে হবে। এজন্য ইহুদিদের বা বনি-ইসরাইলের দেশে এরূপ করা বৈধ নয়। তবে অ-ইহুদিদের দেশকে অপবিত্র করলে অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন হল, অভিশাপ কি পাপ বা অপরাধের সাথে জড়িত না টাঙানোর সাথে জড়িত? যদি বলা হয় যে, মহাপাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে বাইবেল নির্ধারিত উচিত শাস্তি হিসেবে যাকে টাঙানো হয় সে অভিশপ্ত তবে এ অর্থটা কিছুটা হলেও গ্রহণযোগ্য। কারণ অভিশাপ মূলত অপরাধের সাথে জড়িত, শাস্তির প্রকাশ হিসেবে 'টাঙানো'র কথা বলা হয়েছে। যদিও অপরাধীর অপরাধের জন্য শাস্তি ও অভিশাপ দু'টাকে একত্রিত করা ঈশ্বরীয় ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাংঘর্ষিক। যে ব্যক্তি তার অপরাধের শাস্তি পেল সে কেন শাস্তি পাওয়ার পরেও আবার অভিশপ্ত হবে।

এর চেয়েও অযৌক্তিক কথা টাঙানো বা ঝুলানোর সাথে অভিশাপকে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ অপরাধের সাথে অভিশাপের কোনো সম্পর্ক নেই, অভিশাপের সম্পর্ক ঝুলানোর সাথে। অপরাধী বা নিরপরাধ যেই ফাঁসিতে ঝুলবে সেই অভিশপ্ত হয়ে যাবে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকেও যদি কোনোভাবে আইনের নামে বা বে-আইনী ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তবে সে অভিশপ্ত হয়ে যাবে।

বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, দ্বিতীয় অর্থটিই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। পল লেখেছেন যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার কারণে অভিশপ্ত হয়েছেন। তৌরাতের শরীয়ত অনুসারে যারা কর্ম করে তারা সকলেই অভিশাপের অধীন থাকে। মানুষদেরকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে যীশু নিজেই ক্রুশে ঝুলে অভিশপ্ত হলেন। নিজে অভিশপ্ত হয়ে তিনি সকলকে শরীয়ত পালনের দায়ভার থেকে মুক্ত করলেন: গালাতীয় ৩/১০ ও ১৩ কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ নিম্নরূপ: "যারা শরীয়তের কাজ অবলম্বন করে তারা সকলে বদদোয়ার অধীন... মসীহই মূল্য দিয়ে আমাদের শরীয়তের বদদোয়া থেকে মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য শাপস্বরূপ হলেন; কেননা লেখা আছে, 'যাকে গাছে টাঙ্গানো হয়, সে বদদোয়াগ্রস্ত।"

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "শরীয়ত অমান্য করবার দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল, মসীহ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন। পাক-কিতাবে এই কথা লেখা আছে, 'যাকে গাছে টাংগানো হয় সে বদদোয়াপ্রাপ্ত।"

এখানে পল কয়েকটা বিষয় নিশ্চিত করেছেন:

(ক) বাইবেলীয় অভিশাপ পাপের সাথে নয়, বরং ঝুলানোর সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, যাজক-ইমাম বা চোর-ডাকাত, ইহুদি বা রোমান যে কোনো ব্যক্তি, দল বা শাসক বিচার, বিচার নামীয় প্রহসন বা বিচার ছাড়াই কোনো নিরপরাধ মানুষকেও যদি অন্যায়ভাবে 'ঝুলিয়ে' দেয় তবে উক্ত টাঙানো ব্যক্তি অভিশপ্ত হয়ে যাবেন।

(খ) বাইবেলে 'গাছে ঝুলানোর' কথা বলা হলেও পল নিশ্চিত করেছেন যে, 'গাছ' বা 'ঝুলানো' কোনোটাই এ অভিশাপ লাভের জন্য জরুরি নয়। বরং ক্রুশে বিদ্ধ হলেও এ অভিশাপ কার্যকর হবে। ইহুদিরা কখনো ক্রুশে বিদ্ধ করে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন না। ক্রুশে হত্যা একটা রোমান পদ্ধতি। ইহুদিরা গাছে ঝুলিয়ে, পাথর মেরে বা আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। 'টাঙানো' বা ফাঁসির ক্ষেত্রে 'টাঙ্গানোর' কারণেই মৃত্যু হয়। পক্ষান্তরে মানুষকে ক্রুশের সাথে টাঙ্গানোর কারণে মৃত্যু হয় না। বরং

হাত, পা ও দেহে পেরেক ঢুকানো হয় এবং রক্তক্ষরণের কারণে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তবে পল নিশ্চিত করেছেন যে, ঈশ্বরের এ অভিশাপটা ব্যাপক। যে কোনোভাবে 'টাঙানোর' মত হলেই এ অভিশাপ কার্যকর হবে।

(গ) এ মূলনীতির ভিত্তিতে স্বয়ং যীশুও অভিশপ্ত। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হলেও অভিশাপের হাত থেকে তিনি বাঁচতে পারেননি।

(ঘ) যীশু অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত এ অভিশাপ দ্বারা ন্যায়ভাবে অভিশপ্তদেরকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন। যারা ঈশ্বর নিষিদ্ধ মহাপাপ করে বা তৌরাত অমান্য করে অভিশপ্ত হয়েছেন যীশু তাদেরকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন। এখন যদি কেউ নরহত্যা, অন্যায় বিচার, পিতামাতার কষ্টপ্রদান ইত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হন তবে তিনি তৌরাত নির্দেশিত অভিশাপের অধীন হবেন না।

(ঙ) পলের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান যে, তৌরাত লঙ্ঘনের অভিশাপ যীশু কাটাতে সক্ষম হলেও, তৌরাত পালনের অভিশাপ তিনি কাটাতে পারেননি। যদি কেউ তৌরাত মানার চেষ্টাসহ কিছু পাপ করে তবে সে অভিশপ্ত। আর যদি কেউ তৌরাত অমান্য করে খুন, ব্যভিচার ইত্যাদি মহাপাপ করে তবে সে অভিশাপ থেকে মুক্ত।

(চ) এ থেকে আরো জানা যায় যে, টাঙানোর মাধ্যমে অভিশপ্ত হওয়ার বিধানও অপরিবর্তিত রয়েছে। কারণ, যীশু তৌরাত লঙ্ঘনের অভিশাপ শুধু অকার্যকর করেছেন। এজন্য, যীশুর মত কোনো নিরপাধকেও যদি টাঙানো যায় তবে তিনি অভিশপ্ত হয়ে যাবেন। তবে যারা বিচার নামীয় প্রহসন বা বিচার ছাড়াই এরূপ নিরপরাধকে টাঙ্গাবেন তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কোনো ভয় নেই।

(ছ) বাহ্যত এভাবে ক্রুশে অভিশপ্ত হওয়া ছাড়া মানুষদেরকে শরীয়ত লঙ্ঘনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার অন্য কোনো উপায় বা ক্ষমতা ঈশ্বরের বা যীশুর ছিল না।

৬. ১. ১৯. মানুষের সাথে মল্লযুদ্ধ

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর সারা রাত ধরে যাকোবের (ইয়াকুব আ.) সাথে রেসলিং বা মল্লযুদ্ধ করেন!! শেষ রাতে যাকোব তাঁকে ছেড়ে দেন!! যাকোবের উরু ভঙ্গ করে ঈশ্বর মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করেন। (আদিপুস্তক ৩২/২৪-৩০) এ মল্লযুদ্ধকে চিরস্থায়ী স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণের জন্য ঈশ্বর যাকোবের নাম পরিবর্তন করে 'ইস্রায়েল' বা 'ইসরাইল' নাম রাখলেন, যার অর্থ ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধকারী!!! (আদিপুস্তক ৩২/২৮)।

পাঠক যদি আদিপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে এ গল্পটা (২৪-৩০ শ্লোক) পাঠ করেন তবে নিম্নের বিষয়গুলো জানতে পারবেন:

(ক) ঈশ্বর ও যাকোবের মধ্যে সারা রাত ব্যাপী মল্লযুদ্ধ হয়েছিল।

(খ) মল্লযুদ্ধে ঈশ্বর ও যাকোব কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারেননি।

(গ) মল্লযুদ্ধে জিততে না পেরে ঈশ্বর যাকোবের উরু ভেঙ্গে দিলেন।

(ঘ) এরপরও ঈশ্বর যাকোবের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেননি, ফলে তিনি বলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হয়ে আসছে।

(ঙ) যাকোব বলেন, দোয়া না করলে তিনি তাঁকে ছাড়বেন না।

(চ) যাকোব ঈশ্বরের কাছে তাঁর নাম জানতে চান। দোয়া বা আশীর্বাদ চাওয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকোব ঈশ্বরকে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু নাম জানতে চাওয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকোব ঈশ্বরকে চিনতে পারেননি।

(ছ) যাকোব মল্লযুদ্ধের স্থানের নাম রাখে 'পনূয়েল', অর্থাৎ 'ঈশ্বরের মুখ'; কারণ তিনি সেখানে ঈশ্বরকে সামনাসামনি দেখেছিলেন।

৬. ১. ২০. বাইবেলীয় ঈশ্বরের মন্দ আত্মা!

'পবিত্র আত্মা' বা 'পাক-রূহ' বাইবেলে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। পবিত্র আত্মা বা পাক রূহ ঈশ্বরের নিকট থেকে এসে মানুষকে ভাল প্রেরণা দান করেন। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে 'পবিত্র আত্মা' একজন ঈশ্বর। ঈশ্বর বা পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও 'পাক-রূহ' ঈশ্বর এ তিনজন ঈশ্বর মিলে এক ঈশ্বর। তবে বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বরের 'মন্দ আত্মা' বা 'দুষ্ট আত্মা'ও আছে, যাকে 'অপবিত্র আত্মা' বা 'নাপাক রূহ' বলা যেতে পারে। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসে তিনি মানুষদেরকে অপবিত্র প্রেরণা দেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে, শৌল বা তালুত বাইবেলের একজন প্রসিদ্ধ নবী এবং ঈশ্বরের অভিষিক্ত বা 'মসীহ' (খ্রিষ্ট) ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর নিকট পবিত্র আত্মা প্রেরণ করেন। এরপর ঈশ্বর তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর নিকট 'মন্দ আত্মা' বা অপবিত্র-আত্মা প্রেরণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ:

(১) "তখন সদাপ্রভুর আত্মা (the Spirit of the LORD; কি. মো.: মাবুদের রূহ) শৌলকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর সদাপ্রভু হইতে এক দুষ্ট আত্মা (an evil spirit from the LORD; কি. মো.: মাবুদের কাছ থেকে এক খারাপ রূহ) আসিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল।" (১ শমূয়েল ১৬/১৪)

(২) "ঈশ্বরের কাছ থেকে যখন সেই মন্দ আত্মা যখন শৌলের উপর আসত তখন দায়ূদ তাঁর বীণা বাজাতেন। এতে শৌলের ভাল লাগত এবং তিনি শান্তি পেতেন, আর সেই মন্দ আত্মাও তাঁকে ছেড়ে চলে যেত।" (১ শমূয়েল ১৬/২৩: বা-২০০০)

(৩) "পরে মাবুদের কাছ থেকে একটা খারাপ রূহ (the evil spirit from the LORD: মাবুদ থেকে খারাপ রূহটি) তালুতের উপর আসল। তালুত তখন তাঁর ঘরে বসে ছিলেন এবং তাঁর হাতে একটা বর্শা ছিল, আর দাউদ বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি বর্শা দিয়ে দাউদকে দেয়ালে গেঁথে ফেলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দাউদ তাঁর সামনে থেকে সরে গেলেন বলে বর্শাটা দেয়ালে ঢুকে গেল। সেই রাতে দাউদ পালিয়ে রক্ষা পেলেন। দাউদের উপর নজর রাখবার জন্য তালুত তাঁর বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে দিলেন যাতে পরের দিন সকালে তাঁকে হত্যা করা যায়...।" (১ শমূয়েল ১৯/৯-১১, মো.-০৬)

বাইবেলের এ গ্রন্থে এরপর দাউদকে হত্যার জন্য শৌল বা তালুতের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, প্রাণান্তকর চেষ্টা ও ব্যাপক গণহত্যার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টা বড়ই জটিল! তালুত একজন 'নবী' ও 'মসীহ'। তিনি ঈশ্বরের আত্মা বা 'পবিত্র আত্মা' লাভ করেছেন। আবার ঈশ্বরই তাঁর মসীহ ও নবীকে খারাপ রূহ (অপবিত্র আত্মা বা নাপাক রূহ) প্রদান করছেন। ঈশ্বর থেকে আগত খারাপ রূহের প্রেরণায় তিনি নির্মম হত্যা ও গণহত্যা চালাচ্ছেন। পরবর্তী বর্ণনায় দেখা যায় যে, এরই ফাঁকে ফাঁকে আবার তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। একজন নবী ও মসীহ যদি যে কোনো সময় খারাপ আত্মায় পূর্ণ হতে পারেন তবে পাক কিতাব, নবী, মসীহ ও প্রেরিতদের কথা ও কর্মের উপর আর কিভাবে বিশ্বাস করা যায়। তাঁদের কোন্ কথা পবিত্র আত্মায় এবং কোন কথা মন্দ আত্মায় তা-ই বা আমরা বুঝব কেমন করে?

সর্বোপরি, আমরা দেখছি, ঈশ্বর যেমন 'পাক রূহ' প্রেরণ করেন তেমনি 'নাপক রূহ'-ও প্রেরণ করেন। দুটোই ঈশ্বর থেকে আগমন করেন। 'পাক-রূহ' ঈশ্বরের অংশ ও ঈশ্বর হলেন, অথচ দুষ্ট আত্মা (নাপাক রূহ) ঈশ্বরত্ব পেলেন না কেন তা বোধগম্য নয়।

৬. ১. ২১. বাইবেলীয় ঈশ্বরের মিথ্যাবাদী আত্মা!

বাইবেল থেকে জানা যায় যে মন্দ আত্মা ছাড়াও ঈশ্বরের মিথ্যাবাদী আত্মা (lying spirit) রয়েছে। ঈশ্বর তাঁর নবীদের কাছে মাঝে মাঝে মিথ্যাবাদী আত্মা প্রেরণ করেন। এরূপ মিথ্যাবাদী আত্মার মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে নবী মিথ্যা বলেন এবং ফলশ্রুতিতে নবী বা নবীর কথার উপর আস্থাশীল ঈমানদাররা ধ্বংস হন।

ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভ্রান্ততা প্রসঙ্গে আমরা বিষয়টা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, চারশত নবী একজোট হয়ে বলেন যে, ইহুদি রাজাদেরকে জানান যে, যুদ্ধে গমন করাই ঈশ্বরের নির্দেশ এবং ঈশ্বর বিজয় দেবেন। বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, এটা ছিল একটা ঐশ্বরিক ষড়যন্ত্র। ইসরাইলের রাজাকে হত্যা করার জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে একজন মিথ্যাবাদী আত্মা এ সকল নবীকে মিথ্যা ওহী দিয়েছে। (১ রাজাবিল ২২/৫-৬ ও ১৫-২৩; ২ বংশাবলি ১৮/৪-৫ ও ২১-২২)

৬. ১. ২২. ঈশ্বর পরামর্শের মুখাপেক্ষী!

বাইবেলীয় বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ফেরেশতাদের পরামর্শের মুখাপেক্ষী! কিভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন তা নির্ধারণ করতে না পেরে তিনি ফেরেশতাদের কাছে মতামত চান! "আমি দেখলাম মাবুদ তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন এবং তাঁর ডান ও বাঁ দিকে সমস্ত ফেরেশতারা রয়েছেন। তখন মাবুদ বললেন, 'রামোৎ-গিলিয়দ হামলা করবার জন্য কে আহাবকে ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে যাবে যাতে সে মারা যায়?' তখন এক একজন এক এক কথা বললেন। শেষে একটা রূহ এগিয়ে এসে মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাব। মাবুদ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে করবে? সে বলল, আমি গিয়ে তার সব নবীদের মুখে মিথ্যা বলবার রূহ হব। মাবুদ বললেন, তুমিই তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তুমি গিয়ে তা-ই কর।" (১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ২২/১৯-২২, মো.-০৬)

৬. ১. ২৩. ঈশ্বরকে নিয়ম স্মরণ করাতে রংধনু স্মারক

বাইবেল বলছে, ঈশ্বর নিজের সম্পাদিত নিয়ম বা চুক্তি মনে রাখতে পারেন না। এজন্য তাঁর স্মারকের প্রয়োজন হয়। নোহের প্লাবনের পর আর কোনো প্লাবনে মানুষদের ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। যেহেতু মেঘ থেকেই প্লাবন সেহেতু তিনি মেঘের সাথে রংধনু সৃষ্টি করলেন। যেন মেঘের রংধনু দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় যে, তিনি আর মানুষদের মহাপ্লাবনে মারবেন না বলে ওয়াদা করেছিলেন! নইলে দীর্ঘ দিনের কারণে তাঁর স্মৃতি থেকে ভুল হয়ে যাবে!!

ঈশ্বর নোহ ও তাঁর সঙ্গী পুত্রদেরকে বলেন: "আমি তোমাদের সঙ্গে ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সঙ্গে চিরস্থায়ী পুরুষ-পরম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করলাম, তার চিহ্ন এই– আমি মেঘে আমার ধনু স্থাপন করবো, তা-ই দুনিয়ার সঙ্গে আমার নিয়মের চিহ্ন হবে। যখন আমি দুনিয়ার উপরে মেঘের সঞ্চার করবো, তখন মেঘের মধ্যে সেই রংধনু দেখা যাবে; তাতে তোমাদের সঙ্গে ও মরণশীল সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে আমার যে নিয়ম আছে তা আমার স্মরণ হবে এবং সকল প্রাণীকে বিনাশ করার জন্য বন্যা আর হবে না। আর রংধনু দেখা দিলে আমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবো; তাতে জীবন্ত যত প্রাণী দুনিয়াতে আছে তাদের সঙ্গে স্থাপিত আমার চিরস্থায়ী নিয়ম আমি স্মরণ করবো।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৯/১২-১৬, কি. মো.-১৩)

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্মৃতির দুর্বলতা অথবা তাঁর জন্য এরূপ স্মারকের প্রয়োজনীতা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এছাড়া বাইবেল থেকে জানা যায় যে, মেঘ হলেই রংধনু হয় এবং রংধনু দেখলেই ঈশ্বরের নিয়মের কথা মনে পড়ে যায়। তখন তিনি মেঘের বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ কথাটা ভুল। কারণ মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ার পরে যখন সূর্যের আলো পড়ে তখনই রংধনু দেখা যায়। কাজেই বর্ষণ ও

প্লাবনের আগে রংধনু দেখার সুযোগ নেই। বর্ষণ ও প্লাবনের পরে সূর্যের আলো না পাওয়া পর্যন্ত রংধনু দেখার সম্ভাবনা নেই। রংধনু দেখে বৃষ্টি বন্ধ করার কথাটা সঠিক নয়।

৬. ১. ২৪. ঈশ্বর সর্বগ্রাসী আগুন ও ঈশ্বরের নাক থেকে ধোঁয়া

বাইবেলে ঈশ্বরকে সর্বগ্রাসী আগুন ও নাক দিয়ে ধোঁয়া উদ্গীরণকারী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। "তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উদ্‌গত হইল, তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল; তদ্দারা অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।" (২ শমূয়েল ২২/৯) কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তাঁর নাক থেকে ধোঁয়া উপরে উঠল, তাঁর মুখ থেকে ধ্বংসকারী আগুন বেরিয়ে আসল। তাঁর মুখের আগুনে কয়লা জ্বলে উঠল।"

সুপ্রিয় পাঠক, আপনার মনের মধ্যে কেমন চিত্র ভেসে উঠছে? ভয়ঙ্কর কোনো আগ্নেয়গিরি? ভয়ঙ্কর ড্রাগন? অথবা একজন ধুমপায়ীর ধোঁয়া উদ্গীরণ? ঈশ্বরের ক্রোধ বুঝাতে এর চেয়ে পবিত্র ও শালীন কোনো ভাষা কি ঈশ্বরের জানা ছিল না?

বাইবেল এখানে বলছে যে, ঈশ্বর সর্বগ্রাসী আগুন উদ্গীরণ করেন। বাইবেলে অন্যত্র নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ঈশ্বর নিজেই একটা সর্বগ্রাসী আগুন (a consuming fire)। দ্বিতীয় বিবরণ ৪/২৪ বলছে: (For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God) অর্থাৎ "তোমার প্রভু ঈশ্বর একটা গ্রাসকারী আগুন; উপরন্তু একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর।" কেরির অনুবাদ: "কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ"। দ্বিতীয় বিবরণ ৯/৩ একই কথা বলেছে।

ইব্রীয় ১২/২৯ KJV & RSV নিম্নরূপ: 'For our God is a consuming fire': "আমাদের ঈশ্বর একটি সর্বগ্রাসী আগুন।" কেরি: "কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ"। জুবিলী বাইবেল: "কেননা আমাদের ঈশ্বর সর্বগ্রাসী আগুনের মত।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "আমাদের আল্লাহ ধ্বংসকারী আগুনের মত।"

এভাবে বাংলা অনুবাদে 'মত' বা 'স্বরূপ' শব্দ সংযোজন করে এ কথাটির অশোভনীয়তা হালকা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরূপ সংযোজন বাইবেল নিষিদ্ধ মহাপাপ (প্রকাশিত বাক্য ২২/১৮)। আর এতে পাঠকের লাভ হয়নি। কারণ ঈশ্বর 'সর্বগ্রাসী আগুন' হোন বা 'সর্বগ্রাসী আগুনের মত' হোন উভয় ক্ষেত্রেই কোনো মানুষ ঈশ্বরের প্রেম ও নৈকট্যের চেষ্টা করবেন না। 'সর্বগ্রাসী আগুন' অথবা 'সর্বগ্রাসী আগুনের মত' কোনো কিছুর খপ্পরে পড়া থেকে যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ দূরে থাকবেন।

৬. ১. ২৫. ঈশ্বর কি এতই ভয়ঙ্কর!

উপরের বাইবেলীয় বক্তব্যে যে চিত্র ফুটে উঠেছে বাইবেলে অন্যত্র তা নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলে এ কথাও নিশ্চিত করেছে যে, ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর বিষয়: ইব্রীয়/ ইবরানী/ হিব্রু ১০/৩১: 'It is a fearful thing to fall into the hands of the living God'। কেরি: "জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয় ।" জুবিলী বাইবেল: "জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার!" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "জীবন্ত আল্লাহর হাতে পড়া কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

সুপ্রিয় পাঠক, এ কথার অর্থ কী? সকল মানুষই তো ঈশ্বরের হাতে ও ক্ষমতার মধ্যে রয়েছেন। ঈশ্বর কী এতই ভয়ঙ্কর যে হাতে পেলেই ধ্বংস করে দেবেন? এ কথা দ্বারা কি বাইবেল শিখাচ্ছে যে, ঈশ্বর ভয়ঙ্কর, কাজেই এ ঈশ্বরের দাসত্ব থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাধীনতা লাভ করা বাঞ্ছনীয়? বাইবেল যে ঈশ্বরের বর্ণনা দেয় সে ঈশ্বর কি এতই ভয়ঙ্কর যে, তিনি নিজেই নিজের ভাববাদীদের বিভ্রান্ত করেন এবং নিজের পুত্রকে হত্যা করেন? যাঁর হাত থেকে তাঁর একমাত্র পুত্রও রক্ষা পান নি, তাঁর থেকে অন্য কে আর দয়া বা করুণা আশা করতে পারবে? এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা বাইবেল কি মানুষদেরকে ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষিত করছে না বিকর্ষিত করছে?

৬. ১. ২৬. ঈশ্বর নিজেই নিজের নবীকে হত্যা করতে চান!

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর তাঁর প্রিয় নবী মূসাকে (আ.) হত্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁর এ হত্যা চেষ্টা সম্ভবত কিছু সময় নিয়েছিল। এ অবসরে মূসার স্ত্রী তাঁকে রক্ষার ব্যবস্থা করেনঃ "পরে পথে পান্থশালায় সদাপ্রভু তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন (sought to kill him)। তখন সিপ্পোরা (Zipporah) একখানি পাথরের ছুরি লইয়া আপন পুত্রের ত্বক্‌ছেদন করিলেন ও তাঁহার চরণের নিকট তা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, আমার পক্ষে তুমি রক্তের বর (Surely a bloody husband art thou to me: নিশ্চয় তুমি আমার জন্য একজন রক্তাক্ত/ রক্তাপ্লুত স্বামী)। আর ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; তখন সিপ্পোরা কহিলেন, ত্বকছেদ সম্বন্ধে তুমি রক্তের বর (রক্তাক্ত স্বামীঃ bloody husband)।" (যাত্রাপুস্তক ৪/২৪-২৬)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ঃ "মিসরে যাবার পথে একটা রাত কাটাবার জায়গায় মাবুদ মূসাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হলেন। তখন সফুরা একটা ধারালো পাথর দিয়ে তাঁর ছেলের পুরুষাংগের সামনের চামড়া কেটে নিলেন। তারপর সেটা মূসার পায়ে ছুঁইয়ে বললেন, 'তুমি রক্তপাত করে পাওয়া আমার স্বামী।' তখন মাবুদ মূসাকে রেহাই দিলেন। খতনা করাবার ব্যাপারে সফুরা সেই কথা বলেছিলেন।"

ঈশ্বর মূসাকে হত্যার জন্য চেষ্টা করেও পারলেন না? তিনি হত্যার জন্য মুখোমুখি হয়েও ব্যর্থ হলেন? পুরুষাঙ্গের চামড়া কি ঈশ্বরের এতই প্রিয় বস্তু যে তার জন্য ঈশ্বর হত্যার সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন? রক্তপাত করা ও রক্তাক্ত হওয়া কি তাহলে ঈশ্বরের হত্যার সিদ্ধান্ত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ?

৬. ১. ২৭. ঈশ্বর কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন?

৬. ১. ২৭. ১. মিসর থেকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি

প্রচলিত তৌরাত অনুসারে ধর্ম একান্তই জাগতিক বিষয়। পারলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক পুরস্কার বা শাস্তির কোনো কথা কোথাও নেই। ধর্মপালনের পুরস্কার এবং শাস্তি উভয়ই একান্তই জাগতিক। অধার্মিকতার শাস্তি পরাধীনতা ও দুনিয়ার নানাবিধ কষ্ট। আর ধার্মিকতার পুরস্কার দুনিয়ায় বিভিন্ন সমৃদ্ধ দেশ দখল ও পৃথিবীময় কর্তৃত্ব। আর এ বিষয়ক মূল প্রতিশ্রুতি ছিল 'দুধ ও মধুময় একটি দেশ'।

বনি-ইসরাইল ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজা। তাঁরা মিসরে কষ্ট করছিলেন দেখে ঈশ্বর ব্যথিত হন এবং বৃহত্তর ফিলিস্তিনের সমৃদ্ধ 'দুধ ও মধুময়' দেশগুলোর সকল মানুষকে হত্যা করে সে দেশগুলো বনি-ইসরাইলকে প্রদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঈশ্বর তাদেরকে মিসর থেকে বের করে আনেন। "সত্যিই আমি মিসর দেশে আমার প্রজা (my people) বনি-ইসরাইলদের কষ্ট দেখেছি এবং শাসকদের সম্মুখে তাদের কান্নার আওয়াজ শুনেছি; ফলত আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানি। আর মিসরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য এবং সেই দেশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে উত্তম ও প্রশস্ত একটা দেশে, অর্থাৎ কেনানীয়, হিট্টিয়, আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে (a land flowing with milk and honey) তাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য নেমে এসেছি।" (হিজরত ৩/৭-৮, মো.-১৩)

ঈশ্বর বলেনঃ "কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছি, তোমরাই তাদের দেশ অধিকার করবে, আমি তোমাদের অধিকার হিসাবে সেই দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশ দেব।" (লেবীয় ২০/২৪, মো.-১৩) এভাবে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি মিসর থেকে বের করে বনি-ইসরাইলদের দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশে নেবেন। (যাত্রাপুস্তক ৩/১৭; ১৩/৫; ৩৩/৩; গণনাপুস্তক ১৩/২৭; ১৪/৮; দ্বিতীয় বিবরণ ৬/৩; ১১/৯; ২৬/৯; ২৬/১৫; ২৭/৩)

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনায় মিসর থেকে বের হওয়ার সময় লেবীয়রা বাদে বাকি ১১ গোষ্ঠীর যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। তাহলে মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। ঈশ্বর তাঁর প্রিয় প্রজা বনি-ইসরাইলের প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষকে মিসর থেকে বের করে আনেন 'দুগ্ধমধুপ্রবাহী' এ দেশে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। কিন্তু তিনি কি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন? বাইবেল থেকে জানা যায় যে, এ ত্রিশ লক্ষ মানুষ মূলত এ প্রতিশ্রুত দেশে বসবাস করতে পারেননি।

গণনাপুস্তক ১৪ অধ্যায় থেকে আমরা জানছি যে, বনি-ইসরাইলের অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নেন যে, মিসর থেকে আগত ২০ বছর বা তার অধিক বয়সী সকলেই মরুভূমিতেই মৃত্যুবরণ করবে। কেবলমাত্র যিফুন্নির পুত্র কালেব/ কালুত (Caleb the son of Jephunneh) ও নুনের পুত্র যিহোশূয়/ ইউসা (Joshua the son of Nun) ছাড়া আর কেউ সেই দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। চল্লিশ বছর ধরে বনি-ইসরাইল প্রান্তরে ঘুরে মরবে। কেউই প্রতিশ্রুত 'দুগ্ধমধুপ্রবাহী' দেশে যেতে পারবে না। ২ জন বাদে সকলেই মৃত্যুবরণ করলেন, কেউই প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পারলেন না। (বেন-সিরা ৪৬/৭-৮: জুবিলী বাইবেল) এমনকি ঈশ্বরের সবচেয়ে অনুগত মোশি, হারোণ ও মরিয়ম কেউই প্রতিশ্রুত দেশে যেতে পারেননি। (গণনাপুস্তক ২০/১; ২০/২৩-২৯)

মোশির মৃত্যুর পরে পরবর্তী নবী যিহোশূয়, ইউসা বা ঈসা বিন নূন বনি-ইসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পুরাতন নিয়মের ৬ষ্ঠ পুস্তক যিহোশূয় বা ইউসা। কেউ যদি এ পুস্তকটা ভাল করে পড়েন তবে নিশ্চিত হবেন যে, বনি-ইসরাইলের অবশিষ্ট মানুষদের অধিকাংশই যিহোশূয়ের সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহে মৃত্যুবরণ করেন। মোশির সাথে মিসর থেকে বের হওয়া ২৫ লক্ষ মানুষ এবং তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক মানুষই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারেন।

৬. ১. ২৭. ২. দাউদের মহানত্ব ও ঈশ্বরের প্রজাদের চির নিরাপদ বাসস্থান

ঈশ্বর দাউদকে দু'টা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন: তিনি পৃথিবীর মহাপুরুষদের নামের মত তার নাম মহান করবেন এবং তিনি বনি-ইসরাইলের জন্য একটা নিরাপদ দেশ প্রদান করবেন: "আর আমি পৃথিবীস্থ মহাপুরুষদের নামের মত তোমার নাম মহৎ করিব। আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান নিরূপণ করিব ও তাহাদিগকে রোপণ করিব; যেন আপনাদের সেই স্থানে তাহারা বাস করে, এবং আর বিচলিত না হয়। দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে আর দুঃখ দিবে না, যেমন পূর্বে দিত... আর আমি যাবতীয় শত্রু হইতে তোমাকে বিশ্রাম করাইব।" (২ শমূয়েল ৭/৯-১০)

বাইবেলীয় পরিমণ্ডলের বাইরে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে দাউদের নাম অন্যান্য অনেক মহাপুরুষের চেয়ে কম পরিচিত ও কম গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি বনি-ইসরাইলদের নিরাপদ বাসস্থানের প্রতিশ্রুতিও অবাস্তবই রয়ে গিয়েছে। বিশ্বে অনেক জাতিই সমৃদ্ধি ও শান্তি অর্জন করেছে। কিন্তু বনি-ইসরাইলের ইতিহাসই অশান্তি, হত্যা, অনাচার ও নির্মমতার ইতিহাস। এখনো পর্যন্ত এ একটা জাতিই পৃথিবীর সকল অশান্তির কেন্দ্রবিন্দুই রয়ে গিয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৩ হাজার বছর আগে এ প্রতিশ্রুতি করা হলেও বাইবেল, ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা থেকে আমরা জানি যে, বিগত তিন হাজার বছর যাবৎ সর্বদাই ইহুদিরা নিজেরা অশান্তি সৃষ্টি করেছেন অথবা অন্যের নির্যাতনের মধ্যে বাস করেছেন।

৬. ১. ২৮. শয়তান কি ঈশ্বরকে প্ররোচিত করতে পারে?

শয়তান অবাধে ঈশ্বরের নিকট প্রবেশ করতে পারে এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করতে পারে! "আর এক দিন ঈশ্বরের পুত্রগণ (ইবনুল্লাহগণ) সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে শয়তানও উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমি পৃথিবী পর্যটন ও তথায় ইতস্তত ভ্রমণ

করিয়া আসিলাম। সদাপ্রভু কহিলেন, আমার দাস ইয়োবের (আইউব) প্রতি কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বর-ভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন সিদ্ধান্ত রক্ষা করিতেছে, যদিও তুমি অকারণে তাহাকে বিনষ্ট করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ।" (ইয়োব ২/১-৩)

এভাবে আমরা দেখছি যে, শয়তান ঈশ্বরকেও খারাপ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে এবং স্বয়ং ঈশ্বরই স্বীকার করছেন যে, শয়তান তাঁকে প্রবৃত্ত করে ফেলেছে!

৬. ১. ২৯. ঈশ্বর বিষয়ক পরস্পর বিরোধী বিশেষণ

বাইবেলে ঈশ্বর বিষয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী ও অশোভন বিশেষণ বিদ্যমান। উপরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা কিছু বিষয় দেখেছি। এখানে কয়েকটা বিষয় দেখুন:

৬. ১. ২৯. ১. প্রেম-মমতা বনাম ক্রোধ-নির্মমতা

দ্বিতীয় বিবরণ ৩২/১০ বনি-ইসরাইলের বিষয়ে ঈশ্বরের মমতা প্রসঙ্গে বলছে: "তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন, নয়ন-তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন।" পক্ষান্তরে গণনা পুস্তক ২৫/৪, ৯: "সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের সমস্ত অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সূর্যের সম্মুখে উহাদিগকে টাঙ্গাইয়া দেও; তাহাতে ইস্রায়েলের উপর হইতে সদাপ্রভুর প্রচন্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে। ... যাহারা ঐ মহামারীতে মরিয়াছিল, তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক।"

ঈশ্বর মোশিকে নির্দেশ দিলেন এ প্রিয় জাতির সকল অধ্যক্ষকে (নেতা ও গোত্রপতিকে) ক্রুশবিদ্ধ করতে এবং তিনি তাদের ২৪ হাজার মানুষকে ধ্বংস করলেন! 'নয়ন-তারার মত সংরক্ষণের' সাথে এরূপ নির্মম ক্রোধ কি সাংঘর্ষিক নয়?

দ্বিতীয় বিবরণ ৮/৫: "মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ শাসন করেন।" কিন্তু গণনাপুস্তক ১১/৩২: "কিন্তু সেই মাংস তাহাদের দন্তের মধ্যে থাকিতে, কাটিবার পূর্বেই লোকদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; আর সদাপ্রভু লোকদিগকে ভারী মহামারী দ্বারা আঘাত করিলেন।"

অসহায় মানুষগুলো যখন কিছু মাংস যোগাড় করে খাওয়া শুরু করল, তখন মুখের খাবার মুখের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই তাদেরকে তিনি ভারী মহামারী দ্বারা আঘাত করলেন!! পিতা কর্তৃক পুত্রকে শাসনের সাথে কি এটা সাংঘর্ষিক নয়?

মীখা ৭/১৮: "কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? ... কারণ তিনি দয়ায় প্রীত।" কিন্তু অন্যত্র নির্মম ও দয়াহীন গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে ঈশ্বর বলেন: "আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন, এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে; তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবে না, বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না। ... আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে সমস্ত জাতিকে সমর্পণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে কবলিত করিবে; তোমার চক্ষু তাহাদের প্রতি দয়া না করুক।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/২-১৬)

এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচার গণহত্যার নির্দেশ ও তাদেরকে দয়া করতে নিষেধ করা কি ঈশ্বরের দয়ায় প্রীত হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

যাকোব ৫/১১: "প্রভুর পরিণামও দেখিয়াছ, ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়।" কিন্তু হোশেয় ১৩/১৬: "শমরিয়া দন্ড পাইবে, কারণ সে আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, তাহারা খড়্গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছড়াইয়া খন্ড খন্ড করা যাইবে, তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা

যাইবে।”

শিশু ও গর্ভবতীদের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত কি স্নেহ ও দয়ার আধিক্য প্রমাণ করে?

যিরমিয়ের বিলাপ ৩/৩৩: “কেননা তিনি অন্তরের সহিত দুঃখ দেন না, মনুষ্য-সন্তানগণকে শোকার্ত করেন না।” কিন্তু অন্যান্য স্থানে আমরা বিপরীত চিত্র দেখি। ঈশ্বর অস্‌দোদ ও তার আশেপাশের জায়গার লোকদের মলদ্বারের মধ্যে টিউমার রোগ দিয়ে ভীষণভাবে আঘাত করে তাদের মেরে ফেললেন (১ শমূয়েল ৫/৬)। ৫ জন রাজার সমবেত সেনাবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যকে তিনি আকাশ থেকে মহাশিলা বর্ষণ করে হত্যা করেন (যিহোশূয় ১০/১১)। ঈশ্বর ও মোশির বিষয়ে সামান্য আপত্তি প্রকাশ করাতে তিনি ইস্রায়েল বংশের অনেক মানুষকে সর্প প্রেরণ করে হত্যা করেন (গণনাপুস্তক ২১/৫-৬)। এগুলো কি মানুষকে দুঃখ না দেওয়া ও শোকার্ত না করার নমুনা?

১ বংশাবলি ১৬/৪১ “কেননা তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।” গীতসংহিতা ১৪৫/৯: “সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলময়, তাঁহার করুণা তাঁহার কৃত সমস্ত পদার্থের উপরে আছে।” কিন্তু ঈশ্বর নোহের সময়ে বিশ্বের সকল মানুষ ও প্রাণি প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করেন। আর তিনি সদোম ও ঘমোরার অধিবাসীদেরকে এবং পার্শবর্তী সকল এলাকার মানুষদেরকে আকাশ থেকে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করে ধবংস করেন। (আদিপুস্তক ৭/২১-২৪, ১৯/২৩-২৫।) এগুলো কি অনন্তকাল স্থায়ী দয়া ও সকল সৃষ্টির জন্য মঙ্গলময় করুণার নমুনা?

গীতসংহিতা ৩০/৫ “কেননা তাঁহার ক্রোধ নিমেষমাত্র থাকে”। কিন্তু গণনাপুস্তক ৩২/১৩: “তখন ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, আর তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে কুকর্মকারী সমস্ত লোকের নিঃশেষ না হওয়া পযন্ত, তাহাদিগকে প্রান্তরে ভ্রমণ করাইলেন।” এ কি ঈশ্বরের নিমেষমাত্রের ক্রোধের প্রকাশ?

৬. ১. ২৯. ২. সর্বজ্ঞতা বনাম অজ্ঞতা!

হিতোপদেশ ১৫/৩ বলছে: “সদাপ্রভুর চক্ষু সর্বস্থানেই আছে, তাহা অধম ও উত্তমদের প্রতি দৃষ্টি রাখে।” কিন্তু আদিপুস্তক ৩/৯ বলছে: “তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়?”

তাহলে সদাপ্রভুর চক্ষু কিভাবে সর্বস্থানে সবার প্রতি দৃষ্টি রাখল? আদম ও তাঁর স্ত্রী যখন উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকালেন, তখন তিনি আদম কোথায় আছেন তা জানতে তাঁকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন।

২ বংশাবলি ১৬/৯ বলছে: “সদাপ্রভুর চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে।”

কিন্তু আদিপুস্তক ১১/৫ বলছে: “পরে মনুষ্য-সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্মাণ করিতেছিল তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন।”

সদাপ্রভুর চক্ষু কিভাবে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করল! পৃথিবীতে মানুষদের নির্মাণকর্ম দেখতে তিনি নিচে নেমে আসতে বাধ্য হলেন!!

গীতসংহিতার ১৩৯/৩: “তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জানিতেছ, তুমি দূর হইতে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ।” কিন্তু আদিপুস্তক ১৮/২০-২১: “পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সদোম ও ঘমোরার ক্রন্দন অত্যধিক, এবং তাহাদের পাপ অতিশয় ভারী; আমি নিচে গিয়া দেখিব, আমার নিকটে আগত ক্রন্দনানুসারে তাহারা সর্বতোভাবে করিয়াছে কি না; যদি না করিয়া থাকে তাহা জানিব।”

এখানে দেখুন! তিনি মানুষের সকল কর্ম ও চিন্তা অবগত! অথচ সদোম ও ঘমোরা বাসীদের যে ক্রন্দন

তার নিকট পৌঁছাচ্ছে তাদের কর্ম তদ্রূপ কিনা তা জানার জন্য তাঁকে নিচে নেমে স্বচক্ষে দেখতে হল।

ঈশ্বরের সর্বব্যাপী জ্ঞান প্রসঙ্গে গীতসংহিতা ১৩৯/৬ বলছে: "এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য, তাহা উচ্চ, আমার বোধের অগম্য।"

কিন্তু যাত্রাপুস্তক ৩৩/৫: "তোমরা এখন আপন আপন গাত্র হইতে আভরণ দূর কর, তাহাতে জানিতে পারিব, তোমাদের বিষয়ে আমার কি করা কর্তব্য।"

এখানে ইস্রায়েল সন্তানদের গায়ের পোশাক খুলে দেহ না দেখে ঈশ্বর জানতে পারলেন না যে, তাদের বিষয়ে কী করণীয়!!

৬. ১. ২৯. ৩. অপরিবর্তনীয়তা বনাম অস্থিরচিত্ততা

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর মন পরিবর্তন করেন না (গণনাপুস্তক ২৩/১৯-২০; যিশাইয় ১৫/২৯; যাকোব ১/১৭ ইত্যাদি)। কিন্তু এর বিপরীতে অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, তিনি মন পরিবর্তন করেন (আদিপুস্তক ৬/৬; যাত্রাপুস্তক ৩২/১৪; গণনাপুস্তক ১৪/২০; ১ শমূয়েল ১৫/৩৫; ২ শমূয়েল ২৪/১৬... ইত্যাদি)।

ঈশ্বর বলছেন: "আমি মাবুদ, আমার পরিবর্তন নেই" (মালাখি ৩/৬)। অন্যত্র: "যাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্তনের ছায়া নাই।" (যাকোব ১/১৭)

কিন্তু বাইবেল বলছে, ঈশ্বর বাউরের পুত্র বালামকে আগন্তুকদের সাথে যেতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন যাত্রা শুরু করলেন তখন ঈশ্বরই ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে হত্যার জন্য ফেরেশতা পাঠালেন: "সেই রাতে আল্লাহ এসে বালামকে বললেন, এই লোকেরা যখন তোমাকে ডাকতে এসেছে তখন তুমি তাদের সংগে যাও, কিন্তু আমি তোমাকে যা বলব তুমি কেবল তাই করবে। পরদিন সকালে বালাম ঘুম থেকে উঠে তাঁর গাধীর উপর গদি চাপিয়ে মোয়াবীয় নেতাদের সংগে চললেন। কিন্তু তাঁকে যেতে দেখে আল্লাহ তাঁর উপর রেগে গেলেন।" (গণনা/শুমারী ২২/২০-২২, মো.-০৬)

বড়ই অদ্ভুত কথা! আল্লাহ রাতে তাকে যেতে বললেন আর সকালে তাকে যেতে দেখে রাগ করলেন। এই কি ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয়তার নমুনা?

সাধু পল পুরাতন নিয়মের বিধানগুলো পরিবর্তন ও বাতিল করেছেন। 'শনিবার' পালনের নির্দেশ চিরস্থায়ী, চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় (আদিপুস্তক ২/১-৩; যাত্রাপুস্তক ২০/৮-১১; গণনা পুস্তক ১৫/৩২-৩৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১২-১৫)। কিন্তু খ্রিষ্টানরা শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে গ্রহণ করেছেন। ঐশ্বরিক বিধানের এরূপ পরিবর্তন কি ঈশ্বরের পরিবর্তনহীনতা ও অবস্থান্তরহীনতা প্রমাণ করে?

৬. ১. ২৯. ৪. মঙ্গলময়তা বনাম অমঙ্গলময়তা

প্রকাশিত বাক্য ১৫/৩: "হে প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গসকল (কি. মো.: কত ন্যায় ও সত্য তোমার পথ)। গীতসংহিতা ১১৯/৬৮: "তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী, তোমার বিধিগুলো আমাকে শিক্ষা দাও।"

এর বিপরীতে যিহিষ্কেল ২০/২৫ বলছে: "এছাড়া, যা মঙ্গলজনক নয়, এমন বিধিকলাপ এবং যা দ্বারা কেউ বাঁচতে পারে না, এমন অনুশাসনগুলো তাদের দিলাম।" বিচারকর্তৃগণ ৯/২৩ বলছে: "পরে ঈশ্বর অবীমেলকের ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে এক মন্দ আত্মা (an evil spirit) প্রেরণ করিলেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা অবীমেলকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল।"

অমঙ্গময় ও বাঁচার অনুপযোগী বিধান দেওয়া এবং মন্দ আত্মা প্রেরণ করাই কি ঈশ্বরের ন্যায্য ও সত্য পথ

এবং মঙ্গলময়তার নমুনা?

৬. ১. ২৯. ৫. উলঙ্গতার বিপক্ষে অথবা পক্ষে

হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২০/২৬: "আর আমার কোরবানগাহ্‌র উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে না, তা করলে হয়তো তার উপরে তোমার নগ্নতা প্রকাশ পাবে।"

এ কথা থেকে জানা গেল যে, ঈশ্বর পুরুষের উলঙ্গতাও পছন্দ করেন না, নারীর উলঙ্গতা তো দূরের কথা। কিন্তু যিশাইয় ৩/১৭: "অতএব প্রভু সিয়োনের (Zion) কন্যাগণের ... গুহ্যস্থান অনাবৃত করিবেন (the LORD will discover their secret parts)। যিশাইয় ৪৭/১-৩: "হে অনূঢ়া বাবিল-কন্যে, ...হে কল্‌দীয়দের কন্যে, ... তোমার ঘোমটা খুল, পদের বস্ত্র তুল, জঙ্ঘা অনাবৃত কর, পদব্রজে নদনদী পার হও। তোমার নগ্নতা প্রকাশিত হইবে, হাঁ, তোমার লজ্জার বিষয় দৃশ্য হইবে; আমি প্রতিশোধ দিব, কাহারও অনুরোধ মানিব না।"

তাহলে কি ঈশ্বর পুরুষের উলঙ্গতা অপছন্দ করেন কিন্তু নারীর উলঙ্গতা প্রকাশ করতে আগ্রহী?

৬. ১. ২৯. ৬. ন্যায়বিচার বনাম অবিচার

যিরমিয় ৯/২৪: "আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি।" বাইবেলীয় ঈশ্বর কিরূপ দয়া চর্চা করেন তা পাঠক জানতে পেরেছেন। বাইবেলের বর্ণনায় তিনি বিচারেও ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিত্ব করেন বলে আমরা দেখেছি। বনি-ইসরাইলের পক্ষে ফিলিস্তিনিদের ও মিসরীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিত্বের বিবরণ বাইবেল উল্লেখ করেছে। অপরাধী ও নিরপরাধ নির্বিশেষে শাস্তি প্রদান এ জাতীয় অবিচার। যেমন ঈশ্বর বলছেন: "তুমি ইসরাইল-দেশকে বল, মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; আমি কোষ থেকে আমার তলোয়ার বের করে তোমার মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুষ্ট উভয়কে (the righteous and the wicked) মুছে ফেলব। আমি যখন তোমার মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুষ্ট লোককে মুছে ফেলব, তখন আমার তলোয়ার কোষ থেকে বের হয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বিরুদ্ধে যাবে।" (ইহিস্কেল/ যিহিস্কেল ২১/৩-৪)

দুষ্টলোককে হত্যা করা ন্যায়বিচার বলে গণ্য হতে পারে, তবে ধার্মিক মানুষকে এবং সকল প্রাণিকে হত্যা, বিনষ্ট বা উচ্ছিন্ন করা কোন্ প্রকারের ন্যায়বিচার?

৬. ১. ২৯. ৭. ঈশ্বর মানুষের সততা ও মুক্তি চান না বিভ্রান্তি ও ধ্বংস চান?

যিহিস্কেল ১৮/২৩: "দুষ্টলোকের মরণে কি আমার কিছু সন্তোষ আছে? ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন; বরং সে আপন কুপথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতে কি আমার সন্তোষ হয় না?" যিহিস্কেল ৩৩/১১: "তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্টলোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্টলোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতেই আমার সন্তোষ]।"এ থেকে জানা গেল যে, প্রভু ঈশ্বর দুষ্টলোকের ধ্বংস বা ক্ষতি ভালবাসেন না; বরং তিনি ভালবাসেন যে, দুষ্টলোক ভাল হয়ে মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু আমরা দেখেছি ঈশ্বর সুপরিকল্পিতভাবে ফেরাউন ও তার কর্মচারীদের মন কঠিন করে মিসরের ধ্বংসযজ্ঞ চালান। যিহোশূয় ১১/২০ বলছে যে, ঈশ্বরই তাদের অন্তর কঠিন করেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেন।

১ তীমথিয় ২/৪ লিখছে: "তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পঁহুছিতে পারে।" কিন্তু ২ থিষলনীকীয় ২/১১-১২ লিখছে: "আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্মিকতায় প্রীত হইত।"

৬. ১. ২৯. ৮. ব্যভিচার ও হত্যার বিপক্ষে না পক্ষে

যাত্রাপুস্তক ২০/১৩-১৪: "নরহত্যা করিও না। ব্যভিচার করিও না।" কিন্তু সখরিয় ১৪/২: "কারণ আমি সমুদয় জাতিকে যুদ্ধার্থে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করিব; তাহাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল গৃহের দ্রব্য লুণ্ঠিত, ও স্ত্রীলোকেরা বলাৎকৃত হইবে।" এভাবে এখানে ঈশ্বর তাঁর নিজের নির্বাচিত জনগণকে অর্থাৎ ইহুদিদেরকে হত্যার এবং তাদের নারীদের শশ্লীলতাহানীর জন্য সকল জাতিকে নির্দেশ দিলেন।

৬. ১. ২৯. ৯. প্রতিমা-প্রতিকৃতির পক্ষে না বিপক্ষে

হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২০/৪: "তুমি তোমার জন্য খোদাই করা মূর্তি তৈরি করো না; উপরিস্থ বেহেশতে, নিচস্থ দুনিয়াতে ও দুনিয়ার নিচস্থ পানির মধ্যে যা যা আছে, তাদের কোন মূর্তি তৈরি করো না।" (মো.-১৩)

এর বিপরীতে হিজরত/যাত্রাপুস্তক ২৫/১৮-১৯ (মো.-১৩): "আর তুমি সোনার দু'টা কারুবী (cherubims) নির্মাণ করবে; গুনাহ আবরণের দুই কিনারায় পিটান কাজ দ্বারা তাদেরকে নির্মাণ করবে এক প্রান্তে এক কারুবী ও অন্য প্রান্তে অন্য কারুবী।"

করূব বা কারুবী (cherub pl, cherubim), ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাস অনুসারে কাল্পনিক স্বর্গীয় শিশু, পশু, পাখি বা দ্বিতীয় সারির দেবদূত, যারা দেবতাদের সিংহাসন বহন করে বলে কল্পনা করা হয়। তাহলে প্রথম শ্লোকে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে পৃথিবীর তলদেশ পর্যন্ত কোনো স্থানের কোনো কিছুর প্রতিমা বানাতে নিষেধ করলেন। এরপরই আবার স্বর্গের শিশু বা দেবদূতের প্রতিমা বানিয়ে দুটো পিড়িতে বসিয়ে রাখতে বললেন!

৬. ১. ২৯. ১০. আরো কিছু অশোভন বিশেষণ

বাইবেলে ঈশ্বরকে কুম্ভকার বা কুমার, ক্ষৌরকার, কীট, সিংহ, চিতা, ভল্লুক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন:

- "কিন্তু এখন, হে মাবুদ, তুমি আমাদের পিতা; আমরা মাটি, আর তুমি আমাদের কুমার; আমরা সকলে তোমার হাতের কাজ।" (যিশাইয় ৬৪/৮)
- "সেদিন প্রভু ফোরাত নদীর পারস্থ ভাড়াটিয়া ক্ষুর দ্বারা, আসেরিয়ার বাদশাহর দ্বারা, মাথা ও পায়ের লোম ক্ষৌরি করে দেবেন এবং তা দিয়ে দাড়িও ফেলবেন।" (যিশাইয় ৭/২০)
- "এজন্য আমি আফরাহীমের পক্ষে কীটস্বরূপ, এহুদা-কুলের পক্ষে ক্ষয়স্বরূপ হয়েছি।" (হোশেয় ৫/১২)
- "এজন্য আমি তাদের পক্ষে সিংহের মত হলাম, চিতাবাঘের মত আমি পথের পাশে অপেক্ষায় থাকব।" (হোশেয় ১৩/৭)
- "তিনি আমার পক্ষে লুকিয়ে থাকা ভল্লুক বা অন্তরালে গুপ্ত সিংহস্বরূপ। (বিলাপ ৩/১০)
- "ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে নীহার জন্মে, এবং বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে" (কি. মো.-২০০৬: আল্লাহর নিঃশ্বাস থেকে বরফ জন্মায় আর পানি জমে যায়।) (ইয়োব ৩৭/১০)

এরূপ ব্যবহার রূপক হলেও তা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অশোভন ও অশালীন। এই বাক্যগুলো ঈশ্বরের বা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় বলা। ঈশ্বর কি এর চেয়ে সুন্দর, শালীন ও যৌক্তিক কোনো ভাষা, শব্দ, তুলনা বা রূপক জানতেন না?

৬. ১. ৩০. আরো কিছু অযৌক্তিক-অশোভন কথা

- ঈশ্বর অবরাহামের সাক্ষাত দিলেন এবং তাঁর সাথে দুধ, গোশত ইত্যাদি পানাহার করলেন! "পরে সদাপ্রভু মমির এলোন বনের নিকটে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। .... ও তাঁহারা ভোজন করিলেন।"

(আদিপুস্তক ১৮/১-৮)

- বাইবেলীয় ঈশ্বর ব্যভিচারের ব্যবস্থা করেন (২ শমূয়েল ১২/১১-১২)।
- বাইবলীয় ঈশ্বর মানুষদেরকে তাঁর কথা শুনতে বাধা দেন (যিশাইয় ৬/১০; মথি ১৩/১৩-১৪; রোমীয় ৯/১৮)।
- বাইবেলীয় ঈশ্বর নিজেই মানুষকে প্ররোচনা দেন (যিরমিয় ২০/৭)।
- বাইবেলীয় ঈশ্বর অমঙ্গল ও অনিষ্ট সৃষ্টির জন্যও গৌরব করেন, যেমন মঙ্গল সৃষ্টির জন্য গৌরব করেন (যিশাইয় ৪৫/৭)।
- বাইবেলীয় ঈশ্বর শুধু শয়তানের সাথে বিতর্কে জিততে বা নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করতে তাঁর একজন পবিত্র সিদ্ধ ও সরল মানুষকে পরীক্ষার জন্য পরিবারসহ শয়তানের হাতে সমর্পণ করেন (ইয়োব ২/৬)।[১১]

৬. ২. নবীগণ বিষয়ক অযৌক্তিক-অশোভনীয় তথ্যাদি

বাইবেলে ভাববাদীদের বা নবীদের ও তাঁদের পরিবার সম্পর্কে অকল্পনীয় অশোভন কথা বলা হয়েছে। যে অশ্লীল ও অন্যায় কর্ম একজন অতি সাধারণ মানুষও খারাপ বলে গণ্য করেন, সহজে তা করেন না বা করলেও গোপন রাখেন. বাইবেলের বর্ণনায় নবীরা ও নবী-পরিবারের সদস্যরা সে সকল কর্ম অবলীলায় করেন। নিম্নে নবীদের বিষয়ে বাইবেলের কিছু অশোভন বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

৬. ২. ১. আদম ও হাওয়ার ইচ্ছাকৃত মহাপাপ!

আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের বিষয়টা বাইবেল ও কুরআন উভয় ধর্মগ্রন্থেই বিদ্যমান। কুরআনের বর্ণনায় শয়তানের ভুল ব্যাখ্যা ও প্ররোচনায় আদম ও হাওয়া ফল ভক্ষণ করেন। এটা তাঁদের ভুল ছিল, পাপ ছিল না। আদম ও হাওয়া উভয়েই তাৎক্ষণিক অনুতাপ ও তাওবার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁদের সৃষ্টি, পৃথিবীর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সে মর্যাদা ও দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনায় এটা হাওয়ার ইচ্ছাকৃত ভুল ছিল। হাওয়া সাপ কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে ফল ভক্ষণ করেন। তিনি আদমকে তা দিলে তিনি কোনো আপত্তি ছাড়া তা ভক্ষণ করেন। আর আদম ও হাওয়া এজন্য কোনো তাওবা করেননি। বাইবেলে এটাকে হাওয়ার অপরাধে মানবতার পতন বলে গণ্য করা হয়েছে। সাধু পল আদমের পাপে সকলেই পাপী বলে দাবি করেছেন এবং এ পাপের কারণে লক্ষকোটি প্রজন্মের সকল আদম সন্তানের জন্য নরকবাসের বিধান দিয়েছেন।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে দীর্ঘ ঘটনাটা আদিপুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি:

আর মাবুদ আল্লাহ পূর্ব দিকে, আদনে একটি বাগান প্রস্তুত করলেন এবং সেই স্থানে তাঁর সৃষ্ট ঐ মানুষটিকে রাখলেন। ... এবং সেই বাগানের মধ্যস্থানে জীবন-বৃক্ষ (the tree of life) ও নেকী-বদী-জ্ঞানের বৃক্ষ (the tree of knowledge of good and evil), উৎপন্ন করলেন।... পরে মাবুদ আল্লাহ আদমকে নিয়ে আদন বাগানে কৃষিকর্ম করার ও তা রক্ষা করার জন্য সেখানে রাখলেন। আর মাবুদ আল্লাহ আদমকে এই হুকুম দিলেন, তুমি এই বাগানের সমস্ত গাছের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করো; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের বৃক্ষের ফল ভোজন করো না, কেননা যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন মরবেই মরবে। আর মাবুদ আল্লাহ বললেন, মানুষের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তার জন্য তার অনুরূপ সহকারিণী সৃষ্টি করব। ... কিন্তু মানুষের

---

[১১] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html

জন্য তার অনুরূপ সহকারিণী পাওয়া গেল না। পরে মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; আর তিনি তাঁর একখানি পাঁজরের হাড় নিলেন এবং মাংস দিয়ে সেই স্থান পূর্ণ করলেন। মাবুদ আল্লাহ আদম থেকে নেওয়া সেই পাঁজরের হাড় দিয়ে এক জন স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলেন ও তাঁকে আদমের কাছে আনলেন।"... (পয়দায়েশ ২/৮-২২, মো.-১৩)

"মাবুদ আল্লাহর সৃষ্ট ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সাপ সবচেয়ে ধূর্ত ছিল। সে ঐ নারীকে বলল, আল্লাহ কি সত্যিই বলেছেন, তোমরা এই বাগানের কোন বৃক্ষের ফল খেও না? নারী সাপকে বললেন, আমরা এই বাগানের সমস্ত গাছের ফল খেতে পারি; কেবল বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে তার ফলের বিষয় আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তা ভোজন করো না, স্পর্শও করো না, করলে মরবে। তখন সাপ নারীকে বলল, কোন ক্রমে মরবে না; কেননা আল্লাহ্ জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তাতে তোমরা আল্লাহর মত হয়ে নেকী-বদীর জ্ঞান লাভ করবে। নারী যখন দেখলেন, ঐ গাছটির ফল সুখাদ্যদায়ক ও দেখতেও খুবই আকর্ষণীয়, আর সেটি জ্ঞানদায়ী বৃক্ষ বলে আকাঙ্খা করার মত, তখন তিনি তার ফল পেড়ে ভোজন করলেন। পরে সেই ফল তাঁর স্বামীকে দিলে তিনিও ভোজন করলেন। তাতে তাঁদের উভয়ের চোখ খুলে গেল এবং তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁরা উলঙ্গ; আর ডুমুরের পাতা সেলাই করে ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করে নিলেন। পরে তাঁরা মাবুদ আল্লাহর আওয়াজ শুনতে পেলেন, সন্ধ্যার বাতাস যখন বইতে শুরু করছিল তখন মাবুদ বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। তাতে আদম ও তাঁর স্ত্রী মাবুদ আল্লাহর সম্মুখ থেকে চলে গিয়ে বাগানের গাছগুলোর মধ্যে লুকালেন। তখন মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে ডেকে বললেন, তুমি কোথায়? তিনি বললেন, আমি বাগানে তোমার আওয়াজ শুনে ভয় পেয়েছি, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই নিজেকে লুকিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি যে উলঙ্গ, তা তোমাকে কে বলল, যে গাছের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল ভোজন করেছ? তাতে আদম বললেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছিল, তাই খেয়েছি। তখন মাবুদ আল্লাহ্ নারীকে বললেন, তুমি এ কি করলে? নারী বললেন, সাপ আমাকে ভুলিয়েছিল, তাই খেয়েছি। পরে মাবুদ আল্লাহ্ সাপকে বললেন, তুমি এই কাজ করেছ, এই জন্য গৃহপালিত ও বন্য পশুদের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে বেশি বদদোয়া দেওয়া হল; তুমি বুকে হাঁটবে এবং সারা জীবন ধূলি ভোজন করিবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব; সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পায়ের গোড়ালি চূর্ণ করবে। পরে তিনি নারীকে বললেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে এবং সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে। আর তিনি আদমকে বললেন, যে গাছের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা ভোজন করো না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে সেই গাছের ফল ভোজন করেছ। তাই তোমার দরুন ভূমিকে বদদোয়া দেওয়া হল; তুমি সারা জীবন কষ্ট করে তা ভোগ করবে; আর তাতে তোমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা জন্মাবে এবং তুমি ক্ষেতের ওষধি ভোজন করবে। তুমি যে মাটি থেকে গৃহীত হয়েছ, যে পর্যন্ত সেই মাটিতে ফিরে না যাবে, ততদিন তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করবে...।" (পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ৩/১-১৯, মো.-১৩)

বাইবেল বলছে: "সম্পূর্ণ বাধ্য থেকে মৌনভাবে (in silence with all subjection/ all submissiveness) স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। আমি উপদেশ দেবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি স্ত্রীলোককে দেই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হাওয়াকে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর আদম যে ছলনায় ভুলেছিলেন তা নয় (আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না), কিন্তু স্ত্রীলোক ছলনায় ভুলে (নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া) আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিলেন। তবুও যদি আত্মসংযমের সঙ্গে ঈমান, মহব্বত ও পবিত্রতায় স্থির থাকে, তবে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের মধ্য দিয়ে উদ্ধার পাবে।" (১ তীমথিয় ২/১১-১৪, মো.-১৩)

এটাই সেই মহাপাপের কাহিনী সে মহাপাপের জন্য সকল মানুষ পাপী এবং কোটি কোটি প্রজন্মের সকল মানুষকেই 'বিনা বিচারে' চিরস্থায়ী নরকবাস করতে হবে; শুধু যীশুর আত্মত্যাগে বিশ্বাসের মাধ্যমেই এ পাপ ও সকল পাপের দায় থেকে মুক্ত হওয়া যাবে বলে দাবি করেছেন সাধু পল। এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (১ তীমথিয়) থেকে জানা যায় যে, আদম প্রতারিত হন নি, অপরাধীও হন নি, পক্ষান্তরে হাওয়া প্রতারিত এবং অপরাধী হন। এতে আদম ও হাওয়ার বংশধর সকল যুগের সকল পুরুষ নিরপরাধ ও সকল নারীই অপরাধী হয়ে গেল! এজন্য নিরপরাধ পুরুষের উপর অপরাধী নারীর কর্তৃত্ব করা নিষিদ্ধ করা হল। নিরপরাধ পুরুষের সামনে অপরাধী নারীর কথা বলাও নিষিদ্ধ করা হল। শুধু সম্পূর্ণ বশ্যতা ও নীরব আনুগত্য। উপরন্তু অপরাধের কারণে নারীর জন্য শিক্ষাদানও নিষিদ্ধ করা হল।

(২) এভাবে এ পাপের জন্য বাইবেল শুধু স্ত্রীলোককেই দায়ী করেছে। প্রথম উদ্ধৃতির আলোকে তা একেবারেই অযৌক্তিক। আমরা দেখছি যে, আদমকে ফলভক্ষণ নিষেধ করার পরে হাওয়ার সৃষ্টি। হাওয়া হয়ত তাঁর স্বামীর মুখে শুনেছেন মাত্র, ঈশ্বরের মুখ থেকে নিষেধাজ্ঞা পান নি। এছাড়া হাওয়া সাপের কথা বিশ্বাস করে ফলটা উপকারী ভেবে তা ভক্ষণ করেন। পক্ষান্তরে আদম কোনো প্ররোচনা ছাড়াই স্ত্রী দেওয়া মাত্র তা ভক্ষণ করলেন। অথচ পাপ ও পতনের জন্য শুধু হাওয়াই দায়ী হলেন কেন? মানবীয় বিবেক ও আইনে কে অধিক অপরাধী? যে ব্যক্তি কারো প্ররেচনায় বা ভুল ব্যাখ্যায় প্রতারিত হয়ে অপরাধ করে সে ব্যক্তি? না যে ব্যক্তি কারো প্ররোচনা ছাড়াই সঠিক বিষয় জানা সত্ত্বেও সচেতনভাবে নির্বিকারচিত্তে অপরাধ করে?

(৩) হাওয়ার অপরাধের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে পুরুষদের দাসী বানানো, পুরুষের সামনে কথা, শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা আরো অযৌক্তিক।

(৪) বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আদম ও হাওয়া কাউকেই পাপী গণ্য করা যায় না। কারণ ফল খাওয়ার পরেই আদম ও হাওয়া 'নেকী-বদী' জ্ঞান অর্জন করলেন। তাহলে এর আগে তো তারা পাপ, পুণ্য কিছুই বুঝতেন না। কাজেই জ্ঞান অর্জনের আগে পাপ হবে কেন? আর জ্ঞানহীনের পাপের জন্য তার বংশধরদের পাপী হতে হবে কেন? সর্বোপরি, বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর জীবন-বৃক্ষের পাশে পাহারা বসান, কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের বৃক্ষের পাশে পাহারা বসান নি। ঈশ্বর যদি জীবন বৃক্ষের ন্যায় নেকী-বদী-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের পাশেও পাহারা বসাতেন তবে আদম ও কিয়ামত পর্যন্ত সকল আদম-সন্তানের পাপ ও মৃত্যু হত না! আর এ অলৌকিক পাপ থেকে মুক্তির জন্য যীশুর মহাবেদনা লাভ ও জীবন উৎসর্গের প্রয়োজন হত না।[১২]

(৫) এখানে ঈশ্বর আদম, হাওয়া ও সাপের অপরাধের জন্য যে শাস্তি বরাদ্দ করেছেন তা তাদের পরবর্তী সকল প্রজন্মের জন্যই। বিষয়টা অযৌক্তিক, অমানবিক ও অনৈশ্বরিক। একজনের অপরাধের শাস্তি অন্যরা ভোগ করবে কেন? বিষয়টা অবান্তরও বটে। এটা কোনো শাস্তিই নয়। পৃথিবীতে ঘর্মাক্ত হওয়া বা কষ্ট করা বা সন্তান প্রসবের কষ্ট পাওয়া মানুষ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রাণির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। এখানে আদম-হাওয়ার বৈশিষ্ট্য কী?

(৬) 'আদমের পাপে সকলেই পাপী হয়ে পরকালের শাস্তির উপযুক্ত হলেন এবং যীশুর পুণ্যে সকলেই পারলৌকিক মুক্তির উপযোগী হলেন' বলে সাধু পল যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা বাইবেলের উপরের বক্তব্য দ্বারা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আদম, হাওয়া ও সাপ তাদের কর্মের নির্দিষ্ট প্রতিফল ও শাস্তি ভোগ করেছেন। এরপরও কিভাবে মনে করা যায় যে,

---

[১২] http://infidels.org/library/ modern/donald_morgan/atrocity.html

তাঁদেরকে অথবা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের কাউকে ইহকালে বা পরকালে এ পাপের জন্য নির্ধারিত শাস্তিগুলো ছাড়া অন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে?

(৭) প্রথম উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট যে, নারীর অপরাধের শাস্তি সন্তান প্রসবের কষ্ট লাভ। এটার মাধ্যমেই সে পাপমুক্ত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, সন্তান প্রসবের কষ্ট বহন ছাড়াও নারীকে আত্মসংযম, বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতায় স্থির থাকতে হবে। তবেই শুধু সে মুক্তি পাবে। কিন্তু অন্যত্র সাধু পল নারীদেরকে কুমারী থাকতে উৎসাহ দিয়েছেন। কুমারী নারী যেহেতু সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করেন না সেহেতু কুমারী নারীর মুক্তি বাইবেলের এ দুটো বক্তব্য অনুসারে অসম্ভব।

৬. ২. ২. নোহের মাতলামি ও নগ্নতার গল্প

মদপান সকলের নিকট ঘৃণিত বা বর্জনীয় না হলেও মদপান করে মাতলামি করা নিঃসন্দেহে সকলের নিকটই ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কর্ম। কিন্তু বাইবেল বলছে যে, ঈশ্বরের প্রিয় নবী নোহ মদ খেয়ে মাতলামির চূড়ান্ত পর্যায়ে উলঙ্গ হন।

"নূহের যে পুত্রেরা জাহাজ থেকে বের হলেন, তাঁদের নাম শাম, হাম ও ইয়াফস (Shem, Ham, Japheth); আর হাম ছিলেন কেনানের পিতা ... পরে নূহ কৃষিকর্ম শুরু করে প্রথমেই একটি আঙ্গুর খেত করলেন। আর তিনি আঙ্গুর-রস (মদঃ wine) পান করে মাতাল হলেন এবং তাঁবুর মধ্যে উলংগ হয়ে পড়ে রইলেন। তখন কেনানের পিতা হাম নিজের পিতার উলঙ্গতা দেখে বাইরে এসে তার দুই ভাইকে সংবাদ দিল। তাতে শাম ও ইয়াফস একটি কাপড় নিয়ে নিজেদের কাঁধে রেখে পিছু হেঁটে পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করলেন; পিছনের দিকে মুখ থাকাতে তাঁরা পিতার উলঙ্গতা দেখলেন না। পরে নূহ আঙ্গুর-রসের (মদের wine) ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁর নিজের প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত হলেন। আর তিনি বললেন, কেনান বদদোয়াগ্রস্ত হোক, সে তার ভাইদের গোলামদের গোলাম হবে। ... নূহের পুত্র শাম, হাম ও ইয়াফসের বংশ-বৃত্তান্ত এই। বন্যার পরে তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করল। (পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ৯/১৮-২৫ ও ১০/১, মো.-১৩)

বাইবেলের বর্ণনায় প্রতীয়মান যে, অভিশাপ দেওয়ার সময়েও তিনি মাতাল-ই ছিলেন। নইলে নিজের উলঙ্গতায় লজ্জিত না হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দেবেন কেন? আর পুত্রের অপরাধে পুত্রকে অভিশাপ না দিয়ে অসহায় নিরপরাধ পৌত্র কেনানকে অভিশাপ দেবেন কেন? হামের চার পুত্রের মধ্যে কনানকে বেছে নেওয়ারই বা কারণ কী? বাইবেল বলল 'বন্যার পরে তাঁদের সন্তান সন্ততি জন্মিল'। এতে বুঝা যায় যে, এ ঘটনার সময় কেনানের জন্মই হয়নি। এখনো যে শিশু জন্মেনি তাকে পিতার অপরাধে অভিশাপ দেওয়ার মত কর্ম কোনো স্বাভাবিক বুদ্ধির মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? এ অধ্যায়ের প্রথমে ঐশ্বরিক অযৌক্তিকতা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সবচেয়ে অস্বাভাবিক বিষয় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এ অভিশাপ কার্যকর করা!!

৬. ২. ৩. অবরাহামের অশালীনতা ও পাপের গল্প

ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম তিন ধর্মের অনুসারীরাই অবরাহাম বা ইবরাহীম (আ.)-কে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। বাইবেলে তাঁর অনেক ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি তাঁর বিষয়ে অশোভন বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিজ বোনকে বিবাহ ও মিথ্যা কথন।

৬. ২. ৩. ১. নিষিদ্ধ ও বিবেক বিরোধী বিবাহ

আপন বা সৎ, অর্থাৎ সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সকল প্রকারের বোনকে বিবাহ করা বাইবেলে নিষিদ্ধ। "নিজের বোনকে বা সৎবোনকে বিয়ে করে তার সংগে সহবাস করা একটা লজ্জার কাজ– সেই বোন মায়ের দিক থেকেই হোক কিংবা পিতার দিক থেকেই হোক। যারা তা করবে লোকদের চোখের সামনেই তাদের হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১৭, মো.-১৩) আরো দেখুনঃ লেবীয় ১৮/৯ ও

দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২)। কিন্তু বাইবেলই বলছে, অবরাহাম নিজের সৎবোন, পিতৃকন্যা বা বৈমাত্রেয় বোন 'সারা'-কে বিবাহ করেন (আদিপুস্তক ২০/১২)।

ইসলামি বিশ্বাসে মহান আল্লাহ যুগের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরবর্তী নবীদের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবীদের 'ব্যবহারিক বিধান' পরিবর্তন করতে পারেন। পক্ষান্তরে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাস অনুসারে ঐশ্বরিক বিধান পরিবর্তন হয় না। পূর্ববর্তী নবীরাও পরবর্তীতে প্রকাশিত ঐশ্বরিক নির্দেশ জানতেন বা পালনের অধীন ছিলেন। আর এ বিশ্বাস অনুসারে ইবরাহীমের এ বিবাহ অবৈধ ও ব্যভিচারতুল্য ছিল।

৬. ২. ৩. ২. অবরাহামের মিথ্যা কথন

বিবাহ বিষয়ক বিধি-বিধানে মানুষদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সকল আস্তিক ও নাস্তিক একমত যে, মিথ্যা অন্যায়। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় নবীরা অকাতরে মিথ্যা বলতেন। অনেক সময় তাঁরা ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলতেন এবং ঈশ্বরের নির্দেশেই মিথ্যা বলতেন। এ বিষয়ক অনেক নমুনা আমরা বিভিন্ন নবী প্রসঙ্গে দেখব।

বাইবেলের বর্ণনায় অবরাহামও বারবার মিথ্যা বলেছেন। দু'বার তিনি নিজের স্ত্রীকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁদের মধ্যকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উল্লেখ না করে স্ত্রীকে বোন বলে উল্লেখ করেন। এরূপ মিথ্যা কথনের মাধ্যমে তিনি বিপুল ভেট বা হাদিয়া লাভ করেন। সারাকে তাঁর ভগ্নি বলে জানার পর মিসর রাজ ফেরাউন এবং গরারের রাজা অবীমেলক তাঁর সুন্দরী 'বোনকে' বিবাহ করার মানসে তাঁকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া-উপঢৌকন প্রদান করেন। পরে তারা যখন তাঁকে তাঁর স্ত্রী বলে জানতে পারেন তখন স্ত্রীকে ফেরত দেন, তবে হাদিয়া ফেরত নেননি। (আদিপুস্তক ১২/১১-২০; ২০/১-১৮)

এ সকল কাহিনীতে অবরাহামকে অত্যন্ত নোংরাভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি অকাতরে মিথ্যা বলছেন। বাইবেলের বর্ণনায় তিনি বিনা আপত্তিতে নিজের স্ত্রীকে রাজার হাতে সমর্পণ করছেন। বাইবেলের বর্ণনায় আমরা দেখছি যে, তিনি সত্য বললে কোনোই ক্ষতি হত না, শুধু বিপুল উপঢৌকন থেকে বঞ্চিত হতেন।

আরো লক্ষণীয় যে, বাইবেলের বর্ণনায় তিনি কোনো আপত্তি ছাড়াই নিজের স্ত্রীকে রাজার হাতে সমর্পণ করছেন। অবরাহামের মত মানুষের ক্ষেত্রে এ কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। অতি সাধারণ যে মানুষটার সামান্য আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে সেও তো এরূপ কর্ম করতে রাজি হবে না। বরং নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অথবা স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করার চিন্তা করবে। মিথ্যা বলতে হলে স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য মিথ্যা বলবেন, স্ত্রীকে বলি দিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা কি শোভনীয়? অবরাহামের মত একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কিভাবে সামান্য লাভের আশায় নিজের স্ত্রীকে বোন পরিচয় দিয়ে বিনা বাধায় সম্রাটের হাতে সমর্পণ করতে রাজি হলেন?

৬. ২. ৪. লোট-এর ব্যভিচার সমাচার

সকল ধর্মেই ব্যভিচার নিষিদ্ধ। বাইবেলেও ব্যভিচার নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (লেবীয়: ২০/১০-১৭)। পরনারীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতকেও ব্যভিচার বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এজন্য নিজের চক্ষু তুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; নইলে পুরো দেহ নরকের পুড়বে। (মথি ৫/২৮-২৯) এর বিপরীতে নবীদের নামে ব্যভিচারের কাহিনী লেখা হয়েছে। একটা কাহিনী লোটের সাথে তাঁর কন্যাদ্বয়ের ব্যভিচার।

অবরাহাম বা ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা লোট বা লূত (আ.) কুরআন ও বাইবেল বর্ণিত একজন প্রসিদ্ধ নবী বা ভাববাদী। তিনি তাঁর জাতির অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। কিন্তু মহাপাপাচারীও যে অশ্লীলতাকে ঘৃণা করে অশ্লীলতা বিরোধী এ নবীর নামে বাইবেল সে অশ্লীলতার কাহিনী লেখেছে।

"পরে লূত ও তাঁর দু'টি কন্যা সোয়র থেকে পর্বতে উঠে গিয়ে সেখানে থাকলেন; কেননা তিনি সোয়রে বাস করতে ভয় পেলেন, আর তিনি ও তাঁর সেই দুই কন্যা গুহার মধ্যে বাস করতে লাগলেন। পরে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা কন্যাকে বললো, আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগৎ-সংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদেরকে বিয়ে করতে এই দেশে কোন পুরুষ নেই; এসো, আমরা পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করিয়ে তাঁর সঙ্গে শয়ন করি, এভাবে পিতার বংশ রক্ষা করবো। তাতে তারা সেই রাতে তাদের পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করালো, পরে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সঙ্গে শয়ন করতে গেল; কিন্তু তার শয়ন ও উঠে যাওয়া লূত টের পেলেন না। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা কন্যাকে বললো, দেখ, গত রাতে আমি পিতার সঙ্গে শয়ন করেছিলাম; এস, আমরা আজ রাতেও পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করাই; পরে তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে শয়ন কর, এভাবে পিতার বংশ রক্ষা করবো। একই ভাবে তারা সেই রাতেও পিতাকে আঙ্গুর-রস পান করাল; পরে কনিষ্ঠা কন্যা তাঁর সঙ্গে শয়ন করলো; কিন্তু তার শয়ন ও উঠে যাওয়া লূত টের পেলেন না। এভাবে লূতের দুই কন্যাই নিজেদের পিতার দ্বারা গর্ভবতী হল। পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করে তার নাম মোয়াব রাখল; সে এখনকার মোয়াবীয়দের আদিপিতা। আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করে তার নাম বিন্-অম্মি রাখল, সে এখনকার অম্মোনীয়দের আদিপিতা।" (পয়দায়েশ ১৯/৩০-৩৮, মো.-১৩)

সম্মানিত পাঠক, যে কোনো অতি সাধারণ অধার্মিক পরিবারের ক্ষেত্রে বিষয়টা কল্পনা করুন। এরূপ পরিস্থিতিতে মেয়েরা পিতার সেবা ও স্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে দেবেন? না যে কোনো মূল্যে পিতার বংশরক্ষার নামে পিতার সাথে ব্যভিচার করতে অতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন? এরূপ পরিস্থিতিতে শতকরা কতজন কন্যা পিতার সাথে যৌন মিলনের কথা মনে আনতে পারবেন? সে জন্য দু' বোন সলাপরামর্শ করবেন? দুজনে দুজনের সামনে পিতার সাথে এরূপ কর্ম করবেন? পিতার বংশ রক্ষার জন্য দু বোনকেই পিতা কর্তৃক গর্ভবর্তী হওয়া জরুরি ছিল?

লক্ষণীয় যে, পিতার সাথে ব্যভিচারজাত মোয়াব ও বিন-অম্মিকে ঈশ্বর মেরে ফেলেননি। কিন্তু উরিয়ের স্ত্রীর সাথে দাউদের ব্যভিচারের মাধ্যমে জাত পুত্রটাকে ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন (২ শমূয়েল ১২/১-২৩)। এ প্রসঙ্গে একজন গবেষক লেখেছেন:

"সম্ভবত খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে নিজ কন্যার সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অধিক অপরাধ! এজন্যই তাদের ঈশ্বর পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের ফসলকে হত্যা করলেন, অথচ নিজ কন্যার সাথে ব্যভিচারের ফসল মোয়াব ও বিন-অম্মিকে হত্যা করেননি। উপরন্তু এরা দুজন ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য বা ভাল ছিলেন।... কর্মটা এত জঘন্য ও নোংরা যে, সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত পাড় মাতালরাও কখনো এরূপ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় না। তারা অধিকাংশ সময় মাতাল হয়ে থাকলেও মাতাল অবস্থাতেই কন্যা ও অনাত্মীয়া মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর যখন কেউ এমন মাতাল হয় যে, কে কন্যা এবং কে অনাত্মীয়া তাও চিনতে পারে না, তখন তার আর যৌন সঙ্গমের ক্ষমতা থাকে না। মদপানে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিরা এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। হিন্দু ধর্ম অনুসারে অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণির কোনো ভারতীয় পাড় মাতাল মানুষও কখনো মাতাল অবস্থায় তার মায়ের বা মেয়ের সাথে এরূপ ঘৃণ্য আচরণ করেছে বলে আমরা অদ্যাবধি শুনি নি।... অবাক বিষয় যে, তিনি প্রথম রাতে এই ঘৃণ্য পাপে নিপতিত হলেন এবং দ্বিতীয় রাতেও একইভাবে পাপের মধ্যে পতিত হলেন!"[১৩]

৬. ২. ৫. ইসহাকের মিথ্যা কথন

ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আ.) একজন প্রসিদ্ধ নবী বা ভাববাদী। বাইবেলের বর্ণনায় তিনিও অকাতরে মিথ্যা বলতেন। "পরে ইস্‌হাক গরারে বাস করলেন। আর সেই স্থানের লোকেরা

[১৩] কিরানবী, আল্লামা রাহমাতুল্লাহ, ইযহারুল হক (খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অনূদিত) ২/৩৯৬, ৩৯৮।

তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, উনি আমার বোন; কারণ, ইনি আমার স্ত্রী, এই কথা বলতে তিনি ভয় পেলেন, ভাবলেন কি জানি এই স্থানের লোকেরা রেবেকার জন্য আমাকে হত্যা করবে; কেননা তিনি দেখতে সুন্দরী ছিলেন।" (পয়দায়েশ ২৬/৬-৭, মো.-১৩)

৬. ২. ৫. যাকোবের অশালীনতা ও মিথ্যাচারের গল্প

৬. ২. ৫. ১. দুই সহোদরাকে একত্রে বিবাহ

ইসহাক (আ.)-এর ছোট ছেলে যাকোব বা ইয়াকুব (আ.)। তিনি 'ইস্রায়েল/ইসরাইল' (আল্লাহর সাথে মল্লযুদ্ধকারী) নামে খ্যাত। তাঁর নামেই বনি-ইসরাইল বংশ এবং এ বংশের গৌরবগাথার জন্যই 'বাইবেল'। ইসরাইল ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র (ইবনুল্লাহ) এবং ঈশ্বরের প্রথমপুত্র (ইবনুল্লাহ আওয়াল): "ইসরাইল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত (Israel is my son, even my firstborn) (যাত্রাপুস্তক ৪/২২)। এ 'ইবনুল্লাহ' বিষয়ে বাইবেলে অনেক অশালীন কথা বলা হয়েছে। এরূপ অশালীনতার একটা বিষয় একত্রে দু' সহোদরাকে বিবাহ করা।

দু বোনকে একত্রে বিবাহ করা বাইবেলে নিষিদ্ধ: "আর স্ত্রীর সপত্নী হবার জন্য তার জীবনকালে সহবাস করার জন্য তার বোনকে বিয়ে করো না।" (লেবীয় ১৮/১৮, মো.-১৩)। অবৈধ বিবাহ ব্যভিচার ও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ (লেবীয় ২০/১৭ ও দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২)। এছাড়া নতুন নিয়মে একাধিক বিবাহও নিষিদ্ধ করা হয়েছে (মথি ১৯/৪-৬; মার্ক ১০/৬-৮)। এর পাশাপাশি বাইবেল বলছে যে, যাকোব সহোদরা দু' বোনকে বিবাহ করছেন! ধর্মীয় নির্দেশনা ছাড়াও স্বাভাবিক মানবীয় বিচারেও এরূপ বিবাহ অশালীন বলে গণ্য। আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ২৯/১৫-৩০ (মো.-১৩) বলছে:

"পরে লাবন ইয়াকুবকে বললেন, তুমি আত্মীয় বলে কি বিনা বেতনে আমার গোলামীর কাজ করবে? বল কি বেতন নেবে? লাবনের দু'টি কন্যা ছিলেন; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেলা। লেয়ার সুনয়না, কিন্তু রাহেলা রূপবতী ও সুন্দরী ছিলেন। আর ইয়াকুব রাহেলাকে বেশি মহব্বত করতেন, এজন্য তিনি জবাবে বললেন, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলার জন্য আমি সাত বছর আপনার গোলামীর কাজ করবো। লাবন বললেন, অন্য পাত্রকে দান করার চেয়ে তোমাকে দান করা উত্তম বটে; আমার কাছে থাক। এভাবে ইয়াকুব রাহেলার জন্য সাত বছর গোলামীর কাজ করলেন; রাহেলার প্রতি তাঁর ভালবাসার জন্য এক এক বছর তাঁর কাছে এক এক দিন মনে হল। পরে ইয়াকুব লাবনকে বললেন, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হল, এখন আমার স্ত্রী আমাকে দিন, আমি তার কাছে গমন করবো। তখন লাবন ঐ স্থানের সমস্ত লোককে একত্র করে একটা মেজবানী দিলেন। আর সন্ধ্যা কালে তিনি তাঁর কন্যা লেয়াকে তাঁর কাছে এনে দিলেন আর ইয়াকুব তাঁর কাছে গমন করলেন। আর লাবন সিল্পা নাম্নী নিজের বাঁদীকে তাঁর কন্যা লেয়ার বাঁদী বলে তাকেও লেয়ার সঙ্গে দিলেন। আর প্রভাত হলে দেখা গেল তিনি লেয়া। তাতে ইয়াকুব লাবনকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে এ কি ব্যবহার করলেন? আমি কি রাহেলার জন্য আপনার গোলামীর কাজ করিনি? তবে কেন আমাকে ঠকালেন? তখন লাবন বললেন, জ্যেষ্ঠ মেয়ের আগে কনিষ্ঠ মেয়েকে দান করা আমাদের এই স্থানের নিয়ম নেই। তুমি এর বিয়ের সপ্তাহটি পূর্ণ করো; পরে আরো সাত বছর আমার গোলামীর কাজ স্বীকার করবে, সেজন্য আমরা রাহেলাকেও তোমায় দান করবো। ইয়াকুব তাই করলেন, তাঁর সপ্তাহ পূর্ণ করলেন; পরে লাবন তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা রাহেলার বিয়ে দিলেন। আর লাবন বিল্‌হা নাম্নী নিজের বাঁদীকে রাহেলার বাঁদী বলে তাঁকে দিলেন। তখন ইয়াকুব রাহেলার কাছেও গমন করলেন এবং লেয়ার চেয়ে রাহেলাকে বেশী ভালবাসলেন। তিনি আরও সাত বছর লাবনের কাছে গোলামীর কাজ করলেন।"

বাইবেল গবেষকরা এখানে কয়েকটা আপত্তি উত্থাপন করেছেন:

প্রথমত: যাকোব তাঁর মামা লাবনের বাড়িতেই থাকতেন ও গোলামী করতেন। তিনি তাঁর কন্যাদ্বয়কে

সর্বদাই দেখতেন এবং খুব ভাল করেই চিনতেন এবং দেখাসাক্ষাতের মাধ্যমেই একজনের প্রেমে পড়েছেন। তিনি তাদের দেহের আকৃতি, গড়ন, মুখের আকৃতি ও কণ্ঠস্বরের পার্থক্যও ভালভাবেই জানতেন। আর লেয়া ছিলেন মৃদুলোচনা/ সুনয়না (tender eyed), কাজেই লেয়াকে রাহেল থেকে পৃথক করে চিনতে কোনোরূপ অসুবিধাই ছিল না। কাজেই অত্যন্ত অবাক বিষয় যে, সারা রাত লেয়া যাকোবের বিছানায় থাকলেন, যাকোব তাঁকে সারা রাত ধরে দেখলেন, কাছে নিয়ে শুয়ে থাকলেন, 'গমন করলেন', কিন্তু তাকে চিনতে পারলেন না!! দেখার কথা বাদ দিলেও, স্বভাবতই বাসর ঘরে প্রেমিক-প্রেমিকার কথাবার্তা ও প্রেমের আদান প্রদান হয়েছে। কথাবার্তা, আচরণ ইত্যাদি কিছু দিয়েই তিনি প্রেমিকা ও প্রেমিকার বোনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারলেন না! তবে হ্যাঁ, এ সবকিছুর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হল, সারা রাত যাকোবও লোটের ন্যায় পাড় মাতাল ছিলেন। একারণে লোট যেমন তাঁর কন্যাদেরকে চিনতে পারেননি, তেমনি যাকোবও কে লেয়া ও কে রাহেল তা বুঝতে পারেননি।

দ্বিতীয়তঃ যাকোব রাহেলকে ভালবাসতেন। এই প্রেমের মাশুল দিতে তিনি ৭ বছর দাস্যকর্ম করলেন। আর প্রেমও এতই গভীর ছিল যে প্রেমের আকর্ষণে ৭ বছর ৭ দিনের মত মনে হল তাঁর কাছে! যখন তাঁর মামা লাবন ধোঁকা দিয়ে তাঁর সাথে বড় মেয়ের বিবাহ দিলেন তখন তিনি তাঁর প্রেমিকার জন্য পুনরায় ৭ বছর দাস্যকর্ম করতে রাজি হয়ে গেলেন! স্বাভাবিক শালীনতা, ধার্মিকতা ও রুচির দাবি যে, তিনি কষ্টসহ বিবাহ মেনে নিয়ে সংসার করবেন। একান্তই অভদ্রতা বা কঠোরতা করলে প্রবঞ্চনার প্রতিবাদে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু দু' বোনকে একত্রে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার আগ্রহে তিনি পুনরায় ৭ বছর দাস্যকর্ম করতে রাজি হলেন?

তৃতীয়ত, যাকোব বাসর রাতেই স্ত্রীর সাথে তার দাসীকেও স্ত্রী হিসেবে পেলেন। দু স্ত্রীতেও তিনি তৃপ্ত হলেন না। তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণের জন্য ৭ বছরের দাস্যকর্মের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। তিনি তৃতীয় বিবাহে বাধ্য ছিলেন না। তাঁর দায়িত্ব ছিল এক স্ত্রী এবং এক দাসী-স্ত্রী দুজনকে নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকা। প্রেমিকাকে 'বিদায়' জানালেও তার অসুবিধা হত না। প্রেমিকা বা শ্বশুর কেউই তাঁকে তৃতীয় বিবাহের জন্য চাপ দেননি। বাইবেলের ঘটনা প্রমাণ করে যে, রাহেল, লেয়া, লাবন ও পরিবারের সকলের সম্মতিতেই 'কনে পরিবর্তনের' ষড়যন্ত্র ঘটেছিল। নইলে কনে পরিবর্তনের সময়েই রাহেল তার প্রেমিককে বিষয়টা জানিয়ে দিতে পারতেন।

৬. ২. ৫. ২. অমানবিক ক্রয়বিক্রয়

বাইবেল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অতি সাধারণ একটা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে ধার্মিকতা, ভালবাসা ও সৌজন্যবোধ বিদ্যমান থাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রথমপুত্র ইসরাইল (যাকোব), তাঁর মাতা এবং তাঁর পরিবারে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। এ প্রসঙ্গে বড় ভাই ইস ও ছোটভাই ইয়াকুবের গল্পটা উল্লেখ করা যায়ঃ

"একদিন ইয়াকুব ডাল রান্না করেছেন, এমন সময় ইস্ ক্লান্ত হয়ে মরুপ্রান্তর থেকে এসে ইয়াকুবকে বললেন, আমি ক্লান্ত, আরজ করি, ঐ লাল, লাল দিয়ে আমার উদর পূর্ণ করো। ... তখন ইয়াকুব বললেন, আজ তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছ বিক্রি করো। ইস্ বললেন, দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠধিকারে আমার কি লাভ? ইয়াকুব বললেন, তুমি আজ আমার কাছে কসম খাও। তাতে তিনি তাঁর কাছে কসম খেলেন। এভাবে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠধিকার ইয়াকুবের কাছে বিক্রি করলেন। আর ইয়াকুব ইস্‌কে রুটি ও মসুড়ের রান্না করা ডাল দিলেন এবং তিনি ভোজন পান করলেন, পরে উঠে চলে গেলেন। এভাবে ইস্ তাঁর জেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করলেন।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ২৫/২৯-৩৪, মো.-১৩)

ইস বা এষৌ-এর ধার্মিকতার নমুনা দেখুন! যে জ্যেষ্ঠাধিকারের কারণে তিনি ঈশ্বরের ভাববাদিত্ব, সকল

বরকত ও কল্যাণ লাভ করতেন, সে অধিকার তিনি এভাবে সামান্য রুটি আর ডালের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিলেন! সম্ভবত ভাববাদিত্ব, বরকত, কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় তাঁর নিকট এই রুটি ও ডালের চেয়ে কম দামি ছিল!!

এরপর ইয়াকুব বা যাকোবের ভ্রাতৃপ্রেম, মানবতা ও দানশীলতার নমুনা দেখুন! ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত বড় ভাইকে তিনি সামান্য খাদ্যও বিনিময় ছাড়া দিলেন না! ভ্রাতৃপ্রেম ও করুণার কোনো বালাই নেই! সবকিছুই ক্রয় ও বিক্রয়!!

এরপর বাইবেলের মহানুভবতা দেখুন। সহোদরের অসহায়ত্বের সুযোগে অধিকার হরণের জন্য ইয়াকুবকে একবারও দোষ দেচ্ছে না, কিন্তু ক্ষুধা ও ক্লান্তির তাড়নায় ভাইয়ের অন্যায় দাবি মানার কারণে ইস-এর নিন্দা করছে বাইবেল!

পাঠক এবার ইস এবং ইয়াকুবের উভয়ের স্থানে আপনাকে অথবা সমাজের সাধারণ একজন মানুষকে কল্পনা করুন। আপনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে আপনার ছোট ভাইয়ের বাড়িতে যেয়ে খাবার চাইলেন। ছোট ভাই একটা দলিল এনে আপনাকে বললেন, এখানে সই করে আপনার সকল বা কিছু সম্পদ বা অধিকার আমাকে লেখে দিলে আপনাকে এক বাটি ডাল ও কয়েকটা রুটি খেতে দেব! আপনি তৎক্ষণাৎ সই করে দেবেন? আপনি কি বলবেন, আমি যেহেতু ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত সেহেতু ভবিষ্যতের অধিকার বা সম্পদ দিয়ে আর কি হবে?

যদি আপনি ছোট ভাই হতেন এবং আপনার বড় ভাই এভাবে আসতেন তবে আপনি কি করতেন? ক্ষুধার্ত সহোদরকে দেখলে আপনার মনে কি মমতা জাগত? তাকে কি কিছু খাদ্য দিতে মন চাইত? না তৎক্ষণাৎ আপনি তার ক্লান্তি ও ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে তার সম্পতি বা অধিকার লেখে নিতে চাইতেন?

৬. ২. ৫. ৩. যাকোবের মিথ্যা কথন ও প্রতারণা

বাইবেলের বর্ণনায় যাকোবও অকাতরে মিথ্যা বলতেন। তিনি তাঁর মিথ্যা দ্বারা তাঁর পিতা ইসহাককে প্রতারিত করেন। শুধু তাই নয়, বাইবেলের বর্ণনায় জানা যায় যে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাঁর মিথ্যায় প্রতারিত হন!

ইসহাকের বড় ছেলে এষৌ (Esau) বা ইস এবং ছোট ছেলে যাকোব (Jacob) বা ইয়াকুব। বাইবেলের বিধান অনুসারে বড় ছেলে (firstborn) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন, বংশের অধিকার লাভ করেন এবং আশীর্বাদ লাভ করেন। ইসহাকও বড় ছেলে এষৌকে আশীর্বাদের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যাকোব মিথ্যা বলে আশীর্বাদ হরণ করেন।

আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধবয়সে ইসহাক দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসকে ডেকে বলেন, তুমি প্রান্তর থেকে আমার জন্য হরিণ শিকার করে এনে আমার জন্য সুস্বাদু করে খাদ্য প্রস্তুত কর, আমি ভোজন করব, 'যেন মৃত্যুর আগে আমার প্রাণ তোমাকে দোয়া করে'। ইস হরিণ শিকারের জন্য প্রান্তরে গমন করলে ইসহাকের স্ত্রী রিবিকা কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে বাড়ির পাল থেকে দুটো ছাগলের বাচ্চা জবাই করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করেন। যাকোব ইস-এর কাপড়গুলো পরিধান করেন। ইস লোমশ ছিলেন এবং যাকোব লোমশ ছিলেন না, এজন্য রিবিকা যাকোবের হাতে ও গলায় উক্ত জবাইকৃত ছাগলদুটোর চামড়া জড়িয়ে দেন। এরপর যাকোব পিতার নিকট যেয়ে তাঁকে ডাকেন। তিনি বলেন,

"বৎস, তুমি কে? ইয়াকুব তাঁর পিতাকে বললেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইস; ... তখন ইস্‌হাক তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস কেমন করে এত শীঘ্র সেটি পেলে? তিনি বললেন, আপনার আল্লাহ মাবুদ আমার সম্মুখে তা উপস্থিত করলেন (Because the LORD thy God brought it to me. কেরি/ কি.

মো.-১৩: আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু/ আল্লাহ্ মাবুদ আমার সম্মুখে শুভফল উপস্থিত করলেন)। ইস্হাক ইয়াকুবকে বললেন, বৎস, কাছে এসো; আমি তোমাকে স্পর্শ করে বুঝি, তুমি সত্যিই আমার পুত্র ইস্ কি না। তখন ইয়াকুব তাঁর পিতা ইস্হাকের কাছে গেলে তিনি তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, স্বর তো ইয়াকুবের, কিন্তু হাত ইসের হাত। বাস্তবিক তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না, কারণ ভাই ইসের হাতে মত তাঁর হাত লোমযুক্ত ছিল; অতএব তিনি তাঁকে দোয়া করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আমার পুত্র ইস? তিনি বললেন, হ্যাঁ।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ২৭/১৮-২৪, মো.-১৩)

ইসহাক ইয়াকুবকে ইস বলে নিশ্চিত হওয়ার পরে তাঁর দেওয়া খাদ্য ভক্ষণ করেন। কাছে ডেকে যাকোবের পোশাকের গন্ধ নিয়ে নিশ্চিত হন যে, এটা তার বড় ছেলে ইস্হ। "আর ইসহাক তাঁর কাপড়ের গন্ধ নিয়ে তাঁকে দোয়া করে বললেন, দেখ, আমার পুত্রের সুগন্ধ মাবুদের দোয়াযুক্ত ক্ষেত্রে সুগন্ধের মত। আল্লাহ আসমারে শিশির থেকে ও ভূমির সরসতা থেকে তোমাকে দিন... ।" (আদিপুস্তক/পয়দায়েশ ২৭/২৭-২৮)

তারপর তিনি তাকে দোয়া করেন। পরে ইস শিকার নিয়ে ফিরে এসে সকল ঘটনা জেনে পিতার কাছে পুনরায় দোয়া প্রার্থনা করলে তিনি তাকে দোয়া করতে অস্বীকার করেন এবং অভিশাপ বা বদদোয়া করেন। (আদিপুস্তক ২৭/২৭-৪০)

এ কাহিনীতে এ ভাববাদী পরিবারকে অশোভনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে:

(ক) স্ত্রী তার স্বামীর অন্ধত্বের সুযোগে তাঁকে প্রতারণার ষড়যন্ত্র করছেন!

(খ) মা তার এক পুত্রের পক্ষে অন্য পুত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছেন!

(গ) যাকোব তাঁর সহোদর ভাইয়ের বিরুদ্ধে অবৈধ ষড়যন্ত্র করছেন!

(ঘ) ভাববাদী যাকোব বারবার মিথ্যা বলে ভাববাদী পিতাকে প্রতারণা করছেন!

(ঙ) তিনি ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলছেন যা ভয়ঙ্করতম কুফরী (blasphemy)। তিনি সহজ ও সাবলীলভাবে ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বললেন যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁকে দ্রুত শিকার ধরিয়ে দিয়েছেন! ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলতেও তাঁর হৃদয় কাপল না!

(চ) ঈশ্বর উপরের সবগুলো মহাপাপকে মহাপ্রেমে অনুমোদন করছেন!

(ছ) আমরা জানি যে, মানুষের হাতের চামড়া যতই লোমশ হোক তা কখনো ছাগলের দেহের লোমশ চামড়ার মত হয় না। এছাড়া মানুষের চামড়া এবং মানুষের দেহের উপর জড়িয়ে দেওয়া একটা অতিরিক্ত চামড়া কখনোই একরকম হয় না। অতিরিক্ত চামড়াটা থলথল করে এবং হাত দিলেই বুঝা যায়। অবাক কাণ্ড যে, ঈশ্বরের একজন প্রাজ্ঞ ভাববাদী তাঁর হাত দিয়ে ধরে ও নাড়াচাড়া করে মানুষের হাতের লোমশ চামড়া এবং মানুষের হাতের উপরে বেঁধে দেওয়া সদ্য জবাই করা একটা প্রাণির চামড়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলেন না!

(৪) একটা মানুষের পোশাকে তার দেহের কতটুকু ঘ্রাণ থাকে? পাঠক একটু চেষ্টা করে দেখেন। আপনার দুজন সন্তানকে একই রকম দুটো পোশাক কিনে দেন। কাপড়গুলো একসাথে রেখে এরপর ঘ্রাণ দ্বারা বাছাইয়ের চেষ্টা করুন। আপনি নিশ্চিত হবেন যে, এরূপ বাছাই কষ্টকর ও অনিশ্চিত। বাইবেলের বর্ণনায় ইসহাকের ঘ্রাণ শক্তি খুবই প্রখর ও সংবেদনশীল ছিল। এজন্য তিনি পোশাকের গন্ধ দিয়ে পুত্র নিশ্চিত করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, সদ্য জবাই করা প্রাণির আর্দ্র চামড়ার গন্ধ তার নাকে গেল না কেন? স্বভাবতই রিবিকা ও যাকোব ছাগল দুটো জবাই করে রান্না করার সামান্য সময়ের মধ্যে ছাগল দুটোর চামড়া পরিচ্ছন্ন করে শুকিয়ে দুর্গন্ধ ও আর্দ্রতা মুক্ত করে আনতে পারেননি। এজন্য হাত দিয়ে স্পর্শ করা ছাড়াই ঘ্রাণেও কিছু অনুভব করা স্বাভাবিক ছিল। ইসহাক পোশাকের গন্ধ বুঝলেও

চামড়ার গন্ধ পেলেন না!

(ঝ) সবচেয়ে অবাক বিষয় স্বয়ং ঈশ্বর এ মিথ্যা দ্বারা প্রতারিত হলেন!! ঈশ্বর কি এতই অসহায় যে, যাচাই না করে কারো দোয়া গ্রহণ ও বাস্তাবায়ন করবেন? বিশেষ করে এ ঘটনায় ইসহাক ইসকেই দোয়া করেছেন। তাঁর অন্তর কখনোই ইয়াকুবকে দোয়া করে নি। ইসের পোশাকের সুগন্ধ নিয়ে সে পোশাকের মালিক ইসের জন্যই তিনি দোয়া করেন। তবে তিনি অন্ধ হওয়ার কারণে পোশাকের মধ্যে বিদ্যমান ব্যক্তিটা যে ইস নয় তা বুঝতে পারেননি। ঈশ্বরও কি অন্ধ ছিলেন? ইসহাক অন্তর থেকে ইসের জন্য দোয় করলেন আর ঈশ্বর তা প্রকৃত ইসকে না দিয়ে প্রতারণাপূর্বক ইসের নাম নিয়ে ইসহাকের দাঁড়ান ইয়াকুবকে দিয়ে দিলেন! ঈশ্বর ইয়াকুব ও তাঁর মাতাকে তাঁদের প্রতারণা ও মিথ্যাচারের জন্য শাস্তি না দিয়ে অন্ধের আশীর্বাদ অন্ধের মতই কার্যকর করে দিলেন?

৬. ২. ৬. যাকোব-পুত্র রূবেন ও যিহূদা

৬. ২. ৬. ১. পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন। আমরা দেখেছি যে, যাকোবের দ্বাদশ সন্তানের প্রত্যেকের নামেই একটা 'ধর্মগ্রন্থ' (Testament) ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যেগুলো বর্তমানে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। রূবেনের নিয়মপুস্তক (Testament of Reuben) নামের একটা পুস্তক বাইবেলের অতিরিক্ত পুস্তকগুলোর তালিকায় আমরা দেখেছি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসরাইল বা যাকোবের সন্তানরাও নবী বা ভাববাদী ছিলেন। বাইবেল বলছে যে, ঈশ্বরের প্রথমপুত্র (ইবনুল্লাহ) যাকোবের প্রথম পুত্র (ঈশ্বরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র) রূবেন তাঁর পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। "সেই দেশে ইসরাইলের অবস্থিতি- কালে রূবেন (Reuben) গিয়ে তাঁর পিতার উপপত্নী বিল্‌হার (Bilhah) সঙ্গে শয়ন করলো এবং ইসরাইল তা শুনতে পেলেন।" (পয়দায়েশ ৩৫/২২, মো.-১৩)

এখানে ঈশ্বরের বড় ছেলের বড় ছেলে রূবেন নিজের পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেন! বাহ্যত এটা ছিল ধর্ষণ। তিনি নিজ পিতার স্ত্রীকে ধর্ষণ করলেন। আর ঈশ্বরের বড় ছেলে বা 'ইবনুল্লাহ যাকোব' তাঁর এ পুত্রকে বা তাঁর এ স্ত্রীকে ব্যভিচারের জন্য কোনো শাস্তি দিলেন না। পরবর্তী অনুচ্ছেদে যাকোবের ৪র্থ পুত্র যিহূদার বিষয়ে আমরা দেখব যে, যখন তাঁকে তাঁর পুত্রবধুর ব্যভিচারের কথা বলা হল, তখন তিনি বলেন, তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেল। এ থেকে জানা যায় যে, এ সময়ের নবীদের শরীয়তে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল এটাই। কিন্তু 'ইবনুল্লাহ যাকোব' 'শরীয়াতুল্লাহ' বা শরীয়ত বাস্তবায়নে কোনোরূপ আগ্রহ দেখালেন না। তিনি শুধুই শুনলেন! ব্যাথা বা কষ্ট পেলেন তাও এখানে বলা হয়নি।

৬. ২. ৬. ২. পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার

যাকোবের চতুর্থ পুত্র যিহূদা/ এহুদার প্রথম পুত্র এর (Er), দ্বিতীয় পুত্র ওনন (Onan) ও তৃতীয় পুত্র শেলা (Shelah)। এহুদা তার পুত্র এরের স্ত্রীর সাথে কিভাবে ব্যভিচার করেন সে বিষয়ে আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ (৩৮/৬-৩০, মো.-১৩) বলছে:

"পরে এহুদা তামর (Tamar) নাম্নী একটা কন্যাকে এনে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের সঙ্গে বিয়ে দিল। কিন্তু এহুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর মাবুদের দৃষ্টিতে দূরাচারী হওয়াতে মাবুদ তাকে মেরে ফেললেন। তাতে এহুদা ওননকে বললো, তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে গমন করো ও তার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করো। কিন্তু ঐ বংশ নিজের হবে না বুঝে ওনন ভাবীর কাছে গমন করলেও ভাইয়ের বংশ উৎপন্ন করার অনিচ্ছাতে ভূমিতে বীর্যপাত করলো। তার সেই কাজ মাবুদের দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাকেও মেরে ফেললেন। তখন এহুদা পুত্রবধূ তামরকে বললো, যে পর্যন্ত

আমার পুত্র শেলা বড় না হয়, সেই পর্যন্ত তুমি তোমার পিত্রালয়ে গিয়ে বিধবা হিসেবে জীবন যাপন করো। ... তখন কেউ তামরকে বললো, দেখ, তোমার শ্বশুর তাঁর ভেড়ার লোম কাটতে তিম্নায় যাচ্ছেন। তখন সে বিধবার কাপড়-চোপড় ত্যাগ করে আবরণ দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করলো ও গায়ে কাপড় দিয়ে তিম্নার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনয়িমের প্রবেশস্থানে বসে রইলো ... পরে এহুদা তাকে দেখে পতিতা মনে করলো, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করেছিল। অতএব সে পুত্রবধূকে চিনতে না পারাতে পথের পার্শ্বে তার কাছে গিয়ে বললো, এসো, তোমার সঙ্গে শয়ন করি। তামর বললো আমার সঙ্গে শয়ন করার জন্য তুমি কি দিতে পারবে? সে বললো, পাল থেকে একটা ছাগলের বাচ্চা পাঠিয়ে দেব। তামর বললো, যতক্ষণ তা না পাঠাও ততক্ষণ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক রাখবে? সে বললো, কি বন্ধক রাখবো? তামর বললো, তোমার এই মোহর ও সুতা ও হাতের লাঠি। তখন সে তাকে সেগুলো দিয়ে তার সঙ্গে শয়ন করলো; তাতে সে তার দ্বারা গর্ভবতী হল। পরে সে উঠে চলে গেল এবং সেই আবরণ ত্যাগ করে নিজের বিধবার পোশাক পরলো।

... প্রায় তিন মাস পরে কেউ এহুদাকে বললো, তোমার পুত্রবধূ তামর জেনাকারিণী হয়েছে, আরো দেখ, জেনার কারণে তার গর্ভ হয়েছে। তখন এহুদা বললো, তাকে বাইরে এনে পুড়িয়ে দাও। পরে বাইরে আনবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলে পাঠাল, যার এসব বস্তু, সেই পুরুষ থেকে আমার গর্ভ হয়েছে। সে আরও বলল, এই মোহর, সুতা ও লাঠি কার? চেয়ে দেখ। তখন এহুদা সেগুলো চিনতে পেরে বললো, সে আমার চেয়েও বেশি ধার্মিকা, কেননা আমি তাকে আমার পুত্র শেলাকে দিই নি। এর পরে এহুদা তার সঙ্গে আর শয়ন করলো না। পরে তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হল, আর দেখ, তার গর্ভে যমজ সন্তান। তার প্রসব কালে একটা বালক হাত বের করলো; তাতে ধাত্রী সেই হাত ধরে লাল রংয়ের সুতা বেঁধে বললো, এই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু সে তার হাত টেনে নিলে দেখ, তার ভাই ভূমিষ্ঠ হল; তখন ধাত্রী বলল, তুমি কি ভাবে নিজে বাধা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসলে? অতএব তার নাম পেরস (বাধা ভাঙ্গা) হল। পরে হাতে লাল রংয়ের সুতা বাঁধা অবস্থায় তার ভাই ভূমিষ্ঠ হলে তার নাম হল সেরহ।"

আল্লামা রাহমতুল্লাহ কিরানবী এ কাহিনী উল্লেখ করে কাহিনীটার অশালীনতা ও বিবেকবিরুদ্ধতা অনুধাবনের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনঃ

প্রথমতঃ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'এর' দুরাচারী হওয়াতে মাবুদ তাকে মেরে ফেললেন। এরের পাপের কোনো বিবরণ এখানে দেওয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন হলো, তার পাপ কি তার বড় চাচার পাপের চেয়ে মারাত্মক ছিল? তাঁর বড় চাচা রূবেন তো তাঁর নিজের পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন! এরের দূরাচারিতা কি তাঁর অন্য দু' চাচা শিমিয়োন ও লেবির দূরাচারিতার চেয়েও ঘৃণ্য ছিল? তাঁর এ দু' চাচা তো অন্যায়ভাবে পুরো একটা শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করেন! এর-এর অন্যায় কি তার পিতা এহুদা ও তাঁর অন্যান্য ভাইয়ের অন্যায়ের চেয়েও খারাপ ছিল? তাঁরা তো উক্ত শহরের নিহত মানুষদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং শিশু ও স্ত্রীদেরকে বন্দি করেন! তাঁর অন্যায় কি তাঁর পিতার অন্যায়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল? তিনি তো 'এর'-এর মৃত্যুর পরে তার বিধবা স্ত্রী সাথে ব্যভিচার করলেন! এরা সকলেই তো ঈশ্বরের দয়া, ক্ষমা, আশীর্বাদ ও অনন্ত মর্যাদা লাভ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন আর 'এর' ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য হলেন, যার ফলে তাকে সদাপ্রভু হত্যা করলেন!

দ্বিতীয়তঃ সদাপ্রভু ঈশ্বর ওননকে মেরে ফেললেন; কারণ সে ভূমিতে রেতঃপাত করেছিল। অথচ তাঁর পিতা ও পিতৃব্যদেরকে উপরের অপরাধগুলোর কারণে হত্যা করলেন না! তাহলে কি ভূমিতে রেতঃপাত করা গণহত্যা, লুণ্ঠন, পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার, পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার ইত্যাদি সকল পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর?

তৃতীয়তঃ যিহুদা/এহুদা তার পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করায় তার পিতা যাকোব/ ইয়াকুব তাকে কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করলেন না। আদিপুস্তক ৪৯ অধ্যায় প্রমাণ করে যে, যিহূদার ব্যভিচারে যাকোব বিরক্ত হন নি।

যাকোব রূবেন, শিমিয়োন ও লেবিকে তাদের উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের কারণে নিন্দা করেছেন। কিন্তু তিনি যিহূদাকে তার কর্মকান্ডের জন্য কোনোরূপ নিন্দা করেননি। তিনি তার অপরাধের বিষয়ে নীরব থেকেছেন এবং তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উপরন্তু তিনি তাঁর জন্য অতিরিক্ত আশীর্বাদ করেছেন এবং তাঁকে তাঁর ভাইদের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। বাহ্যত পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করে তাকে দুটো পুত্রসন্তান উপহার দেওয়ার কারণেই 'ইবনুল্লাহ ইসরাইল' (যাকোব) যিহূদাকে অতিরিক্ত আশীর্বাদ করেন। বাহ্যত ঈশ্বরও যিহূদার এ ব্যভিচারে তৃপ্ত হন; এজন্য বাইবেলের মূল আশীর্বাদের ধারা দাউদ ও যীশু দু'জন খ্রিষ্ট বা মাসীহকেই এ জারজ সন্তানের বংশে জন্ম দেন। দাউদ, শলোমন ও যীশু সকলেই এ ব্যভিচারের বংশধর।

চতুর্থতঃ যিহূদা তাঁর পুত্রবধু তামরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে ধার্মিকা ছিল। উপরন্তু তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে তাঁর নিজের চেয়েও বেশি ধার্মিক ছিল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি! সত্যিকারের ধার্মিক পুরুষ এ শ্বশুর। আর সত্যিকারের ধার্মিকা এ পুত্রবধু যে ধার্মিকতায় শ্বশুরকেও হার মানিয়েছে! কারণ তিনি তার গুপ্তাঙ্গকে স্বামীর পিতা ছাড়া আর কারো কাছে অনাবৃত করেননি এবং শ্বশুর ছাড়া আর কারো সাথে ব্যভিচার করেননি। আর এ এক ব্যভিচারের পুরস্কার হিসেবে তিনি দুটো পুত্র লাভ করলেন এবং দাউদ ও যীশু এ দুজন ইবনুল্লাহ (ঈশ্বরের পুত্র) ও দু'জন মাসীহ (খৃস্ট)-এর দাদী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন।

ষষ্ঠতঃ পেরস ও সেরহ উভয়ে ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান। কিন্তু সে কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে হত্যা করেননি। তিনি লোটের দু কন্যার গর্ভে জন্মলাভকারী দু' জারজ পুত্রের ন্যায় এদেরকেও জীবিত রেখেছেন। তবে দাউদের সাথে উরিয়ের স্ত্রীর ব্যভিচার-জাত সন্তানকে ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন। সম্ভবত পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা নিজের পুত্রবধু বা কন্যার সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে কঠিনতর অপরাধ![১৪]

এহুদার পুত্রবধু শুধু মুখের উপর ওড়না দিলেন বলে তিনি আর চিনতে পারলেন না? মুখ আবৃত ছিল বলে এহুদা তামরকে বেশ্যা মনে করলেন, কিন্তু আকৃতি, কণ্ঠস্বর, চালচলন ইত্যাদি দেখে নিজের পুত্রবধু বলে একবারও সন্দেহ হল না? যে পুত্রবধুর জন্য তার দুটো পুত্র ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে তার কথা একবারও মনে পড়ল না? এ বৃদ্ধ মানুষটা কি এতই লোলুপ ছিলেন যে, রাস্তার পাশে একজন মহিলাকে দেখেই প্রস্তাব করে বসলেন? ঘরে ঢুকেও কি তামর মুখটা ঢেকে রেখেছিলেন? পুত্রবধুর সাথে শয়ন করলেন, পুত্রবধু গর্ভবতী হল, কিন্তু কখনোই তার মুখটা নজরে পড়ল না? মুখ দেখা ছাড়া কন্যা বা পুত্রবধুর মত অতি আপনজনকে চেনা যায় না?

বাইবেলেই ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন: "কেউ যদি তার ছেলের স্ত্রীর সংগে সহবাস করে তবে তাদের দু'জনকেই হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১২) বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বর অতি সামান্য অপরাধে ও বিনা অপরাধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজে হত্যা করেছেন। কিন্তু এ বাইবেল নির্দেশিত হত্যাযোগ্য অপরাধের জন্য ঈশ্বর নিজে বা ঈশ্বরের পুত্র ও প্রথম পুত্র ইয়াকুব কেউই এহুদা ও তামর দু'জনকে বা দুজনের কাউকেই হত্যা করলেন না।

৬.২.৭. মোশি ও হারোণের অবিশ্বাস ও প্রতিমাপূজার বর্ণনা

৬. ২. ৭. ১. মূসা ও হারূন অজাচার-জাত সন্তান!

অতি নিকটবর্তী আত্মীয়দের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ককে INCEST অর্থাৎ অজাচার বা অগম্যাগমন বলা হয়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তা ঘৃণা করে। পবিত্র বাইবেলে ফুফু বা পিতার বোনের সাথে বিবাহ অবৈধ ও হত্যাযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে (মো.-০৬): "ফুফুর সংগে সহবাস করা চলবে না; কারণ তার সংগে পিতার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে" (লেবীয় ১৮/১২)। "কেউ যেন খালা বা ফুফুর সংগে

---

[১৪] কিরানবী, ইযহারুল হক (বঙ্গানুবাদ, ইফাবা) ২/৪০৯-৪১০।

সহবাস না করে। এতে রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে এমন একজন আত্মীয়াকে অসম্মান করা হয় এর জন্য তাদের দু'জনকেই দায়ী করা হবে" (লেবীয় ২০/১৯)। লেবীয় পুস্তকের ২০ অধ্যায় থেকে আমরা জানি যে, এরূপ বিবাহ ব্যভিচার ও হত্যাযোগ্য অপরাধ।

মোশির তৌরাতের তৃতীয় পুস্তকে এসকল বিধান বিদ্যমান। কিন্তু মোশির তৌরাতের দ্বিতীয় পুস্তকে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং মোশিও এরূপ অবৈধ বিবাহ বা অজাচার (INCEST)-জাত সন্তান। মোশির পিতা তাঁর আপন ফুফুকে বিবাহ করেন: "ইমরানের ছেলেরা হল হারুন ও মূসা। ইমরান তাঁর পিতার বোন ইউখাবেজকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভে এঁদের জন্ম হয়েছিল।" (হিজরত/যাত্রাপুস্তক ৬/২০)

ইহুদি-খ্রিষ্টান বিশ্বাসে ঈশ্বরের বিধান রহিত হয় না। তৌরাতের বিধান লেখার পূর্বেও মানবজাতি এ বিধানেরই অধীন ছিল। তাহলে কি মোশি ও হারোণ অজাচারজাত অবৈধ সন্তান ছিলেন? ইহুদি-খ্রিষ্টান বিশ্বাস অনুসারে প্রচলিত তৌরাত মোশিরই লেখা। মোশি কি নিজের লেখা বইয়ে নিজের পিতামাতার অজাচার প্রকাশ করে তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে অপমানিত করলেন এবং নিজেদেরকে অবৈধ সন্তান বলে প্রমাণ করলেন?

৬. ২. ৭. ২. মোশি ও হারোণের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা

অবিশ্বাস, মূর্তিপূজা বা শিরক যে কোনো বিশ্বাসীর জন্য ভয়ঙ্করতম পাপ। বাইবেল নিষিদ্ধ ভয়ঙ্করতম পাপ মূর্তিপূজা বা ঈশ্বর ছাড়া আর কারো উপাসনা করা। বাইবেলে এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য ও এর জন্য তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ডের বিধান। অলৌকিক ক্ষমতাধারী কোনো নবীও যদি শিরকের প্ররোচনা দেন তবে তাকেও পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে তাওবারও কোনো সুযোগ নেই। (যাত্রাপুস্তক ২২/২০, ৩২/২৮, দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১৬, ১৭/২-৭, ১ রাজাবলি ১৮/৪০)

এর বিপরীতে বাইবেল বলছে, কোনো কোনো নবী মূর্তিপূজা করতেন। কোনো কোনো নবীকে অবিশ্বাসী বা অবাধ্য বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন মোশি/ মূসা (আ) ও হারুন (আ)। বাইবেল দুজনকেই অবাধ্য ও অবিশ্বাসী বলে উল্লেখ করেছে। গণনা পুস্তক/ শুমারী ২০/১২: "পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, তোমরা বনি-ইসরাইলদের সাক্ষাতে আমাকে পবিত্র বলে মান্য করলে না এবং আমার কথায় বিশ্বাস করলে না, এজন্য আমি তাদেরকে যে দেশ দিয়েছি, সেই দেশে তোমরা এই লোকদের প্রবেশ করাতে পারবে না।" (মো.-১৩)

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২/৪৮-৫২: "সেই দিনে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি এই অবারীম পর্বতে, অর্থাৎ জেরিকোর সম্মুখে অবস্থিত মোয়াব দেশস্থ নবো পর্বতে উঠ এবং আমি অধিকার হিসেবে বনি-ইসরাইলকে যে দেশ দিচ্ছি সেই কেনান দেশ দর্শন কর। আর তোমার ভাই হারুন যেমন হোর পর্বতে ইন্তেকাল করেছে এবং নিজের লোকদের কাছে সংগৃহীত হয়েছে, তেমনি তুমিও যে পর্বতে উঠবে, তোমাকে সেখানে ইন্তেকাল করে নিজের লোকদের কাছে সংগৃহীত হতে হবে; কেননা সীন মরুভূমিতে কাদেশস্থ মরীবা পানির কাছে তোমরা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন করেছিলে (KSV: ye trespassed against me: আমার বিরুদ্ধে পাপ/ সীমালঙ্ঘন করেছিলে, RSV: Because You broke faith with me: তোমরা আমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলে) ফলত বনি-ইসরাইলদের মধ্যে আমাকে পবিত্র বলে মান্য কর নি (ye sanctified me not/ did not rever me as holy in the midst of the children of Israel)। তুমি তোমার সম্মুখে দেশ দেখবে, কিন্তু আমি বনি-ইসরাইলকে যে দেশ দিচ্ছি, সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মো.-১৩)

এ দু'টা স্থানে ঈশ্বর স্পষ্টতই বলেছেন যে, বনি-ইসরাইলদের মধ্যে মোশি ও হারোণ অবিশ্বাস করেছিলেন, অবাধ্যতা করেছিলেন, সত্য লঙ্ঘন করেছিলেন, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন এবং ঈশ্বরকে পবিত্র বলে মান্য করেননি। এজন্যই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের অধিকার ও সুযোগ থেকে তাঁদের

উভয়কেই বঞ্চিত করা হয়।

৬. ২. ৭. ৩. মোশির ঈশ্বর-নিন্দা বা কুফরী কথা

মোশি মিসরে যেয়ে ফেরাউনের নিকট বনি-ইসরাইলের মুক্তি দাবি করলে ফেরাউনের লোকেরা তাদের উপর অত্যাচার করে। বাইবেলের বর্ণনায় এতে মোশি বলেন: "হে মাবুদ, তুমি এই লোকদের প্রতি কেন অমঙ্গল করলে? আমাকে কেন পাঠালে? যখন থেকে আমি তোমার নামে কথা বলতে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হয়েছি, তখন থেকে তিনি এই লোকদের অমঙ্গল করছেন, আর তুমি তোমার লোকদের (প্রজাদের) উদ্ধার করার জন্য কিছুই করনি।" (হিজরত/ যাত্রা ৫/২২-২৩, মো.-১৩)

সম্মানিত পাঠক, এ সকল কথা কি স্পষ্ট কুফর বা ঈশ্বর নিন্দা নয়? কোনো বিশ্বাসী মানুষ কি এভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ করতে পারেন? সম্ভবত ঈশ্বর নিন্দামূলক অভিযোগ অস্পষ্ট করতে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: 'তুমি আপন প্রজাদের উদ্ধারে কিছুই কর নাই' (neither hast thou delivered thy people at all) কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নবোধক করেছে: "কই তুমি তোমার বান্দাদের রক্ষা করলে?"

৬. ২. ৭. ৪. হারোণের গোবৎস পূজা

বাইবেল থেকে জানা যায় যে, হারোণ বা হারুন (আ.) নবী ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলতেন। এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিধান তাঁর উপর নাযিল করতেন।

(ক) কখনো ঈশ্বর তাঁদের উভয়ের সাথে কথা বলতেন: "সদাপ্রভু মোশি ও হারোণের সাথে কথা বলে বললেন (And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying. কেরির অনুবাদ: সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন/ কি. মো.-১৩: মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন।" (যাত্রাপুস্তক/হিজরত ৬/১৩; ৭/৮; লেবীয়১৪/৩৩; গণনাপুস্তক/ শুমারী ২/১; ৪/১; ৪/১৭; ১৪/২৬; ১৬/২০; ১৯/১)

"আর মাবুদ মূসার ও হারুনের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বনি- ইসরইলদের মিসর দেশ থেকে বের করে আনবার জন্য বনি-ইরাইলদের কাছে এবং মিসরের বাদশাহ ফেরাউনের কাছে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিতে তাঁদেরকে হুকুম দিলেন।" (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ৬/১৩, মো.-১৩)

(খ) কখনো ঈশ্বর সরাসরি এককভাবে হারোণের সাথে কথা বলতেন। "সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন/ মাবুদ হারুনকে বললেন (the LORD said unto Aaron)" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ৪/২৭; গণনা পুস্তক/ শুমারী ১৮/১, ৮, ২০) বস্তুত গণনা পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর সরাসরি হারোণের সাথে কথা বলেছেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিধান তাঁর কাছেই নাযিল করেছেন।

বাইবেলের এ সকল বক্তব্য নিশ্চিত করে যে, ঈশ্বর হারোণকে স্বতন্ত্রভাবে নুবুওয়াত প্রদান করেছেন। এছাড়া মোশির সাথে যৌথভাবেও তাঁর প্রতি ওহী বা ভাববাণী প্রদান করেছেন। মোশির ন্যায় হরোণকেও তিনি ভাববাদী ও প্রেরিত হিসেবে (নবী ও রাসূল) হিসেবে ফরৌণ এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। যাত্রা পুস্তক ভাল করে পাঠ করলে পাঠক জানতে পারবেন যে, ফরৌণের বিরুদ্ধে অলৌকিক চিহ্নসমূহের অধিকাংশই হারোণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বরের ভাববাদী হারোণ একটা বাছুরের প্রতিমা তৈরি করেন এবং তার পূজার ব্যবস্থা করেন। যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ৩২ অধ্যায়ে এ 'কাহিনীটি' উল্লেখ করা হয়েছে। কাহিনীটির শুরু নিম্নরূপ: "পর্বত থেকে নামতে মূসার বিলম্ব হচ্ছে দেখে লোকেরা হারুনের কাছে একত্র হয়ে বললো, উঠুন, আমাদের অগ্রগামী হবার জন্য আমাদের জন্য দেবতা তৈরি করুন, কেননা যে মূসা মিসর দেশ

থেকে আমাদেরকে বের করে এনেছেন, সেই ব্যক্তির কি হয়েছে তা আমরা জানি না। তখন হারুন তাদেরকে বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্ত্রী ও পুত্রকণ্যার কানের সোনার গহনা খুলে আমার কাছে আন। তাতে সমস্ত লোক তাদের কান থেকে সোনার সমস্ত কুণ্ডল খুলে হারুনের কাছে আনল। তখন তিনি তাদের হাত থেকে তা গ্রহণ করে শিল্পাস্ত্রে গঠন করলেন এবং একটা ছাঁচে ঢালা বাছুর নির্মাণ করলেন। তখন লোকেরা বলতে লাগল, হে ইসরাইল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন। আর হারুন তা দেখে তার সম্মুখে একটা কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন এবং হারুন ঘোষণা করে বললেন, আগামীকাল মাবুদের উদ্দেশে উৎসব হবে। আর লোকেরা পরদিন প্রত্যুষে উঠে পোড়ানো-কোরবানী করলো এবং মঙ্গল-কোরবানী আনলো; আর লোকেরা ভোজন-পান করতে বসল, পরে ক্রীড়া করতে উঠলো।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ৩২/১-৬, মো.-১৩)

এভাবে হারোণ বাছুরের প্রতিমা নির্মাণ করেন, সেটার পূজার নিমিত্ত তিনি কোরবানগাহ নির্মাণ করেন এবং এ উপলক্ষ্যে উৎসবেরও ঘোষণা দেন। এভাবে তিনি বাছুরের মূর্তি পূজা করেন এবং বনি-ইসরাইলদের তা পূজা করতে প্ররোচিত করেন। বাছুর পূজার কারণে কয়েক হাজার বনি-ইসরাইলকে হত্যা করা হয়। (যাত্রাপুস্তক ৩২/২৮) তবে হারোণকে শাস্তি দেওয়া হয়নি!

৬. ২. ৭. ৫. মোশি ও বনি-ইসরাইলদের মিথ্যাচার

বাইবেলের বর্ণনায় বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে বের করে নেওয়ার জন্য মোশি ফেরাউনকে মিথ্যা বলেন। ঈশ্বর নিজেই মিথ্যা বলতে নির্দেশ দেন: "তখন তুমি ও ইসরাইলের প্রাচীন লোকেরা মিসরের বাদশাহ্‌র কাছে যাবে, তাকে বলবে ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ আমাদেরকে দেখা দিয়েছেন; অতএব আরজ করি, আমাদেরকে অনুমতি দিন যাতে আমরা মরুভূমির মধ্যে তিন দিনের পথ গিয়ে আমাদের আল্লাহ মাবুদের উদ্দেশে পশু করবানী করতে পারি। কিন্তু আমি জানি, পরাক্রান্ত হাত দেখালেও মিসরের বাদশাহ তোমাদের যেতে দেবে না। ... এর পর আমি হাত বাড়িয়ে দেবো এবং দেশের মধ্যে যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করবো তা দিয়ে মিসরকে আঘাত করবো। এর পরে সে তোমাদেরকে যেতে দেবে।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ৩/১৮-২০, মো.-১৩)

বিষয়টা বিস্ময়কর। ঈশ্বর নিজেই বলছেন যে, মিথ্যা বলে কোনোই লাভ হবে না। তাহলে মিথ্যা বলার প্রয়োজন কী? মোশি বলতে পারতেন: "ইবরানীদের মাবুদ আমাদেরকে দেখা দিয়েছেন; কাজেই তাঁর সেবার জন্য আমাদেরকে ছেড়ে দিন, এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন"। মিথ্যা ও সত্য উভয়ের ফলাফল একই হত। মিসর রাজ তাদেরকে ছাড়ত না এবং ঈশ্বর হস্তবিস্তার করতেন।

উল্লেখ্য, ঈশ্বরের নির্দেশে মোশি ও বনি-ইসরাইলরা এ মিথ্যার চর্চা করেন এবং ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তা কোনো কাজে লাগে না। (যাত্রাপুস্তক ৫ অধ্যায়)

অন্যত্র ইশ্বরের প্রেরণায় মোশি প্রত্যেক ইসরাইলীয় পুরুষ ও নারীকে নির্দেশ দেন, তার মিসরীয় প্রতিবেশী পুরুষ ও নারীর নিকট থেকে সোনা ও রুপার অলঙ্কার হাতিয়ে নিতে। ঈশ্বর বলেন: "তাহাতে তোমরা খালি হাতে যাইবে না; কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনীর কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে; এইরূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ (লুণ্ঠন: spoil) করিবে।"

কি. মো.-২০০৬: "বনি-ইসরাইলদের প্রতি মিসরীয়দের মনে আমি এমন একটা দয়ার মনোভাব সৃষ্টি করব যাতে মিসর থেকে তোমাদের খালি হাতে যেতে না হয়। প্রতেক ইবরানী স্ত্রীলোক তার প্রতিবেশী এবং তার ঘরে আসে এমন সব মিসরীয় স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে সোনা ও রূপার জিনিস আর কাপড় চোপড় চেয়ে নেবে..।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ৩/২১-২২। পুনশ্চ: ১১/২-৩; ১২/৩৫)।

বাইবেল এখানে কী নৈতিকতা শেখাল? মিসরীয়দের জুলুম থেকে বনি-ইসরাইলদের মুক্তি দান খুবই ভাল কাজ। কিন্তু সেজন্য কি প্রতারণা ও লুণ্ঠন বৈধ হয়ে গেল? ঈশ্বর লুণ্ঠনের সময় মিসরীয়দের মনে বনি-ইসরাইলের প্রতি দয়ার ভাব জাগিয়ে দিয়ে লুণ্ঠনে সাহায্য করলেন। অথচ এরূপ দয়ার ভাব শুরুতেই জাগিয়ে দিলে আর মিসরের সকল প্রথমজাত মানুষ ও প্রাণীকে হত্যা করা ও অন্যান্য নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজন হত না!

৬. ২. ৭. ৬. মোশির পরিকল্পিত নরহত্যা

মূসা (আ.) কর্তৃক একজন মিসরীয় ব্যক্তির হত্যার কথা কুরআন ও বাইবেলে বলা হয়েছে। কিন্তু উপস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনের বর্ণনায় মূসা (আ.) উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আঘাত করেন, কিন্তু লোকটা মারা যায়। বিষয়টা একান্তই অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ছিল। মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনার করেন। পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনায় মোশি পরিকল্পিতভাবে নরহত্যা করেন: "তিনি দেখলেন, এক জন মিসরীয় তাঁর ভাইদের মধ্যে এক জন ইবরানীকে মারধোর করছে। তখন তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ঐ মিসরীয়কে খুন করে বালির মধ্যে পুতে রাখলেন।" (হিজরত ২/১১-১২, মো.-১৩)

সুপ্রিয় পাঠক, বাইবেলের বর্ণনাটা কি ফিল্মি স্টাইলের খুন নয়? সিনেমায় বা ভিডিও গেমের কিলিং মেশিনগুলোর ক্ষেত্রেই এরকম দেখা যায়। দয়ামায়াহীন-অনুশোচনাহীন খুন! কল্পনা করুন! একজন মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় অন্য মানুষকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে পিছন থেকে এসে এক কোপে তাকে খুন করলেন। এরপর একই রকম নির্বিকার চিত্তে তার মৃতদেহটা মাটির নিচে পুতে রাখলেন! এরপর! এরপর কি তিনি সিনেমার পেশাদার খুনি চরিত্রের মত নির্বকার চিত্তে একটা সিগারেটে ধরালেন?

৬. ২. ৮. শামাউনের বেশ্যাগমন

বাইবেলে ব্যভিচার মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার বাইবেলীয় নবীদের ব্যভিচার ও বেশ্যাগমন ফলাও করেই লেখা হয়েছে। এরূপ একজন বাইবেলীয় ত্রাণকর্তা ও নবী স্যামসন (Samson)। কেরির অনুবাদে শিম্‌শোন, কি. মো.-২০০৬: 'হযরত শামাউন' এবং কি. মো.-২০১৩: 'শামাউন'।

তিনি অলৌকিক দৈহিক শক্তিসম্পন্ন ইসরাইলীয় বিচারকর্তা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের আত্মা বা পাক-রূহ দ্বারা পরিচালিত নবী ছিলেন: "আর সদাপ্রভুর আত্মা (পাক-রূহ) প্রথমে সরার ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে, মহনেদানে, তাঁহাকে চালাইতে লাগিলেন (And the Spirit of the LORD began to move him..) (বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ ১৩/২৫)। তিনি যে ঈশ্বরের আত্মা বা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত নবী ছিলেন তা বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। (বিচারকর্তৃগণ ১৪/৬, ৯; ১৫/১৪, ১৮, ১৯; ইব্রীয় ১১/৩২-৩৪)। তিনি বনি-ইসরাইল জাতির ত্রাণকর্তা, জাতীয় বীর এবং মুক্তির প্রতীক।

ঈশ্বর জন্মের পূর্বেই তাঁকে নির্বাচিত করেন। গর্ভধারণের পূর্বেই ঈশ্বর তাঁর মাতাকে মদ পান করতে নিষেধ করেন এবং শামাউনের জন্মের পরে সে যেন কোনো প্রকার মদ বা আঙুরের পানীয় পান না করে তা নিশ্চিত করেন (কাজীগণ ১৩ অধ্যায়)। শামাউন মদ পান না করলেও বেশ্যাগমন করতেন এবং নারীদের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। বাইবেল সমালোচকরা বলেন যে, মদের প্রভাব ছাড়াও যে পবিত্র ব্যক্তিরা শুধু পবিত্র আত্মার প্রভাবে বেশ্যাগমনে এবং নারী-সাহচর্যে আগ্রহী হতে পারেন তা প্রমাণের জন্যই ঈশ্বর জন্মের আগেই তাঁর জন্য মদ নিষিদ্ধ করেন।

বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, মাবুদের রূহের প্রভাবাধীন এ ভাববাদী বেশ্যাগমন করতেন এবং যে মহিলাকে

দেখে পছন্দ হত তার নিকটই শয়ন করতেন। "শামাউন যখন সরা আর ইষ্টায়োলের মাঝখানে মহনে-দান বলে একটা জায়গায় ছিলেন তখন থেকে মাবুদের রূহ তাঁকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। ... শামাউন একদিন গাজা শহরে গিয়ে একটা বেশ্যাকে দেখলেন এবং তার কাছে গেলেন। শামাউন সেখানে গিয়েছে শুনে গাজার লোকেরা জায়গাটা ঘেরাও করে রাখল এবং সারা রাত শহরের সদর দরজার কাছে তাঁর জন্য ওৎ পেতে বসে রইল। রাতের বেলায় তারা চুপচাপ রইল আর বলল, 'সকাল হলে পর আমরা তাকে মেরে ফেলব।' কিন্তু শামাউন সেখানে কেবল মাঝরাত পর্যন্ত শুয়ে ছিলেন। তারপর উঠে তিনি হড়কা সুদ্ধ শহরের সদর দরজার দু'টা খুঁটি ও দরজা উপড়ে ফেললেন। সেগুলো তিনি তাঁর কাঁধের উপর তুলে নিয়ে হেবরনের সামনের পাহাড়ের উপরে গেলেন।" (কাজীগণ ১৩/২৫ ও ১৬/১-৩, মো.-০৬)

"এরপরে তিনি সোরেক উপত্যকার দলীলা নামে এক জন স্ত্রীলোককে ভালবাসলেন।" (বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ ১৬/৪, মো.-১৩)

পাঠক, এগুলো কি পবিত্র পুস্তকের পবিত্র মানুষদের পবিত্র কর্মের বিবরণ?

৬. ২. ৯. শমূয়েল ভাববাদীর মিথ্যাচারিতা

বাইবেলের অন্য একজন প্রসিদ্ধ নবী শমূয়েল বা শামুয়েল। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে ঈশ্বরেরই আরেক নবী ও মাসীহ তালুতকে মিথ্যা বলছেন: "পরে মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, তুমি কতকাল তালুতের জন্য শোক করবে? আমি তো তাকে অগ্রাহ্য করে ইসরাইলের রাজ্যচ্যুত করেছি। তুমি তোমার শিংগায় তেল ভরে নাও, যাও, আমি তোমাকে বেথেলহেমীয় ইয়াসির (বৈৎলেহমীয় যিশয়ের) কাছে প্রেরণ করি, কেননা তার পুত্রদের মধ্যে আমি আমার জন্য একজন বাদশাহ্‌কে দেখে রেখেছি। শামুয়েল বললেন, আমি কিভাবে যেতি পারি? তালুত যদি এই কথা শোনে, তবে আমাকে হত্যা করবে। মাবুদ বললেন, তুমি একটি বক্‌না বাছুর সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং বলবে, তুমি মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করতে এসেছ।" (১ শমূয়েল ১৬/১-২, মো.-১৩)

৬. ২. ১০. ঈশ্বরের ভাববাদী ও খ্রিষ্ট শৌলের পাপাচার

বাইবেলের প্রসিদ্ধ নবী ইহুদিদের প্রথম রাজা শৌল (Saul) বা তালুত। তিনি বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১০২০ সালের দিকে বনি-ইসরাইলের প্রথম রাজা হিসেবে তাকে ঈশ্বর অভিষিক্ত করেন।

তালুত ছিলেন ঈশ্বরের খ্রিষ্ট বা মাসীহ। এনকার্টা ডিকশনারি ও এনকার্টা বিশ্বকোষ 'Christ' প্রবন্ধ থেকে পাঠক জানবেন যে, ইংরেজি 'খ্রিষ্ট' (Christ) শব্দটা গ্রিক 'খ্রিস্টস (Khristos) থেকে গৃহীত। শব্দটির অর্থ 'anointed' বা 'অভিষিক্ত'। মূল হিব্রু ভাষায় শব্দটা 'মাসিয়াহ' (māshīakh)। ইংরেজিতেও 'Messiah' (মেসিয়াহ/ ম্যাসায়া) শব্দটা ব্যবহৃত। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কাউকে পবিত্র তেল দিয়ে 'অভিষিক্ত' করার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হলে তাকে ইহুদি পরিভাষায় 'মাসীহ', খিষ্ট বা অভিষিক্ত বলা হয়। পবিত্র বাইবেলে এরূপ অনেক অভিষিক্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পবিত্র বাইবেলের খ্রিষ্টধর্মীয় অনুবাদে 'মাসীহ', 'মসীহ' বা খ্রিষ্ট শব্দ শুধু ঈসা (আ) বা যীশুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য মাসীহ বা খ্রিষ্টদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে 'anointed'এবং বাংলায় 'অভিষিক্ত' শব্দ ব্যবহার করা হয়, যদিও মূল হিব্রুতে 'māshīakh' বা মসীহ শব্দটাই ব্যবহৃত।

তালুত ছিলেন ঈশ্বরের মাসিয়াহ, মাসীহ, খ্রিষ্ট বা অভিষিক্ত। বাইবেলে বার বার তাঁকে ঈশ্বরের মাসিয়াহ বা সদাপ্রভুর অভিষিক্ত (the LORD'S anointed/ the anointed of the LORD) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবিতে 'মাসীহুর রব্ব' বা প্রভুর মসীহ। (১ শমূয়েল ৯/১৬-২৭; ১০/১, ১০/৫; ১২/৩; ১২/৫; ১৯/২৩-৩৪; ২৪/৬; ২৪/১০; ২৬/৯; ২৬/১১; ২৬/১৬; ২৬/২৩; ২ শমূয়েল

১/১৪; ১/১৬)

তিনি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত নবীও ছিলেন। ঈশ্বরের আত্মা বা পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে আগমন করতেন এবং তিনি ভাববাণী বা নুবুওয়াত প্রচার করতেন। আবার পবিত্র আত্মা তাকে পরিত্যাগ করতেন তখন ঈশ্বরের দুষ্ট আত্মা তাঁর উপর আসতেন। লক্ষণীয় যে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলে তিনি উলঙ্গ হয়ে থাকতেন। তাঁর বিষয়ে বাইবেলের কয়েকটা বক্তব্য দেখুন:

(ক) তাঁরা সেখানে, সেই পর্বতে, উপস্থিত হলে, দেখ, এক দল নবী তাঁর সম্মুখে পড়লেন; এবং আল্লাহর রূহ্ সবলে তাঁর উপরে আসলেন এবং তাঁদের মধ্যে তিনি ভাবোক্তি (নুবুওয়াত: prophesied) বলতে লাগলেন। ... শৌলও কি নবীদের মধ্যে এক জন? ... পরে তিনি ভাবোক্তি (নুবুওয়াত) বলা শেষ করে উচ্চস্থলীতে গেলেন।" (১ শামুয়েল ১০/১০-১৩, মো.-১৩)

(খ) "ঐ কথা শুনে আল্লাহর রূহ্ তালুতের উপরে সবলে আসলেন এবং তাঁর ক্রোধ অতিশয় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। আর তিনি এক জোড়া বলদ নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ঐ দূতদের দ্বারা ইসরাইল দেশের সমস্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, যে কেউ তালুত ও শামুয়েলের পিছনে বাইরে না আসবে, তার সকল বলদের প্রতি এরকম করা যাবে; তাতে মাবুদের প্রতি লোকদের ভয় উপস্থিত হওয়াতে তারা এক জন মানুষের মত বের হয়ে আসলেন।" (১ শামুয়েল ১১/৬-৭, মো.-১৩)

সম্মানিত পাঠক, মানুষের অপরাধে নিরপরাধ অবলা প্রাণিকে কেটে খণ্ড খণ্ড করা কোন মানবীয়, ধর্মীয় বা ঐশ্বরিক বিচারে সঠিক বলে গণ্য হতে পারে? কোনো সুস্থ মস্তিস্ক মানুষ কি এরূপ করতে পারেন? আবার সকলকেই জানানো হল যে, তারা যদি অপরাধ করে তবে তাদেরকে নয়; বরং তাদের বলদগুলোকে এভাবে হত্যা করে বিনষ্ট করা হবে! ঈশ্বরের আত্মা, পাক-রূহ বা পবিত্র আত্মার কি এটাই শিক্ষা?

(গ) "আর আল্লাহর রূহ্ তাঁর উপরেও আসলেন, তাতে তিনি রামাস্থিত নায়োতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যেতে যেতে ভাবোক্তি (নুবুওয়াত) প্রচার করলেন আর তিনিও তাঁর কাপড় খুলে ফেললেন এবং তিনিও শামুয়েলের সম্মুখে ভাবোক্তি তবলিগ করলেন, আর সমস্ত দিনরাত উলঙ্গ হয়ে পড়ে রইলেন।" (১ শমূয়েল ১৯/২৩-২৪, মো.-১৩)

৬.২.১১. ঈশ্বরের পুত্র ও খ্রিষ্ট দাউদের অশালীনতা ও পাপ!

ঈশ্বরের অন্য নবী দাউদ। ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মের প্রাণপুরুষ তিনি। দাউদের বংশধর হওয়া যীশুর অন্যতম পরিচয়। দাউদও ঈশ্বরের খ্রিষ্ট, মসীহ বা অভিষিক্ত (anointed, Messiah, Christ) ছিলেন (গীতসংহিতা ৮৯/২০-২৭)। উপরন্তু দাউদ ঈশ্বরের পুত্র (Son) বা 'ইবনুল্লাহ', ঈশ্বরের জন্মদেওয়া বা 'জাত' (begotten) পুত্র এবং প্রথমপুত্র (firstborn) (গীতসংহিতা ২/৭; ৮৯/২০-২৭)। বাইবেল আরো সাক্ষ্য দিয়েছে যে, রাজা দাউদ ঈশ্বরের একজন ফেরেশতা: the king is as an angel of God (২ শামুয়েল ১৯/২৭)।

দাউদের বিষয়েও বিভিন্ন অশোভন ও পাপকর্মের কথা বাইবেল বলছে:

৬. ২. ১১. ১. বিবাহের পণ দুশত পুরুষ হত্যা ও লিঙ্গাগ্র কর্তন!

দাউদ অনেকগুলো বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ করেন তালুতের মেয়েকে। এ বিবাহে দাউদ পণ হিসেবে ২০০ জন খতনা না করা পুরুষের যৌনাঙ্গের চামড়া কেটে তাঁর শ্বশুর ঈশ্বরের নবী ও মাসীহ তালুতকে প্রদান করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈপরীত্য প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়টা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, বাইবেল বলেছে: "বাদশাহ কোন পণ চান না, কেবল বাদশাহর দুশমনদের

প্রতিশোধের জন্য ফিলিস্তিনিদের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক চান। ... দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে উঠে গিয়ে দুই শত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করলেন এবং বাদশাহর জামাতা হবার জন্য দাউদ পূর্ণ সংখা অনুসারে তাদের লিঙ্গগ্রত্বক এনে বাদশাহকে দিলেন; পরে তালুত তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা মীখলের বিয়ে দিলেন।" (১ শমূয়েল ১৮/২৫-২৭, মো.-১৩)

সুপ্রিয় পাঠক, বাইবেলের এ বর্ণনার অশোভনীয়তা ছাড়াও এটা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। ঈশ্বরের মসীহ, ঈশ্বরের পুত্র ও নবীদের কাছে মানুষ খুন কি এতই সহজ? যুদ্ধাবস্থা এবং যুদ্ধের ময়দানের বাইরে নিরস্ত্র মানুষদেরকে ধরে ধরে হত্যা করা কি এতই স্বাভাবিক কাজ? দাউদ কিভাবেই বা দু শত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করলেন? রাস্তা ঘাটে ঘুরলেন এবং সুযোগ মত যাকে পেলেন হত্যা করে তার লিঙ্গাগ্র কেটে নিলেন? কর্তিত লিঙ্গাগ্রগুলো তিনি কিভাবে বয়ে আনলেন? আর তালুত কিভাবেই বা সেগুলো গণনা করে বুঝে নিলেন?

৬. ২. ১১. ২. দাউদের মিথ্যাচার

দাউদকে বাইবেল মিথ্যাবাদী হিসেবে চিত্রিত করেছে। এক ঘটনায় রাজা শৌলের ভয়ে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত পলায়নরত দাউদ ইহুদিদের মহাযাজক/ মহা-ইমাম অহীমেলকের নিকট গমন করেন। যাজক দাউদকে রাজ-জামাতা ও রাজার সেনাপতি হিসেবেই জানতেন। তালুত ও দাউদের মধ্যকার সমস্যা তিনি জানতেন না। যাজকের এ অজ্ঞতাকে পুঁজি করে দাউদ তাকে মিথ্যা বলে খাদ্য ও অস্ত্র আদায় করেন। যাজক দাউদকে খাদ্য ও অস্ত্র প্রদান করেছেন জানতে পেরে তালুত তথায় গণহত্যা চালান।

"পরে দাউদ নোবে ওহীমেলক ইমামের কাছে উপস্থিত হলেন; আর ওহীমেলক কাঁপতে কাঁপতে এসে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন ও তাঁকে বললেন, আপনি একা কেন? আপনার সঙ্গে কেউ নেই কেন? দাউদ ওহীমেলক ইমামকে বললেন, বাদশাহ্ একটা কাজের ভার দিয়ে আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে যে কাজে প্রেরণ করলাম ও যা হুকুম করলাম, তার কিছুই যেন কেউ না জানে; আর আমি নিজের সঙ্গী যুবকদের অমুক অমুক স্থানে আসতে বলেছি। এখন আপনার কাছে কি আছে? পাঁচখানা রুটি হোক, কিংবা যা থাকে, আমার হাতে দিন। ... তখন ইমাম তাঁকে পবিত্র রুটি দিলেন, ... পরে দাউদ ওহীমেলককে বললেন, এই স্থানে আপনার কাছে কি বর্শা বা তলোয়ার নেই? কেননা রাজকার্যের ব্যস্ততায় আমি আমার তলোয়ার বা অস্ত্র সঙ্গে আনি নি।" (১ শামুয়েল ২১/১-৮, মো.-১৩)

এখানে দাউদ যা কিছু বলেছেন সবই মিথ্যা। এ মিথ্যার ফলশ্রুতিতে রাজা শৌল (তালুত) নোবে নির্বিচার গণহত্যা করেন। তিনি তথাকার সকল নারী, পুরুষ, শিশু এবং গরু, ছাগল, মেষ, গাধা ইত্যাদি সকল প্রাণি হত্যা করেন। এ ঘটনায় ৮৫ জন যাজক বা ইমাম নিহত হন। অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর রক্ষা পান। তিনি পালিয়ে দাউদের নিকট গমন করেন। দাউদ তার কাছে স্বীকার করেন যে, তিনিই তার পরিবারের সকলের এ হত্যা ও ধ্বংসের কারণ। (১ শমূয়েল ২২/১-২৩)

৬. ২. ১১. ৩. দাউদের উলঙ্গতা

দাউদ তাঁর দাসদাসীদের সামনে প্রকাশ্যে বিবস্ত্র হন। তাঁর স্ত্রী মীখল তার প্রতিবাদ করলে দাউদ ক্রুদ্ধ হয়ে আরো নিচে নামার সিদ্ধান্ত জানান ও বাহ্যত ঈশ্বরও দাউদেরই পক্ষে গেলেন, এ প্রতিবাদের কারণে স্ত্রী চিরতরে বন্ধ্যা হয়ে যানঃ

"পরে দাউদ নিজে পরিজনদের দোয়া করার জন্য ফিরে আসলেন; তখন তালুতের কন্যা মীখল দাউদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে বাইরে এসে বললেন, আজ ইসরাইলের বাদশাহ্ কেমন সমাদৃত হলেন; কোন অসারচিত্ত লোক যেমন প্রকাশ্যভাবে বিবস্ত্র হয়, তেমনি তিনি আজ নিজের ভৃত্যদের বাঁদীদের সম্মুখে বিবস্ত্র হলেন। তখন দাউদ মীখলকে বললেন, মাবুদের লোকদের উপরে, ইসরাইলের উপরে নেতৃত্বপদে আমাকে

নিযুক্ত করার জন্য যিনি তোমার পিতা ও তাঁর সমস্ত কুলের পরিবর্তে আমাকে মনোনীত করেছেন, সেই মাবুদের সাক্ষাতেই তা করেছি; অতএব আমি মাবুদের সাক্ষাতেই আমোদ করবো। আর এর চাইতে আরও লঘু হব এবং আমার নিজের দৃষ্টিতে আরও নিচু হব; কিন্তু তুমি যে বাঁদীদের কথা বললে, তাদের কাছে সমাদৃত হবো। আর তালুতের কন্যা মীখলের মরণকাল পর্যন্ত সন্তান হল না।" (২ শামুয়েল ৬/২০-২৩. মো.-১৩)।

৬. ২. ১১. ৪. দাউদের ব্যভিচার, ধর্ষণ ও হত্যা

'ইবনুল্লাহ' এবং 'মাসীহুল্লাহ' দাউদকে বাইবেল ধর্ষক ও খুনি বলে চিত্রিত করেছে। বাইবেল বলছে যে, দাউদের অনেকগুলো স্ত্রী ও উপ-স্ত্রী ছিল। রাজত্ব লাভের আগেই দাউদের স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল ৬ জন (২ শামুয়েল ৩/২-৫)। এরপর দাউদ আরো অনেক বিয়ে করেন: "দাউদ হেবরন ছেড়ে জেরুজালেমে গিয়ে আরও স্ত্রী ও উপস্ত্রী গ্রহণ করলেন" (২ শামুয়েল ৫/১৩)। এত স্ত্রী থাকার পরেও বৎশেবা (Bathsheba) নামক তাঁর এক প্রতিবেশিনীকে এক নজর দেখেই তাকে ধর্ষণ করার জন্য পাগল হয়ে গেলেন! এরপর নিজের পাপ গোপন করতে হত্যায় লিপ্ত হলেন!

"পরে বসন্তকাল ফিরে আসলে বাদশাহ্‌রা যখন যুদ্ধে গমন করেন তখন দাউদ যোয়াবকে, তাঁর সঙ্গে তাঁর গোলামদের ও সমস্ত ইসরাইলকে পাঠালেন; তারা গিয়ে অম্মোনীয়দের সংহার করে রব্বা নগর অবরোধ করলো; কিন্তু দাউদ যেরুশালেমে থাকলেন। একদিন বিকালে দাউদ বিছানা থেকে উঠে রাজপ্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছিলেন, আর ছাদ থেকে দেখতে পেলেন যে, একটি স্ত্রীলোক গোসল করছে; স্ত্রীলোকটি দেখতে বড়ই সুন্দরী ছিল। দাউদ তার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লোক পাঠালেন। এক জন বললো, এ কি ইলিয়ামের কন্যা, হিট্টিয় ঊরিয়ের স্ত্রী বৎশেবা নয়? তখন দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন এবং সে তার কাছে আসলে দাউদ তার সঙ্গে শয়ন করলেন; সেই স্ত্রীলোকটি মাসিকের নাপাকীতা থেকে পাকসাফ হয়েছিল। পরে সে তার ঘরে ফিরে গেল। এর পর সে গর্ভবতী হল; আর লোক পাঠিয়ে দাউদকে এই সংবাদ দিল, আমি গর্ভবতী হয়েছি।

তখন দাউদ যোয়াবের কাছে লোক পাঠিয়ে এই হুকুম করলেন, হিট্টিয় ঊরিয়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তাতে যোয়াব দাউদের কাছে ঊরিয়কে পাঠিয়ে দিলেন। ঊরিয় তাঁর কাছে উপস্থিত হলে দাউদ তাকে যোয়াবের, লোকদের ও যুদ্ধের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পরে দাউদ ঊরিয়কে বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে গিয়ে পা ধোও। তখন ঊরিয় রাজপ্রাসাদ থেকে বের হল, আর বাদশাহ্‌র কাছ থেকে তার পেছন পেছন ভেট গেল। কিন্তু ঊরিয় তার প্রভুর গোলামদের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের দ্বারে শয়ন করলো, নিজের বাড়িতে গেল না। পরে এই কথা দাউদকে বলা হল যে, ঊরিয় ঘরে যায় নি। দাউদ ঊরিয়কে বললেন, তুমি কি পথভ্রমণ করে আসো নি? তবে কেন নিজের বাড়িতে গেল না? ঊরিয় দাউদকে বললো, শরীয়ত-সিন্দুক, ইসরাইল ও এহুদা কুটিরে বাস করছে এবং আমার মালিক যোয়াব ও আমার মালিকের গোলামেরা খোলা মাঠে ছাউনি করে আছেন; সে অবস্থায় আমি কি ভোজন-পান করতে ও স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করতে নিজের বাড়িতে যেতে পারি? আপনার জীবন ও আপনার জীবন্ত প্রাণের কসম, আমি এমন কাজ করবো না।

তখন দাউদ ঊরিয়কে বললেন, আজকের দিনও তুমি এই স্থানে থাক, আগামীকাল তোমাকে বিদায় করবো। তাতে ঊরিয় সে দিন ও পরের দিন জেরুশালেমে রইলো। আর দাউদ তাকে দাওয়াত করলে সে তাঁর সাক্ষাতে ভোজন- পান করলো; আর তিন তাকে মাতাল করলেন; কিন্তু সে সন্ধ্যাবেলা তার প্রভুর গোলামদের সঙ্গে তার বিছানায় শয়ন করার জন্য বাইরে গেল, বাড়িতে গেল না।

খুব ভোরে দাউদ যোয়াবের কাছে একটি পত্র লিখে ঊরিয়ের হাতে দিয়ে পাঠালেন। পত্রখানিতে তিনি লিখেছিলেন, তোমরা এই ঊরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে এর পিছন থেকে সরে যাবে, যাতে

সে আহত হয়ে মারা পড়ে। পরে নগর অবরোধ করার সময় কোন্ স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে তা জেনে যোয়াব সেই স্থানে ঊরিয়কে নিযুক্ত করলেন। পরে নগরস্থ লোকেরা বের হয়ে যোয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করলে কয়েক জন লোক, দাউদের গোলামদের মধ্যে কয়েক জন মারা পড়লো, বিশেষত হিট্টিয় ঊরিয়ও মারা পড়লো। পরে যোয়াব লোক পাঠিয়ে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত দাউদকে জানালেন। ... আর ঊরিয়ের স্ত্রী তাঁর স্বামী ঊরিয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে স্বামীর জন্য শোক করতে লাগল। পরে শোক করার সময় অতীত হলে দাউদ লোক পাঠিয়ে তাঁকে তাঁর বাড়িতে আনালেন, তাতে সে তাঁর স্ত্রী হল ও তাঁর জন্য পুত্র প্রসব করলো। কিন্তু দাউদের কৃত এই কাজ মাবুদের দৃষ্টিতে মন্দ বলে গণ্য হল।" (২ শমূয়েল ১১/১-২৭, মো.-১৩)

পাঠক ভাল করে উপরের বক্তব্য পাঠ করে দুজনের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বিশ্বাস ও সততা বিচার করুন। প্রথম ব্যক্তি অতি সাধারণ একজন বিশ্বাসী ঊরিয়। তিনি একজন বিবাহিত মানুষ, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ময়দান থেকে একটা সুযোগে ফিরে এসেছেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর নিকট যাচ্ছেন না। স্বাভাবিক ও বৈধ জৈবিক চাহিদাকে তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, দাউদের প্রতি ভক্তি ও সেনাপতির প্রতি ভালবাসার কারণে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেনাপতি ও রাজার দাসদেরকে যুদ্ধের ময়দানে রেখে নিজে স্ত্রীর সাথে ফুর্তি করবেন না বলে শপথ করছেন। দাউদ তাকে যথাসাধ্য বেশি পরিমাণ মদ পান করিয়ে মত্ত করেছেন। মত্ত অবস্থাতেও তিনি তাঁর বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও শপথ ভুলে যান নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজা দাউদ। তিনি বাইবেলীয় 'ইবনুল্লাহ' ও 'মাসীহুল্লাহ': ঈশ্বরের পুত্র ও খ্রিষ্ট। তাঁর অনেকগুলো স্ত্রী ও উপ-স্ত্রী বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছামত তাদের সাহচর্য উপভোগ করছেন। তিনি বাড়ির ছাদে উঠে প্রতিবেশী এক নারীকে স্নান করতে দেখেই এমন অস্থির হলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে এনে ধর্ষণ করলেন। মহিলা গর্ভবতী হয়েছে জেনে নিজের কলঙ্ক গোপন করতে তার স্বামীকে ডেকে আনালেন। সর্বশেষ স্বামীকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করলেন। ধর্ষণ ও হত্যা একত্রে!

একজন সাধারণ পাপাচারি মধ্যবয়স্ক মানুষ, যার অর্ধশতাধিক স্ত্রী বিদ্যমান, তিনি একজন মহিলাকে একনজর দেখেই তাকে ধর্ষণ করতে ব্যস্ত হবেন এবং তাঁর স্বামীকে হত্যা করবেন?

লক্ষণীয় যে, এত বড় মহাপাপ দাউদ নির্বিকার চিত্তেই করছেন। সামান্যতম বিকার বা বিবেকের দংশন নেই। বাইবেলের বর্ণনায় নাথন ভাববাদী এসে উদাহরণের মাধ্যমে দাউদকে তাঁর পাপের বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাউদ বিষয়টিকে কোনোভাবেই পাপ বা অন্যায় বলে কল্পনাও করেননি! এই কি ভাববাদী, নবী, ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বরের খ্রিষ্টের প্রকৃতি? (২ শমূয়েল ১২/১-১৪)

এবার আমরা এ মহাপাপের জন্য বাইবেলীয় ঈশ্বরের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করি। "তুমি কেন মাবুদের কালাম তুচ্ছ করে তাঁর দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই করেছ? তুমি হিট্টিয় ঊরিয়কে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিয়েছ ও তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজের স্ত্রী করেছ, অম্মোনীয়দের তলোয়ার দ্বারা ঊরিয়কে মেরে ফেলেছ। অতএব তলোয়ার কখনও তোমার কুলকে ছেড়ে যাবে না ... তোমার সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীদেরকে নিয়ে তোমার আত্মীয়কে দেব; তাতে সে এই সূর্যের সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীদের সঙ্গে শয়ন করবে। বস্তুত তুমি গোপনে এই কাজ করেছ, কিন্তু আমি সমস্ত ইসরাইলের সাক্ষাতে ও দিনের আলোতে এই কাজ করবো। ... কিন্তু এই কাজ দ্বারা আপনি মাবুদের দুশমনদের নিন্দা করার বড় সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য আপনার নবজাত পুত্রটি অবশ্য মারা যাবে। (২ শমূয়েল ১২/৯-১৪, মো.-১৩)

দাউদ বাইবেলের 'দশ-আজ্ঞা'-র তিনটা 'আজ্ঞা' একত্রে লঙ্ঘন করেছেন: (১) খুন কোরো না, (২) জেনা কোরো না, (৩) অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, গোলাম ... কিছুর উপর লোভ কোরো না।" (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২০/১৩-১৭, মো.-১৩)। আর তিনি যে মহাপাপ করলেন তার জন্য ঈশ্বর নির্ধারিত একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (লেবীয় ২০/১০; দ্বিতীয় বিবরণ ২২/২২)। তবে ঈশ্বর তাঁর পুত্র ও খ্রিষ্ট দাউদের জন্য ভিন্ন রকমের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন: (১) দাউদের পাপের জন্য তার কুল বা বংশধরদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করলেন,

(২) দাউদের পাপের জন্য তাঁর নবজাতক নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুদণ্ড দিলেন এবং (৩) দাউদের স্ত্রীদের প্রকাশ্যে গণধর্ষণের ব্যবস্থা করলেন।

অপরাধীর কারণে নিরপরাধের শাস্তি! অপরাধীর কারণে নিষ্পাপ সন্তানকে হত্যা! একটা পাপের শাস্তি হিসেবে আরেকটা মহাপাপের ব্যবস্থা!! প্রকাশ্যে জনসমক্ষে নিরপরাধ নারীদের শ্লীলতাহানি ও সম্ভ্রম নষ্টের মাধ্যমে ব্যভিচারীর শাস্তির রায়!! দুটো রায়ই ঈশ্বর কার্যকর করেন। দাউদের ব্যভিচার-জাত সন্তানটা মারা যায়। আর দাউদের পুত্র অবশালোম (Absalom) তাঁর পিতার স্ত্রীদেরকে গণমানুষের সম্মুখে ধর্ষণ করেন। (২ শমূয়েল ১২/১৫-২৩; ১৬/২২)

ঈশ্বরই বলেছেন: "যে গুনাহ করে সে-ই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না আর বাবাও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না।" (ইহিস্কেল ১৮/২০, মো.-০৬)। আবার ঈশ্বরই এখানে বললেন: দাউদের গুনাহের জন্য তাঁর নবজাতক পুত্র মরল এবং তাঁর নিরপরাধ স্ত্রীরা ধর্ষিতা হল। দাউদ তাঁর দুষ্টতার ফল পেলেন না। সম্পূর্ণ নিরপরাধ বংশধর, সন্তান ও স্ত্রীরা শাস্তি পেলেন। এটা কি বৈপরীত্য? না মিথ্যা? বাহ্যত বাইবেলের প্রথম কথাটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল!

৬. ২. ১১. ৫. অতিবৃদ্ধ হওয়ার পরে শ্রেষ্ঠসুন্দরী কুমারী মেয়েকে বিবাহ

বাইবেল বলছে: "বাদশাহ দাউদ বৃদ্ধ হয়েছিলেন ও তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল এবং লোকেরা তাঁর শরীরে অনেক কাপড় দিলেও তা উষ্ণ হত না। এজন্য তাঁর গোলামেরা তাঁকে বললো, আমাদের মালিক বাদশাহর জন্য একটা যুবতী কুমারীর খোঁজ করা হোক; সে বাদশাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা-যত্ন করুক এবং আমাদের মালিক বাদশাহর শরীর যেন উষ্ণ হয়, এজন্য তাঁর বক্ষস্থলে শয়ন করুক। পরে লোকেরা ইসরাইলের সমস্ত অঞ্চলে সুন্দরী যুবতী মেয়ের খোঁজ করলো ও শুনেমীয়া অবীশগকে (Abishag the Shunammite) পেয়ে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেল। সেই যুবতী খুব সুন্দরী ছিল, আর সে বাদশাহর সেবা-যত্ন ও তাঁর পরিচর্যা করতো, কিন্তু বাদশাহ তার পরিচয় নিলেন না।" (১ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ১/১-৪, মো.-১৩)

এখানে আমরা এ অতিবৃদ্ধ ভাববাদীর উষ্ণতার সাথে যৌবন, কৌমার্য ও সৌন্দর্যের সম্পৃক্ততা দেখছি। ঈশ্বরের পুত্র ও খ্রিষ্ট এ ভাববাদীর এ সময়ে অনেক স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। যারা এতদিন তাঁকে উষ্ণ করেছেন। কিন্তু এখন তিনি উষ্ণতার জন্য রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অনুসন্ধান করে যুবতী, কুমারী ও অতি সুন্দরী এ মেয়েটাকে নিয়ে এলেন, তারপরও তিনি তার পরিচয় নিয়ে উষ্ণ হতে সক্ষম হলেন না।

৬. ২. ১১. ৬. দাউদের কসম-ভঙ্গ

শৌল বা তালুত দাউদকে হত্যার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও দাউদ নিজে তালুতের প্রতি মমতা প্রদর্শন করতেন; কারণ তালুত ছিলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত, অর্থাৎ মাসীহ বা খ্রিষ্ট (anointed, Messiah, Christ)। তালুত দাউদের হাতে ধরা পড়লেও তিনি তাঁকে হত্যা না করে বলেন: "আমার প্রভুর বিরুদ্ধে হাত তুলব না, কেননা তিনি মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তি"। (১ শমূয়েল ২৪/১০, মো.-১৩)। তখন তালুত তাঁর সন্তানদের জন্য নিরাপত্তা চেয়ে বলেন: "এখন তুমি মাবুদের নামে আমার কাছে এই কসম খাও যে, তুমি আমার পরে আমার বংশধরদের ধ্বংস করবে না... দাউদ তালুতের কাছে সেই কসমই খেলেন।" (১ শমূয়েল ২৪/২১-২২, মো.-০৬)

এ কসম দাউদ অকাতরে ভেঙ্গে ফেলেন। দাউদ তালুতের পুত্র যোনাথনের কাছে অনুরূপ কসম করেছিলেন (১ শামুয়েল ২০/১৪-১৭)। দাউদ যোনাথনকে দেওয়া কসম রক্ষা করলেন। তবে তালুতের কাছে করা কসম অকাতরে ভঙ্গ করে তালুত বংশের অসহায় ৭ জনকে হত্যা করেন। তালুত গিবীয়োনীয়দের অনেক

মানুষ হত্যা করেছিলেন। এর শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর তালুতের বংশধরদেরকে গিবীয়োনীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। দাউদ তাদেরকে গিবীয়োনীদের হাতে তুলে দিলে তারা তাদেরকে হত্যা করে লাশগুলো ফেলে রাখে। (২ শমূয়েল ২১/১-৯)

এ প্রসঙ্গে গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

"Do you remember in I Samuel 24:22-23 when Saul said to David: Swear to me, by God, that you will not destroy my descendants. Didn't David swear to Saul his oath? Wasn't that oath to God? Yes, and here, David broke it. What do you now believe concerning King David's integrity, by God? Is this a prime example of the Judeo-Christian ethic?"

"আপনার কি ১ শমূয়েল ২৪/২৩-২৪-এর কথা মনে আছে, যেখানে শৌল দাউদকে বলেন, ঈশ্বরের নামে শপথ কর যে, তুমি আমার বংশধরদের ধ্বংস করবে না? দাউদ কি তখন শৌলকে এ প্রতিজ্ঞা প্রদান করেননি? এটা কি ঈশ্বরকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ছিল না? হাঁ। আর এখানে দাউদ তা ভঙ্গ করলেন। দাউদের সততা বিষয়ে আপনার ধারণাটা এখন কেমন? ঈশ্বরের দ্বারা? এটাই কি ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মীয় নৈতিকতার একটা চূড়ান্ত নমুনা?"[১৫]

৬. ২. ১১. ৭. দাউদের বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষ্য

সম্মানিত পাঠক, উপরে দাউদের উলঙ্গতা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, হত্যা, মিথ্যাচার ইত্যাদি বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা আমরা দেখলাম। দাউদের গণহত্যা, ও নির্মমতা বিষয়ে আরো অনেক বর্ণনা নবম অধ্যায়ে হত্যা ও যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা দেখব। এখানে উল্লেখ্য যে, দাউদের বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষ্য দিয়েছেন যে দাউদ ঈশ্বরের হুকুম মেনে চলতেন, মনে প্রাণে তাঁর বাধ্য ছিলেন এবং ঈশ্বরের চোখে যা ঠিক শুধু তাই দাউদ করতেন: : "দাউদ আমার হুকুম মেনে চলত এবং মনে প্রাণে আমার বাধ্য ছিল। আমার চোখে যা ঠিক সে কেবল তা-ই করত। (১ বাদশাহনামা ১৪/৮)।

বাইবেল আরো সাক্ষ্য দিয়েছে যে, দাউদ ঈশ্বরের মনের মত লোক ছিলেন এবং সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূরণ করতেন: "আমি ইয়াসিরের পুত্র দাউদের মধ্যে আমার মনের মত লোকের খোঁজ পেয়েছি। আমার সকল ইচ্ছা সে পুরণ করবে (shall fulfil all my will: আমি যা চাই সে তা-ই করবে)।" (প্রেরিত ১৩/২২)

উপরের কর্মগুলোর মধ্যে উরিয়র বিষয় ছাড়া কোনো বিষয়েই ঈশ্বর আপত্তি করেননি। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ বিষয়টা ছাড়া উপরের সকল বিষয়েই দাউদ ঈশ্বরের চোখে সঠিক কাজই করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে ঈশ্বরে বাধ্য ছিলেন বলেই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণেই এগুলো করেছেন। এ সকল কর্মের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, জাত পুত্র, প্রথমপুত্র, নবী, খ্রিষ্ট ও ফেরেশতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

৬. ২. ১২. দাউদ পুত্র অম্মোন ও অবশালোম

৬. ২. ১২. ১. নিজের বোনকে ধর্ষণ

বাইবেলীয় ইবনুল্লাহ ও মাসীহুল্লাহ দাউদের পরিবারকে বাইবেল অত্যন্ত অপবিত্র ভাবে চিত্রিত করেছে। সাধারণ মহাব্যভিচারী ব্যক্তি যা ঘৃণা করে দাউদের পরিবারবর্গ তা করতেন বলে বাইবেল উল্লেখ করেছে।

[১৫] I Samuel and Saul: http://www.thegodmurders.com/id45.html

এরূপ একটা কর্ম নিজের বোনকে ধর্ষণ করা। দাউদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্মোন (Amnon) তাঁর বৈমাত্রেয় বোন তামরকে বর্বরভাবে ধর্ষণ করেন। বাইবেলে এ অশ্লীল ঘটনাটির খোলামেলা বিবরণ বিদ্যমান:

অম্মোন 'আপন ভগিনী' তামরের প্রেমে পীড়িত হয়ে পড়লেন। সহজে তাকে হস্তগত করা যাবে না জেনে অসুস্থতার ভান করলেন। পিতা দাউদ তাকে দেখতে আসলে বলেন, আমার বোন তামরকে আমার কাছে আসতে বলুন, আমি তার হাতে কিছু খাদ্য গ্রহণ করব। তামর এসে খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়াতে গেলে অম্মোন সকলকে বের করে নিরিবিলি তাঁর হাতে খাদ্যগ্রহণের বাসনা ব্যক্ত করেন। সকলে বেরিয়ে গেলে অম্মোন তামরের সকল প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর তাকে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। উক্ত ধর্ষিতা অসহায় ভগ্নি ঘর থেকে বের হতে আপত্তি করলে অম্মোন তার পরিচারককে নির্দেশ দেন তাকে বের করে দেওয়ার। তার নির্দেশে পরিচারক তামরকে বের করে দ্বারে হুড়কো লাগিয়ে দেয়। ধর্ষিতা তামর ক্রন্দন করতে করতে বেরিয়ে যান। দাউদ বিষয়টা জানতে পারেন এবং ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি অম্মোনকে বা তামরকে কাউকেই কিছু বললেন না। তামর ছিলেন দাউদের অন্য পুত্র অবশালোমের সহোদরা। নিজের সহোদরাকে ধর্ষণ করার কারণে অবশালোম অম্মোনকে ঘৃণা করেন এবং তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। দু বছর পরে সুযোগ পেয়ে অবশালোম অম্মোনকে হত্যা করেন। (২ শমূয়েল ১৩ অধ্যায়)

ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম পুত্র, জাতপুত্র ও ঈশ্বরের খ্রিষ্ট, তৌরাত পালনকারী ও প্রতিষ্ঠাকারী দাউদ এ পাপের জন্য তাঁর পুত্রকে কিছুই বললেন না!

৬. ২. ১২. ২. জনসমক্ষে পিতার স্ত্রীদেরকে পাইকারিভাবে ধর্ষণ করা

দাউদের পুত্র অবশালোম অম্মোনকে হত্যা করার পর এক পর্যায়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পিতাকে তাড়িয়ে যিরুশালেম ও রাজপ্রাসাদ দখল করার পরে তিনি পিতার স্ত্রীদেরকে পাইকারিভাবে ধর্ষণ করেন। আমরা আগেই দেখেছি, দাউদের ব্যভিচার ও ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর বিধান দেন যে, প্রকাশ্য জনসমক্ষে দাউদের স্ত্রীদেরকে ধর্ষণ করা হবে। আর এ ঐশ্বরিক রায় কার্যকর করার দায়িত্ব নিলেন অবশালোম। রাজ প্রাসাদের ছাদে তাঁবু খাটিয়ে সকলের সামনে তিনি এ ধর্ষণোৎসব চালান: "পরে লোকেরা অবশালোমের জন্য প্রাসাদের ছাদে একটা তাঁবু স্থাপন করলো, তাতে অবশালোম সমস্ত ইসরাইলের সাক্ষাতে তার পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করল।" (২ শমূয়েল ১৬/২২, মো.-১৩)

ঈশ্বরের পুত্র ও প্রথম পুত্র ইসরাইল বা ইয়াকুব এবং ঈশ্বরের পুত্র ও জাত-পুত্র দাউদ। উভয়ের পুত্রই পিতার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেন। তবে তিন দিক থেকে দাউদের পুত্র অবশালোম ইয়াকুবের পুত্র রুবেনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন: (১) অবশালোম তার পিতা দাউদের সকল উপপত্নীর সাথে ব্যভিচার করেছেন; কিন্তু রুবেন তাঁর পিতা যাকোবের একটা মাত্র উপপত্নীর সাথে ব্যভিচার করেন। (২) অবশালোম ইসরাইল বংশের সকলের দৃষ্টির সামনে পিতার পত্নীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন, অথচ রুবেন গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। (৩) অবশালোম তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং বনি-ইসরইলের বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করতে সক্ষম হন। (২ শমূয়েল ১৮/১-৭)

লক্ষণীয় যে, দাউদ এজন্য কষ্ট পেয়েছেন বলে বাইবেল উল্লেখ করে নি। অবাধ্য ও পাপী পুত্রের এতসব অপরাধের পরেও দাউদ তাকে হত্যা না করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। এরপরও যুদ্ধে অবশালোম নিহত হন। হত্যার সংবাদ শুনে দাউদ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদাকাটি করতে থাকেন। (২ শমূয়েল ১৮/৮-৩৩)

পাঠক, লক্ষ্য করুন, দাউদ নিজের কলঙ্ক গোপনের জন্য নির্বিকার চিত্তে উরিয়কে হত্যা করালেন, কিন্তু নিজের স্ত্রীদেরকে ধর্ষণকারী ও ২০ হাজার ইসরাইলীয়ের হত্যাকারী পুত্র অবশালোমকে হত্যা করতে

নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। পবিত্র হৃদয় নিষ্পাপ উরিয়ের হত্যার সংবাদে নির্বিকার অথবা আনন্দিত চিত্ত ঈশ্বরের পুত্র ও খ্রিষ্ট দাউদ মহা-অপরাধী পুত্রের হত্যার সংবাদে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আমরা দেখেছি যে, বাইবেল নিজের পিতার স্ত্রীকে এবং সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনকে বিবাহ করা ও শয়ন করা নিষিদ্ধ করেছে এবং এরূপ কুরুচিপূর্ণ কর্মের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছে। কিন্তু তৌরাত প্রতিষ্ঠাকারী ভাববাদীরা তাঁদের নিজেদের ও সন্তানদের ক্ষেত্রে কোনো বিধানই প্রয়োগ করছেন না। কিন্তু অসহায় সাধারণ মানুষদেরকে সামান্য অপরাধে পাথর মেরে হত্যা করছেন।

দাউদ তাঁর ধর্ষক পুত্র অবশালোমের নিরাপত্তার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও সে নিহত হয়। দাউদ তার জন্য মহাশোক করেন। তবে ধর্ষিতা স্ত্রীদের জন্য কোনো মমতা তো দেখালেন না; উপরন্তু তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। "দাউদ জেরুজালেমে তাঁর নিজের বাড়ীতে ফিরে আসলে পর যে দশজন উপস্ত্রীকে তিনি রাজবাড়ী দেখাশোনা করবার জন্য রেখে গিয়েছিলেন তাদের তিনি একটা বাড়ীতে রাখলেন এবং বাড়ীটা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি তাদের খাওয়া-পরা দিলেন, কিন্তু আর তাদের সংগে থাকলেন না। সেখানে তারা বিধবা হিসেবে মৃত্যু পর্যন্ত আটক থাকল।" (২ শামুয়েল/শমূয়েল ২০/৩, মো.-০৬)

কী অপূর্ব বাইবেলীয় ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচার! ধর্ষকের শাস্তির বদলে প্রতিরক্ষা! আর অসহায় ধর্ষিতাদের শাস্তি ও আমরণ কারাবাস!

বাইবেলীয় ঈশ্বরের বিধানও লক্ষণীয়। পিতামাতার ব্যভিচারের অপরাধে জারজ সন্তানের দশম পুরুষ পর্যন্ত সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশের অযোগ্য বলে বিধান দিচ্ছেন। অথচ ব্যভিচারী ও ধর্ষকদেরকে সদাপ্রভুর সমাজের প্রধান পুরোহিত বানাচ্ছেন।

বাইবেলীয় ভাববাদীদের ব্যভিচার-প্রিয়তা বা ব্যভিচার-সহনশীলতার আরেকটা ঘটনা। তালুতের বিরুদ্ধে দাউদের যুদ্ধের সময় তালুতের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন অব্নের (Abner)। তিনি তালুতের এক স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করতেন। তালুতের পুত্র ঈশ্‌বোশৎ (Ishbosheth) এ বিষয়ে আপত্তি করে তাকে বলেন: "তুমি আমার পিতার উপপত্নীর কাছে কেন গমন করেছ?" (২ শমূয়েল ৩/৭)। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে অব্নের-এর পক্ষ ত্যাগ করে দাউদের পক্ষে গমন করেন। দাউদ এ ব্যভিচারীকে তৌরাত নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা নির্বিচারেই দলে গ্রহণ করেন।

সম্মানিত পাঠক, মুসলিমদের বিশ্বাসে এবং মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় দাউদ (আ.) আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী, ধার্মিক ও রাজা ছিলেন। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাও দাউদকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক নবী ও রাজা বলে গণ্য করেন। এনকার্টা লেখেছে:

"David was a valiant warrior and an outstanding leader. He displayed unfailing religious devotion and epitomized the courage and aspirations of his people, the prophets of whom came inevitably to regard him as the type of the promised Messiah. In both the Old Testament and New Testament, the Messiah is referred to as the Son of David."

"দাউদ ছিলেন একজন বিক্রমশালী যোদ্ধা ও বিশিষ্ট নেতা। তিনি অন্তহীন ধর্মীয় ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাঁর জাতির আকাঙ্খা ও সাহসের প্রতীক ছিলেন। এজন্য তাঁর জাতির নবীরা এসে অবশ্যম্ভাবীভাবে তাঁকে প্রতিশ্রুত খ্রিষ্টের একটা প্রকরণ হিসেবেই গণ্য করেছেন। পুরাতন ও নতুন

নিয়মে, উভয় অংশেই খ্রিষ্টকে দাউদের সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।"[১৬]

বাইবেলে দাউদকে ইহুদি জাতির রাজনৈতিক ত্রাণকর্তা ও ইহুদি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'বিক্রমশালী যোদ্ধা' হিসেবে আমরা ঠিকই দেখতে পাই। 'অন্তহীন ধর্মীয় ঈশ্বরভক্তি'-র নমুনা হিসেবে আমরা দেখি যে, তিনি তৌরাত ও মূসা (আ.)-এর শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ পালনের জন্য তাকিদ দিচ্ছেন। কিন্তু সেগুলোর পাশাপাশি উপরের বর্ণনাগুলোও বাইবেলেই বিদ্যমান। এ সকল বর্ণনা 'অন্তহীন ধর্মীয় ঈশ্বরভক্তি' প্রমাণ করে কি না তা পাঠকই বিবেচনা করবেন। এ ছাড়া শত্রুদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তিনি কোনোভাবেই সততা বা মানবতার পরিচয় দেননি। নির্বিচার শত্রুহত্যা, শত্রুপক্ষের নিরীহ জনগণ হত্যা ও নির্যাতন করে বা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা ছিল তাঁর সাধারণ কর্ম। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্ভবত এগুলো 'অন্তহীন ধার্মিকতা ও ঈশ্বরভক্তি'-র সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৬. ২. ১৩. ঈশ্বরের পুত্র শলোমনের মহাপাপ সমাচার

দাউদের পুত্র শলোমন (সুলায়মান আ.) বাইবেলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী। তিনি উরিয়ের স্ত্রী বৎশেবার (Bathsheba) সন্তান। দাউদের পূর্বের স্ত্রীগুলোর ঘরে আরো অনেক পুত্র ছিল। তবে ঈশ্বর দাউদের সিংহাসন রক্ষার জন্য বৎশেবার পুত্রকেই বেছে নিলেন। রহস্য আমরা জানি না। তবে দাউদের অন্য সকল স্ত্রী তাঁর বৈধ বিবাহের স্ত্রী ছিলেন। বিবাহের মাধ্যমে দাউদ তাদের সঙ্গ পেয়েছেন। পক্ষান্তরে উরিয়ের স্ত্রী বৎশেবাকে দাউদ বিবাহের আগেই উপভোগ করেছেন এবং অবৈধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর ঈশ্বর দাউদের অন্য সকল স্ত্রীকে বাদ দিয়ে বৎশেবাকেই বেছে নিলেন তাঁর প্রিয় পুত্র শলোমন এবং অন্য পুত্র যীশুর মাতা ও মাতামহ হিসেবে।

বাইবেলের কয়েকটা পুস্তক শলোমনের রচিত বলে দাবি করেন ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা। ঈশ্বর তাঁর এ পুত্রের বিষয়ে বলেছেন: কেননা তার নাম সোলায়মান (শান্ত) হবে এবং তার সময়ে আমি ইসরাইলকে শান্তি ও নির্বিঘ্নতা দেব। সেই আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করবে; আর সে আমার পুত্র হবে, আমি তার পিতা **হব** এবং ইসরাইলে তার রাজ সিংহাসন চিরকালের জন্য স্থায়ী করবো।" (১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২২/৬-১০। আরো দেখুন: ২ শমূয়েল ৭/১২-১৪)

ঈশ্বর তাঁর এ প্রিয় পুত্রকে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বর শলোমনকে বলেন: "আমি তোমার অন্তরে এমন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি দিলাম যার জন্য দেখা যাবে যে, এর আগে তোমার মত আর কেউ ছিল না আর পরেও হবে না।" (১ বাদশাহনামা ৩/১২) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এ ঈশ্বর-পুত্র (ইবনুল্লাহ) সম্পর্কে অনেক অশোভনীয় কথা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান। কয়েকটা বিষয় দেখুন:

৬. ২. ১৩. ১. শলোমনের কয়েকটা হত্যাকাণ্ড

ঈশ্বরের পুত্র (ইবনুল্লাহ) শলোমন দাউদের পরে বনি-ইসরাইলের রাজা হন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহে না জড়ালেও রাজত্বের শুরুতেই তাঁর নিজের বড় ভাই, তাঁর পিতার প্রধান সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত ও অন্য কয়েকজন মানুষকে হত্যা করেন। তাঁর পিতা দাউদও তাঁকে এদের কয়েকজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে যান। দাউদের এ ওসিয়ত থেকে বাইবেলীয় ইবনুল্লাহ ও মসীহদের প্রতিশোধস্পৃহার বিষয়টা জানা যায়।

(ক) দাউদ বৃদ্ধ হলে তাঁর পুত্র– শলোমনের বড় ভাই– আদোনিয় রাজা হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দাউদ শলোমনকে রাজত্ব প্রদান করেন। তখন আদোনিয় ক্ষমা চান এবং সাজদা করে বাদশাহ শলোমনকে সম্মান করেন। শলোমন বলেন: "সে যদি নিজেকে ভাল লোক হিসাবে দেখাতে পারে তবে তার মাথার একটা চুলও মাটিতে পড়বে না; কিন্তু যদি তার মধ্যে খারাপ কিছু পাওয়া যায় তবে সে মরবে।" পরে আদোনিয়

---

[১৬] "David (king)." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

শলোমনের মাতা বৎসেবার মাধ্যমে শলোমনের কাছে আব্দার করেন, শূনেমীয়া অবীশগকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে। এতে শলোমন সাথে সাথেই আদোনিয়াকে হত্যা করেন। (১ বাদশাহনামা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়। বিশেষত ১/৫২-৫৩ ও ২/১৩-২৫)

বাহ্যত এ হত্যাকাণ্ড প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের জন্য। বাইবেলের শরীয়ত অনুসারে অবৈধ কোনো বিবাহ করতে ইচ্ছুক হওয়া মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ নয়।

(খ) দাউদের প্রধান সেনাপতি যোয়াব দাউদ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেন। তালুতের সেনাপতি অবনেরকে দাউদ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু অবনের যোয়াবের ভাইকে হত্যা করেছিলেন বলে যোয়াব তাকে কৌশলে হত্যা করেন। এছাড়া আরেক সেনাপতি অমাসাকেও যোয়াব হত্যা করেছিলেন। দাউদ এ হত্যার জন্য যোয়াবকে শাস্তি না দিয়ে বদদোআ করেন এবং শলোমনকে নির্দেশ দিয়ে যান যোয়াবকে হত্যা করতে। যোয়াব শলোমনের ভয়ে মাবুদের তাম্বুর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করেন। শলোমন সেখাইে তাকে হত্যা করেন। (১ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ২য় ও ৩য় অধ্যায়)

দাউদ শলোমনকে বলেন: "সরূয়ার ছেলে যোয়াব আমার প্রতি যা করেছে এবং ইসরাইলীয় সৈন্যদলের দুই সেনাপতির প্রতি, অর্থাৎ নেরের ছেলে অবনের ও যেথরের ছেলে অমাসার প্রতি যা করেছে তা তো তুমি জানই। সে তাদের খুন করেছে, শান্তির সময়েও যুদ্ধের সময়ের মত করে তাদের রক্তপাত করেছে... তুমি তার সংগে বুদ্ধি করে চলবে, তবে বুড়ো বয়সে তুমি তাকে শান্তিতে কবরে যেতে দেবে না। ... মনে রেখো, বহুরীমের বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর গেরার ছেলে শিমিয়ি তোমার সংগে আছে। আমি যেদিন মহনয়িমে যাই সেই দিন সে আমাকে ভীষণ বদদোয়া দিয়েছিল। জর্ডানে সে আমার সংগে দেখা করতে আসলে পর আমি মাবুদের নামে তার কাছে কসম খেয়েছিলাম যে, আমি তাকে হত্যা করব না। কিন্তু এখন তুমি তাকে নির্দোষ মনে কোরো না। তুমি বুদ্ধিমান; তার প্রতি তুমি কি করবে তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। তার বুড়ো বয়সে রক্তপাতের মধ্য দিয়েই তাকে কবরে পাঠিয়ে দেবে।" (১ বাদশাহনামা ২/৫-৯, মো.-০৬)

যোয়াব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধের ময়দানের বাইরে কৌশলে অবনের ও অমাসাকে হত্যা করেন। (২ শামুয়েল ৩/২২-৩০ ও ২০/৪-১৩) এজন্য দাউদ তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। দাউদ তো নিজেই কোনো যুদ্ধ ছাড়াই শান্তিতে বসবাসকারী নাবল ও তার পরিবারের সকল পুরুষকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন তাঁকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায়! তাহলে যোয়াবের হত্যার নির্দেশ কি ঈশ্বরের বিধান পালনের জন্য? না যোয়াব দাউদের পুত্র অবশালোমকে যুদ্ধের মাঠে হত্যা করেছিলেন বলে প্রতিহিংসা বশত?

(গ) গেরার ছেলে শিমিয় তালুতের বংশের মানুষ। তালুতের প্রতি মমতা বশত তিনি দাউদকে বদদোআ দিয়েছিলেন। (১ শাময়েল ১৬/৫-১৪)। পরে নিজ বংশের সহস্রাধিক মানুষ নিয়ে দাউদের কাছে এসে ক্ষমা চাইলে দাউদ তাকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন। (১ শামুয়েল ১৯/১৬-২৩) কিন্তু দাউদের এ ওসিয়ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্যই তিনি এ ঘোষণা দেন। তাঁর অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিলই। যেহেতু তিনি নিজে আল্লাহর নামে কসম করেছেন তাকে হত্যা না করার সেহেতু তিনি শলোমনকে দিয়ে তাকে হত্যার ব্যবস্থা করলেন। শলোমন সুযোগমত অজুহাত খুঁজে তাকে হত্যা করেন (১ রাজাবলি ২/৩৪-৪৬)

৬. ২. ১৩. ২. অবৈধভাবে এক হাজার স্ত্রী গ্রহণ

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর শলোমনকে বলেন: "তোমার পিতা দাউদের মত করে যদি তুমি আমার সব নিয়ম ও হুকুম পালন কর এবং আমার পথে চল তবে আমি তোমাকে অনেক আয়ু দেব।" (১ বাদশাহনামা ৩/১৪, মো.-০৬)

এখানে ঈশ্বর দাউদের কোন বিধান পালনের কথা বলেছেন তা সুস্পষ্ট নয়। তবে আমরা দেখেছি যে,

বহুবিবাহ ও বিবাহ-বহির্ভূত ব্যভিচার দাউদের বৈশিষ্ট্য ছিল। শলোমন এদিক থেকে পিতা দাউদকে অতিক্রম করেন। শলোমনের স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার: "সাত শত রমণী রাজকুমারী (seven hundred wives, princesses,) তাঁহার পত্নী, ও তিন শত তাঁহার উপপত্নী (concubines) ছিল।" (১ রাজাবলি ১১/৩)

নতুন নিয়মে একাধিক বিবাহ অবৈধ বলা হলেও পুরাতন নিয়মে একাধিক বিবাহ বৈধ। পূর্ববর্তী নবীরা সকলেই অনেক বিবাহ করেছেন। তবে শলোমনের জন্য এক হাজার স্ত্রী গ্রহণ ঈশ্বরের দুটো বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল:

(১) যে সকল জাতির সাথে আত্মীয়তা করতে ঈশ্বর নিষেধ করেছিলেন তিনি সে সকল জাতির নারীদেরকে বিবাহ করেন। "আর তাদের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করবে না; তুমি তার পুত্রকে তোমার কন্যা দেবে না ও তোমার পুত্রের জন্য তার কন্যা গ্রহণ করবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/৩, মো.-১৩)

(২) শাসকদের জন্য বহুবিবাহ নিষেধ। তিনি এক হাজার স্ত্রী গ্রহণ করেন। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে যারা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য অনেক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ: "আর সে (রাজা) অনেক স্ত্রী গ্রহণ করবে না, পাছে তার অন্তর বিপথগামী হয়।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭/১৭, মো.-১৩)

৬. ২. ১৩. ৩. শলোমনের মূর্তিপূজা

ঈশ্বরের সিংহাসনের চির-অধিকারী ও ঈশ্বর-পুত্র (ইবনুল্লাহ) শলোমন ঈশ্বরের ধর্ম পরিত্যাগ করে শেষ জীবনে প্রতিমাপূজার ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মূর্তিপূজক অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এতে তাঁর ঈশ্বরের পুত্রত্ব ও ভাববাদিত্ব নষ্ট হয় নি। আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান বলে ঘোষণা করেছেন। তাহলে কি শলোমন তাঁর এ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার মাধ্যমে অনুধাবন করেছিলেন যে, মাবুদ আল্লাহর ইবাদত করার চেয়ে অন্যান্য দেবদেবীর ইবাদত করাই অধিক উপকারী? ঈশ্বরের দেওয়া এ মহাপ্রজ্ঞা দ্বারা তিনি কি বুঝেছিলেন যে ঈশ্বরের উপাসনা সঠিক নয়; অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাই সঠিক?

১ বাদশাহনামা ১১/১-১৩ (মো.-১৩): বাদশাহ্ সোলায়মান ফেরাউনের কন্যা ছাড়া আরও বিদেশী রমণী, অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া ইদোমীয়া, সীদোনীয়া ও হিত্তীয়া রমণীকে মহব্বত করতেন। যে জাতিদের বিষয়ে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের বলেছিলেন, তোমরা তাদের কাছে যেও না এবং তাদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দিও না, কেননা তারা নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়কে তাদের দেবতাদের পিছনে চলে বিপথগামী করবে, সোলায়মান তাদেরই প্রতি প্রেমাসক্ত হলেন। সাত শত রমণী তাঁর পত্নী ও তিন শত তাঁর উপপত্নী ছিল; তাঁর সেই স্ত্রীরা তাঁর হৃদয়কে বিপথগামী করলো। ফলে এরকম ঘটলো, সোলায়মানের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্ত্রীরা তাঁর হৃদয়কে অন্য দেবতাদের পশ্চাতগামী করে বিপথগামী করলো; তাঁর পিতা দাউদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তেমনি তাঁর আল্লাহ্ মাবুদের ভক্তিতে তাঁর অন্তঃকরণ একাগ্র ছিল না। কিন্তু সোলায়মান সীদোনীয়দের দেবী অষ্টারত ও অম্মোনীয়দের ঘৃণ্য দেবতা মিল্‌কমের অনুগামী হলেন। এভাবে সোলায়মান মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই করলেন; তাঁর পিতা দাউদের মত সম্পূর্ণভাবে মাবুদের অনুগামী হলেন না।

সেই সময়ে সোলায়মান জেরুশালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে মোয়াবের ঘৃণ্য দেবতা কমোশ ও অম্মোনীয়দের ঘৃণ্য দেবতা মোলাকের জন্য উচ্চস্থলী (মো.-০৬: পূজার উঁচু স্থান) নির্মাণ করলেন। তাঁর যত বিদেশী স্ত্রী যার যার দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও পশু কোরবানী করতো, তাদের সকলের জন্য তিনি তা-ই করলেন। অতএব মাবুদ সোলায়মানের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন; কেননা তাঁর অন্তঃকরণ ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের দিকে না থেকে বিপথগামী হয়েছিল, যিনি দু'বার তাকে দর্শন দিয়েছিলেন,

এই বিষয়ে মাবুদ তাকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন তিনি অন্য দেবতাদের অনুগামী না হন; কিন্তু মাবুদ যা হুকুম দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন করলেন না। অতএব মাবুদ সোলায়মানকে বললেন, তোমার তো এই ব্যবহার, তুমি আমার নিয়ম ও আমার হুকুম করা সমস্ত বিধি পালন কর নি; এই কারণ আমি অবশ্য তোমা থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তোমার গোলামকে দেব। তবুও তোমার পিতা দাউদের জন্য তোমার বর্তমান কালে তা করবো না, কিন্তু তোমার পুত্রের হাত থেকে তা চিরে নেব। যা হোক, সারা রাজ্য চিরে নেব না; কিন্তু আমার গোলাম দাউদের জন্য ও আমার মনোনীত জেরুশালেমের জন্য তোমার পুত্রকে এক বংশ দেব।"

পাঠক, বাইবেলীয় ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র ইবনুল্লাহ শলোমনের বিষয় চিন্তা করুনঃ

(ক) শলোমন কয়েকটা মহাপাপ করেছেনঃ (১) নিজে মূর্তিপূজা করেছেন, (২) স্ত্রীদেরকে মূর্তিপূজায় সহযোগিতা করেছেন এবং (৩) প্রতিমাপূজার জন্য জেরুজালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে উচ্চস্থলী বা পূজার উঁচু স্থান নির্মাণ করলেন।

এ সকল প্রতিমা-মন্দির ও কোরবানগাহ পরবর্তী কয়েকশ বছর তথায় স্থায়ী ছিল। অবশেষে শলোমনের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন শত বছর পরে এহুদা রাজ্যের রাজা যোশিয় বিন আমোন এ সকল মন্দির ও প্রতিমা বিনষ্ট করেন। (২ রাজাবলি ২৩/১-২০)

(খ) উপরের প্রতিটা অপরাধেরই শাস্তি আগুনে পুড়িয়ে বা পাথর মেরে হত্যা করা। মূর্তিপূজা, প্রতিমা স্থাপন বা প্রতিমার জন্য বেদি নির্মাণের বাইবেল নির্ধারিত শাস্তি প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। এমনকি কোনো মহা-মুজিযা প্রদর্শনকারী নবী এ সকল কর্ম করলে তাকেও এ শাস্তি প্রদান করতে হবে। এ অপরাধে গ্রাম বা জনপদ পর্যন্ত পুড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের সকল সম্পদ ও দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে তাওবারও কোনো সুযোগ নেই। (যাত্রাপুস্তক ২২/২০, ৩২/২৮, দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১৬, ১৭/২-৭, ১ রাজাবলি ১৮/৪০) এ সকল বিধান অনুসারে ঈশ্বরের পুত্র ও নবীর দায়িত্ব ছিল তাঁর স্ত্রীদেরকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা। অথচ তিনি তাঁর ঈশ্বর ও তাঁর পিতার আদেশের বিপরীতে স্ত্রীদেরকে সহায়তা করলেন।

(গ) বাইবেলের বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট যে, শলোমন মহাপাপ ত্যাগ করেননি। তিনি যদি তাওবা করতেন তবে অবশ্যই তিনি এ সকল মন্দির ও বেদি ভেঙে ফেলতেন, যে সকল দেবতা ও প্রতিমা স্থাপন করেছিলেন সেগুলো বিনষ্ট করতেন এবং এ সকল স্ত্রীকে তিনি প্রস্তরাঘাতে বধ করতেন। তিনি কিছুই করেননি।

(ঘ) সবচেয়ে মজার বিষয় ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া। বাইবেলের সর্বত্র আমরা দেখি যে, সামান্য অপরাধে ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে, বিষধর সাপ দিয়ে, মহামারি দিয়ে, মাটির নিচে পুতে বা কোনো উপকরণ ছাড়াই তাৎক্ষণিক হত্যা করে অপরাধীকে শাস্তি দেন। কিন্তু শলোমনকে ঈশ্বর কোনো শাস্তি দিলেন না। সাধারণ মানুষ এরূপ অপরাধ করলে প্রস্তরাঘাতে হত্যা! আর ঈশ্বরের দু'বার দর্শন লাভ করা নবী ও পুত্র এরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধ করলেন, ঈশ্বর শুধু বললেন, "তার রাজ্য দুভাগ হবে"!

(ঙ) আরো মজার বিষয়, এ ভয়ঙ্কর অপরাধগুলোর এরূপ সামান্য শাস্তিও শলোমন নিজে ভোগ করবেন না; বরং তাঁর পুত্র এ শাস্তি ভোগ করবে! ঈশ্বর নিজেই বলেছেনঃ "পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না... দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপর বর্তিবে।" (যিহিষ্কেল ১৮/২০) কিন্তু ঈশ্বর নিজেই নিজের এ নীতি ভঙ্গ করে শলোমনের দুষ্টতার ভার তাঁর পুত্রের উপর অর্পণ করলেন!

(চ) ইহুদি-খ্রিষ্টান বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র বাইবেলের কয়েকটা পুস্তকের রচয়িতা শলোমন। যে ভাববাদী নিজেই নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হলেন, তাঁর লেখা পুস্তক কিভাবে পবিত্র বাইবেলের মধ্যে

ঠাঁয় পেল তা চিন্তার বিষয়।

(ছ) ঈশ্বর তাঁর ধর্ম পরিত্যাগকারী ও মূর্তিপূজক তাঁর এ পুত্র শলোমনকেই তাঁর পরবর্তী পুত্র যীশুর পূর্বপুরুষ হিসেবে বাছাই করলেন। অন্য কারো বংশে যীশুকে না পাঠিয়ে শলোমনের বংশেই পাঠালেন।

৬. ২. ১৪. ইলীশায় ভাববাদীয় ক্রোধ ও শিশুদের গণহত্যা

বাইবেলের অন্য প্রসিদ্ধ ভাববাদী বা নবী ইলীশায় (Prophet Elisha)। কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে তাঁর নাম আল-ইয়াসা। তিনি তাঁর মহা অলৌকিক ক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ। বাইবেলের বর্ণনায়, কিছু শিশু ইলীশায় ভাববাদীকে টাক বলে ঠাট্টা করে। এ জন্য ৪২ জন শিশুকে ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়: "পরে তিনি সেই স্থান থেকে বেথেলে চললেন; আর তিনি পথ দিয়ে উপরে যাচ্ছেন, এমন সময়ে নগর থেকে কতগুলো বালক (ইংরেজি: little children: ছোট্ট শিশু) এসে তাঁকে বিদ্রূপ করে বললো, রে টাক্‌পড়া উঠে আয়, রে টাক্‌পড়া উঠে আয়। তখন তিনি পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদেরকে দেখলেন এবং মাবুদের নামে তাদেরকে বদদোয়া দিলেন; আর বন থেকে দু'টা ভল্লুকী এসে তাদের মধ্যে বেয়াল্লিশ জন বালককে ছিঁড়ে ফেললো।" (২ রাজাবলি ২/২৩-২৪, মো.-১৩)

ছোট শিশুদের এ চপলতা কি অভিশাপযোগ্য অপরাধ! কোনো সাধারণ মানুষ কি এরূপ চপলতায় ক্রুদ্ধ হবেন? ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করবেন? এখানে এ বাইবেলীয় ভাববাদীর ক্রোধ, আক্রোশ ও অভিশাপ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি বা তার চেয়েও অধিক লক্ষণীয় চপলমতি শিশুদের বিরুদ্ধে অভিশাপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ঈশ্বরের ব্যস্ততা!

উল্লেখ্য যে, ইলীশায় তাঁর মৃত্যুর পরেও একইভবে অলৌকিক কর্ম করতেন। ২ রাজাবলি ১৩/২০-২১ আমাদেরকে বলছে যে, একটা মৃতদেহকে ইলীশায় ভাববাদীর কবরে ফেলে দেওয়া হয়। সেই মৃত লাশটা কবরের মধ্যে ইলীশায়ের অস্থি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমরা জানি না, মৃত্যুর পরে ইলীশায়ের যেরূপ ক্ষমতা ছিল জীবদ্দশায় তাঁর এরূপ ক্ষমতা ছিল কি না? কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁর এরূপ ক্ষমতা ছিল এবং তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তাঁর শিকারদেরকে তিনি ভল্লুক দিয়ে হত্যা করতেন, এরপর তাদের পুনরুজ্জীবিত করতেন, এরপর তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় ভল্লুক ডেকে তাদের হত্যা করতেন। তিনি বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয় বার বার করতেন!

৬. ২. ১৫. যিশাইয় ভাববাদীর উলঙ্গতা

বাইবেলের অন্য প্রসিদ্ধ নবী যিশাইয় বা ইশাইয়া (Isaiah)। প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ২৩ নং পুস্তক ও ক্যাথলিক বাইবেলের ২৯ নং পুস্তকটা তাঁর রচিত বলে প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে এনকার্টা বিশ্বকোষ লেখেছে:

"Isaiah, longest prophetic book of the Old Testament. Isaiah, traditionally considered the author of the book, was born the son of Amoz about 760 bc. ... Isaiah was martyred in either 701 or 690 bc. ... Although the whole book is attributed to Isaiah, scholars now recognize that it took shape over several centuries, attaining its present form sometime before 180 bc.

"যিশাইয় পুস্তকটা পুরাতন নিয়মের সর্ববৃহৎ ভাবাবদী পুস্তক। প্রচলিতভাবে যিশাইয়া বিন আমোসকে এ পুস্তকের রচয়িতা বলা হয়। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৭৬০ সালের দিকে জন্ম গ্রহণ করেন... যিশাইয় খ্রিষ্টপূর্ব ৭০১ বা ৬৯০ সালের দিকে নিহত হন। ... যদিও 'যিশাইয়' পুস্তকটা পুরোটাই যিশাইয়র লেখা বলে প্রচলিত, তবে বর্তমানে গবেষকরা স্বীকার করেন যে, পুস্তকটা কয়েক শতাব্দী ধরে রূপগ্রহণ করেছে এবং খ্রিষ্টপূর্ব

১৮০ সালের কিছু আগে পুস্তকটা বর্তমানে প্রচলিত আকৃতি গ্রহণ করে।"[১৭]

এ পুস্তকে ঈশ্বর যিশাইয়কে তিন বছর উলঙ্গ থাকতে নির্দেশ দেন: "সেই সময়ে মাবুদ আমোজের পুত্র ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা বললেন, তুমি গিয়ে নিজের কোমর থেকে চট খোল ও পা থেকে জুতা খোল। তাতে তিনি তা করলেন, উলঙ্গ হয়ে ও খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তখন মাবুদ বললেন, আমার গোলাম ইশাইয়া যেমন মিসর ও ইথিওপিয়া দেশের বিষয়ে তিন বছরের চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের জন্য উলঙ্গ হয়ে ও খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, তেমনি আসোরিয়ার বাদশাহ মিসরের লজ্জার জন্য আবালবৃদ্ধ (young and old)-মিসরীয়-বন্দী ও ইথিওপীয় নির্বাসিত লোকদেরকে উলঙ্গ অবস্থায়, খালি পায়ে ও পেছন অনাবৃত (with buttocks bared: পাছা অনাবৃত, কেরি: অনাবৃত-নিতম্ব) করে চালাবে।" (ইশাইয়া ২০/২-৪, মো.-১৩)

বিষয়টা বড়ই অদ্ভুত! মিসর-রাজের বা জনগণের অপরাধের জন্য মিসরীয় যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধবৃদ্ধা (young and old) সকলের উলঙ্গ ও অনাবৃত নিতম্ব করা ছাড়া কি আর কোনো গ্রহণযোগ্য শাস্তি ঈশ্বর ও তাঁর ভাববাদীর নিকট ছিল না?

আর ঈশ্বরের নিকট থেকে মিসরীয়দের এ 'অদ্ভুত' শাস্তি আদায় করার জন্য ঈশ্বরের প্রিয় ভাববাদীর তিন বছর উলঙ্গ হয়ে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না? তাওবা, প্রার্থনা, যজ্ঞ, কোরবানী ইত্যাদি শালীন ও ঈশ্বরের স্মরণমূলক কর্মের মাধ্যমে কি তা পাওয়া সম্ভব ছিল না?

সর্বোপরি পবিত্র পুস্তকে 'অনাবৃত নিতম্ব' অশোভন শব্দ ব্যবহার না করে কি এ অর্থ প্রকাশ করা যেত না? 'নিতম্ব' শব্দটা যদিও বাংলায় কম ব্যবহার হয় এবং অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু ইংরেজিত 'buttock' শব্দটা বাংলা 'পাছা' অর্থে বহুল ব্যবহৃত। পাঠক গুগল অনুবাদে 'buttock' লেখে বাংলা অর্থ চাইলে 'পাছা' অর্থই দেখবেন। আর বাংলা কোনো শালীন রচনায় 'পাছা' শব্দটার ব্যবহার কী শোভনীয়? বাহ্যত শব্দটার অশালীনতার কারণে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে 'পেছন অনাবৃত' লেখা হয়েছে। প্রশ্ন হল, ঈশ্বর কি বাটক (buttock) বা পাছা শব্দটা ব্যবহার না করে ব্যাক/ ব্যাকসাইড (back/backside) বা পিছন শব্দটা ব্যবহার করতে পারতেন না?

৬. ২. ১৬. যিহিষ্কেল ভাববাদীর মল ও গোবর ভক্ষণ

আরেকজন বাইবেলীয় নবী ইজিকিয়েল: 'Ezekiel'। বাংলায় কেরি, পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও অন্যান্য কিছু অনুবাদে 'যিহিষ্কেল', কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০০: 'হেজিকেল', কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ ও ২০১৩: 'ইহিস্কেল' এবং জুবিলী বাইবেল: 'এজেকিয়েল'।

তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৭-৫৭১ সালের দিকে ভাববাদী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ক্যাথলিক বাইবেলের ৩৩ নং পুস্তক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ২৬ নং পুস্তক তাঁর নামে প্রচলিত। তবে আধুনিক গবেষকদের মতে এ পুস্তকের অনেক অংশ পরবর্তীকালে রচিত। বিশেষকরে ৪০-৪৮ অধ্যায় পরবর্তীকালে রচিত বা সম্পাদিত বলে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।[১৮]

যিহিষ্কেল নবীর পুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁকে নির্দেশ দেন দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় মানুষের মল দিয়ে খাদ্য রান্না করে ভক্ষণ করতে। পরে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বিষ্ঠার পরিবর্তে গোবর দিয়ে অশুচি খাদ্য তৈরি করে ভক্ষণের নির্দেশ দেন। (যিহিষ্কেল ৪/৪-১৫) বনি-ইসরাইলদের অবৈধ খাদ্য ভক্ষণের অপরাধ বহনের জন্য তাঁকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টা বড়ই অদ্ভুত! অপরাধীদের অপরাধ বহন করবে নিরপরাধ ব্যক্তি এবং তাও এক অপরাধের

[১৭] Isaiah. Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

[১৮] "Ezekiel." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আরেকটা অপরাধে লিপ্ত হওয়া!

৬. ২. ১৭. মিকাহ নবীর উলঙ্গতা

পুরাতন নিয়মের সর্বশেষ নবীদের অন্যতম মীখা বা মিকাহ (Micah)। তাঁর সময়কাল ছিল আনুমানিক ৭৪০-৬৭০ খ্রিষ্টপূর্ব। ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মের ৪৬ পুস্তকের মধ্যে ৪০ নং এবং প্রটেস্ট্যান্ট পুরাতন নিয়মের ৩৯ পুস্তকের মধ্যে ৩৩ নং পুস্তকটা এ নবীর নামে প্রচলিত।

মিকাহও যিহিস্কেলের মত উলঙ্গ হয়ে বিলাপ করতেন বলে তিনি জানিয়েছেন: "এইজন্য আমি কান্নাকাটি ও বিলাপ করব; আমি খালি পায়ে উলংগ হয়ে ঘুরে বেড়াব। আমি শিয়ালের ও পেঁচার ডাকের মত বিলাপ করব।" (মিকাহ ১/৮)

৬. ২. ১৮. অজ্ঞাতনামা ভাববাদীর মিথ্যাচার ও নরহত্যা

সবচেয়ে অবাক বিষয় কোনো কারণ ছাড়াই একান্তই হিংসার ভিত্তিতে একজন ভাববাদী আরেকজন ভাববাদীকে ঈশ্বরের ভাববাণীর নামে মিথ্যা বলে হত্যা করছেন (বিস্তারিত দেখুন: ১ রাজাবলী ১৩/১১-২৯)। আমরা ইতোপূর্বে কাহিনীটা উল্লেখ করেছি। এ ঘটনায় একজন ভাববাদী মিথ্যা বলছেন, ঈশ্বরের ভাববাণীর নামে মিথ্যা বলছেন এবং এরূপ প্রতারণার মাধ্যমে একজন নিরপরাধ ভাববাদীকে হত্যা করছেন! মজার বিষয় হল, এতগুলো অপরাধের জন্য ঈশ্বর তাকে কোনো শাস্তি দিচ্ছেন না; কিন্তু প্রতারিত ভাববাদীকে ধ্বংস করছেন!

সপ্তম অধ্যায়: যীশু ও প্রেরিতগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা

৭. ১. যীশু খ্রিষ্ট বিষয়ক অশোভনীয়তা

আমরা জানি, যীশু খ্রিষ্ট ও তাঁর প্রেরিতগণ নতুন নিয়মের ভিত্তি। তাঁদের মহিমা ও শিক্ষা প্রচারই নতুন নিয়মের মূল বিষয়। তবে এর পাশাপাশি নতুন নিয়মের মধ্যে অনেক তথ্য বিদ্যমান যা সুস্পষ্টতই অশালীন, অযৌক্তিক, কুরুচিকর এবং অমর্যাদাকর। এখানে এ জাতীয় কিছু তথ্য উল্লেখ করছি:

৭. ১. ১. আগুন জ্বালানো ও বিভক্তি সৃষ্টি

ইঞ্জিলগুলোতে যীশুর অনেক মূল্যবান শিক্ষা বিদ্যমান। পাশাপাশি অনেক শিক্ষা বিদ্যমান যা অশোভন। অশান্তি ও বিভক্তিকে তাঁর মূল মিশন হিসেবে উল্লেখ করা এরূপ একটা বিষয়। যীশু বলেন: **"আমি দুনিয়াতে আগুন জ্বালাতে এসেছি; যদি তা আগেই জ্বলে উঠত তবে কত না ভাল হত! আমাকে একটা তরিকাবন্দী নিতে হবে, আর যতদিন পর্যন্ত তা না হয় ততদিন পর্যন্ত আমার দুঃখের শেষ নেই। তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি? না, তা নয়। আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। এখন থেকে এক বাড়ীর পাঁচ জন ভাগ হয়ে যাবে, তিন জন দু'জনের বিরুদ্ধে আর দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে। ... বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে, মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে, শাশুড়ী বউয়ের বিরুদ্ধে ও বউ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।" (লূক ১২/৪৯-৫৩:** মো.-০৬)

বাইবেল সমালোচকরা এ বক্তব্য আপত্তিকর বলে গণ্য করেছেন। "যীশু কি মিথ্যা বলেছেন?" (Did Jesus Christ Lie?) এবং "যীশুর পারিবারিক মূল্যবোধ" (Jesus' Family Values) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) লেখেছেন:

"If the average American Christian watched, saw and heard an Islamic leader, King or President say on TV: "I have come to set the Earth on fire, and how I wish it were already blazing. How great is my anguish until it is accomplished!" Would he or she claim that these were the words of an evil terrorist? Is this an 'evil', terrorist statement? Yes? No? Did Jesus Christ prove to be an evil / insane terrorist by making this evil / murderous statement? Does Jesus want, demand and expect His believers and followers to fulfill His wishes? Will Jesus punish those who will not fulfill His wishes? Do you pick and choose which of Jesus' wishes you will fulfill and those you won't? How much of a God is a God who has to wish? Should Jesus Christ be arrested, put in 'Gitmo', water-boarded / tortured and held without charges for saying it? Or - Did Jesus outright lie when He said it? If Jesus did say it - did Jesus prove to be evil? What kind of model was Jesus Christ to have said this? Or - did the Holy Bible lie by claiming and documenting that Jesus did say it? Responses?"

"Was Jesus the love-model for the Crusades, the Inquisition, Hitler, George W. Bush and some of the other major tyrants throughout history? If Satan said these things, we could validate any anger towards him. Didn't Jesus say them? Also, is one who wishes really in control? Jesus does not get my vote."

"যদি সাধারণ কোনো আমেরিকান খ্রিষ্টান টেলিভিশনের পর্দায় একজন মুসলিম নেতা, প্রেসিডেন্ট বা রাজাকে শুনেন ও দেখেন যে তিনি বলছেন: 'আমি দুনিয়াতে আগুন জ্বালাতে এসেছি; যদি তা আগেই জ্বলে উঠত তবে কত না ভাল হত! যতদিন পর্যন্ত তা না হয় ততদিন পর্যন্ত আমার দুঃখের শেষ নেই' তবে তিনি কি সে নেতাকে দুষ্ট সন্ত্রাসী বলে গণ্য করবেন? এ কথাটা কি একটা দুষ্ট সন্ত্রাসী বক্তব্য? হ্যাঁ অথবা না বলুন। এরূপ একটা দুষ্ট ও মারাত্মক বক্তব্য প্রদান করে যীশু কি প্রমাণ করলেন যে তিনি দুষ্ট অথবা উন্মাদ সন্ত্রাসী ছিলেন? যীশু কি ইচ্ছা, দাবি ও আশা করেছেন যে, তাঁর প্রতি বিশ্বাসীরা তাঁর ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়ন করবে? যীশুর এ ইচ্ছা যারা পুরণ করবে না তিনি কি তাদেরকে শাস্তি দেবেন? যীশুর কোন্ বাসনা আপনি পুরণ করবেন এবং কোনগুলো পুরণ করবেন না তা কি আপনি ইচ্ছামত পছন্দ করবেন? যে ঈশ্বরকে আকাঙ্ক্ষা করতে হয় তিনি কেমন ঈশ্বর? এ বিবৃতি প্রদান করার জন্য কি যীশুকে গ্রেফতার করে গুয়ান্তানামো কারাগারে জল-পাটাতনে নির্যাতন করা এবং বিনা বিচারে আটকে রাখা উচিত? অথবা যীশু যখন এ কথাগুলো বলেছিলেন তিনি কি সোজাসুজি মিথ্যা বলেছিলেন? যীশু যদি এ কথা বলে থাকেন তবে তিনি কি দুষ্ট বলে প্রমাণিত হলেন? এরূপ কথা বলে যীশু কিরূপ আদর্শ বলে পরিগণিত হলেন? অথবা যীশু এরূপ কথা বলেছেন বলে উল্লেখ করে বাইবেল কি মিথ্যা বলেছে? আপনার উত্তর কী?"[১]

"যীশুই কি তাহলে ক্রুসেড, ইনকুইজিশন, হিটলার, জর্জ ডাবলিউ বুশ এবং ইতিহাসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ অত্যাচারীর 'প্রেম-আদর্শ'? যদি এ সব কথা শয়তান বলত তবে আমরা তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হওয়াকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রমাণ করতাম। কিন্তু এ কথাগুলো কি যীশুই বললেন না? এছাড়া যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি কি সর্বশক্তিমান? যীশু আমার ভোট পাচ্ছেন না।"[২]

৭. ১. ২. পারিবারিক সম্প্রীতির অবমূল্যায়ন

উপরের উদ্ধৃতিতে যীশু বলেছেন: "আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। এখন থেকে এক বাড়ীর পাঁচ জন ভাগ হয়ে যাবে, তিন জন দু'জনের বিরুদ্ধে আর দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে। ... বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে, মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে, শাশুড়ী বউয়ের বিরুদ্ধে ও বউ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।" (লূক ১২/৪৯-৫৩: মো.-০৬)

অন্যত্র যীশু বলেন: "যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার বেহেশতী পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করবো। কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার বেহেশতী পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করবো। মনে করো না যে, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসি নি, কিন্তু তলোয়ার দিতে এসেছি। কেননা আমি পিতার সঙ্গে পুত্রের, মায়ের সঙ্গে কন্যার এবং শাশুড়ির সঙ্গে পুত্র বধূর বিচ্ছেদ জন্মাতে এসেছি; আর নিজ নিজ পরিজনই মানুষের দুশমন হবে।" (মথি ১০/৩২-৩৬, মো.-১৩)

পাঠক, বিষয়টা কি শোভনীয়? পারিবারিক অশান্তিই কি যীশুর একমাত্র মিশন? কোনো ধর্মীয় বা

[১] http://www.thegodmurders.com/id188.html
[২] http://www.thegodmurders.com/id119.html

রাজনৈতিক নেতা এরূপ বক্তব্য দিলে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন যে, এ সকল কথা রূপক হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন কথাটা রূপক এবং কোনটা আক্ষরিক? উপরের উদ্ধৃতিতে প্রথমে যীশু বলেছেন যে, তাঁকে স্বীকার ও অস্বীকারের উপরেই পরকালের মুক্তি। এরপর বলেছেন যে, পারিবারিক শত্রুতা সৃষ্টিই তাঁর আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রচারকরা প্রথম বক্তব্যকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবেন না। বরং তাঁর এ কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে এর সাথে অনেকগুলো শর্ত সংযোজন করে বলবেন: "মনুষ্যদের সামনে যীশুকে 'ঈশ্বরের ত্রিত্বের এক, পিতার সমান, রক্তমাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর এবং মানুষের পাপের জন্য জীবনদানকারী হিসেবে স্বীকার" না করলে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু তারা যীশুর দ্বিতীয় বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন করে ফেলবেন। এরূপ ব্যাখ্যা কি যীশুর বক্তব্যের অবমাননা নয়? যীশুর প্রতি বিশ্বাস কি দাবি করে না যে, নিজেদের বিবেক ও রুচি বাতিল করে তাঁর সকল কথাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে? অথবা সকল কথাই যে যার ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে ব্যাখ্যা ও পালন করতে পারবে?

অন্যত্র যীশু বলেন: "ভাই ভাইকে, পিতা ছেলেকে মেরে ফেলবার জন্য ধরিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা মা-বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের খুন করাবে" (মার্ক ১৩/১২, মো.-০৬)। অন্যত্র তিনি বলেন: "তোমাদের মা-বাবা, ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনেরা তোমাদের ধরিয়ে দেবে। তারা তোমাদের কাউকে কাউকে হত্যাও করবে" (লূক ২১/১৬, মো.-০৬)। তিনি আরো বলেন: "যদি কেউ আমার কাছে আসে, আর আপন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, এমন কি নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান (hate ঘৃণা) না করে তবে সে আমার সাহাবী (মো.-০৬: উম্মত) হতে পারে না" (লূক ১৪/২৬, মো.-১৩)। আরো দেখুন: লূক ১২/৫১-৫৩; মথি ১০/৩৪-৩৭।

পাঠক কি স্তম্ভিত হচ্ছেন না? যীশুর উম্মত হওয়ার পূর্বশর্ত নিজের পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও আপনজনদেরকে ঘৃণা (hate) করা? নাহলে মুক্তির কোনো আশা নেই? প্রেমময় ঈশ্বর বা প্রেমময় যীশুর ধারণার সাথে কি যীশুর এ দাবি সাংঘর্ষিক নয়? যীশুর শিষ্য হওয়ার জন্য যদি পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভাই, বোন সবাইকে ঘৃণা করা জরুরি হয় তবে অবশ্যই বিশ্বাসীকে মেনে নিতে হবে যে, যীশু পারিবারিক ভালবাসার বিরুদ্ধে।

সম্ভবত যীশুর বক্তব্যের এ অশোভনীয়তা গোপন করতেই কোনো কোনো বাংলা অনুবাদে অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলে: 'KJV: hate not. RSV does ont hate' এবং আরবি বাইবেলে 'يبغض'। এর অর্থ ঘৃণা করা। কেরি বাইবেল এবং কি. মো.-২০১৩ 'hate' অর্থ লেখা হয়েছে 'অপ্রিয় জ্ঞান করা'। অর্থটা কিছুটা হলেও মূলের কাছাকাছি। অপ্রিয় জ্ঞান করা বা অপছন্দ করার ইংরেজি 'dislike'। আর হেট অর্থ 'তীব্রভাবে অপ্রিয় জ্ঞান করা'। এনকার্টা ডিকশনারিতে 'hate' অর্থ বলা হয়েছে: "dislike somebody or something intensely: to dislike somebody or something intensely, often in a way that evokes feelings of anger, hostility, or animosity": "কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তীব্রভাবে অপছন্দ করা; প্রায়শ এমন তীব্রভাবে অপছন্দ করা যা ক্রোধ, বৈরিতা ও শত্রুতা জাগিয়ে তোলে।"

কিন্তু পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কি. মো.-২০০৬ 'hate' অর্থ লেখেছে: "আমার চেয়ে কম প্রিয় মনে করে"। নিঃসন্দেহে এ অনুবাদ অবিশ্বাসযোগ্য। মূল বক্তব্যে 'আমার চেয়ে' কথার কোনো অস্তিত্বই নেই। আর 'hate' শব্দকে 'কম প্রিয় মনে করা' বলে অনুবাদ করাও বিস্ময়কর।

সর্বোপরি, হেট (hate) অর্থ যদি 'অপ্রিয় মনে করা' বা 'কম প্রিয় মনে করা' হয় তবে সে ক্ষেত্রেও নিজের ভাইকে এরূপ করা বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে মহাপাপ। যোহন লেখেছেন: "Whosoever

hateth his brother is a murderer: যে কেহ আপন ভাইকে হেট (hate) করে (ঘৃণা করে, অপ্রিয় জ্ঞান করে, কম প্রিয় মনে করে) সে নরহন্তা।" (১ যোহন ৩/১৫)। যোহন আরো লেখেছেনঃ "If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: যদি কেউ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর আপন ভাইকে 'হেট' (hate) করি (ঘৃণা করি, অপ্রিয় জ্ঞান করি, ঈশ্বরের চেয়ে কম প্রিয় মনে করি), সে মিথ্যাবাদী।" (১ যোহন/ ইউহোন্না ৪/২০)

এভাবে আমরা দেখছি ঈশ্বরকে ভালবেসে আপন ভ্রাতাকে 'হেট' (hate) করা– ঈশ্বরের চেয়ে কম প্রিয় মনে করা– মিথ্যাবাদিতা ছাড়া কিছুই নয়। তাহলে কিভাবে যীশু ভাইবোন, স্ত্রীসন্তানের পাশাপাশি মাতাপিতাকে ঘৃণা করতে, অপ্রিয় জ্ঞান করতে বা কম প্রিয় মনে করতে নির্দেশ দিতে পারেন?

বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি বলেনঃ

"Did Jesus lie when He said that He did not come to send peace but the sword / conflict / war into your family's lives? Was it Jesus' agenda for your family members to be your enemies? Is this an evil agenda? Does Jesus prove to be evil? Are Christian families, who are not against each other, bad Christians in Jesus' eyes?"

"যীশু যখন বললেন যে, তিনি শান্তি প্রদানের জন্য আসেননি, বরং আপনার পারিবারিক জীবনে তরবারি/ সংঘাত/ যুদ্ধ প্রদানের জন্য এসেছেন তখন কি তিনি মিথ্যা বলেছেন? এটাই কি যীশুর কার্যক্রম-এজেন্ডা ছিল যে, আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে আপনার শত্রু বানাবেন? এটা কি কোনো অশুভ এজেন্ডা? যীশু কি অশুভ বলে প্রমাণিত? যে সকল খ্রিষ্টান পারিবারিক জীবনে একে অপরের শত্রু নন তারা কি যীশুর দৃষ্টিতে খারাপ খ্রিষ্টান?"[৩]

"If Jesus wants this - I am not on His side. ... I am starting to feel really sad. ... How is Jesus' C&V model designed to be better for human beings? Isn't Jesus supposed to be our loving, righteous, wholesome family model? My sensitivities can not support Jesus if this is His attitude. ... It is evident that believers have gone from deception to denial and now they are in delusion to worship, promote, support and finance such a character as Jesus Christ.

"যীশু যদি এটা দাবি করেন তবে আমি তাঁর পক্ষে নেই। ... আমি বাস্তবিকই বিষণ্ন হতে শুরু করেছি। ... অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত যীশুর এ সকল উদ্ধৃতি মানবতার কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কিরূপ আদর্শ পেশ করছে? প্রেমময় সততাপূর্ণ সজীব সুস্থ পরিবারের জন্য যীশু আমাদের আদর্শ হবেন এটাই কি প্রত্যাশিত নয়? এটাই যদি যীশুর মনোভাব হয়ে থাকে তবে আমার সংবেদনশীলতা তাঁকে সমর্থন করতে পারছে না। ... এটা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসীরা প্রতারণা থেকে অস্বীকারে গিয়েছেন। এখন তারা একটা মোহ বিভ্রমের মধ্যে রয়েছেন যে, তারা 'যীশু' নামক এরূপ একটা চরিত্রের ইবাদত, আরাধনা, প্রচার ও অর্থায়ন করছেন।"[৪]

৭. ১. ৩. মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার

যীশু পিতামাতাকে সম্মান করতে নির্দেশ দিয়েছেন (মথি ১৯/১৯)। কিন্তু ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা অনুসারে তিনি তাঁর মাতাকে সম্মান করেননি; বরং তাঁর সাথে অশালীন ও রূঢ় ব্যবহার করেছেন। যীশুর মা তাঁর সাথে

---

[৩] http://www.thegodmurders.com/id188.html
[৪] www.thegodmurders.com/id119.html

সাক্ষাৎ করতে চাইলে তিনি সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু তাঁর মাতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে না তারা তাঁর মা বা ভাইবোন হতে পারেন না। মার্কের ভাষ্য নিম্নরূপ: "এর পরে যীশুর মা ও ভাইয়েরা সেখানে আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে যীশুকে ডেকে পাঠালেন। যীশুর চারিদিকে তখন অনেক লোক বসেছিল। তারা যীশুকে বলল, 'আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন।' যীশু বললেন: কে আমার মা, আর কারা আমার ভাই? (Who is my mother, or my brethren?) যারা তাঁকে ঘিরে বসে ছিল তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই তো আমার মা ও ভাইয়েরা! ঈশ্বরের ইচ্ছা যারা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।" (মার্ক ৩/৩১-৩৫ বা.-২০০০। পুনশ্চ: মথি ১২/৪৬-৫০; লূক ৮/১৯-২১)

এখানে প্রশ্ন হল, কারো মা অবিশ্বাসী হলেই কি তার মাতৃত্ব অস্বীকার করা যায়? অবিশ্বাসী মাতা সাক্ষাৎ করতে চাইলে সাক্ষাৎ প্রদান অস্বীকার করতে হবে?

ইঞ্জিলের অন্য বর্ণনায় একদিন তাঁর মা তাঁকে বলেন যে, তাদের আঙ্গুর-রস (wine মদ) নেই। তখন যীশু তাকে বলেন: Woman, what have I to do with thee? অর্থাৎ, হে নারী, তোমার সাথে আমার কী করার আছে? কেরি: "হে নারি, আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কী?" কি. মো.-১৩: "ঈসা তাঁকে বললেন, হে নারী, এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?" (যোহন/ ইউহোন্না ২/৪)

যীশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর মাতাকে দেখে বলেন: "হে নারী, ঐ দেখ, তোমার পুত্র (Woman, behold thy son!)"। (যোহন/ ইউহোন্না ১৯/২৬, মো.-১৩) এভাবে জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি মাকে 'হে নারী' বলে সম্বোধন করছেন!

এখানে আমরা দুটো বিষয় দেখছি যা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন:

প্রথমত: নিজের মাতাকে 'হে নারী' (Woman) বলে সম্বোধন করা যে কোনো ধর্মীয় ও মানবীয় বিচারে অন্যায় ও অশোভন কর্ম। অথচ আমরা দেখছি যে, যীশু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এভাবেই আচরণ করছেন। কোনো বিশ্বাসী খ্রিষ্টান কি নিজের সন্তানদেরকে যীশুর এ আচরণ শিক্ষা দেবেন? তিনি কি নিজের মায়ের সাথে এ আচরণ করবেন? কেউ যদি এরূপ আচরণ করে তবে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, নিজের মাতাকে এভাবে 'ওহে মহিলা' বা 'হে নারী' বলে সম্বোধন করা যে অশোভনীয় ও অশালীন তা সম্ভবত খ্রিষ্টান প্রচারকরাও বুঝতে পারেন। আর এজন্যই বিভিন্ন বাংলা অনুবাদে 'হে নারী' কথাটা বাদ দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু যীশুর আচরণকে অশোভন মনে করে গোপন করা কি বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়? যীশু যা বলেছেন ও করেছেন তা সুদৃঢ়ভাবে সঠিক বলে বিশ্বাস, প্রচার ও প্রবর্তন করাই কি বিশ্বাসের দাবি নয়? বাইবেল থেকে কোনো শব্দ বা বাক্য অশোভন মনে করে বাদ দেওয়া কি বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

দ্বিতীয়ত: নিজের মা যতই ভুল করুন না কেন, কোনো সন্তানের কি বলা শোভনীয় যে, আমার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? তোমার বিষয় নিয়ে আমার কী দায়? মাতার কথার উত্তরে সন্তানের এ বক্তব্য কি যীশুর পবিত্র ব্যক্তিত্বের সাথে শোভনীয়? তাঁর অনুসারীদের জন্য এ আচরণ কি অনুকরণীয় আদর্শ? কোনো বিশ্বাসী খ্রিষ্টান কি এ আচরণকে শোভনীয় বলে বিশ্বাস করেন? তিনি কি নিজের সন্তানদেরকে এরূপ আচরণ করতে শেখাবেন? নিজে এরূপ করবেন? আর যদি তিনি এরূপ আচরণ অশোভন বলে বিশ্বাস করেন তবে তাকে স্বীকার করতে হবে, যীশু সর্বদা মাতাকে অসম্মান করতেন অথবা ইঞ্জিলগুলো মিথ্যা লেখেছে।

যীশু শেখালেন যে, কেউ তার ভাইয়ের উপরে রাগ করলে বিচারের দায়ে পড়বে। "তোমাদের সংগে

যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই কোরো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে অন্য গালেও চড় মারতে দিয়ো।" (মথি ৫/২২, ৩৯)। অথচ তিনিই তাঁর মায়ের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ অশোভন আচরণ করছেন! তিনিই বলছেন, মাতাকে সম্মান কর (মথি ১৯/১৯)। অথচ তিনিই মাতাকে এভাবে অসম্মান করছেন! যীশু ইহুদি ধর্মগুরুদের নিন্দা করে বলেছেন: "তাঁরা যা কিছু করতে বলেন তা কোরো এবং যা পালন করবার হুকুম দেন তা পালন কোরো। কিন্তু তাঁরা যা করেন তোমরা তা কোরো না, কারণ তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না।" (মথি ২৩/৩) ইঞ্জিলগুলো কি যীশুকে এরূপ কোনো ধর্মগুরু হিসেবে চিত্রিত করছে? যীশুর পারিবারিক মূল্যবোধ (Jesus' Family Values) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) লেখেছেন:

"Did the Bible ever emphasize Jesus loving His brothers or sisters; His father, or mother ...? Many times the Bible did say there was a disciple, whom Jesus loved. Can you explain what that was about? In your value system, is Jesus Christ and God "right and good" about what is "right and good" for human beings? ... Jesus said to her: Woman, how does your concern affect Me? Catholic Woman, what do I have to do with thee? KJV Jesus' arrogance loses me. Catholic BN: A Hebrew expression of hostility - a denial of common interest. Behold! This Catholic Bible Note actually criticized Jesus' comment. Matthew 12:46-49 ... Who is My mother? Who are My brothers? Jesus doesn't acknowledge His family. Jesus rejects them. What a sad example of Jesus' family values. In Luke 2:50 Jesus, age 12, disappeared from His parents for 3 days with no apology."

"বাইবেল কি কখনো গুরুত্ব দিয়েছে যে, যীশু তাঁর ভাইবোনদেরকে, পিতাকে বা মাতাকে ভালবাসতেন? ... বাইবেল অনেকবার উল্লেখ করেছে যে, যীশুর একজন শিষ্য ছিল যাকে তিনি 'প্রেম করতেন'। কিসের প্রেক্ষাপটে এটা ছিল তা কি আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন? আপনার মূল্যবোধ বিবেচনায় মানুষের জন্য যা সঠিক ও ভাল যীশু এবং ঈশ্বর কি সে বিষয়গুলোতে সঠিক ও ভাল? ... ক্যাথলিক ভার্শনের পাঠ অনুসারে যীশু তাঁর মাকে বলেন: "হে নারী, তোমার উদ্বেগ আমাকে প্রভাবিত করবে কিভাবে?"। কিং জেমস ভার্শন অনুসারে যীশু বলেন: "হে নারী, তোমার সাথে আমার কী করার আছে?" যীশুর ঔদ্ধত্য আমাকে হারাচ্ছে। ক্যাথলিক বাইবেলের টীকায় বলা হয়েছে যে, যীশু তাঁর মাকে যে কথাটা বলেছেন এটা হিব্রু ভাষায় বৈরিতা প্রকাশ ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করার জন্য ব্যবহার করা হত। ক্যাথলিক বাইবেলের টীকা বাস্তবে যীশুর মন্তব্যের সমালোচনা করছে। মথি ১২/৪৬-৪৯.. যীশু বললেন কে আমার মা? কে আমার ভাই? যীশু তাঁর পরিবারকে স্বীকৃতি দিলেন না। যীশু তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করলেন। যীশুর পারিবারিক মূল্যবোধের এটা অত্যন্ত দুঃখজনক নমুনা! লূক ২/৫০: যীশু ১২ বছর বয়সের সময় তাঁর পিতামাতা থেকে ৩ দিন উধাও হয়ে থাকেন, কোনো কৈফিয়ত বা ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াই।"[৫]

৭. ১. ৪. সাপ ধরা ও বিষ পান করা

মানুষের বিশ্বাস তাকে সৎ ও মানবপ্রেমিক করে। ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ ও সৎ থাকাই ঈমানের প্রমাণ ও ফল। সৎ মানুষ তৈরিই বিশ্বাসের বড় অলৌকিকত্ব। এজন্য ধর্মপ্রবর্তকরা সর্বদা ঈমানের প্রমাণ ও ফল হিসেবে সততা ও পূণ্যকর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। বাইবেলের মধ্যেও এরূপ অনেক নির্দেশনা বিদ্যমান। কিন্তু এগুলোর বিপরীতে বাইবেলের মধ্যে যীশুর মুখে এমন কিছু কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা কুসংস্কারাচ্ছন্ন

---

[৫] http://www.thegodmurders.com/id119.html

ভণ্ডদের মুখেই শোভা পায়। যেমন বিভিন্ন স্থানে ঈমান বা বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে ভূত তাড়ানো, সাপ ধরা, বিষ পান ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু বলেন: "দেখ, আমি তোমাদেরকে সাপ ও বিছার উপর দিয়ে হেঁটে যাবার ক্ষমতা দিয়েছি এবং তোমাদের শত্রুর (the enemy: তোমাদের শত্রু শয়তানের) সমস্ত শক্তির উপরেও ক্ষমতা দিয়েছি। কোনো কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না।" (লূক ১০/১৯, মো.-০৬)

তিনি আরো বলেন: "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা সন্দেহ না করে যদি বিশ্বাস কর তবে ডুমুর গাছের উপরে আমি যা করেছি তোমরাও তা করতে পারবে। কেবল তা নয়, কিন্তু যদি এই পাহাড়কে বল, 'উঠে সাগরে গিয়ে পড়', তবে তাও হবে।" (মথি ২১/১৮-২১; মার্ক ১১/১২-২৩, মো.-০৬)

তিনি বলেন: "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি একটা সর্ষে দানার মত বিশ্বাসও তোমাদের থাকে তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও', আর তাতে ওটা সরে যাবে।" (মথি ১৭/২০)

তিনি অন্যত্র বলেন: "একটা সরিষা-দানার মতও যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারবে, 'শিকড় সুদ্ধ উঠে গিয়ে নিজেকে সাগরে পুঁতে রাখ।' তাতে সেই গাছটি তোমাদের কথা শুনবে।" (লূক ১৭/৬, মো.-০৬)

তিনি বলেন: "আর যারা ঈমান আনে, এই চিহ্নগুলো তাদের অনুবর্তী হবে; তারা আমার নামে বদ-রূহ ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা সাপ তুলবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করলেও তাতে কোন মতে তাদের ক্ষতি হবে না; তারা অসুস্থদের উপরে হাত রাখবে, আর তারা সুস্থ হবে।" (মার্ক ১৬/১৮, মো.-১৩)

যোহন ১৪/১২ অনুসারে যীশু বলেন: "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি...।"

আমরা দেখেছি যে, এ কথাগুলো বাস্তবতার আলোকে ভুল। লক্ষ-কোটি বিশ্বাসী কেউই এগুলো করছেন না। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় পাঠক লক্ষ্য করুন:

(ক) মানুষ বিশ্বাসী হয় মহান স্রষ্টার প্রেম, তাঁর সন্তুষ্টি ও মুক্তির প্রত্যাশায়। দুনিয়ার জীবনে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য ঈমান গ্রহণ বা কর্ম করা মূলতই ভণ্ডামি এবং জাগতিক ক্ষমতা অর্জনের অপচেষ্টা। যাদুকররা এরূপ করেন।

(খ) নবীদের অলৌকিক কর্ম তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য। পুরাতন নিয়মের নবীদের কর্ম বর্ণনায় আমরা দেখি না যে, তাঁরা তাঁদের জাতিদেরকে বিশ্বাসের মাধ্যমে অলৌকিক ক্ষমতা লাভের লোভ দেখিয়েছেন। তাঁরা মূলত বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম ও পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন। ধর্মের মূল চেতনা থেকে বঞ্চিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরাই এরূপ বুজরুকি বা ভেল্কিবাজি খুঁজে বেড়ায়। অতীতে ও বর্তমানে অনেক ভণ্ড এরূপ 'বুজরুকি' বা ভেল্কির লোভ দেখিয়ে ভক্ত টানেন। প্রকৃত ধর্ম প্রচারকরা কখনোই এরূপ করেন না। যীশু কেন এরূপ বুজরুকি বা ভেল্কির লোভ দেখাবেন? যীশু কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরকে ভেল্কি দেখিয়ে ধর্মান্তর করতে শেখালেন?

(গ) অতীতে ও বর্তমানে অনেক ভণ্ড এরূপ অনেক ভেল্কি বা অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করেছেন। তাদের কর্ম কি আমরা বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করব? অতীতে ও বর্তমানে কোনো সাধারণ বা অসাধারণ খ্রিষ্টান ধার্মিক বা ধর্মগুরু এ সকল কাজ করে দেখাতে পারছেন না। ভূত তাড়ানো বা রোগ সারানোর মত অতি

সাধারণ কিছু কবিরাজি তারা করেন। নাস্তিক, আস্তিক, ধ্যানবাদী, যাদুকর ও সকল ধর্মের ওঝারাই এরূপ কবিরাজি করেন। এছাড়া কিছুই তাঁরা দেখাতে পারছেন না। পাহাড় বা তুঁতগাছ তো দূরের কথা একটা লতাগুল্মকেও তারা আদেশ করে সমুদ্রে স্থানান্তরিত করতে পারছেন না। এটা কি তাঁদের শর্ষে দানা পরিমাণ বিশ্বাসও না থাকার প্রমাণ?

(ঘ) এটা একটা অবাস্তব শিক্ষা যা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) লেখেছেন:

"If your child believed Jesus and picked up a deadly serpent and was killed- would you then consider Jesus to be sinful? If you publicly promoted this C&V to people and some acted on your words and died, wouldn't you go to prison? Jesus Christ proves not to be a good model for humanity."

"Mark 16:17-18 ... Many "faithful" Christians have died due to this specific Bible C&V. Would you honestly want your impressionable, trusting kids to read and believe this C&V and then to prove their faith by actually picking up serpents with their hands or drinking any deadly thing? Please! Please! Please! Do not do the snake and poison thing at home or anywhere else! Do you honestly support and promote every C&V in the Bible? How can you promote and support Jesus Christ if He tells you to "in His name" do these things?"

"You do believe Jesus - don't you? ... Did Jesus Christ lie in either or both of these C&Vs concerning poisonous serpents? Come on! Would a sane person put a live Cobra in his or her own lap or in your child's lap to prove that Jesus did not lie? (Do not ever do that!)."

"যদি আপনার শিশু যীশুকে বিশ্বাস করে একটা মারাত্মক সাপ তুলে নেয় এবং নিহত হয়, তবে আপনি কি যীশুকে অপরাধী বা পাপী বলে গণ্য করবেন? যদি আপনি গণমানুষের মধ্যে বাইবেলের এ শ্লোকটা প্রচার ও প্রবর্তন করেন এবং কিছু মানুষ আপনার কথা অনুসারে কর্ম করে মৃত্যুবরণ করে তবে কি আপনি কারাগারে যাবেন না? আমার দৃষ্টিতে যীশু খ্রিষ্ট মানবতার জন্য সুন্দর আদর্শ বলে প্রমাণিত নন।"[৬]

"মার্ক ১৬/১৭-১৮.. এ শ্লোকদ্বয়ের কারণে অনেক 'বিশ্বাসী' খ্রিষ্টান মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনি কি বিশ্বস্ততার সাথে চাইবেন যে, আপনার অবুঝ ও আস্থাশীল সন্তানেরা বাইবেলের এ শ্লোকগুলো পাঠ করুক এবং তা বিশ্বাস করুক? এরপর তাদের বিশ্বাস বাস্তবে প্রমাণ করতে সাপ নিয়ে হাতে ধরুক বা বিষাক্ত কিছু পান করুক? প্লীজ! প্লীজ! প্লীজ! সাপ ও বিষের দ্রব্য বাড়িতে বা অন্য কোথাও রাখবেন না। আপনি কি বিশ্বস্ততার সাথেই বাইবেলের সকল কথা বিশ্বাস ও প্রচার করেন? যীশু যদি তাঁর নামে এ সকল কর্ম করতে বলেন তবে আপনি কিভাবে তা সমর্থন ও প্রচার করবেন?"[৭]

"আপনি কি যীশুকে বিশ্বাস করেন? বিষাক্ত সাপ বিষয়ক উপরের উদ্ধৃতির সবগুলোতে বা কোনোটাতে কি যীশু খ্রিষ্ট মিথ্যা বলেছেন? আসুন! যীশুর সত্যবাদিতা প্রমাণের জন্য কোনো সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তি কি তার নিজের কোলে অথবা আপনার শিশুর কোলে কি একটা জীবন্ত গোখরা সাপ রাখবেন? (কখনোই এরূপ করবেন

---

[৬] Jesus' Sins: http://www.thegodmurders.com/id90.html

[৭] Jesus' Family Values: http://www.thegodmurders.com/id119.html

না!)”[৮]

৭. ১. ৫. অযৌক্তিক ধ্বংস ও বৃক্ষ নিধন

আমাদের সমাজে মুর্খ, গ্রাম্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের মধ্যে ‘কারামতি’, ভেল্কি বা অলৌকিক গল্পকাহিনী বলে যেমন ভক্ত যোগাড় করার প্রতিযোগিতা চলে, ইঞ্জিল ও নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকে অনেকটা তেমনিভাবে ঈসা মাসীহকে চিত্রিত করা হয়েছে। ইঞ্জিলগুলোতে তাঁর কিছু শিক্ষা ও উপদেশের কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন ও প্রান্তিকতা রয়েছে বলে আমরা দেখব। বাকি সবই ভূত ছাড়ানো, রোগ ভাল করা, মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদির গল্প। নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে যীশুর কোনো শিক্ষা, আদর্শ বা চরিত্র দেখিয়ে মানুষদেরকে খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত দেওয়া হয়নি। মূলত অলৌকিকতার গল্প বলে মানুষদেরকে তাঁর ভক্ত হতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। অবিকল আমাদের সমাজের গুরু, গোসাই, দয়াল বাবা বা খাজা বাবার প্রচারকদের মত। আর এজন্য বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষিত, বিজ্ঞান-মনস্ক ও বিবেকবান মানুষদের কাছে খ্রিষ্টধর্ম তার আবেদন হারিয়েছে। বিশেষত যারাই বাইবেল পড়ছেন তারাই খ্রিষ্টধর্ম ও বাইবেলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। সম্ভবত এজন্যই খ্রিষ্টান প্রচারকরা আফ্রিকা ও এশিয়ার গ্রামগঞ্জের অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, ভক্তিপ্রবণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরকে তাদের প্রচারণার জন্য বেছে নিয়েছেন।

মজার বিষয় যে, যীশুর অলৌকিকতার নামে ইঞ্জিলগুলোতে সে সকল বর্ণনা বিদ্যমান তার অনেকগুলোই অলৌকিকতা নয়; বরং অমানবিকতা বলে গণ্য। একান্ত মূর্খ ভক্তই শুধু এরূপ কাহিনী শুনে অভিভূত হবে। আর যে কোনো বিবেকবানের মধ্যে এ সব কাহিনী শত প্রশ্নের জন্ম দেবে। এরূপ একটা কাহিনী বৃক্ষ হত্যার কাহিনী। বৈপরীত্য প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা গল্পটা আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এ গল্পের অশোভনীয়তা পর্যালোচনা করব। আমরা দেখেছি, মার্ক লেখেছেন: “... দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটি ডুমুর গাছ দেখে, হয়তো তা থেকে কিছু ফল পাবেন বলে কাছে গেলেন; কিন্তু কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কেননা তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। তিনি গাছটিকে বললেন, এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। ... রব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে বদদোয়া দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে। ... ।” (মার্ক ১১/১২-২২, মো.-১৩)

সুপ্রিয় পাঠক, এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) যীশু খ্রিষ্ট নয়, কোনো সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের ক্ষেত্রে কি পাঠক এরূপ আচরণ আশা করেন? ভাদ্র মাস আমের সময় নয়। কোনো ২৫/৩০ বছর বয়স্ক মূর্খ বাঙালিও কি আশ্বিন বা কার্তিক মাসে আম খুঁজতে আম গাছের নিচে যাবেন? যীশু খ্রিষ্টের মত মহান মানুষকে এত বড় নির্বোধরূপে কল্পনা করা কি সম্ভব?

(২) একটু কষ্ট পেলেই অভিশাপ দেওয়া কি ধর্মের নির্দেশনা? আমরা ইতোপূর্বে ইলীশায় (আল-ইয়াসা) নবীর অভিশাপের ঘটনা দেখেছি। তাঁকে ‘টাক’ বলার কারণে তিনি অভিশাপ দিয়ে ৪২ জন শিশুকে ভল্লুক দ্বারা হত্যা করেন! যীশুর এ অভিশাপ আরো বেশি অযৌক্তিক। ইলীশায়র ঘটনায় শিশুরা অপরাধ করেছিল, যদিও শিশুদের এ অপরাধ ধর্তব্য নয় এবং বাইবেল বর্ণিত ইলীশায়ের প্রতিক্রিয়া অমানবিক। কিন্তু এ বর্ণনায় যীশুর প্রতিক্রিয়া কি আরো অনেক বেশি অমানবিক নয়?

এ গাছটা কোনো অপরাধ করেনি। অথচ যীশু তাকে অভিশাপ দিলেন। ঈশ্বর, ঈশ্বর-পুত্র বা কোনো নবী তো দূরের কথা ১৫/২০ বছর বয়সী কোনো স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও ফলের মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে গাছে ফল না থাকার কারণে গাছের উপর রাগ করতে পারেন না। মৌসুমেও কোনো গাছে ফল না

---

[৮] Did Jesus Christ Lie? http://www.thegodmurders.com/id188.html

থাকলে কোনো বিবেকবান মানুষ গাছের উপর রাগ করতে পারেন না। কারণ অ-মৌসুমে বা মৌসুমে ফল দানের ক্ষমতা তো গাছের নেই। তাহলে এ অভিশাপ কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

(৩) এটা কি পাপ নয়? অকারণে মহান আল্লাহর একটা সৃষ্টি ধ্বংস করা কি পাপ নয়? যদি কেউ দাবি করেন যে, এটা পাপ নয় তবে তার কাছে প্রশ্ন হলঃ আপনার বাগানের কিছু গাছ যদি এভাবে বিনষ্ট করা হয় তবে আপনি কি তা অন্যায়, পাপ ও অপরাধ বলে গণ্য করবেন না? পাহাড়ে বা জঙ্গলেও যদি কোনো কারণ ছাড়া অল্প বা বেশি কিছু গাছ এভাবে অভিশাপ দিয়ে, বিষ ঢেলে বা পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে বা শুকিয়ে দেওয়া হয় তবে আপনি কি তা অপরাধ বলে গণ্য করবেন না?

(৪) ধ্বংসই কি অলৌকিকত্ব বা মুজিযা? ধ্বংসপ্রিয়তাই কী বাইবেলীয় ভাববাদী, যীশু ও প্রেরিতদের বৈশিষ্ট্য? যীশু বিনা অপরাধে গাছটা শুকিয়ে মারলেন এবং এতে প্রেরিতরা ব্যথিত না হয়ে চমৎকৃত হলেন! কারামত দিয়ে গাছে ফল না ধরিয়ে গাছ শুকিয়ে মারা কি নির্বুদ্ধিতা ও পাপ নয়? যীশু কি এরূপ পাপে লিপ্ত হতেন?

(৫) যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হত যে, তিনি ডুমুরগাছটার ফলদানের জন্য প্রার্থনা করতেন এবং গাছটা তৎক্ষণাৎ ফলে পূর্ণ হত। এরপর তিনি– গাছটা মালিকানাধীন হলে মালিকের অনুমতিক্রমে– গাছ থেকে ফল ভক্ষণ করতেন। এতে মালিকও লাভবান হত। সর্বোপরি অগণিত মানুষ 'এ চিরফলবান' বৃক্ষ দেখে ও এর ফল খেয়ে বিশ্বাসী হতে পারতেন।

৭. ১. ৬. অকারণে দু হাজার প্রাণি হত্যা

ইঞ্জিলগুলো যীশুর অন্য একটা অলৌকিক কর্মের বর্ণনায় লেখেছে যে, তিনি একজন বা দু'জন পাগলের অনেকগুলো ভূত বের করে দু 'হাজার শূকরের দেহে প্রবেশ করান; এতে শূকরগুলো সমুদ্রে ডুবে মরে। তৃতীয় অধ্যায়ে ঘটনার স্থান বিষয়ক বৈপরীত্য আমরা আলোচনা করেছি। এখানে গণ-আত্মহত্যার গল্পটা দেখুনঃ

"তাতে বদ-রূহরা ফরিয়াদ করে তাঁকে বললো, যদি আমাদের ছাড়িয়ে দেন, তবে ঐ শূকরের পালে পাঠিয়ে দিন। তিনি তাদেরকে বললেন, চলে যাও। তখন তারা বের হয়ে সেই শূকরের পালে প্রবেশ করলো; আর দেখ, সমস্ত শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সাগরে পড়লো ও পানিতে ডুবে মারা গেল। তখন যারা পাল চড়াচ্ছিল তারা পালিয়ে গেল।" (মথি ৮/৩১-৩৩, মো.-১৩; লূক ৮/৩২-৩৪।)

মার্কের বর্ণনায়ঃ "তখন সেই নাপাক রূহরা বের হয়ে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করলো; তাতে সেই শূকর-পাল, কমবেশ দুই হাজার শূকর, মহাবেগে দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়লো এবং সাগরে ডুবে মারা গেল।" (মার্ক ৫/১১-১৭)

সুপ্রিয় পাঠক, এ ঘটনাটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? এটা কি অকারণ হত্যাযজ্ঞ নয়? নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুনঃ

(১) ভূত তাড়ানোর জন্য কি ভূত বা নাপাক রূহকে অন্যের দেহে প্রবেশের ব্যবস্থা করা জরুরি? এভাবে অকারণে দু' হাজার প্রাণ বিনষ্ট না করে কি ভূত ছাড়ানো যেত না? বর্তমানে সারা বিশ্বের সকল সমাজেই এরূপ ভূত তাড়ানোর কুসংস্কার বিদ্যমান। কিন্তু কোনো ওঝা, ফাদার, সেন্ট, পাদরি, কবিরাজ, 'ঠাকুর' বা 'হুজুর' যদি ভূত তাড়ানোর নামে ২০০০ ছাগল, ভেড়া বা শূকর হত্যা করে তবে আপনি তা কিভাবে নেবেন? যীশু কি পারতেন না যে, শূকরগুলোকে হত্যা না করে ভূতগুলোকেই সাগরে পাঠিয়ে দেবেন? একেবারেই যদি তিনি অক্ষম হতেন, তবে অন্তত একজন পাগলের ভূতগুলোকে একটা শূকরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করাতেন। তাহলে অন্তত একটা শূকর হত্যার মধ্য

দিয়ে ভূত তাড়ানোর কর্মটা সম্পন্ন হতো।

(২) একেবারেই অকারণে, খেলাচ্ছলে যদি কেউ ২০০০ নয়, দুটা গরু, ছাগল, ভেড়া বা শূকর এভাবে হত্যা করে তবে আপনি তাকে কী বলবেন?

(৩) এ অকারণ হত্যাকাণ্ড কি মহাপাপ নয়? কোনো কারণ ও প্রয়োজন ছাড়াই দু' হাজার প্রাণিকে হত্যা করা হল। উপরন্তু এগুলো মালিকানাধীন শূকর ছিল। এভাবে কিছু মানুষের বিপুল সম্পদ বা আজীবনের সঞ্চয় বিনষ্ট করে তাদের মহাক্ষতি করা হল। সম্ভবত এজন্যই এ ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের কারামতি দেখে এলাকার মানুষ ঈমান গ্রহণের পরিবর্তে যীশুকে দ্রুত তাদের এলাকা পরিত্যাগের অনুরোধ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো ও তাদের আপনজনদের ক্রুদ্ধ হয়ে গোলমাল পাকানোর আগেই! (মার্ক ৫/১৭)

(৪) পাঠক যদি এ কর্মকে পাপ নয় বলে দাবি করেন তবে প্রশ্ন হল, আপনার ২০০০ ছাগল বা শূকর যদি এভাবে হত্যা করা হয় তবে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না তো? যদি জঙ্গলের বন্য দু' হাজার হরিণ বা খরগোশ অকারণে হত্যা করা হয় তবে আপনি একে অমানবিক বলবেন না তো?

৭. ১. ৭. অলৌকিক কর্মে অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা

অলৌকিকতার নামে উপরের বিবেকবিরুদ্ধ কর্মগুলোর বিপরীতে ইঞ্জিলের মধ্যে অলৌকিক কর্মে যীশুর অক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ইঞ্জিলের বর্ণনায় যীশু নিজ গ্রাম 'নাযারেথ' বা 'নাসরত' গ্রামে বড় কোনো অলৌকিক কর্ম করতে সক্ষম হলেন না।

মার্ক ৬/৫-৬: "he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them."

কি. মো.-২০০৬:: "তারপর তিনি কয়েকজন অসুস্থ লোকের উপর হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন, কিন্তু সেখানে আর কোন অলৌকিক কাজ করা সম্ভব হল না। লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনল না দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন।"

কি. মো.-১৫: "তখন তিনি সেই স্থানে আর কোনো কুদরতি-কাজ করতে পরলেন না; কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করলেন। আর তিনি তাদের ঈমান না আনার দরুন আশ্চর্য জ্ঞান করলেন।"

ইঞ্জিলের এ বর্ণনায় পাঠকরাও খুব আশ্চর্য হন! একজন সমালোচক লেখেছেন: "Must Jesus have a non-familiar audience before His miracles can be performed? This certainly shows some of Jesus' limitations. Who really knew Jesus better than the people in his homeland. It indicated that those who truly knew Jesus didn't much believe in Him. What else could it mean?"

"যীশুর অলৌকিক কার্য সম্পাদনের জন্য কি তাঁর সামনে অপরিচিত দর্শকবৃন্দ থাকা জরুরি ছিল? এটা নিশ্চিতভাবেই যীশুর কিছু সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করে। যীশুর নিজের শহরের মানুষদের চেয়ে তাঁকে অধিক ভালভাবে আর কেউই জানত না। এটা প্রমাণ করে যে, যারা যীশুকে সত্যিকারভাবে জানতেন তারা তাঁকে তেমন বিশ্বাস করতেন না। এ ছাড়া এ কথার আর কী অর্থ হতে পারে?"[১]

আরেকটা অলৌকিক কর্ম প্রসঙ্গে লূক লেখেছেন: "তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল। ডাক্তারদের পিছনে সে তার সব কিছুই খরচ করেছিল, কিন্তু কেউই তাকে ভাল করতে

[১] http://www.thegodmurders.com/id134.html

পারেনি। সে পিছন দিক থেকে ঈসার কাছে এসে তাঁর চাদরের কিনারা ছুঁলো, আর তখনই তার রক্তস্রাব বন্ধ হল। তখন ঈসা বললেন,'কে আমাকে ছুঁলো?' সবাই অস্বীকার করলে পর পিতর ও তাঁর সংগীরা ঈসাকে বললেন, 'হুজুর, লোকেরা আপনার চারপাশে চাপাচাপি করে আপনার উপর পড়ছে।' তবুও ঈসা বললেন, 'আমি জানি, কেউ আমাকে ছুঁয়েছে, কারণ আমি বুঝতে পারলাম আমার মধ্য থেকে শক্তি বের হল।' সেই স্ত্রীলোকটা যখন দেখল সে ধরা পড়েছে তখন কাঁপতে কাঁপতে ঈসার সামনে সে উপুড় হয়ে পড়ল।" (লূক ৮/৪৩-৪৭, মো.-০৬)

মার্কও ঘটনাটা লেখেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছেঃ "ঈসা তখনই বুঝলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে। সেজন্য তিনি ভিড়ের চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আমার কাপড় ছুঁলো?' তার সাহাবীরা বললেন, আপনি তো দেখছেন লোকে আপনার চারপাশে ঠেলাঠেলি করছে, আর তবুও আপনি বলছেন, কে আপনাকে ছুঁলো?' এই কাজ কে করেছে তা দেখবার জন্য তবুও ঈসা চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সেই স্ত্রীলোকটার যা হয়েছে তা বুঝে সে কাঁপতে কাঁপতে এসে ঈসার পায়ে পড়ল এবং সব বিষয় জানাল। (মার্ক ৫/৩০-৩২, মো.-০৬)

এ ঘটনায় আমরা দেখছি যে, যীশুর অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। আমরা দেখি যে, আমাদের সমাজে অনেক ঠাকুর, সাঁই বাবা, গোসাই বাবা, পীর বাবা ও এ জাতীয় অনেক ভণ্ড ধর্মগুরু এর চেয়ে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখান। এদের ভক্তবৃন্দ আরো অনেক বড় বড় কারামতি বা অলৌকিক কর্মের গল্প বলেন ও লেখেন। এরূপ 'বাবার আশীর্বাদ' পেয়ে সুস্থ হওয়ার জন্য তাকে স্পর্শ করা লাগে না, দূর থেকে তাকে ধ্যান করলেই হয়। এছাড়া এ সকল গুরু বা বাবা নাকি না দেখেই বলে দিতে পারেন কে তাকে ছুঁয়েছে বা তার বিষয়ে কে কি কথা বলেছে!

কিন্তু ইঞ্জিলের বর্ণনায় যীশুর অলৌকিক ক্ষমতা কম! তাঁকে না ছুঁয়ে ভাল হওয়া যায় না। কেউ তাঁকে ছুঁলে তিনি তার পরিচয় জানতে পারেন না। তাঁর থেকে শক্তি বের হওয়া বুঝতে পারলেও শক্তিটা কার কাছে গেল তা জানার ক্ষমতা তাঁর ছিল না!

৭. ১. ৮. গ্রামবাসী ও আত্মীয়দের অবিশ্বাস!

উপরে আমরা দেখলাম যে, নিজ গ্রামের মানুষদের অবিশ্বাস দেখে যীশু নিজেই আশ্চর্য হলেন। নাসরাত গ্রামবাসীদের অবিশ্বাস বিষয়ে লূক লেখেছেনঃ "এই কথা শুনে মজলিস-খানার সমস্ত লোক রেগে আগুন হল। তাঁরা উঠে ঈসাকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, আর তাঁকে নীচে ফেলে দেবার জন্য তাদের গ্রামটা যে পাহাড়ের গায়ে ছিল সেই পাহাড়ের চূড়ায় তাঁকে নিয়ে গেল।" (লূক ৪/২৮-২৯, মো.-০৬)।

আরো অবিশ্বাস্য যীশুর পরিবারের অবিশ্বাসা। যোহন লেখেছেন, "কারণ তার ভাইয়েরাও তাঁর উপরে ঈমান আনেনি" (যোহন/ ইউহোন্না ৭/৫, মো.-১৩)।

মার্ক লেখেছেন, তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে পাগল মনে করতেনঃ "এই কথা শুনে তাঁর আত্মীয়েরা (family) তাঁকে ধরে নিতে আসলেন। কেননা তারা বললো, সে পাগল হয়েছে।" (মার্ক ৩/২১-২২, মো.-১৩)

ইঞ্জিলের এ বর্ণনা অবিশ্বাস্য। ইঞ্জিলের বর্ণনায় যীশুর জন্মের আগে থেকেই তাঁর পিতামাতা ও পরিবার তাঁর অলৌকিকত্ব সম্পর্কে ভালভাবে জেনেছেন। তিনি নিজের জীবনের প্রায় ত্রিশটা বছর তাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। তারা কিভাবে তাঁকে অবিশ্বাস করলেন? তারা তাঁকে মাসীহ হিসেবে বিশ্বাস না করুন, অন্তত সৎ ও বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে তো বিশ্বাস করবেন? কিন্তু তারা তাঁকে পাগল বলে ধরতে চাচ্ছেন?

গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) লেখেছেনঃ "Jesus had been around His relatives for years and He obviously did not sell even them on His perfection. These are

two very shocking testimonies! What kind of Biblical C&V testimonies did Jesus Christ's blood relatives give Him? Do you think they could possibly get to Heaven?"

"যীশু নিজ পরিবার-আত্মীয়দের মধ্যে অনেক বছর বসবাস করেছেন। বাহ্যত তিনি তাদের নিকট নিজের শুদ্ধতাও বিক্রয় করতে পারেননি। এখানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুটা সাক্ষ্য বিদ্যমান! বাইবেলের উদ্ধৃতিতে যীশুর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়রা তাঁর বিষয়ে কী সাক্ষ্য প্রদান করলেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের পক্ষে বেহেশতে যাওয়া সম্ভব হবে?"[১০]

৭. ১. ৯. গালি ও ক্রোধ

নতুন নিয়মে কোথাও কোথাও যীশুর দয়ার্দ্রতা ও সুন্দর আচরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁর এমন আচরণের কথা বলা হয়েছে যা অসৌজন্যমূলক। যেমন মথি ও মার্ক লেখেছেন যে, যীশু যখন শিষ্যদেরকে বলেন যে, তাঁকে দুঃখভোগ করে মরতে হবে, তখন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য পিতর অনুযোগ করে বলেন, গুরু এরূপ না হউক। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পিতরকে বলেন: "আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার পথের বাঁধা; কেননা যা আল্লাহর, তা নয়, কিন্তু যা মানুষের, তা-ই তুমি ভাবছো।" (মথি ১৬/২৩, মো.-১৩; মার্ক ৮/৩৩)

এ বক্তব্য অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধের প্রকাশ, যা যীশুর মহান ব্যক্তিত্ব থেকে একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত, বিশেষত কোনো ধার্মিক মানুষকে বা সাধারণ মানুষকে 'শয়তান' বলে গালি দেওয়া।

অন্যত্র যীশু ইহুদি ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদেরকেও এভাবে গালি দিয়েছেন। কেউ যদি মথির ২৩ অধ্যায় পাঠ করেন তবে যীশুর গালির বহর দেখবেন। যীশু ইহুদি ধর্মগুরুদেরকে অনেক কঠোর ভাষায় গালি দিয়েছেন ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটরা, ধিক্ তোমাদিগকে!' মো.-০৬: ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, ঘৃণ্য আপনারা (মথি: ২৩/১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯), হা অন্ধ পথ-প্রদর্শকেরা, ধিক্ তোমাদিগকে!' (মথি: ২৩/১৬), 'অন্ধ ফরীশী' (অন্ধ ফরীশীরা মথি: ২৩/২৬), 'সর্পেরা, কালসর্পের বংশেরা', মো.-০৬: সাপের দল আর সাপের বংশধরেরা (মথি: ২৩/৩৩)।

তিনি বারবারই বিরুদ্ধবাদীদেরকে 'সাপের বংশধর' (generation of vipers) বলে গালি দিয়েছেন (মথি ১২/৩৪; লূক ৩/৭; মথি ২৩/৩৩)। এছাড়া মূঢ়, মূর্খ, অন্ধ ইত্যাদি তাঁর বহুল ব্যবহৃত গালি: হে মূঢ়েরা, হে মূর্খরা, মূঢ়েরা ও অন্ধেরা: মূর্খ ও অন্ধের দল Ye fools/ Ye fools and blind (মথি: ২৩/১৬, ২৩/১৭, ২৩/১৯, লূক ১১/৪০)। এমনকি নিজের শিষ্যদেরকেও তিনি এভাবে মূঢ়েরা বা মূর্খরা (O fools) বলে সম্বোধন করেছেন (লূক ২৪/২৫)

অন্যায়ের প্রতিবাদ ধার্মিকদের দায়িত্ব। তবে বিরুদ্ধবাদীদের এভাবে গালি দেওয়া খুবই অসৌজন্যমূলক। এছাড়া কথাগুলো সাম্প্রদায়িক হানাহানির উৎস। কারণ ধর্মপ্রবর্তকের প্রতিটা কর্ম ও কথাই অনুসারীরা অনুকরণ করতে ভালবাসেন। যীশুর এ সকল কথাতে বিধর্মীদেরকে এভাবে গালি দেওয়া, অবজ্ঞা করা ও হেয় করে কথা বলা যীশুর অনুসারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

গ্যারি ডেভানি লেখেছেন যে, যীশু নিজেই বলেছেন: "যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ক্রোধ (angry) করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে; আর যে কেউ আপন ভাইকে বলে, 'রে নির্বোধ', সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে; আর যে কেউ বলে, 'রে মূঢ় (fool)', সে দোজখের আগুনের দায়ে পড়বে।" (মথি ৫/২২) কিন্তু

---

[১০] New Testament – Jesus; http://www.thegodmurders.com/id134.html

এর বিপরীতে যীশু নিজেই 'ক্রোধ' করেন: "তখন তিনি তাদের অন্তরের কঠিনতার করুন দুঃখিত হয়ে সক্রোধে (with anger) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই লোকটিকে বললেন...।" (মার্ক ৩/৫) এবং যীশু নিজেই অন্যদেরকে বারবার মূঢ় বা মূর্খ (fool) বলে উল্লেখ করছেন। এগুলো কি "আমার কথা শোন, আমার কাজ দেখ না" নীতির প্রকাশ? যীশুর বক্তব্য ও যীশুর বিষয়ে ইঞ্জিলের বর্ণনা উভয়ই যদি সঠিক হয় তবে আমাদের সকলের সাথে যীশুকেও মহাসভার দায়ে পড়তে হবে এবং অগ্নিময় নরকেই থাকতে হবে![১১]

এরূপ ক্রোধের প্রকাশ আমরা দেখি ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির (মসজিদে আকসা) পরিষ্কার করার ঘটনায়। "ইহুদিদের উদ্ধার-ঈদের সময় কাছে আসলে পর ঈসা জেরুজালেমে গেলেন। তিনি সেখানে দেখলেন, লোকেরা বায়তুল মোকাদ্দসের মধ্যে গরু, ভেড়া আর কবুতর বিক্রি করছে এবং টাকা বদল করে দেবার জন্য লোকেরাও বসে আছে। এই সব দেখে তিনি দড়ি দিয়ে একটা চাবুক তৈরী করলেন, আর তা দিয়ে সমস্ত গরু, ভেড়া এবং লোকদেরও সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। টাকা বদল করে দেবার লোকদের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি তাদের টেবিলগুলো উল্টে ফেললেন।" (যোহন/ইউহান্না: ২/১৩-১৫, মো.-০৬)

কী কঠিন ক্রোধে যীশু এ কাজ করেছিলেন তা অনুধাবন করতে পাঠক একটু কল্পনা করুন। সকল খ্রিষ্টান চার্চের মধ্যে ও পাশে এবং আমাদের দেশেও ঈদ এবং ওয়ায মাহফিলের মাঠের মধ্যে বা পাশে অনুষ্ঠান বা পর্বের সময়ে বিস্কুট, চকলেট ও সাধারণ পণ্যের দোকান বসে। আপনি যদি দোকানগুলো ভেঙে দেন, টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেন তবে প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? এবং কাজটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? মানুষের এভাবে হঠাৎ কষ্ট না দিয়েও কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যেত না?

এরূপ আচরণের খারাপ প্রভাব বিশ্বাসী বা ভক্তের উপর পড়তে পারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিটলার। তিনি একজন বিশ্বাসী খ্রিষ্টান হিসেবে যীশুকে তার অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এ ঘটনা-ই তার কর্মকাণ্ডের ভিত্তি বলে জানান। ১২ এপ্রিল ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার বক্তৃতায় বলেন:

"My feelings as a Christian points me to my Lord and Savior as a fighter. It points me to the man who once in loneliness, surrounded only by a few followers, recognized these Jews for what they were and summoned men to fight against them and who, God's truth! was greatest not as a sufferer but as a fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. To-day, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more profoundly than ever before in the fact that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice.... And if there is anything which could demonstrate that we are acting rightly it is the distress that daily grows. For as a Christian I have also a duty to my own people.... When I go out in the morning and see these men standing in their queues and look into their pinched faces, then I believe I would be no Christian, but a very devil if I felt no pity for them, if I did not, as did our Lord two thousand years ago, turn against those by whom to-day this poor

---

[১১] http://www.thegodmurders.com/id134.html; http://www.thegodmurders.com/id91.html

people is plundered and exploited. "

"একজন খ্রিষ্টান হিসেবে আমার অনুভূতি আমাকে শিক্ষা দেয় যে, আমার প্রভু ও ত্রাণকর্তা একজন যোদ্ধা ছিলেন। তা আমাকে শেখায়, সামান্য কয়েকজন শিষ্য পরিবেষ্টিত একজন একাকী মানুষ এ সকল ইহুদি কী তা চিনতে পেরেছিলেন। তিনি মানুষদেরকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান করেছিলেন। এবং ঈশ্বরের সত্য হল তিনি যোদ্ধা হিসেবে সবচেয়ে বড় ছিলেন, যাতনা ভোগকারী হিসেবে নন। একজন মানুষ হিসেবে এবং একজন খ্রিষ্টান হিসেবে আমি সীমাহীন ভালবাসা নিয়ে সে কথাগুলো পাঠ করি, যেগুলো বলে যে, শেষ পর্যন্ত প্রভু কিভাবে তাঁর ক্ষমতায় উত্থিত হলেন এবং চাবুক তুলে নিলেন মন্দির থেকে কালসর্পের বাচ্চা ও সর্পের বংশধরদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ইহুদি বিষ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে তাঁর যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। দু হাজার বছর পরে, আজ, গভীরতম আবেগ দিয়ে আমি অনুভব করছি– পূর্বের যে কোনো সময় থেকে অধিক প্রগাঢ়ভাবে– এ জন্যই তিনি ক্রুশের উপরে নিজের রক্ত ঢেলেছিলেন। একজন খ্রিষ্টান হিসেবে নিজেকে প্রতারিত হতে দেওয়ার কোনো দায়িত্ব আমার নেই। বরং আমার দায়িত্ব হল সত্য ও ন্যায়ের জন্য আমাকে যোদ্ধা হতে হবে। দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান বেদনাই প্রমাণ করছে যে, আমরা সঠিকভাবে কর্ম করছি। কারণ একজন খ্রিষ্টান হিসেবে আমার নিজের জনগণের প্রতিও আমার দায়িত্ব আছে। ... যখন আমি সকালে বের হই, লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে দেখি এবং তাদের ক্লিষ্ট মুখগুলো দেখি তখন আমি বিশ্বাসে বলীয়ান হই যে, আমি যদি এদের জন্য বেদনা অনুভব না করি, দু হাজার বছর আগে আমাদের প্রভু যেভাবে যাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, যাদের দ্বারা আজ এ সকল দরিদ্র মানুষ লুণ্ঠিত ও শোষিত সেই ইহুদিদের বিরুদ্ধে যদি সেভাবে না দাঁড়াই তবে আমি খ্রিষ্টান নই; বরং একান্তই শয়তান।"[১২]

বিশ্বাসী খ্রিষ্টান হিসেবে শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও হিটলার যীশুর অনুসরণ করেছেন। তিনিও ইহুদিদেরকে 'সাপ' (vipers/ adders) বলেই আখ্যায়িত করেছেন।

৭. ১. ১০. মানুষের ভয় ও জীবনের মায়া

যীশু বলেছেন: "যে আপন প্রাণ ভালবাসে সে তা হারায়; আর যে এই দুনিয়াতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে (ঘৃণা করেঃ hate), সে অনন্ত জীবনের জন্য তা রক্ষা করবে।" (যোহন/ ইউহোন্না ১২/২৫, মো.-১৩)

এভাবে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, জীবনের মায়া বা ভালবাসা অনন্ত মৃত্যুর কারণ এবং দুনিয়াতে নিজের জীবনকে ঘৃণা করা পরকালের অনন্ত জীবন লাভের পথ। কিন্তু এর বিপরীতে আমরা দেখছি যে, ইহুদিরা যখন যীশুকে হত্যা করার পরিকল্পনা শুরু করল তখন তিনি প্রকাশ্যে তাদের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন: "অতএব সেদিন থেকে তারা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করত লাগল। তাতে ঈসা আর প্রকাশ্যরূপে ইহুদীদের মধ্যে যাতায়াত করলেন না...।" (যোহন ১১/৫৩-৫৪, মো.-১৩)

ইঞ্জিলের বর্ণনায় সুস্পষ্ট যে, তিনি ইহুদিদের হাতে 'বধ' হওয়ার ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য, অর্থাৎ ইহুদিদের ভয়ে এবং জীবনের মায়ায় প্রকাশ্যে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। বিষয়টা খুবই বিস্ময়কর! নিজের জীবনকে ভালবাসলে অনন্ত জীবন হারাতে হবে বলে জানালেন যীশু, অথচ তিনিই নিজের জীবনের ভালবাসায় প্রকাশ্যে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন! বিষয়টা কি বিশ্বাসযোগ্য?

৭. ১. ১১. মৃত্যুর ভয়ে মর্মভেদী দুঃখ!

সাধারণভাবে বিশ্বাস মানুষকে ভয়মুক্ত করে। সকল ধর্মের প্রকৃত বিশ্বাসীরা ভয়মুক্ত ও শঙ্কামুক্ত জীবন

---

[১২] http://www.nobeliefs.com/DarkBible/ darkbible6.htm; www.adolfhitler.ws/

যাপন করেছেন এবং মৃত্যুসহ সকল কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু পবিত্র বাইবেলের বর্ণনায় যীশু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। যীশুকে বাইবেলে ভীত হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন যে, যীশুকে বিশ্বাস করলে সকল ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অথচ স্বয়ং যীশুকেই ইঞ্জিলে অত্যন্ত ভীতরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

ইঞ্জিলগুলো বলছে যে, যীশু তাঁর মৃত্যুর আগেই বারবার তাঁর কষ্ট ও মৃত্যু সম্পর্কে শিষ্যদের বলেছিলেন। কি হবে তা সবই তিনি জানতেন। খ্রিষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে তিনিই যেহেতু ঈশ্বর সেহেতু পৃথিবীতে আগমনের পূর্ব থেকেই, অনাদিকাল থেকেই তিনি জানতেন যে, ক্রুশে মৃত্যুর মাধ্যমে আদমের পাপ থেকে মানুষদেরকে মুক্ত করতেই তিনি আগমন করেছেন। আনন্দিত চিত্তে মানুষের মুক্তির জন্য করুণাপরবশ হয়েই তিনি এসেছেন। স্বাভাবিক প্রত্যাশা এই যে, ক্রুশের দিন যত এগিয়ে আসবে ততই তাঁর আনন্দ ও উল্লাস বাড়তে থাকবে! কারণ তাঁর এ ঝামেলাময় ক্ষণস্থায়ী জাগতিক দায়িত্ব শেষ করে তিনি তাঁর চিরন্তন মর্যাদা ও শান্তির আবাসে ফিরে যাবেন।

কিন্তু বাইবেল আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখাচ্ছে। ইঞ্জিলে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন জানতে পারলেন যে, ইহুদিরা তাঁকে ধরে বিচার করার ষড়যন্ত্র করছে তখন মাটিতে উবুড় হয়ে কাঁদতে থাকেন এবং রক্তক্ষরণের মত ঘামতে থাকেন।

মথি লেখেছেন: "তখন ঈসা তাঁদের সঙ্গে গেৎশিমানী নামক একটি স্থানে গেলেন, আর তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়ে মুনাজাত করি, ততক্ষণ তোমরা বসে থাক। পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হতে লাগলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমার প্রাণ মরন পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে (My soul is exceeding sorrowful, even unto death); তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক। পরে তিনি কিঞ্চিত আগে গিয়ে উবুড় হয়ে পড়ে মুনাজাত করে বললেন, হে আমার পিতা, যদি হতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে যাক (if it be possible, let this cup pass from me); তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক। পরে তিনি সেই সাহাবীদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন ... পুনরায় তিনি দ্বিতীয়বার গিয়ে এই মুনাজাত করলেন, হে আমার পিতা, আমি পান না করলে যদি তা দূর না হয়, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। ... আর তিনি পুনরায় তাদেরকে ছেড়ে গিয়ে তৃতীয় বার আগের মত কথা বলে মুনাজাত করলেন। (মথি ২৬/৩৬-৪৪, মো.-১৩। আরো দেখুনঃ মার্ক ১৪/৩২-৪১)।

লূকের বর্ণনা নিম্নরূপঃ "পিতা, যদি তোমার অভিমত হয়, আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র দূর কর (if thou be willing, remove this cup from me)... তখন বেহেশত থেকে এক জন ফেরেশতা দেখা দিয়ে তাঁকে সবল করলেন। পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হয়ে আরও একগ্র ভাবে মুনাজাত করলেন; আর তাঁর শরীরের ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল (being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground)।" (লূক ২২/৪২-৪৪, মো.-১৩)

ইঞ্জিলগুলো আরো লেখেছে যে, মৃত্যুর পূর্বে যীশু চিৎকার করে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ ও আক্ষেপ করেন। "আর নবম ঘটিকার সময়ে ঈসা জোরে চিৎকার করে ডেকে বললেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ? ... পরে ঈসা আবার জোরে চিৎকার করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।" (মথি ২৭/৪৬, ৫০, মো.-১৩; মার্ক ১৫/৩৪, ৩৭)

সম্মানিত পাঠক, ইঞ্জিলের এ বর্ণনা আমাদেরকে দারুন সমস্যার মধ্যে ফেলেছে। নিম্নের বিষয়গুলো

লক্ষ্য করুন:

(ক) খ্রিষ্টধর্মীয় সাধু, প্রচারক ও অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের ও ধর্মহীন আদর্শের হাজার হাজার মানুষের কথা আমরা জানি মৃত্যুদণ্ডের আগে ও সময়ে তাঁরা নির্বিকার ও সহাস্যবদন ছিলেন। যীশু কী তাঁদের সকলের চেয়ে অধিক ভীত ও দুর্বল চিত্ত ছিলেন?

(খ) সাধারণ মানুষ পৃথিবী ছাড়তে কষ্ট পায়, কারণ সে জীবনকে ভালবাসে ও উপভোগ করে। এর বিপরীতে মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে তার অজানা আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা থাকে। কিন্তু যীশুর ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি জানেন যে, তিনি ঈশ্বর। পৃথিবীতে তাঁর কিছুই পাওয়ার বা উপভোগের নেই। তাঁর সকল মর্যাদা, মহিমা ও শান্তির স্থানে যাওয়ার জন্য মৃত্যু শুধু দরজা মাত্র। কয়েক ঘণ্টার কষ্টের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর ঝামেলাপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মহিমা, মর্যাদা ও শান্তির নিলয়ে গমন করবেন। তিনি কেন কাঁদবেন? তাও এভাবে কাঁদবেন? ইঞ্জিলের এ সকল অশোভন বর্ণনার কারণে কেউ যদি বলেন, ক্রুশে মরতেই যাঁর আগমন, সেই যীশুই মৃত্যুর ভয়ে এত ভীত, কাজেই তাঁকে বিশ্বাস করলে তো ভয় শতগুণ বাড়বে বৈ কমবে না! তাহলে কি তাকে দোষ দেওয়া যায়?

(গ) জীবনকে প্রেম করতে নিষেধ করলেন যীশু। তিনি বললেন জীবনকে যে ভালবাসবে সে তা হারাবে। তাহলে তিনি কাঁদছেন কিসের জন্য? জীবনের মায়া ও ভালবাসা কি এতই বেশি ছিল তাঁর যে, সব জানার পরেও এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য এত কাতর হলেন এবং এভাবে রক্ত ঝরিয়ে কাঁদলেন। বিশ্বাসীদের জন্য নয়, মানুষদেরকে কষ্টমুক্ত করতে নয় বা বিশ্বের শান্তির জন্য নয়, শুধু নিজেকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে বা মৃত্যুর কষ্টের কথা স্মরণ করে এরূপ কাঁদলেন? কোনো ধার্মিক মানুষ তো দূরের কথা নাস্তিক আত্মবিশ্বাসী মানুষও কারাগার, মৃত্যুদণ্ডাদেশ, মৃত্যুদণ্ডের জন্য ফাঁসি-মঞ্চে বা ফায়ারিং রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া, গলায় রশি দেওয়া বা গুলি করার সময় কি এরূপ কাঁদবেন? সকলের চেয়ে জীবনের মায়া ও যন্ত্রণার ভয় কি যীশুর বেশি ছিল?

(ঘ) ইঞ্জিলগুলো উল্লেখ করেছে যে, তাঁর সাথে আরো দুজন চোরকে একইভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। চোর দুজন সাহসিকতার সাথে তাদের এ মৃত্যু মেনে নেন। কোনো ক্রন্দন, চিৎকার বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনুযোগ কিছুই নয়। উপরন্তু ক্রুশের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর অপেক্ষায় থেকেও যীশুকে উপহাস করেছেন তারা। (মথি ২৭/৩৮-৫১; মার্ক ১৫/২৭-৩৮) চোর দুজনের মধ্যে মৃত্যুর মুহূর্তে উপহাস করার মত মনের জোর ছিল, অথচ যীশু এভাবে কাঁদলেন?

কোনো নিরপরাধ ধার্মিক মানুষকে জুলুম করে মৃত্যুদন্ড দিলে তিনি মৃত্যুর সময় কাঁদেন না, বরং সাহসিকতার সাথে মেনে নেন। এমনকি কোনো চোর ডাকাত থেকেও এরূপ কথা শোনা যায় না যে, পুলিশের ভয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে কেঁদেছে অথবা ফাঁসির কাঠে ঝুলে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মরে গিয়েছে। কেউ যদি এরূপ করে তবে মানুষেরা তাকে কাপুরুষ বলে নিন্দা করে। অথচ মহান ঈসা মাসীহকে প্রচলিত ইঞ্জিল এভাবেই চিত্রিত করেছে!

(ঙ) যীশু মৃত্যু যন্ত্রণায় মহা-চিৎকার করে বলছেন: "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?"! এ কথার অর্থ কী? যিনি নিজেই ঈশ্বর এবং নিজেই জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় আনন্দিত চিত্তে মানুষের মুক্তির জন্য যন্ত্রণা ভোগ করতে এসেছেন একি তাঁর মুখের চিৎকার? একজন সাধারণ ধার্মিক মানুষ পরকাল দেখেননি এবং জানেনও না। শুধু বিশ্বাসের কারণে মৃত্যুর মুহূর্ত যত কাছে আসে তত বেশি তিনি আনন্দিত ও উল্লসিত হন এজন্য যে, পরকালের অনন্ত জীবনের দ্বারপ্রান্তে তিনি পৌছে গিয়েছেন। সুযোগ থাকলে তিনি চিৎকার করে বলেন "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, প্রশংসা তোমার, তুমি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ও আস্থার উপর রেখেছ!" যীশু স্বয়ং ঈশ্বর! তিনি সুনিশ্চিত জানেন যে, কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনি তাঁর ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে মহিমা ও মর্যাদার স্থানে পৌছে যাবেন। এ মূহূর্তে তো তিনি

চিৎকার করে তাঁর বিজয় ও মহিমার কথা বলবেন! তিনি কেন এরূপ হতাশা ও বেদনার কথা বললেন?

(চ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ মূলত ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-নির্ভরতার ঘাটতি প্রমাণ করে। পূর্ণ ঈমানদার কখনোই চিন্তা করেন না যে, ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেন। এরপরও একজন মানুষ হয়ত আবেগে এরূপ বলেও ফেলতে পারে। গীতসংহিতা বা জবুরের পাঠ অনুসারে ২২ গীতে দাউদ নিজের অসহায়ত্ব, ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা ব্যক্ত করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এ গীতের শুরুতে তিনি বলেন: "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ? আমাকে রক্ষা না করে ও আমার আর্তনাদের উক্তি না শুনে কেন দূরে থাক? হে আমার আল্লাহ্, আমি দিনে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দাও না; রাতেও (ডাকি), আমার বিশ্রাম হয় না। কিন্তু তুমিই পবিত্র, ... কিন্তু আমি কীট, মানুষ নই, মানুষের নিন্দাস্পদ, লোকদের অবজ্ঞাত।" (জবুর ২২/১-৬, মো.-১৩)

বাইবেলের বর্ণনায় দাউদ ঈশ্বরের দাস, পুত্র, প্রথম পুত্র, জাত পুত্র এবং খ্রিষ্ট ছিলেন (গীতসংহিতা ২/৭, ৮৯/২০-২৭)। এরপরও ইহুদি ও খ্রিষ্টান সকলেই একমত যে, দাউদ ঈশ্বরের দাস ও মানুষ ছিলেন। কাজেই মানুষ হিসেবে তিনি নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এরূপ বলতেই পারেন। গীতটার সামগ্রিক প্রসঙ্গে কথাটা একজন ধার্মিক মানুষের জন্য প্রার্থনার শুরুতে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশের জন্য অস্বাভাবিক নয়। যীশুও বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বরের দাস, পুত্র, একমাত্র পুত্র ও খ্রিষ্ট ছিলেন। দাউদের চেয়ে দু'টা উপাধি তাঁর কম ছিল: দাউদ ঈশ্বরের প্রথম পুত্র ও জাত পুত্র উপাধি পেয়েছিলেন, কিন্তু যীশু তা পাননি। এরপরও খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে যীশু ঈশ্বর ছিলেন। আর ঈশ্বর কিভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অনুযোগ করতে পারেন?

দুনিয়ায় একজন মানুষ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের সাহায্যের আশায় অস্থির হয়ে এরূপ বলতে পারেন। কিন্তু যীশু তো কোনো বিপদে নিপতিত নন, বিপদ থেকে মুক্তির আশা করছেন না এবং কারো সাহায্যের প্রত্যাশাতেও অস্থির নন। তিনি সবকিছু জেনে, আনন্দিত চিত্তে মানবতার মুক্তির জন্য তাঁর অনাদি-অনন্ত জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত কষ্ট করার দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছেন। তিনি সে দায়িত্ব পালন করে এখন তাঁর মহিমায় চলে যাবেন। এখন তিনি এ কথা কেন বলবেন?

(ছ) একজন ফেরেশতা এসে যীশুকে সবল করার অর্থই বা কী? ঈশ্বরের ফেরেশতা এসে স্বয়ং ঈশ্বরকে সবল করছে? বড়ই জটিল বিষয়!

(জ) যীশু প্রার্থনা করছেন যে, যদি সম্ভব হয় তবে আমার মৃত্যুর সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন কর! এর অর্থ কী? ইঞ্জিলগুলোর সকল বর্ণনার সমন্বয় করলে এর অর্থ দাঁড়ায়: যীশু মানুষদের মুক্তির জন্য নিজের মৃত্যুর ঐশ্বরিক সিদ্ধান্ত সবই জানতেন। তবে শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর যন্ত্রণার কথা ভেবে তিনি বিচলিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে এ সিদ্ধান্ত পালনে তাঁর অনিচ্ছা জানিয়ে আবেদন করলেন যে, সম্ভব হলে এ সিদ্ধান্তটা বাতিল করুন। এটা বাস্তবায়নে আমার অনিচ্ছা। তবে তোমার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। যদি সম্ভব হয় তবে আমার অনিচ্ছার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্তটা বাতিল কর। আর যদি তা না হয় তবে তোমার সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হোক!

সুপ্রিয় পাঠক, ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র তো দূরের কথা! কোনো সাধারণ ধার্মিক বা বিশ্বাসী মানুষ কি ঈশ্বরের আনুগত্য ও ইচ্ছাপালনের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা আত্মত্যাগ মেনে নিয়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়ে ঈশ্বরকে এরূপ বলবেন?

(ঝ) ঈশ্বর হিসেবে যীশু কি আগে থেকেই জানতেন না যে, তাঁর প্রার্থনা কবুল হবে না? তাহলে কেন দীর্ঘ সময় ধরে বারবার উপুড় হয়ে এত আবেগময় প্রার্থনা?

(ঙ) ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রার্থনা যীশুর জীবনের সবচেয়ে আবেগময় ও দীর্ঘ প্রার্থনা। এত ক্রন্দন, উপুড় হওয়া, আবেগ প্রকাশ করা ও বারবার একই বিষয় চাওয়ার আর কোনো ঘটনা ইঞ্জিলে দেখা যায় না। প্রেমময় করুণাময় ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রের এ প্রার্থনা কবুল করলেন না? ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান! তিনি কি তাঁর প্রিয় পুত্রের জীবনের এ একটামাত্র প্রার্থনা কবুল করে অনিচ্ছুক পুত্রকে হত্যা না করে মানবতাকে মুক্তি দিতে পারতেন না? ইবরাহীমের ক্ষেত্রে তো কুরবানি ছাড়াই ত্যাগের ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করলেন। যীশুর ক্ষেত্রে কি তা পারতেন না? একেবারেই দুর্বোধ্য বিষয়!

৭. ১. ১২. রক্তপিপাসা ও হত্যাপ্রিয়তা

সকল ধর্মেই শান্তির কথা বলা হয়েছে এবং সকল ধর্মেই বৃহত্তর শান্তির জন্য সীমিত অশান্তি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ভয়ঙ্কর অপরাধীর শাস্তি এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ ও জিহাদ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশনা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে ঢালাওভাবে নিরস্ত্র শত্রুদের হত্যার বিষয়ে যীশু খ্রিষ্টের একটা নির্দেশ নিম্নরূপ: "পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।" (কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "আমার শত্রুরা যারা চায়নি আমি বাদশাহ হই, তাদের এখানে নিয়ে এস এবং আমার সামনে মেরে ফেল" (But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me)।" (লূক ১৯/২৭)

প্রিয় পাঠক, একটু ভাবুন! নবী-রাসূল তো দূরের কথা কোনো জালিম শাসক কি এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন? কেউ হয়ত বলতে পারেন, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদেরকে হত্যা কর। কোনো জালিম হয়ত বলতে পারে, আমার রাজত্বের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে হত্যা কর। কিন্তু শুধু তার রাজত্ব চায় না বলে নিরস্ত্র মানুষদেরকে ধরে এনে জবাই করা!! তাও আবার নিজের সামনে!

যীশুর এ নির্দেশ এবং পুরাতন ও নতুন নিয়মের যুদ্ধ ও হত্যার অন্যান্য নির্দেশ অতীতে খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও পোপরা আক্ষরিকভাবেই পালন করেছেন। তারা লক্ষ লক্ষ মুসলিম, ইহুদি, পৌত্তলিক ও ভিন্নমতের খ্রিষ্টানদেরকে নির্বিচারে এবং কল্পনাতীত নির্মমতার সাথে হত্যা করেছেন বা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যে কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া, উইকিপিডিয়া বা গুগলে নিম্নের বিষয়গুলো অধ্যয়ন করলে তা বুঝতে পারবেন: Christian Persecutions, DEMOLISH THEM, Theodosian Code, Christian advocacy of persecution, heresy, The Protestant theory of persecution, Moriscos, Crusades, Christian terrorism, European colonization of the Americas, History of the Jews in Spain, Baptism of Poland, Christianization of Kievan Rus', Christianization, Conquistador, Santería, Inquisition, Waldensians, Lollardy, Cathari, Catharism, Ku Klux Klan, New Christian Public Worship Regulation Act 1874, genocide, Massacre of Saint Bartholomew's Day, The Wars of Religion ইত্যাদি।

বর্তমানে খ্রিষ্টান প্রচারক ও ধর্মগুরুরা যীশুর এ বক্তব্যকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, এটা দুনিয়ার জন্য বলা হয়নি; বরং পরকালের জন্য বলা হয়েছে। যারা যীশুকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নেননি, তাদেরকে পরকালে এভাবে হত্যা করা হবে। এ ব্যাখ্যাটা অপ্রাসঙ্গিক। এ বক্তব্যের মধ্যে এবং লূকের ১৯ অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে এ ব্যাখ্যার কোনোই ইঙ্গিত নেই। তারপরও এ ব্যাখ্যা সরল অর্থের চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর। দুনিয়ায় হত্যা করলে তো পরকালে বাঁচার আশা থাকে। কিন্তু পরকালের হত্যা অনন্ত মরণ! কিন্তু কোন অপরাধে! লক্ষ কোটি বছরের পৃথিবীতে যীশুর পূর্বে ও পরে যীশুর নামও শুনেনি কোটি কোটি

মানুষ। অনেকে নাম শুনেও 'বাদশাহ' হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেননি। সবাইকেই হত্যা করতে হবে? আবার তাঁর সামনে নিয়ে হত্যা করতে হবে? আরো ভয়ঙ্কর বিষয় স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির কাউকে তাঁর শত্রু বলবেন? অথচ ইঞ্জিলেরও অন্যান্য স্থানে যীশু বলেছেন যে, তিনি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না। তাঁকে গ্রহণ না করলেও অভিযোগ নেই। তিনি কারো বিচার করবেন না! যীশুর কোন্ কথা বিশ্বাস করলে এ অনন্ত হত্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?

যীশু অন্যত্র বলেছেন: "তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত কোরো। যারা তোমাদের জুলুম করে তাদের জন্য মুনাজাত করো, যেন লোকে দেখতে পায় যে, তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেশতী পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপর বৃষ্টি দেন।" (মথি ৫/৪৪-৪৫, মো.-২০০৬)

এখানে যীশু শত্রুদের মহব্বত করতে শেখালেন। অথচ তিনি নিজে তাঁর রাজত্ব না চাওয়ার কারণে মানুষকে শত্রু বলে আখ্যায়িত করলেন এবং এরপর তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন! এটাই কি শত্রুকে প্রেম করার বাস্তব নির্দশন?

'যীশুর পাপসমূহ' (Jesus' Sins) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি বলেন:

"Luke 19:27 is the prime C&V that proved to me that Jesus Christ was out in my value system. ... Would Jesus declare people enemies for not following Him; then, have them murdered? ... I view that Jesus made a sinful, murderous command. I do not want a tyrant like that ruling over me - or anyone else. Revelation 2:23 Jesus (The Son of Man) said: I will also kill her children... KJV Would Jesus murder children too? How can I believe Jesus would do such a thing? Jesus is definitely OUT! Luke 19:27 & Revelation 2:23 Both sound like the cruel, tyrannical Old Testament God. Critic: Everything you take issue with was written spiritually, metaphorically. What's your point? Would you be content if your daughter gets married only spiritually, metaphorically?"

"লূক ১৯/২৭ বাইবেলের মূল শ্লোক যা আমার কাছে প্রমাণ করেছে যে, আমার নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে যীশু বহিষ্কৃত। যীশু কি তাঁকে অনুসরণ না করার জন্য মানুষদেরকে তাঁর শত্রু বলে ঘোষণা করবেন? এরপর তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেবেন? আমার দৃষ্টিতে যীশু একটা পাপপূর্ণ রক্তপিপাসু নির্দেশ দিয়েছেন। আমি চাই না যে, এরূপ কোনো নৃশংস ব্যক্তি আমার উপর বা অন্য কারো উপর কর্তৃত্ব করুন। প্রকাশিত বাক্য ২/২৩-এ যীশু (মনুষ্যপুত্র) বলেছেন: "আর আমি মারি দ্বারা তাহার সন্তানগণকে বধ করিব"। তাহলে কি যীশু সন্তানদেরকেও হত্যা করবেন? আমি কিভাবে বিশ্বাস করব যে, যীশু এরূপ কাজ করবেন? যীশু নিশ্চিতভাবেই বহিষ্কৃত হয়ে গেলেন। লূক ১৯/২৭ ও প্রকাশিত বাক্য ২/২৩ উভয়ই পুরাতন নিয়মের হিংস্র ও নৃশংস ঈশ্বরের মতই কথা বলে। সমালোচক: তুমি যাকে ইস্যু বানাচ্ছ সেগুলো মূলত আধ্যাত্মিকভাবে এবং রূপক অর্থে বলা হয়েছে। গ্যারি: আপনার মত কী? আপনি কি চান যে, আপনার মেয়েটা আধ্যাত্মিকভাবে এবং রূপকভাবে বিবাহিত হোক?"[১৩]

অন্যত্র ডেভানির মতানুসারে বাইবেল: লূক ১৯/২৭ (The Bible According To DeVaney: Luke 19:27) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) লেখেছেন:

---

[১৩] http://www.thegodmurders.com/id90.html

“Question from a radio talk-show host: Gary, what is the one Bible chapter and verse that you think best sums up the Bible? Gary DeVaney: I view that would be Luke 19:27. Q: Why? .... Luke 19:27 best expresses the murderous attitude and the evil, blackmail threat of Jesus Christ / God. Luke 19:27 explains that if you don't obey Jesus Christ and make Him your authority / King, you are to be slain. Luke 19:27 documents Jesus Christ as being a tyrannical terrorist to human beings and that the New Testament continues to qualify as a terrorist handbook. ... Voltaire wrote: "Christianity is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world.”

“এক রেডিও টকশোতে উপস্থাপক প্রশ্ন করেন: গ্যারি, বাইবেলের কোন শ্লোকটা বাইবেলকে সর্বোত্তমভাবে উপস্থাপন করে বলে আপনি মনে করেন? গ্যারি: আমার দৃষ্টিতে সেটা হল লূক ১৯/২৭। ... লূক ১৯/২৭ যীশু খ্রিষ্টের/ ঈশ্বরের রক্তপিপাসু মনোভঙ্গি এবং যীশু খ্রিষ্টের অশুভ ব্লাকমেল হুমকির সর্বোত্তম প্রকাশ। লূক ১৯/২৭ ব্যাখ্যা করেছে যে, আপনি যদি যীশু খ্রিষ্টকে মান্য না করেন এবং তাঁকে আপনার কর্তা বা ‘বাদশাহ’ হিসেবে গ্রহণ না করেন তবে আপনাকে নিহত হতে হবে। লূক ১৯/২৭ যীশু খ্রিষ্টকে মানুষদের জন্য নৃশংস সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমাণ করে এবং প্রমাণ করে যে, নতুন নিয়ম এখনো সন্ত্রাসীদের কর্মপুস্তক। .. ভল্টেয়ার লেখেছেন: ‘বিশ্বের সবচেয়ে হাস্যকর, সবচেয়ে অযৌক্তিক এবং রক্তলোলুপ ধর্ম হল খ্রিষ্টধর্ম, যা বিশ্বকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত করেছে।”[১৪]

৭. ১. ১৩. বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

যারা জাতি, ধর্ম বা বংশের জন্য অন্য মানুষকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন তাদেরকে বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক বলা হয়। আমরা জানি এরূপ করা অন্যায়। একজন সাধারণ নেতাও যদি এরূপ করেন তবে তাকে খারাপ মনে করা হয়। কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিল ঈসা মাসীহকে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী রূপে চিত্রিত করেছে। তিনি তাঁর বারজন শিষ্যকে প্রচার ও মানুষের সেবার নির্দেশ দিয়ে বলেন: “তোমরা অ-ইহুদীদের (Gentiles: পরজাতিগণের) পথে যেও না এবং সামেরিয়দের (samaritans: শমরীয়দের) কোন নগরে প্রবেশ করো না; বরং ইসরাইল-কুলের হারানো মেষদের কাছে যাও। তোমরা যেতে যেতে এই সুসমাচার তবলিগ কর, ‘বেহেশতী রাজ্য সন্নিকট।’ তোমরা অসুস্থদের সুস্থ করো, মৃতদের উত্থাপন করো, কুষ্ঠ রোগদিরেকে পাক-পবিত্র করো, বদ-রূহে পাওয়া ব্যক্তি ধেকে বদ-রূহ ছাড়ায়ো। তোমার বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান করো।” (মথি ১০/৬-৮, মো.-১৩)

অন্যত্র তিনি বলেন: “পবিত্র বস্তু কুকুরদেরকে দিও না এবং তোমাদের মুক্তা শূকরের সম্মুখে ফেলো না; পাছে তারা পা দিয়া তা দলায় এবং ফিরে তোমাদেরকে আক্রমণ করে।” (মথি ৭/৬, মো.-১৩)

উপরের বক্তব্য ও এ বক্তব্য একত্রে সমন্বয় করলে প্রতীয়মান হয় যে, অ-ইহুদি ও শমরীয়রা শূকর ও কুকুর হওয়ার কারণেই তাদেরকে পবিত্র ধর্ম ও মূল্যবান উপদেশ ও সেবা দিতে যীশু নিষেধ করলেন। সুসমাচার বা সেবা কিছুই কোনো অ-ইহুদিকে দেওয়া যাবে না। বিনামূল্যে পাওয়া অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে বিনামূল্যে সেবা করতে হবে, তবে শুধুই ইহুদিদের।

অন্যত্র যীশু সুস্পষ্টভাবেই অ-ইহুদিদেরক কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন: “আর দেখ, ঐ অঞ্চলের এক জন কেনানীয় স্ত্রীলোক এসে এই বলে চেঁচাতে লাগল, হে প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন, আমার কন্যাটাকে বদ-রূহে পেয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাকে কোনই জবাব

[১৪] http://www.thegodmurders.com/id118.html

দিলেন না। তখন তাঁর সাহাবীরা কাছে এসে তাঁকে নিবেদন করলেন, একে বিদায় করুন, কেননা সে আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাচ্ছে। জবাবে তিনি বললেন, ইসরাইল-কুলের হারানো ভেড়া ছাড়া আর কারো কাছে আমি প্রেরিত হইনি (I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel)। কিন্তু স্ত্রীলোকটা এসে তাঁকে সেজদা করে বললো, প্রভু, আমার উপকার করুন। জবাবে তিনি বললেন, সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ভাল নয় (It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs)।" (মথি ১৫/২২-২৮, মো.-১৩)

মার্ক বলেনঃ "সে তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগল, যেন তিনি তার কন্যার বদ-রূহ ছাড়িয়ে দেন। তিনি তাকে বললেন, প্রথমে সন্তানরা তৃপ্ত হোক, কেননা সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ভাল নয়। কিন্তু স্ত্রীলোকটা জবাবে তাঁকে বললো, হ্যাঁ, প্রভু, আর কুকুরেরাও টেবিলের নিচে ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার এই জবাবের জন্য, এখন দিয়ে দেখবে, তোমার কন্যার বদ-রূহ ছেড়ে গেছে।" (মার্ক ৭/২৫-২৯, মো.-১৩)

বাইবেলের বর্ণনানুসারে যীশু এখানে দুটা বিষয় জানিয়েছেনঃ

প্রথমতঃ তাঁকে পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাঁর ইঞ্জিলে পরিত্রাণ, মুক্তি, স্বর্গ-রাজ্য, পাপ-মোচন, সেবা ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই শুধু ইসরাইল বংশের মানুষদের জন্য; অন্যদের জন্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ বনি-ইসরাইলরা ঈশ্বরের সন্তান। অন্য সকল মানুষ কুকুর বৈ কিছুই নয়। সন্তানের খাদ্য যেমন কুকুরকে দেওয়া ঠিক নয়, তেমনি অ-ইসরাইলীয় কোনো মানুষকে মাসীহের দুআ দেওয়াও ঠিক নয়। তবে যদি কোনো অ-ইসরাইলীয় নিজেকে উচ্ছিষ্ট-খেকো কুকুর বলে বিশ্বাস করে তবে সে তাঁর দুআ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

সম্মানিত পাঠক, কোনো নবী কি কোনো মানুষকে তার বংশ বা বর্ণের কারণে কুকুর বলে আখ্যা দিতে পারেন? প্রচলিত ইঞ্জিল সত্যি বলে বিশ্বাস করলে আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসরাইল বংশ ছাড়া অন্য সকল বংশের মানুষ, অর্থাৎ বাঙালি, ভারতীয়, আর্য, অনার্য, আরব, ইরানি ও অন্যান্য জাতির মানুষ কুকুর। তাদেরকে কুকুর বলা যীশু খ্রিষ্টের শিক্ষা। বর্ণ, ভাষা, বংশ বা রক্তের কারণে মানুষকে হেয় করা বা গালি দেওয়া কি অমানবিক ও পাপ নয়? যদি পাপ না হয় তবে আমাদের উচিত যীশুর আদর্শ হিসেবে এরূপ গালিগালাজ, রক্ত, বর্ণ বা বংশের কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ ব্যাপকভাবে প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা। যীশুর কোনো ভক্ত বা অনুসারী কি এরূপ করতে চাইবেন? যদি তাকে বা তার সামনে অন্য কারো সাথে এরূপ আচরণ করা হয় তবে কি তা ভাল বলে মেনে নেবেন?

গ্যারি ডেভানি 'যীশুর পাপসমূহ' (Jesus' Sins) প্রবন্ধে বলেনঃ

"Matthew 15:22-28 A Canaanite woman asked Jesus to heal her daughter. Jesus ignored her. His disciples asked Jesus to send her away. Jesus replied that He was only sent to the lost sheep of Israel (The Jews?) Jesus then said: It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. She appealed to Jesus: Please Lord, even the dogs eat the scraps that fall from their master's table. Jesus healed her daughter.

What? Did Jesus refer to this woman and her poor, sick daughter as "dogs"? Jesus rejected the woman because she wasn't an Israelite / Jewish. Then, after the woman groveled like a dog, Jesus healed her daughter. ... What defines the

characteristics of a name-calling racist? Weren't Jesus' initial comments to her those of a stubborn, name-calling racist? How did Jesus respond to the woman before she outright begged Him? Are there self-admitted Christians who are stubborn, name-calling racists? Does this Jesus model inspire Christian racism? I'll bet that today if Don Imus or any on-camera politician said that to a poor woman and her sick daughter, they would be publicly condemned to be a name-calling racists."

"মথি ১৫/২২-২৮: একজন কেনানীয় মহিলা তার মেয়েকে সুস্থ করার জন্য যীশুর কাছে আবেদন করেন। যীশু তাকে অগ্রাহ্য করেন। শিষ্যরা তাঁকে অনুরোধ করেন মহিলাকে বিদায় করতে। যীশু উত্তর দেন যে, তিনি শুধু ইসরাইলের মেষপালের (ইহুদিদের?) জন্য প্রেরিত। এরপর যীশু বললেন: সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। মহিলা যীশুর কাছে আবেদন করে: প্রভু, দয়া করুন, মালিকের টেবিল থেকে পড়া ঝুটো তো কুকুর খায়। যীশু তার মেয়েকে সুস্থ করলেন!

কী? যীশু কি এ মহিলা ও তাঁর অসহায়-অসুস্থ মেয়েটাকে 'কুকুর' বলে আখ্যায়িত করছেন? মহিলাটা ইসরাইলীয় বা ইহুদি নয় বলে তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন? এরপর মহিলা কুকুরের মত পদলেহন করার পরে যীশু তার মেয়েটাকে সুস্থ করলেন। ... গালিবাজ বর্ণবাদী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? মহিলার প্রতি যীশুর প্রথম মন্তব্যটা কি একজন একগুঁয়ে গালিবাজ বর্ণবাদী ব্যক্তির মন্তব্য নয়? মহিলাটা সরাসরি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাওয়ার আগে যীশু কিভাবে তার আবেদনে সাড়া দিলেন? যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে কি এরূপ একগুঁয়ে গালিবাজ বর্ণবাদী কেউ আছেন? যীশুর এ আদর্শ কি খ্রিষ্টান বর্ণবাদ অনুপ্রাণিত করে? আমি বাজি ধরতে পারি যে, যদি (প্রসিদ্ধ কৌতুক আলোচক) ডম ইমাস বা অন্য কোনো রাজনীতিবিদ ক্যামেরার সামনে কোনো দরিদ্র মহিলা এবং তার অসুস্থ মেয়েকে এ কথাগুলো বলেন তবে তাদেরকে প্রকাশ্যে গণভাবে গালিবাজ বর্ণবাদী বলে অভিযুক্ত করা হবে।"[১৫]

কোনো কোনো আধুনিক পাশ্চাত্য গবেষক যীশুর যে সকল বক্তব্য বর্ণবাদী পক্ষপাতদুষ্ট বা সাম্প্রদায়িক বলে গণ্য করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(ক) যীশু বলেন: "আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকট পরজাতীয় ও করগ্রাহীর তুল্য হউক: (let him be to you as a Gentile and a tax-collector: মো.-০৬: সে যদি জামাতের কথাও না শোনে তবে সে তোমার কাছে অ-ইহুদি বা খাজনা-আদায়কারীর মত হোক)।" (মথি ১৮/১৭)

সম্মানিত পাঠক, কেউ যদি আপনাকে বলে "যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে বা না করবে তাকে তুমি শূদ্র হিসেবে গণ্য করবে এবং তার সাথে সেরূপ আচরণ করবে" তাহলে আপনি এ থেকে কী বুঝবেন? আপনি বুঝবেন যে, শূদ্র অচ্ছ্যুৎ, অস্পৃশ্য এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হয় তা সকলেই জানে। এ অপরাধীকেও হরিজন বা শূদ্রের মত ঘৃণা করতে হবে ও এড়িয়ে চলতে হবে।

অ-ইহুদিদেরকে ইহুদি ধর্মীয় চেতনায় শূদ্র বা অচ্ছ্যুৎ হিসেবেই গণ্য করা হয়। এজন্য ইহুদি হিসেবে যীশুর কথা স্বাভাবিক, কিন্তু মানবতা ও সর্বজনীনতার বিচারে অনেকে এ কথাটাকে একটা বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক বক্তব্য হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ রক্ত, বর্ণ, দেশ, ভাষা বা বংশের কারণে কোনো মানুষকে ঘৃণা, অবজ্ঞা বা অশুচি বলে মনে করা বা এরূপ কোনো কথা বলা বর্ণবাদিতা ও জাতিগত বিদ্বেষ বলে গণ্য।

---

[১৫] http://www.thegodmurders.com/id90.html

গ্যারি ডেভানি বলেন: "Aren't Gentiles human beings of different races? Again, was Jesus a racist? Could Jesus' advice, right here, have given rise to 'The Inquisition' or 'The Crusades'?" "অ-ইহুদিরা কি ভিন্ন জাতির মানুষ নন? পুনরায়, যীশু কি জাতিগত বিদ্বেষ প্রচারক বা বর্ণবাদী ছিলেন? ঠিক এখানে যীশু যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেটাই কি পরবর্তীতে 'ইনকুইজিশন' এবং ক্রুসেডের উত্থান ঘটিয়েছিল?"[১৬]

(খ) "তোমরা যাহা জান না, তাহার ভজনা করিতেছ; আমরা যাহা জানি, তাহার ভজনা করিতেছি, কারণ যিহূদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ (for salvation is of the Jews)"। কি. মো.-১৩: "তোমরা যা জান না, তার এবাদত করছো; আমরা যা জানি, তার এবাদত করছি, কারণ ইহুদীদের মধ্য দিয়েই নাজাত পাবার উপায় এসেছে। (যোহন/ ইউহোন্না ৪/২২)

অর্থাৎ ইহুদিরা ছাড়া অন্য সকল জাতির মানুষ দুনিয়ায় যেমন অস্পৃশ্য তেমনি পরকালের মুক্তিও ইহুদি জাতির জন্য। আমরা আগেই বলেছি যে, ইহুদি জাতির জাত্যাভিমান থেকে এ কথাটা স্বাভাবিক, কিন্তু সর্বজনীনতা ও মানবতার দৃষ্টিতে এটা জাতিগত বিদ্বেষমূলক কথা হিসেবে গণ্য। এজন্য এ প্রসঙ্গে গ্যারি ডেভানি বলেন:

What? Salvation is documented, Bible C&V, to be a racial thing? Didn't Jesus make a racial statement? Did Jesus prove to be a racist? Or, did Jesus lie? "বিষয়টা তাহলে কী হল? বাইবেলের সুস্পষ্ট শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হল যে, পরিত্রাণও একটা বর্ণবাদী বা জাতিবৈষম্যমূলক বিষয়? যীশু কি এখানে একটা বর্ণবাদী বা জাতিবিদ্বেষী বক্তব্য দিলেন না? যীশু কি বর্ণবাদী বলে প্রমাণিত হলেন? না তিনি মিথ্যা বললেন?"[১৭]

'যীশু কি বর্ণবাদী ছিলেন?' (Was Jesus A Racist?) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি এ জাতীয় যীশুর কিছু বক্তব্য পর্যালোচনার পর এ বিষয়ে সাধারণ খৃস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রচারকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে লেখেছেন:

"Some tend to ignore selective context and to believe with no justification, which is faith. Again, nonsense can never be explained. If we are going to often use faith to replace the factual meanings of the Bible, why use a Bible at all? ... Do some believers claim that I am nuts to take issue with their Biblical God and His savior, Jesus Christ? Yes - often with an angry vengeance! I simply did an accurate chapter and verse book report on the Bible. God and Jesus Christ are in it. Verify - in your own Bible - the selected controversial chapters and verses. If I am in error as to what the Bible says in English, I will correct it. What is written in these English words will not go away. Why dislike or condemn any messenger who honestly exposes verifiable facts?"

"অনেকেই নির্বাচিত এ সকল বক্তব্য অগ্রাহ্য করতে চান এবং কোনো যৌক্তিক সমর্থন ছাড়াই যা বিশ্বাস করেন তাই বিশ্বাস করতে চান। পুনরায় বলছি, নির্বুদ্ধিতা কখনোই ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি আমরা বাইবেলের বাস্তব ও প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করব তবে বাইবেলের প্রয়োজনটা কী? কোনো কোনো বিশ্বাসী কি মনে করেন যে, বাইবেলীয় ঈশ্বর ও তাঁর ত্রাণকর্তা যীশু

---

[১৬] http://www.thegodmurders.com/id90.html
[১৭] Did Jesus Christ Lie? http://www.thegodmurders.com/id188.html

খ্রিষ্ট বিষয়ে কোনো বিষয় উত্থাপন করার জন্য আমি একেবারেই অযোগ্য? হ্যাঁ। অধিকাংশ সময় ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষসহ। আমি তো একান্তই বাইবেলের বক্তব্যগুলো অধ্যায় ও শ্লোক নম্বরসহ উদ্ধৃত করছি। এগুলোর মধ্যেই ঈশ্বর ও যীশু খ্রিষ্ট বিদ্যমান। আপনার নিজের বাইবেলের মধ্যেই নির্বাচিত বিতর্কিত অধ্যায় নির্ধারিত এ শ্লোকগুলো যাচাই করুন। ইংরেজিতে বাইবেল যা বলেছে তা উদ্ধৃত করতে আমার যদি ভুল হয় তবে আমি তা সংশোধন করব। ইংরেজি শব্দে যা কিছু লেখা হয়েছে তা তো পালিয়ে যাবে না। যে বার্তাবাহক বিশ্বস্ততার সাথে যাচাইযোগ্য তথ্যগুলো প্রকাশ করছে তাকে অপছন্দ বা নিন্দা করছেন কেন?"[১৮]

৭. ১. ১৪. ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

বাইবেল উদ্ধৃত যীশুর বক্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িকতার আরেকটা দিক ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। যীশু বলেছেন যে, তিনি শুধু বনি-ইসরাইল বা ইহুদি সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য প্রেরিত এবং যে সকল ইহুদি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেননি তাদেরকে তিনি অনেক গালিগালাজ করেছেন। ইহুদি আলিম ও ধর্মগুরুদের প্রতি যীশু খ্রিষ্টের গালির বহর আমরা দেখেছি। আমরা দেখলাম যে, তিনি তাদেরকে সাপ, সাপের বংশধর, কালসর্পের বংশধর ইত্যাদি বলেছেন। উপরন্তু, তিনি তাঁদেরকে ঢালাও অভিশাপও দিয়েছেন যে, পূর্বের সকল অন্যায় হত্যার শাস্তি ইহুদিদের বহন করতে হবে। এছাড়া যীশু ধর্মীয় কারণে ইহুদিদেরকে ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে ঘৃণা করতে এবং তাদের উপাসনা-জামাত বা 'সিনাগগ'- কে 'শয়তানের সিনাগগ' বলে আখ্যায়িত করতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেন: "আমি যে নীকলায়তীয়দের কাজ ঘৃণা করি, তা তুমিও ঘৃণা কর। ... নিজেদের ইহুদী বললেও যারা ইহুদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ (ইংরেজি: the synagogue of Satan: শয়তানের সিনাগগ)।" মো.-০৬: "নিজেদেরকে ইহুদি বললেও যারা ইহুদি নয় বরং শয়তানের দলের লোক।" (প্রকাশিত কালাম ২/৬, ৯)।

অন্যত্র যীশু জানান যে, ইহুদিদেরকে তিনি খ্রিষ্টানদের সামনে নত করাবেন এবং ইহুদিরা খ্রিষ্টানদের পায়ে মাথা রেখে তাদের 'ইবাদত' (worship) করবে: "যারা নিজেদেরকে ইহুদি বলে অথচ ইহুদি নয়, শয়তানের দলের (শয়তানের সিনাগগের) সেই মিথ্যাবাদী লোকদের আমি তোমার কাছে আনাব যেন তারা তোমার পায়ে পড়ে ইবাদত করে (I will make them to come and worship before thy feet) আর তাদের জানিয়ে দেব যে, আমি তোমাকে মহব্বত করি।" (প্রকাশিত কালাম ৩/৯ কি. মো.-০৬)

উল্লেখ্য যে, "তারা তোমার পায়ে পড়ে ইবাদত করবে" কথাটার অনুবাদ কেরি: "তোমার চরণ সমীপে তাহাদিগকে উপস্থিত করাইয়া প্রণিপাত করাইব।" জুবিলী বাইবেল: "ওদের এনে আমি তোমার পায়ের সামনে প্রণিপাত করতে বাধ্য করব।" মো.-২০০৬: "তোমার পায়ের কাছে কদমবুসি করাব"। মো.-১৩: "আমি তোমার পায়ের কাছে তাদেরকে উপস্থিত করে অবনত করাব।"

এ সকল বক্তব্য বিগত দু হাজার বছর ধরে খ্রিষ্টানদেরকে ইহুদি-বিদ্বেষ, ইহুদি নিপীড়ণ ও লক্ষ-কোটি ইহুদিকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৭. ১. ১৫. নিরপরাধকে অভিশাপ

অভিশাপ বা বদদুআ মূলতই অবাঞ্ছনীয় কর্ম। মহাপুরুষরা অভিশাপ বর্জন করেন। এরপরও কখনো কখনো বিশেষ মহাপাপের জন্য অপরাধীকে অভিশাপ দেওয়া অনেকটা সহনীয় মনে হয়। কারণ এক্ষেত্রে মূলত পাপকে অভিশাপ দেওয়া হয়; পাপের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণেই পাপী অভিশাপে সংশ্লিষ্ট হয়। তবে নিরপরাধকে অভিশাপ দেওয়া যে কোনো মানুষের দৃষ্টিতে একটা অমানবিক কর্ম, অপরাধ ও পাপ। যীশু ইঞ্জিলের মধ্যে শত্রুকে ভালবাসতে এবং জালিমের জন্য দুআ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা

---

[১৮] http://www.thegodmurders.com/id18.html

মহান শিক্ষা। কিন্তু ইঞ্জিল লেখকদের বর্ণনায় আমরা দেখি যে, যীশু নিজের শত্রুকেই শুধু নয়, নিরপরাধদেরকেও ঢালাও অভিশাপ দিয়েছেন।

আমরা দেখেছি যে, মথির ২৩ অধ্যায়ে যীশু ইহুদি আলিমদের অনেক গালি দিয়েছেন। শেষে যীশু বলেন: "যেন দুনিয়াতে যত ধার্মিক লোকের রক্তপাত হয়ে আসছে, সেসব তোমাদের উপরে বর্তে– ধার্মিক হাবিলের রক্তপাত থেকে, বরখিয়ের পুত্র যে জাকরিয়াকে তোমরা বায়তুল-মোকাদ্দসের ও কোরবানগাহ্র মধ্যস্থানে খুন করেছিলে, তাঁর রক্তপাত পর্যন্ত। আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই কালের লোকদের উপরে এ সবই বর্তাবে।" (মথি ২৩/৩৫-৩৬, মো.-১৩)

প্রথম বাক্যে যীশু অভিশাপ দিলেন বা বদ-দুআ করলেন: 'তোমাদের উপরেই বর্তুক/ পতিত হোক সকলের রক্তের দায়! (upon you may come all the righteous blood shed upon the earth)। এরপর তিনি নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, 'তাঁর প্রজন্মের মানুষদের উপরেই রক্তের দায় পড়বেই পড়বে (Verily ... All these things shall come upon this generation)।' কিন্তু প্রশ্ন হল, একের অপরাধে অন্যের শাস্ড়ি হবে কেন? আমরা দেখেছি, বাইবেলে বলেছে, যে পাপ করবে সেই শাস্তি পাবে, একের অপরাধে অন্য কেউ শাস্তি পাবে না। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪/১৬; ২ রাজাবলি ১৪/৬; ২ বংশাবলি ২৫/৪; যিরমিয় ৩১/৩০; যিহিষ্কেল ১৮/৪; ১৮/১৯-২৮) তাহলে কিভাবে পূর্ববর্তী খুনিদের খুনের দায় পরবর্তী মানুষদের উপর বর্তায়? এরূপ অযৌক্তিক ও অমানবিক বদদুআ যীশু কিভাবে করতে পারেন?

আমরা জানি, এ সকল ইঞ্জিল লেখা হয়েছিল রোমানদের হাতে জেরুজালেমের ধ্বংসের পর। আর এ ধ্বংসের কৃতিত্ব যীশুকে দেওয়ার জন্য এ সকল অভিশাপ ও ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর নামে বানানো হয়েছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। নইলে যীশুর মত মহান ব্যক্তি কিভাবে একের অপরাধের জন্য অন্যের শাস্তির বদ-দুআ করতে পারেন?

অন্য ঘটনায় যীশু ঢালাওভাবে কয়েকটা জনপদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দেন: "ঈসা যে সব গ্রামে ও শহরে বেশীর ভাগ অলৌকিক কাজ করেছিলেন সেই সব জায়গার লোকেরা তাওবা করেনি। এজন্য সেই জায়গাগুলোকে তিনি ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন, 'ঘৃণ্য কোরাসীন, ঘৃণ্য বৈৎসৈদা! (woe unto thee অভিশাপ/ দুর্ভোগ তোমার জন্য) তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ করা হয়েছে সেগুলো যদি টায়ার (Tyre) ও সিডন (Sidon) শহরে করা হত তবে অনেক আগেই তারা চট পরে ছাই মেখে তাওবা করত। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, রোজ হাশরে টায়ার ও সিডনের অবস্থা বরং তোমাদের চেয়ে অনেকখানি সহ্য করবার মত হবে। আর তুমি কফরনাহূম! তুমি নাকি বেহেশত পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? কখনও না, তোমাকে নীচে কবরে ফেলে দেওয়া হবে। যে সব অলৌকিক কাজ তোমার মধ্যে করা হয়েছে তা যদি সাদুম শহরে করা হত তবে সাদুম (Sodom) আজও টিকে থাকত। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, রোজ হাশরে সাদুমের অবস্থা বরং তোমাদের চেয়ে অনেকখানি সহ্য করবার মত হবে।" (মথি ১১/২০-২৪; লূক ১০/১২-১৫, মো.-২০০৬)

এখানে ইঞ্জিল লেখকের বর্ণনা অনুসারে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) যীশুর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ তিন জনপদে তিনি অনেক অলৌকিক কর্ম দেখিয়েছিলেন এবং একজনও বিশ্বাস করে নি। ইঞ্জিল লেখক এখানে মূলত যীশুকেই অভিযুক্ত করলেন যে, তাঁর অলৌকিক কর্মগুলো আকর্ষণীয় ছিল না। যেখানে অতি সাধারণ অলৌকিক কর্ম দেখিয়ে ভণ্ডরা অনেক ভক্ত জুটিয়ে ফেলেন। সেখানে যীশুর মহা মহা অলৌকিক কর্ম একজন মানুষকেও প্রভাবিত করতে পারল না!

(খ) এ তিন জনপদের সকল মানুষ তাঁর অলৌকিক কর্ম দেখে নি, তাদের মধ্যে অনেক শিশু, কিশোর

ও বালক-বালিকা ছিল যারা তাঁর অলৌকক কর্ম অনুধাবনের মত বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে নি এবং এ সকল জনপদের আগত প্রজন্মগুলো কোনো অপরাধই করে নি। তিনি বলতে পারতেন যে, যারা আমার কর্ম দেখেও বিশ্বাস করল না তাদের এ পরিণতি হবে..। কিন্তু তিনি তা না বলে, ঢালাওভাবে এ তিনটা জনপদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলকে অভিযুক্ত ও অভিশপ্ত করলেন।

সম্মানিত পাঠক, আপনি যদি দেখেন যে, টিভির পর্দায় বা গণসমাবেশে কোনো ধর্মগুরু তার কথায় বিশ্বাস না করার কারণে ঢালাওভাবে কোনো দেশ, জাতি বা জনপদকে এভাবে অভিশাপ দিচ্ছেন তবে আপনি বিষয়টা কিভাবে নেবেন?

(গ) যীশুকে সবচেয়ে বেশি অপমান করেছিল 'নাসরত' নগরের মানুষেরা। যীশু অন্যান্য গ্রামকে অভিশাপ দিলেও নাসরতকে কিছুই বলেননি। এ কি পক্ষপাতিত্ব?'[১৯]

৭. ১. ১৬. ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন না ঈশ্বরের পরিবর্তন?

ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনায় যীশু বাইবেল ঘোষিত অনেক চিরন্তন ঐশ্বরিক বিধান লঙ্ঘন করেছেন। যীশু যদি মানুষ হন তবে ঐশ্বরিক বিধান লঙ্ঘন করে তিনি মহাপাপ করেছেন। আর যদি তিনি ঈশ্বর হন তবে ঐশ্বরিক বিধান লঙ্ঘন প্রমাণ করে যে ঈশ্বর মত পরিবর্তন করেন, অথচ বাইবেল বলছে যে, ঈশ্বর মত পরিবর্তন করেন না।

বাইবেলের অন্যতম বিধান খাদ্য বিষয়ক বিধান। বাইবেলে অনেক খাদ্য অপবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। যীশু এ বিধান লঙ্ঘন করে বলেছেন, মুখ দিয়ে যা পেটে যায় তা মানুষকে অপবিত্র করে না; বরং পেট থেকে যা বের হয় তা-ই মানুষকে অপবিত্র করে (মার্ক ৭/১৫)। শনিবার পালন বাইবেলের চিরন্তন বিধানগুলোর অন্যতম। কিন্তু যীশু তা লঙ্ঘন করে কর্ম করেন ও একজনকে শনিবারে কর্ম করতে নির্দেশ দেন (যোহন ৫/৮-১১, ৯/১৬ ও লূক ১৩/১০-১৬)। তিনি ইচ্ছা করলে এ কর্ম পরদিন করতে ও করাতে পারতেন। ব্যভিচারীকে দণ্ড দেওয়া বাইবেলের নির্দেশ। কিন্তু যীশু এ নির্দেশ লঙ্ঘন করেন (যোহন ৮/৪-১১)।

এভাবে যীশু বিভিন্ন স্থানে চিরন্তন ঐশ্বরিক বিধান লঙ্ঘন করেছেন। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে যীশুকে মানুষ, মানব সন্তান ও আল্লাহর দাস বলা হয়েছে। এ বর্ণনাকে গ্রহণ করলে যীশু মহাপাপে লিপ্ত হয়েছেন। এর বিপরীতে বাইবেলে বলা হয়েছে যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন এবং পিতা ও পুত্র এক ছিলেন। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে যীশুই পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর। এ বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর হিসেবে যীশু নিজের কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করলেনঃ "আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্তন নাই" (মালাখি ৩/৬)।

অনেক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে যীশুর মধ্যে মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উভয় বিষয়ই বিদ্যমান ছিল। এ বিশ্বাস অনুসারে যীশু উভয় প্রকার অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছেন।

৭. ১. ১৭. যীশু মানুষদের মুক্তি না ধ্বংস চেয়েছেন?

যীশুর অনেক কথা প্রেরিতগণ বুঝতে পারতেন না। এজন্য নির্জনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন। এ প্রসঙ্গে যীশু বলেনঃ "আল্লাহর রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ঐ বাইরের লোকদের কাছে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হয়ে থাকে; যেন তারা দেখেও দেখতে না পায় এবং শুনেও বুঝতে না পারে, পাছে তারা ফিরে আসে ও তাদেরকে মাফ করা যায়। (তারা যেন কখনোই ফিরে আসার ও ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ না পায় সে উদ্দেশ্যে এভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়ঃ lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them)" (মার্ক ৪/১১-১২, মো.-

[১৯] http://jesusneverlived.com/

১৩)। মো.-০৬: "আল্লাহর রাজ্যের গোপন সত্য তোমাদেরই জানতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যদের কাছে গল্পের মধ্য দিয়ে সব কথা বলা হয়...."

এখানে খুবই সুস্পষ্টভাবে যীশু বললেন যে, তাঁর নির্বাচিত শিষ্যরা ছাড়া কেউ যেন তাঁর কথা না বুঝে এবং মন ফেরানোর ও ক্ষমালাভের সুযোগ না পায় তা নিশ্চিত করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

"Jesus wants outside people to not understand, not be converted, and not to be forgiven? Jesus Christ wants outside people not to be saved. Could anyone you know consider that to be a sin?"

"যীশু চাচ্ছেন, বাইরের লোকেরা যেন না বুঝে, পরিবর্তিত না হয় এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত না হয়? যীশু চাচ্ছেন, বাইরের মানুষেরা যেন মুক্তি না পায়। আপনার জানা মতে এমন কেউ কি আছেন যিনি এরূপ কর্মকে পাপ বলে গণ্য করতে পারেন?"[২০]

৭. ১. ১৮. যীশুর উপহার নির্মম শাসক।

যীশু বলেন: "আর যে জয় করে ও শেষ পর্যন্ত আমার হুকুম করা কাজগুলো পালন করে, তাকে আমি নিজে পিতা থেকে যেমন পেয়েছি, তেমনি জাতিদের উপরে কর্তৃত্ব দেব; তাতে সে লোহার দণ্ড দ্বারা তাদের এমনি শাসন করবে যে, কুমারের মাটির পাত্রের মত চুরমার করে ফেলবে। আর আমি প্রভাতী তারা (the morning star) তাকে দেব।" (প্রকাশিত কালাম ২/২৬-২৮, মো.-১৩)

এখানে যীশু শেষ পর্যন্ত তাঁর আদেশ অনুসারে কর্ম করলে তাকে রাজত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন এবং নিশ্চিত করছেন যে, সে রাজা প্রচণ্ডতম নৃশংসতার সাথে জনগণকে শাসন ও নিপীড়ন করবে। তাহলে এরূপ নৃশংসতাই কি 'শেষ পর্যন্ত পালনীয় যীশুর আদেশ'? এই কি মানব জাতির মুক্তির জন্য যীশুর প্রেম ও আত্মত্যাগ? আমরা দেখেছি যীশু অন্যত্র নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর রাজত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুকদের ধরে এনে জবাই করতে। তাঁর এ ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্যই কি তিনি এরূপ রাজাকে রাজত্ব প্রদান করবেন? গ্যারি ডেভানি বলেন:

"Jesus will put a tyrant "who does His will to the end" over nations and he will dash other nations to pieces like pottery? Do you think that is something a tyrant would do? Does Revelation describe that Jesus is dashing other nations (of people) to pieces AT the end time or AFTER the end time in Jesus' Heaven? Will Jesus, as a master tyrant, do this evil on other nations - or - did Jesus lie? What bothers me the most is: Why do Christians currently support, promote, worship and finance such a character as Jesus Christ, who would "dash other nations to pieces like pottery"?

"যীশু জাতিগুলোর উপর একজন নৃশংস স্বৈরশাসককে চাপিয়ে দেবেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা পালন করবে এবং কুমোরের মাটির পাত্রের মত অন্য জাতিদেরকে চুর্ণবিচুর্ণ করবে? আপনি কি মনে করেন কোনো নৃশংস স্বৈরশাসকের পক্ষেই এরূপ করা সম্ভব? প্রকাশিত বাক্যের বর্ণনায় যীশু এভাবে অন্যান্য জনগোষ্ঠী চুর্ণবিচুর্ণ করবেন কখন? কিয়ামতের পূর্বে শেষ জামানায়? না কিয়ামতের পরে যীশুর স্বর্গের মধ্যে? নৃশংসতার মূল গুরু হিসেবে এ কর্ম করে যীশু কি অন্যান্য জাতির প্রতি কোনো অন্যায় করবেন? অথবা যীশু

---

[২০] Gary DeVaney: Jesus' Sins; http://www.thegodmurders.com/id90.html

কি মিথ্যা বলেছেন? যে বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তা হল, কেন খ্রিষ্টানরা বর্তমানে যীশুর মত এরূপ একজন ব্যক্তিত্বকে সমর্থন, প্রচার এবং ইবাদত করছেন যিনি অন্যান্য জাতিকে কুমোরের মাটির পাত্রের ন্যায় চুরমার করবেন?"

৭. ১. ১৯. 'প্রভাতীয় নক্ষত্র': লুসিফার বা শয়তান!

সুপ্রিয় পাঠক, এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়। যীশু তাঁর প্রিয় এ নৃশংস স্বৈরশাসককে 'প্রভাতীয় তারা' বা 'ভোরের তারা' (morning star) দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাঠক কি জানেন যে, বাইবেলের পরিভাষায় ও ইহুদি-খ্রিষ্টান ঐতিহ্যে 'প্রভাতীয় তারা' হল শয়তানের নাম? মুসলিম ঐতিহ্যে যেমন শয়তানের নাম 'ইবলীস', তেমনি খ্রিষ্টান ঐতিহ্যে শয়তানের নাম 'লুসিফার'। লুসিফার অর্থই 'প্রভাতি তারা'। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এটাই শয়তানের নিজস্ব নাম (proper noun)। লুসিফার বা 'প্রভাতি তারা' নিজের অবস্থান থেকে আরো উর্ধ্বে স্বর্গারোহণের চেষ্টা করে পতিত হয়। আমরা জানি, শুক্রগ্রহ বা শুকতারাই (planet Venus) প্রভাতীয় তারা এবং উজ্জ্বলতম তারা হিসেবে আকাশে দেখা দেয়। শুকতারা আকাশের নিম্নপ্রান্তে দিগন্তের নিম্ন দিকে উদিত হয়। এজন্য অতীত যুগে অজ্ঞ মানুষেরা মনে করতেন, তারাটা আকাশ থেকে পতিত হয়ে দিগন্তের নিচে অবস্থান নিয়ে রাতের শেষভাগে উজ্জ্বলতা ও আলো আনয়নের দায়িত্ব পালন করছে। এজন্য তারা শুকতারা (Venus)- কে পতিত তারা বা পতিত ফেরেশতা (fallen star/ fallen angel) বলে কল্পনা করতেন।

পাঠক, যিশাইয়/ ইশাইয়া পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে লুসিফার বা ইবলিসের পতিত হওয়ার বর্ণনা পড়বেন। এখানে কয়েকটা শ্লোক দেখুন:

"হে প্রভাতি-তারা! ঊষা-নন্দন! (KJV O Lucifer, son of the morning) তুমি ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ (fallen from heaven)! হে জাতিগণের নিপাতকারী, তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছ! তুমি ত মনে মনে বলিয়াছিলে, 'আমি স্বর্গারোহণ করিব, ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের উর্ধ্বে আমার সিংহাসন উন্নত করিব; সমাগম পর্বতে, উত্তরদিকের প্রান্তে, উপবিষ্ট হইব; আমি মেঘরূপে উচ্চস্থলীর উপরে উঠিব, আমি পরাৎপরের (the most High মহান ঈশ্বরের) তুল্য হইব।' তুমি ত নামান যাইবে পাতালে (নরকে: hell), গর্তের গভীরতম তলে।" (যিশাইয় ১৪/১২-১৫)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "হে শুকতারা, ভোরের সন্তান, তুমি আসমান থেকে পড়ে গেছ। তুমি একদিন জাতিদের পরাজিত করেছ আর তোমাকেই এখন দুনিয়াতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তুমি মনে মনে বলেছ, 'আমি বেহেশতে উঠব, আল্লাহর তাঁরাগুলোর উপরে আমার সিংহাসন উঠাব, যেখানে দেবতারা জমায়েত হয় উত্তর দিকের সেই পাহাড়ের উপরে আমি সিংহাসনে বসব। আমি মেঘের মাথার উপরে উঠব; আমি আল্লাহ তা'লার সমান হব। কিন্তু তোমাকে মৃতস্থানে নামানো হয়েছে, জ্বী, সেই গর্তের সবচেয়ে নীচু জায়গায় নামানো হয়েছে।"

পাঠক লক্ষ্য করুন, পবিত্র পুস্তকে শয়তানকে তার মূল নামে ডাকা হয়েছে: 'প্রভাতি তারা'। ইংরেজি অথোরাইযড ভার্শন বা কিং জেমস ভার্শনে 'প্রভাতি তারা'-র ইংরেজি লুসিফার (Lucifer)। আর ইংরেজিভাষী সকলেই জানেন যে, লুসিফার শয়তানের নিজ নাম (proper noun)। বর্তমানে অধিকাংশ ইংরেজি ভার্শনে লুসিফার (Lucifer) শব্দটার পরিবর্তে 'morning star' অর্থাৎ 'প্রভাতি তারা' ভোরের তারা' ব্যবহার করা হচ্ছে। পাঠক এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য উইকিপিডিয়ায় 'Lucifer' প্রবন্ধে জানতে পারবেন। (http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer)

এখানে প্রশ্ন হল, যীশু কি তাঁর প্রিয় এ ঈমানদার ও শেষ পর্যন্ত হুকুম পালনকারী নৃশংস স্বৈরশাসককে প্রভু বা সহায়ক হিসেবে লুসিফার বা শয়তান প্রদান করবেন?

অন্যত্র যীশু বলেছেন: "আমি দায়ুদের মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতী নক্ষত্র (the bright and morning star)।" (প্রকাশিত বাক্য/ প্রকাশিত কালাম ২২/১৬)

পাঠক কি এ কথাটার ভয়াবহতা বুঝতে পারছেন? আমরা দেখেছি যিশাইয় ১৪/১২ অনুসারে 'প্রভাতি নক্ষত্র' বা 'প্রভাতি তারা' অর্থই 'লুসিফার' বা শয়তান। আর এখানে যীশু স্বয়ং নিজেকে 'প্রভাতি নক্ষত্র' বা 'প্রভাতি তারা' বলে আখ্যায়িত করলেন! তিনি কি নিজেকে লুসিফার বলে দাবি করলেন?! উপরের উদ্ধৃতিতে তিনি তাঁর প্রিয় জালিম শাসককে 'প্রভাতি তারা' (the morning star/ Lucifer) উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং এখানে তিনি নিজেকেই প্রভাতী তারা বা লুসিফার (the morning star/ Lucifer) বলে প্রকাশ করলেন!!

৭. ১. ২০. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।

ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান যীশুর অনেক প্রতিশ্রুতি বা ভবিষ্যদ্বাণী অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। অন্য যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকে খ্রিষ্টান প্রচারকরাও মিথ্যা বলে স্বীকার করবেন। তবে যীশুর ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেন। বাইবেল সমালোচকরা এগুলোকে যীশুর মিথ্যা অথবা ইঞ্জিলের বিকৃতি বলে গণ্য করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তি প্রসঙ্গে আমরা এ জাতীয় কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) শিষ্যদের জীবদ্দশায় পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি (মথি ১০/২৩; ১৬/২৭-২৮; ২৬/৬৩-৬৫; মার্ক ১৪/৬১-৬৪)।

(২) বার শিষ্যের প্রত্যেকেই সিংহাসনে বসবেন বলে প্রতিশ্রুতি (মথি ১৯/২৮; ২৭/৫; প্রেরিত ১/১৮)।

(৩) বিশ্বাসীদের জন্য অলৌকিক ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি (মথি ১৭/২০ ২১/১৮-২১; মার্ক ১১/১২-২৩; ১৬/১৮; লূক ১৭/৬; যোহন ১৪/১২)।

(৪) পিতামাতা, স্ত্রী-পরিজন ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করলে দুনিয়াতেই এগুলোর শতগুণ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি (মার্ক ১০/২৯-৩০; লূক ১৮/২৯-৩০)।

(৫) তিন দিন ও তিন রাত্র পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করার প্রতিশ্রুতি (মথি ১২/৩৯-৪০; ২৭/৪৫-৬১; ২৮/১-১০; মার্ক ১৫/৩৩-৪৭; ১৬/১-১১; লূক ২৩/৪৪-৫৬; ২৪/১-১২; যোহন ১৯/২৫-৪২; ২০/১-১৮)।

(৬) স্বর্গকে উন্মুক্ত ও ফেরেশতাদেরকে উঠানামা করতে দেখার প্রতিশ্রুতি (যোহন (১/১৫)।

(৭) শিষ্যরা পবিত্র আত্মার সহায়তা লাভ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি (লূক ১২/১১-১২; মথি ১০/১৯-২০; মার্ক ১৩/১১ ও প্রেরিত ২৩/১-৫)।

(৮) ক্রুশারোহণের দিনেই সাথীকে স্বর্গে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি (লূক ২৩/৪৩)।

৭. ১. ২১. মেয়েটা কি মারা গিয়েছিল না ঘুমিয়েছিল?

মথি একজন ইহুদি নেতার মৃত মেয়েকে জীবিত করার ঘটনা লেখেছেন। বালিকার পিতা যীশুকে বলে, "আমার মেয়েটা এইমাত্র মারা গেছে। কিন্তু আপনি এসে তার উপর হাত রাখুন তাতে সে বেঁচে উঠবে" (মথি ৯/১৮)। যীশু মেয়েটার ঘরে যেয়ে উপস্থিত মানুষদের বলেন: "তোমরা বাইরে যাও। মেয়েটি মারা যায় নি, ঘুমাচ্ছে। এই কথা শুনে তারা হাসাহাসি করতে লাগল। লোকদের বের করে দেওয়া হলে পর তিনি ভিতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন। তাতে সে উঠে বসল। এই ঘটনার কথা সেই এলাকার সব

জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।" (মথি ৯/২৪-২৬, মো.-০৬)

"মেয়েটি মারা যায়নি, ঘুমাচ্ছে"- যীশুর এ কথাটার বিষয়ে আপত্তি করেন সমালোচকরা। বাহ্যত মেয়েটা মারা গিয়েছিল এবং বাহ্যত যীশু বাস্তবতার বিপরীত কথা বলেছিলেন, যা মিথ্যা বলে গণ্য। খ্রিষ্টান প্রচারকরা একে 'রূপক' বলে দাবি করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল রূপকভাবেও মিথ্যা বলার প্রয়োজনীয়তা কী? মহাপুরুষরা যখন রূপকভাবে এরূপ মিথ্যা বলেন তখন অনুসারীদের মন থেকে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ও আপত্তি চলে যায়। মিথ্যা মানুষের কাছে সহজ হয়ে যায়। এছাড়া এভাবে 'রূপক মিথ্যা' বলে মানুষের সামনে সত্যকে অস্পষ্ট করার মধ্যে কী কল্যাণ বিদ্যমান? সহজ, সরল ও সর্বজনবোধ্য সত্য কথাই কি মানুষের সামনে সত্যকে সহজ করে না? বিশেষত এ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে যীশুর অলৌকিকতাকে গোপন করার মাধ্যমে মানুষের জন্য বিশ্বাসের দরজা কি রুদ্ধ করা হল না?

আমেরিকান লেখক সি. ড্যানিস ম্যাককিন্সি (Claud Dennis McKinsey) ১৯৯৫ সালে 'বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তি বিশ্বকোষ' (The Encyclopedia of Biblical Errancy) নামে একটা এবং ২০০০ সালে বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তি: একটা তথ্যসূত্র নির্দেশিকা (Biblical Errancy: A Reference Guide) নামে আরেকটা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্যারি ডেভানি ড্যানিস ম্যাককিনসির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

"If the ruler's daughter was dead, then, Jesus lied (G: sinned). If she was not dead, then Jesus performed no miracle." (G: A sin of deception) C. Dennnis McKinsey." "যদি উক্ত নেতার মেয়েটার মৃত্যু হয়ে থাকে তবে যীশু মিথ্যা বললেন (গ্যারি: পাপ করলেন)। আর যদি মেয়েটার মৃত্যু না হয়ে থাকে তবে যীশু কোনো অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেননি (গ্যারি: একটা প্রতারণার পাপ)। সি ড্যানিস ম্যাককিনসি।"[২১]

৭. ১. ২২. মিথ্যা-কথা, খারাপ-কথা অথবা অবিশ্বাস?

ইঞ্জিলের মধ্যে যীশুর নামে অনেক বক্তব্য রয়েছে যেগুলো খ্রিষ্টানরা বাস্তব জীবনে কখনোই পালন বা গ্রহণ করেন না। এজন্য সমালোচকরা আপত্তি করে বলেছেন যে, যারা বাইবেলকে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী বলে বিশ্বাস করেন তাদেরকে একটা বিষয় নিশ্চিত করতে হবে: হয় এগুলোকে সত্য বলে নিজেদের জীবনে পালন করতে হবে, অথবা এগুলো মিথ্যা বা খারাপ কথা হিসেবে মেনে নিতে হবে। এ জাতীয় অনেক উদ্ধৃতি সংকলন করে কিছু মন্তব্য করেছেন গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) 'যীশু কি মিথ্যা বলতেন?' (Did Jesus Christ Lie?) প্রবন্ধে। এখানে কয়েকটা নমুনা পেশ করছি[২২]:

(১) যীশু বলেন: "যার (তলোয়ার) নেই সে তার কোর্তা বিক্রি করে তলোয়ার ক্রয় করুক (and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one)"। (লূক ২২/৩৬) গ্যারি লেখেছেন: "Did Jesus lie or are you an obedient Christian who personally owns a sword?" "যীশু কি মিথ্যা বলেছেন? নাকি আপনি ব্যক্তিগতভাবে একটা তরবারীর অধিকারী একজন অনুগত খ্রিষ্টান? "

(২) যীশু বলেন: "এই দুনিয়াতে কাউকেই পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের একজনই পিতা আর তিনি বেহেশতে আছেন (call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven) (মথি ২৩/৯, কি. মো.-০৬)।

---

[২১] http://www.thegodmurders.com/id188.html

[২২] বিস্তারিত আরো দেখুন: http://www.thegodmurders.com/id188.html. আরো দেখুন: http:// www.thegodmurders.com/id91.html

গ্যারি বলেনঃ “Did Jesus lie when He commanded for you - a converted, believing Christian - to call no one on Earth your father? If you do call your male parent, your father, aren't you insisting that Jesus lied? If you call your male parent "father" are you truly a Christian? Why are Catholic Priests called "Father"?” “যীশু যখন আপনাকে- একজন ধর্মান্তরিত বিশ্বাসী খ্রিষ্টানকে, এ নির্দেশ দিলেন যে, পৃথিবীতে কাউকে ফাদার, পিতা বা বাবা বলে ডেকো না তখন কি তিনি মিথ্যা বললেন? যদি আপনি আপনার জন্মদাতাকে পিতা বলে সম্মোধন করেন তবে কি আপনি দাবি করলেন না যে, যীশুর এ কথাটা মিথ্যা? যদি আপনি আপনার জন্মদাতাকে পিতা বলে ডাকেন তবে কি আপনি সত্যই একজন খ্রিষ্টান? ক্যাথলিক যাজক বা ইমামদেরকে কেন ফাদারঃ পিতা বা বাবা ডাকা হয়?”

(৩) যীশু বলেন, যোহন বাপ্তাইজক বা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়াই এলিয় বা নবী ইলিয়াস (Elijah/ Elias) (মথি ১১/১২-১৪)। কিন্তু যোহন বাপ্তাইজক বা বাপ্তিস্মদাত ইয়াহিয়া নিজেই বলেন, তিনি ইলিয়াস নন (যোহন/ইউহোন্না ১/২১)।

গ্যারি বলেনঃ “Who lied - John the Baptist or Jesus Christ? Do you acknowledge and confirm that according to these 2 Bible C&Vs, either Jesus Christ or John the Baptist lied?” “কে মিথ্যা বললেনঃ যোহন বাপ্তাইজক/ইয়াহিয়া অথবা যীশু খ্রিষ্ট? আপনি কি স্বীকার ও নিশ্চিত করছেন যে, বাইবেলের অধ্যায় ও শ্লোক নম্বর নির্ধারিত এ দু'টা বক্তব্য অনুসারে হয় যীশু খ্রিষ্ট অথবা যোহন বাপ্তাইজক মিথ্যা বলেছেন?

(৪) যীশু বলেন, তোমাদের সকল সম্পদ বিক্রয় করে ভিক্ষা হিসেবে দান করে দাও (লূক ১২/৩৩)। খ্রিষ্টানরা কি এ কথাটা সত্য বলে বিশ্বাস করেন? তারা কি তাদের সকল সম্পদ বিক্রয় করে দান করে দিয়েছেন?

(৫) যীশু বলেন, সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশে যেমন অসম্ভব, তার চেয়েও অসম্ভব ধনী ব্যক্তির জন্য বেহেশতে যাওয়াঃ “আল্লাহর রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।” (মার্ক ১০/২৫, মো.-০৬)।

খ্রিষ্টানরা কি একথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন? ধনী খ্রিষ্টান ও প্রচারকরা কি এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন? না তারা মনে করেন যে, যীশু মিথ্যা বলেছেন?

(৬) যীশু বলেছেন যে, মানুষের পক্ষে নাজাত বা মুক্তি অর্জন অসম্ভব; শুধু ঈশ্বরই তা পারেনঃ “এতে সাহাবীরা আরও আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, তাহলে কে নাজাত পেতে পারে? ঈসা তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব বটে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়; তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব (with God all things are possible)” (মার্ক ১০/২৬-২৭, মো.-০৬)।

তাহলে নাজাত বা পরিত্রাণ একটা অসম্ভব বিষয়। বিশ্বাস বা কর্ম কোনো কিছু দ্বারাই কারো পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো জন্যই তা সম্ভব নয়। কিন্তু খ্রিষ্টান প্রচারকরা ‘নাজাত খুবই সহজ’ এবং ‘যীশুকে বিশ্বাস করলেই পরিত্রাণ’, ‘যীশুই নাজাত দানকারী’ ইত্যাদি বলে পৃথিবীর মানুষদেরকে ধর্মান্তর করার চেষ্টা করছেন। গ্যারি বলেনঃ “Obviously, all Christians, who try to convert you, believe Jesus to be a liar concerning salvation.” “বাহ্যত সকল খ্রিষ্টান– যারা আপনাদেরকে ধর্মান্তর করতে চেষ্টা করছেন– তারা বিশ্বাস করেন যে, পরিত্রাণ বিষয়ে যীশু মিথ্যা বলেছেন।”

(৭) যীশু বলেনঃ “পিতা কারো বিচার করেন না; কিন্তু বিচারের সমস্ত ভার পুত্রকে দিয়েছেন।” (যোহন/

ইউহোন্না ৫/২১-২২, মো.-১৩) এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ঈশ্বর কারো বিচার করেন না; বরং সকল বিচারিক দায়িত্ব যীশুই পালন করেন। যীশুর এ কথাটা কি সত্য না মিথ্যা? যীশু বলেন: "আমি কারো বিচার করি না" (যোহন ৮/১৫)। তিনি বলেন: "আর যদি কেউ আমার কথা শুনে পালন না করে, আমি তার বিচার করি না, কারণ আমি দুনিয়ার বিচার করতে নয়, কিন্তু দুনিয়ার নাজাত করতে এসেছি।" (যোহন/ইউহোন্না ১২/৪৭, মো.-১৩) গ্যারি বলেন: "Which do you prefer to be a lie? No. Really! Which one?" "কোন বক্তব্যকে আপনি মিথ্যা বলে গণ্য করা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করছেন? কোনোটাই না? সত্যই? কোনটা?"

(৮) যীশু বলেন, "তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা উপ্‌ড়ে দূরে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর দোজখে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। যদি তোমার ডান হাত তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর দোজখে যাওয়ার চেয়ে বরং একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।" (মথি ৫/২৯-৩০, মো.-২০০৬)

কোনো খ্রিষ্টান প্রচারক কি এ নির্দেশটা পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন? না তিনি এটাকে মিথ্যা অথবা ভুল নির্দেশ বলে গণ্য করেন? যীশু ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা যদি এরূপ ধর্ম প্রচার করতেন তবে খ্রিষ্টানরা নির্দেশটা কিভাবে মূল্যায়ন করতেন? গ্যারি বলেন: "Did Jesus lie? Well, you don't believe it enough to do it - do you? (Do not do it!)" "যীশু কি মিথ্যা বললেন? ঠিক আছে। অন্তত আপনি এটাকে পালনযোগ্য বলে তো বিশ্বাস করেন না? নাকি আপনি এ নির্দেশকে পালনযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন? (কখনোই তা করবেন না!)"

(৯) যীশু বলেন, "এই দুনিয়ার লোকদের বিচারের সময় এবার এসেছে, আর দুনিয়ার কর্তার হাত থেকে এখন প্রভুত্ব কেড়ে নেওয়া হবে (কেরি: এ জগতের অধিপতি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে)। আমাকে যখন মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে তখন আমি সবাইকে আমার কাছে টেনে নেব।" (যোহন/ ইউহোন্না ১২/৩১-৩২, মো.-০৬)

গ্যারি বলেন: "How could this be accurate? Hasn't Jesus already been "lifted up" and everyone is not 'up' there. Normally, doesn't when mean 'at the time'?" এ কথাটা কিভাবে সত্য হতে পারে? যীশুকে কি অনেক আগেই উঁচুতে তোলা হয়নি? কিন্তু এখনো সবাইকে তাঁর কাছে টানা হয়নি। সাধারণভাবে 'যখন' বলতে কি 'সে সময়েই' বুঝানো হয় না?"

(১০) একজন পাপাচারিণী মহিলার বিষয়ে যীশু বলেন: "জেনা থেকে মন ফিরানোর জন্য আমি তাকে সময় দিয়েছিলাম কিন্তু সে মন ফিরাতে রাজী হয় নি। এজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সংগে জেনা করে তারা যদি জেনা থেকে মন না ফিরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব। তাতে সব জামাতগুলো জানতে পারবে যে, আমিই মানুষের দিল ও মন খুঁজে দেখি। আমি কাজ অনুসারে তোমাদের প্রত্যেককে ফল দেব।" (প্রকাশিত বাক্য/ কালাম ২/২১-২৩, মো.-০৬)

খুবই কঠিন বিষয়! পাপীকে পাপের কারণে শাস্তি দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যীশু তো বলেছেন যে, তিনি কারো বিচার করবেন না। তাঁর কোন কথাটা সত্য। সর্বোপরি পাপীর পাপের কারণে তার সন্তানদেরকে হত্যা করা!

গ্যারি ডেভানি বলেন: "Did Jesus lie when He said that He would also kill the Harlot's children? Would you, a saved Christian, assist Jesus Christ in killing someone's children?" "যীশু যখন বেশ্যার ছেলেমেয়েদেরকে হত্যার কথা বললেন তখন কি তিনি মিথ্যা

বললেন? একজন ত্রাণপ্রাপ্ত খ্রিষ্টান হিসেবে কারো সন্তানকে হত্যা করার বিষয়ে আপনি কি যীশুকে সহযোগিতা করবেন?"

(১১) যীশু বলেনঃ "What is of human-esteem is an abomination in the sight of God: মানুষের নিকট যা সম্মানিত ঈশ্বরের চোখে তা ঘৃণিত" (লূক ১৬/১৫)। মো.-০৬: "মানুষ যা সম্মানিত মনে করে আল্লাহর চোখে তা ঘৃণার যোগ্য"। জুবিলীঃ "কেননা মানুষের দৃষ্টিতে যা মর্যাদার বিষয়, তা ঈশ্বরের চোখে ঘৃণার বস্তু।

প্রিয় পাঠক, আপনি কি এ কথাটার সাথে একমত হতে পারবেন? মানুষ যা কিছু সম্মানিত মনে করে সবই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত? ধার্মিকতা, দানশীলতা, উদারতা, সততা, সামাজিক মর্যাদা সবই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সম্মানিত হওয়ার জন্য একজন বিশ্বাসীকে তাহলে মানব-ঘৃণিত হতে হবে? খ্রিষ্টান প্রচারকরা হয়ত নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রদান করবেন, কিন্তু যীশুর কথাটা কেন তাদের ব্যাখ্যার মত হল না? যীশু কি কথাটা সুন্দর করে বলতে পারতেন না? গ্যারি ডেভানি বলেনঃ "What would mental-health experts say about this C&V?" "মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের এ শ্লোক বিষয়ে কি বলবেন?"

(১২) যীশু বলেনঃ "আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ এ জগতের অধিপতি (The ruler of this world) আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "দুনিয়ার কর্তা আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই।" (যোহন ১৪/২৯)

এ জগতের অধিপতি বা দুনিয়ার কর্তা (এ বিশ্বের শাসকঃ The ruler of this world) বলতে যীশু কাকে বুঝাচ্ছেন? শয়তানকে না ঈশ্বরকে? যদি শয়তানকে বুঝিয়ে থাকেন তবে সে কোথা থেকে কোথায় আসছে? এতদিন সে কোথায় ছিল? যীশুর সাথে শয়তানের তো কথাবার্তাও হয়েছিল। কাজেই নিশ্চিতভাবেই সে এ পৃথিবীতেই ছিল। ইয়োব বা আইউব পুস্তক থেকে জানা যায় যে, শয়তান মাঝে মাঝে ঈশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহগণের সাথে ঈশ্বরের সামনে হাজির হয়। (ইয়োব/ আইউব ১/৬ ও ২/১) ইবনুল্লাহদের সাথে ঈশ্বরের দরবারে হাজিরা দেওয়ার এ সময়টুকু বাদে বাকি সময় তো শয়তান দুনিয়াতেই থাকত। আর যদি যীশু চলেই গেলেন আর তারপর শয়তান আসল তবে যীশুর উপর তার কর্তৃত্ব না থাকার অর্থই বা কী?

৭. ১. ২৩. যীশু কি পাক কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন?

ইঞ্জিলের বর্ণনায় ঈসা মাসীহ পূর্ববর্তী নবীদের, পাক কিতাবের বা পুরাতন নিয়মের নামে অনেক কথা বলেছেন যা পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই, অথবা ভিন্নভাবে বিদ্যমান। ইঞ্জিল লেখকদের বর্ণনা সত্য হলে এ উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করে যে, যীশু পাক কিতাব, তাওরাত বা পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।

৭. ১. ২৩. ১. কোন্ জাকারিয়া পবিত্র স্থানে খুন হয়েছিলেন?

যীশু তাঁর সময়ের ইহুদিদের অভিশাপ দিয়ে বলেনঃ "এজন্য নির্দোষ হাবিলের খুন থেকে শুরু করে আপনারা যে বরখিয়ের ছেলে জাকারিয়াকে (Zacharias son of Barachias/ Barachiah) পবিত্র স্থান আর কোরবানগাহের (কেরিঃ মন্দিরের ও যজ্ঞবেদিরঃ the temple and the altar) মাঝখানে খুন করেছিলেন, সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নির্দোষ লোক খুন হয়েছে আপনারা সেই সমস্ত রক্তের দায়ী হবেন।" (মথি ২৩/৩৫, মো.-০৬। পুনশ্চঃ লূক ১১/৫০-৫১)

এখানে যীশু উল্লেখ করেছেন যে, 'বরখিয়ের পুত্র জাকারিয়া'-কে ইহুদিরা পবিত্র স্থান ও কোরবানগাহের মাঝখানে খুন করেন। যীশুর এ কথাটা ভুল। তিনি পিতার নামে ভুল করেছেন। ইহুদিরা বরখিয়ের পুত্র

জাকারিয়াকে হত্যা করেননি। তারা যিহোয়াদার পুত্র জাকারিয়াকে (Zechariah son of the priest Jehoiada) খুন করেছিলেন।

বরখিয়ের পুত্র জাকারিয়া একজন নবী ছিলেন। পুরাতন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান 'সখরিয়/জাকারিয়া' পুস্তকটা তাঁর রচিত বলে মনে করা হয়। এ পুস্তকের শুরুতে বলা হয়েছে যে, জাকারিয়ার পিতার নাম ছিল বরখিয় এবং বরখিয়ের পিতার নাম ছিল ইদ্দো (Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet) (জাকারিয়া/ সখরিয় ১/১)। তবে ইয্রা পুস্তকের বক্তব্য অনুসারে জাকারিয়া নিজেই ইদ্দোর পুত্র ছিলেন (Zechariah the son of Iddo) (ইয্রা ৫/১ ও ৬/১৪)। তিনি পারস্যের বাদশাহ দারিয়াস (Darius)-এর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে খ্রিষ্টপূর্ব ৫২০ সালের দিকে নবী হন।

পক্ষান্তরে যিহোয়াদার পুত্র জাকারিয়া অনেক আগের যুগের একজন যাজক বা ইমাম ছিলেন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিম্নরূপ: "তখন আল্লাহর রূহ ইমাম যিহোয়াদার ছেলে জাকারিয়ার উপর আসলেন। তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহ এই কথা বলছেন, মাবুদের হুকুম তোমরা অমান্য করছ কেন? তোমরা এতে সফল হবে না। তোমরা মাবুদকে ত্যাগ করেছ বলে তিনিও তোমাদের ত্যাগ করেছেন।' কিন্তু লোকেরা জাকারিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল এবং বাদশাহর হুকুমে মাবুদের ঘরের উঠানে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করল।" (২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২৪/২০-২১, মো.-০৬)

সাধারণ কোনো মানুষ মানবীয় স্মৃতি বৈকল্যের কারণে এরূপ ভুল করতে পারেন। তবে স্বয়ং ঈশ্বর কি এরূপ ভুল করবেন? ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাক্যে কি এরূপ ভুল হতে পারে? এমনকি কোনো ইহুদি পণ্ডিত বা যাজকও এরূপ ভুল করবেন না!

৭. ১. ২৩. ২. মূসা (আ.) মানুষদের অভিযুক্ত করেন?

ঈসা মাসীহ বলেন: "মনে করবেন না যে, পিতার কাছে আমি আপনাদের দোষী করব; কিন্তু যে মূসার উপরে আপনারা আশা করে আছেন সেই মূসাই আপনাদের দোষী করছেন।" (ইউহোন্না/ যোহন ৫/৪৫: মো.-০৬)

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ কথাটা মূসার নামে ভিত্তিহীন তথ্য। পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই যে, মূসা (আ.) কাউকে আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত করবেন।

এ জাতীয় কিছু বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে ভুলভ্রান্তি প্রসঙ্গে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বিকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) দাউদের রুটি খাওয়ার বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, পুরাতন নিয়মের সাথে যীশুর বক্তব্য তুলনা করলে ৪টা ভুল ধরা পড়ে। (১ শমূয়েল ২১/১-৯; ২২/৯-২৩; মথি ১২/৩-৪; মার্ক ২/২৫-২৬; লূক ৬/৩-৪)

(২) যীশুর পূর্বে কেউ স্বর্গে উঠেননি বলে দাবি করা (যোহন ৩/১৩)। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছি যে, যীশুর পূর্বেই হনোক ও এলিয় স্বর্গে উঠেছেন (আদিপুস্তক ৫/২৩-২৪; ২ রাজাবলি ২/১-১১)।

(৩) যীশুর প্রতি বিশ্বাসীর অন্তরে জীবন্ত জলের নদী প্রবাহিত হওয়ার কথা পুরাতন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান বলে দাবি করা (যোহন ৭/৩৮)। ৫ম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, এ কথাটা পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই।

(৪) যাজকদের জন্য ধর্মধামে (বায়তুল মোকাদ্দসে) শনিবার লঙ্ঘনের অনুমোদন তৌরাতের মধ্যে আছে বলে দাবি করা (মথি ১২/৫)। ৫ম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি দাবিটা ভিত্তিহীন।

(৫) যীশুর এক শিষ্য বিনাশ-সন্তানের বিনাশের কথা পাক কিতাব বা পুরাতন নিয়মে বিদ্যমান বলে দাবি করা (যোহন ১৭/১২)। ৫ম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, এ দাবি ভিত্তিহীন।

৭. ১. ২৪. অস্বাভাবিক-অযৌক্তিক নির্দেশনা

ইঞ্জিলগুলোর বিবরণ অনুসারে যীশু এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা স্বাভাবিক বিচারে অযৌক্তিক। গ্রামগঞ্জের ভণ্ড ধর্মগুরুদের মুখেই যা মানায়, যীশুর মহান ব্যক্তিত্বের সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করছি:

৭. ১. ২৪. ১. আত্মীয়স্বজন ও ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত না করা

যীশু বলেন: "যখন আপনি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবেন বা ভোজ দেবেন তখন আপনার বন্ধুদের বা ভাইদের কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের বা ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত করবেন না। তা করলে হয়ত তাঁরাও এর বদলে আপনাকে দাওয়াত করবেন আর এভাবে আপনার দাওয়াত শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যখন ভোজ দেবেন তখন গরীব, নুলা, খোঁড়া এবং অন্ধদের ডাকবেন। তাতে আপনি আল্লাহর দোয়া পাবেন, কারণ তারা আপনার সেই দাওয়াতের শোধ দিতে পারবে না। যখন মৃত্যু থেকে ধার্মিক লোকদের জীবিত করা হবে তখন আপনি এর শোধ পাবেন।" (লূক ১৪/১২-১৪, মো.-০৬)

গরীব ও অসহায়দের দাওয়াত করে খাওয়ান খুবই ভাল কাজ। তবে ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ও ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত দিতে নিষেধ করা বিস্ময়কর। ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোও কি ভাল কাজ নয়? কেউ যদি মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য ধনী প্রতিবেশী বা আত্মীয়দেরকে খাওয়ান তাতে কি পুরস্কার পাবেন না? তারা প্রতিদান দিলেই কি আল্লাহর পুরস্কার নষ্ট হয়ে যাবে? আল্লাহর পুরস্কার কি এতই সীমাবদ্ধ? যীশু যদি বলতেন: আপনার আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে অবশ্যই দরিদ্র ও অসহায়দের দাওয়াত দেবেন...। অথবা অন্য কোনোভাবে এ কথাটা কি আরো ভালভাবে বলা যেত না?

৭. ১. ২৪. ২. যীশুর উম্মত হওয়ার জন্য সব কিছু বর্জনের শর্তারোপ

লূক ১৪/৩৩: "Everyone who does not [Renounce all his possessions Catholic/ Forsake all that he has KJV] cannot be My disciple"। কেরি: "তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।" মো.-২০০৬: "আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ভেবে-চিন্তে তার সব কিছু ছেড়ে না আসে তবে সে আমার উম্মত হতে পারে না।"

পাঠক, যীশুর উম্মত হওয়ার জন্য নিজের সর্বস্ব– বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পদ সবকিছু– পরিত্যাগ করার শর্তটা কি স্বাভাবিক ও বিবেকসিদ্ধ?

৭. ১. ২৪. ৩. বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করে দান করার নির্দেশ

যীশু তাঁর অনুসারীদের সর্বস্ব বিক্রয় করে দান করতে বলেছেন: "তোমাদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করে ভিক্ষা হিসেবে দান কর। যে টাকার থলি কখনও পুরানো হয় না তা-ই নিজেদের জন্য তৈরী কর, অর্থাৎ যে ধন চিরদিন টিকে থাকে তা-ই বেহেশতে জমা কর। সেখানে চোরও আসে না এবং পোকায়ও নষ্ট করে না। তোমাদের ধন যেখানে থাকবে তোমাদের মনও সেখানেই থাকবে।" (লূক ১২/৩৩, মো.-০৬)

এ কথাটাও একইরূপ অতিরঞ্জন মাত্র। পোপ থেকে শুরু করে সাধারণ কোনো খ্রিষ্টান কেউ কি যীশুর এ নির্দেশ পালন করছেন? "যীশু কি মিথ্যা বলেছেন?" (Did Jesus Christ Lie?) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি বলেন: "Did Jesus lie or have you sold what you have? Did you then give

all your money away? Do you prove to be a good Christian in Jesus' eyes?" "যীশু কি মিথ্যা বলেছেন? অথবা আপনি কি আপনার সকল বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করে সকল অর্থ দান করে দিয়েছেন? যীশুর দৃষ্টিতে কি আপনি ভাল খ্রিষ্টান বলে প্রমাণিত?"[২৩]

৭. ১. ২৪. ৪. আহারের পূর্বে হাত ধোয়ার বিরোধিতা

ইহুদিদের নিয়ম ছিল আহারের পূর্বে হাত ধোয়া। যীশুর শিষ্যরা এ নিয়ম ভঙ্গ করেন। তাঁরা হাত না ধুয়েই আহার করতেন। এ বিষয়ে যীশুর কাছে প্রতিবাদ করা হলে তিনি শিষ্যদের কর্ম সমর্থন করেন: "জেরুজালেম থেকে কয়েকজন ফরীশী ও আলেম ঈসার কাছে এসে বললেন, পুরানো দিনের আলেমদের দেওয়া যে নিয়ম চলে আসছে, আপনার সাহাবীরা তা মেনে চলেন না কেন? খাওয়ার আগে তারা হাত ধোয় না। জবাবে ঈসা বলেন..... আমার কথা শুনুন ও বুঝুন। মুখের ভিতর যা যায় তা মানুষকে নাপাক করে না, কিন্তু মুখের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে। ... অন্তর থেকেই খারাপ চিন্তা, খুন, সব রকম জেনা, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বের হয়ে আসে। এই সবই মানুষকে নাপাক করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ নাপাক হয় না।" (মথি ১৫/১-৩ ও ১০-২০, মো.-০৬)

এটা কি কোনো বিবেকবান ধর্মগুরুর শিক্ষা? অন্তরের পাপের ভয়াবহতা বুঝাতে কি পরিচ্ছন্নতার বিরোধিতা করতে হবে? পরিচ্ছন্নতা ও অন্তরের পবিত্রতা কি একত্র হতে পারে না? ভাল খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য কি কোনো খ্রিষ্টান হাত না ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন? আপনার সন্তানদেরকে কি যীশুর এ শিক্ষা প্রদান করবেন? যদি কোনো সন্তান ইঞ্জিল পড়ে এ শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটা পালন শুরু করে তবে যীশু প্রেমিক খ্রিষ্টান পিতামাতা কি তা মেনে নেবেন? পছন্দমত যীশুর কোনো শিক্ষা আক্ষরিকভাবে গ্রহণ এবং কোনো শিক্ষা ব্যাখ্যাপূর্বক বাদ দেওয়া কি যীশুর প্রকৃত দাস হওয়ার সঠিক লক্ষণ?[২৪]

৭. ১. ২৪. ৫. পিতার কবর দেওয়া ও বিদায় নেওয়াও নিষিদ্ধ!

লূক লেখেছেন: "আর এক জনকে তিনি বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। কিন্তু সে বললো, প্রভু, আগে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। তিনি তাকে বললেন, মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের কবর দিক; কিন্তু তুমি গিয়ে আল্লাহর রাজ্য ঘোষণা কর। আর এক জন বললো, প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করবো, কিন্তু আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে অনুমতি দিন। কিন্তু ঈসা তাকে বললেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে চায়, সে আল্লাহর রাজ্যের উপযুক্ত নয়।" (লূক ৯/৫৯-৬২, মো.-১৩)

মুর্খ ও ভণ্ড ধর্মগুরু ছাড়া কোনো বিবেকবান শিক্ষিত মানুষ কি এ নির্দেশ স্বাভাবিক ও মানবিক বলে গণ্য করবেন? মৃত পিতামাতার দাফন করা কি ঈশ্বরের নির্দেশিত ভাল কর্ম নয়? ঈশ্বরের প্রেম, মুক্তি ও ধার্মিকতা কি এতই কঠিন? পিছনে ফিরে তাকালে আর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা যাবে না? পিছনে তাকানো কি এত বড় মহাপাপ যার কারণে সকল বিশ্বাস, কর্ম ও আন্তরিকতা মূল্যহীন হয়ে যাবে?

এর বিপরীতে আমরা দেখি যে, যীশু যাকে ভালবাসতেন সেই শিষ্যা মরিয়ম ও মার্থার ভাই লাসারের মৃত্যুতে বোনদেরকে কাঁদতে নিষেধ করেননি। উপরন্তু নিজেও কেঁদেছেন। (যোহন ১১/৩৫)। প্রেমকৃত মহিলাকে ক্রন্দনের জন্য আপত্তি করলেন না এবং নিজেও কাঁদলেন। কিন্তু অন্য মানুষকে পিতাকে কবর দিতে নিষেধ করলেন!

---

[২৩] http://www.thegodmurders.com/id188.html
[২৪] http:/ /www.thegodmurders.com/id119.html

৭. ১. ২৪. ৬. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলরা চোর-ডাকাত!

যীশু তাঁর পূর্বে যারা মানুষদের ঈশ্বরের পথে ডাকতে এসেছিলেন তাঁদের সকলকে চোর-ডাকাত বলে আখ্যায়িত করেছেন: "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, মেষগুলোর জন্য আমিই দরজা। আমার আগে যারা এসেছিল তারা সবাই চোর আর ডাকাত (All that ever came before me are thieves and robbers), কিন্তু মেষগুলো তাদের কথা শোনে নি।" (যোহন /ইউহোন্না: ১০/৭-৮, মো.-০৬)

বিষয়টা কি পাক-কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক নয়? যীশুর আগে যাঁরা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে, ধর্মের পথে, তৌরাতের পথে ও শরীয়তের পথে ডাকতে এসেছিলেন সকলেই চোর ও ডাকাত ছিলেন? কেউ হয়ত দাবি করবেন, যীশু এখানে ভণ্ডদের কথা বলছেন। এ দাবিটা ভিত্তিহীন। এ অধ্যায়টা পুরো পড়লে কোথাও এ দাবির প্রমাণ পাবেন না। বিশেষত, যীশু এখানে ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ রাখেননি। তিনি 'All' ও 'ever' দু'টা শব্দ দিয়ে বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন। সকল যুগে এবং যে কোনো সময়ে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই চোর এবং ডাকাত ছিলেন।

৭. ১. ২৪. ৭. দুষ্ট লোককে প্রতিরোধ না করা

যীশু বলেন: "তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গাল তার দিকে ফিরিয়ে দাও।" (মথি ৫/৩৯, মো.-১৩)

এখানে ইংরেজি KJV: "ye resist not evil অর্থাৎ: "তোমরা দুষ্ট/পাপী/মন্দ/ বদমাইশ লোককে প্রতিরোধ করো না", RSV: Do not resist one who is evil অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি দুষ্ট/ মন্দ/ পাপী/ বদমাইশ তাকে তোমরা প্রতিরোধ করো না।"

শিক্ষাটা অবাস্তব ও মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ব্যক্তি, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্র যদি এ নির্দেশনা অনুসারে দুষ্ট, পাপী বা অপরাধীদেরকে প্রতিরোধ করা বন্ধ করে দেয় তবে কি সে সমাজ বসবাস যোগ্য থাকবে? আমরা কি ঈমানদারদের বা সন্তানদেরকে বলব যে, তোমাদেরকে কেউ মারলে, অত্যাচার করলে, ধর্ষণ করলে, পকেট মারলে.... তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছুই বলবে না? বরং আরেকবার অপরাধটা করার সুযোগ দেবে? যীশু কি তাঁর শিক্ষাটা আরো সুন্দর, বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্যভাবে দিতে পারলেন না?

অহিংসতার এ মূলনীতি যীশুর পূর্বেও গৌতম বুদ্ধ ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগুরুরা থেকে বর্ণিত, তবে তা বাস্তবসম্মত নয়। কেউ যদি আপনাকে আক্রমণ করে বা চড় মারতে যায় তবে তার বিরুদ্ধে উগ্র প্রতিক্রিয়া সঠিক নয়। তবে অন্তত আপনি আপনার হাতটা বাড়িয়ে তার চড়টা প্রতিরোধ করুন। তা না করে আপনি যদি বিনা প্রতিরোধে তাকে এক গালে চড় মারতে দেয়ার পর দ্বিতীয় গালটা বাড়িয়ে দেন তবে সে ব্যক্তি আপনার চোয়ালটাই ভেঙ্গে দেবে।

গ্যারি ডাভিন্সি বলেন: "Would you trust a Christian babysitter with your child who would not resist evil? Did Jesus lie?" "কোনো খ্রিষ্টান শিশু- লালনকারী যদি আপনার শিশুর লালনের দায়িত্ব নেন, কিন্তু 'দুষ্ট' প্রতিরোধ না করেন তবে আপনি কি তার উপর নির্ভর করবেন? যীশু কি মিথ্যা বললেন?"[২৫]

৭. ১. ২৪. ৮. নরমাংস ভক্ষণ ও নররক্ত পান

যীশু বলেন: "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, মনুষ্যপুত্রের মাংস ও রক্ত যদি আপনার না খান তবে আপনাদের মধ্যে জীবন নেই। যদি কেউ আমার মাংস ও রক্ত খায় সে অনন্ত জীবন পায়, আর আমি

[২৫] http://www.thegodmurders.com/id188.html

শেষ দিন তাকে জীবিত করে তুলব। আমার মাংসই হল আসল খাবার আর আমার রক্তই আসল পানীয়।" (যোহন ৬/৫৩-৫৫, পবিত্র বাইবেল-২০০০)

কথাগুলোর অর্থ যা-ই হোক না কেন, কথাগুলো মানবীয় শ্রবণে, মানবীয় বিবেকে ও প্রকৃতিতে খুবই আপত্তিকর। খ্রিষ্টান প্রচারকরা বলেন যে, এ কথাগুলো যীশু রূপক অর্থে বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, রূপক অর্থে এর চেয়ে সুন্দর বিবেকগ্রাহ্য ও রুচিকর কিছুই কি যীশু বলতে পারতেন না?

বাইবেলের মধ্যেই ঈশ্বরের নির্দেশ নিম্নরূপ: "যে কেউ কোন প্রকারের রক্ত পান করে সেই লোক নিজের লোদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে।" (লেবীয় ৭/২৭, কি. মো.-২০১৩) পবিত্র বাইবেল-২০০০: "যদি কেউ রক্ত খায় তবে তাকে তার জাতির মধ্য থেকে মুছে ফেলতে হবে।"

ঈশ্বর আরো বলেন: "আর ইসরাইল কুলজাত কোন ব্যক্তি, কিংবা তাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক যদি কোন রকম রক্ত পান করে তবে আমি সেই রক্ত পানকারীর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব ও নিজের লোকদের মধ্য থেকে তাকে মুছে ফেলব। কেননা রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে এবং তোমাদের প্রাণের জন্য কাফ্ফারা করার জন্য আমি তা কোরবানগাহের উপরে তোমাদেরকে দিয়েছি; কারণ প্রাণের গুণে রক্তই কাফ্ফারা সাধন করে থাকে। এই জন্য আমি বনি-ইসরাইলকে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ রক্ত পান করবে না ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশীও রক্ত পান করবে না।" (লেবীয় ১৭/১১-১২, মো.-১৩)

খৃস্টধর্মীয় বিশ্বাসে যীশুই পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর। যে ঈশ্বর রক্তপানকে এভাবে ঘৃণিত, নিষিদ্ধ ও মৃত্যুযোগ্য অপরাধ হিসেবে নির্ধারণ করলেন সে ঈশ্বর কি এ ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ কর্ম ছাড়া অন্য কোনোভাবে এ অর্থ প্রকাশ করতে পারলেন না? এ কথাগুলো কি শ্রোতা ও পাঠকের মনের মধ্যে প্রথমেই নরমাংস ভোজন ও নররক্ত পানের কথা উদ্রেক করে বমি ভাব জাগ্রত করে না? এরপর কি ক্রমান্বয়ে পাঠক, শ্রোতা ও বিশ্বাসী ভক্তের মধ্যে নরমাংস ভোজন ও নররক্ত পানের বিষয়টা সহজ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে না? কি বলেন মনোবিজ্ঞানীরা?

বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি লেখেছেন: "Could Jeffery Dahlmer, who was imprisoned for cannibalism and was killed in prison, have taken this passage literally to heart? ... Why did Jesus promote, even symbolically, the drinking of His blood, if the drinking of blood was strictly forbidden by God?" "জেফরি ডাহলমার নরমাংস ভক্ষণের অপরাধে কারারুদ্ধ হয় এবং কারাগারেই নিহত হয়। সে কি এ কথাগুলোকে আক্ষরিকভাবে মুখস্থ করেছিল? ... যীশু প্রতীকী বা রূপকভাবে হলেও কেন তাঁর রক্ত পানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করলেন, অথচ ঈশ্বর কঠিনভাবে তা নিষেধ করেছেন?"[২৬]

৭. ১. ২৪. ৯. চোখ উপড়ে ফেলা ও হাত কেটে ফেলা

আমরা দেখেছি, যীশু বলেছেন, "তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা উপ্ড়ে দূরে ফেলে দাও ... যদি তোমার ডান হাত তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা কেটে ফেলে দাও ... ।" (মথি ৫/২৯-৩০, মো.-০৬)

প্রত্যেক মানুষের চোখ, হাত, পা বা মন বিভিন্ন সময়ে পাপের দিকে টানে। পাপ থেকে বাঁচার কি এটাই স্বাভাবিক ও বিবেকসম্মত শিক্ষা? গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

---

[২৬] Gary DeVaney, JESUS: http://www.thegodmurders.com/id134.html

“Wow! Jesus promoted insane and painful violence! Mom? Are you sure you want your child to do everything Jesus said? You won't mind if your teenage son tears one of his eyes out because he felt "lust in his heart" for a pretty young girl - would you?” “বাহ! যীশু উন্মত্ত ও বেদনাদায়ক সহিংসতা প্রবর্তন করেছেন! ভদ্র মহিলা, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি চান যীশু যা বলেছেন সবই আপনার শিশু পালন করুক? আপনার কিশোর পুত্র যদি কোনো সুন্দরী তরুনীর প্রতি ‘হৃদয়ে কামভাব’ বোধ করার কারণে নিজের একটা চোখ উপড়ে ফেলে দেয় তবে আপনি কিছু মনে করবেন না, তাই না?”[২৭]

৭. ১. ২৪. ১০. তালাক দেওয়া পাপ ও পুনর্বিবাহ ব্যভিচার!

যীশু স্ত্রী তালাক দেওয়া সর্বাবস্থায় নিষেধ করেছেন। তালাকের পরে বিবাহ করাকে ব্যভিচার বলে গণ্য করেছেন। এমনকি কোনো স্ত্রীকে যদি কোনো স্বামী কারণ বা অকারণে তালাক দেন তবে সে নারীকে অন্য কোনো পুরুষ বিবাহ করতে পারবে না। এরূপ বিবাহও ব্যভিচার। আর যীশু ইঞ্জিলের বিভিন্ন স্থানে নিশ্চিত করেছেন যে, ব্যভিচারের শাস্তি অনন্ত নরক। যীশু বলেন: “যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেনা করে। আর স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য লোককে বিয়ে করে তবে সেও জেনা করে।” (মার্ক ১০/১১-১২, মো.০৬)

তিনি আরো বলেন: “যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে বিয়ে করে সে জেনা করে। স্বামী যাকে ছেড়ে দিয়েছে সেই রকম স্ত্রীকে যে বিয়ে করে সেও জেনা করে।” (লূক ১৬/১৮, মো.-০৬)

৭. ১. ২৫. মদখোর-মাতাল!

যীশু বলেন: “For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil. The Son of man is come eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a winebibber...: বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে রুটি খেলেন না এবং মদ পানও করলেন না বলে তোমরা বলছ, ‘তাকে ভূতে পেয়েছে’। আর মানুষের পুত্র এসে খেলেন ও পান করলেন বলে তোমরা বলছ, দেখ, একজন পেটুক মানুষ ও একজন জাত মাতাল।”(লূক ৭/৩৩-৩৪)

প. বা.-২০০০: “বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে রুটি বা আংগুর-রস (wine) খেলেন না বলে আপনার বলছেন, ‘তাকে ভূতে পেয়েছে’। আর মনুষ্যপুত্র এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন বলে আপনারা বলছেন, ‘দেখ, এই লোকটা পেটুক ও মদখোর।”

কি. মো.-২০০৬: “তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এসে রুটি বা আংগুর-রস খেলেন না বলে আপনারা বলছেন, ‘তাকে ভূতে পেয়েছে’। আর ইবনে আদম এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন বলে আপনারা বলছেন, ‘দেখ, এই লোকটা পেটুক ও মদখোর।”

কি. মো.-২০১৩: “বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া এসে রুটি খান নি, আঙ্গুর-রসও পান করেন নি, তাই তোমরা বল, ‘তাকে বদ-রূহে পেয়েছে’। আর ইবনুল ইনসান এসে ভোজন পান করেন, আর তোমরা বল, ‘ঐ দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী।”

এখানে কিং জেমস ভার্শনের পাঠ: ‘a gluttonous man, and a winebibber’: “একজন পেটুক ও এক জন জাত মাতাল”। রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনের পাঠ: ‘a glutton and a drunkard’ “একজন

[২৭] Gary DeVaney, JESUS: http://www.thegodmurders.com/id134.html

পেটুক ও একজন মাতাল"।

আমরা দেখছি যে, ইঞ্জিলের ভাষায় বা যীশুর নিজের ভাষাতেই তাঁর সমাজের লোকেরা তাঁকে পেটুক বলতেন। উপরন্তু তাঁকে 'জাত মাতাল' বা 'মাতাল' বলতেন। না খাওয়ার কারণে ভূতগ্রস্ত অপবাদ পাওয়া অতিভোজনের কারণে পেটুক অপবাদ পাওয়ার চেয়ে সহজতর। তবে 'মাতাল' উপাধি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদি ধর্মে মদ নিষিদ্ধ নয়। সমাজের সকলেই কমবেশি মদ পান করতেন। সাধারণের চেয়ে লক্ষণীয় মাত্রায় বেশি মদ না খেলে তাকে মাতাল বলার প্রশ্ন উঠে না। কী পরিমাণ মদ পান করলে এরূপ মদে অভ্যস্ত সমাজের মানুষ কোনো মানুষকে 'winebibber' অর্থাৎ 'জাত মাতাল' বা drunkard অর্থাৎ 'মাতাল' বলতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

অন্যত্র যীশু বলেন: "পুরাতন মদ পান করে কেউ টাট্কা চায় না, কেননা সে বলে, পুরাতনই ভাল (No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith, The old is better)।" (লূক ৫/৩৯, মো.-১৩)

আমরা প্রথম অধ্যায়ে অনুবাদ প্রসঙ্গে 'wine' বা 'মদ' শব্দটার অনুবাদের রকমফের দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, ওয়াইন অর্থ আঙুর থেকে তৈরি করা মাদক পানীয়। মাদকমুক্ত আঙুরের রসকে কেউই ওয়াইন বলেন না। বাংলা বাইবেলে এখানে ওয়াইন অর্থ 'আঙুর-রস' বা 'দ্রাক্ষারস' লেখা হয়েছে: "পুরাতন দ্রাক্ষারস/ আঙ্গুর-রস পান করে কেউ টাট্কা চায় না, কেননা সে বলে, পুরাতনই ভাল।"

এরূপ অনুবাদের ফলে যীশুর মূল বক্তব্যই বিকৃত হয়েছে। আঙুর রস' (grape juice)-এর ক্ষেত্রে পুরাতনের চেয়ে টাট্কা-ই ভাল। তবে মদের বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। মদ যত পুরাতন হয় মদপায়ীদের কাছে তা তত বেশি সমাদৃত হয় এবং মদের দামও বয়স অনুপাতে বাড়ে। এজন্য যীশুর এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যীশু মদের মূল্যায়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। গ্যারি ডাভিন্সি এ প্রসঙ্গে লেখেছেন:

What? Who, right here, is accused of being a drunkard? Jesus is accused of being a glutton and a drunkard? What a reputation? Obviously, Jesus loved His wine. ... Luke 5:39 Jesus said: No one who has been drinking old wine desires new, for Jesus says: The old is good. This strongly suggests that Jesus desired old wine - the good stuff?

"কী হল? এখানে কাকে মাতাল বলে অভিযুক্ত করা হল? যীশুকে পেটুক ও মাতাল বলে অভিযুক্ত করা হল? এ কেমন খ্যাতি? বাহ্যত যীশু মদ ভালবাসতেন ... লূক ৫/৩৯ যীশু বলেছেন: যে ব্যক্তি পুরাতন মদ পান করছিল সে নতুন মদ চাইবে না; কারণ- যীশু বলেন- পুরাতনই উত্তম। এ কথা শক্তভাবে নির্দেশ করে যে, যীশু পুরাতন মদই পছন্দ করতেন। ভাল কথা?"[২৮]

নিস্তারপর্ব প্রসঙ্গে যোহন (১৩/৪-৫) লেখেছেন: "He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself. After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded." "তিনি ভোজ থেকে উঠলেন এবং নিজের পোশাকাদি খুলে রাখলেন; আর একটা গামছা নিয়ে কোমর বাঁধলেন। এরপর তিনি একটি পাত্রে পানি ঢাললেন ও শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন, এবং যে গামছা তিনি কোমরে বেঁধেছিলেন তা দিয়ে মুছে দিতে লাগলেন।"

কি. মো.-২০১৩: "তিনি ভোজ থেকে উঠলেন এবং উপরের কাপড় খুলে রাখলেন, আর একখানি

[২৮] http://www.thegodmurders.com/id134.html

গামছা নিয়ে কোমর বাঁধলেন। পরে তিনি পাত্রে পানি ঢাললেন ও সাহাবীদের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন এবং যে গামছা দ্বারা কোমর বেঁধেছিলেন তা দিয়ে মুছে দিতে লাগলেন।"

সমালোচকরা বলেন, এ কথা থেকে মনে হয়, যীশু এ সময়ে এমন মাতাল হয়েছিলেন যে, তিনি কী করছিলেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না। কারণ পা ধোয়ানোর জন্য তো পোশাকাদি খুলে নগ্ন হওয়া লাগে না।

উল্লেখ্য যে, বাইবেলে মদ নিষিদ্ধ নয়, তবে নিন্দিত। হারোণ ও তাঁর সন্তানদের জন্য সমাগম-তাম্বু, জমায়েত-তাম্বু বা মিলন-তাম্বুতে (tabernacle) প্রবেশের সময় মদপান করা চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ (লেবীয় ১০/৮-৯)। শামাউন বা শিমশোনের মাতাকে ফেরেশতারা গর্ভকালীন সময়ে মদপান করতে নিষেধ করেন; যেন মায়ের পান করা মদের অশুচিতা তার গর্ভস্থ সন্তানকে স্পর্শ না করে। (বিচারকতৃগণ ১৩/৪-১৪) যিশাইয় মদপানকারীর নিন্দা করেছেন এবং উলেণ্ঢখ করেছেন যে, নবী ও ইমামরা মদ পানের কারণে বিভ্রান্ড় ও ধর্মচ্যুত হয়েছেন। (যিশাইয় ৫/১১, ২২, ২৮/৭)।

হিতোপদেশ বা মেসাল (Proverbs) পুস্তকে ২৩ অধ্যায়ে 'wine' বা মদের নিন্দায় অনেক কথা বলা হয়েছে। এ অধ্যায়ের কিছু কথা নিম্নরূপঃ "কে হায় হায় করে? কে বিলাপ করে? কে ঝগড়া করে? কে বকবক করে? কে অকারণে আঘাত পায়? কার চোখ লাল হয়? যারা অনেকক্ষণ ধরে মদ (wine) খায় তাদেরই এই রকম হয়; তারা মিশানো মদ (mixed wine) খেয়ে দেখবার জন্য তার খোঁজে যায়। মদের (wine) দিকে তাকায়ো না যদিও তা লাল রংয়ের, যদিও তা পেয়ালায় চক্‌মক্ করে, যদিও তা সহজে গলায় নেমে যায়; শেষে তা সাপের মত কামড়ায়, আর বিষাক্ত সাপের মত কামড় দেয়....।" (হিতোপদেশ/ মেসাল ২৩/২৯-৩২: মো.-০৬)

প্রশ্ন হল, পবিত্র পুস্তকে যা এরূপ নিন্দিত কীভাবে যীশু ও শিষ্যরা এভাবে তা পান করতেন? তাঁরা কি কিতাবুল মুকাদ্দসের এ সকল নির্দেশ জানতেন না?

৭. ১. ২৬. অশালীন প্রেম!

ইঞ্জিলের কিছু কিছু বক্তব্য বাহ্যত যীশুর বিষয়ে অশালীন ধারণা জন্ম দেয়। সুস্পষ্টতই এগুলো ইঞ্জিল লেখকদের ভুল বর্ণনা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরুষে পুরুষে অশালীন প্রেমের ধারণা। ইউহোন্না বা যোহনের ইঞ্জিলে যীশুর এক জন শিষ্যের বিষয়ে বার বার উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, যীশু তাকে 'প্রেম' বা 'মহব্বত' করতেন। (যোহন ১৯/২৬, ২০/২, ২১/৭)। আর এ প্রেমকৃত শিষ্যের সাথে যীশুর অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা বর্ণনা করে যোহন লেখেছেনঃ

"এই কথা বলে ঈসা রূহে অস্থির হলেন, আর সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সাহাবীরা এক জন অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন, স্থির করতে পারলেন না, তিনি কার বিষয় বললেন। তখন ঈসার সাহাবীদের এক জন, যাঁকে ঈসা মহব্বত করতেন (কেরিঃ যাঁহাকে যীশু প্রেম করিতেন), তিনি তাঁর কোলে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন (there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved)। তখন শিমোন পিতর তাঁকে ইঙ্গিত করলেন ও বললেন, বল, উনি যার বিষয় বলছেন, সে কে? তাতে তিনি সেরকম ভাবে বসে থাকাতে ঈসার বুকের দিকে মাথা কাত করে (lying on Jesus' breastঃ বুকের উপর শুয়ে পড়ে; কেরিঃ পশ্চাতে হেলিয়া) বললেন, প্রভু, সে কে? (যোহন/ ইউহোন্না ১৩/২১-২৪, মো.-১৩)

পাঠক, কল্পনা করুন! একজন ধর্মগুরু বসে আছেন। তার একজন 'প্রেমকৃত' শিষ্য তারই কোলে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আবার কিছু জিজ্ঞাসা করতে স্ত্রী যেমন স্বামীর বুকের মধ্যে মাথা এগিয়ে

আদর করে কিছু জানতে চায় সেভাবেই তিনি জানতে চাচ্ছেন। কেউ একে নোংরা অর্থে ব্যাখ্যা করলে কি দোষ দেওয়া যায়?

এ প্রসঙ্গে বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি লেখেছেন: "Doesn't John seem to emphasize relationships of eating bodies, drinking blood, and (sorry) male to male intimacy?" "যোহনের ইঞ্জিল থেকে কি এটাই প্রতীমান নয় যে, তিনি নরমাংস ভক্ষণ, নররক্ত পান এবং (দুঃখিত) পুরুষে পুরুষে অন্তরঙ্গতা-ঘনিষ্ঠতার উপরে গুরুত্বারোপ করেছেন?"[২৯]

৭. ১. ২৭. মহিলা সেবিকাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা

যীশুর প্রেরিতদের মধ্যে কোনো মহিলা ছিলেন না। তবে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে মহিলাদের আধিক্য ও তাঁদের আন্তরিকতা লক্ষণীয়। আমরা দেখেছি যে, যীশুর গ্রেফতারের পর প্রেরিত ও পুরুষ শিষ্যরা পালিয়ে যান। এরপর ক্রুশের সময়ে, কবর দেওয়ার সময়ে এবং পুনরুত্থানের সময়ে পুরুষদের পরিবর্তে মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যীশুর অনেক মহিলা সেবিকা ছিলেন, যারা দূর-দূরান্তের ভ্রমণে যীশুর সাথে সাথে থাকতেন ও সেবা করতেন: "অনেক স্ত্রীলোকও সেখানে দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। ঈসার সেবা করবার জন্য তাঁরা গালীল থেকে তাঁর সংগে সংগে এসেছিলেন।" (মথি ২৭/৫৫, মো.-০৬)

মহিলা সেবিকাদের বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোর কিছু বক্তব্য নিয়ে আপত্তি করেছেন সমালোচকরা। ইঞ্জিলের এ জাতীয় কিছু বক্তব্য দেখুন:

(ক) লূক ৭/৩৭-৫০ "আর দেখ, সেই নগরে এক জন গুনাহগার স্ত্রীলোক ছিল; সে যখন জানতে পারল, তিনি সেই ফরীশীর বাড়িতে ভোজনে বসেছেন, তখন একটা শ্বেত পাথরের পাত্রে সুগন্ধি তেল নিয়ে আসল। পরে পিছনের দিকে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে তাঁর পা ভিজাতে লাগল এবং তার মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিল, আর তাঁর পা চুম্বন করতে করতে সেই সুগন্ধি তেল মাখাতে লাগল। তা দেখে, যে ফরীশী তাঁকে দাওয়াত করেছিল সে মনে মনে বললো, এ যদি নবী হত, তবে জানতে পারতো, একে যে স্পর্শ করছে, সে কে এবং কি রকম স্ত্রীলোক, কারণ সে গুনাহগার। ... পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, তোমার গুনাহ মাফ হয়েছে। .... তোমার ঈমান তোমাকে নাজাত দিয়েছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।" (মো.-১৩)

(খ) যোহন ১১/১-৫: "বৈথনিয়ায় এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন, তাহার নাম লাসার; তিনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগিনী মার্থার গ্রামের লোক। ইনি সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া দেন, এবং আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া দেন; তাঁহারই ভ্রাতা লাসার পীড়িত ছিলেন। ... যীশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে এবং লাসারকে প্রেম করিতেন।" (মো.-১৩)

(গ) লূক ৮/১-৩: "ইহার পরেই তিনি ঘোষণা করিতে করিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে সেই বারো জন, এবং যাঁহারা দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, এমন কয়েক জন স্ত্রীলোক ছিলেন, মগ্দলীনী নাম্নী মরিয়ম, যাঁহা হইতে সাতটি ভূত বাহির হইয়াছিল, যোহানা, যিনি হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী, এবং শোশন্না ও অন্য অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহারা আপন আপন সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের পরিচর্যা করিতেন।"

মহিলা ও পুরুষদের এরূপ প্রেম, একসাথে দীর্ঘ ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আপত্তি করেন

৬[২৯] http://www.thegodmurders.com/id90.html

সমালোচকরা। তারা বলেন, যীশু ও তাঁর শিষ্যরা মদপানে অভ্যস্ত ছিলেন। পাশাপাশি নারী-পুরুষের এরূপ সংমিশ্রণ কি অনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে না? পাঠক হয়ত বলবেন, এগুলো ভাল মানুষদের বিষয়ে খারাপ চিন্তা! কিন্তু বাইবেল প্রমাণ করছে যে, ভাল মানুষরা, নবীরা, ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম পুত্র, একজাত পুত্র ও খ্রিষ্টও এক্ষেত্রে নিরাপদ নন। খ্রিষ্টান চার্চগুলোর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ধর্মগুরুরা এক্ষেত্রে মোটেও নিরাপদ নন।

পরিণত বয়সী নারীদের সাথে পুরুষদের একান্ত সংমিশ্রণ বিপদজনক। বিশেষত এক্ষেত্রে পুরুষ যদি যুবক, মধ্যবয়সী, অবিবাহিত ও মদ্যপ হন এবং মহিলা যদি ব্যভিচারে অভ্যস্ত হন, যুবকের ভালবাসার পাত্রী হন, তার সাথে সর্বদা একত্রে চলাচল ও রাত্রিযাপন করতে থাকেন এবং নিজের সম্পদ দিয়ে সদাসর্বদা এরূপ যুবকের সেবাযত্ন করতে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার কোনোই আশা থাকে না।

বাইবেল নির্দেশ করে যে, সাধারণ মানুষ যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, ঈশ্বরের পুত্র ও মাসীহ সেখানে ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না, বরং অতি সামান্য কারণেই ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ঈশ্বরের পুত্র, জাত পুত্র, প্রথমপুত্র ও মাসীহ দাউদের অবস্থা আমরা দেখেছি। একজন মহিলার প্রতি একবারের দৃষ্টি পড়ার কারণে তিনি তাকে ধর্ষণ করেন এবং তার স্বামীকে হত্যা করেন! অথচ তিনি ছিলেন বিবাহিত, তাঁর ঘরে ছিল অনেকগুলো সুন্দরী স্ত্রী এবং তাঁর বয়সও অনেক হয়েছিল!

বাইবেলে বারবার strange woman -এর সাথে সংমিশ্রণ থেকে সতর্ক করা হয়েছে। (হিতোপদেশ/ মেসাল ২/১৬; ৫/৩; ৫/২০; ১৬/২৪; ৭/৫; ২০/১৬; ২৩/২৭; ২৭/১৩)। এর অর্থ অপরিচিত নারী। বাংলায় মুসলিম পরিভাষায় সাধারণত 'বেগানা নারী' বলা হয়। বাইবেলের বিভিন্ন ইংরেজি ভার্শনে alien, adulterous, immoral, loose ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ অপরিচিত, নিজের নয় এমন, ব্যভিচারিণী, অনৈতিক, শিথিল... মহিলা বলা হয়েছে। বাংলা কেরির অনুবাদে "পরকীয়া স্ত্রী", জুবিলী বাইবেলে "বিজাতীয়া স্ত্রীলোক" এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে "জেনাকারিণী" বলা হয়েছে। এছাড়া পরস্ত্রীর কাছে যাওয়া ও অবাধ সংমিশ্রণ থেকেও সতর্ক করা হয়েছে।

হিতোপদেশ/ মেসাল ৫/৩-২০ (মো.-১৩): "জেনাকারী স্ত্রীর (বেগানা-অনাত্মীয়ার strange; কেরিঃ পরকীয়া স্ত্রীর) কথা থেকে মধু ক্ষরে, তার কথা তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ; কিন্তু তার শেষ ফল নাগদানার মত তিক্ত, দ্বিধার তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ। তার চরণ মৃত্যুর কাছে নেমে যায়, তার পদক্ষেপ পাতালে (hell) পড়ে।

হিতোপদেশ/ মেসাল ৬/২৭-২৯, মো.-২০০৬: "যদি কেউ আগুন তুলে নিয়ে নিজের কোলে রাখে তবে কি তার কাপড় পুড়ে যাবে না? যদি কেউ জ্বলন্ত কয়লার উপরে হাটে তবে তার পা কি পুড়ে যাবে না? যে লোক অন্যের স্ত্রীর কাছে যায় তার দশা এই রকমই হয়; যে সেই স্ত্রীলোককে ছোঁয় তাকে শাস্তি পেতেই হবে।"

মো.-২০১৩: "কেউ যদি বক্ষঃস্থলে আগুন রাখে, তবে তার কাপড় কি পুড়ে যাবে না? কেহ যদি জ্বলন্ড় অঙ্গারের উপর দিয়ে চলে, তবে তার পা কি পুড়ে যাবে না? তদ্রূপ যে প্রতিবেশীর স্ত্রীর কাছে গমন করে; যে তাকে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত (নিরপরাধঃ innocent) থাকবে না।"

সমালোচকরা প্রশ্ন করেন, ঈশ্বরের এ নির্দেশগুলো কি যীশু জানতেন না? তাহলে কিভাবে তিনি মরিয়মের মত বেশ্যা নারীকে তাঁকে স্পর্শ করার বা অনবরত চুম্বন করার সুযোগ দিলেন? তাঁর পূর্বপুরুষ ঈশ্বরের ঔরসজাত পুত্র, প্রথম পুত্র ও ঈশ্বরের খ্রিষ্ট বা 'মাসীহ' দাউদের কথা তাঁর মনে পড়ল না? তিনি কিভাবে ভুলে গেলেন যে, নারীকে স্পর্শ করে অদন্ডিত বা নিরপরাধ থাকা যায় না?

প্রিয় পাঠক, একটু কল্পনা করুন! আপনার সমাজে একজন হুজুর, ঠাকুর বা পাদরি, গোনাহ মাফের

পাইকারি ওয়াদা দিয়ে নারীদেরকে কাছে টানছে, একান্ড খেদমত নিচ্ছে, একসাথে সফর এবং বসবাস করছে! আপনি তার বিষয়ে কী বলবেন? বিশ্বাস বা ঈমান খুবই ভাল বিষয়, কিন্তু সেজন্য একজন নারী একজন যুবক ধর্মগুরুকে অনবরত চুমু খাবে? নিজের চুল দিয়ে পা মোছাবে?

একজন সুপরিচিতা বেশ্যা, যে ইতোপূর্বে গোপনে বা প্রকাশ্যে তওবা করে নি বা তার পাপের পথ থেকে ফিরে আসে নি; এরূপ একজন বেশ্যাকে একজন পাদরি, পুরোহিত বা হুজুর অনুমতি দিলেন যে, তিনি যখন তার কোনো বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হবেন তখন সে উপস্থিত সকলের সামনে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দেবে এবং অনবরত চুম্বন করবে। বিষয়টা কি খুব মানানসই হবে?

যীশু মরিয়মকে প্রেম করতেন। এ প্রেমকৃত রমণী ও অন্যান্য অনেক নারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পথে পথে চলতেন ও রাত্রিযাপন করতেন। এ সকল রমণী তাঁর সেবাযত্ন করত। এরূপ অবাধ সংমিশ্রণ ও রাত্রিযাপনের পরেও যীশু বা তাঁর প্রেরিতদের পদস্খলন হয়নি? বিশেষত, বাইবেল বা পাক-কিতাবে আমরা দেখি যে, নবী, নবী-সন্তান, খোদার বেটা ও মসীহদের পদস্খলন সবচেয়ে বেশি।

পরবর্তী যুগের খ্রিষ্টান সাধু, পাদরি ও বিশপদের অবস্থা দেখলেও তা বুঝা যায়। মধ্যযুগে তাদের গীর্জাগুলো বেশ্যালয়ের মতই ব্যভিচারের কারখানায় পরিণত হয়েছিল। বর্তমানেও খ্রিষ্টান দেশগুলোতে পাদরিদের যৌন কেলেঙ্কারি ও শিশু ধর্ষণ ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় অন্যতম আলোচিত বিষয়।

প্রিয় পাঠক, মুসলিমরা বলেন যে, ইঞ্জিলের এ সকল বর্ণনা অসত্য। পক্ষান্তরে ইহুদি বা নাস্তিক সমালোচকরা বলেন, যীশু ও তাঁর প্রেরিতদের বিবাহের প্রয়োজন হয়নি; কারণ এ সকল মহিলার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের বিবাহের প্রয়োজন মিটিয়ে নেন । ঠিক যেভাবে ক্যাথলিক ফাদার ও পাদরিদের বিবাহের প্রয়োজন হয় না।

৭. ১. ২৮. যীশুকে বদদোয়াগ্রস্ত বা অভিশপ্ত বলা!

নতুন নিয়মের মধ্যে আরেকটা বিষয় অশোভন বলে প্রতীয়মান হয়, তা হল যীশুকে 'Cursed' অর্থাৎ অভিশপ্ত বা বদদোয়াগ্রস্ত বলা। যীশু নিজে কখনো এ কথা বলেননি; তবে পল তা দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, দু'টা কারণে যীশু অভিশপ্ত: (১) তিনি শরীয়ত মানতেন; আর যে শরীয়ত মানে সে অভিশপ্ত। (২) তিনি ক্রুশে মরেছেন; আর তৌরাতের বিধানে ক্রুশে মৃত ব্যক্তি অভিশপ্ত।

এ বিষয়ে গালাতীয় ৩/১০-১৩ বলছে : "For as many as are of the works of the law are under the curse ... Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree." "যারা তৌরাত (শরীয়ত) পালন করে তারা সকলেই অভিশাপের অধীন... খ্রিষ্ট আমাদেরকে তৌরাতের (শরীয়তের) অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন, আমাদের জন্য একটা অভিশাপ বানানো হওয়ার মাধ্যমে; কারণ পাক-কিতাবে লেখা আছে, গাছে ঝুলানো প্রতিটা ব্যক্তিই অভিশপ্ত।"

কি. মো.-২০১৩: "বাস্তবিক যারা শরীয়তের কাজ অবলম্বন করে তারা সকলে বদদোয়ার অধীন, কারণ লেখা আছে, 'যে কেউ শরীয়ত কিতাবে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থির না থাকে, সে বদদোয়াগ্রস্ত।... মসীহই মূল্য দিয়ে আমাদের শরীয়তের বদদোয়া (অভিশাপ) থেকে মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য শাপ-স্বরূপ হলেন; কেননা লেখা আছে, 'যাকে গাছে টাঙ্গানো হয়, সে বদদোয়াগ্রস্ত'।" (গালাতীয় ৩/১০, ১৩)

কি. মো.-২০০৬: "যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই বদদোয়া রয়েছে। ... শরীয়ত অমান্য করার দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল মসীহ সেই

বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন।...” (গালাতীয় ৩/১১-১৩)

কিং জেমস ভার্শনের পাঠ: ‘being made a curse for us: আমাদের জন্য তাঁকে অভিশাপ বানানো হল’। কমপ্লিট জুইশ বাইবেল (CJB: Complete Jewish Bible)-এর পাঠ: ‘The Messiah redeemed us from the curse pronounced in the Torah by becoming cursed on our behalf: মাসীহ নিজে আমাদের পক্ষ থেকে অভিশপ্ত হয়ে তৌরাতে উচ্চারিত অভিশাপ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করলেন।’

এভাবে পল যীশুকে অভিশপ্ত বলে দাবি করলেন। বিষয়টা খুবই বিস্ময়কর:

(১) তৌরাতে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করে নরহত্যা, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এ সকল মহাপাপীকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করা ঈশ্বরের মহা দায়িত্বে পরিণত হল!

(২) তৌরাতের অভিশাপ ঈশ্বরের। অভিশাপ দিলেন ঈশ্বর। এরপর তা ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তিনিই পাগলপারা হয়ে গেলেন? এ কি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পরিচয়?

(৩) মহাপাপীদেরকে অভিশাপ মুক্ত করার জন্য এ ‘অভিশাপ’ অন্য কারো উপর আরোপ করতেই হবে! যেমন যীশু পাগলের মধ্য থেকে ভূত বের করে ২ হাজার শূকরের মধ্যে প্রবেশ করাতে বাধ্য হলেন! ঈশ্বরের ভাণ্ডার থেকে অভিশাপ বেরিয়ে গিয়েছে। একে আর ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের নেই? অন্তত একজনকে অভিশাপ ভোগ করতেই হবে? ঈশ্বর কি অভিশাপটা অকার্যকর করার আর কোনো উপায় পেলেন না? বাইবেল বলছে, ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব: with God all things are possible” (মার্ক ১০/২৭) অথচ ঈশ্বর একজনকে ক্রূশে ঝুলিয়ে অভিশপ্ত না করে তাঁরই দেওয়া অভিশাপ কাটাতে পারলেন না?

(৪) ঈশ্বর অভিশাপটা শয়তান বা আর কারো উপর আরোপ করতে পারলেন না। স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁর পুত্রসত্তার মাধ্যমে অভিশপ্ত হতে হল?

(৫) অভিশপ্ত হওয়ার জন্য ফাঁসিতে ঝোলা বা ক্রূশে চড়া ছাড়া আর কোনো উপায় ঈশ্বরের ভাণ্ডারে ছিল না? তৌরাতের মহাপাপগুলো: নরহত্যা, পিতামাতার অবমাননা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপগুলো একত্রে পালন করলে কি হত না?

(৬) শাপগ্রস্ত বস্তু ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য: “কোন ঘৃণার জিনিস তোমাদের ঘরে আনবে না। ওগুলো তোমরা মনে-প্রাণে ঘৃণা ও তুচ্ছ করবে, কারণ ওগুলোর উপর রয়েছে ধ্বংসের বদদোয়া (for it is a cursed thing এগুলো অভিশপ্ত দ্রব্য)। ওগুলো যদি তোমরা ঘরে আন তবে তোমাদের উপরও ধ্বংসের বদদোয়া নেমে আসবে (lest thou be a cursed তোমরাও অভিশপ্ত হবে)।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/২৬)

পলের দাবি অনুসারে যীশুও কি তাহলে এরূপ পরিত্যাজ্য। তাঁকে ঘরে বা মনে স্থান দেওয়া যাবে না? তাহলে সে ঘর বা সে ব্যক্তি অভিশপ্ত হয়ে যাবে?

(৭) ঈশ্বরকে অভিশপ্ত বলে দাবি বা বিশ্বাস করা কি মহাপাপ ও ঈশ্বর নিন্দা নয়? মানবতাকে পাপের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে আর কোনো পথ কি ছিল না? পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য পাপ মুক্ত হতে শিক্ষা দেওয়া দরকার, না পাপের অভিশাপ নিজে বহন করে সকলকে ঢালাও পাপের অনুমতি দেওয়া দরকার?

৭. ২. প্রেরিতগণ বিষয়ক অশোভন তথ্যাদি

খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে যীশুর প্রেরিত বা সাহাবীরা নবী ছিলেন। কিন্তু নতুন নিয়মে তাঁদের বিষয়ে অনেক অশোভন কথা লেখা হয়েছে। কয়েকটা নমুনা দেখুন।

৭. ২. ১. যিহূদার চৌর্যবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা

যীশুর বার জন প্রেরিত বা সাহাবীর একজন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা/ এহুদা (Judas Iscariot)। যীশু তাঁকেও মৃতকে জীবিত করা-সহ সকল প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন: "পরে তিনি তাঁর বারো জন সাহাবীকে কাছে ডেকে তাঁদেরকে নাপাক-রূহদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁরা তাদেরকে ছাড়াতে এবং সমস্ত রকম রোগ ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ্য করতে পারেন। ... তোমরা অসুস্থদেরকে সুস্থ করো, মৃতদেরকে উত্থাপন করো, কুষ্ঠ রোগীদেরকে পাক-পবিত্র করো, বদ-রূহে পাওয়া ব্যক্তি থেকে বদ-রূহ ছাড়াও...।" (মথি ১০/১-৮, মো.-১৩)

বিস্ময়কর বিষয় হলো, যীশুর সাহচর্যে থেকে এত অলৌকিক কর্ম দর্শন, যীশুর প্রেম ও উপদেশ গ্রহণ ও সকল অলৌকিক ক্ষমতা লাভের পরেও এ সাহাবীর মধ্যে কোনোরূপ ঈমানই আসে নি। এমনকি যীশুর প্রতি স্বাভাবিক আন্তরিকতা বা প্রেমও জন্ম নেয়নি। তিনি মাত্র ৩০টা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করেন। এরপর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। (মথি ২৬/১৪-১৬; ৪৭-৫০; ২৭/৩-৫) যোহন (১২/৪-৬) লেখেছেন যে, যীশুর এ সাহাবী চোর ছিলেন। তাঁর নিকটে টাকার থলি থাকত আর তার মধ্যে যা রাখা হত সবই তিনি হরণ করতেন।

৭. ২. ২. বেদনার্ত যীশুকে রেখে প্রেরিতদের ঘুম

ইহুদিদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে গেৎশিমানী (Gethsemane) বাগানে যীশুর মর্মান্তিক দুঃখ, প্রার্থনা ও শিষ্যদের নির্বিকার ঘুমিয়ে পড়ার বিষয়টা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। যীশু বলেন: "আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে (দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে); তোমরা এখানে থাক, আমার সাথে জাগিয়া থাক।" (মথি ২৬/৩৮; মার্ক ১৪/৩৪)। যে কোনো মানুষ তার প্রিয়জনকে এরূপ দুঃখার্ত দেখলে ইচ্ছা করলেও ঘুমাতে পারবে না। অথচ পাঠক এ অধ্যায়টা পড়ে দেখবেন, যীশুর শিষ্যরা গুরুর নির্দেশ সত্ত্বেও একটা ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলেন না। যীশু কিছু সময় প্রার্থনা করে ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন! তখন তিনি পিতরকে বললেন, এ কী? এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকতে তোমাদের শক্তি হল না? জেগে থাক ও প্রার্থনা কর। এরপর তিনি দ্বিতীয় বার গিয়ে আবার প্রার্থনা করলেন। পরে তিনি আবার এসে দেখেন যে, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। এভাবে বারবার যীশু তাঁদেরকে ঘুমন্ত দেখে খুবই কষ্ট পেলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদেরকে জাগ্রত থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারপরও বারবারই তাঁরা অঘোরে ঘুমিয়ে গেলেন! (মথি ২৬/৩৬-৪৭; মার্ক ১৪/৩২-৪২; লূক ২২/৩৯-৪৬)

সুপ্রিয় পাঠক, পৃথিবীর সাধারণ পাপী মানুষদের দিকে তাকান। যদি তাদের কোনো নেতা বা কোনো আপনজন অত্যন্ত দুঃখার্ত ও অস্থির থাকেন তবে তারা সে রাতে ঘুমাতে পারেন না। জগতের সবচেয়ে পাপী মানুষটাও এরূপ অবস্থায় ঘুমাতে পারবেন না। কোনো সিনেমায় বা গল্পে কোনো বেদনার্ত গুরু এরূপ সকাতর আবেদনের পরে কয়েক মিনিটের মধ্যে শিষ্যদের ঘুমিয়ে পড়তে দেখলে সে গুরু ও শিষ্যদের প্রতি আপনি কী ধারণা করবেন?

৭. ২. ৩. সাহাবীদের পলায়ন: কাপুরুষতা না অবিশ্বাস

আমরা ইতোপূর্বে যীশুর গ্রেফতারের সময় শিষ্যদের পলায়ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুসারে যীশু অনেক আগে থেকে বারবার তাঁদেরকে তাঁর গ্রেফতার, লাঞ্ছনা, হত্যা ও

পুনরুত্থানের কথা বলেন। এক্ষেত্রে সাধারণ বিশ্বাসীর থেকেও প্রত্যাশিত যে, তিনি প্রতিরোধ না করলেও আশেপাশে থাকবেন। অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সাথে গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের অপেক্ষা করবেন। কিন্তু ইঞ্জিল লেখকরা নিশ্চিত করেছেন যে, গ্রেফতারের সময় শিষ্যরা অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে পলায়ন করেন: "তখন সাহাবীরা সকলে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়িয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল; তারা তাকে ধরলো, কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলে উলঙ্গই পালিয়ে গেল।" (মার্ক ১৪/৫০-৫১ (মো.-১৩); মথি ২৬/৫৬)

আমরা জানি না, এরূপ পলায়ন কি তাদের কাপুরুষতা না অবিশ্বাস।

৭. ২. ৪. পিতরের উলঙ্গতা

শিষ্য শিমোন 'পিতর' ও 'কৈফা' উপাধিতে অধিক পরিচিত। যীশু তাকে প্রধান প্রেরিত বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন: "আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মন্ডলী গাঁথবো, আর পাতালের (নরকের) ফটকগুলো তার বিপক্ষে প্রবল হবে না। আমি তোমাকে বেহেশতী রাজ্যের চাবিগুলো দেব; আর তুমি দুনিয়াতে যা কিছু বাঁধবে, তা বেহেশতে বেঁধে রাখা হবে, এবং দুনিয়াতে যা কিছু মুক্ত করবে, তাহা বেহেশতে মুক্ত হবে।" (মথি ১৬/১৮-১৯, মো.-১৩)

এ মহান ভাববাদী ও প্রধান সাহাবী অন্যান্য সাহাবীর সামনেই উলঙ্গ হয়ে থাকতেন। মৃত্যু থেকে যীশুর পুনরুত্থানের পরে শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে যোহন লেখেছেন (২১/৭) "অতএব, যীশু যাহাকে প্রেম করিতেন, সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন, উনি প্রভু। তাহাতে 'উনি প্রভু' এই কথা শুনিয়া শিমোন পিতর দেহে কাপড় জড়াইলেন, কেননা তিনি উলঙ্গ (naked) ছিলেন, এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।"

৭. ২. ৫. পিতরের অস্বীকার!

আমরা দেখেছি যে, যীশুর চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর ও প্রধান সাহাবী পিতর বেদনার্ত যীশুকে রেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। শুধু তাই নয়; উপরন্তু যীশুর গ্রেফতারের পর তিনি বারবার কসম করে, গালি দিয়ে, যীশুর সাথে তাঁর সম্পর্ক অস্বীকার করেন। যখন গ্রেফতারকারীরা যীশুকে নিয়ে মহাযাজকের কাছে যায় তখন পিতর দূরে থেকে তাঁর পিছে পিছে মহাযাজকের প্রাঙ্গন পর্যন্ড় গমন করেন এবং বাইরে প্রাঙ্গনে বসে থাকেন। তখন এক জন দাসী তাঁর নিকটে এসে বলেন, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে যীশুর সাথে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। এরপর অন্য এক দাসী তাঁকে দেখে সেই স্থানের লোকজনকে বলে, এই ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করেন এবং শপথ করে বলেন যে, যীশুকে তিনি চিনেনেই না। কিছুক্ষণ পরে যারা নিকটে দাঁড়িয়েছিল, তারা এসে পিতরকে বলে, সত্যই তুমিও তাহাদের এক জন। তখন পিতর অভিশাপ দিতে শুরু করেন (যীশুকে?) এবং শপথ করে বলতে থাকেন যে, তিনি তাঁকে চিনেনেই না। (মথি ২৬/৬৯-৭৫; মার্ক ১৪/৬৬-৭২; লূক ২২/৫৫-৬২; যোহন ১৮/১৬-১৮ ও ২৫-২৭)।

এ বর্ণনা থেকে খ্রিষ্টীয় চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর এ প্রধান প্রেরিতের বিষয়ে আমরা কী ধারণা লাভ করছি? বিশেষত যীশু পিতরকে বলেছিলেন যে, তাঁকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হত্যা করা হবে এবং তিন দিন পর তিনি উঠবেন। পিতর তা অনুধাবন করে অনুযোগও করেছিলেন। কী বলবেন এ আচরণকে? অবিশ্বাস? নির্বুদ্ধিতা? কাপুরুষতা?

৭. ২. ৬. পিতরের অন্যায়, লোক-ভয় ও ভণ্ডামি!

পবিত্র পুস্তকে পিতরকে অন্যায়কারী, মানুষের ভয়ে সঠিকপথ পরিত্যাগকারী ও ভণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পল লেখেছেন: "পিতর যখন আন্তিয়খিয়া শহরে আসলেন, তখন তাঁর মুখের উপরেই আমি

আপত্তি জানালাম, কারণ তিনি অন্যায় করেছিলেন। ... তাদের কয়েকজন ইয়াকুবের কাছ থেকে আসবার আগে পিতর অ-ইহুদিদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করতেন। কিন্তু যখন সেই দলের লোকেরা আসল তখন তিনি তাদের ভয়ে অ-ইহুদিদের সংগ ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আলাদা করে নিলেন। এন্টিয়কের অন্যান্য ঈমানদার ইহুদিরাও পিতরের সংগে এই ভণ্ডামিতে যোগ দিয়েছিল। এমনকি বার্নাবাসও তাদের ভণ্ডামির দরুন ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন ... ।" (গালাতীয় ২/১১-১৩, মো.-০৬)

৭. ২. ৭. পিতরের নির্বুদ্ধিতা

ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুসারে পিতর আগবাড়িয়ে কথা বলতেন, বেশি কথা বলতেন, কিন্তু কি বলতেন তা নিজেই বুঝতেন না। লূক ৯ অধ্যায়ে যীশুর সাথে মোশি ও এলিয় ভাববাদীদ্বয়ের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সময় পিতর ও অন্যান্য শিষ্য ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তাঁরা নবী দুজনকে দেখেন (লূক ৯/২৮-৩২)। এরপর "সেই দু'জন যখন ঈসার কাছ থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন পিতর ঈসাকে বললেন, হুজুর, ভালই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আমরা এখানে তিনটা কুঁড়েঘর তৈরী করি- একটা আপনার, একটা মূসার ও একটা ইলিয়াসের জন্য।' তিনি যে, কি বলছিলেন তা নিজেই বুঝলেন না।" (লূক ৯/৩৩, মো.-০৬)

এখানে ইঞ্জিলের লেখক লূক অথবা পবিত্র আত্মা নিজেই পিতরের নির্বুদ্ধিতার বিষয় নিশ্চিত করলেন।

৭. ২. ৮. পিতরের হত্যাকাণ্ড

আমরা উপরে দেখেছি যে, কেউ যীশুকে তার রাজা বলে না মানলে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বাইবেল থেকে জানা যায় যে, যীশুকে প্রভু মানার পরেও সামান্য ভুলভ্রান্তির জন্যও তাঁর প্রেরিতরা বা সাহাবীরা বিশ্বাসী খ্রিষ্টানদের হত্যা করতেন। পিতর ও প্রেরিতদের ধর্মপ্রচার প্রসঙ্গে প্রেরিত পুস্তক লেখেছে:

"তখন অননিয় নামে একজন লোক ও তার স্ত্রী সাফীয়া একটা সম্পত্তি বিক্রি করল। তার স্ত্রীর জানামতেই বিক্রির টাকার কিছু অংশ সে নিজের জন্য রেখে বাকী টাকা সাহাবীদের দিল। তখন পিতর বললেন, "অননিয়, কি করে শয়তান তোমার মন এমন ভাবে অধিকার করল যে, তুমি পাক রুহের কাছে মিথ্যা কথা বললে এবং জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে দিলে? বিক্রির আগে জমিটা কি তোমারই ছিল না? আর বিক্রির পরে টাকাগুলি কি তোমার হাতেই ছিল না? তবে তুমি কেন এমন কাজ করবে বলে ঠিক করলে? তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বল নি, কিন্তু আল্লাহর কাছে মিথ্যা কথা বলেছ।" এই কথা শোনামাত্র অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল। এই ঘটনার কথা যারা শুনল তারা সবাই ভীষণ ভয় পেল। পরে যুবকেরা উঠে তার গায়ে কাফন দিয়ে জড়াল এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে দাফন করল। এর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে অননিয়ের স্ত্রী সেখানে আসল, কিন্তু কি ঘটেছে সে তা জানত না। তখন পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,"বল দেখি, তুমি আর অননিয় সেই জমিটা কি এত টাকাতে বিক্রি করেছিলে?" সে বলল, "জী এত টাকাতেই।" তখন পিতর তাকে বললেন, "মাবুদের রুহকে পরীক্ষা করবার জন্য কেন তোমরা একমত হলে? দেখ, যে লোকেরা তোমার স্বামীকে দাফন করেছে তারা দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে, আর তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে। সাফীয়া তখনই পিতরের পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। আর ঐ যুবকেরা ভিতরে এসে তাকে মৃত অবস্থায় দেখল এবং তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাফন করল। তখন জামাতের সব লোক এবং অন্য যারা সেই কথা শুনল সবাই ভীষণ ভয় পেল।" (প্রেরিত ৫/১-১১, মো.-০৬)

সুপ্রিয় পাঠক, সবাইয়ের মত আপনিও কি ভয় পাচ্ছেন না? কোনো ধর্ম কি এত ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ হতে পারে? এভাবেই কি নরহত্যার মাধ্যমে অলৌকিকত্ব প্রমাণ হয়? ঈশ্বর কি এতই ভয়ঙ্কর সে সামান্যতম ভুল, লোভ বা মিথ্যার জন্য এভাবে হত্যা করেন?

৭. ২. ৯. পৃথিবীর সকল সৃষ্টির কাছে পলের ইঞ্জিল প্রচার

খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা একমত যে, যীশু খ্রিষ্ট ৩৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে স্বর্গারোহণ করেন। এর কয়েক বছর পরে সাধু পল নিজেকে যীশুর প্রেরিত বলে দাবি করেন। ৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পল জেরুজালেমে বন্দি হন এবং রোমে নেওয়ার পর সম্ভবত ৬২ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন। তিনি ৫০ থেকে ৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বছর দশেক রোম ও অন্যান্য স্থানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন। তিনি লেখেছেন যে, আকাশের নিচে সকল সৃষ্টির কাছেই তিনি সুসমাচার প্রচার করেছেন: "যদি তোমরা ঈমানে বদ্ধমূল ও অটল হয়ে স্থির থাক, এবং সেই ইঞ্জিলের প্রত্যাশা থেকে বিচলিত না হও যা তোমরা শুনেছ, যা আসমানের নিচে সমস্ত সৃষ্টির কাছে তবলিগ করা হয়েছে, আমি পৌল যার পরিচারক হয়েছি (the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister)। (কলসীয় ১/২৩, মো.-১৩)

তাহলে আমরা জানছি যে, আকাশের নিচে পুরো পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের এবং সকল পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, মাছ ইত্যাদি সকল সৃষ্টির কাছেই পল সুসমাচার প্রচার করেছিলেন!

৭. ২. ১০. পলের ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে ফেরেশতার প্রচার

আমরা দেখেছি যে, যীশুর সাহাবীরা ও ফিলিস্তিনের হিব্রু-খ্রিষ্টানদের সাথে সাধু পলের কঠিন মতভেদ ছিল। পল যে ইঞ্জিল প্রচার করতেন প্রেরিতরা তার বিপরীত ইঞ্জিল প্রচার করতেন। সাধু পলের ইঞ্জিলেরর মর্মবাণীঃ বিশ্বাস ও ভক্তিতে মুক্তি। পক্ষান্তরে প্রেরিতদের ইঞ্জিলের মর্মবাণীঃ বিশ্বাসের সাথে শরীয়ত পালন ও কর্ম ছাড়া বিশ্বাস মূল্যহীন। পল তার বিরোধীদের অনেক অভিশাপ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পল লেখেছেন: "কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে যে ইঞ্জিল তাবলিগ করেছি, তা ছাড়া অন্য কোন রকম ইঞ্জিল যদি কেউ তবলিগ করে– তা আমরাই করি, কিংবা বেহেশত থেকে আগত কোনো ফেরেশতাই করুক- তবে সে বদদোয়াগ্রস্ত (অভিশপ্ত) হোক। আমরা আগে যেমন বলেছি, এখনও আবার আমি বলছি, তোমরা যা গ্রহণ করেছ তা ছাড়া আর কোন ইঞ্জিল যদি কেউ তোমাদের কাছে তবলিগ করে, তবে সে বদদোয়াগ্রস্ত (অভিশপ্ত) হোক।" (গালাতীয় ১/৮-৯, মো.-১৩)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধু পলের সময়ে কোনো কোনো ফেরেশতাও তাঁর ইঞ্জিলের বিপরীত ইঞ্জিল প্রচার করছিলেন। নইলে সাধু পল তার অভিশাপের মধ্যে ফেরেশতার উল্লেখ করলেন কেন? একই অভিশাপের বার বার পুনরুক্তি থেকে অভিশাপের কাঠিন্য ও বিরোধিতার প্রচণ্ডতা বুঝা যায়।

এখানে লক্ষণীয় যে, মূল গ্রিক এবং ইংরেজি সকল ভার্শনে (gospel) বা ইঞ্জিল শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা অনুবাদে ইঞ্জিল, সুসমাচার, সুসংবাদ ইত্যাদি লেখা হয়েছে। এখানে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ সংস্করণের অনুবাদ লেখা হয়েছে।

৭. ২. ১১. প্রেরিতদের কিছু অযৌক্তিক-অশোভন নির্দেশনা

যীশু, ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মার নামে প্রেরিতদের বা সাহাবীদের অনেক শিক্ষা নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় বাহ্যত অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক। এখানে সামান্য কয়েকটা উদাহরণ উল্লেখ করছি।

৭. ২. ১১. ১. আত্মার বশে চললে তাওরাত মান্য করা নিষ্প্রয়োজন!

পল লেখেছেন: "তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিশাষ পূর্ণ করিবে না। কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে; কারণ এই দুইয়ের একটি অন্যটির বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর তাহা সাধন কর না। কিন্তু যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও, তবে তোমরা ব্যবস্থার

অধীন নও (But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law)।" (গালাতীয় ৫/১৬-১৮)

এখানে পল তিনটা শব্দ ব্যবহার করেছেন: আত্মা, মাংস ও ব্যবস্থা। বাহ্যত মাংস বলতে তিনি মানুষের জৈবিক প্রকৃতি বুঝিয়েছেন, আমরা ইসলামি পরিভাষায় যাকে 'নফস' বলি। প্রশ্ন হল, আত্মা বলতে কী বুঝিয়েছেন? এখানে তিনি পবিত্র আত্মা বা ঈশ্বরের আত্মা পরিভাষা ব্যবহার করেননি, বরং শুধু 'আত্মা' বলেছেন। এতে প্রতীয়মান যে, তিনি মানবীয় আত্মার কথাই বলেছেন। অর্থাৎ প্রতিটা মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান তা পবিত্র ও ভালর দিকে ধাবিত করে। কাজেই মানুষের উচিত নিজ আত্মার বশে থাকা। এজন্য ইংরেজি গড'স ওয়ার্ড ট্রানস্লেশন বাইবেল (GOD'S WORD Translation: GW) লেখেছে: (Live your life as your spiritual nature directs you. ... If your spiritual nature is your guide, you are not subject to Moses' laws) "তোমার আত্মিক/ আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নির্দেশনায় চল ...যদি তোমার আত্মিক বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তোমার নির্দেশক হয় তবে তুমি মূসার তৌরাতের/ শরীয়তের অধীন নও।"[৩০]

কোনো কোনো সংস্করণে আত্মা বলতে পবিত্র আত্মা বুঝাতে আত্মার আগে বন্ধনীর মধ্যে 'পবিত্র' শব্দ সংযোজন করা হয়েছে: "[Holy] Spirit"।[৩১] আমরা দেখেছি কেরির বঙ্গানুবাদে মূল অনুসারে শুধু আত্মা লেখা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দসে বন্ধনী ছাড়াই পবিত্র আত্মা/ পাক-রুহ্ লেখা হয়েছে।

ব্যবস্থা (the law) অর্থ তাওরাত। তাওরাত শব্দটার আভিধানিক অর্থ আইন বা ব্যবস্থা। ইংরেজি কিং জেমস ভার্শন ও অধিকাংশ সংস্করণে সর্বদা তাওরাত বুঝাতে ব্যবস্থা (the law) শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো ইংরেজি সংস্করণে তোরাহ (Torah) শব্দটাও ব্যবহার করা হচ্ছে। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ সাধারণত ইংরেজি the law এবং কেরির 'ব্যবস্থা'-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'তৌরাত কিতাব' অথবা 'তৌরাত শরীফ' লেখেছে (মথি ৫/১৭; ৫/১৮; ৭/১২; ১১/১৩; ১২/৫; ২২/৩৬; ২২/৪০...)। কিন্তু পলের এ বক্তব্যে 'তৌরাত' না লেখে 'শরীয়ত' লেখে বলা হয়েছে: "তোমরা পাক-রূহের অধীনে চলাফেরা কর... তোমরা যদি পাক-রূহের দ্বারাই পরিচালিত হও তবে তোমরা শরীয়তের অধীন নও।"

বাইবেলের অনুবাদগুলো বিভিন্নতার কারণেই আমরা উপরের দীর্ঘ আলোচনা করতে বাধ্য হলাম। উপরের বক্তব্যে পল জানিয়েছেন যে, মানুষ যদি তার নিজের আত্মার বা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয় তবে সে আর তৌরাতের থাকে না। তৌরাতের বা শরীয়তের কোনো বিধিবিধান আর তাকে মান্য করতে হবে না।

পাঠক, আপনি কি এ বাইবেলীয় শিক্ষার ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন? এ শিক্ষা মহাপাপের সকল দরজা খুলে দেয়। প্রতিটা মানুষই নিজের মধ্যে অনেক রকমের চিন্তা ও প্রেরণা অনুভব করে। বিশ্বাসী মানুষ এ সকল প্রেরণাকে প্রবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের নির্দেশ, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করেন। নরহত্যা, নরবলি, সন্তান-বলি, কন্যা-বলি, ব্যভিচার, অনাচার, অজাচার, মল-মূত্র বা বীর্য ভক্ষণ বা পান করা ইত্যাদি সকল প্রকারের মহাপাপ মানুষ আত্মার প্রেরণা, পবিত্র আত্মার প্রেরণা, ঈশ্বরের নির্দেশ, দেবতার আদেশ, স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির নামে করেছে এবং করছে। প্রতিটা মানুষই নিজের কর্মকে সঠিক বা ঈশ্বর নির্দেশিত বলে মনে করছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস, খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাস, খ্রিষ্টধর্মের প্রাচীন বিভিন্ন মারফতি (gnostic) সম্প্রদায়ের

---

[৩০] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians%205&version=GW
[৩১] https://www.biblegateway.com/verse/en/Galatians%205:18

ইতিহাস, খ্রিষ্টীয় চার্চ, পাদরি, যাজক, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ইতিহাস পড়লে পাঠক ঈশ্বরের নামে বা পবিত্র আত্মার নামে পালিত এরূপ হাজার হাজার মহাপাপের কথা জানতে পারবেন। এখন যদি আপনি মানুষকে ঢালাও লাইসেন্স প্রদান করেন যে, আত্মিক প্রেরণা বা পবিত্র আত্মার নির্দেশে চললে আর তাওরাত বা শরীয়ত মানতে হবে না তবে কোনো মানুষ কি তার মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে পারবে?

মহান সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ তা অনুধাবনের দায়িত্ব যদি মানুষের মনের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তাকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এজন্যই যুগে যুগে নবীরা আসমানি পুস্তকের মাধ্যমে এ বিষয়ক মূলনীতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। শয়তানের প্রেরণা আর পবিত্র আত্মার প্রেরণার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট ঐশ্বরিক বিধান ও ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে মানব সমাজকে পশু সমাজে পরিণত হতে কত দিন লাগবে? মনে করুন, একটা রাষ্ট্র ঘোষণা দিল, যে নাগরিক তার বিবেক অনুসারে চলবে, এবং বিবেকের নির্দেশনায় সরকারি দলে যোগ দেবে তার ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন প্রযোজ্য হবে না। আপনি কি সে রাষ্ট্রে বাস করা নিরাপদ মনে করবেন? গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

"So, if you are on God's side - you can break the law? What? If you are guided by the spirit, you are not under the law? Aren't these Biblical guidelines designed for poor mental-health and penitentiary living?" "তাহলে, আপনি যদি ঈশ্বরের পক্ষে থাকেন তবে আপনি আইন, শরীয়ত বা তৌরাত লঙ্ঘন করতে পারবেন। বিষয়টা কী হল? আপনি যদি আত্মা দ্বারা পরিচালিত হন তবে আপনি আর তৌরাতের অধীন নন? বাইবেলের এ নির্দেশগুলোকে কি মানসিক সুস্থতায় দুর্বল ও সংশোধনী কারাগারে অবস্থানরতদের জন্য বানানো হয়নি?"[৩২]

৭. ২. ১১. ২. বিধবার বিবাহের আগ্রহ খ্রিষ্টবিরোধী ও অভিশাপযোগ্য

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, যীশুকে ভালবাসতে হলে পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাইবোন সকলকেই ঘৃণা ও পরিত্যাগ করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় পল বলছেন, যুবতী মেয়ে বিধবা হলে আবার বিবাহ করতে চাওয়া খ্রিষ্ট বিরোধী। খ্রিষ্টভক্তি নষ্ট হওয়ার কারণেই সে বিবাহে আগ্রহী হয়। এজন্য কোনো খ্রিষ্টভক্ত যুবতী বিধবা যদি বিবাহ করতে চায় তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং অভিশপ্ত ও শাস্তিযোগ্য হয়।

১ তীমথিয় ৫/১১-১২ ইংরেজি (KJV) নিম্নরূপঃ "But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry; Having damnation, because they have cast off their first faith" অর্থাৎ: "যুবতী বিধবাদের প্রত্যাখ্যান করবে; কারণ যখনই তাদের মধ্যে খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে অসৎচরিত্রতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তখনই তারা বিবাহ করতে চায়। ফলে তারা অভিশাপ লাভ করে; কারণ তারা তাদের প্রথম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে।"

কেরিঃ "যুবতী বিধবাদিগকে অস্বীকার কর, কেননা খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে বিলাসিনী হইলে তাহারা বিবাহ করিতে চায়; তাহারা প্রথম বিশ্বাস অগ্রাহ্য করাতে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।" জুবিলী বাইবেলঃ "কোন যুবতী বিধবাকে তুমি কিন্তু তালিকাভুক্ত করবে না, কারণ খ্রীস্টের অযোগ্য কামনায় আকর্ষিতা হওয়ামাত্র তারা আবার বিবাহ করতে চায়, আর এমনটা ক'রে তারা প্রথম বিশ্বাস অবহেলা করেছে বলে নিজেদের উপর বিচার ডেকে আনে।" কি. মো.-১৩: "যুবতী বিধবাদেরকে বিধবার তালিকায় গণনা করো না, কেননা তারা ইন্দ্রিয়তাড়িত হয়ে মসীহের বিরুদ্ধচারী হলে তারা বিয়ে করতে চায়; এতে তারা প্রথম ঈমান অগ্রাহ্য করেছে বলে নিজেদের উপর শাস্তি ডেকে আনে।"

উপরের এ বক্তব্য থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো জানছি:

---

[৩২] http://www.thegodmurders.com/id91.html

(ক) বিবাহ করার প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বাসনাটা খ্রিষ্টবিরোধী একটা কর্ম।

(খ) শুধু খ্রিষ্টবিরোধী ও খ্রিষ্টের অযোগ্য মানুষই এরূপ বাসনা করতে পারে।

(গ) এরূপ বাসনার কারণে উক্ত ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

(ঘ) যীশুর বিষয়ে সকল বিশ্বাস থাকার পরেও এরূপ বাসনা পোষণ বা কার্যকর করার কারণে উক্ত নারী অভিশাপ ও শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

পাঠক, আপনি কি এ শিক্ষাকে মানবিক ও স্বাভাবিক মনে করেন?

৭. ২. ১১. ৩. অর্থের ভালবাসা সকল পাপের মূল?

১ তীমথিয় ৬/১০ ইংরেজি কিং জেমস ও রিভাইজড স্টান্ডার্ড উভয় ভার্শনেই নিম্নরূপ: "For the love of money is the root of all evil" অর্থাৎ "অর্থের ভালবাসাই সকল অন্যায়ের একমাত্র মূল"। কেরি: "ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল"। জুবিলী: "অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল।" কিতাবুল মোকাদ্দস: "সব রকম খারাপীর গোড়াতে রয়েছে টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসা।"

উপরের শিক্ষার মতই এটা একটা অতিরঞ্জন মাত্র। বিবাহের বাসনার মতই অর্থের ভালবাসা মানবীয় প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকলের মধ্যেই তা আছে ও থাকতে হবেই। এর সীমালঙ্ঘন বা অপব্যবহার খারাপ হতে পারে, মূল বাসনা বা ভালবাসা কখনোই পাপ হতে পারে না। মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক বিষয়কে পাপ বা সকল পাপের মূল বললে মুর্খ ভক্তরা উদ্বেলিত ও বিমুগ্ধ হন, কিন্তু বিবেকবান সচেতন মানুষের মনে হাজারো প্রশ্ন জাগে।

অষ্টম অধ্যায়

অযৌক্তিকতা ও অশালীনতা

পূর্ববর্তী দু' অধ্যায়ে আমরা বাইবেলীয় অশোভনীয়তার মধ্য থেকে ঈশ্বর ও নবীদের প্রসঙ্গ এবং যীশু ও প্রেরিতদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বাইবেলীয় অযৌক্তিকতা ও অশালীনতার (Bible Absurdities, Vulgarities & Obscenities) অন্যান্য কয়েকটা দিক আলোচনা করব। উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ের অধিকাংশ উদ্ধৃতি কিতাবুল মোকাদ্দস ২০০৬ থেকে গৃহীত।

৮. ১. অযৌক্তিক বিধিবিধান

বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অনেক বিধান অযৌক্তিক বা অমানবিক বলে উল্লেখ করেছেন বাইবেল সমালোচকরা। আমরা নিম্নে কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করছি:

৮. ১. ১. কোরবানির নামে পশু পোড়ানো ও রক্ত মাখানো

বাইবেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান পশু, পাখি ও শস্য কোরবানি বা উৎসর্গ করা। তবে লক্ষণীয় হল কোরবানিকৃত পশু বা শস্য পুড়িয়ে ফেলার বিধান। মানুষদেরকে খাওয়ানোর জন্য পশু-প্রাণি জবাই করা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের কল্যাণের কারণে তা পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত। তবে বাইবেলের কোরবানি মানুষের কল্যাণে নয়। জবাইকৃত প্রাণির রক্ত ছিটিয়ে এবং প্রাণিটাকে পুড়িয়ে গোনাহের কাফফারার জন্য। কয়েক প্রকার কোরবানি পুরোটাই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আর কয়েক প্রকার কোরবানির কিছু অংশ পুরোহিত বা যাজক (ইমাম) পাবেন এবং অবশিষ্ট পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আর যে কুরবানির গোশত খাওয়া যায় তাও কুরবানির দিনেই খেয়ে ফেলতে হবে: "কোরবানীর দিনেই তার গোশত খেয়ে ফেলতে হবে; পরের দিন সকাল পর্যন্ত তার কিছু রেখে দেওয়া চলবে না।" (লেবীয়: ২২/৩০) পাঠক যাত্রাপুস্তক ২৯/১০-২৮ এবং লেবীয় পুস্তকের ১ থেকে ৭ অধ্যায় পাঠ করলে বিভিন্ন প্রকারের কুরবানির বিস্তারিত নিয়ম জানতে পারবেন।

বাইবেলীয় কোরবানির মূল উদ্দেশ্য কোরবানির পশুর পোড়া মাংস ও চর্বির ঘ্রাণের দ্বারা ঈশ্বরকে খুশি করা। পবিত্র বাইবেলের অন্যতম নির্দেশনা: পুড়ানো পশুর সৌরভ-খোশবুতে ঈশ্বর খুশি হন এবং এ কারণে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত, কাফ্ফারা বা গোনাহ মাফ করেন। মহাপ্লাবনের পরে নোহ তাঁর জাহাজের মধ্যে বিদ্যমান সামান্য কিছু প্রাণির মধ্যে থেকে কয়েকটা পশু ও পাখি নিয়ে কোরবানি করে পুড়িয়ে ফেলেন: "মাবুদ সেই কোরবানীর খোশবুতে খুশি হলেন এবং মনে মনে বললেন, মানুষের দরুন আর কখনও আমি মাটিকে বদদোয়া দেব না... (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৮/২০-২১)।

এভাবে কয়েকটা পশু ও পাখির পোড়া চর্বি বা মাংসের খোশবুতে ঈশ্বর এত খুশি হলেন যে, আর কখনো মহাপ্লাবন দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

বাইবেলে প্রায় অর্ধশত স্থানে বলা হয়েছে যে, পোড়ানো পশুর সুমিষ্ট স্বাদ-খোশবুতে (sweet savour/ pleasing to the Lord) ঈশ্বর খুশি হন। (আদিপুস্তক ৮/২১; যাত্রাপুস্তক ২৯/১৮; ২৯/২৫; ২৯/৪১; লেবীয় ১/৯; ১/১৩; ১/১৭; ২/২; ২/৯; ২/১২; ৩/৫; ৩/১৬; ৪/৩১; ৬/১৫; ৬/২১; ৮/২১; ৮/২৮; ১৭/৬; ২৩/১৩; ২৩/১৮; গণনাপুস্তক ১৫/৩; ১৫/৭; ১৫/১০; ১৫/১৩; ১৫/১৪; ১৫/২৪; ১৮/১৭; ২৮/২; ২৮/৬; ২৮/৮; ২৮/১৩; ২৮/২৪; ২৮/২৭; ২৯/২; ২৯/৬; ২৯/৮; ২৯/১৩; ২৯/৩৬; যিহিস্কেল ৬/১৯; ২০/৪১...।)

জবাইকৃত প্রাণির রক্ত ছিটানোর উদ্দেশ্য, রক্ত দেখে যেন ঈশ্বর আপন-পর চিনতে পারেন। ঈশ্বর বনি-ইসরাইলদের বলেনঃ "সেই সব ঘরের দরজার চৌকাঠের দু'পাশে এবং উপরে কিছু রক্ত নিয়ে লাগিয়ে দেবে ... তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে সেটাই হবে তোমাদের চিহ্ন। আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এড়িয়ে যাব..।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ১২/৭, ১৩, কি.মো.-২০০৬)

তাহলে 'কোরবানি'-র উদ্দেশ্য পোড়া গোশতের খোশবু দিয়ে ঈশ্বরকে খুশি করা এবং রক্ত দেখিয়ে নিরাপত্তা পাওয়া। বাইবেলীয় কোরবানিগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) 'burnt sacrifice/ burnt offering': কেরিঃ 'হোমবলি', জুবিলীঃ 'আহুতি', বাইবেল-২০০০ঃ পোড়ানো-উৎসর্গ এবং কিতাবুল মোকাদ্দসঃ 'পোড়ানো কোরবানী'।

(২) 'meat offering': কেরিঃ 'ভক্ষ্য নৈবেদ্য', জুবিলীঃ 'শস্য নৈবেদ্য' এবং কি. মো.-২০০৬ঃ শস্য কোরবানী, এবং বা.-২০০০ ও কি. মো.-২০১৩ঃ 'শস্য উৎসর্গ'।

(৩) 'peace offering': কেরিঃ 'মঙ্গলার্থক বলি', জুবিলীঃ 'মিলন-যজ্ঞ', বাইবেল-২০০০ঃ যোগাযোগ উৎসর্গ, কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ঃ যোগাযোগ কোরবানী এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ঃ মঙ্গল কোরবানী।

(৪) 'sin offering': কেরিঃ পাপার্থক বলি, জুবিলীঃ পাপার্থে বলি, বাইবেল-২০০০ঃ পাপ-উৎসর্গ, কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ঃ গুনাহের জন্য কোরবানী ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ঃ গুনাহ-কোরবানী।

(৫) 'the trespass offering, কেরিঃ দোষার্থক বলি, জুবিলীঃ সংস্কার-বলি, বাইবেল-২০০০ঃ দোষ-উৎসর্গ, কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ঃ দোষের কোরবানী এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ঃ দোষ-কোরবানী।

সকল কোরবানির ক্ষেত্রেই মূল উদ্দেশ্য উৎসর্গকৃত পশুকে পুড়িয়ে ঈশ্বরকে খুশি করা। এ বিষয়ক বাইবেলীয় একটা নির্দেশনাঃ

"যদি সে গরু দিয়ে পোড়ানো কোরবানী (burnt sacrifice) দিতে চায় তবে সেটা হতে হবে একটা নিখুঁত ষাঁড়। মাবুদ যাতে তার উপর সন্তুষ্ট হন সেজন্য তাকে সেই ষাঁড়টা মিলন-তাম্বুর (জমায়েত-তাঁবুরঃ the tabernacle of the congregation) দরজার কাছে উপস্থিত হতে হবে। পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আনা সেই ষাঁড়টার মাথার উপরে সে তার হাত রাখবে; আর সেটা তার জায়গায় তার গুনাহ্ ঢাকবার জন্য কবুল করা হবে (atonement: কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তরূপে। কি. মো.-২০১৩ঃ "আর তা কাফফারা হিসেবে তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে)। তারপর মাবুদের সামনে সে ষাঁড়টা জবাই করবে আর হারুনের যে ছেলেরা ইমাম তারা তার রক্ত দিয়ে মিলন-তাম্বুর দরজার সামনে রাখা কোরবানগাহ্‌টার চারপাশের গায়ে ছিটিয়ে দেবে। কোরবানীদাতা ঐ পোড়ানো-কোরবানীর ষাঁড়টার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তার গোশত টুকরা টুকরা করে কাটবে। ইমাম হারুনের ছেলেরা সেই কোরবানগাহের উপরে আগুন জ্বালিয়ে তার উপর কাঠ সাজাবে। তারপর তারা কোরবানগাহের উপরকার জ্বলন্ত কাঠের উপরে সেই ষাঁড়ের মাথা, চর্বি ও গোশতের টুকরাগুলো সাজাবে। কোরবানীদাতা সেটার পা এবং পেটের ভিতরের সমস্ত অংশ পানিতে ধুয়ে দেবে এবং ইমাম সেগুলো সুদ্ধ গোটা ষাঁড়টাই কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে। এটা পোড়ানো-কোরবানী, আগুনে দেওয়া কোরবানীর মধ্যে একটা, যার খোশবুতে মাবুদ খুশী হন ....

মাবুদের উদ্দেশ্যে এই পোড়ানো কোরবানী যদি কোন পাখী দিয়ে দেওয়া হয় তবে কোরবানীদাতাকে একটা ঘুঘু বা কবুতর আনতে হবে। ইমাম সেটা কোরবানগাহের কাছে নিয়ে যাবে এবং তার মাথাটা মুচড়ে গলা থেকে আলাদা করে নিয়ে কোরবানগাহের উপরে পুড়িয়ে দেবে আর রক্তটা চেপে বের করে

কোরবানগাহের একপাশের গায়ের উপর ফেলবে। কোরবানীদাতা পাখীটার গলার থলি ও তার মধ্যকার সব কিছু কোরবানগাহের পূর্বদিকে ছাইয়ের গাদায় ফেলে দেবে। সে ডানা ধরে পাখীটা এমনভাবে ছিঁড়বে যেন সেটা দুই টুকরা হয়ে যায়। তারপর ইমাম সেটা নিয়ে কোরবানগাহের উপরকার জ্বলন্ত কাঠের উপর পুড়িয়ে দেবে। এটা পোড়ানো কোরবানী, আগুনে দেওয়া কোরবানীর মধ্যে একটা, যার খোশবুতে মাবুদ খুশী হন।" (লেবীয় ১/৩-১৭)

বাইবেলে দু'শতাধিক স্থানে এভাবে 'পোড়ানো কোরবানি' করার নির্দেশনা রয়েছে। লক্ষ লক্ষ প্রাণিকে এভাবে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। যেমন শলোমন একদিনে ১০০০ পশু এভাবে 'পোড়ানো কুরবানি' দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। আর এতে ঈশ্বর এত খুশি হলেন যে, তাঁকে তাঁর প্রার্থিত সব কিছু প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। "সোলায়মান মাবুদকে মহব্বত করতেন, সেজন্য তাঁর বাবা দাউদের হুকুম অনুসারে চলাফেরা করতেন; কিন্তু তিনি এবাদতের উঁচু স্থানগুলোতে (বেদিগুলোতে) পশু কোরবানী দিতেন এবং ধূপ জ্বালাতেন। বাদশাহ একদিন পশু-কোরবানীর জন্য গিবিয়োনে গিয়েছিলেন, কারণ কোরবানীর জন্য সেখানকার এবাদতের উঁচু স্থানটা ছিল প্রধান। সোলায়মান সেখানে এক হাজার পশু দিয়ে পোড়ানো কোরবানী (burnt-offerings) দিলেন। গিবিয়োনে মাবুদ স্বপ্নের মধ্যে সোলায়মানের কাছে উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে যা চাইবে আমি তা-ই তোমাকে দেব।" (১ বাদশাহনামা ৩/৩-৫)

অন্যত্র শলোমন একবারেই ২২ হাজার ষাঁড় ও এক লক্ষ ২০ হাজার ভেড়া কোরবানি দেন। (১ বাদশাহনামা/রাজাবলি ৮/৬৩)

উপরে পাঠক 'পোড়ানো কোরবানি'-র পদ্ধতি দেখলেন। পবিত্র বাইবেলে বিভিন্ন প্রকারের কোরবানির পদ্ধতি প্রায় একই: জবাইকৃত প্রাণি পুড়িয়ে ফেলা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো প্রাণিটিকেই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অংশ ইমাম বা যাজকরা ভক্ষণ করবেন।

বাইবেলীয় কোরবানির ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, তা হল ৭ দিনের শাবককে কোরবানি করা। "তোমাদের গরু ও ভেড়ার বেলায়ও তা-ই করবে। সাত দিন পর্যন্ত তাদের বাচ্চাগুলো মায়ের কাছে থাকবে, তারপর আট দিনের দিন সেগুলো আমাকে দিয়ে দিতে হবে।" (হিজরত/যাত্রাপুস্তক ২২/২৯-৩০)

"জন্মের পরে গরু, ভেড়া বা ছাগলের বাচ্চাকে তার মায়ের সংগে সাত দিন পর্যন্ত থাকতে দিতেই হবে। আট দিনের দিন থেকে সেগুলো মাবুদের উদ্দেশে আগুনে দেওয়া কোরবানী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।" (লেবীয় ২২/২৭)

অবলা পশু পোড়ানোয় ঈশ্বর এত খুশি হন যে, বড় বড় বিপদও এতে কেটে যায়। পশুটা যত ছোট ও দুগ্ধপোষ্য হবে তাকে পুড়ালে ঈশ্বর তত বেশি খুশি হবেন। বাইবেলে এ জাতীয় অনেক ঘটনা বিদ্যমান। একটা ঘটনা দেখুন:

"বনি-ইসরাইলরা মিস্পাতে জমায়েত হয়েছে শুনে ফিলিস্তিনীদের শাসনকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য গেলেন। সেই কথা শুনে বনি-ইসরাইলরা ফিলিস্তিনীদের দারুন ভয় পেল। তারা শামুয়েলকে বলল, 'আমাদের মাবুদ যেন ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেন সেজন্য মাবুদের কাছে আপনি ফরিয়াদ জানাতে থাকুন। তখন শামুয়েল এমন একটা ভেড়ার বাচ্চা নিলেন যেটা দুধ ছাড়েনি (একটা দুধ-খাওয়া বাচ্চা a sucking lamb), আর গোটা বাচ্চাটা দিয়ে তিনি মাবুদের উদ্দেশে একটা পোড়ানো-কোরবানী দিলেন। তিনি বনি-ইসরাইলদের হয়ে মাবুদকে ডাকলেন এবং মাবুদও তাঁকে জবাব দিলেন। শামুয়েল যখন পোড়ানো-কোরবানী দিচ্ছিলেন সেই সময় বনি-ইসরাইলদের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য ফিলিস্তিনীরা এগিয়ে আসল। কিন্তু সেই দিন মাবুদ

ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে বাজ পড়বার মত ভীষণ শব্দে গর্জন করে উঠলেন। তাতে ভয়ে তাদের দল ভেংগে গেল এবং তারা বনি-ইসরাইলদের কাছে হেরে গেল।" (১ শামুয়েল ৭/৭-১০)

সুপ্রিয় পাঠক, একটা দুগ্ধপোষ্য, কচি ছাগলের বাচ্চাকে কি আপনি এভাবে মেরে পুড়িয়ে ফেলতে পারবেন? নিজের, আত্মীয়দের বা দরিদ্রদের খাদ্যের জন্য নয়, শুধু ঈশ্বরকে খুশি করতে এরূপ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাকে পুড়াতে হবে?

৮. ১. ২. নরবলি ও মানুষ পোড়ানোর বিধান

পশু-পাখি কোরবানির নামে জবাই করে বা গলা ছিড়ে পুড়িয়ে ফেলা ছাড়াও বাইবেল নরবলির বিধান দিয়েছে। মানুষ বলি দেওয়াতে কোনো সমস্যা তো নেই-ই; বরং বলি দেওয়াই ঈশ্বরের মূল বিধান। প্রত্যেক পরিবারের প্রথম পুত্র এবং প্রত্যেক প্রাণির প্রথম বাচ্চাকে ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ বা কোরবানি করাই ঈশ্বরের মূল বিধান। জন্মের পরে সাত দিন তারা মায়েদের কাছে থাকবে। অষ্টম দিনে তাদের হত্যা করতে হবে বা ঘাড় ভেঙ্গে দিতে হবে। তবে কেউ যদি প্রথম পুত্র বা প্রথম বাছুরটাকে কোরবানি করতে ইচ্ছুক না হয় তবে বিকল্প অন্য কোনো প্রাণি দিয়ে তাকে মুক্ত করতে পারবে।

ঈশ্বর বলেন: "বনি-ইসরাইলদের সব প্রথম ছেলেই আমার। মিসর দেশের প্রথম ছেলেদের মেরে ফেলবার সময় আমি বনি-ইসরাইলদের মধ্যেকার প্রত্যেকটা প্রথম পুরুষ সন্তানকে আমার জন্য পবিত্র করে রেখেছি– সে মানুষের হোক বা পশুর হোক। তারা আমার।" (গণনাপুস্তক/ শুমারী ৩/১৩)

ঈশ্বর আরো বলেন: "তোমাদের ফসল এবং আংগুর-রস (মদ: liquors) থেকে আমাকে যা দেবার তা দিতে দেরি কোরো না। তোমাদের প্রথম ছেলে আমাকে দিতে হবে। তোমাদের গরু ও ভেড়ার বেলায়ও তা-ই করবে। সাত দিন পর্যন্ত তাদের বাচ্চাগুলো মায়ের কাছে থাকবে, তারপর আট দিনের দিন সেগুলো আমাকে দিয়ে দিতে হবে।" (হিজরত/যাত্রাপুস্তক ২২/২৯-৩০)

ঈশ্বর অন্যত্র বলেন: "গর্ভের প্রত্যেকটা প্রথম পুরুষ সন্তান আমার। এমন কি, তোমাদের সমস্ত পশুপালের প্রত্যেকটা পুরুষ বাচ্চাও আমার। তবে গাধার প্রথম পুরুষ বাচ্চার বদলে একটা ভেড়ার বাচ্চা দিয়ে গাধার বাচ্চাটাকে ছাড়িয়ে নেবে। সেই বাচ্চাটাকে যদি ছাড়িয়ে নেওয়া না যায় তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিতে হবে। তোমাদের প্রত্যেকটা প্রথম ছেলেকেও ছাড়িয়ে নিতে হবে।" (হিজরত ৩৪/১৯)

এভাবে বাইবেলের বিধান অনুসারে মানুষের ও পশুর গর্ভের প্রথম সন্তান ঈশ্বরের জন্য কোরবানি করতে হবে। তবে এ কোরবানির পরিবর্তে কাফফারা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু যদি কেউ কোনো মানুষকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানত বা উৎসর্গ (devote) করে তবে তাকে আর মুক্তি দেওয়া যাবে না; তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে: "আর কোন ব্যক্তি তার সর্বস্ব থেকে মানুষ বা পশু বা অধিকৃত ক্ষেত থেকে, যা কিছু মাবুদের উদ্দেশে শর্তহীনভাবে উৎসর্গ করে, তা বিক্রি করা কিংবা মুক্ত হবে না; মাবুদের কাছে শর্তহীন উৎসর্গকৃত বস্তু মাবুদের উদ্দেশে অতি পবিত্র। মানুষের মধ্যে যে কেউ মাবুদের কাছে শর্তহীনভাবে উৎসর্গকৃত, তাকে মুক্ত করা যাবে না; তাকে হত্যা করতে হবে (surely be put to death)।" (লেবীয় ২৭/২৮-২৯, মো.-১৩)

বাইবেলের ধর্মতত্ত্ব অনুসারে 'বলি'-র মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে পবিত্র করেন। ক্যাথলিক বাইবেলের একটা পুস্তক 'The Wisdom /The Book of The Wisdom of Solomon': প্রজ্ঞাপুস্তক বা শলোমনের প্রজ্ঞাপুস্তক। এটা ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মের ২৭ নং পুস্তক। এ পুস্তকের একটা বক্তব্য নিম্নরূপ: "As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings he took them to himself." "হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন, যোগ্য আহুতিবলি (পোড়ানো

কুরবানী) রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।" (জুবিলী বাইবেল, প্রজ্ঞাপুস্তক ৩/৬)

লক্ষণীয় যে, শুধু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই শিশু বা মানুষ বলি দিতে হবে। অন্য কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষ বা শিশু বলি দেওয়া নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ: "তাদের পূর্বপুরুষদের মূর্তিগুলো তাদের কাছে ভাল লেগেছে। .... প্রথমে জন্মেছে এমন প্রত্যেকটি সন্তানকে তারা আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী দিয়েছে, আর তার মধ্য দিয়েই আমি তাদের নাপাক হতে দিলাম... ।" (ইহিস্কেল ২০/২৪-২৬)

অন্যত্র ঈশ্বর বলছেন: "কোনো ইসরাইলীয় কিংবা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বাস করা অন্য জাতির কোন লোক যদি মোলক-দেবতার কাছে তার কোনো ছেলে বা মেয়ে কোরবানী করে তবে সেই লোককে হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১-২)

৮. ১. ৩. কুমারী মেয়েকে পোড়ানো কোরবানি দেওয়া

বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, কোনো মানুষকে কোরবানির জন্য মানত করা ও পুড়ানো কোরবানি দেওয়া প্রশংসনীয় কর্ম। যিপ্তহ (Jephthah) ইহুদিদের একজন প্রসিদ্ধ সর্দার। তিনি ঈশ্বরের আত্মায় পূর্ণ ছিলেন তিনি ঈশ্বরের জন্য বিশটা শহর ও গ্রাম ধ্বংস করেন এবং বাসিন্দাদেরকে হত্যা করেন (বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ ১১/৩২)। তিনি তার নিজের একমাত্র কুমারী মেয়েকে বলি দেন: "পরে মাবুদের রূহ (the Spirit of the LORD) যিপ্তহের উপরে আসলেন... আর যিপ্তহ মাবুদের উদ্দেশে মানত করে বললেন, তুমি যদি অম্মোনীয়দেরকে নিশ্চয় আমার হাতে তুলে দাও, তবে অম্মোনীয়দের কাছ থেকে যখন আমি সহিসালামতে ফিরে আসবো, তখন যাকিছু আমার বাড়ির দরজা থেকে বের হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তা নিশ্চয়ই মাবুদেরই হবে, আর আমি তা পোড়ানো কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবো।" (বিচারকর্তৃগণ ১১/২৯-৩১, মো.-১৩)

এরপর যিপ্তহ বিজয় লাভ করে ঘরে ফেরার পর প্রথমেই তার একমাত্র সন্তান কুমারী কন্যা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি মানত অনুসারে তার কন্যাকে পোড়ানো কোরবানি করেন, অর্থাৎ জবাই করে পুড়িয়ে ফেলেন: "পিতা যে মানত করেছিলেন, সেই অনুসারে তার প্রতি করলেন।" (কাজীগণ১১/৩৯, মো.-১৩) বাহ্যত তাঁর কুমারী মেয়ের পোড়ানো মাংস ও চর্বির খোশবুতে ঈশ্বর প্রীত হয়েছিলেন।

৮. ১. ৪. নরমাংস ভক্ষণ ও নিজ সন্তানের মাংস ভক্ষণ

নরবলি দেওয়ার পাশাপাশি নরমাংস ভক্ষণও বাইবেলের একটা পরিচিত কর্ম। এমনকি নিজের সন্তান হত্যা করে রান্না করে খাওয়াও বাইবেল স্বীকৃত কর্ম: "ইসরাইলের বাদশাহ একদিন যখন শহরের দেয়ালের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে তাঁকে বলল, হে আমার প্রভু মহারাজ, আমাকে সাহায্য করুন। ... এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বলেছিল, 'আজ তোমার ছেলেকে আমাদের খেতে দাও, কাল আমরা আমার ছেলেকে খাব।' কাজেই আমরা আমার ছেলেকে রান্না করে খেয়েছি। পরের দিন আমি তাকে বললাম, 'এবার তোমার ছেলেকে আমাদের খেতে দাও।' কিন্তু সে তাকে লুকিয়ে রেখেছে।" (২ বাদশাহনামা ৬/২৬-২৯)

পাঠক, কল্পনা করতে পারেন! নিজের সন্তানকে হত্যা করে আবার উপাদেয় করে রান্না করে খাওয়া হচ্ছে! ঈশ্বরের প্রিয় পবিত্র সন্তানদের এই কর্ম!

বাইবেল বার বার বলছে যে, অবাধ্যদের শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর নরমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা করেন। যেমন: "তোমার উপর যারা জুলুম করে আমি তাদের গোশত তাদেরই খাওয়াব।" (যিশাইয়/ ইশাইয়া ৪৯/২৬)। "আর তোমরা নিজ নিজ পুত্রদের মাংস ভোজন করবে ও নিজ নিজ কন্যাদের মাংস ভোজন করবে" (লেবীয় ২৬/২৯, মো.-১৩)। "তখন আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুত্রদের মাংস এবং

তাহাদের কন্যাদের মাংস ভোজন করাইব, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন বন্ধুর মাংস খাইবে" (যিরমিয় ১৯/৯)। "পিতারা সন্তানদেরকে ভোজন করবে, ও সন্তানেরা নিজ নিজ পিতাকে ভোজন করবে" (যিহিস্কেল/ ইহিস্কেল ৫/১০, মো.-১৩)।

"কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের মাবুদ আল্লাহর কথায় কান না দাও এবং আজকের দেওয়া আমার এই সব হুকুম ও নিয়ম যত্নের সংগে পালন না কর, তবে ... সেগুলো ঘেরাও করে রাখবার সময় শত্রুরা তোমাদের এমন কষ্টে ফেলবে যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকেই খাবে, অর্থাৎ তোমাদের মাবুদ আল্লাহর দেওয়া ছেলেমেয়েদের গোশত খাবে।.... তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক কোমল স্বভাবের এবং এমন ভাল অবস্থায় মানুষ হয়েছে যে, তাকে কোন দিন মাটিতে পা ফেলতে হয় নি, তারও তার প্রিয় স্বামী ও ছেলেমেয়েদের প্রতি কোন দয়ামায়া থাকবে না। সন্তান জন্মের পর সেই সন্তান এবং তার পরে শরীর থেকে বের হয়ে আসা ফুল, এর কোনটাই সে তাদের খেতে দেবে না। ... সে নিজেই সেই ফুল ও সন্তান চুপিচুপি খাবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮/১৫ ও ৫৩-৫৭)

গ্যারি ডেভানি লেখেছেনঃ "If you don't obey the Biblical God, He will make you secretly eat your child? Could you acquit your God for doing this to you and your infant? Can you visualize the monster of monsters within the pages of the Bible?" "আপনি যদি বাইবেলের ঈশ্বরের আনুগত্য না করেন তবে তিনি আপনার জন্য ব্যবস্থা করবেন যে, আপনি নিজেই গোপনে আপনার সন্তানকে ভক্ষণ করবেন। আপনার ও আপনার শিশুর প্রতি এরূপ কর্ম করার কারণে আপনি কি আপনার ঈশ্বরকে নির্দোষ বলে গণ্য করতে পারেন? আপনি কি বাইবেলের পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে দানবকুলের মহাদানবকে দেখতে পান?"[১]

বাইবেল অন্যত্র বলছেঃ "সেখানে তোমরা গোশত ও রক্ত খাবে। তোমরা শক্তিশালী লোকদের গোশত খাবে এবং দুনিয়ার শাসনকর্তাদের রক্ত খাবে; এই লোকেরা যেন বাশন দেশের মোটাসোটা পুরুষ ভেড়া, বাচ্চা-ভেড়া, ছাগল ও ষাঁড়। যে কোরবানীর ব্যবস্থা আমি তোমাদের জন্য করব তাতে তোমরা পেট না ভরা পর্যন্ত চর্বি খাবে এবং মাতাল না হওয়া পর্যন্ত রক্ত খাবে।" (ইহিস্কেল ৩৯/১৭-১৯)

৮. ১. ৫. অপরাধের কারণে পুড়িয়ে হত্যা করা

মানুষকে পোড়ানো কোরবানি দেওয়া ছাড়াও মানুষ পোড়ানোর অন্যান্য বিধান বাইবেলে বিদ্যমান। পোড়ানো কোরবানিতে জবাইয়ের পরে পুড়ানো হয়। অর্থাৎ মানুষ বা পশুকে জবাই করে, চামড়া ছাড়িয়ে, গোশত কেটে, নাড়িভুড়ি বের করে পোড়াতে হয়। মানুষ পুড়ানোর দ্বিতীয় পদ্ধতি জবাই না করেই জীবন্ত পোড়ানো বা পাথর মেরে হত্যা করে লাশ পুড়ানো। বাইবেলে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা বিদ্যমান।

৮. ১. ৫. ১. পুরো জনপদকে পোড়ানো কোরবানি দেওয়া

যদি কোনো জনপদে কোনো একজনও দেবদেবীর পূজা করেছে বলে প্রমাণ হয় তবে উক্ত গ্রামের মানুষদেরকে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলতে হবেঃ "আর তা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় যে, এই জঘন্য কাজ তোমাদের মধ্যে করা হয়েছে, তবে সেখানকার সব বাসিন্দাদের অবশ্যই হত্যা করতে হবে। সেই গ্রাম বা শহর এবং তার লোকজন ও পশুপাল তোমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে। সেখানকার সব লুট করা জিনিস তোমরা শহর-চকের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত জিনিস ও সেই গ্রাম বা শহর তোমরা তোমাদের মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানীর মত করে সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১৪-১৬)

---

[১] http://www.thegodmurders.com/id58.html

৮. ১. ৫. ২. চোর ও তার বংশকে পুড়িয়ে মারা

যুদ্ধের সময় শত্রুবাহিনীর মানুষ, পশু ও সম্পদ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে বাইবেল; কারণ সেগুলো অভিশপ্ত (accursed) বা ধ্বংসের বদদোয়াপ্রাপ্ত। কেউ এরূপ কিছু দ্রব্য চুরি করলে তাকে ও তার আত্মীয়দেরকে পুড়িয়ে মারতে হবে। ঈশ্বরের নির্দেশনা নিম্নরূপ: "যা ধ্বংসের বদদোয়ার অধীন (অভিশপ্ত দ্রব্য: accursed thing) তা যে লোকটার কাছে আছে বলে ধরা পড়বে তাকে তার সব কিছু সুদ্ধ আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সে মাবুদের ব্যবস্থা অমান্য করেছে এবং এমন একটা কাজ করেছে যা বনি-ইসরাইলদের পক্ষে একটা লজ্জার ব্যাপার। ... এহূদা গোষ্ঠীর কর্মির ছেলে আখন ধরা পড়ল। ... তখন সমস্ত বনি-ইসরাইল প্রথমে আখনকে ও পরে তার পরিবারের সবাইকে পাথর ছুড়ে হত্যা করল। তারপর সব কিছু সুদ্ধ তাদের পুড়িয়ে ফেলল।" (ইউসা/যিহোশূয় ৭/১৫, ১৮, ২৫)

৮. ১. ৫. ৩. ব্যভিচারীকে পুড়িয়ে মারা

বাইবেলে ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। যেমন যাজক বা ইমামের মেয়ের জন্য ব্যভিচার করা: "আর কোন ইমামের কন্যা যদি জেনা করে নিজেকে নাপাক করে তবে সে তার পিতাকে নাপাক করে; তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।" (লেবীয় ২১/৯, মো.-১৩)

৮. ১. ৫. ৪. অবৈধ বিবাহের জন্য পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড

কেউ যদি মা ও মেয়েকে একত্রে বিবাহ করে তবে তার শাস্তি আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড: "যে লোক কোন মেয়েকে ও তার মাকেও বিয়ে করে সে নোংরা কাজ করে। যদি কেউ তা করে তবে সেই লোক ও সেই দু'জন স্ত্রীলোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে...।" (লেবীয় ২০/১৪)।

৮. ১. ৫. ৫. অবাধ্য যাজক-ইমামদের বলিদান ও পুড়ানো

"পশু বলির জন্য ইয়ারাবিম যখন বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন মাবুদের কথামত আল্লাহর একজন বান্দা এহূদা থেকে বেথেলে উপস্থিত হলেন। তিনি মাবুদের কথামত বেদীর বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন, 'ওহে বেদী, ওহে বেদী, মাবুদ এই কথা বলছেন, দাউদের বংশে ইউসিয়া (যোশিয়: Josiah)[২] নামে একটি ছেলের জন্ম হবে। পূজার উঁচুস্থানগুলোর যে ইমামেরা/ পুরোহিতেরা (priests)[৩] তোমার উপর পশু বলি দিচ্ছে সেই পুরোহিতদের সে তোমার উপরেই কোরবানী দেবে এবং মানুষের হাড়ও পোড়াবে।" (১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ১৩/১-২)

বাদশাহ যোশিয় বা উইসিয়া ঈশ্বরের এ নির্দেশ আক্ষরিকভাবেই পালন করেন: "ইউসিয়া ঐ সব বেদীর উপরে সেখানকার পুরোহিতদের জবাই করলেন এবং সেগুলোর উপর মানুষের হাড় পোড়ালেন।" (২ বাদশাহনামা ২৩/২০)

৮. ১. ৫. ৬. আগুনের ইন্ধন হওয়া অবাধ্যদের শাস্তি

আমরা দেখেছি, ক্যাথলিক বাইবেলের ৩৩ নং পুস্তক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ২৬ নং পুস্তক যিহিষ্কেল, ইহিস্কেল বা এজেকিয়েল (Ezekiel)। যদিও পুস্তকটা ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয়

---

[২] যিশু, যোশিয়, যিহোশূয়, ঈসা, ইউসিয়া, ইউসা... ইত্যাদি একই হিব্রু শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ মাত্র, শব্দটির অর্থ 'রক্ষাকর্তা' বা 'ত্রাণকর্তা'। ইহুদিদের মধ্যে এটি একটি বহুল প্রচলিত নাম।

[৩] এখানে ইংরেজিতে 'priests', বাংলায় পুরোহিত বা যাজক। কেরি ও জুবিলী বাইবেলে প্রিস্ট শব্দের অনুবাদে যাজক বা পুরোহিত বলা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রিস্ট শব্দের অনুবাদে ইমাম লেখা হয়েছে। তবে এখানে পুরোহিত লেখা হয়েছে।

বাইবেলেই বিদ্যমান, তবে অধ্যায় ও শ্লোকের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। প্রটেস্ট্যান্ট কেরি বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দসের যিহিস্কেল বা ইহিস্কেল পুস্তকের ২১/৩১-৩২ ও ক্যাথলিক জুবিলী বাইবেলের এজেকিয়ের পুস্তকের ২১/৩৬-৩৭ নিম্নরূপ: "আমি তোমাদের এমন নিষ্ঠুর লোকদের হাতে তুলে দেব যারা ধ্বংস করবার কাজে পাকা। তোমরা আগুনের জন্য কাঠের মত হবে। (fuel for the fire: জুবিলী বাইবেল: আগুনের ইন্ধন হবে) তোমাদের রক্ত তোমাদের দেশের মধ্যেই পড়বে..."

বাইবেল অন্যত্র বলছে: "যে লোক তাদের ধরতে যায় তাকে ব্যবহার করতে হয় লোহার অস্ত্রশস্ত্র কিংবা বর্শা; তাই তারা যেখানে আছে সেখানেই তাদের পুড়িয়ে ফেলা হবে।" (২ শামুয়েল ২৩/৭)

৮. ১. ৬. বাইবেলের মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধসমূহ

উপরে আমরা নরবলি, পশুবলি, হত্যা করে পোড়ানো বা পুড়িয়ে হত্যা করা বিষয়ে বাইবেলীয় কিছু বিধান জানলাম। এ প্রসঙ্গে আমরা বাইবেলের মৃত্যুদণ্ডযোগ্য কিছু পাপ উল্লেখ করছি, যেগুলোর কারণে পাপীকে পুড়িয়ে, পাথর মেরে বা টাঙিয়ে হত্যা করতে হবে।

৮. ১. ৬. ১. শনিবারে যে কোনো কর্ম করলেই মৃত্যুদণ্ড

বাইবেলীয় ১০ আজ্ঞার অন্যতম, শনিবারে সম্পূর্ণ কর্ম বিরতি। ঈশ্বর ৬ দিন ধরে বিশ্ব সৃষ্টি করে শনিবারে বিশ্রাম করেছিলেন সেহেতু এ দিনে পরিপূর্ণ কর্মবিরতি পালন করতেই হবে। কেউ যদি শনিবারে সামান্য কোনো কর্ম করে, এমনকি চুলা জ্বালায় বা খড়ি কুড়ায় তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আজ্ঞাটা চতুর্থ হলেও গুরুত্বে সর্বোচ্চ বলা যায় (যাত্রাপুস্তক ২০/১-১১)

ঈশ্বর বলেন: "তোমরা আমার প্রত্যেকটা বিশ্রামবার পালন করবে। ... যদি কেউ এই দিনটা পালন না করে তবে তাকে মেরে ফেলতে হবে; যদি কেউ এই দিনে কোন কাজ করে তবে তাকে তার জাতির মধ্য থেকে মুছে ফেলতে হবে। তোমরা সপ্তার ছয় দিন কাজ করবে কিন্তু সপ্তম দিনটা হবে বিশ্রামের দিন, আর মাবুদের উদ্দেশ্যে সেটা একটা পবিত্র দিন। যদি কেউ এই দিনে কাজ করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে।" (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ৩১/১২-১৫)

পাঠক দেখছেন যে কী ভয়ঙ্কর গুরুত্ব দিয়ে ঈশ্বর একই স্থানে হত্যার আদেশটা বার বার বলছেন। আর এ ভয়াবহ গুরুত্বের কারণেই ঈশ্বর একই নির্দেশ আবারো কয়েক পৃষ্ঠা পরে পুনরায় প্রদান করে বলছেন: "সপ্তার ছয় দিন তোমরা কাজ করবে কিন্তু সপ্তম দিনটা হবে তোমাদের একটা পবিত্র দিন, মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রামের দিন। সেই দিনে যে কাজ করবে তাকে হত্যা করতে হবে। বিশ্রামবারে তোমাদের কোনো ঘরে যেন আগুন জ্বালানো না হয়।" (হিজরত ৩৫/২-৩)

বাইবেল বলছে: "বনি-ইসরাইলরা মরুভূমিতে থাকবার সময় একজন লোককে বিশ্রামবারে কাঠ কুড়াতে দেখা গেল। যারা তাকে কাঠ কুড়াতে দেখল তারা তাকে মূসা, হারুন এবং সমস্ত বনি-ইসরাইলদের কাছে নিয়ে গেল। ... তখন মাবূদ মূসাকে বললেন, 'লোকটাকে হত্যা করতে হবে। ছাউনির বাইরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত বনি-ইসরাইল তাকে পাথর মারবে।' কাজেই বনি-ইসরাইল মূসার মধ্য দিয়ে দেওয়া মাবুদের হুকুম মত তাকে ছাউনির বাইরে নিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করল।" (শুমারী/ গণনাপুস্তক ১৫/৩২-৩৫)

৮. ১. ৬. ২. যাজক, পাদরি বা ইমামের কথা না শোনা

পাদরি, যাজক বা ইমামের কথা না শুনলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। "যদি কোনো লোক অহংকারের বশে সেই বিচারকের কথা কিংবা তোমাদের মাবুদ আল্লাহর খেদমতকারী সেই ইমামের

(the priest যাজক/ পুরোহিতের) কথা শুনতে রাজী না হয়, তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭/১২)

৮. ১. ৬. ৩. যাদু ব্যবহার

"কোনো জাদুকারিণীকে বেঁচে থাকতে দেবে না।" (হিজরত/ যাত্রা ২২/১৮)

খ্রিষ্টান ইউরোপের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকলেই জানেন যে, এ নির্দেশের কারণে পাদরিদের তত্ত্বাবধানে কয়েক মিলিয়ন নিরপরাধ মানুষকে যাদুকর বা যাদুকারিণী (ডাইনী) সন্দেহে হত্যা করা হয়। "Millions of innocent people were hacked to pieces and burned to death during the inquisition due to this 'sacred' verse." "এ 'পবিত্র' শ্লোকটার কারণে ইনকুইজিশন যুগে মিলিয়ন মিলিয়ন নিরপরাধ মানুষকে কেটে টুকরো করা হয় এবং পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।"[৪]

৮. ১. ৬. ৪. জিন-ভূত ব্যবহার বা জিন-ভূতের সাথে সম্পর্ক রাখা

"যে সব পুরুষ বা স্ত্রীলোক ভূতের মাধ্যম হয় কিংবা যারা ভূতের সাথে সম্বন্ধ রাখে তাদের শাস্তি হবে মৃত্যু। তাদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। নিজেদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।" (লেবীয় ২০/২৭)

৮. ১. ৬. ৫. জিন-সাধক বা কবিরাজের নিকট যাওয়া

জিন-সাধকের শাস্তি যেমন মৃত্যুদণ্ড, তেমনি জিন-সাধক বা কবিরাজের কাছে যাওয়া বা তার ভক্ত হওয়াও একইরূপ অপরাধ: "যে লোক আমার প্রতি বেঈমানী করে ভূতের মাধ্যমের কাছে যায় কিংবা ভূতের সংগে সম্বন্ধ রাখে এমন লোকের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় আমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব এবং তার জাতি থেকে তাকে মুছে ফেলব।" (লেবীয় ২০/৬)

৮. ১. ৬. ৬. পিতা বা মাতাকে আঘাত করা

"পিতাকে বা মাতাকে যে আঘাত করবে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।" (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২১/১৫)

৮. ১. ৬. ৭. পিতা বা মাতাকে অসম্মান করে কথা বলা

"যার কথায় মা-বাবার প্রতি অসম্মান থাকে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।" (হিজরত ২১/১৭ ও লেবীয় ২০/৯)

"যার কথায় পিতা কিংবা মায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে ভীষণ অন্ধকারে তার জীবন-বাতি নিভে যাবে।" (মেসাল/হিতোপদেশ ২০/২০)

৮. ১. ৬. ৮. মাসিকের সময় স্ত্রীসহবাসে উভয়ের মৃত্যুদণ্ড

"কোন স্ত্রীলোকের মাসিকের সময় যে লোক তার সাথে সহবাস করে সে সেই স্ত্রীলোকটির রক্তস্রাবের মর্যাদা দেয় না আর সেই স্ত্রীলোটি নিজেও তার মর্যাদা রাখে না। তাদের দু'জনকেই তাদের জাতি থেকে মুছে ফেলতে হবে।" (লেবীয় ২০/১৮)

---

[৪] Exodus: http://www.thegodmurders.com/id29.html

৮. ১. ৬. ৯. ভাবিকে বিবাহ করলে মৃত্যুদণ্ড না সন্তানহীনতা?

বাইবেল বলছে: "ভাই জীবিত থাকা অবস্থায় যে তার স্ত্রীকে বিয়ে করে সে একটা জঘন্য কাজ করে। এতে সে তার ভাইয়ের অসম্মান করে। তাদের কোন সন্তান হবে না।" (লেবীয় ২০/২১)

এর অর্থ কী? ভাই জীবিত থাকা অবস্থায় তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করলে এ দুজনের মৃত্যুদণ্ড হবে? না তারা নিঃসন্তান থাকবে বলে বাইবেল ভবিষ্যদ্বাণী করছে?

৮. ১. ৬. ১০. পশুর সাথে সম্পর্কে মানুষ ও পশু উভয়কেই হত্যা

"কোনো পশুর সংগে যদি কেউ জেনা করে তবে অবশ্যই তাকে হত্যা করতে হবে।" (হিজরত/যাত্রাপুস্তক ২২/১৯) "কোন পশুর সংগে কেউ যদি সহবাস করে তবে তাকে এবং সেই পশুটাকে হত্যা করতে হবে। কোন স্ত্রীলোক যদি কোন পশুর সংগে সহবাস করবার চেষ্টা করে তবে সেই স্ত্রীলোক ও সেই পশুটাকে হত্যা করতে হবে। তাদের হত্যা করতেই হবে।" (লেবীয় ২০/১৫-১৬)

৮. ১. ৬. ১১. সমকামিতা

"স্ত্রীলোকের সংগে সহবাস করবার মত করে যদি কেউ পুরুষের সংগে সহবাস করে তবে তা দু'জনের পক্ষেই একটা জঘন্য ব্যাপার। তাদের হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১৩) আমরা পরবর্তী একটা অনুচ্ছেদে দেখব যে, নারীর সাথে নারীর সমকামিতার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। (রোমীয় ১/২৪-৩২)

৮. ১. ৬. ১২. ব্যভিচার

বাইবেলে যে কোনো প্রকারের ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড: "যদি কেউ প্রতিবেশীর সংগে অর্থাৎ অন্য কোন লোকের স্ত্রীর সংগে জেনা করে তবে জেনাকারী এবং জেনাকারিণী দু'জনকেই হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১০)

৮. ১. ৬. ১৩. পিতার স্ত্রীর সাথে সহবাস

"যে তার সৎমায়ের সংগে সহবাস করে সে তার পিতাকে অসম্মান করে। তা করলে তাকে এবং তার সৎমাকে হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১১)

৮. ১. ৬. ১৪. পুত্রবধুর সাথে সহবাস

"কেউ যদি তার ছেলের স্ত্রীর সংগে সহবাস করে তবে তাদের দু'জনকেই হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১২)

৮. ১. ৬. ১৫. বোন বা সৎবোনকে বিবাহ করা

"নিজের বোনকে বা সৎবোনকে বিয়ে করে তার সংগে সহবাস করা একটা লজ্জার কাজ– সেই বোন মায়ের দিক থেকেই হোক কিংবা পিতার দিক থেকেই হোক। যারা তা করবে লোকদের চোখের সামনেই তাদের হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১৭)

৮. ১. ৬. ১৬. ব্যভিচারিণীর সন্তানদেরও হত্যা করতে হবে

যীশু ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে 'বিছানায় রাখা' ও 'ভীষণ কষ্টে রাখা' শাস্তি দিলেও তার সন্তানদেরকে হত্যার বিধান দিয়েছেন: "জেনা থেকে মন ফিরাবার জন্য আমি তাকে সময় দিয়েছিলাম কিন্তু সে মন ফিরাতে রাজী হয় নি। সেজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সংগে জেনা করে তারা যদি জেনা থেকে মন না ফিরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। আর তার

ছেলেমেয়েদেরকেও আমি মেরে ফেলব।" (প্রকাশিত কালাম ২/২১-২৩)

৮. ১. ৬. ১৭. মানুষ খুন বা হত্যা

"যদি কেউ কাউকে খুন করে তবে তাকেও হত্যা করতে হবে।... মানুষ হত্যা করলে মরতে হবে।" (লেবীয় ২৪/১৭-২২)

৮. ১. ৬. ১৮. হারোণ-বংশীয় ছাড়া কেউ যাজক-ইমাম হলে মৃত্যুদণ্ড

বাইবেলের বর্ণনায় হারোণ পূজার জন্য স্বর্ণের বাছুর-প্রতিমা নির্মাণ করেন এবং বনি-ইসরাইল তা পূজা করে। ঈশ্বর পূজাকারীদের শাস্তি দিলেও হারোণকে পুরস্কার দেন। তিনি তাঁকে ও তাঁর বংশধরদেরকে চিরস্থায়ীভাবে ঈশ্বরের প্রজা বা 'বান্দাদের' জন্য যাজক বা ইমাম বানিয়ে দেন। উপরন্তু তিনি নির্দেশ দেন যে, অন্য কোনো বংশের কেউ ইমাম হলে তাকে হত্যা করতে হবে: "ইমাম হিসেবে কাজ করবার জন্য তুমি হারুন ও তার ছেলেদের নিযুক্ত কর। তারা ছাড়া আর কেউ যদি ইমামের কাজ করতে যায় তবে তাকে হত্যা করা হবে।" (শুমারী/ গণনাপুস্তক ৩/১০)

৮. ১. ৬. ১৯. কোনো নবীর কথা সত্য না হলে তাকে হত্যা করতে হবে

বাইবেল বলছে, যদি কোনো নবী মাবুদের নামে মিথ্য বলেন তবে তাকে হত্যা করতে হবে। তিনি মিথ্যা বলেছেন, না সত্য বলেছেন তা জানা যাবে তার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা থেকে। যদি কোনো নবীর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে না ঘটে তবে বুঝতে হবে যে, তিনি ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলেছেন। সেক্ষেত্রে নির্ভয়ে তাকে হত্যা করতে হবে: "**কিন্তু আমি হুকুম দেই নি এমন কোন কথা যদি কোন নবী আমার নাম করে** বলতে সাহস করে কিংবা সে যদি দেব-দেবীর নামে কথা বলে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। কোন একটা কথা সম্বন্ধে তোমরা মনে মনে বলতে পার, মাবুদ এই কথা বলেছেন কি না তা আমরা কি করে জানব? কোন নবী যদি মাবুদের নাম করে কোন কথা বলে আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে, তবে বুঝতে হবে সেই কথা মাবুদ বলেন নি। তাকে তোমরা ভয় কোরো না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/২০-২২, কি. মো.-০৬)

উল্লেখ্য যে, বাইবেলে ঈশ্বর বলেছেন যে, তিনি নিজেই অনেক সময় তাঁর নবীকে প্রতারণার মাধ্যমে ভুল কথা বলান এবং এরপর তাকে শাস্তি দেন ও হত্যা করেন। (যিহিস্কেল ১৪/৬-১১)

৮. ১. ৬. ২০. অন্য ধর্মের অনুসরণ বা ধর্মান্তর

বাইবেলে সবচেয়ে বেশি হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভিন্নধর্মের অনুসরণের কারণে। বাইবেলীয় ধর্মের বাইরে ভিন্ন ধর্মের অনুসরণ, ভিন্নধর্মের কোনো অনুষ্ঠান পালন, কোনো দেব-দেবতার পূজা, কোনো দেব-দেবতার জন্য কিছু কোরবানি বা উৎসর্গ ইত্যাদি কারণে ব্যক্তি ও জনপদকে হত্যা করতে বাইবেলে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর বলেন: "মাবুদকে ছাড়া যদি কেউ কোনো দেবতার কাছে কিছু কোরবানী দেয় তবে তাকেও হত্যা করতে হবে।" (হিজরত ২২/২০)

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, কোনো একটা গ্রামে একজন মানুষও প্রতিমা পূজা বা অন্য ধর্মের ইবাদত পালন করেছে বলে প্রমাণিত হলে পুরো গ্রামের সকলকে হত্যা করতে হবে এবং পুরো গ্রামটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১৪-১৬)

বাইবেলীয় সমাজে বসবাসরত অন্য ধর্মের অনুসারীদেরও এ জাতীয় মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে: "কোন ইসরাইলীয় কিংবা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বাস করা অন্য জাতির কোন লোক যদি মোলক-দেবতার কাছে তার কোন ছেলে বা মেয়ে কোরবানী করে তবে সেই লোককে হত্যা করতে হবে। দেশের লোকেরাই যেন তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে।" (লেবীয় ২০/১-২)

অন্যত্র বাইবেল বলছে: "তোমাদের মাবুদ আল্লাহর দেওয়া গ্রাম বা শহরগুলোর কোনটাতে হয়তো দেখা যাবে যে, তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরষ অথবা স্ত্রীলোক তোমাদের মাবুদ আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থা অমান্য করে তাঁর চোখে যা খারাপ তা করছে। সে হয়তো আমার হুকুমের বিরুদ্ধে গিয়ে দেব-দেবীর সেবা করছে এবং সেই সব দেব-দেবী কিংবা সূর্য, চাঁদ বা আসমানের তারাগুলোর পূজা করছে। যদি এই সব তোমাদের জানানো হয়, তবে তোমরা তা ভাল করে তদন্ত করে দেখবে। যদি তা সত্যি হয় এবং এই রকম ঘৃণার কাজ বনি-ইসরাইলদের মধ্যে করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, হবে যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক এই রকম জঘন্য কাজ করেছে তোমরা তাকে গ্রাম বা শহরের সদর দরজার কাছে নিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭/২-৭)

৮. ১. ৬. ২১. ভিন্নধর্মের নবী ও ভণ্ড নবীদের হত্যা করতে হবে

ঈশ্বর বলছেন: "তবুও যদি কেউ নবী হিসাবে কথা বলে তবে তার নিজের মা-বাবা তাকে বলবে, 'তোমাকে মরতে হবে, কারণ তুমি মাবুদের নাম করে মিথ্যা কথা বলেছ।' সে নবী হিসাবে কথা বললে পর তার নিজের মা-বাবা তাকে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করবে।" (জাকারিয়া/সখরিয় ১৩/৩)

৮. ১. ৬. ২২. অলৌকিক কুদরত দেখানো নবীকেও হত্যা করতে হবে

অলৌকিক মুজিযাধারী নবীও যদি অন্য কোনো ধর্মের বা দেবতার কথা বলে তবে তাকেও হত্যা করতে হবে: "ধরে নাও, তোমাদের মধ্যে কোন নবী বা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে এমন কেউ দেখা দিল এবং তোমাদের কাছে কোন চিহ্ন বা কুদরতির কথা বলল আর তা সত্যিই ঘটল। সেই লোকও যদি তোমাদের কাছে নতুন এমন দেব-দেবীর সম্বন্ধে বলে, 'চল, আমরা দেব-দেবীর কাছে গিয়ে তাদের পূজা করি, তবে তোমরা সেই নবী বা স্বপ্ন দেখা লোকের কথা শুনো না। ... সেই নবী বা সেই স্বপ্ন-দেখা লোকটাকে হত্যা করতে হবে, কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ, যিনি মিসর থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং সেই গোলামীর দেশ থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন, সে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উসকানি দিয়েছে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ যে পথে চলতে তোমাদের হুকুম দিয়েছেন সেই পথ থেকে তোমাদের ফিরাতে চেষ্টা করেছে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-৫)

৮. ১. ৬. ২৩. অন্য ধর্মের প্রতি আহ্বানকারীকেও হত্যা করতে হবে

বাইবেল বলছে: "দুনিয়ার এক সীমানা থেকে অন্য সীমানা পর্যন্ত তোমার চারদিকের কাছের বা দূরের লোকেরা যে দেব-দেবীর পূজা করে, যারা তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের অজানা সেই দেব-দেবীর দিকে যদি তোমার নিজের ভাই কিংবা তোমার ছেলে বা মেয়ে কিংবা প্রিয় স্ত্রী কিংবা তোমার প্রাণের বন্ধু তোমাকে একা পেয়ে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে, "চল, আমরা গিয়ে দেব-দেবীর পূজা করি.' তবে তার ডাকে সাড়া দিয়ো না বা তার কথায় কান দিয়ো না। তাকে কোন দয়া দেখাবে না; তাকে রেহাই দেবে না, কিংবা তাকে রক্ষাও করবে না। তাকে হত্যা করতেই হবে। তাকে হত্যা করবার কাজটা তুমি নিজের হাতে শুরু করবে, তারপর অন্য সবাই যোগ দেবে। ... তাকে তুমি পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/৬-১০)

৮. ১. ৬. ২৪. ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে আপত্তিকর কথার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ধর্ম বা ঈশ্বরের নামে আপত্তিকর বা নিন্দামূলক (Blasphemy) কোনো কথা বললে তাকেও মৃত্যুদণ্ড গিতে হবে। "বনি-ইসরাইলদের মধ্যে এমন একজন লোক বাস করত যার মা ছিল ইসরাইলীয় আর পিতা মিসরীয়। ছাউনির মধ্যে সেই লোকটির সংগে একজন ইসরাইলীয়ের মারামারি বেধে গেল। তখন সেই ইসরাইলীয় স্ত্রী-লোকের ছেলেটি মাবুদের নাম নিয়ে কুফরী করল। তা শুনে লোকেরা তাকে মূসার কাছে নিয়ে গেল। ... এই ব্যাপারে মাবুদের ইচ্ছা কি তা তাঁর কাছ থেকে জানবার অপেক্ষায়

বনি-ইসরাইলরা সেই লোকটিকে আটক করে রাখল। এতে মাবুদ মূসাকে বললেন, 'যে লোকটি কুফরী করেছে তাকে ছাউনির বাইরে নিয়ে যাও। যারা তাকে কুফরী করতে শুনেছে তারা সবাই তার মাথার উপর হাত রাখুক, তারপর বনি-ইসরাইলরা তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করুক। ... যে মাবুদের নাম নিয়ে কুফরী করবে তাকে হত্যা করতেই হবে। বনি-ইসরাইলরা তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে। ইসরাইলীয়ই হোক বা তাদের মধ্যে বাস করা অন্য জাতির লোকই হোক, যে কেউ কুফরী করবে তাকে হত্যা করতেই হবে। (লেবীয় ২৪/১০-১৬)

৮. ১. ৬. ২৫. আবাস তাম্বুর কাছে গেলেই মৃত্যুদণ্ড

বাইবেলে ঈশ্বরের একটা আবাসস্থল তৈরি করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর বনি-ইসরাইলদের মধ্যে অবস্থান করবেন। এটাকে ইংরেজিতে 'Tabernacle' (মণ্ডপ) এবং বাংলা অনুবাদে 'আবাস', 'আবাস তাম্বু' ইত্যাদি বলা হয়েছে। (যাত্রা/হিজরত ২৫/৮; ২৬/১; ৩৯/৩২; ৪০/৩৪; লেবীয় ৮/১০; ১৬/১৬; গণনা/শুমারী ১/৫১; ২/১৭, ৭/১; যিহোশূয়/ ইউসা ১৮/১; ১ রাজাবলি/বাদশাহনামা ৮/৪; ১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২১/২৯; ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ১/৩; ৫/৫...)

এ আবাসে শুধু লেবীয় বংশের যাজক বা ইমামরা প্রবেশ করতে পারবেন। বাকি এগার গোষ্ঠীর কোনো বনি-ইসরাইল অথবা অন্য কোনো মানুষ ঈশ্বরের এ 'আবাস তাম্বু' বা মণ্ডপের নিকটবর্তী হলেই তাকে হত্যা করতে হবে: "মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন, 'তুমি লেবি-গোষ্ঠীকে গণনা করবে না, কিংবা আদমশুমারীর সময় অন্যান্য বনি-ইসরাইলদের মধ্যে তাদের ধরবে না। শরীয়ত-তাম্বুর সাজ-সরঞ্জাম ও তার সমস্ত কিছুর দেখাশোনার ভার তুমি তাদের উপর দেবে। তাদের কাজ হবে আবাস-তাম্বু এবং তার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নেওয়া। এর দেখাশোনার ভার তাদেরই নিতে হবে এবং তাদেরই এর চারপাশে তাম্বু খাটিয়ে থাকতে হবে। আবাস-তাম্বুটা যখন অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে তখন লেবীয়রাই সেটা খুলে নেবে এবং যখন সেটা খাটাতে হবে তখন তাদেরই তা খাটাতে হবে। অন্য কেউ তার কাছে গেলে তাকে মেরে ফেলা হবে। (শুমারী/ গণনাপুস্তক ১/৪৮-৫১)

৮. ১. ৬. ২৬. নাপাক অবস্থায় আবাস তাম্বুতে গেলে মৃত্যু

বাইবেলের পাক-নাপাকের বিধান খুবই কঠিন। অসুখ-বিসুখ, রোগব্যাধি, বীর্যপাত, মহিলাদের নিয়মিত স্রাব ইত্যাদির জন্য তো দীর্ঘদিন নাপাক থাকতে হবেই, উপরন্তু কোনো নাপাক ব্যক্তির ছোঁয়া বা থুথু লাগলে বা তার বিছানায় বসলে সারাদিন নাপাক থাকতে হবে। এরূপ নাপাক থাকা অবস্থায় কেউ আবাস-তাম্বুতে গেলে তাকে তো মরতেই হবে; উপরন্তু আবাস তাম্বু নাপাক করার অপরাধে পুরো জাতিকেই মরতে হবে: "মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, বনি-ইসরাইলদের মধ্যে আমার আবাস-তাম্বু রয়েছে। তোমরা সমস্ত নাপাকী থেকে তাদের দূরে রাখবে যাতে তারা আবাস-তাম্বুটা নাপাক করে তাদের নাপাকীর মধ্যে মারা না পড়ে।" (লেবীয় ১৫/৩১)

BibleGateway.com ওয়েবসাইটে পাঠক দেখবেন যে, অধিকাংশ আধুনিক ইংরেজি অনুবাদ আরো অনেকটা সুস্পষ্ট। কমন ইংলিশ বাইবেল (Common English Bible CEB)-এর পাঠ নিম্নরূপ:

"When any of you are unclean, you must stay away from the rest of the community of Israel. Otherwise, my sacred tent will become unclean, and the whole nation will die." "তোমরা যখন নাপাক থাকবে তখন তোমরা অবশ্যই অবশিষ্ট বনি-ইসরাইল সমাজ থেকে দূরে থাকবে। তা নাহলে আমার পবিত্র তাঁবু নাপাক হয়ে যাবে এবং পুরো জাতিই মারা যাবে।"

গুড নিউজ ট্রানস্লেশন (Good News Translation: GNT): "The Lord told Moses to

warn the people of Israel about their uncleanness, so that they would not defile the Tent of his presence, which was in the middle of the camp. If they did, they would be killed." "সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, বনি-ইসরাইলের মানুষদেরকে তাদের নাপাকি বিষয়ে সতর্ক করতে, যেন তারা তাদের শিবিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত সদাপ্রভুর উপস্থিতির তাঁবুকে নাপাক না করে। তারা এরূপ করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।"

৮. ১. ৬. ২৭. রক্তপানের শাস্তি মৃত্যু

"কোনো ইসরাইলীয় কিংবা তাদের মধ্যে বাস করা অন্য জাতির কোন লোক যদি রক্ত খায় তবে তার দিক থেকে আমি আমার মুখ ফিরিয়ে নেব এবং তার জাতি থেকে তাকে মুছে ফেলব...।" (লেবীয় ১৭/১০, ১২)

বাইবেলে রক্তপান এভাবে নিষিদ্ধ হলেও খ্রিষ্টানরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (sacraments) যে মদ বা জুস পান করেন তা যীশুর প্রকৃত রক্ত হিসেবেই তারা পান করেন এবং তা প্রকৃতই যীশুর রক্ত বলে তারা বিশ্বাস করেন। (যোহন ৬/৫৩-৫৮)

৮. ১. ৬. ২৮. বনি-ইসরাইলের মাবুদের ইচ্ছামত না চললেই মৃত্যুদণ্ড

"ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ যে-ই হোক না কেন, যারা ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহর ইচ্ছামত চলবে না তাদের হত্যা করা হবে।" (২ খান্দাননামা ১৫/১৩)

৮. ১. ৬. ২৯. ছোট-বড় বিভিন্ন পাপের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

লোভ, নীচতা, হিংসা, মারামারি, ছলনা, বদমেজাজ, অহংকার, পরিবারের প্রতি বিরক্তি ইত্যাদি সকল পাপের শাস্তিই মৃত্যুদণ্ড: "আল্লাহ মানুষকে তার দিলের কামনা-বাসনা অনুসারে জঘন্য কাজ করতে ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা একে অন্যের অসম্মান করেছে। আল্লাহর সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট জিনিসের পূজা করেছে, কিন্তু সমস্ত প্রশংসা চিরকাল সেই সৃষ্টিকর্তারই...। মানুষ এই সব করেছে বলে আল্লাহ লজ্জাপূর্ণ কামনার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত পুরুষদের সংগে তাদের স্বাভাবিক ব্যবহারের বদলে অন্য স্ত্রীলোকদের সংগে অস্বাভাবিক ভাবে খারাপ কাজ করেছে। পুরুষেরাও ঠিক তেমনি করে স্ত্রীলোকদের সংগে তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে পুরুষদের সংগে কামনায় জ্বলে উঠেছে, পুরুষ পুরুষের সংগে লজ্জাপূর্ণ খারাপ কাজ করেছে। ... সব রকম অন্যায়, খারাপী, লোভ, নীচতা, হিংসা, খুন, মারামারি, ছলনা ও অন্যের ক্ষতি করবার ইচ্ছায় তারা পরিপূর্ণ। তারা অন্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যের নিন্দা করে এবং আল্লাহকে ঘৃণা করে। তারা বদমেজাজী, অহংকারী ও গর্বিত। অন্যায় কাজ করবার জন্য তারা নতুন নতুন উপায় বের করে। তারা মা-বাবার অবাধ্য, ভাল-মন্দের জ্ঞান তাদের নেই, আর তারা বেঈমান। পরিবারের প্রতি তাদের ভালবাসা নেই এবং তাদের দিলে দয়ামায়া নেই। আল্লাহর এই বিচারের কথা তারা ভাল করেই জানে যে, এই রকম কাজ যারা করে তারা মৃত্যুর শাস্তির উপযুক্ত।" (রোমীয় ১/২৪-৩২)

৮. ১. ৬. ৩০. নতুন কনেকে পাথর মেরে হত্যার বিধান

যদি বাসর রাত্রিতে কোনো নারীর কুমারিত্ব 'কাপড় দ্বারা' প্রমাণিত না হয় তবে বাইবেলীয় ঈশ্বরের নির্দেশ, উক্ত নারীকে তার পিতার বাড়ির দরজার সামনে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে: "কোন লোক যদি বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে শোবার পরে তাকে অপছন্দ করে এবং তার নিন্দা ও বদনাম করে বলে, 'আমি স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে যে সতী মেয়ে তার মধ্যে আমি এই প্রমাণ পেলাম না,' তবে সেই মেয়ের মা-বাবা গ্রাম বা শহরের সদর দরজায় বৃদ্ধ নেতাদের কাছে তার সতীত্বের

প্রামাণ নিয়ে যাবে এবং তার পিতা বলবে, 'আমি এই লোকের সংগে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু সে তাকে অপছন্দ করে, আর এখন সে তার নিন্দা করে বলছে যে, সে তাকে সতী অবস্থায় পায় নি, কিন্তু এই দেখুন তার সতীত্বের প্রমাণ।' এই বলে তারা বৃদ্ধ নেতাদের সামনে তার ব্যবহার করা কাপড় মেলে ধরবে। তখন বৃদ্ধ নেতারা তার স্বামীকে শাস্তি দেবে। ... কিন্তু কথাটা যদি সত্যি হয় এবং মেয়েটির সতীত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়, তবে মেয়েটিকে তার বাবার বাড়ীর দরজার কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেই জায়গার পুরুষ লোকেরা সেখানে পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ, ২২/১৩-২১)

স্ত্রীর জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা করলেও বাসর রাতে স্বামীর ব্যভিচার বা কৌমার্য বিনষ্টের কথা স্ত্রী জানতে পারলে স্বামীর জন্য বাইবেল কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। আর এভাবে সতীত্ব প্রমাণের পদ্ধতিটা কতটুকু যৌক্তিক ও মানবিক?

গ্যারি ডেভানি লেখেছেন: "If your young daughter proved not to be a virgin, would you have her murdered?" "আপনার যুবতী মেয়েটা যদি কুমারী নয় বলে প্রমাণিত হয় তবে সেজন্য কি আপনি তাকে হত্যা করাবেন?"[৫]

৮. ১. ৭. মালিকের সাথে গরুকেও পাথর মেরে হত্যা করা

কোনো গরু যদি কাউকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে তবে সেই গরুকে পাথর মেরে মেরে ফেলতে হবে এবং সে গরুর গোশত কেউ খাবে না। মালিকের অবহেলা থাকলে মালিককেও পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তবে মালিকের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে রক্ষা পাওয়ার পথ আছে, গরুর ক্ষেত্রে সে পথ নেই। গরুকে পাথর মেরে হত্যা করতেই হবে এবং গরুর গোশত কেউ খেতে পারবে না! ঈশ্বর বলছেন: "যদি কোন গরু গুঁতিয়ে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে মেরে ফেলে তবে পাথর ছুঁড়ে সে গরুটাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। সেই গরুর গোশ্‌ত কেউ খাবে না এবং গরুর মালিক কোন শাস্তি পাবে না। তবে গরুটার যদি গুঁতানোর অভ্যাস থাকে আর তার মালিককে সাবধান করে দেবার পরেও সে তাকে আটক না রাখে আর সেই গরুটা কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে মেরে ফেলে, তবে পাথর ছুঁড়ে সেই গরুটাকে মেরে ফেলতে হবে এবং তার মালিককেও মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু যদি মালিকের কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় তবে সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে মালিক তার নিজের জীবন রক্ষা করতে পারবে। সেই গরুটা যদি কোন ছেলে বা মেয়েকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে তবে তার বেলায়ও একই নিয়ম খাটবে। কোন গরু যদি কোন গোলাম বা বাঁদীকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে তবে তার মালিককে সেই গরুর মালিক তিনশো ষাট গ্রাম রূপা দেবে, আর সেই গরুটাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে।" (হিজরত ২১/২৮-৩২)

একটা অবলা পশুকে তার স্বভাবজাত কর্মের জন্য পাথর মেরে হত্যা করলে কি সে তার অপরাধের ভয়াবহতা বুঝতে পারে? এরূপ শাস্তির কারণে অন্যান্য গরু কি তাদের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করে? গরুটার গোশত না খাওয়ার মধ্যে কি কারো জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত আছে?

৮. ১. ৮. অবাধ্য সন্তানকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ

নরবলির মতই আরেকটা বাইবেলীয় ঐশ্বরিক চিরন্তন নির্দেশ অবাধ্য পুত্রকে হত্যা করা: "যদি কারো পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী হয়, পিতা-মাতার কথা না শোনে এবং শাসন করলেও তাদেরকে অমান্য করে; তবে তার পিতা-মাতা তাকে ধরে নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে ও তার নিবাস-স্থানের নগর-দ্বারে নিয়ে যাবে; আর তারা নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বলবে, আমাদের এই পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী, আমাদের কথা মানে না, সে অপব্যায়ী ও মদ্যপায়ী। তাতে সেই নগরের সমস্ত পুরুষ তাকে পাথর

[৫] http://www.thegodmurders.com/id91.html

ছুঁড়ে হত্যা করবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২১/১৮-২১, মো.-১৩)

অবাধ্য পুত্রকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ প্রসঙ্গে গ্যারি ডাভিন্সি লেখেছেন: "God commanded: If a father has a stubborn, rebellious son, murder the boy. ... What could you expect from a 'father' who planned, arranged and carried out the torture and crucifixion of His "Only Begotten Son"? ...How many men would reach adulthood if this command was obeyed?"

"ঈশ্বর নির্দেশ দিলেন: কোনো পিতার যদি অবাধ্য ও বিরোধী পুত্র থাকে তবে সে পুত্রকে হত্যা করতে হবে। যে পিতা পরিকল্পিতভাবে নিজের 'একমাত্র জন্মদেওয়া পুত্রকে' নির্যাতন ও ক্রুশে হত্যার আয়োজন ও সম্পাদন করলেন সে পিতা থেকে এ ছাড়া আর কিইবা আপনি আশা করতে পারেন?!... ঈশ্বরের এ নির্দেশটা পালন করা হলে কত জন মানুষ বেঁচে থেকে বয়স্ক হতে পারবে?"[৬]

৮. ১. ৯. নারী সম্পত্তি মাত্রঃ ধর্ষিতাকেও হত্যা করতে হবে

উপরে ব্যভিচার বিষয়ক বিধানে আমরা দেখলাম যে, নারীর কোনো বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। অবৈধ সম্পর্ক পাওয়া গেলেই নারী ও পুরুষ উভয়কেই হত্যা করতে হবে; নারীকে বাধ্য করা হয়েছে কিনা সে বিষয়টা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে কখনো কখনো ধর্ষিতাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কখনো বা তাকে দণ্ড থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। বাইবেলের বিবেচনায় নারী পুরুষের সম্পত্তি মাত্র। ধর্ষিতাকে হত্যার নির্দেশ নিম্নরূপঃ

"বিয়ে ঠিক হয়ে আছে এমন কোন মেয়েকে গ্রাম বা শহরের মধ্যে পেয়ে যদি কেউ তার সংগে সহবাস করে, তবে তাদের দু'জনকেই সেখানকার সদর দরজার কাছে নিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। মেয়েটিকে হত্যা করতে হবে কারণ গ্রাম বা শহরের মধ্যে থেকেও সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে নি, আর পুরুষটিকে হত্যা করতে হবে কারণ সে অন্যের স্ত্রীকে নষ্ট করেছে।" (দ্বিতীয় বিবরণ: ২২/২৩-২৪, কি. মো.-০৬)

এখানে দু'টা বিষয় লক্ষণীয়:

(ক) ধর্ষিতাকে হত্যা করতে হবে, কারণ সে চিৎকার করেনি। অথচ এরূপ ক্ষেত্রে ভয়, লজ্জা, দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে মহিলা চিৎকার নাও করতে পারে। সর্বোপরি ধর্ষণের অপরাধ এবং 'চিৎকার না করার অপরাধ' কি সমান!

(খ) পুরুষটাকে হত্যা করতে হবে মহিলাকে নষ্ট করার কারণে নয়! বরং অন্য পুরুষের সম্পত্তি নষ্ট করার কারণে! মহিলার ব্যক্তিগত সম্ভ্রম, অধিকার বা নারীত্বের কোনো মূল্য বাইবেল দেয়নি। আর এজন্যই– আমরা দেখব– যদি মহিলা অন্যের সম্পত্তি না হন, অর্থাৎ অন্য কোনো পুরুষের সাথে তার বিবাহ ঠিক না হয় তবে এরূপ ধর্ষণের দ্বারা ধর্ষক সুবিধা লাভ করেন। (দ্বিতীয় বিবরণ: ২২/২৮)

ব্যভিচারের মৃত্যুদণ্ড বিষয়ক বাইবেলের অন্যান্য নির্দেশেও মহিলাকে কোনোরূপ বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

(ক) "যে তার সৎ মায়ের সংগে সহবাস করে ... তাকে এবং তার সৎ মাকে হত্যা করতে হবে। ... কেউ যদি তার ছেলের স্ত্রীর সংগে সহবাস করে তবে তাদের দু'জনকেই হত্যা করতে হবে।" (লেবীয় ২০/১১-১২)

[৬] http://www.thegodmurders.com/id91.html; http://www.thegodmurders.com/id58.html

(খ) "নিজের বোনকে অথবা সৎ বোনকে বিয়ে করে তার সংগে সহবাস করা একটা লজ্জার কাজ ... যারা তা করবে লোকদের চোখের সামনেই তাদেরকে হত্যা করতে হবে। (লেবীয় ২০/১৭)

(গ) "কোনো লোককে যদি অন্য কারও স্ত্রীর সংগে সহবাস করতে দেখা যায় তবে যে তার সংগে সহবাস করছে সেই পুরুষ এবং সেই স্ত্রীলোক দু'জনকেই হত্যা করতে হবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২২/২২)

উপরের সকল ক্ষেত্রেই মহিলার ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে সকল ক্ষেত্রেই তাকে হত্যা করতে হবে। তার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনোই সুযোগ নেই।

৮. ১. ১০. ধর্ষণের সুবিধা ও জোর করে বিবাহের কৌশল

বাইবেলে ব্যভিচার নিন্দনীয় ও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। তবে বাইবেল তার অনুসারীদের জন্য ব্যভিচার ও ধর্ষণের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে।

বিদেশী বা শত্রুদের কুমারী নারীকে ধর্ষণ করা বৈধ। অন্য দেশের বা শত্রু দেশের মহিলাকে ধর্ষণ করার পর যখন সে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে তখন তাকে ফেরত পাঠালেই হবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১/১০-১৪) শত্রু পক্ষের বা শত্রুদেশের সুন্দরী কুমারীদেরকেই এভাবে ধর্ষণ করা বৈধ। অবশিষ্ট সকল মহিলা এবং শিশু-কিশোরকে হত্যা করতে হবে। (গণনাপুস্তক ৩১/৭-১৮) উল্লেখ্য যে, আপনি বিদেশিনী বা শত্রু নারীকে ধর্ষণ করতে পারেন। তবে তৌরাতের বিধান অনুসারে বিদেশিনীকে বিবাহ করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ (নেহেমিয় ১৩/২৩ ও ৩০)।

এছাড়া বাইবেল ধর্ষণের জন্য ধর্ষককে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করেছে। অন্যতম সুবিধা 'অবাগদত্তা কুমারী' মেয়েকে ধর্ষণ করতে পারলেই মাত্র আধা কেজি রূপা মোহরানার বিনিময়ে তাকে আজীবনের জন্য স্ত্রী হিসেবে পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ধর্ষিতার ইচ্ছার কোনোই মূল্য নেই। তাকে ধর্ষণকারীকে বিয়ে করতেই হবে। তবে মেয়েটির পিতা যদি একান্তই অনিচ্ছা করে তবে ধর্ষণকারীকে এ কুমারী মেয়েকে উপভোগের জন্য মাত্র আধা কেজি রূপা দিলেই চলবে। ঈশ্বর বলছেন: "কারও সংগে বিয়ের সম্বন্ধ হয় নি এমন কোন সতী মেয়েকে (কেরিঃ অবাগদত্তা কুমারীকে) যদি কেউ ভুলিয়ে এনে তার সংগে জেনা করে তবে সেই লোকটাকে তার বিয়ের মহরানা দিতে হবে এবং মেয়েটা তার স্ত্রী হবে। যদি মেয়েটির পিতা কিছুতেই তার কাছে মেয়ে দিতে রাজী না হয় তা হলেও তাকে এই বিয়ের মহরানা দিতে হবে।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ২২/১৬)

ধর্ষককে দেওয়া এ সুবিধাটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তৌরাতের মধ্যে ঈশ্বর এ বিধানটা দ্বিতীয় বার উল্লেখ করেছেন: "বিয়ে ঠিক হয় নি এমন কোনো সতী মেয়েকে (কেরিঃ অবাগদত্তা কুমারী কন্যাকে) পেয়ে যদি কেউ জোর করে তার সংগে সহবাস করে আর যদি তারা ধরা পড়ে তবে লোকটিকে মেয়ের বাবাকে আধা কেজি রূপা দিতে হবে। মেয়েটিকে নষ্ট করেছে বলে তাকে তার বিয়ে করতে হবে। সে জীবনে কখনও তাকে ছেড়ে দিতে পারবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২২/২৮-২৯)

'নাস্তিক প্রজনক' (The Atheist Maker) প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি বলেন:

"Behold, according to the 'Good Book's' direction, rape a virgin in public that you want to marry, pay the fine, or buy her as you would a slave and she is yours. The woman has no say in the matter. The 'Good Book' and Its 'great' God certainly prove to be righteous models - don't they?"

"লক্ষ্য করুন, 'মঙ্গল পুস্তকের' নিদের্শনা অনুসারে, একজন কুমারীকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করুন, জরিমানা

প্রদান করুন, অর্থাৎ আপনি যেমনভাবে ক্রীতদাসী ক্রয় করেন সেভাবেই তাকে কিনে নিন, সে আপনার হয়ে গেল। এ বিষয়ে মেয়েটার কোনো মত প্রকাশের অধিকার নেই। 'মঙ্গলপুস্তক' ও তার মহান 'ঈশ্বর' উভয়েই নিশ্চিতভাবেই ন্যায়নিষ্ঠতার অনুপম আদর্শ বলে প্রমাণিত হলেন? তাই নয় কি?"[৭]

৮. ১. ১১. ধর্ষণীয় বিবাহের নানারূপ

বাইবেলের অনুবাদে ধর্ষণ করাকে অনেক সময় 'স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা' বলা হয়েছে। বাংলায় সাধারণত 'বিবাহ করা' বলে অনুবাদ করা হয়েছে। তবে 'স্ত্রী গ্রহণ করার' অর্থ সামাজিক বা ধর্মীয়ভাবে বিয়ে করে স্ত্রী বানানো নয়; বরং বিবাহ ছাড়াই স্ত্রী বানানো। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক কোনো মহিলাকে জোরপূর্বক বা একতরফা ভাবে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ বা ব্যবহার করা। নিম্নের কয়েকটা নমুনা দেখুন:

৮. ১. ১১. ১. পরিবার হত্যা করে কুমারী কন্যাদেরকে স্ত্রী বানানো

(ক) বনি-ইসরাইলদের বার গোষ্ঠীর একটা বিনইয়ামীন গোষ্ঠী। এগার গোষ্ঠীর মানুষেরা কসম খেলেন যে, তারা বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর কারো সাথে তাদের কারো কোনো মেয়ে বিয়ে দেবেন না। এ কসমের কারণে তারা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল; কারণ অন্য এগার গোষ্ঠীর মেয়ে না পেলে বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর পুরুষদের বিবাহ হবে না এবং গোষ্ঠীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর বংশ রক্ষার জন্য বনি-ইসরাইলরা কয়েক হাজার মানুষ মেরে তাদের কুমারী মেয়েদের লুট করে 'বিবাহের' ব্যবস্থা করেন। (কাজীগণ/ বিচারকর্তৃগণ ২১/১-৯)

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনা বিস্তারিত দেখব। এখানে স্ত্রী গ্রহণ বিষয়ক বক্তব্য দেখুন: "কাজেই তারা তাদের শক্তিশালী যোদ্ধাদের মধ্য থেকে বারো হাজার লোককে পাঠিয়ে দিল যেন তারা যাবেশ-গিলিয়দে গিয়ে ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোককে সুদ্ধ সেখানকার সব লোকদের হত্যা করে। ... সেই যোদ্ধারা যাবেশ-গিলিয়দের বাসিন্দাদের মধ্যে চারশো যুবতী অবিবাহিতা মেয়ে পেল; তারা সেই মেয়েদের কেনান দেশের শীলোর ছাউনিতে নিয়ে গেল। ... বিনইয়ামীনীয়রা ফিরে আসল। যাবেশ-গিলিয়দের বাঁচিয়ে রাখা মেয়েদের সংগে তাদের বিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কুমারী মেয়েরা সংখ্যায় কম পড়ে গেল। ... বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে যাতে এক গোষ্ঠী মুছে না যায় সেজন্য বিনইয়ামীনীয়দের বংশ রক্ষা করতে হবে। ... আমাদের মেয়েদের তো তাদের সংগে বিয়ে দিতে পারি না, কারণ আমরা কসম খেয়ে বলেছি যে, কেউ যদি কোন বিনইয়ামীনীয়কে মেয়ে দেয় তবে তাকে বদদোয়া দেওয়া হবে। তারপর তারা বলল, 'প্রতিবছর শীলোতে মাবুদের উদ্দেশ্যে একটা ঈদ হয়।' ... তারা বিনইয়ামীনীয়দের এই পরামর্শ দিল, 'তোমরা গিয়ে শীলোর আংগুর ক্ষেতে লুকিয়ে থাক এবং নজর রাখ। যখন সেখানকার মেয়েরা নাচে যোগ দেবার জন্য বেরিয়ে আসবে তখন তোমরা প্রত্যেকে আংগুর ক্ষেত থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে নিয়ে বিনইয়ামীন এলাকায় চলে যাবে। ... বিনইয়ামীনীয়রা তা-ই করল। মেয়েরা যখন নাচছিল তখন তারা প্রত্যেকে বিয়ে করবার জন্য একজন করে মেয়ে ধরে নিয়ে গেল। তারপর তারা তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে গিয়ে শহর ও গ্রামগুলোর ঘরবাড়ি আবার তৈরী করে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগল। (কাজীগণ/ বিচারকর্তৃগণ ২১/১০-২৪)

সম্মানিত পাঠক, এ বাইবেলীয় বিবাহ-ব্যবস্থা অনুধাবন করুন:

(১) বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে কসম ভাঙা পাপ। তবে হাজার হাজার মানুষ খুন করা ও শত শত নারীকে জোরপূর্বক বিবাহ বা স্থায়ীভাবে ধর্ষণ অনুমোদিত।

---

[৭] http://www.thegodmurders.com/id58.html

(২) বাইবেলের বর্ণনায় এরূপ বিবাহ বা ধর্ষণের জন্য অবশ্যই কুমারী মেয়ে বাছাই করতে হবে। বিবাহিত বা অ-কুমারী মেয়েদেরকে বিবাহ বা ধর্ষণ করা যাবে না; বরং তাদেরকে হত্যা করা বাইবেল নির্দেশিত কর্ম।

(৩) বাইবেল নির্দেশিত এ ধর্ষণের জন্য শিশুদেরকে হত্যা করা জরুরি।

৮. ১. ১১. ২. শত্রু জাতির সুন্দরী মেয়েদের স্ত্রী বানানো

"তোমাদের মাবুদ আল্লাহ যখন সেই জায়গাটা তোমাদের হাতে তুলে দেবেন তখন সেখানকার সব পুরুষ লোকদের তোমরা হত্যা করবে। তবে স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, পশুপাল এবং সেই জায়গার অন্য সবকিছু তোমরা লুটের জিনিস হিসাবে নিজেদের জন্য নিতে পারবে। শত্রুদের দেশ থেকে লুট করা যে সব জিনিস তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের দেবেন তা তোমরা ভোগ করতে পারবে।"

"শত্রুদের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের তুলে দেবেন আর তোমরা তাদের বন্দী করবে, তখন যদি তাদের মধ্যেকার কোন সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখে তোমাদের কারও তাকে ভাল লাগে তবে সে তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। (দ্বিতীয় বিবরণ: ২১/১০-১১)

৮. ১. ১১. ৩. শুধু কুমারীদেরকেই এভাবে ধর্ষণ-বিবাহ করা যাবে

উপরে আমরা দেখেছি যে, জবরদস্তি বিবাহ বা ধর্ষণের ক্ষেত্রে পুরুষ, বিবাহিত মহিলা ও ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুকে হত্যা করতে হবে। শুধুই কুমারীদের 'বিবাহ' বা 'ভোগ' করা যাবে। এ বিষয়টা বাইবেল বারবার নিশ্চিত করেছে। মাদিয়ানীয়দের সংগে যুদ্ধের পরে বনি-ইসরাইলরা সকল পুরুষ যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করে। তবে নারী ও শিশুদের বাঁচিয়ে রাখে। এতে মূসা (আ.) প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। তিনি তাৎক্ষণিক বিবাহিত নারী ও শিশুদের সকলকে হত্যা করে শুধু কুমারীদের ভোগের জন্য বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। বাইবেলের বর্ণনা দেখুন:

"মাবুদের হুকুম মতই তারা মাদিয়ানীয়দের সংগে যুদ্ধ করে সমস্ত পুরুষ লোকদের হত্যা করল। ... তারা মাদিয়ানীয়দের স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদের বন্দী করল আর তাদের সমস্ত গরু, ছাগল ও ভেড়ার পাল এবং জিনিসপত্র লুট করে নিল। ... মূসা তাদের উপর রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তাহলে সমস্ত স্ত্রীলোকদের বাঁচিয়ে রেখেছ! ... এখন তোমরা এই সব ছেলেদের এবং যারা অবিবাহিতা সতী মেয়ে নয় এমন সব স্ত্রীলোকদের হত্যা কর; কিন্তু যারা অবিবাহিতা সতী মেয়ে তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ'।" (গণনা/ শুমারী ৩১/৭-১৮)

৮. ১. ১২. জোরপূর্বক বিবাহ? ধর্ষণ? অথবা ব্যভিচার?

বাইবেল এ কথা নিশ্চিত করে যে, পারিবারিক, সামাজিক বা বিচারিক কর্মে নারীর কোনো বক্তব্য নেই। বিবাহও একইরূপ। এক্ষেত্রে নারীর কোনো মতামত বিচার্য নয়। বাইবেলে এ জাতীয় বিভিন্ন বিধান বিদ্যমান। একটা বিধান স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের সাথে 'শয়ন' করা অথবা দেবরকে বিবাহ করার বাধ্যবাধকতা। এক্ষেত্রে দেবরের অধিকার আছে ভিন্নমত প্রকাশের, তবে ভাবির এক্ষেত্রে কোনোই বক্তব্য বা মত প্রদানের অধিকার নেই।

কারো ভাই মৃত্যুবরণ করলে জীবিত ভাইয়ের দায়িত্ব, ভাবির সাথে সহবাস করে তাকে সন্তান প্রদান করতে হবে। কোনো কোনো অনুবাদে মৃতভাইয়ের স্ত্রীর সাথে বাধ্যতামূলক 'সহবাস' করাকে 'বিবাহ' করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ বিধান ভাইয়ের পক্ষ থেকে ভাবীকে সন্তান উপহার দেওয়ার জন্য 'শয়ন করা' মাত্র। সন্তান তার মৃত ভাইয়ের সন্তান বলেই গণ্য হবে।

আমরা দেখেছি যে, যাকোবের ছেলে এহূদার পরিবারে এরূপ হয়েছিল। বড় ছেলে 'এর' মৃত্যুবরণ করলে মেজ ছেলে ওননকে এহূদা আদেশ করেন ভাবির সাথে শয়ন করে দেবরের দায়িত্ব পালন করা ও তাকে সন্তান উপহার দেওয়া। ওনন যখন দেখলেন যে, কষ্ট করে সন্তান দেবেন তিনি, কিন্তু সন্তান তার পরিচয় পাবে না; বরং তার মৃত ভাইয়ের সন্তান হিসেবেই গণ্য হবে, তখন তিনি ভাবির সাথে সহবাসের পর মাটিতে বীর্যপাত করেন। এ অপরাধে ঈশ্বর তাকে হত্যা করেন। (আদিপুস্তক ৩৮/৮-৯) আমরা ইতোপূর্বে ঘটনাটা আলোচনা করেছি। বাইবেলের কোনো কোনো সংস্করণে একে বিবাহ বলা হলেও অধিকাংশ সংস্করণে একে শুধু গমন বা শয়ন বলা হয়েছেঃ রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শনঃ (Go in to your brother's wife, and perform the duty of a brother-in-law to her, and raise up offspring for your brother) "তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর নিকট গমন কর এবং তার প্রতি দেবরের দায়িত্ব পালন কর, এবং তোমার ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন কর।"।

কমপ্লিট জুইশ বাইবেল (CJB: Complete Jewish Bible): "Go and sleep with your brother's wife — perform the duty of a husband's brother to her, and preserve your brother's line of descent." "তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর নিকট গমন কর এবং তার সাথে শয়ন কর এবং তার প্রতি দেবরের দায়িত্ব পালন কর, এবং তোমার ভাইয়ের বংশ রক্ষা কর।"

এক্সপানডেড বাইবেল (EXB: Expanded Bible): "Go and have sexual relations with your dead brother's wife. It is your duty to provide children for your brother in this way" "তুমি তোমার মৃত ভাইয়ের স্ত্রীর নিকট গমন কর এবং তার সাথে সহবাস কর। এভাবে তোমার ভাইয়ের জন্য সন্তান সরবরাহ করা তোমারই দায়িত্ব।"

বাংলায় কেরিঃ "তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর নিকট গমন কর, ও তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর।"

জুবিলীঃ "তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে মিলিত হও, ও দেবর হিসাবে যা কর্তব্য তার প্রতি তা সাধন করে তোমার আপন ভাইয়ের জন্য বংশ রক্ষা কর।"

কি. মো.-০৬ঃ "তোমার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে তুমি বিয়ে কর। তার দেবর হিসাবে তোমার যা করা উচিত তা কর এবং তোমার ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা কর।" কি. মো.-১৩ঃ "তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে গমন করো ও তার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন কর।"

বাইবেল আরো বলছেঃ "ভাইয়েরা এক পরিবার হয়ে বাস করবার সময়ে যদি এক ভাই ছেলে না রেখে মারা যায়, তবে তার বিধবা স্ত্রী পরিবারের বাইরে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তার স্বামীর ভাই তাকে বিয়ে করবে এবং তার প্রতি স্বামীর ভাইয়ের যে কর্তব্য তা পালন করবে। তাহলে তার যে প্রথম ছেলে হবে সে সেই মৃত ভাইয়ের নাম রক্ষা করবে আর সেই ভাইয়ের নাম বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে মুছে যাবে না। কিন্তু সে যদি ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করতে না চায় তবে সেই স্ত্রী গ্রাম বা শহরের সদর দরজায় বৃদ্ধ নেতাদের কাছে গিয়ে বলবে, 'আমার স্বামীর ভাই বনি-ইসরাইলদের মধ্যে তার ভাইয়ের নাম রক্ষা করতে রাজী নয়। আমার প্রতি তার যে কর্তব্য তা সে পালন করতে চায় না।' তখন সেখানকার বৃদ্ধ লোকেরা সেই লোকটিকে ডেকে বুঝাবেন। এরপরেও সে যদি বলতে থাকে যে, সে তাকে বিয়ে করতে রাজী নয়, তবে তার ভাইয়ের স্ত্রী বৃদ্ধ নেতাদের সামনেই লোকটির কাছে গিয়ে তার পা থেকে এক পাটি জুতা খুলে নেবে এবং তার মুখে থুথু দিয়ে বলবে, 'ভাইয়ের বংশ যে রক্ষা করতে চায় না তার প্রতি এ-ই করা হয়।' (দ্বিতীয় বিবরণ ২৫/৫-৯)

পাঠক, একে বিবাহ বা ধর্ষণ যা-ই বলুন না কেন, এক্ষেত্রে বিধবা মহিলার দ্বিমত প্রকাশের কোনোই

সুযোগ নেই।

৮. ১. ১৩. শিশুদের দৈহিক নির্যাতন

বাইবেলে শিশুদের ডান্ডা পেটা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন: "বালককে শাসন করতে ত্রুটি করো না; তুমি দণ্ড (rod: লৌহদণ্ড) দ্বারা তাকে মারলে সে মরবে না। তুমি তাকে দণ্ড (লৌহদণ্ড: beat him with the rod) দ্বারা প্রহার করবে, পাতাল থেকে তার প্রাণকে রক্ষা করবে।" (মেসাল/ হিতোপদেশ ২৩/১৩-১৪, মো.-১৩। আরো দেখুন: হিতোপদেশ: ১৩/২৪; ১৯/১৮; ২২/১৫; ২৯/১৫; ইব্রীয় ১২/৬-৭)।

http://nospank.net/floggers.htm ওয়েবসাইট থেকে পাঠক দেখবেন যে, বাইবেলের এ সকল বক্তব্য কিভাবে ধার্মিক খ্রিষ্টান ও ধর্মপ্রচারকদের শিশু-কিশোরদের উপর দেহিক নির্যাতন করতে উৎসাহ দেয়।

৮. ১. ১৪. বাইবেলের কিছু বিস্ময়কর পাপ

রেভারেন্ড রেমন্ড ডাবাক (Reverend Raymond/ Ray Dubuque) আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মগুরু। তিনি দীর্ঘদিন ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্মের পাদরি, প্রচারক ও ধর্মতত্ত্বীয় অধ্যাপক হিসেবে কর্ম করেন। বর্তমানে তিনি 'ইউনাইটেড মেথডিস্ট' সম্প্রদায়ের পাদরি হিসেবে কর্মরত।[৮] LiberalsLikeChrist.Org ওয়েবসাইটে তিনি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অনেকে অশোভন বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে কিছু কর্ম বাইবেল পাপ হিসেবে গণ্য করেছে, যদিও তা মানবীয় বিবেকে পাপ হওয়ার কথা নয়। এখানে এরূপ কয়েকটা পাপ উল্লেখ করছি। বিস্তারিত তথ্য পাঠক ওয়েবসাইটটাতে দেখবেন।[৯]

৮. ১. ১৪. ১. সন্তান প্রসব পাপ ও মেয়ে সন্তান প্রসব বড় পাপ

মহিলাদের জন্য সন্তান ধারণ করা পাপ, বিশেষত মেয়ে শিশু জন্ম দেওয়া বড় পাপ। মেয়ে শিশু জন্ম দিয়ে দ্বিগুণ সময় 'নাপাক' ও 'একাকিত্বের কারাগারে' আবদ্ধ থাকতে হবে। উপরন্তু গোনাহের কাফফারা দিতে হবে: "তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, যদি কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয় এবং তার ছেলে হয় তবে সে তার মাসিকের সময়ের মতই নাপাক হবে। তার এই নাপাক অবস্থা সাত দিন চলবে। আট দিনের দিন ছেলেটির খৎনা করাতে হবে। তারপর সেই স্ত্রীলোককে তার রক্তস্রাব থেকে পাক-সাফ হবার জন্য তেত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । তার পাক-সাফ হওয়ার আগের এই দিনগুলো কেটে না যাওয়া পর্যন্ত সে কোন পবিত্র জিনিস ছুঁতে পারবে না কিংবা পবিত্র তাম্বু-ঘরের এলাকায় যেতে পারবে না। কিন্তু যদি তার মেয়ে হয় তবে তার মাসিকের সময়ের মতই সে নাপাক হবে, কিন্তু তার এই নাপাক অবস্থা চলবে দু'সপ্তা। তারপর তাকে তার রক্তস্রাব থেকে পাক-সাফ হওয়ার জন্য ছেষট্টি দিন অপেক্ষা করতে হবে। ছেলে বা মেয়ের জন্মের পরে তার পাক-সাফ হওয়ার আগের দিনগুলো কেটে যাবার পর তাকে মিলন তাম্বুর দরজার সামনে ইমামের কাছে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এক বছরের একটা ভেড়ার বাচ্চা এবং গুনাহের কোরবানীর জন্য একটা কবুতর কিংবা একটা ঘুঘু নিয়ে যেতে হবে।" (লেবীয় ১২/২-৬)

৮. ১. ১৪. ২. বীর্যপাত ও পুরুষের স্রাব পাপ এবং পাপের কাফফারা

বীর্যপাত বা পুরুষালি স্রাব হলে শুধু গোসল করে পাক হলেই হবে না, পাপের শাস্তি হিসেবে সারাদিন

---

[৮] http://www.cga.ct.gov/2007/JUDdata/tmy/2007HB-07395-R000326-Rev %20Ray% 20 Dubuque-TMY.PDF

[৯] http://liberalslikechrist.org/LLC_MasterMenu.php

'নির্জন একাকিত্ব' ভোগ করতে হবে এবং গুনাহের কোরবানি দিতে হবে। "কোন পুরুষের বীর্যপাত হলে তাকে পানি দিয়ে তার গোটা শরীরটা ধুয়ে ফেলতে হবে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নাপাক অবস্থায় থাকবে। কোন কাপড় বা চামড়ার জিনিসে বীর্য লাগলে সেটা পানিতে ধুয়ে ফেলতে হবে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটা নাপাক থাকবে। কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রীলোক নিয়ে শোয় তখন বীর্যপাত হলে দু'জনকেই পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। (লেবীয় ১৫/১৬-১৮)

"কোন লোকের পুরুষাংগের যে কোন রকমের অস্বাভাবিক স্রাব নাপাক। ... আট দিনের দিন তাকে দু'টা ঘুঘু না হয় দু'টা কবুতর নিয়ে মিলন-তাম্বুর দরজার কাছে মাবুদের সামনে আসতে হবে এবং তা ইমামের কাছে দিতে হবে। ইমাম সেই দু'টার একটা দিয়ে গুনাহের কোরবানী এবং অন্যটা দিয়ে পোড়ানো-কোরবানী দেবে। স্রাবের দরুন লোকটির যে নাপাক অবস্থা হয়েছিল তার জন্য এভাবে মাবুদের সামনে তার নাপাকী ঢাকা দেবার ব্যবস্থা করবে" (লেবীয় ১৫/২-১৫)। কি. মো.-১৩: "এভাবে ইমাম তার প্রমেহের কারণে তার জন্য মাবুদের সম্মুখে কাফফারা দেবে।

৮. ১. ১৪. ৩. মাসিক ঋতুস্রাব পাপ ও পাপের কাফফারা

"স্ত্রীলোকের নিয়মিত মাসিকের রক্তের দরুন নাপাক অবস্থা সাত দিন ধরে চলবে। ... সেই রক্তস্রাব থেমে যাবার পরেও তাকে গুণে সাতটা দিন কাটাতে হবে এবং ঐ দিনেই সে পাক-সাফ হবে। আট দিনের দিন তাকে দু'টা ঘুঘু না হয় দু'টা কবুতর নিয়ে মিলন-তাম্বুর দরজার সামনে ইমামের কাছে যেতে হবে। ইমাম সেই দু'টার একটা দিয়ে গুনাহের কোরবানী এবং অন্যটা দিয়ে পোড়ানো-কোরবানী দেবে। এভাবে ইমাম মাবুদের সামনে তার রক্ত স্রাবের নাপাকী ঢাকা দেবার ব্যবস্থা করবে। (লেবীয় ১৫/১৯-৩০)। কি. মো.-১৩: "তার রক্তস্রাবের নাপাকীতার জন্য ইমাম মাবুদের সম্মুখে তার জন্য কাফ্ফারা দেবে।"

এ সকল মহাপাপের কাফফারায় প্রাণি জবাই করে পুড়িয়ে ফেলা বা পোড়ানো-কোরবানি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয়। কিন্তু বাইবেলের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এরূপ কর্ম নরহত্যার মতই: "যে একটা গরু কোরবানী করছে সে যেন মানুষ খুন করছে, যে একটা ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করছে সে যেন কুকুরের ঘাড় ভেংগে দিচ্ছে, যে শস্য কোরবানী করছে সে যেন শূকরের রক্ত দিচ্ছে, আর যে আমার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাচ্ছে সে যেন মূর্তি পূজা করছে।" (ইশাইয়া/ যিশাইয় ৬৬/৩)

৮. ১. ১৪. ৪. উন্নত প্রজনন, এক জমিতে দু' ফসল ও দু' সুতোর কাপড়

বিভিন্ন জাতের প্রাণিদের মিলনের মাধ্যমে প্রজনন, একই ক্ষেত্রে দু' প্রকারের বীজ বোনা, রেশম ও সুতি, কটন ও সিনথেটিক ইত্যাদি দু' প্রকারের সুতো দ্বারা কাপড় তৈরি বা পরিধান পাপ: "আমার নিয়ম মেনে চলতে হবে। বিভিন্ন জাতের পশুদের মধ্যে সহবাস ঘটানো চলবে না। একই ক্ষেত্রে দুই রকম বীজ বোনা চলবে না। দুই জাতের সুতায় বোনা কাপড় পরা চলবে না।" (লেবীয় ১৯/১৯)

৮. ১. ১৪. ৫. চুল ও দাড়ির কোণা বা আগা ছাটা পাপ

মাথার দুপাশের চুল কাটা নিষিদ্ধ। দাড়ি মুণ্ডন বা কাটা তো দূরের কথা, দাড়ির আগা ছাঁটাও নিষিদ্ধ ও পাপ: "মাথার দু'পাশের চুল কাটা বা দাড়ির আগা ছাঁটা চলবে না" (লেবীয় ১৯/২৭-২৯)। কি. মো.-১৩: "তোমরা মাথার চারপাশে চুল মণ্ডলাকার করো না ও নিজ নিজ দাড়ির কোণ কামাবে না।"

৮. ১. ১৪. ৬. তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ নিষিদ্ধ ও ব্যভিচারতুল্য পাপ

তালাকপ্রাপ্তা মহিলা অপবিত্র ও তাকে বিবাহ করা ব্যভিচারের মতই মহাপাপ। ইমাম বা যাজকদের

বিষয়ে তৌরাতের বক্তব্য: "বেশ্যা, পতিতা বা স্বামীর তালাক দেওয়া কোনো স্ত্রীলোককে তাদের বিয়ে করা চলবে না। যিনি তাদের আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্যে তারা পাক-পবিত্র।" (লেবীয় ২১/৭-৮)

বাইবেল অন্যত্র বলছে: "যে কেউ জেনা ছাড়া অন্য কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় সে তাকে জেনাকারিণী করে। যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা (মো.-০৬: তালাক দেওয়া) স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও জেনা করে।" (মথি ৫/৩১, মো.-১৩)

যীশু আরো বলেন: "যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেনা করে। আর স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য লোককে বিয়ে করে তবে সেও জেনা করে।" (মার্ক ১০/১১-১২। মথি ১৯/৯)

৮. ১. ১৫. জাতি-বৈষম্য (Racism) ও জাতি-বিদ্বেষ

রেভারেন্ড রেমন্ড কিছু কর্মের তালিকা প্রদান করেছেন যা সাধারণত অন্যায় বলে গণ্য কিন্তু বাইবেল তা অনুমোদন করেছে । এগুলোর অন্যতম জাতি-বৈষম্য।

Race শব্দেও অর্থ গোষ্ঠী, বংশ, প্রজাতি, জাতি বা চুলের রং, নাক, মুখ ইত্যাদির ভিত্তিতে মানব জাতির শাখা-প্রশাখা। Racism অর্থ গোষ্ঠী, বংশ, প্রজাতি বা জাতিগত ভেদাভেদ বা বৈষম্যের মতবাদ। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনলাইন ভার্শন 'Racism'-এর সংজ্ঞায় বলছে: "Prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one's own race is superior" "নিজের গোষ্ঠী বা বংশ অন্যান্যদের চেয়ে উচ্চতর-এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভিন্ন কোনো বংশ, গোষ্ঠী বা জাতির কারোর প্রতি লালনকৃত সংস্কার, বৈষম্য অথবা শত্রুতা"।[১০] জাতিগত বৈষম্য (racial discrimination), জাতিবৈষম্যগত সংস্কার (racial prejudice), বিজাতি-আতঙ্ক (xenophobia), বর্ণভেদ বা জাতিভেদ (casteism), বর্ণবাদ বা জাতিবিদ্বেষ (apartheid) ইত্যাদি পরিভাষাও এ অর্থে ব্যবহৃত।

বাইবেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে পাঠক সর্বপ্রধান যে বিষয়টা শিখবেন তা হল: "পৃথিবীর সকল মানবীয় বংশ, গোষ্ঠী বা জাতির চেয়ে বনি-ইসরাইল বংশ উচ্চতর ও পবিত্রতর"। বনি-ইসরাইল ঈশ্বরের পবিত্র সন্তান, মনোনীত জাতি ও ঈশ্বরের পবিত্র প্রজা (holy people)। আর অন্য সকল মানুষ 'পরজাতি' (gentile)। এখানে বিশ্বাস, সততা, কর্ম বা অন্য কোনো কিছুই মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় 'বনি-ইসরাইল' বংশের মানুষ হওয়া। এ বংশের মানুষ হলেই সে 'ঈশ্বরের মনোনীত সন্তান'। বাইবেলের সকল বিধান, বিচার, যুদ্ধ ও হত্যা এ বিশ্বাস ও তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাইবেল সমালোচকরা তো বটেই, এমনকি অনেক সচেতন ধার্মিক খ্রিষ্টানও এ বিশ্বাসকে 'রেসিজম' (Racism) বা জাতিবৈষম্য বলে গণ্য করছেন। সকল মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান বা মানবীয় সাম্যের বিশ্বাসের সাথে এটা সাংঘর্ষিক।

আমরা দেখেছি যে, বাইবেলীয় বর্ণনায় মিসরবাসীর সাথে ঈশ্বরের আচরণ পুরোটাই ছিল জাতিবৈষম্য ভিত্তিক। বাইবেলের বর্ণনায় ফেরাউন বা মিসরবাসীকে মোশি ঈমান বা সততার কোনো দাওয়াত দেননি বা তাদেকে ভাল করার কোনো চেষ্টা করেননি। বরং ঈশ্বর নিজের মনোনীত জাতির গৌরব ও শক্তি প্রকাশের জন্য পরিকল্পিতভাবে কখনো তাদের মন কঠিন করেছেন এবং কখনো নরম করেছেন যেন তিনি মিসরীয়দের মারতে এবং ইসরাইলীয়দের সকল সুবিধা দিতে পারেন। বাইবেল অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এ বৈষম্যের কথা বারবার উল্লেখ করেছে: "এতে আপনারা জানতে পারবেন যে, মাবুদ মিসরীয় ও বনি-ইসরাইলদের আলাদা করে দেখেন" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ১১/৭)। কি. মো.-১৩:

---

[১০] http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/racism

"মাবুদ মিসরীয়দের ও ইসরাইলের মধ্যে প্রভেদ/ বৈষম্য করেন: (put a difference between...)

ঈশ্বর বলেন: "তোমরা যে দেশ অধিকার করবার জন্য যাচ্ছ সেখানে তোমাদের মাবুদ আল্লাহই তোমাদের নিয়ে যাবেন এবং অনেক জাতিকে তোমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবেন। এই জাতিগুলো হল, হিট্টীয়, গির্গাষীয়, আমোরীয়, কেনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং যিবূষীয়। এই সাতটি জাতিই লোকসংখ্যায় এবং শক্তিতে তোমাদের চেয়ে বড়। তিনি যখন তাদের তোমাদের হাতের মুঠোয় এনে দেবেন এবং তোমরা তাদের হারিয়ে দেবে তখন তোমরা তাদের একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে। তোমরা তাদের সংগে কোন সন্ধি করবে না এবং তাদের প্রতি কোন দয়া দেখাবে না। তোমরা তাদের সংগে কোন বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করবে না। .... তোমরা ঐ সব জাতির বেদীগুলো ভেংগে ফেলবে, পূজার পাথরগুরো চুরমার করে ফেলবে, পূজার আশেরা-খুঁটিগুলো কেটে ফেলবে এবং মূর্তিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে। তোমরা এমন একটি জাতি যাকে তোমাদের মাবুদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। তোমরা যেন তোমাদের মাবুদ আল্লাহর নিজের বান্দা ও সম্পত্তি হও সেজন্য দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্য থেকে তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/১-৬)

কেরির মূলানুগ অনুবাদে শেষ শ্লোকটা নিম্নরূপ: "কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা (holy people); ভূতলে যত জাতি আছে, সে সকলের মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজা করিবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন। (the LORD thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people...)" কি. মো.-১৩: "কেননা তুমি তোমার আল্লাহ মাবুদের পবিত্র লোক; ভূতলে যত জাতি আছে, সেই সবের মধ্যে তাঁর নিজস্ব লোক করার জন্য তোমার আল্লাহ মাবুদ তোমাকেই মনোনীত করেছেন।"

এ জাতি-বৈষম্য বাইবেলের মূল শিক্ষা। ইসরাইল বা যাকোবের বংশের হওয়ার কারণে বনি-ইসরাইল জাতি সকল জাতি থেকে উচ্চতর (above all people that are upon the face of the earth), বংশের কারণেই তারা পবিত্র ও মনোনীত জাতি (holy, chosen people)। বংশ ও রক্তের কারণেই অন্য সকল মানুষ নিম্নতর।

বনি-ইসরাইলের জাতিগত পবিত্রতা ও উচ্চতরতা বাইবেলে একইভাবে বার বার বলা হয়েছে। দু-একটা নমুনা দেখুন: দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/২; ১৪/২১; ২৬/১৯; ২৮/৯; যিশাইয় ৬২/১২; দানিয়েল ৮/২৪; ১২/৭ ...।

বর্ণ-বৈষম্য বা জাতি-বৈষম্য বিষয়ক অনেক বিধান বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন, বনি-ইসরাইলের কেউ ঋণগ্রস্ত হলে ৭ বছরের মাথায় তার ঋণ মওকুফ করা ধর্মীয়ভাবে জরুরি, তবে অ-ইসরাইলীয় কেউ এ সুযোগ পাবে না। অনুরূপভাবে ইসরাইলীয় কারো কাছ থেকে সুদ নেওয়া যাবে না, তবে অ-ইসরাইলীয়দের থেকে যত খুশি সুদ নেওয়া যাবে। এখানে ধর্ম, বিশ্বাস বা মানবতা মূল বিষয় নয়। বংশ ও গোষ্ঠীই মূল কথা। ইসরাইলীয় হলে সে ভাই; অন্যথায় সে পর।

"প্রতি সপ্তম বছরের শেষে অন্যদের কাছ থেকে তোমাদের পাওনা সব মাফ করে দেবে। এই নিয়মে তা মাফ করতে হবে: প্রত্যেক ইসরাইলীয় পাওনাদার অন্য ইসরাইলীয়কে দেওয়া সব ঋণ মাফ করে দেবে। ঋণ মাফ করে দেবার জন্য মাবুদ যে সময় ঠিক করে দিয়েছেন তা ঘোষণা করা হয়েছে বলে কোন ইসরাইলীয় ভাইয়ের কাছ থেকে ঋণ শোধের দাবি করা চলবে না। ভিন্ন জাতির লোকদের কাছ থেকে ঋণ শোধের দাবি করা চলবে, কিন্তু তোমাদের ভাইদের ঋণ তোমাদের মাফ করে দিতে হবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫/১-৩)

"তোমরা কোন ইসরাইলীয় ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ নেবে না– সেই সুদ টাকা পয়সার উপরেই হোক কিংবা খাবার জিনিসের উপরেই হোক, কিংবা অন্য যে কোন জিনিসের উপরেই হোক। অন্য জাতির

লোকদের কাছ থেকে তোমরা সুদ নিতে পার কিন্তু কোন ইসরাইলীয় ভাইয়ের কাছ থেকে নয়।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/১৯-২০)

৮. ১. ১৬. জাতি-বৈষম্যের প্রকটতাঃ অখাদ্য বিক্রয়

শুধু যুদ্ধ ও হত্যার ক্ষেত্রেই বৈষম্য নয়; পবিত্র বাইবেলের হালাল-হারাম ও পবিত্রতা-অপবিত্রতার বিধানও ধর্মগত নয়, বরং জাতিগত। বনি-ইসরাইলের জন্য যা অখাদ্য তা অন্য জাতির লোককে বিক্রয় করলে বা খাওয়ালে অসুবিধা নেই। এ জাতীয় অনেক বিধানের একটা: "মরে পড়ে থাকা যে কোন প্রাণী তোমাদের জন্য হারাম, কারণ তোমরা তোমাদের মাবুদের উদ্দেশ্যে একটা পবিত্র জাতি (thou art an holy people unto the LORD thy God: কেরিঃ কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা)। তোমাদের গ্রাম বা শহরে বাস করা অন্য জাতির কোনো লোককে তোমরা সেটা দিয়ে দিতে পারবে এবং সে তা খেতে পারবে, কিংবা তোমরা কোন বিদেশীর কাছে সেটা বিক্রি করে দিতে পারবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/২১)

গ্যারি ডেভানি নিম্নের বিচার দৃশ্যকল্প (Court Scenario) লেখেছেনঃ

> বিচারকঃ (আসামীকে) আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি দূষিত মাংস বিক্রয় করেছেন একটা পরিবারের কাছে। সে মাংস খেয়ে দু'জন মারা গিয়েছে এবং একজন মারাত্মকভাবে অসুস্থ। আপনি কিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন?
>
> আসামীঃ মহানুভব, আমি নিরপরাধ।
>
> বিচারকঃ আপনি কি আপনার পক্ষে সাফাই-সাক্ষ্য দিতে চান?
>
> আসামীঃ জি, হ্যাঁ।
>
> বিচারকঃ তাকে শপথ করানো হোক।
>
> আসামীঃ আপনি যদি আমাকে এ বাইবেলটা নিয়ে শপথ করান তবে আমি আপনাকে বাইবেলেরই বিধান দেখিয়ে আমার কর্ম প্রমাণ করব।
>
> বিচারকঃ আপনার আবেদন গ্রহণ করা হল। কারণ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমার কোর্টে আপনার দায়িত্ব ঈশ্বর, দেশ, আমাকে এবং কোর্টকে সম্মান দেখান। আপনি কি এ পরিবারের কাছে মাংস বিক্রয় করেছিলেন?
>
> আসামীঃ জনাব, আপনি যেহেতু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, সেহেতু আমি আপনাকে সত্য বিষয় জানাব।
>
> বিচারকঃ আপনি মাংস কোথায় পেয়েছিলেন?
>
> আসামীঃ আমি দূরের জঙ্গলের মধ্যে একটা মরা পশু থেকে মাংস সংগ্রহ করেছিলাম।
>
> বিচারকঃ এর অবস্থা কেমন ছিল বলুন।
>
> আসামীঃ এটা একটু ফুলে গিয়েছিল এবং সামান্য কিছু পোকা দেখেছিলাম। তবে আমি মনে করেছিলাম যে তাতে কোনো সমস্যা হবে না।
>
> বিচারকঃ আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আপনি কি দলিল পেশ করবেন?
>
> আসামীঃ মহানুভব, আপনি যা দিয়ে আমাকে শপথ করালেন, সেই কিং জেমস ভার্শন

বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণের ১৪/২১ দেখুন। ঈশ্বর বলছেন: "স্বয়ংমৃত কোনো কিছু ভক্ষণ করবে না; তবে তুমি পরের কাছে তা খাদ্য হিসেবে বিক্রয় করতে পারবে।" ঈশ্বর আমাকে বলছেন যে, আমি অখাদ্য বা পচা মাংস অন্যকে বিক্রয় করতে পারব। এতে যদি সে অসুস্থ হয় বা মারা যায় তবে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমার নয়। আমি তো শুধু ঈশ্বরের বাইবেলীয় আদেশ পালন করছি মাত্র। মাননীয় বিচারক, আপনি যদি আমাকে অপরাধী করেন এবং আপনি যদি বাইবেলে বিশ্বাস করেন তবে আপনাকে অবশ্যই ঈশ্বরকেও অপরাধী বলে গণ্য করতে হবে।

বিচারক: কেসটা খারিজ করা হল।[১১]

৮. ১. ১৭. নারী বৈষম্য বা নারী নির্যাতন

বাইবেল বিভিন্ন বিধান বাহ্যত নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে প্রতীয়মান। আমরা ইতোপূর্বে কয়েকটা নমুনা দেখেছি। এখানে আরো কিছু নমুনা উল্লেখ করছি:

৮. ১. ১৭. ১. সন্দেহের কারণে স্ত্রীকে নির্যাতন

দাম্পত্য জীবনে স্বামীর অবিশ্বস্ততা বা ব্যভিচার নিশ্চিত জানলেও স্ত্রীর কিছু করণীয় নেই। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর বিষয়ে সন্দেহ করেন তবে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য স্ত্রীকে জনগণ ও পুরোহিতদের সামনে 'পানিপড়া' খাওয়ানোর যে বিধান বাইবেল দিয়েছে তা অসহায় স্ত্রীর প্রতি অমানবিক আচরণ বলেই প্রতীয়মান হয়:

"কিন্তু তবুও যদি স্ত্রীর উপর সন্দেহে স্বামীর মন বিষিয়ে ওঠে তবে সে তাকে ইমামের কাছে নিয়ে যাবে; স্ত্রী যদি অসতী নাও হয় তবুও সন্দেহ হলে স্বামীর তাকে ইমামের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ... ইমাম সেই স্ত্রীলোকটাকে মাবুদের সামনে দাঁড় করাবে। তারপর সে একটা মাটির পাত্রে কিছু পবিত্র পানি নেবে এবং আবাস তাম্বুর মেঝে থেকে কিছু ধুলা তুলে নিয়ে সেই পানির মাঝে দেবে। স্ত্রীলোকটাকে মাবুদের সামনে দাঁড় করাবার পর ইমাম তার চুল খুলে দেবে এবং অন্যায় তুলে ধরবার জন্য কোরবানীর জিনিস, অর্থাৎ সন্দেহের দরুন শস্য-কোরবানীর জিনিস তার হাতে দেবে। ইমাম তার নিজের হাতে রাখবে বদদোয়া নিয়ে আসা তেতো পানি। তারপর ইমাম স্ত্রীলোকটাকে কসম খাইয়ে নিয়ে তাকে বলবে, 'বিয়ের পর যদি কোন লোক তোমার সংগে জেনা না করে থাকে এবং তুমি যদি কুপথে গিয়ে অসতী না হয়ে থাক তবে বদদোয়া আনা এই তেতো পানি যেন তোমার ক্ষতি না করে। কিন্তু বিয়ের পর কুপথে গিয়ে কারও সংগে জেনা করে যদি তুমি অসতী হয়ে থাক'– এই পর্যন্ত বলে ইমাম সেই স্ত্রীলোকটাকে দিয়ে তার নিজের উপর বদদোয়া ডেকে আনবার একটা কসম খাইয়ে নিয়ে আবার বলবে, 'তবে মাবুদ এমন করুন যাতে স্ত্রী-অংগ অকেজো হয়ে তোমার পেট ফুলে ওঠে, যার ফলে তোমার লোকেরাই বদদোয়া ও কসমের সময়ে তোমার নাম ব্যবহার করবে। এই বদদোয়ার পানি তোমার শরীরে ঢুকে যেন এমন ভাবে কাজ করে যাতে তোমার পেট ফুলে ওঠে ও তোমার স্ত্রী-অংগ অকেজো হয়ে যায়।' এর জবাবে স্ত্রীলোকটাকে বলতে হবে, তা-ই হোক।' ইমাম এই পর্যন্ত বদদোয়া চামড়ার উপর লিখে পানি ঢেলে লেখাটা সেই তেতো পানিতে ফেলবে। বদদোয়ার সেই তেতো পানি সেই স্ত্রীলোকটিকে খাওয়ালে পর সেই পানি তার পেটে গিয়ে তাকে ভীষণ যন্ত্রণা দেবে। ... তারপর সে সেই পানি স্ত্রীলোকটিকে খেতে দেবে। স্ত্রীলোকটি যদি অসতী হয়ে স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে থাকে তবে বদদোয়ার এই পানি তাকে খাওয়াবার পর তা তার পেটে গিয়ে তাকে ভীষণ যন্ত্রণা দেবে। তার পেট ফুলে উঠবে এবং স্ত্রী-অংগ অকেজো হয়ে যাবে আর তার লোকেরা তার নাম

---

[১১] http://www.thegodmurders.com/id40.html

বদদোয়া হিসাবে ব্যবহার করবে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি যদি অসতী না হয়ে নির্দোষ থাকে তবে তাকে যে দোষ দেওয়া হয়েছিল তা থেকে সে খালাস পাবে এবং সন্তানের মা হবার ক্ষমতা তার থেকেই যাবে.... ।" (গণনা/শুমারী ৫/১১-৩১, কি. মো.-০৬)

সম্মানিত পাঠক, ইসলামে এ জাতীয় কর্মকে কুফরী বলা হয়েছে, এরপরও আমাদের সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের মধ্যে চালপড়া, পানিপড়া ইত্যাদির কথা শোনা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যেও ধুলা-বালি মিশ্রিত ময়লা পানি খাওয়ানোর প্রচলন আছে বলে জানা যায় না। সর্বোপরি, এ পদ্ধতিতে স্ত্রী নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরেও ভিত্তিহীন সন্দেহের জন্য স্বামীর শাস্তি বা তিরস্কারের কেনো ব্যবস্থা নেই।

৮. ১. ১৭. ২. নারী জন্মগতভাবেই অপরাধী

ঈশ্বর বলেছেন যে, নারী জাতিকে তিনি চিরস্থায়ী শাস্তি হিসেবে স্বামীর কর্তৃত্বাধীন করেছেন। স্ত্রী স্বামীর প্রতি কামুক হবে আর স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করবে: "তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে (he shall rule over thee)।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৩/১৬)

বাইবেলের বক্তব্য, নারী জন্মগতভাবেই পুরুষের চেয়ে নীচতর: কারণ আদমের পরে তার সৃষ্টি। আর নারী জন্মগতভাবেই অপরাধী; কারণ হাওয়া ছলনায় ভুলেছিলেন। আর এ দু'টা কারণে তার জন্য সাজগোজ, কথা বলা, শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। নির্বাক কথাহীন প্রতিবাদহীন অনুগত ও বাধ্য থাকাই তার একমাত্র করণীয়। বাইবেলের নির্দেশ: "আমি এটাও চাই যেন স্ত্রীলোকেরা ভদ্রভাবে ও ভাল বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে উপযুক্ত কাপড়-চোপড় পরে। তারা যেন নানা রকমে চুলের বেণী বেঁধে, সোনা ও মুক্তার গয়না পরে আর দামী দামী কাপড়-চোপড় দিয়ে নিজেদের না সাজায়। তার বদলে যেন তারা ভাল ভাল কাজ দিয়ে নিজেদের সাজায়। যে স্ত্রীলোকেরা নিজেদের আল্লাহ-ভক্ত বলে থাকে সেই স্ত্রীলোকদের পক্ষে সেটাই হবে উপযুক্ত কাজ। কথা না বলে এবং সম্পূর্ণভাবে বাধ্য থেকে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভ করুক। শিক্ষা দেবার ও পুরুষের উপর কর্তা হবার অনুমতি আমি কোন স্ত্রীলোককে দিই না। তার বরং চুপ করে থাকাই উচিত, কারণ প্রথমে আদমকে ও পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা ছাড়া আদম ছলনায় ভোলেননি, কিন্তু স্ত্রীলোক সম্পূর্ণভাবে ভুলেছিলেন এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিলেন। (১ তীমথিয় ২/৯-১৪)

৮. ১. ১৭. ৩. নারীর ধূর্ততা ভয়ঙ্করতম!

ক্যাথলিক বাইবেলের (বাংলা জুবিলী বাইবেলের) ২৮ নং পুস্তক 'বেন সিরা' (Ecclesiasticus: Sirach)। এ পুস্তকে ঈশ্বরের বাণী নিম্নরূপ: "Give me any plague, but the plague of the heart: and any wickedness, but the wickedness of a woman: আমাকে দাও যে কোনো ক্ষত কিন্তু হৃদয়ের ক্ষত নয়; যে কোনো মন্দতা/ ধূর্ততা কিন্তু নারীর মন্দতা/ ধূর্ততা নয়।" জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: "যে কোন ক্ষত! কিন্তু হৃদয়ের ক্ষত নয়; যে কোন ধূর্ততা! কিন্তু নারীর ধূর্ততা নয়।" (বেন সিরা ২৫/১৩)

অর্থাৎ নারীর ধূর্ততার চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর ধূর্ততা আর কিছুই হতে পারে না!

৮. ১. ১৭. ৪. নারীর কারণেই পতন এবং মৃত্যু

বাইবেল বলছে: "Of the woman came the beginning of sin, and through her we all die: নারী থেকেই পাপের শুরু হয়েছিল এবং নারীর মধ্য দিয়েই আমরা সকলে মরব"। জুবিলী

বাইবেলঃ "একজন নারী দ্বারাই হয়েছে পাপের সূচনা, আবার তার কারণেই আমাদের সকলকে মরতে হয়।" (বেন-সিরা ২৫/২২)

৮. ১. ১৭. ৫. কথা বলতে দিয়ো না এবং তালাক দাও

বাইবেল বলছেঃ "Give the water no passage; neither a wicked woman liberty to gad abroad. If she go not as thou wouldest have her, cut her off from thy flesh, and give her a bill of divorce, and let her go: পানিকে বেরোনোর পথ দিয়ো না; দুষ্ট নারীকেও বাইরে ঘোরার স্বাধীনাতা দিয়ো না। তুমি যা ইচ্ছা কর সেভাবে যদি সে না চলে তবে তাকে তোমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং তাকে একটা তালাকনামা দাও; সে চলে যাক"। জুবিলী বাইবেলঃ "জলকে ছিদ্র পেতে দিয়ো না, ধূর্ত স্ত্রীলোককেও কথা বলার পূর্ণ সুযোগ দিয়ো না। সে যদি তোমার কথামত না চলে, তাকে ছাড়।" (বেন-সিরা ২৫/২৫-২৬)

৮. ১. ১৭. ৬. নারী কতই না ঘৃণ্য!

বাইবেলের ভাষায় লজ্জাহীন নারী কুকুর বলে গণ্যঃ "A shameless woman shall be counted as a dog; but she that is shamefaced will fear the Lord". অর্থাৎ "লজ্জাহীন নারী কুকুর বলে গণিতা হবে; তবে লজ্জাবনতা প্রভুকে ভয় করবে।" (বেন-সিরা ২৬/২৫) উল্লেখ্য যে, শ্লোকটা ইংরেজিতে বিদ্যমান তবে বাংলা জুবিলী বাইবেলে বেন সিরা ২৬ অধ্যায়ের ১৯ থেকে ২৭ শ্লোক নেই।

বাইবেল বলছে যে, নারীর বেশ্যাগিরি তার চোখের দৃষ্টি থেকেই জানা যায়ঃ "The whoredom of a woman may be known in her haughty looks and eyelids: একজন নারীর বেশ্যাগিরি তার উদ্ধত দৃষ্টি এবং চোখের পাতা থেকেই জানা যায়।" জুবিলী বাইবেলঃ "স্ত্রীলোকের উচ্ছৃঙ্খলতা তার বড় বড় চোখেই প্রকাশিত, আর চোখের পাতাই তা সত্য বলে প্রমাণ করে।" (বেন সিরা ২৬/৯)

বাইবেল বলছে, নারীই সকল শঠতা, ধূর্ততা ও দুষ্টতার মূল ও উৎসঃ "For from garments cometh a moth, and from women wickedness. Better is the churlishness of a man than a courteous woman, a woman, I say, which bringeth shame and reproach") "কেননা পোশাক থেকে পোকা, ও নারী থেকে শঠতা বের হয়। নারীর কোমলতার চেয়ে পুরুষের রুক্ষ ব্যবহার শ্রেয়। নারীরা লজ্জা ও বিদ্রূপ বয়ে আনে।" (জুবিলী বাইবেলঃ বেন-সিরা ৪২/১৩-১৪)

৮. ১. ১৭. ৭. কন্যা সন্তান সকল দুশ্চিন্তা ও লজ্জার কারণ

"মেয়ে পিতার কাছে গুপ্ত দুশ্চিন্তা স্বরূপ, তার বিষয়ে চিন্তা নিদ্রা দূর করে; তার যৌবনকালে, পাছে ম্লান হয়, তার বিবাহ-জীবনে, পাছে ঘৃণার পাত্রী হয়। সে যতদিন যুবতী, ততদিন ভয় আছে, সে ভ্রষ্টা হবে, ও পিতৃগৃহে গর্ভবতী হবে; স্বামীর ঘর করার সময়ে, পাছে অপরাধে পতিতা হয়, বিবাহকালে, পাছে বন্ধ্যা হয়। একগুঁয়ে মেয়ের উপর আরও সতর্ক থাক, পাছে সে তোমাকে তোমার শত্রুদের তাচ্ছিল্যের বস্তু করে ..... নারীরা লজ্জা ও বিদ্রূপ ঘটায়।" (বেন-সিরা ৪২/৯-১৩)

তাহলে পুত্র সন্তান গৌরবের উৎস। পুত্রের জন্য মানুষের কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। পুত্রের বিপথগামিতা, ভ্রষ্টাচার, ব্যভিচার বা একগুঁয়েমির কোনো ভয় থাকে না! যত দুশ্চিন্তা সবই মেয়েকে নিয়ে!? পুত্র থেকে বা পুরুষ থেকে কোনো শঠতাও বের হয় না এবং লজ্জা বা বিদ্রূপও ঘটে না!?

৮. ১. ১৭. ৮. স্ত্রী স্বামীর অধীন, যেমন মানুষ ঈশ্বরের অধীন

"মসীহই প্রত্যেক পুরুষের মাথার মত, স্বামী তার স্ত্রীর মাথার মত, আর আল্লাহ মসীহের মাথার মত।

...যে স্ত্রীলোক মাথা না ঢেকে মুনাজাত করে বা নবী হিসাবে কথা বলে সে তার মাথার অসম্মান করে, কারণ তাতে সে মাথা কামানো স্ত্রীলোকের মতই হয়ে পড়ে। যদি কোনো স্ত্রীলোক মাথা না ঢাকে তবে সে তার চুলও কেটে ফেলুক। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে চুল কেটে ফেলা বা মাথা কামিয়ে ফেলা লজ্জার বিষয় বলে সে তার মাথা ঢেকে রাখুক। মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ আল্লাহ্ পুরুষকে নিজের মত করে সৃষ্টি করেছিলেন আর পুরুষের মধ্য দিয়ে আল্লাহর গৌরব প্রকাশ পায়; কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে পুরুষের গৌরব প্রকাশ পায়। পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে আসেনি কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে এসেছে। স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষকে সৃষ্টি করা হয় নি কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য এবং ফেরেশতাদের জন্য অধীনতার চিহ্ন হিসাবে মাথা ঢাকা স্ত্রীলোকের উচিত।" (১ করিন্থীয় ১১/৩-১০)

৮. ১. ১৭. ৯. নারীর জন্য চুল ছোট করা নিষিদ্ধ

"স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে কি এটা বুঝা যায় না যে, পুরুষ যদি লম্বা চুল রাখে তবে তাতে তার অসম্মান হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক যদি লম্বা চুল রাখে তবে তাতে তার গৌরব হয়? নিজেকে ঢাকবার জন্যই তো স্ত্রীলোককে লম্বা চুল দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ এই নিয়ে তর্ক করতে চায় আমি বলব যে, অন্য কোন নিয়ম আমাদের মধ্যেও নেই বা আল্লাহর জামাতগুলোর মধ্যেও নেই।" (১ করিন্থীয় ১১/১৪-১৬)

৮. ১. ১৭. ১০. ঈশ্বরের অধীনতার মতই স্বামীর অধীনতা মেনে নাও

স্ত্রীর জন্য স্বামী ঈশ্বরের মতই। ঈশ্বরের বা খ্রিষ্টের মর্যাদার মতই তার মর্যাদা। স্বামীকে ঈশ্বর বা খ্রিষ্টের মতই মান্য করতে হবে: "Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord: স্ত্রীগণ, তোমরা যেভাবে প্রভুর বশীভূতা হও সেভাবেই তোমাদের স্বামীগণের বশীভূতা হও"। কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "তোমরা যারা স্ত্রী, প্রভুর প্রতি বাধ্যতার চিহ্ন হিসাবে তোমরা নিজের নিজের স্বামীর অধীনতা মেনে নাও, কারণ মসীহ যেমন জামাতের, অর্থাৎ শরীরের মাথা, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর মাথা। ... আর জামাত যেমন মসীহের অধীনে আছে তেমনি স্ত্রীরও সব বিষয়ে স্বামীর অধীনে থাকা উচিত (কেরি: নারীগণ সর্ব বিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হউক)"। (ইফিষীয় ৫/২২-২৪)

পবিত্র বাইবেল আরো বলছে: "তোমরা যারা স্ত্রী, তোমরা প্রত্যেকে স্বামীর অধীনতা মেনে নাও, কারণ প্রভুর বান্দা হিসাবে এটাই উপযুক্ত।" (কলসীয় ৩/১৮) আরো দেখুন: ১ পিতর ৩/১-৬।

৮. ১. ১৭. ১১. নারী, বাধ্য থাক, চুপ থাক, কথা বোলো না

বাইবেল বলছে যে, ভাল নারী হওয়ার শর্ত নীরব থাকা। পারিবারিক বা সামাজিক কোনো ক্ষেত্রেই কথা বলা যাবে না; তবেই ভাল নারী বলে গণ্য হওয়া যাবে: "নীরব নারী, এ প্রভুরই দান, মার্জিতা চরিত্রের মূল্যে কোন দাম মেটে না। বিনয়িনী প্রাণের মূল্য গণনার অতীত।" (জুবিলী বাইবেল: বেন-সিরা ২৬/১৪-১৫)

"আল্লাহর বান্দাদের সব জামাতে যেমন হয়ে থাকে, সেভাবে স্ত্রীলোকেরা জামাতে (churches) চুপ করে থাকুক, কারণ কথা বলবার অনুমতি তাদের দেওয়া হয় নি। তৌরাত শরীফ যেমন বলে. তেমনি তারা বরং বাধ্য হয়ে থাকুক। যদি তারা কিছু জানতে চায় তবে বাড়ীতে তাদের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ জামাতে কথা বলা একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয়।" (১ করিন্থীয় ১৪/৩৪-৩৫)

পুনশ্চ বাইবেল বিষয়টা নিশ্চিত করে বলছে: "কথা না বলে এবং সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থেকে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভ করুক।" (১ তীমথিয় ২/১১)

৮. ১. ১৭. ১২. স্বামীই প্রভু, রাজা ও মালিক

'ইষ্টের' বা 'এস্থার' পুস্তকটা প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ১৭ নং পুস্তক এবং ক্যাথলিক বাইবেলের (জুবিলী বাইবেল) ১৯ নং পুস্তক। এ পুস্তকটার মধ্যে অনেক অশালীন বিষয় বিদ্যমান। কোনো ইতিহাস-গ্রন্থ হলে বিষয়টাতে সমস্যা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের রচিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এ জাতীয় কথা প্রশ্নের সৃষ্টি করে। এ গ্রন্থের শুরুতে ঈশ্বর নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। ঈশ্বরের বর্ণনা নিশ্চিত করে যে, এরূপ আচরণ ঈশ্বরের অনুমোদিত।

রাজা 'Ahasuerus'- কে কেন্দ্র করে এ ঘটনাগুলো। বিভিন্ন বাংলা বাইবেলে নামটা বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে। কেরি বাইবেল 'রাজা অহশ্বেরশ'। জুবিলী বাইবেলঃ 'রাজা অশোরা' এবং কিতাবুল মোকাদ্দসঃ 'বাদশাহ জারেক্সস'। এ রাজার স্ত্রী তার একটা কথা না শোনাতে তাকে রাণির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বিধান জারি করা হয় যে, স্বামীই পরিবারে একছত্র কর্তা, শাসক ও প্রভু। সে যা ইচ্ছা বলবে এবং স্ত্রীকে তা মানতেই হবে। ঈশ্বরের বর্ণনাঃ "প্রত্যেক পুরুষ তার নিজের বাড়ির কর্তা হোক (that every man be lord/ ruler/master in his own house) এবং তার পরিবারে তার নিজের ভাষা ব্যবহার করুক।" জুবিলী বাইবেলঃ "যেন প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ ঘরে কর্তৃত্ব করে ও তার ইচ্ছামত কথা বলে।" (ইষ্টের/ এস্থার ১/২২)

৮. ১. ১৭. ১৩. রাণি বাছাইয়ের জন্য ব্যাবহারিক প্রতিযোগিতা

ঈশ্বর বলছেন, এরপর রাজা নতুন রাণি বাছাইয়ের জন্য ব্যবহারিক প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সারা রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে সুন্দরী কুমারী মেয়েদের জমায়েত করেন। একেকটা মেয়েকে ছয়মাস সৌন্দর্য পরিচর্যা করার পর এক রাতে তার কাছে পাঠানো হত। তার সাথে রাত্রি যাপনের পর সকালে মেয়েটার স্থান হত উপপত্নীদের হারেমে। এ পদ্ধতিতে অনেক সুন্দরী কুমারীকে ব্যবহারিকভাবে যাচাই বাছাই করে তিনি ইষ্টেরকে রাণি বানালেন। (ইষ্টের ২য় অধ্যায়)।

সম্মানিত পাঠক, এ কাহিনী পাঠ করলে অশালীনতাবোধ আপনাকে পীড়িত করবে। ঈশ্বর কি এ কাহিনীটা একটু শালীন করে বলতে পারতেন না? এ অশ্লীল ও অমানবিক স্ত্রী বাছাই প্রতিযোগিতার অবৈধতা ও অশালীনতা বিষয়ে ঈশ্বর কিছু বলতে পারতেন না? বাইবেলের বর্ণনা কি প্রমাণ করে না যে, এগুলো বাইবেলীয় ঈশ্বরের নিকট আপত্তিকর কিছুই নয়? না কি এ সকল কাহিনী প্রমাণ করে যে, বাইবেলীয় এ সকল পুস্তক ঈশ্বরের বা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় রচিত নয়; বরং সে কালের যাজকদের রচিত মানবীয় কর্ম মাত্র?

৮. ১. ১৭. ১৪. পুরুষের মূল্য নারীর চেয়ে অনেক বেশি

বাইবেলের বিধান অনুসারে পুরুষের মূল্য নারীর চেয়ে অনেক বেশি। কেউ যদি নিজেকে বা অন্য কাউকে ঈশ্বরের জন্য বলি বা কোরবানি করার মানত করে তবে ঈশ্বরেকে 'মূল্য' দিয়ে বলি থেকে রক্ষা করা যাবে। এক্ষেত্রে পুরুষের মূল্য নারীর চেয়ে অনেক বেশিঃ "যদি কেউ কোন বিশেষ মানত পূরণের জন্য নিজেকে কিংবা অন্য কোন লোককে মাবুদের কাছে কোরবানী করে, তবে সেই কোরবানীর বদলে যে মূল্য দিতে হবে তা এইঃ বিশ থেকে ষাট বছর বয়সের পুরুষের জন্য ধর্মীয় মাপ অনুসারে আধা কেজি রূপা, ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের জন্য তিনশো গ্রাম রূপা। পাঁচ থেকে বিশ বছর বয়সের ছেলের জন্য দু'শো গ্রাম রূপা, ঐ বয়সের মেয়ের জন্য একশো গ্রাম রূপা; এক মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সের ছেলের জন্য পঞ্চাশ গ্রাম রূপা, ঐ বয়সের মেয়ের জন্য ত্রিশ গ্রাম রূপা। ষাট বছর বা তার বেশী বয়সের পুরুষের জন্য দেড়শো গ্রাম রূপা, ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের জন্য একশো গ্রাম রূপা।" লেবীয় ২৭/১-৭)

৮. ১. ১৮. বাইবেলের কিছু বিস্ময়কর বিধান

৮. ১. ১৮. ১. হারাম ও হালাল প্রাণির মৃতদেহ স্পর্শ করার বিবিধ বিধান

বাইবেলের বিধানে হারাম প্রাণি স্পর্শ করাও পাপ এবং এতে মানুষ নাপাক হয়ে যায়। হাত দিয়ে স্পর্শ করার কারণে কাপড় চোপড় ধুতে হবে এবং ধোয়ার পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। "এগুলোর গোশত তোমাদের জন্য হারাম এবং তাদের মৃতদেহও ছোঁবে না। এগুলো তোমাদের পক্ষে নাপাক। কতগুলো পাখীও আছে যেগুলো ঘৃণার জিনিস বলে তোমাদের ধরে নিতে হবে, আর সেজন্য সেগুলো তোমাদের খাওয়া চলবে না। সেগুলো হল ঈগল, শকুন, কাল শকুন। এগুলো দিয়ে তোমরা নাপাক হবে। যে কেউ তাদের মৃতদেহ ছোঁবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যদি কেউ তাদের কোন একটার মৃতদেহ হাত দিয়ে তোলে তবে তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলতে হবে। আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যে সব পশুর খুর চেরা হলেও পুরোপুরি দুই ভাগে ভাগ করা নয় কিংবা যে সব পশু জাবর কাটে না সেগুলো তোমাদের পক্ষে নাপাক। যে এগুলো ছোঁবে সে নাপাক। ... যে তাদের মৃতদেহ ছোঁবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যে কেউ তাদের মৃতদেহ হাত দিয়ে তুলবে তাকে তার কাপড় চোপড় ধুয়ে ফেলতে হবে আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ... তোমাদের হালাল কোন পশু মরে গেলে যে তার মৃতদেহ ছোঁবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। কেউ যদি সেই মরা পশুর গোশত খায় তবে তাকে তার কাপড় চোপড় ধুয়ে ফেলতে হবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে।" (লেবীয় ১১/৮-৪০)

৮. ১. ১৮. ২. নাপাক প্রাণির জন্য চুলা, বাসন ইত্যাদি ভাঙার বিধান

"যে সব ছোটখাটো প্রাণী মাটির উপর ঘুরে বেড়ায় সেগুলোর মধ্যে বেজী, ইঁদুর, সব রকমের গিরগিটি; তক্ষক, গোসাপ, টিকটিকি, রক্তচোষা এবং কাঁকলাস তোমাদের পক্ষে নাপাক। ... এদের মৃতদেহ যে ছোঁবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। এগুলোর যে কোন একটা মরে কোন জিনিসের উপর পড়লে সেটা নাপাক হবে– সেটা কাঠ, কাপড়, চামড়া কিংবা চট যা দিয়েই তৈরী হোক না কেন আর যে কোন কাজেরই হোক না কেন। সেই জিনিসটা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সেটা সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে, তারপর তা পাক-সাফ হবে। এগুলোর মধ্যে কোন একটা যদি কোন মাটির পাত্রের মধ্যে পড়ে তবে তার ভিতরকার সবকিছু নাপাক হয়ে যাবে। সেই পাত্রটা ভেংগে ফেলতে হবে। ... এগুলোর মৃতদেহ কোন কিছুর উপর পড়লে তা-ও নাপাক হয়ে যাবে। এগুলো কোন তন্দুরে বা কোন চুলায় পড়লে তা ভেংগে ফেলতে হবে। সেই তন্দুর বা চুলা নাপাক, আর তোমাদের তা নাপাক বলেই মানতে হবে। (লেবীয় ১১/২৯-৩৫)

৮. ১. ১৮. ৩. নাপাক পুরুষের ছোঁয়ায় নাপাক হওয়া ও বাসন ভাঙা

"যে লোকের স্রাব হচ্ছে তার বিছানা যে ছোঁবে তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যে তার বসা কোন আসনে বসবে তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে। আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যে লোকের স্রাব হচ্ছে সেই লোককে যে ছোঁবে তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যে লোকের স্রাব হচ্ছে সে যদি কোন পাকসাফ লোকের গায়ে থুথু ফেলে তবে সেই পাকসাফ লোকটির কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে। আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। যে লোকের স্রাব হচ্ছে সে কিছুতে চড়ে কোথাও যাবার সময়ে যে আসনের উপর বসবে তা নাপাক হয়ে যাবে। তার বসা কোন আসন যদি কেউ ছোঁয় তবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। সেই আসন যে তুলবে তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যে লোকের স্রাব হচ্ছে সে যদি পানিতে হাত

না ধুয়ে কাউকে ছোঁয় তবে সেই লোকটিকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নাপাক অবস্থায় থাকবে। যে লোকের স্রাব হচ্ছে সে যদি কোন মাটির পাত্র ছোঁয় তবে তা ভেংগে ফেলতে হবে। আর কাঠের পাত্র হলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। (লেবীয় ১৫/৫-১২)

৮. ১. ১৮. ৪. নাপাক মহিলার ছোঁয়ায় নাপাক হওয়া ও বাসন ভাঙা

"স্ত্রীলোকের নিয়মিত মাসিকের রক্তের দরুন নাপাক অবস্থা সাত দিন ধরে চলবে। এই সময় যে তাকে ছোঁবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। এই সময়ের মধ্যে সে যেটার উপর শোবে বা বসবে তা সবই নাপাক হবে । যে তার বিছানা ছোঁবে তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নাপাক অবস্থায় থাকবে। সেই স্ত্রীলোক যার উপর বসেছে তা যদি কেউ ছোঁয় তবে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে তাকে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নাপাক অবস্থায় থাকবে। তার বিছানা বা আসন যে ছোঁবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। যদি কোন পুরুষ এইরকম স্ত্রীলোক নিয়ে শোয় এবং তার মাসিকের রক্ত তার গায়ে লাগে তবে সে সাত দিন পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। এই সাত দিনের মধ্যে সে যে বিছানায় শোবে তাও নাপাক হবে। মাসিক ছাড়াও যদি কোন স্ত্রীলোকের অনেক দিন ধরে রক্তস্রাব হতে থাকে কিংবা মাসিকের নিয়মিত সময় পার হয়ে যাবার পরেও যদি তার স্রাব হতে থাকে তবে যতদিন ধরে তা চলবে ততদিন পর্যন্ত সে তার মাসিকের সময়ের মতই নাপাক অবস্থায় থাকবে। মাসিকের সময়ে যেমন হয় তেমনি এই স্রাবের সময়েও সে যে বিছানায় শোবে এবং যার উপর বসবে তা নাপাক হবে। যে সেই বিছানা বা আসন ছোঁবে সেও নাপাক হবে; তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নাপাক অবস্থায় থাকবে। তার সেই রক্তস্রাব থেমে যাবার পরেও তাকে গুণে সাতটা দিন কাটাতে হবে এবং ঐ দিনেই সে পাক-সাফ হবে।" (লেবীয় ১৫/১৯-২৮)

এ সকল বিধানে বিছানা, পাত্র ইত্যাদি স্পর্শ করলে নাপাক হওয়া এবং গোসলের পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত বা সাত দিন নাপাক থাকা, স্পর্শ করা পাত্র ভেঙে ফেলা ইত্যাদি বিষয় লক্ষণীয়। এরূপ ব্যক্তি কোনো একটা পাত্র স্পর্শ করলেই সে পাত্রের মধ্যে রোগব্যাধি বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ার বিশ্বাস মেনে নেওয়া কঠিন। এরপরও যদি কল্পনা করা হয় যে, উক্ত পাত্রের মধ্যে অসুস্থতা বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছে, তবে সেক্ষেত্রে তো পাত্রটা ধৌত করলেই হত, যেমনভাবে কাঠের পাত্র ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভেঙ্গে ফেলার কী প্রয়োজন? বীর্যপাতের পর কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করার পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকার অর্থ কী? ঋতুবতী রমণী কোনো কিছুর উপর বসলেই তাতে তার ঋতুস্রাবের রক্ত লেগে যাওয়া জরুরি নয়। এরপর সে আসন স্পর্শ করলে স্পর্শকারীর দেহের মধ্যে ঋতুস্রাবের রক্ত বা অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ার বিশ্বাস মেনে নেওয়া কঠিন। এরপরও যদি কল্পনা করা হয় যে, স্পর্শকারীর দেহের মধ্যে অপবিত্রতা সঞ্চারিত হয়েছে, তবে স্পর্শকারীর দেহ ও কাপড়-চোপড় পুরোপুরি ধৌত করলেই তো হল। দেহ ও পোশাক ধৌত করার পরেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার নাপাক থাকার অর্থ কী? সবচেয়ে মজার বিষয় যে, কোনো পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় বা স্বপ্নে বীর্যপাত করে তবে তাকে তার পোশাক ধৌত করতে হয় না, শুধু নিজে স্নান করলেই হবে। অথচ ঋতুবতীর আসন স্পর্শ করলে তাকে স্নান করা ছাড়াও নিজের পোশাকও ধৌত করতে হবে।

৮. ১. ১৮. ৫. মৃতদেহের নিকটবর্তী হলে ৭ দিন নাপাক!

মৃতদেহের নিকটবর্তী হলেই ৭ দিন নাপাক, নাপাকি দূর করতে প্রাণি হত্যা, নাপাক দূর না করলে মানুষটিকেই নির্মূল করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বাইবেলের নির্দেশনা পাঠক মন দিয়ে পড়ুন। কোনো যুক্তি, মানবতা বা বিজ্ঞান খুঁজে পান কিনা দেখুন:

"যদি কেউ কারো মৃতদেহ ছোঁয় তবে সে সাত দিন পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। তৃতীয় ও সপ্তম দিনে তাকে পাক-সাফ করবার পানি দিয়ে নিজেকে পাক-সাফ করিয়ে নিতে হবে আর তারপর সে পাক-সাফ হবে। কিন্তু যদি সে তৃতীয় ও সপ্তম দিনে এভাবে নিজেকে পাক-সাফ করিয়ে না নেয় তবে সে নাপাকই থেকে যাবে। যদি কেউ কারও মৃতদেহ ছোঁয়ার পর নিজেকে পাক-সাফ করিয়ে না নেয় তবে সে মাবুদের আবাস-তাম্বু নাপাক করে। সেই লোককে বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে মুছে ফেলতে হবে। তার গায়ে পাক-সাফ করবার পানি ছিটানো হয় নি বলে সে নাপাকই থাকবে এবং তার নাপাকী তার উপরে থেকে যাবে। কোন লোক তাম্বুর ভিতরে মারা গেলে এই আইন মানতে হবে– যারা সেই তাম্বুর ভিতরে ঢুকবে আর যারা ঐ তাম্বুতেই ছিল তারা সাত দিন পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। সেখানকার যে সমস্ত পাত্র ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা হয় নি বলে খোলা অবস্থায় ছিল সেগুলোও নাপাক হয়ে গেছে।

যুদ্ধে কিংবা স্বাভাবিক ভাবে মারা গিয়ে খোলা মাঠে পড়ে আছে এমন কাউকে যদি কেউ ছোঁয় তবে সে সাত দিন পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। কেউ যদি মানুষের হাড় কিংবা কবর ছোঁয় তবে সে-ও সাত দিন পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। এই সব নাপাক লোকদের নাপাকী থেকে পাক-সাফ কবরার উদ্দেশ্যে যে পশু পোড়ানো হয়েছে তার কিছু ছাই একটা পাত্রের মধ্যে রেখে তার উপর স্রোতের পানি ঢেলে দিতে হবে। তারপর পাক-সাফ অবস্থায় আছে এমন একজন লোক এসোবের কয়েকটা ডাল সেই পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে সেই তাম্বু, তার ভিতরকার জিনিসপত্র ও লোকদের উপর তা ছিটিয়ে দেবে। মানুষের হাড় কিংবা কবর কিংবা মেরে ফেলা বা মরে যাওয়া লোককে ছুঁয়েছে এমন লোকের উপরেও সেই পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। পাক-সাফ অবস্থায় থাকা লোকটা নাপাক অবস্থায় পড়া লোকের উপর তৃতীয় ও সপ্তম দিনে সেই পানি ছিটিয়ে দেবে এবং সপ্তম দিনে সে তাকে পাক-সাফ করবে। যাকে পাক-সাফ করা হচ্ছে তাকে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলে পানিতে গোসল করে ফেলতে হবে এবং সেই দিন সন্ধ্যা থেকে সে পাক-সাফ হবে। নাপাক হওয়ার পর যদি কেউ নিজেকে পাক-সাফ করিয়ে না নেয় তবে তাকে তার সমাজের মধ্য থেকে মুছে ফেলতে হবে, কারণ নিজেকে পাক-সাফ না করে সে মাবুদের পবিত্র তাম্বু নাপাক করেছে। ... যে লোক এই পাক-সাফ করবার পানি ছিটাবে তাকেও তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি কেউ এই পাক-সাফ করবার পানি ছোঁয় তবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। নাপাক অবস্থায় থাকা লোকটা যা কিছু ছোঁবে তা নাপাক হয়ে যাবে এবং তার ছোঁয়া জিনিস যে ছোঁবে সে-ও সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে।" (শুমারী ১৯/১১-২২)

এ জাতীয় আরেকটা বিধান: "যতদিন পর্যন্ত সে নাসরীয় হিসেবে নিজেকে আলাদা করে রাখবে বলে কসম খেয়েছে ততদিন পর্যন্ত তার মাথায় ক্ষুর লাগানো চলবে না। ... এই সময় সে কোন মৃতদেহের কাছে যেতে পারবে না। মা-বাবা-ভাই-বোনদের কেউ মারা গেলেও তার নিজেকে নাপাক করা চলবে না, কারণ তার মাথায় রয়েছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আলাদা হয়ে থাকবার চিহ্ন। ... যদি কেউ হঠাৎ তার সামনে মারা যায় এবং তাতে মাবুদের উদ্দেশ্যে রাখা তার চুল নাপাক হয়ে যায় তবে সাত দিনের দিন, অর্থাৎ তার পাক পবিত্র হবার দিন তাকে মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে। আট দিনের দিন তাকে মিলন-তাম্বুর দরজায় ইমামের কাছে দু'টা ঘুঘু না হয় দু'টা কবুতর নিয়ে যেতে হবে। মৃতদেহের কাছে উপস্থিত থাকবার দরুন সে নাপাক হয়েছে বলে তার নাপাকী ঢাকা দেবার জন্য ইমাম একটা পাখী দিয়ে গুনাহের কোরবানী এবং অন্যটা দিয়ে পোড়ানো কোরবানী দেবে। .... এ ছাড়া দোষের কোরবানীর জন্য তাকে এক বছরের একটা ভেড়ার বাচ্চা আনতে হবে...।" (শুমারী/ গণনাপুস্তক ৬/৫-১২)

৮. ১. ১৮. ৬. হত্যার অপরাধ থেকে মুক্ত হতে হত্যা করার বিধান

কোথাও নিহত লাশ পাওয়া গেলে হত্যার অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটা বকনা বাছুরের ঘাড় ভেঙ্গে হত্যা করতে হবে! এভাবে সকলে অপরাধমুক্ত হবে:

"কোন মাঠে হয়তো কাউকে খুন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেতে পারে, কিন্তু কে তাকে খুন করেছে তা

জানা নেই। এই অবস্থায় তোমাদের বৃদ্ধ নেতারা ও বিচারকেরা বাইরে গিয়ে সেই লাশ থেকে কাছে গ্রাম বা শহরগুলো কত দূরে তা মেপে দেখবে। লাশ থেকে যে জায়গাটা সবচেয়ে কাছে পড়বে সেখানকার বৃদ্ধ নেতাদের এমন একটা বক্‌না বাছুর নিতে হবে যাকে কখনও কাজে লাগানো হয় নি এবং যার কাঁধে কখনও জোয়াল দেওয়া হয় নি। যেখানে কখনও চাষ করা কিংবা বীজ বোনা হয় নি এবং যেখানে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, বক্‌না বাছুরটাকে তেমন একটা উপত্যকায় তাদের নিয়ে যেতে হবে। সেই উপত্যকায় তারা বক্‌না বাছুরটার ঘাড় ভেংগে দেবে। তারপর ইমামেরা, অর্থাৎ লেবি-গোষ্ঠীর লোকেরা সামনে এগিয়ে যাবে... তারপর সবচেয়ে কাছের গ্রাম বা শহরের বৃদ্ধ নেতারা সেই ঘাড় ভাংগা বাছুরটার উপর তাদের হাত ধুয়ে ফেলবে। এর পর তারা বলবে, 'এই রক্ত-পাত আমরা নিজেরা করি নি এবং হতেও দেখি নি। হে মাবুদ, তোমার মুক্ত করা বনি-ইসরাইলদের তুমি মাফ কর। এই লোকটির রক্তপাতের জন্য তুমি তোমার বান্দাদের দায়ী কোরো না।' এতে সেই রক্তপাতের দোষ মাফ করা হবে। এভাবে তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে নির্দোষ লোকের রক্তপাতের দোষ মুছে ফেলতে পারবে, কারণ তখন মাবুদের চোখে যা ভাল তা-ই করা হবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১/১-৯)

মাবুদের চোখে কিভাবে বিষয়টা ভাল হল তা আমরা বুঝতে পারি না! অকারণে একট প্রাণি ঘাড় ভেঙ্গে হত্যা না করে কি এরূপ শপথ করা যেত না? এ পদ্ধতি কি এরূপ হত্যাকাণ্ড আরো উস্কে দেয় না? বর্তমানে কোনো খ্রিষ্টান সরকার কী কোথাও নিহত লাশ পেলে এভাবেই বিচার শেষ করে দেবেন? কোনো খ্রিষ্টানের আপনজন যদি নিহত হন, আর খুনি অজ্ঞাত হয় তবে তিনি কি এরূপ বিচারে সন্তুষ্ট হবেন? যদি অপরাধীকে ধরা নাই যায় সে জন্য কি একটা নিরপরাধ প্রাণি হত্যা করতে হবে?

৮. ১. ১৯. কাপড়, পাথর, কাঠ ও বাড়িঘরের কুষ্ঠরোগ!

৮. ১. ১৯. ১. কাপড়েরও কুষ্ঠরোগ হয়!

বাইবেলে কুষ্ঠরোগ বিষয়ক কিছু বিধান বিদ্যমান। তবে বাংলা বাইবেল থেকে পাঠক অনেক সময় তা বুঝতে পারবেন না। পাঠক যে কোনো ইংরেজি-বাংলা অভিধান বা গুগল অনুবাদে দেখবেন যে, ইংরেজি leprosy শব্দের বাংলা অর্থ ও প্রতিশব্দ 'কুষ্ঠব্যাধি' বা 'কুষ্ঠরোগ'। কেরির অনুবাদে leprosy অর্থ কুষ্ঠরোগ-ই বলা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ সাধারণভাবে কেরির অনুসরণ করেছে। পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ অনুবাদে কুষ্ঠরোগকে 'সংক্রামক চর্মরোগ' বা 'খারাপ চর্মরোগ' বলা হয়েছে। কুষ্ঠরোগ বিষয়ক বিধানের মধ্যে রয়েছে কুষ্ঠরোগ নির্ণয় করার পদ্ধতি, ইমাম বা যাজক কারো কুষ্ঠরোগ হয়েছে বলে মনে করলে তার নাপাক হয়ে থাকার পদ্ধতি, নাপাক থেকে পাক করার পদ্ধতি ইত্যাদি। লেবীয় পুস্তকের ১৩ ও ১৪ অধ্যায়ে পাঠক এ সকল বিস্ময়কর বিধান দেখবেন।

আমরা এখানে শুধু পাথর ও কাঠের কুষ্ঠরোগ বিষয়টা আলোচনা করব। এখানে ইংরেজিতে কাপড়, কাঠ ও পাথরেরও leprosy অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ হয় বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেরির অনুবাদে কুষ্ঠরোগই লেখা হয়েছে। তবে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এ "ক্ষয় করা ছাৎলা" লেখা হয়েছে। কেরির অনুবাদ মূলানুগ হলেও তা দুর্বোধ্য, আর কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ সহজ হলেও তা পরিবর্তিত। এজন্য কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬ ও কেরির সমন্বয়ে মূল ইংরেজির অনুবাদ করছি:

"যদি কোন কাপড়ের কোন জায়গায় কুষ্ঠরোগ হয় (The garment also that the plague of leprosy is in: ক্ষয় করা ছাৎলা ধরে) সেটা পশমের বা মসীনার (লিনেন: linen) কাপড়ের উপরে হোক কিংবা বোনবার আগে পশম বা মসীনার সুতার টানা বা পোড়েনের উপরে হোক কিংবা চামড়া বা চামড়ার জিনিসের উপরেই হোক– আর সেই জায়গাটা দেখতে যদি কিছুটা সবুজ কিংবা লালচে হয় তবে বুঝতে হবে সেটা কুষ্ঠরোগের মহামারি/ কুষ্ঠরোগের সংক্রমণ (a plague of leprosy:

কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক: এক রকমের ক্ষয়-করা ছাৎলা)। সেটা তখন ইমামকে দেখাতে হবে। ইমাম সেটা ভাল করে দেখে সাত দিনের জন্য অন্য সব জিনিস থেকে সেই জিনিসটাকে সরিয়ে রাখবে। তারপর সেই সাত দিনের শেষের দিন ইমাম আবার সেটা দেখবে। যদি এরমধ্যে সেই কাপড় কিংবা টানা-পোড়েনের সুতা কিংবা চামড়া বা চামড়ার জিনিসের উপরকার ছাৎলা ছড়িয়ে গিয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে 'সেটি সংহারক কুষ্ঠ' (the plague is a fretting leprosy সেটাকে ক্ষয়-করা ছাৎলা ধরেছে) সেটি অশুচি ... সে কিছুতেই সেই কলঙ্ক হয়, তাহ সে পোড়াইয়া দিবে; কারণ তাহা সংহারক কুষ্ঠ (fretting leprosy), তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে হইবে। ... জিনিসটা ধোয়ার পরে ইমাম যদি দেখে যে, জায়গাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তবে সেই ফ্যাকাসে জায়গাটা তাকে ছিড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু ঐ জিনিসটাতে যদি আবার ছাৎলা দেখা দেয় তবে বুঝতে হবে ওটা ব্যাপক কুষ্ঠ। যাহাতে সেই কলঙ্ক থাকে তাহা তুমি অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে।" (লেবীয় ১৩/৪৭-৫৯)

৮. ১. ১৯. ২. পাথর ও কাঠেরও কুষ্ঠরোগ হয়!

বাড়িঘর, পাথর ও কাঠেরও কুষ্ঠরোগ (leprosy) হয়। এখানেও আমরা ইংরেজির অনুসরণে কেরি ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর সমন্বয়ে অনুবাদ করব:

"কোন বাড়িতে আমি যদি কুষ্ঠরোগের মহামারি/ সংক্রমণ (the plague of leprosy: কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক: ছড়িয়ে পড়া ক্ষয়-করা ছাৎলা পড়বার) ব্যবস্থা করি, তবে ঘরের মালিক ইমামের কাছে গিয়ে বলবে, 'আমার বাড়িতে একটি মহামারি/ সংক্রমণ/ কলঙ্ক (a plague: ছাৎলা পড়বার মত কি একটা) দেখতে পাচ্ছি। .... আর দেখ, যদি ঐ ঘরে কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে সেই ঘরে সংহারক কুষ্ঠ আছে (it is a fretting leprosy in the house), সেই গৃহ অশুচি।" (লেবীয় ১৪/৩৪-৪৪)

৮.১.২০. কুষ্ঠরোগ থেকে পবিত্রতায় পাখি হত্যা ও রক্তস্নান

Leprosy বা কুষ্ঠরোগের পবিত্রতা অর্জনের জন্য অন্তত একটা পাখিকে হত্যা করা ও তার রক্ত মাখা জরুরি: "তাকে পাক-সাফ করবার জন্য ইমাম দু'টা জীবিত পাক-পবিত্র পাখী, কিছু এরস কাঠ (cedar wood), লাল রংয়ের সুতা এবং এসোব (hyssop) গাছের ডাল নিয়ে আসতে বলবে। তারপর ইমাম হুকুম দেবে যেন স্রোত থেকে তুলে আনা এবং মাটির পাত্রে রাখা পানির উপরে সেই পাখী দু'টার একটাকে জবাই করা হয়। ইমাম জীবিত পাখীটা, এরস কাঠ, লাল রংয়ের সুতা এবং এসোব গাছের ডাল স্রোতের পানির উপরে জবাই করা সেই পাখীর রক্তে ডুবাবে। যাকে সেই কুষ্ঠরোগ থেকে পাক-সাফ করা হবে তার উপর ইমাম সাত বার সেই রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে তাকে পাক-সাফ বলে ঘোষণা করবে। এরপর ইমামকে খোলা মাঠে সেই জীবিত পাখীটাকে ছেড়ে দিতে হবে।" (লেবীয় ১৪/৪-৭)

এমনকি কোনো ঘর বা বাড়ির কুষ্ঠরোগ হলে তাকেও এভাবে পাখি হত্যা করে তার রক্ত দিয়ে পাক-সাফ করতে হবে। (লেবীয় ১৪/৪৯-৫৩)

পাঠক কি এ সকল বাইবেলীয় বিধানের কোনো যৌক্তিক, মানবিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন?

৮. ১. ২১. মদপানের উৎসাহ ও নির্দেশ

৮. ১. ২১. ১. পবিত্র বাইবেলে মদের উল্লেখ ও ব্যবহারের ব্যাপকতা

মদ শব্দের অনুবাদে বাংলা বাইবেলের হেরফের আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। পবিত্র বাইবেলে প্রায় আড়াই শত স্থানে ওয়াইন (wine) বা মদের উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ স্থানেই মদপানের

নির্দেশ, অনুমোদন বা বর্ণনা বিদ্যমান। অল্প কয়েক স্থানে মদের অপকারিতা ও কারো কারো জন্য মদপান নিষেধ বা অনুচিত বলা হয়েছে। যেমন লেবীয় যাজকদের জন্য বিশেষ কিছু সময়ে মদ নিষিদ্ধ (লেবীয় ১০/৯)। নাসরীয় (Nazarite) হলে তার জন্য মদ নিষিদ্ধ (গণনা/শুমারী ৬/৩; বিচারকর্তৃগণ ১৩/৪; ১৩/৭; ১৩/১৪)। এরূপ ব্যক্তিও শর্তসাপেক্ষ মদ খেতে পারবেন (গণনা ৬/২০)।

নবী, মহা ইমাম ও ইমামদের মদপান, মদের প্রশংসা, মদ পান করার ও করানোর নির্দেশ বা অনুমোদন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মদ মানত করা, মদ কোরবানি বা উৎসর্গ করা ইত্যাদি বিষয় জানতে পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলো পড়তে পারেন। ইংরেজি যে কোনো ভার্শন পড়লেই চলবে। বাংলা বাইবেলে শ্লোকগুলো পড়ার সময় মনে রাখতে হবে ইংরেজি wine বা 'মদ' শব্দকে বাংলায় দ্রাক্ষারস, আঙ্গুর-রস, কিসমিস ইত্যাদি অনুবাদ করা হয়েছে।

আদিপুস্তক ১৪/১৮; ২৭/২৫; ২৭/২৮: ২৭/৩৭; ৪৯/১১-১২; যাত্রাপুস্তক ২৯/৪০; লেবীয় ২৩/১৩; গণনাপুস্তক ১৫/৫; ১৫/৭; ১৫/১০; ১৮/১২; ২৮/৭; ২৮/১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৭/১৩; ১১/১৪; ১২/১৭; ১৪/২৩; ১৪/২৬; ১৬/১৩; ১৮/৪; ২৯/৬; ৩৩/২৮; বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ: ৯/১৩: ১ শমূয়েল ১/২৪; ১৬/২০; ২ রাজাবলি ১৮/৩২; ১ বংশাবলি ৯/২৯; ১২/৪০; ১৬/৩; ২ বংশাবলি ২/১০; ২/১৫; ১১/১১; ৩১/৫; ৩২/২৮; ইযরা ৬/৯; ৭/২২; আইউব ১/১৩; ১/১৮; যাবূর ৪/৭।

৮. ১. ২১. ২. মদের প্রাচুর্য নবীদের 'দোআ'

বাইবেল জানাচ্ছে যে, নবীরা বিশ্বাসী ও সৎ মানুষদের জন্য মদের প্রাচুর্যের দোয়া করেছেন। আর ঈশ্বরও বারবার বলেছেন যে, তাঁর বিধান মত চললে তিনি বিশ্বাসীদেরকে মদের প্রাচুর্য প্রদান করবেন।

বাইবেলের প্রাণপুরুষ ইসরাইল (যাকোব/ ইয়াকুব আ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সকল ছেলেকে দোআ করেন। তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্র এহূদা (যিহূদা)-কে সর্বোচ্চ নেয়ামতের 'দোআ' করেন। তাঁর এ দোআর মূল বিষয় এহূদার মদের প্রাচুর্য। এহূদা মদ খাবেন, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তার দু'চোখ লাল হবে। উপরন্তু তিনি মদ দিয়ে তাঁর কাপড় কাচবেন: "এহূদা আংগুর গাছে তার গাধা বাঁধবে, আর আংগুরের সেরা ডালে বাঁধবে গাধার বাচ্চাটা। মদে সে তার কাপড় কাচবে (he washed his garments in wine)... তার চোখের রং মদের সাথে (মদ পানের কারণে) লাল হবে (His eyes shall be red with wine)।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৪৯/১০-১২)

উল্লেখ্য, শেষ বাক্যটার অনুবাদ কেরি বাইবেলে: "তাহার চক্ষু দ্রাক্ষারসে রক্তবর্ণ।" অর্থাৎ মদের প্রভাবে তার চোখ রক্তবর্ণ হবে। কিন্তু বা.-২০০০ ও কি. মো.-০৬: "তার চোখের রং আংগুর রসের রংয়ের চেয়েও গাঢ় হবে।" কি. মো.-১৩: "তার চোখ আঙ্গুর-রসের চেয়ে লাল।"

ইংরেজির সাথে মেলালে এ অর্থকে বিকৃত বলতে হয়। এরপরও এখানে মাতলামির অর্থ প্রকাশ পায়; কারণ মাতাল না হলে কারো চোখ এরূপ লাল হয় না।

বাইবেলের বর্ণনায় মূসা (আ.)-ও তাঁর শেষ দোআয় ইসরাইল জাতির জন্য মদের প্রাচুর্যের দোআ করেন: "তাই ইসরাইল নির্ভয়ে বাস করে, ইয়াকুবের উৎস একাকী থাকে, শস্য ও মদের (upon a land of corn and wine) দেশে বাস করে; আর তার আসমান হতেও শিশির ঝরে পড়ে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩/২৮, মো.-১৩)

৮. ১. ২১. ৩. মদ ঈশ্বরের অন্যতম উপহার ও আশীর্বাদ

মদ ও মদের প্রাচুর্য ঈশ্বরের বড় উপহার ও আশীর্বাদ। আমরা জানি, তৌরাতে পরকালের কোনো পুরস্কার বা শাস্তির কথা নেই। মাবুদের হুকুম মানলে দুনিয়াতে প্রাচুর্য এবং না মানলে দুনিয়াতেই

দুর্ভোগ। আর মাবুদের হুকুম মানার অন্যতম পুরস্কার মদের প্রাচুর্য। বাইবেলে বারবার এ বিষয়টা ঈশ্বর উল্লেখ করেছেন।

"যদি তোমরা এই সব নিয়মের দিকে মনোযোগ দাও এবং যত্নের সংগে তা পালন কর তবে ... তিনি তোমাদের মহব্বত করবেন ... তোমাদের অনেক সন্তান হবে, তোমাদের জমি থেকে তোমরা প্রচুর পরিমাণে শস্য, মদ (wine) ও তেল পাবে। আর তোমাদের গরু, ছাগল ও ভেড়ারও অনেক বাচ্চা হবে।" মূল ইংরেজি: bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil: তিনি তোমাদের গর্ভের ফল, জমিনের ফল, তোমাদের শস্য, তোমাদের মদ ও তোমাদের তেলে বরকত দান করবেন।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/১২-১৩)

বাইবেলে এভাবে ঈশ্বর বিভিন্ন স্থানে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে তিনি যে মহান নেয়ামত ও আশীর্বাদ দিবেন তার অন্যতম হল মদের প্রাচুর্য। দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ১১/১৩-১৫; ২ রাজাবলি ১৮/৩২; যিশাইয় ৩৬/১৭; যিরমিয় ৩১/১২; যোয়েল ৩/১৮; অমোস ৯/১৩-১৪।

৮. ১. ২১. ৪. ঈশ্বরের পেয় নৈবেদ্য হিসেবে মদ কোরবানি

ঈশ্বরের প্রিয় বান্দারা নিজেরাই শুধু মদ পান করবেন তা-ই নয়; তাঁরা ঈশ্বরের জন্যও মদ কোরবানি করবেন। পেয় নৈবেদ্য বা পানীয় কোরবানি (drink offering) হিসেবে প্রতিদিন নিয়মিত দু' বেলা মদ কোরবানি করা জরুরি। কি. মো.-২০০৬ একে 'ঢালন কোরবানী' এবং কি. মো.-২০১৩ একে 'পেয় নৈবদ্য' ও 'পেয় উৎসর্গ' অনুবাদ করেছে। এ বিষয়ক একটা নির্দেশ: "এর পর থেকে সেই কোরবানগাহের উপর প্রত্যেক দিন নিয়মিতভাবে দু'টা করে ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী দিতে হবে।... এছাড়া ঢালন-কোরবানী (drink offering: পেয় নৈবেদ্য) হিসাবে প্রায় এক লিটার মদও (wine: আঙ্গুর-রস!!) কোরবানী করতে হবে। সন্ধ্যাবেলায় যে ভেড়াটা কোরবানী দেওয়া হবে তার সংগে সকালবেলার মত সেই একই রকমের শস্য-কোরবানী ও ঢালন-কোরবানী (পানীয় কোরবানী) করতে হবে।" (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২৯/৩৮-৪১)

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে পেয় নৈবেদ্য হিসেবে এভাবে ঈশ্বরের জন্য মদ (wine) বা সুরা (strong wine) প্রদানের কথা বলা হয়েছে। (লেবীয় ২৩/১৩; গণনা ১৫/৫; ১৫/৭; ১৫/১০; ২৮/৭; ২৮/১৪) পুরোহিতরা (ইমামগণ) ঈশ্বরের এ নৈবেদ্যের অংশীদার: "বনি-ইসরাইলরা তাদের প্রথমে তোলা ফসলের সবচেয়ে ভাল যে জলপাই তেল, সবচেয়ে ভাল যে মদ (all the best of the wine) ও শস্য মাবুদকে দেবে তা সবই আমি তোমাদের দিলাম।" (শুমারী ১৮/১২)

৮. ১. ২১. ৫. মদে ঈশ্বর ও মানুষ সকলেই খুশি

বাইবেল বলছে, সকল কিছুর মধ্যে মদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, মদের দ্বারা ঈশ্বর ও মানুষ উভয়েই আনন্দ পায়। যখন আংগুর গাছকে বাগানের বাদশাহ হওয়ার জন্য বাগানের গাছেরা অনুরোধ করে তখন আংগুর গাছ বলে: "Should I leave my wine, which cheereth God and man, and go to be promoted over the trees? আমার মদ, যা ঈশ্বর ও মানুষকে উৎফুল্ল করে আমি কি তা পরিত্যাগ করে সকল গাছের উপর উন্নীত হতে যাব?" (বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ: ৯/১৩)।

৮. ১. ২১. ৬. খুশিমত মদ খেয়ে আনন্দ-ফুর্তি করার ঐশ্বরিক নির্দেশ

সপরিবারে মাবুদের সামনে ইচ্ছামত আংগুরের মদ বা যে কোনো মাদক পানীয় পান করে আনন্দ-ফুর্তি করার নির্দেশ দিয়ে ঈশ্বর বলেন: "সেই টাকা দিয়ে তোমরা তোমাদের খুশীমত জিনিস কিনবে, যেমন গরু-ছাগল-ভেড়া, মদ বা যে কোনো মাদক পানীয় (wine, or for strong drink কেরি: কি দ্রাক্ষারস কি মদ্য; কি. মো.-৬ আংগুর-রস বা অন্য কোনো মদানো রস) কিংবা তোমাদের খুশীমত

আর কিছু। তারপর তোমরা তোমাদের পরিবার নিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহর সামনে খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/২৬)

মাদকাসক্তদের জন্য এর চেয়ে আকর্ষণীয় পবিত্র নির্দেশ কী আর আছে? ইচ্ছামত, সপরিবারে, মাবুদের সামনে মদ খাও ও ফুর্তি কর! অন্যত্র ফুর্তিতে মদপানের আদেশ দিয়ে বাইবেল বলছেঃ "তুমি যাও, আনন্দপূর্বক তোমার খাদ্য ভোজন কর, ফুর্তিভরা হৃদয়ে তোমার মদ পান কর (drink thy wine with a merry heart: হৃষ্টচিত্তে দ্রাক্ষারস পান কর)" (উপদেশক/ হেদায়েতকারী ৯/৭)।

পানির বদলে মদপানের নির্দেশ দিয়ে বাইবেল বলছেঃ "এখন থেকে আর পানি পান করো না; বরং সামান্য মদ ব্যবহার কোরো (Drink no longer water, but use a little wine...)"। (১ তীমথিয় ৫/২৩)

৮. ১. ২১. ৭. মদ পান করানোর ঐশ্বরিক নির্দেশ

বাইবেল শুধু মদপানের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; উপরন্তু মানুষদেরকে মদ পান করাতেও নির্দেশ দিয়েছেঃ "যারা মরে যাচ্ছে তাদের মদ (মাদক পানীয়ঃ strong drink) দাও। যাদের মনে খুব কষ্ট আছে তাদের আংগুরের মদ (wine) দাও। তারা তা খেয়ে তাদের অভাবের কথা ভুলে যাক, তাদের দুঃখ-কষ্ট আর তাদের মনে না থাকুক। (মেসাল/ হিতোপদেশ ৩১/৬-৭)

সুপ্রিয় পাঠক, মদ পানে উৎসাহ প্রদান বিষয়ে বাইবেলের ভূমিকা প্রসঙ্গে http://www.thegodmurders.com/id129.html ওয়েবসাইটে গিয়ে The Bible promotes wine and strong drink! আর্টিকেলটা পড়ে দেখতে পারেনঃ

৮. ১. ২২. শাসকের নির্দেশ অমান্য করাই ধর্মদ্রোহিতা

বাইবেল সকল স্বৈরশাসকের ঢাল; কারণ বাইবেল শাসকদের নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নাতীত আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। শাসক বা সরকার মানেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের সেবক। বিশ্বের যেখানে যে ব্যক্তি শাসনব্যবস্থার যে স্তরে রয়েছেন সেখানে তিনি ঈশ্বরের নিয়োগ পেয়েই বসেছেন। যে ব্যক্তি সরকারের ভাল-মন্দ কোনো আদেশ অমান্য করে সে মূলত ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে।

১ পিতর ২/১৩-১৫ বলছেঃ "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme; Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well: প্রভুর জন্য তোমরা নিজেদেরকে মানুষের সকল নির্দেশের অধীন-বশীভূত করে রাখবে। এটা রাজার হোক বা গভর্নরের হোক। রাজা সর্বোচ্চ। গভর্নররা অন্যায়কারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ও ন্যায়কারীদের প্রশংসা করার জন্য রাজার দ্বারা প্রেরিত"।

কেরিঃ "তোমরা প্রভুর নিমিত্ত মানব-সৃষ্ট সমস্ত নিয়োগের বশীভূত হও। রাজার বশীভূত হও, তিনি প্রধান; দেশাধ্যক্ষদের বশীভূত হও, তাহারা দূরাচারদের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত ও সদাচারদের প্রশংসার নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা প্রেরিত।"

মো.-০৬ঃ "তোমরা প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়ে মানুষের নিযুক্ত শাসনকর্তাদের অধীনতা স্বীকার কর। সম্রাট সকলের প্রধান বলে তাঁর অধীনে থাক; অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার জন্য এবং যারা ভাল কাজ করে তাদের প্রশংসা করার জন্য সম্রাট যে শাসনকর্তাদের পাঠান তাদেরও অধীনে থাক।"

এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, যত খারাপ, অমানবিক বা বাইবেল বিরোধী হোক না কেন, মানব-রচিত সকল বিধান যেমন মানতে হবে তেমনি রাজা ও গভর্নরদের সকল নির্দেশ প্রশ্নাতীত ভাবে মানতে হবে।

এটা ঈশ্বরের জন্যই করতে হবে।

পল লেখেছেন, প্রত্যেক শাসনকর্তাই ঈশ্বরের মিনিস্টার, অর্থাৎ মন্ত্রী, প্রতিনিধি বা যাজক এবং শাসনকর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো: "প্রত্যেকেই দেশের শাসনকর্তাদের মেনে চলুক, কারণ আল্লাহ যাঁকে শাসনকর্তা করেন তিনি ছাড়া আর কেউই শাসনকর্তা হতে পারেন না। আল্লাহ শাসনকর্তাদের নিযুক্ত করেছেন; এই জন্য শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় সে আল্লাহর শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। ... তোমাদের ভালোর জন্যই তিনি আল্লাহর সেবাকারী হিসাবে কাজ করেন (he is the minister of God: তিনিই ঈশ্বরের মন্ত্রী/ প্রতিনিধি বা যাজক)। তোমরা যদি অন্যায় কর তাহলে ভয় কর, কারণ অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার অধিকার তাঁর আছে। তিনি তো আল্লাহর সেবাকারী (the minister of God: ঈশ্বরের মন্ত্রী/ প্রতিনিধি বা যাজক); যারা অন্যায় কাজ করে তাদের তিনি আল্লাহর হয়ে শাস্তি দেন। এজন্য তোমরা শাসনকর্তাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। আল্লাহর শাস্তির ভয়েই যে কেবল তাঁদের অধীনতা স্বীকার করবে তা নয়, তোমাদের বিবেক পরিস্কার রাখার জন্যও তা করবে।" (রোমীয় ১৩/১-৫)

প্রসিদ্ধ আমেরিকান খ্রিষ্টান ধর্মগুরু রেভারেন্ড রেমন্ড ডাবাক (Rev. Raymond Dubuque) liberalslikechrist.org' ওয়েবসাইটে এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

"If this teaching of Paul's is true, then any Christian who has founds fault with any ruler, including Hitler, Stalin, Mao, Ho Chi Min, Castro, Milosovich, or more recently, Saddam Hussein, has gone against God's Word. And far from being heroes, those who fought and died to remove these dictators and mass-murderers, are sinners that we be ashamed of. Paul doesn't allow for the slightest bit of "interpretation". He makes the same point over and over again, that we should treat any and all rulers as God's very own appointees to whatever office they hold, be it governor, king, emperor, president, prime minister, secretary general, or Führer."

"যদি পলের এ শিক্ষা সত্য হয় তবে হিটলার, স্ট্যালিন, মাও, হোচিমিন, ক্যাস্ট্রো, মিলোসোভিক অথবা আরো পরবর্তীকালের সাদ্দাম হোসেন বা যে কোনো শাসকের বিষয়ে কোনো খ্রিষ্টান যদি কোনো অন্যায় কিছু দেখতে পায় তবে সে ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যারা এ সকল স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তারা কখনোই বীর নয়, বরং তারা সকলেই পাপী। তাদের জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। পল তাঁর বক্তব্যের কোনোরূপ ব্যাখ্যার সুযোগ রাখেননি। তিনি একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, যেন আমরা প্রত্যেক ও সকল শাসক বা সরকারকে স্বয়ং ঈশ্বরের নিয়োজিত বলে গণ্য করি। শাসকবর্গ যে যে পর্যায়ের দায়িত্বেই থাকুন না কেন, প্রত্যেকেই ঈশ্বরের নিয়োজিত। গভর্নর, রাজা, সম্রাট, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মহাসচিব অথবা ফুয়েরার প্রত্যেকেই এ মর্যাদার।"[১২]

৮. ১. ২৩. পরপুরুষের লিঙ্গ ধরলে হাত কাটার বিধান

বাইবেল বলছে: "দু'জন লোক মারামারি করবার সময়ে যদি তাদের একজনের স্ত্রী তার স্বামীকে অন্য জনের হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কাছে গিয়ে অন্য লোকটির পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে তবে তোমরা সেই স্ত্রীলোকের হাত কেটে ফেলবে। তাকে তোমরা কোন দয়া দেখাবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৫/১১-

[১২] http://www.liberalslikechrist.org/LLC_MasterMenu.php

১২)

বড়ই বিস্ময়কর বিষয়! কোনো মহিলা কি কখনো এরূপ করতে পারেন? অথবা দুজন মারামারি-রত পুরুষের কাছে যেয়ে একজনের পুরুষাঙ্গ ধরার মত কোনো অবস্থা কি থাকে? আর শুধু নারী এরূপ করলে তার হাত কাটতে হবে, কিন্তু মারামারিরত পুরুষ বা অন্য কোনো পুরুষ এরূপ করলে হাত কাটতে হবে না কেন?

এই শব্দগুলো বাদ দিয়ে শালীন ও শোভন কোনো কথার মাধ্যমে কি এ নির্দেশটা আরো পূর্ণাঙ্গভাবে দেওয়া যেত না? এরূপ একটা অবাস্তব অবস্থার অবান্তর বিধান না দিয়ে সাধারণভাবেও তো বলা যেত যে, মারামারি-রত দু'জনের কাউকে যদি অন্যের স্ত্রী বা স্বজন পরাজিত বা বাধাগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে তবে তাকে দয়া করা যাবে না!

৮. ১. ২৪. পুরোহিততান্ত্রিকতা

বাইবেলীয় বিধিবিধানের মৌলিক বিষয় পুরোহিততান্ত্রিকতা। সকল মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান নন। বরং সাধারণ মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য রয়েছেন পুরোহিত বা যাজকরা (priest)। বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে পুরোহিত বা যাজক (priest) বলতে 'ইমাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিম পরিভাষায় ইমাম এবং বাইবেলীয় 'ইমাম' এক নন।

মুসলিম পরিভাষায় সকল মানুষই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। সকল প্রকার ইবাদতের অধিকার ও দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের। ইমাম শুধু জামাতের সালাতে নেতৃত্ব দেন। আর এ নেতৃত্বও কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নয়। যে কেউ যে কোনো সময় ইমাম হতে পারেন। আর কোনো ইবাদতের কোনো সুবিধা ইমাম ভোগ করেন না এবং ইমাম কখনোই বান্দা ও মাবুদের মধ্যে মধ্যস্থ নন। প্রার্থনা, দুআ, পাক-সাফ, কোরবানি সবই ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব। কেউ যদি কারো কোরবানি করে দেন তবে তিনি এর জন্য কোনো সুবিধা নিতে পারবেন না। যদি ইমামকে কোরবানির বিনিময়ে গোশত দেওয়া হয় তবে কোরবানি অবৈধ বলে গণ্য হবে। ধর্মের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও ইমামের কোনো বিশেষ অধিকার নেই। যে কোনো মুসলিম কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি নিজে পড়ে কর্ম করতে বা মত প্রকাশ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে বাইবেলের নির্দেশনা অনুসারে সকল মানুষ ঈশ্বরের ইবাদত পালনের অধিকার রাখে না। কোরবানি, উৎসর্গ, প্রার্থনা, পাক-সাফ করা, বিচার ইত্যাদি যাজকদের জন্য সংরক্ষিত। এগুলো কোনো বিশ্বাসী নিজে করতে পারবে না। এমনকি ঈশ্বরের ঘরের কাছেও সাধারণ মানুষের যাওয়ার অধিকার নেই। এছাড়া ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গকৃত সকল সুবিধা যাজক বা পুরোহিতরা ভোগ করবেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদও তারাই বন্টন করবেন।

এ সকল বিষয়ে বাইবেলে বহু নির্দেশনা বিদ্যমান। ঈশ্বরের জন্য যা কিছু ফল, ফসল, মদ বা প্রাণি উৎসর্গ করা হয় তা পুড়িয়ে ফেলার পর যা কিছু থাকে তা সাধারণ মানুষদের জন্য নয়। কোনো আত্মীয়, দরিদ্র বা অসহায়ের জন্য নয়। বরং তা সবই পুরোহিতদের জন্য। ঈশ্বর বলেন: "বনি-ইসরাইলরা তাদের প্রথমে তোলা ফসলের সবচেয়ে ভাল যে জলপাই তেল, সবচেয়ে ভাল যে মদ (wine) ও শস্য মাবুদকে দেবে তা সবই আমি তোমাদের দিলাম।" (শুমারী ১৮/১২)

কোরবানি বিষয়ক বাইবেলীয় নির্দেশনাগুলো পড়লে পাঠক দেখবেন যে, কোরবানিকৃত প্রাণি, শস্য, খাদ্য ও মদের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয় তা পুড়িয়ে তার খোশবু দ্বারা ঈশ্বরকে প্রীত করা। আর দ্বিতীয় বিষয় এ সকল বস্তুর মূল আকর্ষণীয় অংশগুলো যাজক, পুরোহিত বা ইমামদেরকে প্রদান করা। এছাড়া ঈশ্বরের জাতির সকল যাকাত (এক দশমাংশ: tithes) পুরোহিতদের পাওনা। যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ২৯ অধ্যায়, লেবীয় ২৭ অধ্যায়, গণনা/ শুমারী ১৮ অধ্যায়, দ্বিতীয় বিবরণ ১০/৮-৯ ইত্যাদি করলে পাঠক

বিস্তারিত জানবেন।

মহা-যাজক বা মহা-ইমাম যদি কোনো অন্যায় করে তবে তার দরুন সমস্ত লোক দোষী হয় (লেবীয় ৪/৩)। ধর্ম, কর্ম, বিচার বা বিধানের বিষয়ে যাজক বা ইমাম যা বলবে তাই ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় বিধান বলে মানতে হবে। কেউ যদি অহংকার বশে বিচারক বা ইমামের কথা শুনতে রাজি না হয় তবে তাকে হত্যা করতে হবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭/৮-১৩)

৮.১.২৫. বাইবেলের পুরাতন ও নতুন 'রক্তাক্ত' নিয়ম

আমরা দেখছি যে, পবিত্র বাইবেলে পশু কোরবানি করার মূল উদ্দেশ্য পোড়ানো মাংস বা চর্বির খোশবু দ্বারা ঈশ্বরকে খুশি করা এবং রক্ত ছিটিয়ে নিরাপত্তা লাভ করা। আর এজন্য বাইবেলের বিধান বা নিয়ম 'রক্তময়' বা 'রক্তাক্ত'। বাইবেলের বর্ণনায় মূসা (আ.) যখন তুর পাহাড়ে যেয়ে আল্লাহর নিকট থেকে 'বিধান', 'নিয়ম' বা 'ব্যবস্থা' গ্রহণ করেন তখন রক্তের মাধ্যমে তা গ্রহণ করেন: "পরের দিন মূসা খুব সকালে উঠে পাহাড়ের নীচে একটা কোরবানগাহ তৈরি করলেন এবং ইসরাইলীয় বারো গোষ্ঠীর কথা মনে করে বারোটা পাথরের থাম তৈরী করলেন। তারপর তিনি কয়েকজন ইসরাইলীয় যুবককে পাঠিয়ে দিলেন আর তারা গিয়ে মাবুদের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো পোড়ানো- কোরবানী (olot: burnt offerings কেরি: হোমার্থক বলি) দিল এবং যোগাযোগ- কোরবানী (shelamim: peace offerings কেরি: মঙ্গলার্থক বলি) হিসাবে অনেক ষাঁড়ও কোরবানী দিল। মূসা কোরবানীর রক্তের অর্ধেকটা নিয়ে কয়েকটা পাত্রে রাখলেন এবং বাকী অর্ধেক তিনি কোরবানগাহের উপরে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ব্যবস্থা লেখা কিতাবটা (the Book of the Covenant: নিয়মপুস্তকটা) নিয়ে লোকদের তেলাওয়াত করে শোনালেন। এর জবাবে লোকেরা বলল, আমরা বাধ্য থাকব এবং মাবুদ যা যা বলেছেন তা সবই পালন করব। এই কথা শুনে মূসা রক্ত নিয়ে লোকদের উপর ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সেই ব্যবস্থার রক্ত (the blood of the covenant/testament: কি. মো.-১৩: এই সেই নিয়মের রক্ত), যে ব্যবস্থা মাবুদ তোমাদের জন্য এই সব কথা অনুসারে স্থির করেছেন।" (হিজরত ২৪/৪-৮; ইবরানী ৯/২০)

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলীয় ঈশ্বরের নিয়ম বা ব্যবস্থা রক্তময় বা রক্তাক্ত! নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে একই কথা বলেছেন যীশু: "পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে শুকরিয়াপূর্বক তাঁদেরকে দিয়ে বললেন, তোমরা সকলে এ থেকে পান কর; কারণ এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য, গুনাহ মাফের জন্য ঢেলে দেওয়া হয়।" (For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins) (মথি ২৬/২৭-২৮; মার্ক ১৪/২৩-২৪)।

প্রশ্ন হল, ঈশ্বর কি এতই রক্তপ্রিয় বা রক্তপিপাসু যে রক্ত ছাড়া বিধান বা ব্যবস্থা কায়েম হয় না?!

৮. ২. অযৌক্তিক তথ্য ও বক্তব্য

আধুনিক বাইবেল গবেষকরা Bible Absurdities বা বাইবেলীয় অযৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান অনেক অযৌক্তিক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান বা বিবেক বিরোধী বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি। বিস্তারিত জানতে পাঠক ডোনাল্ড মরগান (Donald Morgan) সংকলিত Bible Absurdities[১৩] ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।

৮. ২. ১. সৃষ্ট জগতের বয়স

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে। তাহলে ২০১৫ সালে

---

[১৩] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/absurd.html

মহাবিশ্বের বয়স ৬০১৯ বছর। একে গবেষকরা হাস্যকর ও অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেছেন। ডোনাল্ড মরগান (Donald Morgan) লেখেছেন:

Some biblicists contend that biblical chronology fixes the date of creation at 4004 B.C. thereby making the earth about six thousand years old. Some present-day creationists stubbornly adhere to a young earth timetable in spite of overwhelming evidence that the earth is actually billions of years old.

"কিছু বাইবেল বিশারদ বলে থাকেন যে বাইবেলীয় ঘটনাক্রম খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালকে সৃষ্টির তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করে যার ফলে পৃথিবীর বয়স দাড়ায় প্রায় ছয় হাজার বছর। এ বিশ্ব যে বিলিয়িন বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্ট সে ব্যাপারে অগনিত প্রমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের কোন কোন সৃষ্টিতত্ত্ববিদ এ বিশ্বকে অল্পবয়সী বলে প্রমাণের জন্য মরিয়া।"[১৪]

৮.২.২. প্রত্যেক 'বীজোৎপাদক ওষধি'-ই কি ভক্ষণযোগ্য?

বাইবেল বলছে যে, পৃথিবীর 'প্রত্যেক' 'বীজোৎপাদক ওষধি' এবং সকল 'সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ (every herb bearing seed, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed) মানুষের খাদ্য বা খাওয়ার উপযোগী: "দুনিয়ার উপরে প্রত্যেকটি শস্য ও শাক-সবজী যার নিজের বীজ আছে এবং প্রত্যেকটি গাছ যার ফলের মধ্যে তার বীজ রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের দিলাম। এগুলোই তোমাদের খাবার হবে।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১/২৯)।

বাস্তবে এ কথা সঠিক নয়। এগুলোর মধ্যে প্রচুর বিষাক্ত ওষধি বা শাক-সবজি ও বীজওয়ালা ফল রয়েছে, যেমন হেমলক (hemlock), বাকআই পড (buckeye pod), নাইটশেড (nightshade), করবী বা ওলেনডার (oleander) ইত্যাদি।

৮. ২. ৩. কাবিলের চিহ্ন ও শহর তৈরি!

আদমের প্রথম সন্তান কয়িন (Cain) বা কাবিল এবং দ্বিতীয় সন্তান হাবিল। হাবিল ভেড়ার পাল চরাত ও কাবিল জমি চাষ করত। এ সময়ে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে। এরপর সে ভয় পায় যে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর সময় যার সামনে সে যাবে সে তাকে খুন করবে। তখন তাকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর একটা চিহ্ন দিলেন। "পলাতক হয়ে যখন আমি দুনিয়াতে ঘুরে বেড়াব তখন যার সামনে আমি পড়ব সে-ই আমাকে খুন করতে পারে। ... মাবদু কাবিলের জন্য একটা চিহ্নের ব্যবস্থা করলেন যাতে কেউ তাকে হাতে পেয়েও খুন না করে।" (পয়দায়েশ ৪/১৪-১৫)

"এরপর কাবিল মাবুদের সামনে থেকে চলে গিয়ে আদনের পূর্ব দিকে নোদ নামে একটা দেশে বাস করতে লাগল। পরে কাবিল তার স্ত্রীর কাছে গেলে সে গর্ভবতী হল এবং হনোকের জন্ম হল। তখন কাবিল একটা শহর তৈরি করছিল। সে তার ছেলের নাম অনুসারে শহরটার নাম রাখল হনোক। (পয়দায়েশ ৪/১৬-১৭)

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এ সময়ে পৃথিবীতে আদম, হাওয়া ও কাবিল ছাড়া কেউ ছিল না। তাহলে কাবিল পলাতক হয়ে দুনিয়াতে কাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন এবং কেই বা তাকে হত্যা করবে? কাবিল স্ত্রীই বা পেলেন কোথা থেকে? আর মাবুদের সামনে থেকে চলে যাওয়ার অর্থই বা কী? সবচেয়ে মজার বিষয়, কাবিল শহর তৈরি করছিলেন কার জন্য? স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্য একটা শহর তৈরি করলেন? শহর তৈরির রাজমিস্ত্রি ও কাজের মানুষগুলো কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?

---

[১৪] http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/absurd.html

উল্লেখ্য যে, আদিপুস্তক/ পয়দায়েশের ৪/১৭-১৮ থেকে দেখা যায় যে নোহের পিতা লেমক (Lamech) আদমের প্রথম পুত্র কাবিলের বংশধর এবং তিনি দুজন মানুষকে খুন করেন। পক্ষান্তরে আদিপুস্তক ৫/৬-২৫ ও লূক ৩/২৬-৩৮ বলছে যে, নোহের পিতা লেমক (Lamech) আদমের তৃতীয় পুত্র শিসের বংশধর। কোনটা সত্য?

৮.২.৪. ঈশ্বর-পুত্রদের সাথে মানব-কন্যাদের বিবাহে দৈত্য সৃষ্টি

'ইবনুল্লাহ'দের বা ঈশ্বরের পুত্রদের সাথে মানুষের কন্যাদের মিলনে দৈত্য সৃষ্টি! "মানষ যখন দুনিয়ার উপর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলল এবং তাদের মধ্যে অনেক মেয়েরও জন্ম হল তখন আল্লাহর সন্তানেরা (ইবনুল্লাহরাঃ ইংরেজিঃ the sons of God কেরিঃ ঈশ্বরের পুত্রগণ) এই মেয়েদের সুন্দরী দেখে যার যাকে ইচ্ছা তাকেই বিয়ে করতে লাগল। .... আল্লাহর সন্তানদের (ঈশ্বরের পুত্রদের) সংগে এই মেয়েদের মিলনের ফলে যে সন্তানদের জন্ম হল তারা ছিল পুরানো দিনের নাম-করা শক্তিশালী লোক (ইংরেজিঃ giants অর্থাৎ দৈত্য বা দানব) (পয়দায়েশ ৬/১-৪)

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে (১) ঈশ্বরের অনেক পুত্র ছিল বা 'ইবনুল্লাহ' অনেক ছিলেন, (২) এ সকল 'ইবনুল্লাহ' ঈশ্বরের পুত্র হলেও প্রকৃতিতে তারা মানুষের মতই জৈবিক ও দৈহিক চাহিদার অধীন ছিলেন, (৩) দৈহিক চাহিদা মেটাতে এ সকল 'ইবনুল্লাহ' মানুষের মেয়েদের বিবাহ করেন এবং (৪) মানব-কন্যাদের সাথে 'ইবনুল্লাহদের' বা ঈশ্বরের পুত্রদের মিলনের ফলে দৈত্য জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীতে giants বা দৈত্য জাতির অস্তিত্ব ছিল বলে কোনো প্রমাণ মেলে না।

৮. ২. ৫. নোহের বন্যা বিশ্বব্যাপী?

বাইবেল বলছে, নোহের মহাপ্লাবন বিশ্বব্যাপী ছিল। (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৭/১৭-১৯)। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বৃহৎ ও ব্যাপক আঞ্চলিক বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশ্বব্যাপী বন্যার কোনো প্রমাণ নেই।

বাইবেলের বর্ণনায় আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) ৮ বা ৯টা প্রজন্ম। এ সময়ে পৃথিবীতে কত মানুষের জন্ম হয়েছিল? কয়েক হাজার? এ কয়েক হাজার মানুষের পাপাচারিতার কারণে ঈশ্বর পুরো পৃথিবীর সকল পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ ও গাছপালা ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। (আদিপুস্তক ৬/৫-৭) ঠিক বাড়ির মধ্যে দুষ্ট ইঁদুরগুলোকে ধ্বংস করতে পুরো বাড়ি পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া!

বাইবেল বলছেঃ "তারপর থেকে চল্লিশ দিন ধরে দুনিয়াতে বন্যার পানি বেড়েই চলল। দুনিয়ার উপরে পানি কেবল বেড়েই চলল; ফলে যেখানে যত বড় বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল। সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবিয়ে পানি আরও পনেরো হাত উপরে উঠে গেল। (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৭/১৭-২০)

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়া এভারেস্ট ২৯ হাজার ফুট। এর উপরে আরো ১৫ হাত বা প্রায় ২২ ফুট। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীর উপরে ২৯ হাজার ২২ ফুট উচু পানি। ৪০ দিনের মধ্যে এ পরিমাণ পানি জমতে কি পরিমাণ বৃষ্টির প্রয়োজন? মিনিটে ৬ ইঞ্চি, ঘন্টায় ৩৬০ ইঞ্চি, প্রতিদিন ৮৬৪০ ইঞ্চি গভীর ও একটানা বৃষ্টি? মহাসাগরগুলো সহ পুরো পৃথিবীর উপরে প্রায় ৫ মাইল গভীর পানি? এত পানি গেল কোথায়?

৮. ২. ৬. ডোরাকাটা ছায়ায় মিলন হলে ডোরাকাটা সন্তান

আমরা দেখেছি, বাইবেলের মূল ভিত্তি ইসরাইল বা যাকোব (ইয়াকূব আ.)। তাঁর নামে প্রচলিত একটা গল্পে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রাণির প্রজননের প্রাকৃতিক ধারা পাল্টে ফেলেন। আমরা দেখেছি, তিনি দু' সহোদরাকে বিবাহ করার জন্য ১৪ বছর তাঁর শ্বশুর লাবনের বাড়িতে দাস্যকর্ম করেন। এক পর্যায়ে লাবন তাকে কিছু প্রতিদান দিতে চান। লাবন বলেনঃ "তোমাকে আমার কি দিতে হবে?" ইয়াকুব বললেন, "আমাকে আপনার কিছুই দিতে হবে না। তবে আপনি যদি আমার একটা কথা রাখেন

তাহলে আমি আবার আপনার পশুর পাল চরাব ও তাদের যত্ন করব। আমি আজই আপনার সমস্ত পশুপালের মধ্যে গিয়ে সেখান থেকে ছোট ছোট এবং বড় বড় ছাপের ভেড়া ও ছাগল আর ভেড়ার কালো বাচ্চাগুলো আলাদা করে রাখতে চাই। সেগুলোই হবে আমার বেতন।” (পয়দায়েশ ৩০/৩১-৩৩)

এভাবে শ্বশুরের সাথে যাকোবের চুক্তি হল যে, বেতন হিসেবে তিনি শ্বশুরের পশুপাল থেকে শুধু ডোরাকাটা ছাগল ও ভেড়া এবং কালো ভেড়াগুলো তিনি বেতন হিসেবে নিবেন। এ দাবি মেনে নিয়ে কিভাবে শ্বশুর লাবন ভাগনে ও জামাই যাকোবকে ঠকানোর চেষ্টা করলেন এবং যাকোব কিভাবে দ্রুত বড়লোক হলেন তার বিবরণ শুনুন:

“লাবন কিন্তু সেই দিনই তার পশুপাল থেকে ইয়াকুবের পাওনা ডোরাকাটা ও বড় বড় ছাপের সব ছাগল এবং ছোট ছোট ও বড় বড় ছাপের সব ছাগী, অর্থাৎ যাদের গায়ে জায়গায় জায়গায় সাদা লোম ছিল সেগুলো আর ভেড়ার কালো বাচ্চাগুলো সরিয়ে রাখলেন। ... পরে ইয়াকুব লিবনি, লূস ও আর্মোণ গাছের কাঁচা ডাল নিয়ে তার উপর থেকে রেখার মত করে ছাল ছাড়িয়ে নিলেন। তাতে মধ্যে মধ্যে তার নীচের সাদা কাঠ দেখা যেতে লাগল। পশুর পাল যখন পানি খেতে আসত তখন তিনি সেই ডালগুলো নিয়ে তাদের সামনে পানির গামলাগুলোর মধ্যে রাখতেন। এখানেই তারা পানি খাবার জন্য জড়ো হত এবং মিলিত হত। এভাবে সেই ডালগুলোর সামনে মিলিত হবার পর তাদের যে সব বাচ্চা হত সেগুলো হত ডোরা কাটা না হয় বড় বড় কিংবা ছোট ছোট ছাপের। ইয়াকুব বাচ্চা ছাগল ও বাচ্চা ভেড়া আলাদা করতেন, আর বাচ্চা ছাগী ও বাচ্চা ভেড়ীগুলো নিয়ে লাবনের ডোরাকাটা এবং কালো রংয়ের ভেড়ার পালের মধ্যে রাখতেন। এভাবে তিনি তার নিজের জন্য আলাদা একটা পশুপাল গড়ে তুললেন আর সেটাকে তিনি লাবনের পশুপালের সাথে মেশাতেন না। এছাড়া বেশী শক্তিশালী পশুগুলো মিলিত হওয়ার সময় তিনি তাদের পানির গামলার মধ্যে তাদের চোখের সামনে ঐ ডালগুলো রাখতেন যাতে সেই ডালগুলোর সামনেই তারা মিলিত হয়। কিন্তু তিনি দুর্বল ভেড়া বা ছাগলগুলোর সামনে সেই ডালগুলো রাখতেন না। তাতে লাবনের পশুগুলো হত দুর্বল আর ইয়াকুবের পশুগুলো হত শক্তিশালী। ইয়াকুব এভাবে খুব ধনী হয়ে উঠলেন। তাঁর পশুপাল, উট, গাধা, এবং গোলাম ও বাঁদীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৩০/৩৫-৪৩)

তাহলে বাইবেল নিশ্চিত করছে যে, কোনো যুগল প্রাণির মিলনের সময় তাদের সামনে যে রঙের বা প্রকারের ডালপালা বা ছবি রাখবেন সন্তান সেই রঙের বা ডিজাইনেরই হবে! কেউ হয়ত মনে করবেন বা দাবি করবেন যে, এটি একটা অলৌকিকত্ব! বিষয়টা সঠিক নয়। বাইবেলে এটাকে অলৌকিকত্ব হিসেবে পেশ করা হয়নি। যাকোব এ কর্ম ঈশ্বরের নির্দেশে বা প্রেরণায় করেননি। বরং ডোরাকাটা ছাগলভেড়া লাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসেবে করেছেন। আর ঈশ্বর যদি অলৌকিকভাবেই যাকোবকে ধনী বানাবেন তাহলে আর শ্বশুরের ভেড়া চরিয়ে বড়লোক হওয়ার অর্থ কী? ঈশ্বর তো তাকে সোনা-রূপার খনির সন্ধান দিয়ে বা অলৌকিকভাবে মনিমুক্ত ও সোনারূপা দান করে রাতারাতিই বড়লোক করতেন। সেটা বরং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হত। অথবা শশুরের দেওয়া প্রথম ডোরাকাটা ও কাল ভেড়াগুলোর অনেক বেশি সংখ্যায় শক্তিশালী বাচ্চা প্রজননের মাধ্যমেও তা হতে পারত। এটাও গ্রহণযোগ্য হত। এরূপ অবাস্তব কর্মের প্রয়োজন ছিল না।

প্রিয় পাঠক, এমন কোনো বিশ্বাসী খ্রিষ্টানের কথা কি আপনি জানেন, যিনি বাইবেলের এ পদ্ধতিটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিজের বা পালিত প্রাণিদের সন্তানের কাঙ্খিত আকার আকৃতি লাভের জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন?

৮. ২. ৭. চারপেয়ে পাখি বা পতঙ্গ

লেবীয় ১১/২০-২১: "চার পায়ে হাঁটা সমস্ত পতঙ্গ/পাখি তোমাদের পক্ষে ঘৃণার বস্তু। তবুও চার পায়ে হাঁটা পাখাবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে ভূমিতে লাফ দেবার জন্য যাদের পায়ের নলী দীর্ঘ তারা তোমাদের খাদ্য হবে।" (মো.-১৩)

এখানে কিং জেমস বলছে: "All fowls that creep, going upon all four: চার পায়ে হাঁটা সকল পাখি।" কিন্তু রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন পাখির বদলে পতঙ্গ লেখেছে: "All winged insects that go upon all fours: চার পায়ে হাঁটা সকল পতঙ্গ।" উভয় ক্ষেত্রেই কথাটা বাহ্যত ভুল। কারণ বাস্তবে চতুষ্পদ কোনো পাখি বা পতঙ্গ নেই। পাখির ২টা এবং পতঙ্গগুলোর ছ'টা বা আটটা পা থাকে।

৮. ২. ৮. পৃথিবী সমতল না গোলকাকৃতির?

বাইবেল বলছে যে, জেরুজালেমের উচু পাহাড়ের উপর থেকে সারা দুনিয়া দেখা যায়: "তখন ইবলিস আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য (all the kingdoms of the world) ও তাঁদের জাঁকজমক দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে সেজদা কর তবে এই সবই আমি তোমাকে দেব।" (মথি ৪/৮-৯)।

এ কথাটা অবাস্তব। পৃথিবী গোলকাকার হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপর থেকেও দুনিয়ার সকল রাজ্য একসাথে দেখা যায় না। শয়তান কি যীশুকে সে সময়ে বিদ্যমান আফ্রিকার মিসর, কার্থেজ, ইউরোপের রোম, গ্রীস, ক্রীট, এশিয়ার চীন, ভারত, কোরিয়া ও অন্যান্য সকল রাজ্য ও তাদের জাঁকজমক দেখিয়ে দিয়েছিল? সম্ভবত বাইবেল লেখক পৃথিবীকে সমতল মনে করে কল্পনা করেন যে, উচু পাহাড়ে উঠলে বোধহয় সারা দুনিয়া একবারেই দেখা যায়।

৮. ২. ৯. স্বর্গের মধ্যে ভয়ঙ্কর শব্দ ও ভয়ঙ্করদর্শন প্রাণি

স্বর্গের বর্ণনায় বাইবেল বলছে: "সেই সিংহাসনটার থেকে বিদ্যুৎ, ভয়ঙ্কর আওয়াজ ও বাজের আওয়াজ বের হচ্ছিল।... সেই সিংহাসনগুলোর মাঝখানের সিংহাসনটার চারপাশে চারজন প্রাণী (পশু: beasts) ছিলেন। তাঁদের সামনের ও পিছনের দিক চোখে ভরা ছিল। প্রথম প্রাণীটির চেহারা সিংহের মত, দ্বিতীটির বাছুরের মত, তৃতীয়টির মানুষের মত এবং চতুর্থটির উড়ন্ত ঈগল পাখীর মত। এই চারজন প্রাণীর প্রত্যেকের ছয়টা করে ডানা ছিল এবং সব জায়গা চোখে ভরা ছিল... ।" (প্রকাশিত কালাম ৪/৫-৮)। পাঠক, আপনার কাছে এটা কি স্বর্গের বর্ণনা না নরকের বর্ণনা বলে মনে হচ্ছে? প্রকাশিত কালামের ৫ম অধ্যায়টাও পড়ুন!

৮. ২. ১০. বেহেশতের আয়তন মাত্র ১৫০০ মাইল

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে জেরুজালেম শহরই হবে জান্নাত। আর এ জান্নাতের আয়তন দৈর্ঘ ও প্রস্থ উভয় দিকে ১২,০০০ মাইল। "ঐ নগর চতুষ্কোণ, তাহার দৈর্ঘ ও বিস্তার সমান। আর তিনি সেই নল দ্বারা নগর মাপিলে দ্বাদশ সহস্র তীর (KJV: twelve thousand furlongs: বার হাজার মাইল) পরিমাণ হইল। তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা এক সমান।" (প্রকাশিত বাক্য ২১/১৬-১৭)

১২ হাজার মাইল (furlongs/ stadia)-কে ১৪০০ বা ১৫০০ মাইল বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন ইংরেজি বাইবেলে। মো.-০৬: "সেটা লম্বা, চওড়া ও উচ্চতায় দু'হাজার চারশো কিলোমিটার।"। মো.-১৩: "সেই নল দ্বারা নগর মাপলে পর পনের শত মাইল হল; সেটি লম্বা, চওড়া ও উচ্চতা এক সমান।"

পাঠক আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। দৈর্ঘে ও প্রস্থে মাত্র ২ হাজার বা আড়াই হাজার কিলোমিটার আয়তনের একটা বেহেশতে আদম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এ বিশাল পৃথিবীতে বসবাসকারী লক্ষকোটি প্রজন্মের সকল বিশ্বাসী মানুষকে বসবাস করতে হবে। বিষয়টা কি সুখকর হবে বলে মনে করেন!

৮. ২. ১১. আটত্রিশ বছরে ৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু

আমরা দেখেছি, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে মিসর ত্যাগের সময় বনি-ইসরাইলের এগার গোষ্ঠীর যোদ্ধা ছিল ৬ লক্ষ। লেবীয়রা এবং সকল গোত্রের নারী ও অযোদ্ধা কিশোরসহ মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩০ লক্ষ। মজার বিষয় হল, এ বিশাল জনশক্তির প্রায় সকলেই মাত্র ৩৮ বছরের মধ্যে মরে গেল: ৩৮ বছরের মধ্যে ৬ লক্ষ যোদ্ধা (২০-৪০ বছর বয়স!) সকলেই মারা গেল (যাত্রাপুস্তক ১২/৩৭ ও দ্বিতীয় বিবরণ ২/১৪)।

অর্থাৎ ৬০ থেকে ৮০ বছর বয়সের মধ্যে সকলেই মারা গেল!

৮. ২. ১২. শলোমনের মহাপ্রজ্ঞা

শলোমনের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিষয়ে বাইবেল বলছে: "আল্লাহ সোলায়মানকে সাগর পারের বালুকণার মত প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও বুঝবার ক্ষমতা দান করলেন।" (১ বাদশাহনামা ৪/২৯)। আমরা দেখেছি যে, এ মহাপ্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির ফল ছিল যে, শলোমন ঈশ্বর-নিষিদ্ধ মহাপাপগুলোতে লিপ্ত হন: তিনি ১ হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করেন, স্ত্রীদের জন্য প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করেন এবং নিজেও প্রতিমাপূজা ও নানাবিধ পাপের মধ্যে জীবন কাটান!

বাইবেল আরো বলছে: "আল্লাহ সোলায়মানের দিলে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা শুনবার জন্য দুনিয়ার সব দেশের লোক তাঁর সংগে দেখা করতে চেষ্টা করত" (১ বাদশাহনামা ১০/২৪)। পুনশ্চ: "আল্লাহ সোলায়মানের দিলে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা শুনবার জন্য দুনিয়ার সব দেশের বাদশাহরা তাঁর সংগে দেখা করতে চেষ্টা করতেন।" (২ খান্দাননামা ৯/২২)।

দুনিয়ার সব দেশ! ভারত, চীন ও অন্য সকল দেশের বাদশাহ? শলোমন নিজে যে মহাপ্রজ্ঞা দিয়ে প্রতিমা পূজা ও অন্যান্য পাপের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন সকল দেশের বাদশাহ কি তাঁর প্রজ্ঞাময় কথা থেকে সে সকল পাপের শিক্ষাই নিতেন?

৮. ২. ১৩. ষাট হাত-বিশ হাত ঘর তৈরির গল্প

বাদশাহ সোলায়মান মাবুদের জন্য যে ঘরটা তৈরি করেছিলেন তা লম্বায় ছিল ষাট হাত, চওড়ায় বিশ হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ হাত। (১ বাদশাহনামা ৬/২ ও ২ খান্দাননামা ৩/৩) অর্থাৎ ৯০X৩৩ X ৩৩ ফুট। এ ঘরটা তৈরি করতে:

১,৫৩,৩০০ মানুষ কর্মরত ছিল। (১ বাদশাহনামা ৫/১৫-১৬) ঘরটা তৈরি করতে সাত বছর সময় লেগেছিল। (১ বাদশাহনামা ৬/৩৮) ঘরটা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছিল তিন হাজার ন'শো টন সোনা এবং ঊনচল্লিশ হাজার টন রূপা (৭৫ লক্ষ পাউন্ড সোনা এবং ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড রূপা) (১ খান্দাননামা ২২/১৪)। এ নির্মাণকর্ম তত্ত্বাবধান করতে ২৪,০০০ সুপারভাইজার, ৬,০০০ অফিসার ও বিচারক এবং ৪,০০০ জন রক্ষী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। (১ খান্দাননামা ২৩/৪)

প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ ৭ বছর ধরে ৬০ হাত দীর্ঘ ও বিশ হাত চওড়া একটা ঘর তৈরি করলেন! আর ঘরের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার টন সোনা ও রূপা ব্যবহার করলেন! পুরো বিবরণ অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক

বলেই প্রতীয়মান।

৮. ২. ১৪. সাত দিনে ১ লক্ষ ৪২ হাজার কোরবানি

বাদশাহ সোলাইমান বাইশ হাজার গরু ও এক লক্ষ বিশ হাজার ভেড়া কোরবানি দিলেন। সাত দিন ধরে এ অনুষ্ঠান চলল (২ খান্দাননামা ৭/৫, ৮-৯)। যদি সাত দিন একটানা ২৪ ঘণ্টা কোরবানি চলে এবং প্রতি মিনিটে ১৪টার বেশি এবং প্রতি ঘণ্টায় ৮৪৫ টার বেশি প্রাণি জবাই করা হয় তবেই এ সংখ্যা পূরণ করা সম্ভব। সংখ্যাটা কি বিশ্বাস্য?

৮. ২. ১৫. লাখে লাখে মরে সৈন্য কাতারে কাতার।

আমরা দেখেছি যে, শলোমনের পরে ইহুদিদের রাজ্য দুভাগ হয়ে যায়। রাজা অবিয় (Abijah) যিহূদা বা এহূদা রাজ্যের রাজা ও ইয়ারাবিয়াম (Jeroboam) ইসরায়েল রাজ্যের রাজা। অবিয় ৪ লক্ষ সৈন্য পাঠালেন ইয়ারবিয়ামের ৮ লক্ষের বিরুদ্ধে (২ খান্দাননামা ১৩/৩)। তাহলে মোট ইহুদি যোদ্ধা ১২ লক্ষ। প্রত্যেক যোদ্ধার যদি একজন স্ত্রী ও দুজন বৃদ্ধ পিতামাতা বা দুজন সন্তান থাকে তবে আরো ৩৬ লক্ষ মানুষ। মোট ৪৮ লক্ষ ইহুদি। একটা অসম্ভব সংখ্যা।

উপরের দু' ইহুদি রাজার এক যুদ্ধে এহুদা রাজ্যের সৈন্যরা ইসরাইল রাজ্যের ৫ লক্ষ সৈন্য হত্যা করল! "এহুদার লোকেরা রণনাদ করে উঠলো... আল্লাহ অবিয়ের ও এহুদার সম্মুখে ইয়ারাবিম ও সমস্ত ইসরাইলকে আঘাত করলেন। ... অবিয় ও তাঁর লোকেরা মহাবিক্রমে ওদেরকে সংহার করলেন; বস্তুত ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়লো।" (২ খান্দাননামা ১৩/১৭, মো.-১৩)

এক যুদ্ধে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ৫ লক্ষ বাছাই করা সৈন্য মারল! বিজয়ী পক্ষের কত জন মরল? প্রতি মিনিটে কতজন করে মারা হল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও কোনো একক যুদ্ধক্ষেত্রে এত সৈন্য মারা যায়নি। নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা মেরেও এত মানুষ মারা যায়নি!

৮. ২. ১৬. বেহেশতের মধ্যে শয়তান-ফেরেশতা মহাযুদ্ধ

পবিত্র বাইবেলের বর্ণনায় যীশু খ্রিষ্টের জন্মের পর বেহেশতের মধ্যে ফেরেশতাদের সাথে শয়তান বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং শয়তান বাহিনী হেরে যাওয়ার কারণে তাদেরকে বেহেশত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত শয়তান ও তার বাহিনী বেহেশতের মধ্যেই বসবাস করত বলে জানা যায়।

"পরে আসমানে (in heaven, কেরি: স্বর্গমধ্যে কি. মো.-১৩: বেহেশতে) একটা মহান চিহ্ন দেখা গেল। একজন স্ত্রীলোক... সে গর্ভবতী ছিল এবং প্রসব-বেদনায় চিৎকার করছিল। তারপর আসমানে (in heaven স্বর্গমধ্যে/ বেহেশতে) আর একটা চিহ্ন দেখা গেল। আগুনের মত লাল একটা বিরাট দানব (ড্রাগন: dragon, কেরি ও কি. মো.-১৩: নাগ) ... স্ত্রীলোকটির একটা ছেলে হল। সেই ছেলেই লোহার দণ্ড দিয়ে সমস্ত জাতিকে শাসন করবেন। ... তারপর বেহেশতে যুদ্ধ হল। মিকাইল ও তাঁর অধীন ফেরেশতারা (his angels) সেই দানব ও তাঁর ফেরেশতাদের (his angels) কি. মো.: তাঁর দূতদের) সংগে যুদ্ধ করলেন। সেই দানব (ড্রাগন) জয়ী হতে পারল না এবং বেহেশতে তাদের আর থাকতে দেওয়া হল না। তখন সেই বিরাট দানবকে ও তাঁর সংগে তার দূতদের (তার ফেরেশতাদের) দুনিয়াতে ফেলে দেওয়া হল। এই দানব হল সেই পুরানো সাপ যাকে ইবলিস বা শয়তান বলা হয়।" (প্রকাশিত কালাম ১২/১-৯)

এ থেকে আমরা জানতে পারছি যে, শয়তান বা ইবলিস তার দলের ফেরেশতাদের (his angels) নিয়ে স্বর্গে বা বেহেশতের মধ্যেই বসবাস করত। যীশু খ্রিষ্টের জন্মের পরে বেহেশতের মধ্যে এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে তাদেরকে বেহেশত থেকে বের করে দেওয়া হয়।

৮. ২. ১৭. বিবাহ দুনিয়ার কষ্ট ও পরকালের ক্ষতি!

বাইবেল বলছে, বিবাহ পরকালের ক্ষতি এবং দুনিয়াতেও কষ্ট। বিবাহ করলে সংসার নিয়ে ভাবতে হয়; ফলে ঈশ্বরের আরাধনা ও পরকালের উন্নতি ব্যাহত হয়। আবার দুনিয়াতেও বিবাহের কারণে কষ্ট করতে হয়। এজন্য সম্ভব হলে বিবাহ না করে থাক। আর বিবাহিত হলেও অবিবাহিতের মতই থাক!

"যদি কেউ বিয়ে না করে তাহলে সে ভালই করে... অবিবাহিত আর বিধবাদের আমি বলছি, তারা যদি আমার মত (অবিবাহিত বা চিরকুমার) থাকতে পারে তাহলে তা তাদের পক্ষে ভাল। ... তোমাদের কি স্ত্রী আছে? তবে স্ত্রীকে তালাক দিতে চেষ্টা করো না। তোমার কি স্ত্রী নেই? তবে বিয়ে করার চেষ্টা করো না। কিন্তু বিয়ে যদি তুমি করই তাতে তোমার কোন গুনাহ হয় না। কোন অবিবাহিত মেয়ে যদি বিয়ে করে তাহলে তারও গুনাহ হয় না। কিন্তু যারা বিয়ে করে তারা এই সংসারে কষ্ট পাবে, আর আমি এই সব থেকে তোমাদের রেহাই দিতে চাইছি। ... এখন থেকে এমন ভাবে চলবার দরকার যে, যাদের স্ত্রী আছে তাদের যেন স্ত্রী নেই... আমি চাই যেন তোমরা ভাবনা চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পার। অবিবাহিত লোক প্রভুর বিষয়ে ভাবে; সে চিন্তা করে কিভাবে সে প্রভুবে সন্তুষ্ট করবে। বিবাহিত লোক সংসারের বিষয়ে ভাবে; সে চিন্তা করে কিভাবে সে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। এভাবে দুই দিকই তাকে টানতে থাকে। যে মেয়ের স্বামী নেই এবং আবিবাহিত মেয়ে প্রভুর বিষয়ে চিন্তা করে যাতে সে শরীরে আর দিলে প্রভুর হতে পারে। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীলোক সংসারের বিষয়ে ভাবে; সে চিন্তা করে কেমন করে সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে। ... তাহলে দেখা যায়, যে তার মেয়েকে বিয়ে দেয় সে ভাল করে, আর যে তাকে বিয়ে না দেয় সে আরও ভাল করে।" (১ করিন্থীয় ৭/১-৩৮)

৮. ২. ১৮. আরো কিছু অযৌক্তিকতা ও অতিরঞ্জন

- সূর্য সৃষ্টির আগেই আলো ছিল, দিবারাত্র ছিল, পৃথিবীর বুকে গাছপালাও সূর্য সৃষ্টির পূর্বেই জন্ম নেয় এবং বাড়তে থাকে (আদিপুস্তক ১/৩-৫, ১৪-১৯)।
- সাপ মানুষের ভাষায় কথা বলে (হিব্রু ভাষায়?) (আদিপুস্তক ৩/১-৫)।
- পৃথিবীটা থাম, পিলার বা স্তম্ভের উপর স্থাপিত যা ঈশ্বর মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দেনঃ "তিনি পৃথিবীকে তার স্থান হইতে কম্পমান করেন। তাহার স্তম্ভ সকল টলটলায়মান হয়। (কি. মো.-০৬: তিনি দুনিয়াকে তার জায়গা থেকে নাড়া দেন তার থামগুলোকে কাঁপিয়ে তোলেন)। (ইয়োব/ আইউব ৯/৬)
- বাইবেল বলছে যে, ঈশ্বর সাপকে সারাজীবন ধুলা খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেনঃ "তুমি সারাজীবন পেটের উপর ভর করে চলবে ও ধুলা খাবে।" (আদিপুস্তক / পয়দায়েশ ৩/১৪)। সাপ পেটের উপর চললেও কখনোই ধুলা খায় না।
- মহাপ্লাবনের পরে মাটিতে নেমে নোহ কতগুলো পশু কোরবানি করে পুড়িয়ে দিলেন। পোড়া মাংসের খোশবুতে ঈশ্বর প্রীত হলেন (আদিপুস্তক ৮/২১)।
- বাইবেলের বিধানে প্রথম সন্তান সর্বোচ্চ অধিকার পায়। আর এ অধিকার পাওয়ার জন্য যমজ বাচ্চা প্রসবের সময় এক বাচ্চা মায়ের পেটের মধ্যে থেকে আগেই হাত বের করে দিল। ধাত্রী সেই হাতে লাল সুতো বেধে দিল। বাচ্চা মায়ের পেটের মধ্য থেকেই নিজের হাত টেনে নিল। এরপর তার ভাই বেরিয়ে আসল। তবে লাল সুতোর কারণে অন্য জনই বড়ছেলের অধিকার পেল (আদিপুস্তক ৩৮/২৭-২৯)।
- দেহের সাথে ঘণ্টা না লাগিয়ে পবিত্র স্থানে গেলে জীবননাশের আশঙ্কা! "সে যখন পবিত্র স্থানে মাবুদের সামনে যাবে এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসবে তখন এই ঘণ্টাগুলোর আওয়াজ শোনা যাবে আর তাতে তার জীবন রক্ষা পাবে।" (হিজরত/যাত্রা ২৮/৩৫)
- গাধী ফেরেশতাদের দেখতে পেল এবং হিব্রু ভাষায় মালিকের সাথে কথা বলল।

(গণনাপুস্তক/ শুমারী ২২/২১-৩০)

- শিমশোন বা হযরত শামাউনের সকল শক্তি চুলের মধ্যে। চুল কাটলে সব শক্তি শেষ হয়ে গেল! (বিচারকর্তৃগণ/কাজীগণ ১৬/১৭-২২)
- ঈশ্বর নাপাক পাখি দাঁড়কাককে দায়িত্ব দিলেন তার নবী এলিয়/ ইলিয়াসকে রুটি ও মাংস সরবরাহ করার। (১ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ১৭/২-৬)
- রাজা আহস ৩৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার পরে তার ছেলে হিষ্কিয় রাজা হলেন। তিনি ২৫ বছর বয়সে রাজত্ব শুরু করলেন। (২ বাদশাহনামা ১৬/২, ২০; ১৮/১-২)। তাহলে রাজা আহস মাত্র এগার বছর বয়ছে সন্তানের পিতা হয়েছিলেন!
- "পরে সাহাবী-নবীদের মধ্যে একজন মাবুদের কালাম দ্বারা তার সহ-সাহাবীকে বললো, তুমি আমাকে আক্রমণ কর। কিন্তু সে তাকে আক্রমণ করতে সম্মত হল না। তখন সে তাকে বললো, তুমি মাবুদের কথা মান্য করলে না, এ কারণে দেখ, আমার কাছ থেকে যাওয়া মাত্র একটি সিংহ তোমাকে হত্যা করবে। পরে সে তার কাছ থেকে যাওয়া মাত্র এক সিংহ তাকে দেখতে পেয়ে হত্যা করল।" (১ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ২০/৩৫-৩৬, মো.-১৩)

বিষয়টা বড়ই বিস্ময়কর! খুবই স্বাভাবিক যে, ভক্তি বা ভালবাসা বশত নবীর সাথী তাকে আক্রমণ বা আঘাত করতে দ্বিধা করবেন। এজন্য তাকে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে হত্যা করতে হবে! বাইবেলের ঈশ্বর কি এতই হত্যাপ্রিয়?

- বাইবেল থেকে জানা যায় যে, সূর্যের তাপাঘাত (sunstroke/heatstroke)-এর মত চাঁদও মানুষকে আঘাত করতে ও আহত করতে পারে: "সদাপ্রভুই তোমার ছায়া, তিনি তোমার দক্ষিণ পার্শে। দিবসে সূর্য তোমাকে আঘাত করিবে না, রাত্রিতে চন্দ্রও করিবে না।" (গীতসংহিতা ১২১/৫-৬)
- যীশু ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর রাজ্যের মধ্যে অবস্থানরত পাপীদেরকে জড়ো করে আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন: "ইবনে-আদম তাঁর ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেবেন। যারা অন্যদের গুনাহ্ করায় এবং যারা নিজেরা গুনাহ করে তাদের সবাইকে সেই ফেরেশতারা ইবনে-আদমের রাজ্যের মধ্য থেকে একসংগে জমায়েত করবেন ও জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন।" (মথি ১৩/৪১)

কিন্তু গুনাহকারীরা কিভাবে তার রাজ্যে প্রবেশ করল? গুনাহকারী হলেই যদি দোজখে যেতে হয় তবে তার করুণা কোথায় গেল?

- বাইবেলের নিয়ম হল কাউকে কসম করাতে হলে তার হাতটা নিজের অণ্ডকোষের নিচে রাখতে হবে। যদিও বাইবেলের অনুবাদে অণ্ডকোষ শব্দটা ব্যবহার না করে 'জঙ্ঘা' বা 'রান' বলা হয়েছে। (আদিপুস্তক ২৪/২-৯, ৪৭/২৯) ইংরেজিতে সাক্ষ্য, প্রতিজ্ঞা, নিয়ম, সন্ধি, শপথ ইত্যাদি বুঝাতে টেস্টিমনি, টেস্টামেন্ট, টেস্টিফাই (testimony, testament, testify) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। টেস্টিকল (testicle), অর্থাৎ 'অন্ডকোষ' থেকেই এ সকল শব্দের উৎপত্তি।
- "সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে সাতশো বাঁহাতি দক্ষ লোক ছিল যারা চুল লক্ষ্য করে ফিংগা দিয়ে ঠিক চুলটির উপরেই পাথর মারতে পারত"!!! (কাজীগণ ২০/১৬)
- "ফিলিস্তিনীরা তখন বনি-ইসরাইলদের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য একসংগে জমায়েত হল। তাদের সংগে ছিল ত্রিশ হাজার রথ, ছয় হাজার ঘোড়সওয়ার ও সমুদ্র-পারের বালুকণার মত অসংখ্য পদাতিক সৈন্য।" (১ শামুয়েল ১৩/৫)

প্রিয় পাঠক, কাব্য বা উপন্যাসে এরূপ কথা বলা যেতে পারে। কোনো ধর্মগ্রন্থ তো দূরের কথা, ইতিহাস গ্রন্থে কি এরূপ কথা মিথ্যা বলে গণ্য নয়?

- দুজন খ্রিষ্টান একত্রিত হয়ে যা চাইবে ঈশ্বর তাই দিবেন! (মথি ১৮/১৯)
- চাইলেই পাবে! বিশ্বাস থাকলে যা চাবে তাই পাবে। (মথি ৭/৭-৮; ২১/২২; মার্ক ১১/২৪; লূক ১১/৯-১০; যোহন ১৬/২৩)!
- চাঁদ, সূর্য ও তারাগুলো সব পড়ে যাওয়ার পরেও দেখার মত যথেষ্ট আলো থাকে। (মথি ২৪/২৯-৩০)
- সরিষাদানা পরিমাণ বিশ্বাস থাকলেও পাহাড় সরানো সম্ভব। সরিষাদানা পরিমাণ বিশ্বাস থাকলে তার জন্য কোনো কিছুই অসম্ভব নয়! (মথি ১৭/২০; ২১/২১; মার্ক ৯/২৩; ১০/২৭, ১১/২৩, লূক ১৭/৬)
- শিমশোন বা হযরত শামাউন একটা মরা গাধার চোয়াল দিয়ে একবারে ১০০০ মানুষ মেরে ফেললেন! (বিচারকর্তৃগণ/ কাজীগণ ১৫/১৫)
- পিতলের সাপ না দেখিয়ে ঈশ্বর মানুষকে বিষমুক্ত করতে পারেন না। (গণনাপুস্তক ২১/৫-৯)
- বাড়ির দরজায় রক্ত মাখিয়ে না রাখলে ঈশ্বর বুঝতে পারেন না যে, বাড়িটা কি তাঁর প্রজাদের না তাঁর শত্রুদের। যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ১২/৭, ১২-১৩)
- "যে লোকের পুরুষাংগের সামনের চামড়া কাটা নয় তাকে তার জাতির মধ্য থেকে মুছে ফেলা হবে, কারণ সে আমার ব্যবস্থা অমান্য করেছে।" (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১৭/১৪) অর্থাৎ ছোটবেলায় পিতা তাকে খতনা করতে অবহেলা করেছেন এজন্য পুত্রকে মুছে (হত্যা করে?) ফেলা হবে!
- খোজা বা নপুংসক হতে উৎসাহ প্রদান: "কোন খোজা লোক না বলুক, 'আমি কেবল একটা শুকনা গাছ, কারণ মাবুদ এই কথা বলছেন, 'খোজারা যদি আমার বিশ্রামবার পালন করে, আমি যা পছন্দ করি তা-ই বেছে নেয় আর আমার ব্যবস্থা শক্ত করে ধরে রাখে তবে তাদের ছেলেমেয়ে থাকলে যে নাম থাকত তার চেয়ে আমার ঘর ও দেয়ালের ভিতরে তার নাম স্থাপন করে তা আমি আরও স্মরণীয় করে রাখব। আমি তাদের এমন চিরস্থায়ী নাম দেব যা মুছে ফেলা হবে না। (ইশাইয় ৫৬/৩-৫)
- ছোঁয়াছুঁয়ির কুসংস্কার! কোনো মানুষ কোনোভাবে কোনো নাপাক বস্তু স্পর্শ করলে সে নাপাক হয়ে যাবে। আবার কোনো নাপাক ব্যক্তি যা কিছুই স্পর্শ করুক না কেন তা তৎক্ষণাৎ তা নাপাক হয়ে যাবে। (গণনা/শুমারী ১৯/২২)
- পুরুষরা যদি ব্যভিচার করে তবে মহিলাদের বেশ্যাচারিতা বা ব্যভিচারের অপরাধ ধরা হবে না: "তোমাদের মেয়েরা বেশ্যা হলে আর ছেলের স্ত্রীরা জেনা করলে আমি শাস্তি দেব না, কারণ পুরুষেরা নিজেরাই বেশ্যাদের কাছে যায় এবং মন্দির-বেশ্যাদের সংগে পশু উৎসর্গ করে।" (হোসিয়া ৪/১৪)
- খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিরোধ হলে কোর্টে যাওয়া চলবে না; বরং চার্চের মধ্যে সাধুদের (saints) কাছে বিচার দিতে হবে: "তোমাদের মধ্যে কারও যদি কোন ঈমানদার ভাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করবার কোন কারণ থাকে, তবে কোন সাহসে সাধুদের (saints পবিত্রগণের/ আল্লাহর বান্দাদের) কাছে না গিয়ে যারা আল্লাহর নয় তাদের কাছে গিয়ে বিচার চায়... যারা চার্চের (church মণ্ডলীর/ জামাতের) লোক নয় তাদেরই কি তোমরা বিচরক হবার জন্য ঠিক করে থাক?" (১ করিন্থীয় ৬/১-৬)
- পুরুষের জন্য লম্বা চুল লজ্জার বিষয়! "পুরুষ যদি লম্বা চুল রাখে তবে তার অসম্মান হয় (if a man have long hair, it is a shame unto him) ... যদি কেউ এই নিয়ে তর্ক করতে চায় তবে আমি এই বলব যে, অন্য কোন নিয়ম আমাদের মধ্যেও নেই বা আল্লাহর জামাতগুলোর (ঈশ্বরের চার্চগুলোর: churches of God) মধ্যেও নেই।" (১ করিন্থীয় ১১/১৪-১৬)

এ বক্তব্য অনুসারে স্বয়ং যীশুও অপমানজনক কর্ম করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ আমার দেখি যে, সকল ছবিতেই যীশু খ্রিষ্টের চুল লম্বা দেখানো হয়েছে!

- দর্শন (Philosophy) চর্চা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। (কলসীয় ২/৮)
- নারীরা সাজগোজ বা সৌন্দর্যচর্চা করবেন না। চুলের বেণী ব্যবহার, সোনা ও মুক্তার গয়না ব্যবহার বা দামী কাপড় পরে নিজেদেরকে সাজাবেন না। (১ তীমথিয় ২/৯ এবং ১ পিতর ৩/৩)
- নিজ মতের ও বিশ্বাসের খ্রিষ্টান ছাড়া কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এমনকি তার জন্য মঙ্গল কামনা করা বা সালাম জানানোও নিষিদ্ধ। যদি কেউ কোনো অখ্রিষ্টানের জন্য মঙ্গল কামনা করে তবে সেও সেই অখ্রিষ্টানের পাপের ভাগী বা অখ্রিষ্টানের মতই মুক্তি-বঞ্চিতঃ "যদি কেউ সেই শিক্ষা (the doctrine of Christ মসীহের শিক্ষা) না নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে তাকে বাড়িতে গ্রহণ করো না এবং তাকে 'মঙ্গল হোক' বলো না। কেননা যে তাকে 'মঙ্গল হোক' বলে, সে তার দুষ্কর্মের সহভাগী হয়" (২ ইউহোন্না ৯-১১, মো.-১৩)। মো.-০৬: "সালামও জানায়ো না। যে তাকে সালাম জানায় সে তার খারাপ কাজেরও ভাগ নেয়।"

৮. ৩. ভাষার অশোভনীয়তা

বাইবেল সমালোচকরা বাইবেলীয় অশিষ্টতা ও অশ্লীলতা (Bible Vulgarities & Obscenities) প্রসঙ্গে অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেন। বাইবেলের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা ধর্মগ্রন্থ তো দূরের কথা সাধারণ কথাবার্তা বা সাহিত্যে অশালীন, অশ্রাব্য বা অরুচিকর বলে গণ্য। শালীনতা ও অশালীনতা বা রুচি ও অরুচির বিষয়ে ভিন্নমত থাকতেই পারে। তবে স্বাভাবিক বিচারে এগুলো অশালীন বা অভদ্র শব্দ এবং এগুলো বাদ দিয়ে অধিকতর শালীন শব্দ ব্যবহার করেও এ কথাগুলো বলা যেত। বিশেষত, ঐশ্বরিক পুস্তকের ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরো অনেক শালীন, আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য ভাষায় কথাগুলো বলতে পারতেন বলে ধারণা করাই স্বাভাবিক।[১৫]

যেমন লিঙ্গাগ্রচ্ছেদন বা খাতনা করা বাইবেলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বাইবেলে শত শতবার বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে লিঙ্গাগ্রচর্মের বর্ণনা, বয়স্ক মানুষদের লিঙ্গাগ্রচর্ম কর্তনের বর্ণনা, বয়স্ক মানুষদের লিঙ্গাগ্রচর্ম কেটে জমা করে পাহাড় বানানোর বর্ণনা ইত্যাদি অনেক স্থানে বেশ অশোভনীয়। বিষয়টা অশোভন বা অরুচিকর হওয়ার কারণে বর্তমানে অনেক অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদ বর্জন করা হচ্ছে বা মূল 'অশোভন' শব্দ বা বাক্যটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইংরেজি কিং জেমস ভার্শনের সাথে মিলিয়ে পড়লে অশোভনীয়তা ভালভাবে অনুধাবন করা যাবে। পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলো কিং জেমস ভার্শন ও বাংলা কেরি ভার্শন সামনে রেখে পরবর্তী অনুবাদগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়তে পারেনঃ আদিপুস্তক ১৭/১০-১৪; ২৩-২৭; ২১/৪; ৩৪/১৫, ১৭, ২২, ২৪; যাত্রাপুস্তক ৪/২৫; ২৬; ১২/৪৪; লেবীয় ১২/৩; দ্বিতীয় বিবরণ ১০/১৬; ৩০/৬; যিহোশূয় ৫/২-৫; ৭-৮; বিচারকর্তৃগণ ৪/৪, ৯/২৫; ১ শামুয়েল ১৮/২৫, ২৭, ২ শামুয়েল ৩/১৪, হাবাক্কুক ২/১৬... ইত্যাদি।

৮. ৩. ১. আতঙ্কময় হত্যা বর্ণনা

ভাষার অশোভনীয়তার বিভিন্ন দিক রয়েছে। কখনো কখনো নিষ্ঠুরতা বা হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ধার্মিক খ্রিষ্টানও চাইবেন না যে, তার কিশোর সন্তান তা পাঠ করুক। একটা হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় বাইবেল বলছেঃ "যোয়াব অমাসাকে বললেন, 'ভাই, কেমন আছ?' এই

---

[১৫] Donald Morgan, Bible Vulgarities & Obscenities. http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/vulgar.html

বলে তিনি ডান হাত দিয়ে তাঁর দাড়ি ধরলেন। যোয়াবের হাতে যে সেই ছোরাটা ছিল সেই দিকে অমাসা খেয়াল করেনি। যোয়াব সেই ছোরা তাঁর পেটে ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে মাটিতে পড়ল। .... তারপর সেই স্ত্রীলোকটি সমস্ত লোকের কাছে গিয়ে জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দিল। লোকেরা বিখ্রির ছেলে শেবের মাথাটা কেটে নিয়ে যোয়াবের কাছে ছুঁড়ে দিল।" (২ শামুয়েল ২০/৯-১০, ২২)

অন্যত্র বাইবেল বলছে: "যেহু বললেন, 'ওকে নীচে ফেলে দাও।' তখন তারা ঈষেবলকে নীচে ফেলে দিল আর যেহুর রথের ঘোড়াগুলো তাঁকে পায়ে মাড়িয়ে গেল। তাতে তাঁর রক্ত ছিটকে গিয়ে দেয়ালে আর ঘোড়ার গায়ে লাগল। ... লোকেরা যখন তাঁকে দাফন করবার জন্য বাইরে গেল তখন তাঁর মাথার খুলি, হাত ও পা ছাড়া আর কিছুই পেল না ...।" (২ বাদশাহনামা ৯/৩৩-৩৫)

পাঠক পরবর্তী অধ্যায়ে হত্যা ও জিহাদ প্রসঙ্গে আরো ভয়ঙ্কর কিছু বর্ণনা দেখবেন। পুরো বাইবেলের মধ্যে এরূপ বিভীষিকাময় বর্ণনা অনেক। 'হরর মুভি' (horror movie) বা ভয়ের-সিনেমাগুলোতেই এরূপ থাকে। ধর্মগ্রন্থে এরূপ বিভীষিকাময় বর্ণনা আপত্তিকর বলে গণ্য করাই স্বাভাবিক। বিশেষত ধর্মগ্রন্থ তো শিশু কিশোর সকলেই পড়বেন। আর এরূপ বর্ণনা শিশু-কিশোরদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

কখনো কখনো উপদেশ প্রসঙ্গেও এরূপ আতঙ্কময় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: "আপনারা আমার লোকদের গা থেকে চামড়া আর হাড় থেকে গোশত ছাড়িয়ে নিচ্ছেন; আপনারা আমার লোকদের গোশত খাচ্ছেন, তাদের চামড়া তুলে ফেলে হাড়গুলো টুকরা টুকরা করে ভাঙ্গছেন; আপনারা হাঁড়ির মধ্যেকার গোশতের মত করে তাদের টুকরা টুকরা করে কাটছেন।" (মিকাহ ৩/২-৩)

৮. ৩. ২. অশোভন উদাহরণ

পবিত্র বাইবেল উল্লেখ করেছে, মোশি একজন ইথিওপীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। এজন্য মোশির ভাই হারোণ ও মরিয়ম মোশির বিরুদ্ধে কথা বলেন। এতে ঈশ্বর হারোন ও মরিয়মের উপর ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হন এবং হারোনকে বাদ দিয়ে শুধু মরিয়মকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রমণ করেন। মরিয়ম মোশির নিকট ক্ষমা চাইলে মোশি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। তখন ঈশ্বর বলেন: "তার বাবা যদি তার মুখে থুথু দিত তবে কি সে সাত দিন সেই লজ্জা বয়ে বেড়াত না? সাত দিন তাকে ছাউনির বাইরে বন্ধ করে রাখ, তারপর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে।" (শুমারী/গণনা ১২/১৪)

সমালোচকরা ঈশ্বরের এ উদাহরণকে অশোভন বলে উল্লেখ করেন। পিতা তার কন্যার মুখে থুথু দেবেন? এটা কি কোনো শোভনীয় ও শিক্ষণীয় কর্ম? এ উদাহরণ দ্বারা কি ঈশ্বর আমাদেরকে এবং আমাদের শিশু কিশোরদেরকে এ কর্মে উদ্বুদ্ধ করছেন? এ কর্মের বৈধতা দিচ্ছেন? ঈশ্বর কি মরিয়মের অপরাধ বুঝাতে এর চেয়ে শোভনীয় কোনো ধার্মিক কর্ম উল্লেখ করতে পারতেন না?

৮. ৩. ৩. যৌনাঙ্গের ও যৌনতার খোলামেলা বর্ণনা

বাইবেলে নারী ও পুরুষের যৌন অঙ্গসমূহের উল্লেখ ব্যাপক। বর্তমানে বাইবেল অনুবাদকরাও এগুলোকে অশালীন বলে গণ্য করে অনুবাদ থেকে তা বাদ দিচ্ছেন। যেমন: "তারা সিন্দুকটি সেখানে নিয়ে গেলে পর মাবুদ সেই শহরের বিরুদ্ধে হাত উঠালেন।... তিনি শহরের ছোট-বড় সব লোককে আঘাত করলেন, আর তাতে সকলের 'গোপন অঙ্গে' সেই টিউমার রোগ হল (they had emerods in their secret parts)। (১ শামুয়েল ৫/৯)। উল্লেখ্য যে, 'গোপন অঙ্গ' কথাটুকু বাংলা অনুবাদে নেই। তবে ইংরেজিতে বিদ্যমান। বাইবেল সমালোচকরা বলেন যে, বাইবেলের ঈশ্বর শত্রুদের আক্রমণের ক্ষেত্রেও 'গোপন অঙ্গ' পছন্দ করেন।

নারীদের গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত করা, স্তন ছেড়া, ধর্ষণ করা ইত্যাদি শব্দ বাইবেলে বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর অশোভনীয়তার কারণে কোনো কোনো আধুনিক সংস্করণ বা অনুবাদে এগুলো বাদ দেওয়া হচ্ছে বা অর্থ পরিবর্তন করা হচ্ছে।

যেমন, যিশাইয় ৩/১৭ "KJV:Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will discover their secret parts. RSV: the Lord will lay bare their secret parts: অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের মাথায় ঘা দিয়ে আঘাত করে টাক পড়াবেন এবং সদাপ্রভু তাদের গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত করবেন।" কেরির অনুবাদ: "অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের মস্তক টাকপড়া করিবেন, ও সদাপ্রভু তাহাদের গুহ্য স্থান অনাবৃত করিবেন।"

বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "সেইজন্য সদাপ্রভু/ মাবুদ সিয়োনের স্ত্রীলোকদের মাথা ঘা হতে দেবেন আর তাতে টাক পড়াবেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস-১৩: ""অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাদের মাথা কেশহীন করবেন ও মাবুদ তাদের মাথায় টাক পড়াবেন।" জুবিলী বাইবেলও শেষ বাক্যটি বাদ দিয়েছে।

যিশাইয় ১৩/১৬: "Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be despoiled and their wives ravished/raped." কেরি: "তাহাদের চক্ষুর সামনে তাহাদের শিশুগণকে আছড়ান যাইবে, তাহাদের গৃহ লুণ্ঠিত হইবে এবং তাহাদের স্ত্রীগণ বলাৎকৃত হইবে।" কি. মো.-০৬: "স্ত্রীদের ধষর্ণ করা হবে।" জুবিলী বাইবেল: "তাদের বধুরা অসম্মানের বস্তু হবে।"

বাহ্যত মূল 'ravish/rape' অর্থাৎ ধর্ষণ শব্দটার মধ্যে যে অশোভনতা বিদ্যমান তা সহজ করতেই 'অসম্মান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর 'ধর্ষণ' (ravish/rape) শব্দের বদলে 'অসম্মান' (dishonoured) শব্দ ব্যবহার করলেন না কেন? পবিত্র পুস্তকের শোভনীয়তা ও সর্বজনীনতার জন্য সেটাই কি প্রত্যাশিত ছিল না? অথবা আরো কোনো সুন্দর ভাষায় কি এ অর্থ প্রকাশ করা যেত না?

ঈশ্বরের অবাধ্যতার বর্ণনায় বাইবেল রূপকার্থে নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক, গুপ্তাঙ্গ ও ব্যভিচারের সময় নারীপুরুষের কর্মকাণ্ডের খোলামেলা আলোচনা করেছে, যা অনেকটা অশ্লীল চলচ্চিত্রের মতই। উল্লেখ্য যে, মূল হিব্রু বা গ্রিকের অশ্লীলতার ভয়াবহতা ইংরেজি অনুবাদে যেমন সুস্পষ্ট বাংলা অনুবাদে তেমন নয়। শব্দ পরিবর্তন বা বিয়োজনের মাধ্যমে অর্থ অস্পষ্ট করা হয়েছে। তারপরও কয়েকটা নমুনা দেখুন:

"তুমি বৃদ্ধি পাইয়া বড় হইয়া উঠিলে, পরম শোভা প্রাপ্ত হইলে, তোমার স্তনযুগল পীন ও কেশ দীর্ঘ হইল; কিন্তু তুমি বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলে।" কেরি। মো.-০৬: "তুমি বেড়ে উঠে কিশোরী হলে, তোমার বুক গড়ে উঠল, লোম গজাল, কিন্তু তুমি উলংগিনী ও কাপড় ছাড়াই ছিলে।" (যিহিষ্কেল/ ইহিস্কেল ১৬/৭)

"যখন তুমি ছিলে উলংগিনী এবং খালি গায়ে নিজের রক্তের মধ্যে ছটফট করছিলে। ... জেনার কাজে তুমি তোমার লজ্জাস্থান খুলে দিয়ে তোমার প্রেমিকদের কাছে তোমার উলংগতা প্রকাশ করেছ... তাদের সামনেই তোমার সব কাপড় খুলে ফেলব যাতে তারা তোমার উলংগতা দেখতে পায়... তোমাকে একেবারে উলংগ করে রেখে যাবে।" (যিহিষ্কেল/ ইহিস্কেল ১৬/২২, ৩৬, ৩৭, ৩৯)

"তুমি যে দশটা শিং দেখেছ সেগুলো আর সেই জন্তুটা সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করবে। তারা তাকে ধ্বংস ও উলংগ করবে এবং তার গোশত খাবে; তারপর তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।" (প্রকাশিত কালাম/ ১৭/১৬)

মুখ পর্যন্ত কাপড় তুলে পুরো দেহ উলঙ্গ করে প্রদর্শনী করানোর বর্ণনা দেখুন: "আমি তোমার বিরুদ্ধে; আমি মুখ পর্যন্ত তোমার কাপড় উঠাব। তোমার উলঙ্গতা আমি জাতিদেরকে দেখাব আর রাজ্যগুলোকে দেখাব তোমার লজ্জা।" (নাহূম ৩/৫)

পাঠক উপরের দৃশ্যগুলো কল্পনা জগতে এঁকে দেখতে থাকুন! মুখ পর্যন্ত কাপড় তুলে একজন মহিলাকে উলঙ্গ করে প্রদর্শনী করা হচ্ছে! পীনোন্নত নগ্ন স্তন ও দীর্ঘ কেশ নিয়ে উলঙ্গ ঘুরে বেড়ানো কিশোরী!.... একজন বেশ্যাকে মেরে গোশত খাওয়ার আগে তাকে উলঙ্গ করা হচ্ছে! পাপী নারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে উলঙ্গ করা কি এতই জরুরি? উলঙ্গ না করে গোশত খেলে বা আগুনে পুড়ালে কি শাস্তি হতো না?

উল্লেখ্য যে, এভাবে শাব্দিক বা রূপক অর্থে ব্যভিচার, ব্যভিচারিণী, বেশ্যা, বেশ্যাগিরি, স্তন, উলঙ্গ হওয়া, ধর্ষণ, বিষ্ঠা, মল, মূত্র ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার বাইবেলের মধ্যে ব্যাপক। পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলো ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে দেখতে পারেন: বিলাপ/ মাতম ৪/২১; যিহিস্কেল ১৬/২৮; ২৩/৩৪; হোশেয় ১/২; ২/২; ২/৩; ৪/১২; ৬/১০; ৯/১; ১৩/১৬; অমোষ ২/১৬; মিখা ১/৮; ৩/২-৩; নাহূম ৩/৫; হাবাক্কুক ২/১৫; মালাখি ২/৩; মার্ক ১৪/৫১-৫২...।

এ জাতীয় বাক্য ও শব্দ যদি কোনো সাহিত্য, কাব্য বা অন্য কোনো ধর্মের গ্রন্থে থাকে তবে যে কোনো ধার্মিক খ্রিষ্টান তাতে আপত্তি করবেন, অপছন্দ করবেন এবং নিজের সন্তান বা প্রিয়জনদেরকে তা পড়তে দিতে চাইবেন না। কিন্তু বাইবেলের ক্ষেত্রে তিনি কী বলবেন?

৮. ৩. ৪. পায়খানা-প্রস্রাব খাওয়া!

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা অশোভনীয় বলে গণ্য। যেমন পায়খানা-প্রস্রাব খাওয়া... ইত্যাদি: "ঐ যে লোকেরা তোমাদের সঙ্গে নিজ নিজ বিষ্ঠা খেতে ও মূত্র পান করতে প্রাচীরের উপরে বসে আছে (মো.-০৬: যাদের আপনাদেরই মত নিজের নিজের পায়খানা ও প্রস্রাব খেতে হবে), ওদেরই কাছে কি তিনি পাঠাননি?" (২ বাদশাহনামা ১৮/২৭, মো.-১৩। পুনশ্চ: যিশাইয় ৩৬/১২।)

বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি খ্রিষ্টান প্রচারকদের প্রশ্ন করে বলেন:

"Don't you want your child to learn all that the Holy and beautiful Bible has to teach?" "আপনি কি চান না যে, পবিত্র ও সুন্দর বাইবেল যা কিছু শিক্ষা দিচ্ছে আপনার শিশু তা সবই শিক্ষা করুক?"[১৬]

৮. ৩. ৫. 'দেওয়ালে পেশাব করে'

পুরুষ বুঝাতে বাইবেলের একটা পরিচিত পরিভাষা: (that pisseth against the wall/ who urinates on a wall) 'যে দেয়ালে হিস্যু করে' বা 'দেয়ালের উপর পেশাব করে'। মূল হিব্রু ভাষার অনুসরণে কিং জেমস ভার্শনে 'দেয়ালে হিস্যু/ পেশাব করে' লেখা হয়েছে। তবে আধুনিক অনেক সংস্করণে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদে এ অশালীনতা গোপন করার জন্য অধিকতর শোভন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

১ শমূয়েল ২৫/২২ কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: "So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall: "যদি আমি তাদের সাথে সম্পর্কিত দেয়ালে পেশাব করা একজনকেও রাত্রি প্রভাত

[১৬] II Kings http://www.thegodmurders.com/id49.html

পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখি তবে ঈশ্বর দাউদের শত্রুদের প্রতি অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিন।" তবে বাংলা অনুবাদগুলোতে এখানে 'দেয়ালে পেশাব করে' বাক্যাংশটার পরিবর্তে 'পুরুষ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলো কিং জেমস ভার্শনের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন: ১ শমূয়েল ২৫/৩৪; ১ রাজাবলি ১৪/১০; ১৬/১০-১১; ২১/২১; ২ রাজাবলি ৯/৮ ...। বিভিন্ন সংস্করণ ও অনুবাদে মূল শব্দগুলোর পরিবর্তে শালীন শব্দ ব্যবহার করা থেকে প্রমাণ হয় যে, বাইবেল প্রচারকরাও বাইবেলীয় এ ভাষা অশালীন বলে গণ্য করেন।

৮. ৩. ৬. মানুষের উপর মল ঢেলে দেওয়া

ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলে মানুষের উপর বিষ্ঠা বা মল ঢেলে দেবেন বলে জানিয়েছেন: মালাখি ২/৩-এ ঈশ্বর বলছেন: "Behold, I will corrupt your seed, and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts; and one shall take you away with it": "আমি তোমাদের সন্তানদেরকে দূষিত-বিনষ্ট করব, তোমাদের মুখের উপর মল ঢেলে দেব, তোমাদের পবিত্র উৎসবের মল এবং মলসহই মানুষেরা তোমাদের দূরে নিয়ে যাবে।" কেরি: "দেখ, আমি তোমাদের জন্য বীজকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমাদের মুখে বিষ্ঠা অর্থাৎ তোমাদের উৎসব সকলের বিষ্ঠা ছড়াইব, এবং লোকেরা তাহার সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাইবে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "তোমাদের দরুনই আমি তোমাদের বংশধরদের শাস্তি দেব; তোমাদের ঈদের কোরবানীর পশুর ময়লা আমি তোমাদের মুখে মাখিয়ে দেব এবং সেই ময়লা সুদ্ধই তোমাদের দূর করে দেওয়া হবে।" আরো দেখুন নাহূম ৩/৬।

৮.৩.৭. উপদেশের মধ্যে অশালীন বর্ণনা কি খুবই জরুরি?

বাইবেলে অনেক স্থানে পাপ থেকে সতর্ক করতে পাপের এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা বাহ্যত অশোভন। যেমন ব্যভিচার থেকে সতর্ক করতে উলঙ্গতা ও স্তনযুগলের বর্ণনা: "তোমরা বিবাদ কর, তোমাদের মাতার সহিত বিবাদ কর, কেননা সে আমার স্ত্রী নয়, এবং আমিও তাহার স্বামী নই; সে আপনার দৃষ্টি হইতে আপন বেশ্যাচার, এবং আপনার স্তনযুগলের মধ্য হইতে আপন ব্যভিচার দূর করুক। নতুবা আমি তাহাকে বিবস্ত্রা করিব, সে জন্মদিনে যেমন ছিল, তেমনি করিয়া রাখিব।" মো.-০৬: "তোমাদের মাকে বকুনি দাও, বকুনি দাও তাকে, কারণ সে আমার স্ত্রী নয় এবং আমিও তার স্বামী নই। সে তার চোখের চাহনি থেকে বেশ্যাগিরি ও তার বুক থেকে জেনা দূর করুক। তা না হলে আমি তাকে উলংগ করে দেব এবং সে তার জন্মের দিনে যেমন উলংগ ছিল তেমনি করব।" (হোসিয়া ২/২-৩)

বিভিন্ন প্রসঙ্গে নগ্নতা, উলঙ্গতা বা নগ্ন নারীদেহের বর্ণনা বাইবেলে ব্যাপক।

খারাপ মেয়েদের থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়ে বাইবেল বলছে: "যুবকদের মধ্যে আমি এমন একজন যুবককে লক্ষ্য করলাম যার বুদ্ধির অভাব ছিল। সে সেই স্ত্রীলোকের বাড়ীর কাছের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তারপর সে তার বাড়ীর দিকের গলিতে গিয়ে ঢুকল; তখন দিনের আলো যাবার পর সন্ধ্যা হয়ে রাতের গভীর অন্ধকার নেমে এসেছিল। সেই সময় একজন স্ত্রীলোক তার সাথে দেখা করতে বের হয়ে আসল; তার পরনে বেশ্যার পোশাক, আর তার অন্তর ছিল বেদনায় ভরা। সে বিপথে যাওয়া স্ত্রীলোক, জোরে জোরে কথা বলে, তার পা কখনও ঘরে থাকে না; কখনও রাস্তায়, কখন বাজারে, প্রত্যেকটি মোড়ে সে ওৎ পেতে থাকে। সে সেই যুবককে ধরে চুমু দিল আর বেহায়া মুখে বলল, 'আমার ঘরে যোগাযোগ-কোরবানীর গোশত আছে, আজকেই আমি মানত পূরণ করেছি। তাই আমি তোমার সংগে দেখা করবার জন্য বের হয়ে এসেছি; আমি তোমার তালাশ করে তোমাকে পেয়েছি। মিসর দেশের বিভিন্ন রংয়ের কাপড়ের তৈরী চাদর দিয়ে আমি বিছানা ঢেকেছি; গন্ধরস, অগুরু আর দারচিনি দিয়ে আমার বিছানা

সুগন্ধযুক্ত করেছি। এস, আমরা সকাল পর্যন্ত দেহ-ভোগে মেতে থাকি (কেরিঃ কামরসে মত্ত থাকি), গভীর ভালবাসার মধ্যে আনন্দ ভোগ করি। আমার স্বামী বাড়ীতে নেই, তিনি দূরে যাত্রা করেছেন; তিনি থলে ভরে টাকা নিয়েছেন, পূর্ণিমার আগে ঘরে ফিরবেন না।" (মেসাল/ হিতোপদেশ ৭/৭-২০)

৮. ৩. ৮. দৈহিক-জৈবিক প্রেমের অশোভন বর্ণনা

শলোমনের পরমগীত (The song of songs, Solomon's..) বা সোলায়মানের গজল প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে (বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দস ও অন্যান্য) ২২ নং এবং ক্যাথলিক বাইবেলে (বাংলা জুবিলী বাইবেলে) ২৬ নং পুস্তক। আমরা দেখেছি যে, শলোমন সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ সোলায়মানকে সাগর পারের বালুকণার মত প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও বুঝবার ক্ষমতা দান করলেন।" (১ বাদশাহনামা ৪/২৯) তাঁরই নামে এ পরমগীত পুস্তকটা।

এ পুস্তকের লেখক নারী অঙ্গের বর্ণনায় এবং জৈবিক-দৈহিক প্রেমের বর্ণনায় বিশেষ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। পুরো পুস্তকটা পাঠকের মনে নারী ও পুরুষের বিষয়ে অনেক অশ্লীল ও জৈবিক বিষয় কল্পনা নিয়ে আসে। কেউ যদি এর কথাগুলো নিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার যৌথ সঙ্গীত তৈরি করেন তবে তা মহা-অশ্লীল বলে সমালোচিত হবে। বিভিন্ন বাংলা অনুবাদে দুর্বোধ্য বা শালীন ভাষা ব্যবহার করে মূলের আবেদন অনেক দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। যেমন 'স্তন' শব্দটির বদলে 'কুচ' বা 'বুক' ব্যবহার, কিছু শব্দ অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া ইত্যাদি। এজন্য ইংরেজি ও বিভিন্ন বাংলা অনুবাদের সমন্বয়ে এখানে একটা বর্ণনা দেখুনঃ "তোমার উরুদ্বয়ের মিলনস্থান অলঙ্কারের মত (KJV: the joints of thy thighs are like jewels, কেরিঃ তোমার গোলাকার উরুদ্বয় স্বর্ণহারস্বরূপ। মো.-০৬ তোমার দুটি উরুর গড়ন মণি-মাণিকের মত) তা যেন পাকা কারিগরের হাতের কাজ। তোমার নাভী (Thy navel) দেখতে গোল পাত্রের মত, যার মধ্যে মদের (liquor) অভাব হয় না। তোমার পেট (thy belly) দেখতে উড়ানো গমের স্তূপের মত যার চারপাশ লিলি ফুল দিয়ে ঘেরা। তোমার স্তনদুটো/ বুক দু'টা (Thy two breasts) গজলা হরিণের যমজ শাবকের মত (কি. মো. যেন হরিণের দুটা বাচ্চা, কৃষ্ণসারের যমজ বাচ্চা)। (৭/২-৩)

প্রেমিকার পেটের/ তলপেটের এ 'লিলিফুলের' বাগানে প্রেমিকের বিচরণের কথা প্রেমিকার মুখেই বাইবেল বারবার বলেছেঃ "আমার প্রিয় আমারই আর আমি তারই; তিনি লিলি ফুলের বনে চরেন।" (২/১৬ ও ৬/৩)

দরজায় প্রেমিক হাত রাখলে প্রেমিকার পেটের বা তলপেটের অনুভূতির বর্ণনাঃ (KJV: My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him): দরজার ফুটো দিয়ে আমার প্রিয় তাঁর হাত ঢুকালেন, আমার পেট/গর্ভ তার জন্য সচল হলো/ ব্যকুল হলো।" (সোলাইমানের গজল/পরমগীত ৫/৪)

কোনো কোনো সংস্করণে পেটের বদলে (heart) হৃদয় বা (inside) অভ্যন্তর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এক্সপান্ডেড বাইবেলের পাঠঃ (I felt excited inside [aroused; warmed]) "আমি ভিতরে উত্তেজিত (উত্থিত, গরম) হলাম/ অনুভব করলাম।"[১৭]

প্রেমিকার মুখে প্রেমিকের প্রেমালিঙ্গনের বর্ণনা এ পুস্তকে বার বার উল্লেখ করা হয়েছেঃ "তাঁর বাম হাত আমার মাথার নিচে থাকে, তাঁর ডান হাত আমাকে আলিঙ্গন করে (আমার প্রেমিকের বাঁ হাত আমার মাথার নীচে রয়েছে এবং তার ডান হাত আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।)" (২/৬ ও ৮/৩)

[১৭] https://www.biblegateway.com/verse/en/Song%20of%20Solomon%205:4

৮. ৩. ৯. নারীর স্তনের বর্ণনা

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর ক্ষেত্রে তার স্তনের উল্লেখ করতে বাইবেল বিশেষভাবে আগ্রহী। অনেক স্থানে এরূপ উল্লেখ বাহ্যত অপ্রয়োজনীয়। যেমন "তুমি... তার খোলা চাটবে ও নিজের স্তন বিদীর্ণ করবে।" (যিহিষ্কেল ২৩/২৪) এখানে শাস্তি বুঝাতে 'স্তন ছেড়া'-র কথা না বলে অন্য কিছু শোভনীয় কথা বলা যেত। এরূপ উল্লেখ বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়।

নারীর স্তনের বর্ণনায় পরমগীত বা সোলায়মানের গজল পুস্তকের পারঙ্গমতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন প্রেমিকা বলছে: "আমার প্রিয় আমার কাছে সুগন্ধির পুঁটলির মত, যা আমার স্তনদ্বয়ের মাঝখানে সারা রাত শুয়ে থাকে।" (১/১৩)

প্রেমিক বলছে (৪/৫): "Your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle, that feed among the lilies: তোমার স্তন দুটি লিলি ফুলের মাঝে চরে বেড়ানো যমজ হরিণ শাবকের মত"।

কেরি: তোমার কুচযুগল দুই হরিণ-শাবকের, হরিণীর দুই যমজবৎসের ন্যায়, যাহারা শোশন পুষ্পবনে চরে। মো.-০৬: "তোমার বুক দু'টা যেন লিলিফুলের বনে চরে বেড়ানো কৃষ্ণসারের যজম বাচ্চা।" মো.-১৩: "তোমার কুচযুগল দু'টি হরিণের বাচ্চার, হরিণীর দু'টি যমজ বাচ্চার মত যারা লিলি ফুলবনে চলে।"

প্রেমিক বলছে (৭/৭-৯): "তোমার গড়ন খেজুর গাছের মত, আর বুক দু'টা যেন আংগুরের দু'টা থোকা। আমি বললাম, 'আমি খেজুর গাছে উঠব, আমি তার ফল ধরব।' তোমার বুক দু'টা হোক আংগুরে থোকা, তোমার নিঃশ্বাসের গন্ধ হোক আপেলের মত, আর তোমার মুখের তালু (the roof of thy mouth)- তোমার চুম্বন (AMP: your kisses)- হোক সবচেয়ে ভাল মদ (the best wine কি. মো.: আঙ্গুর রস) যা মজার সাথে নেমে যায় এবং ঘুমন্তদের মুখেও কথা ফোটায় (that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak: KJV)।[১৮]

প্রেমিকা বলছে: "আমি একটি প্রাচীর, আমার স্তনদ্বয় মিনারের মত।" (৮/১০)

সুপ্রিয় পাঠক, যে অর্থেই বলা হোক না কেন, ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ তো দূরের কথা সাধারণ উপদেশমূলক কোনো গ্রন্থেও এরূপ ভাষা নিন্দনীয়।

নারীর স্তনের বর্ণনায় বাইবেলের আগ্রহ অন্যত্রও দেখা যায়। পিতার পক্ষ্য থেকে সন্তানকে স্ত্রীকে নিয়ে তৃপ্ত থাকার পরামর্শ প্রসঙ্গে বাইবেল বলছে: "তুমি তোমার যৌবনের বধূতে আনন্দ কর। প্রীতিকর মৃগী ও সৌন্দর্যভরা হরিণী সেই বধূ। তার বুক (তার স্তনগুলো: her breasts) তোমাকে সর্বদাই আপ্যায়িত করুক।" (জুবিলী বাইবেল: প্রবচনমালা/ মেসাল/ হিতোপদেশে ৫/১৮-১৯) মো.-০৬: "তোমার যৌবনের স্ত্রীকে নিয়েই তুমি আনন্দ কর। সে ভালবাসাপূর্ণ হরিণী, সৌন্দর্য-ভরা হরিণী; তারই বুক তোমাকে সব সময় সন্তুষ্ট রাখুক"।

বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে তৃপ্ত থাকার পরামর্শ খুবই ভাল। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষ থেকে বা পিতার পক্ষ থেকে এরূপ পরামর্শে স্ত্রীর স্তনের উল্লেখ কি খুবই জরুরি?

---

[১৮] শেষ বাক্যটি অধিকাংশ বাংলা বাইবেলে নেই। জুবিলী বাইবেল নিম্নরূপ: তোমার মুখের তালু হোক এমন উত্তম আঙুর রসের মত যা সরাসরি আমার প্রেমিকের দিকে বয়ে যায়, যা নিদ্রাগতদের ওষ্ঠ বেয়ে ঝরে পড়ে।

৮. ৩. ১০. প্রেমিকার জন্য যৌন উদ্দীপক ও জন্ম নিরোধক

শলোমন তার প্রেমিকার প্রেমে শুধু কাম-অঙ্গগুলোর আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; উপরন্তু তিনি উদ্দীপক ভেষজের কথাও উল্লেখ করেছেন। শলোমন তার প্রিয়াকে বলছেন: "Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages. Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth: there will I give thee my loves. The mandrakes give a smell..." কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "প্রিয় আমার, চল আমরা মাঠে যাই, মেহেদী ঝোপের মধ্যে গিয়ে রাত কাটাই। চল, আমরা ভোর বেলাতেই আংগুর ক্ষেতে যাই, দেখি, আংগুর লতায় কুঁড়ি ধরেছে কি না, তাতে ফুল ধরেছে কি না আর ডালিমের ফুল ফুটেছে কি না; আমি সেখানেই তোমাকে আমার ভালবাসা দান করব। দুদাফল তার সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে..।" (পরমগীত/ সোলায়মানের গজল ৭/১১-১৩)

শলোমন এখানে প্রেমিকাকে নিয়ে মাঠে মেহেদী ঝোপের মধ্যে রাত কাটানো এবং সেখানে তাকে প্রেম প্রদানের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি; উপরন্তু বিশেষ কিছু ফলের কথাও বলেছেন। আংগুর এবং মদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এখানে শলোমন তার প্রেমিকার জন্য আরো দুটো ফলের কথা উল্লেখ করেছেন: ডালিম (pomegranates) ও দুদাফল (mandrakes)। প্রথমটা জন্মনিরোধক এবং দ্বিতীয়টা যৌন উদ্দীপক। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রসিদ্ধ গ্রিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী গালেন (Galen: Aelius Galenus/ Claudius Galenus/ Galen of Pergamon c 130-200 CE) লেখেছেন যে, ডালিমের মধ্যে জন্মনিরোধক উপাদান বিদ্যমান। প্রাচীন কালে অনেক মহিলাই এটাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করতেন। আধুনিক যুগেও বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জন্ম নিরোধক বড়ির মতই ডালিম ফল প্রজনন উর্বরতা (fertility) কমায়।

তৎকালীন যুগে mandrake (দুদাফল) নামক উদ্ভিদ বর্তমান যুগের 'ভায়াগ্রার'-র মতই প্রসিদ্ধ ছিল। এখনো পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ বিশ্বাস করেন যে, পুরুষত্বহীনতা ও দুর্বলতার জন্য এটা মহা-প্রতিষেধক এবং শক্তিশালী যৌন উদ্দীপক (powerful aphrodisiac)। এমনকি এর শেকড় দেখতে অবিকল পুংজননেন্দ্রিয়ের মত। বাইবেলে থেকে mandrakes বা দুদাফলের প্রতি নারীদের অতি আকর্ষণ জানতে দেখুন আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৩০/১৪-১৬ ।

৮. ৩. ১১. চূড়ান্ত অশ্লীল বর্ণনা?

বাইবেলের মধ্যে নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টা এমন খোলামেলা শব্দে আলোচনা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে কোনো বিশ্বাসী খ্রিষ্টানও এ সকল কথা তার সন্তানদের পড়তে দিতে চাইবেন না। একটা নমুনা দেখুন:

"তোমার মধ্যে এমন এমন লোক আছে যারা সৎমায়ের সংগে জেনা করে, স্ত্রীলোকদের মাসিকের সময়ে নাপাক থাকাকালে জোর করে তার সংগে সহবাস করে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সংগে, ছেলের বউয়ের সংগে আর নিজের সৎবোনের সংগে জেনা করে।" (ইহিস্কেল ২২/১০-১১)

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে এ জাতীয় অনেক কথা বলা হয়েছে, যা আরো শোভনীয় ভাষায় বলা যেত। এর পাশাপাশি বাইবেলের কিছু কিছু বর্ণনা পর্নোগ্রাফির সাথে তুলনীয়। যেমন:

"আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, দুটা স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা এক মাতার কন্যা। তাহারা মিসরে ব্যভিচার যৌবন-কালেই করিল; সেখানে তাদের স্তন মর্দিত হইত, সেখানে লোকেরা তাহাদের কৌমার্যকালীন চুচুক টিপিত। .... কেননা তাহার যৌবনকালে লোকে

তাহার সহিত শয়ন করিত, তাহারাই তাহার কৌমার্যকালীন চুচুক টিপিত, ও তাহার সহিত রতিক্রিয়া করিত। ... তাহারা তাহার উলঙ্গতা অনাবৃত করিল... তাহাতে বাবিল সন্তানেরা তাহার কাছে আসিয়া প্রেম-শয্যায় শয়ন করিল, ও ব্যভিচার করিয়া তাহাকে ভ্রষ্ট করিল, সে তাহাদের দ্বারা অশুচি হইল...। সে আপন বেশ্যাক্রিয়া প্রকাশ করিল, আপন উলঙ্গতা অনাবৃত করিল... আর সে আপন বেশ্যাক্রিয়া সকল বাড়াইল, যে সময়ে মিসর দেশে বেশ্যাক্রিয়া করিত, আপনার সেই যৌবনকাল স্মরণ করিল। কেননা গর্দভের ন্যায় মাংসবিশিষ্ট (পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট) ও অশ্বের ন্যায় রেতোবিশিষ্ট (বীর্যপাতবিশিষ্ট) তাহাদের শৃঙ্গারকারিগণে সে কামাসক্ত হইল। এইরূপে, মিস্রীয়েরা যে সময়ে কৌমার্যকালীন স্তন বলিয়া তোমার চুচুক টিপিত, তুমি পুনর্বার সেই যৌবনকালীয় কুকর্মের চেষ্টা করিয়াছ।" (যিহিষ্কেল ২৩/১-২১)

পাঠক, অশালীনতার প্রকটতা দেখতে পাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, কেরির অনুবাদেও অশ্লীলতা কিছুটা অস্পষ্ট করা হয়েছে। কমপ্লিট ইংলিশ বাইবেল (CEB), এক্সপান্ডেড বাইবেল (EXB), ইন্টারন্যাশনাল স্টান্ডার্ড ভার্শন (ISV) ও অন্যান্য ইংরেজি বাইবেলের পাঠ নিম্নরূপ:

"She lusted after their male consorts, whose sexual organs/ genitals/ flesh/ genitalia were like those of donkeys, and whose ejaculation/ emission was like that of/ was the seminal emission of horses."

"সে তার পুরুষ সঙ্গীদের প্রতি কামনায় তাড়িত হল। যাদের যৌনাঙ্গ/ পুরুষাঙ্গ ছিল গর্দভদের যৌনাঙ্গের/পুরুষাঙ্গের ন্যায় এবং যাদের বীর্যপাত ছিল ঘোড়ার বীর্যপাতের ন্যায়।"

সুপ্রিয় পাঠক, এর চেয়ে নগ্ন কোনো 'পর্নোগ্রাফি'র কথা কি চিন্তা করা যায়? এর চেয়ে উত্তম কোনো শব্দে ও বাক্যে পবিত্র পুস্তকের এ পবিত্র অর্থ কি প্রকাশ করা যেত না? বস্তুত, বাইবেলের বিধানগুলোর আলোচনা বাদ দিয়েও শুধুমাত্র ভাষাগত শালীনতা এবং যৌক্তিকতা বিশ্লেষন করলেও যেকোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ এগুলোকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রহন করতে আপত্তি করবেন।

নবম অধ্যায়
হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ

বাইবেল গবেষক ও সমালোচকরা বাইবেল বিষয়ে সবচেয়ে বড় অভিযোগ করেন বাইবেলের নৃশংসতা (Bible Atrocities) প্রসঙ্গে। তারা বলেন যে, বাইবেল সৃষ্টিকর্তাকে অত্যন্ত নৃশংস ও হত্যাপ্রিয় হিসেবে এবং বাইবেলীয় ধর্মকে হত্যা ও নিষ্ঠুরতা নির্ভর বলে চিত্রিত করেছে। আমরা এ অধ্যায়ে এ বিষয়টা আলোচনা করব। উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ের বাইবেলীয় উদ্ধৃতিগুলো মূলত কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ থেকে গৃহীত।

৯. ১. ঈশ্বরের চিরন্তন ও অলঙ্ঘনীয় বিধান

বাইবেলীয় হত্যা ও যুদ্ধ বিষয়ক আলোচনার পূর্বে পাঠককে মনে রাখতে হবে যে, আমরা এখানে ইতিহাস আলোচনা করছি না, বরং ধর্ম আলোচনা করছি। ইতিহাসের কিছু হত্যা ও যুদ্ধের বর্ণনা এবং হত্যা ও যুদ্ধের বিষয়ে কোনো ধর্মের চিরন্তন নির্দেশ ও আদর্শ এক নয়। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাস অনুসারে বাইবেলের বিধান রহিত বা পরিবর্তিত হয় না। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা হত্যা ও যুদ্ধ বিষয়ে বাইবেলের যে সকল আদেশ, নির্দেশনা, কর্ম ও বর্ণনা উল্লেখ করব সব কিছুই ঈশ্বরের চিরন্তন অলঙ্ঘনীয় আদেশ ও আদর্শ। এ সকল আদেশ ও আদর্শ পুরাতন নিয়মের নবীদের যুগে যেমন ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় বিধান ছিল; কিয়ামত পর্যন্ত সকল বাইবেল বিশ্বাসীর জন্য তা তেমনিভাবে ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ ও চিরন্তন বিধান। যদি কেউ দাবি করেন যে, এগুলো একটা প্রাচীন জাতির ইতিহাস অথবা প্রাচীন যুগের বর্বরতা তবে তিনি বাইবেল ও খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা তিনি বিষয়টা জেনেও এভাবে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ মানুষকে ভুল বুঝাতে চেষ্টা করেন।

অতীতের ক্রুসেডাররা যেমন বাইবেলের এ সকল নির্দেশনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, বর্তমানের খ্রিষ্টানরাও এ সকল নির্দেশনাকে তাদের যুদ্ধবিগ্রহের অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করছেন। অতীতের ক্রুসেডাররা ধর্মযুদ্ধ বা পবিত্র যুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করতেন। আধুনিক ক্রুসেডাররা 'নৈতিক যুদ্ধ' বা 'ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ' (moral war/ just war) শব্দ ব্যবহার করেন। এগুলোর ভিত্তিতেই প্রসিদ্ধ আমেরিকান ধর্মগুরু রেভারেন্ড বিলি গ্রাহাম (Billy Graham) ভিয়েতনাম ও ইরাক যুদ্ধের গণহত্যা সমর্থন করেন।[১]

৯. ২. বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর যুদ্ধকেন্দ্রিকতা

৯. ২. ১. যাত্রাপুস্তক

বাইবেলের দ্বিতীয় পুস্তক 'যাত্রাপুস্তক' প্রসঙ্গে গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

"EXODUS EXPLAINED: PARABLE: Imagine you have no home of your own. A "STRANGER" authoritatively tells you that he has chosen you and that he will give you a home of your own. You want to believe him. He takes you to a distant land and points out a house to you. He now says, "There is the home I give you." You look and you see people in the house. He says, "Now, you go into that house and kill every man, woman and child in that house or I will do to you what I

---

[১] http://www.skeptic.ca/Billy_Graham.htm; https://en.wikipedia.org/wiki/Just_war_theory

thought to do to them." This is the Exodus story. How do you like it? How do you like the Biblical God now? What if the Biblical God gave your, your wife's and your children's house to His new chosen?"

"যাত্রাপুস্তকের ব্যাখ্যা: দৃষ্টান্ত। কল্পনা করুন, আপনার নিজের কোনো বাড়ি নেই। একজন নবাগত ব্যক্তি কর্তৃত্বপূর্ণভাবে বললেন যে, তিনি আপনাকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি আপনাকে আপনার নিজের জন্য একটা বাড়ি প্রদান করবেন। আপনি তাকে বিশ্বাস করতে চাইলেন। তিনি আপনাকে অনেক দূরের একটা দেশে নিয়ে গিয়ে একটা বাড়ি আপনাকে দেখালেন। এরপর তিনি বললেন: "এ বাড়িটাই তোমাকে প্রদান করলাম।" আপনি তাকিয়ে দেখলেন যে, বাড়িটার মধ্যে মানুষজন বসবাস করছে। তখন তিনি বললেন: "এখন তুমি বাড়িটাতে প্রবেশ কর এবং বাড়ির মধ্যে বিদ্যমান সকল নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা কর। যদি তা না কর তবে তাদের যে পরিণতির কথা আমি চিন্তা করেছিলাম সে পরিণতি তোমারই হবে।" এটাই যাত্রাপুস্তক/ হিজরত-এর গল্প। আপনি এটাকে কেমন পছন্দ করছেন? বাইবেলীয় ঈশ্বরকে আপনি এখন কী পরিমাণ ভালবাসছেন? যদি বাইবেলীয় ঈশ্বর এখন আপনার, আপনার স্ত্রীর ও আপনার সন্তানদের বাড়িটাকে তার নতুন কোনো মনোনীতকে এভাবে দান করেন তবে আপনার কেমন লাগবে?"[২]

৯. ২. ২. গণনাপুস্তক

তৌরাতের চতুর্থ পুস্তক 'গণনা' বা 'শুমারী'। এ পুস্তকের হত্যানির্দেশনা সম্পর্কে 'মৃত্যুদণ্ড দৃশ্যকল্প' (Execution Scenario) লেখেছেন গ্যারি ডেভানি:

"The warden stated: You have been found guilty of theft and four (4) counts of murder. By the laws of this state, your life will be forfeited at 12:01 by lethal-injection. Do you have any last words? Prisoner: Yes warden. I have heard clergy. I am God-fearing and I want to be, what I interpret to be, God-like. I confess that I went into another family's home and took their valuables. When the father objected I murdered him, and his wife. The reason I murdered his little children too, was so they couldn't come back on me in later years. In the Bible, God ordered Moses and Joshua to take peoples' lands and to murder every man, woman and child in the process. I know that I am one of God's elect. I believe in God's unmerited gifts. I will be rewarded for doing what I believe God told me to do. With God, through Jesus, I am forgiven and innocent. You are a man who cannot understand the wonderment of God and the spirit of the Holy Ghost. Although, you may kill me, my spirit will live in the house of the Lord, through Jesus Christ, forever. You now will have to live with what you have done to me, God's saved-elect servant. God and I will deal with you warden!

"জেলার কয়েদীকে বললেন: চুরি এবং চারজন মানুষকে হত্যা করার বিষয়ে আপনার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে ১২.০১ টায় বিষাক্ত ইনজেকশনের মাধ্যমে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। কোনো শেষ বক্তব্য কি আপনি বলতে চান? কয়েদী বললেন : "জি, হ্যাঁ। আমি পাদরির কথা শুনেছি। আমি ঈশ্বরকে ভয় করি এবং আমি চাই যে, আমি যা ব্যাখ্যা করব তা ঈশ্বরের মতই

---

[২] Exodus: http://www.thegodmurders.com/id29.html

হোক। আমি স্বীকার করছি যে, আমি অন্য একটা পরিবারের বাড়িতে ঢুকে তাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি করছিলাম। বাড়ির কর্তা আমাকে আপত্তি করলে আমি তাকে ও তার স্ত্রীকে হত্যা করি। সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ, আমি চাইনি যে, পরবর্তী সময়ে বড় হয়ে তারা আমার বিরুদ্ধে লাগুক। বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বর মোশি এবং যিহোশূয়কে আদেশ করেছেন অন্য মানুষদের দেশ অধিকার করতে এবং এ প্রক্রিয়ায় সে সকল দেশের প্রতিটা পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করতে। আমি জানি, আমি ঈশ্বরের একজন মনোনীত। আমি ঈশ্বরের অযাচিত দানে বিশ্বাস করি। ঈশ্বর আমাকে যা বলেছেন তা পালন করার কারণে আমি পুরস্কৃত হব বলে আমি বিশ্বাস করি। ঈশ্বরের সাথে, যীশুর মাধ্যমে আমি ক্ষমা লাভ করেছি এবং আমি নিষ্পাপ। আপনি এমন একজন মানুষ যিনি ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মার বিস্ময়করতা অনুধাবন করতে পারেন না। যদিও আপনি হয়ত আমাকে হত্যা করবেন, তবে আমার আত্মা অনন্তকাল যীশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাড়িতে বাস করবে। আমি ঈশ্বরের একজন মনোনীত ও সংরক্ষিত দাস। আমাকে হত্যা করার পরিণতির মধ্যেই আপনাকে বাস করতে হবে। জেলার, ঈশ্বর এবং আমি আপনার বিষয়টা দেখব!"[৩]

৯. ২. ৩. দ্বিতীয় বিবরণ

বাইবেলের পঞ্চম পুস্তক 'দ্বিতীয় বিবরণ' প্রসঙ্গে 'যায়নবাদ বিতর্ক' (The Controversy Of Zion) পুস্তকের লেখক ডগলাস রীড (Douglas Reed) বলেন:

"Deuteronomy is above all a complete political programme: the story of the planet, created by Jehovah for this "special people", is to be completed by their triumph and the ruination of all others. The rewards offered to the faithful are exclusively material: slaughter, slaves, women, booty, territory, empire. The only condition laid down for these rewards is observance of "the statutes and judgments", which primarily command the destruction of others. The only guilt defined lies is non-observance of these laws. Intolerance is specified as observance; tolerance as non-observance, and therefore as guilt. The punishments prescribed are of this world and of the flesh, not of the spirit. By the time the end of Deuteronomy is reached the moral commandments have been nullified in this way, for the purpose of setting up, in the guise of a religion, the grandiose political idea of a people especially sent into the world to destroy and "possess" other peoples and to rule the earth. The idea of destruction is essential to Deuteronomy. If it be taken away no Deuteronomy, or Mosaic Law, remains."

"সর্বোপরি দ্বিতীয় বিবরণ একটা পুরোপুরি রাজনৈতিক কর্মসূচি। পৃথিবী নামক গ্রহের গল্প হল, বাইবেলের ঈশ্বর যিহোভা তার বিশেষ প্রজা 'ইসরাইলের' জন্য এটাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য সকলের ধ্বংসের মাধ্যমে তাঁর এ প্রিয় প্রজার বিজয়ে এ গল্প পূর্ণ হবে। বিশ্বাসীদের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তা নির্ভেজালভাবে জাগতিক: গণহত্যা, দাসদাসী, নারী, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, দেশ দখল, সাম্রাজ্য স্থাপন। আর এ সকল পুরস্কার লাভের জন্য একটাই শর্ত: বিধান ও বিচার মান্য করা। আর এ বিধান ও বিচারের মূল কথা: সকলকে ধ্বংস ও নির্মূল কর। একমাত্র পাপ এ নির্দেশ পালনে অবহেলা। অসহিষ্ণুতাকেই বিধান পালন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং সহিষ্ণুতাকে বিধান অমান্য করা বলে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই সহিষ্ণুতাই অপরাধ। যত শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সবই জাগতিক ও

---

[৩] Numbers: http://www.thegodmurders.com/id34.html

দৈহিক, কোনো কিছুই পরলৌকিক বা আত্মিক নয়। দ্বিতীয় বিবরণ যখন সমাপ্তিতে উপনীত হল তখন এভাবে সকল নৈতিক বিধানকে অকার্যকর করা হয়েছে। একটা বিশেষ জাতিকে পৃথিবীর উপরের সকল জাতিকে পদানত ও শাসন করতে প্রেরণ করা হয়েছে এমন একটা সুবৃহৎ রাজনৈতিক চিন্তাকে ধর্মের ছদ্মাবরণে পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণের মূল ও অবিচ্ছেদ্য চেতনা ধ্বংস করা। ধ্বংসের তত্ত্বকে বাদ দিলে কোনো দ্বিতীয় বিবরণ থাকে না এবং কোনো মূসায়ী শরীয়তও থাকে না।"[৮]

৯. ৩. ঐশ্বরিক হত্যা

বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ বিষয়ক তথ্যাদিকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়: (১) হত্যার নির্দেশনা, (২) ঐশ্বরিক হত্যা, (৩) যুদ্ধ-জিহাদ বিষয়ক নির্দেশনা, (৪) বাইবেলীয় যুদ্ধ-জিহাদের চিত্র, (৫) ঠাণ্ডা মাথায় শত্রু, যুদ্ধবন্দি বা বিধর্মী হত্যা ও নির্যাতন... ইত্যাদি।

হত্যার নির্দেশনা বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, বাইবেলে ছোট-বড় বিভিন্ন পাপের জন্য অথবা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতির সাথে শত্রুতার কারণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গ্রাম বা জনপদসহ সকল মানুষের হত্যা করার, পাথর মেরে হত্যা করার বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলার বহুবিধ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য এ প্রসঙ্গটা এ অধ্যায়ে আর আলোচনা করব না।

বাইবেলে ঈশ্বরের অন্যতম পরিচয় যে, তিনি আঘাত করেন ও হত্যা করেন: "তিনি আঘাত করেছিলেন বড় বড় জাতিকে, হত্যা করেছিলেন বিক্রমী বাদশাহদেরকে।" (গীতসংহিতা/ জবুর শরীফ ১৩৫/১০, মো.-১৩)

দুষ্ট মানুষদের হত্যা করাই ঈশ্বরের কর্ম এবং ধার্মিক মানুষদের মনের বাসনা ও প্রার্থনা: "(Surely thou wilt slay the wicked, O God) কেরির অনুবাদ: "হে ঈশ্বর, তুমি নিশ্চয় দুষ্টকে বধ করিবে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "হে আল্লাহ, আমি চাই তুমি দুষ্টদের মেরে ফেল।" (গীতসংহিতা/ জবুর শরীফ ১৩৯/১৯)

ঈশ্বরীয় হত্যা বিষয়ক কিছু তথ্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। আমরা দেখেছি, ঈশ্বর কোনো অপরাধ ছাড়া অথবা সামান্য অপরাধে পুরো বিশ্বের সকল মানুষ ও প্রাণি, মিসরের সকল পশুপ্রাণি, মাছ, সকল মানুষ ও পশুর প্রথম সন্তান, বাইরে অবস্থানরত সকল মানুষ ও পশু হত্যা করেছেন। তিনি পিতার অপরাধে নিরপরাধ সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের হত্যা করেছেন। এছাড়া সামান্য ভুলত্রুটি বা অবাধ্যতার কারণে তিনি বনি-ইসরাইলের হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছেন। ঐশ্বরিক হত্যা বিষয়ে পূর্ববর্তী বিষয়াদি ছাড়া আরো অনেক বিষয় বাইবেলে পাওয়া যায়। বিশেষত যুদ্ধ প্রসঙ্গে বাইবেলের ঈশ্বর শুধু ধার্মিকদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; উপরন্তু তিনি ধার্মিকদের পক্ষে শত্রুদের হাজার হাজার মানুষ নিজে বা ফেরেশতাদের দিয়ে হত্যা করেছেন। আবার অনেক সময় নিজ প্রজাদেরকেও হত্যা করেছেন।

বাইবেলে ঈশ্বরকে এমন ভয়ঙ্কর হত্যাকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, গ্যারি ডেভানি লেখেছেন, আপনি যদি বাজি ধরেন যে, ঈশ্বরের প্রতিটা কল্যাণ কর্মের জন্য আপনি ১০০ ডলার লাভ করবেন অথবা প্রতিটা হত্যার জন্য আপনি ১০০ ডলার লাভ করবেন তাহলে কোন বাজিতে আপনি বেশি টাকা লাভ করবেন? সৃষ্টির গল্প বাদ দিলে বাইবেল থেকে কয়টা ঘটনা প্রমাণ করা যাবে যে, ঈশ্বর অন্য কোনো মানুষের ক্ষতি না করে কোনো মানুষের কোনো উপকার করেছেন? এর বিপরীতে যদি আপনি বাজি ধরেন যে, ঈশ্বরের প্রতিটা হত্যাকাণ্ডের জন্য আপনি ১০০ ডলার বাজি লাভ করবেন তাহলেই কি

---

[8] http://www.thegodmurders.com/id40.html

আপনি অনেক অনেক সম্পদ লাভ করবেন না?[৫]

বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ঐশ্বরিক হত্যা আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি: (ক) নিজ প্রজা বনি-ইসরাইলকে হত্যা এবং (খ) অন্যান্য জাতিকে হত্যা।

৯. ৩. ১. নিজের মনোনীত প্রজাদেরকে হত্যা

বাইবেলের বর্ণনায় বনি-ইসরাইল জাতি ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় সন্তান ও মনোনীত জাতি। কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইসরাইল জাতির বিদ্রোহ ও ছোটবড় অপরাধে তাদের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তির বিবরণ সত্যই অবিশ্বাস্য। আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মিসর থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বনি-ইসরাইলকে ঈশ্বর বের করে নিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে লেবীয় গোষ্ঠী বাদেই ছয় লক্ষাধিক ছিল ২০-৪০ বছর বয়সী যোদ্ধা। তাদেরকে দুধ ও মধুর দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঈশ্বর বের করে নিয়ে আসেন। ফিলিস্তিনের কাছে আসলে ঈশ্বর বলেন এ দেশের বাসিন্দাদের হত্যা করে তোমাদেরকে এ দেশ দখল করতে হবে। যুদ্ধ ও হত্যায় বনি-ইসরাইল আপত্তি করে। এতে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত দুধ ও মধুর দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। পরবর্তী ৩৮ বছরে মরুভূমিতে অবস্থানকালে মিসর থেকে বের হয়ে আসা প্রায় ত্রিশ লক্ষ বনি-ইসরাইলের মধ্যে মাত্র দুজন-যিহোশূয় ও কালেব ছাড়া সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। (গণনাপুস্তক ১৪/২-৩৮; ৩২/১১-১৩; দ্বিতীয় বিবরণ ২/১৪-১৫) সমালোচকদের ভাষায় ঈশ্বর তাঁর প্রিয় মনোনীতদের মধ্য থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ প্রিয় প্রজাকে হত্যা করেন। এ ছাড়াও ঈশ্বর কর্তৃক বনি-ইসরাইলদের হত্যার কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

৯. ৩. ১. ১. ঈশ্বর ও মোশির কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা জানতে চাওয়ায় হত্যা

"এর পর বনি-ইসরাইলরা ইদোম দেশের পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার জন্য হোর পাহাড়ের কাছ থেকে আকাবা উপসাগরের পথ ধরে চলল। কিন্তু পথে তারা ধৈর্য হারিয়ে আল্লাহ ও মূসার বিরুদ্ধে বলতে লাগল, 'এই মরুভূমির দেশে মারা পড়বার জন্য কেন তোমরা মিসর দেশ থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই পানিও নেই, আর এই বাজে খাবার আমরা দু' চোখে দেখতে পারি না।' তখন মাবুদ তাদের মধ্যে এক রকম বিষাক্ত সাপ পাঠিয়ে দিলেন। সেগুলোর কামড়ে অনেক ইসরাইলীয় মারা গেল।" (গণনাপুস্তক/ শুমারী ২১/৪-৬, কি. মো.-০৬)

৯. ৩. ১. ২. হারোণকে মহা-যাজক বানানোর প্রতিবাদ করায় হত্যা

শুমারী/ গণনাপুস্তকের ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়দ্বয়ের শ্লোকসংখ্যা ও বিন্যাসে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পাঠক বাংলায় জুবিলী বাইবেলের সাথে পবিত্র বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস মিলিয়ে পড়লে পার্থক্য ধরতে পারবেন। এ দুটো অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, কোরহ বা কারুন (Korah) মোশি ও হারোণের মতই লেবীয় বংশের মানুষ ছিলেন। মোশি তাঁর ভাই হারোণকে মহা-যাজক পদে নিয়োগ দিলে কোরহের নেতৃত্বে আড়াই শত মানুষ আপত্তি প্রকাশ করেন। তারা বলেন, বনি-ইসরাইলের সকলেই তো ঈশ্বরের পবিত্র বান্দা ও সকলেই ঈশ্বরের সমান প্রিয়। তাহলে আপনারা তাদের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করছেন কেন? এতে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়ে কারুন (Korah), দাথন (Dathan) ও অবিরাম (Abriam)-কে তাদের স্ত্রী-সন্তান ও লোকজনসহ মাটির নিচে প্রোথিত করে হত্যা করেন। এরপর কোরাহ-পন্থি আড়াইশত নেতাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। (গণনা/শুমারী: কিতাবুল মোকাদ্দস ও প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেল ১৬/১-৪০ এবং জুবিলী বাইবেল ১৬/১-৩৫ ও ১৭/১-৫)।

---

[৫] http://www.thegodmurders.com/id48.html

এতগুলো মানুষের করুণ মৃত্যুতে ব্যথিত ও বিক্ষুদ্ধ বনি ইসরাইলের মানুষেরা মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তোমাদের কারণেই এতগুলো মানুষ মারা গেল। এ অভিযোগে ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বর এবার আরো চৌদ্দ হাজার সাত শত (১৪,৭০০) ইসরাইলীয়কে হত্যা করেন! (কিতাবুল মোকাদ্দস, শুমারী ১৬/৪১-৫০)

৯. ৩. ১. ৩. কারুন ও অন্যান্যদের হত্যার প্রতিবাদ করায় গণহত্যা

পরদিন বনি-ইসরাইলের মানুষেরা এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে মোশিকে বলেন, তুমিই সদাপ্রভুর প্রজাদের হত্যা করেছ। এ অভিযোগে ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বর বনি- ইসরাইলের মধ্যে মহামারি প্রেরণ করেন। হাজার হাজার মানুষ মরতে থাকে। তখন মোশি সুপারিশ করে পাপের কাফফারার ব্যবস্থা করেন। এতে মহামারি থেমে যায়। এ মহামারিতে প্রভুর প্রিয় প্রজা ও বান্দাদের মধ্য থেকে ১৪,৭০০ মানুষ মারা যায়। (গণনাপুস্তক: জুবিলী ১৭/৬-১৫; কিতাবুল মোকাদ্দস/পবিত্র বাইবেল ১৬/৪১-৫০)

৯. ৩. ১. ৪. অন্য জাতির মেয়েদের বিবাহ বা ব্যভিচার করায় খুন ও গণহত্যা

বনি-ইসরাইলদের জন্য অন্য জাতির মেয়ে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্য জাতির মেয়ে বিয়ে করাও ব্যভিচার বলে গণ্য। উপরের ঘটনার পরে বনি-ইসরাইলের মানুষেরা শিটিম শহরের কাছে থাকার সময় মোয়াবীয় (Moab) নারীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে শুরু করে। মোয়াবীয় নারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা তাদের দেবতাদেরও পূজা করতে শুরু করে। এতে ঈশ্বর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হন। তিনি মোশিকে নির্দেশ দেন: "তুমি সমস্ত ইসরাইলীয় নেতাদের ধরে হত্যা কর এবং দিনের আলোতে আমার সামনে তাদের লাশগুলো ফেলে রাখ।" (শুমারী ২৫/৪)।

মোশি ও ইসরাইলীয় নেতারা যখন কাঁদাকাটি করছিলেন তখন একজন ইসরাইলীয় পুরুষ একজন মাদিয়ানীয় (Midianitish) মহিলাকে নিয়ে নিজের পরিবারের মধ্যে গমন করে। তখন মহাযাজক হারোণের নাতি ইলিয়াসরের ছেলে পীনহস (Phinehas/ Pinchas) একটা বর্শা হাতে উক্ত ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশে করে উক্ত ব্যক্তি ও তার মাদিয়ানীয় স্ত্রীর পেটের মধ্যে দিয়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়ে উভয়কে হত্যা করেন। "এরপর বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে মহামারি দূর হল। কিন্তু যারা ঐ মহামারিতে মারা গেল তাদের সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার।" (শুমারী/গণনাপুস্তক ৮/৯)

৯. ৩. ১. ৫. ঈশ্বরের বিষয়ে অভিযোগের কারণে গণহত্যা

বনি-ইসরাইলের মানুষেরা কষ্টের কারণে অভিযোগ পেশ করে। এতে ক্রোধে জ্বলে উঠে ঈশ্বর তাদের একাংশকে পুড়িয়ে মারেন: "বনি-ইসরাইলদের যে সব দুঃখ-কষ্ট হচ্ছিল তা নিয়ে তারা মাবুদের সামনে চেঁচামেচি করতে লাগল (when the people complained যখন মানুষেরা অভিযোগ করল); তা শুনে মাবুদ রেগে গেলেন। তাঁর পাঠানো আগুন তাদের মধ্যে জ্বলতে লাগল এবং ছাউনির কিনারার কিছু লোককে পুড়িয়ে মারল।" (শুমারী/ গণনাপুস্তক ১১/১)

৯. ৩. ১. ৬. প্রতিশ্রুত দেশ সম্পর্কে খারাপ কথা বলায় গণহত্যা

মোশি বনি-ইসরাইলের অনেক নেতাকে পাঠান ফিলিস্তিন দেশ দেখে এসে 'রিপোর্ট' করার জন্য। এরা কনান দেশ বা ফিলিস্তিন দেশ সম্পর্কে খারাপ কথা বলে। এজন্য তৎক্ষণাৎ মহামারি দিয়ে ঈশ্বর এদের হত্যা করেন: "যে লোকেরা সেই দেশ সম্বন্ধে বাজে কথা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী ছিল তারা সবাই মাবুদের সামনে মহামারীতে মারা গেল।" (শুমারী/ গণনাপুস্তক ১৪/৩৭)

৯. ৩. ১. ৭. যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য চুরির কারণে চোর ও নিরপরাধদের হত্যা

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, ঈশ্বরের নির্দেশে যিহোশূয়/ ইউশা জেরিকো শহর ধ্বংস করেন,

সকল মানুষ ও পশু হত্যা করেন এবং সকল বস্তু পুড়িয়ে দেন। আখন (A'chen) নামক একজন ইসরাইলীয় যোদ্ধা নিহত শত্রুদের কিছু দ্রব্য চুরি করে। এ অপরাধে ঈশ্বর নিজের ঈমানদার বান্দাদের মধ্য থেকে ছত্রিশ জনের হত্যার ব্যবস্থা করেন। পরে চোর নিজের অপরাধের অকপট স্বীকারোক্তি দিলে ঈশ্বরের নির্দেশে ইসরাইলীয়রা চোর আখনকে, তার ছেলেমেয়ে, তার পরিবারের সবাইকে পাথর মেরে হত্যা করেন এবং তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সাথে তাদের গরু, গাধা, ভেড়া ইত্যাদি সকল প্রাণিও পুড়িয়ে ফেলেন। (ইউসা/ যিহোশূয় ৭ অধ্যায়)

৯. ৩. ১. ৮. নিয়ম সিন্দুকের দিকে দৃষ্টিপাতের কারণে গণহত্যা

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বরের নির্দেশে মোশি বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি পুরোপুরি সোনা দিয়ে মোড়ানো একটা সিন্দুক তৈরি করেন। সিন্দুকটা লম্বায় আড়াই হাত এবং চওড়ায় ও উচ্চতায় দেড় হাত। খাঁটি সোনা দিয়ে সিন্দুকের উপর একটা ঢাকনা বানানো হয় যার নাম 'পাপাবরণ' (Mercy seat)। এর উপর স্বর্ণ নির্মিতি পাখনা মেলানো দুটো ফেরেশতা বা 'কারুব' (Cherub) নামের পাখনা-ওয়ালা স্বর্গীয় প্রাণির মূর্তি বানানো হয়। ঈশ্বর সিনাই পাহাড়ে ঈশ্বরের নির্দেশ সম্বলিত যে দুটো প্রস্তর ফলক প্রদান করেন তা এ সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়। পাপাবরণের উপরে কারুবী পাখি বা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতিমার মাঝখানে ঈশ্বর মোশির সংগে দেখা করতেন। (যাত্রাপুস্তক/হিজরত ২৫/১০-২২)। বাইবেলীয় বিশ্বাসে ঈশ্বর সিন্দুকের উপরের 'পাখনাওয়ালা' দু' ফেরেশতার মূর্তির মাঝখানে বসবাস করেন: "কারণ মাবুদ সেই সিন্দুকের উপর দুই কারুবীর মাঝখানে থাকেন।" (২ শামুয়েল ৬/২)

সিন্দুকটার নাম: the ark of the covenant of the LORD/ the ark of the covenant/ the ark of the LORD: সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুক, নিয়ম সিন্দুক, সদাপ্রভুর সিন্দুক বা শরীয়ত-সিন্দুক। ফিলিস্তিনিদের সাথে যুদ্ধের সময় এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনিরা বনি-ইসরাইলদের নিকট থেকে এ সিন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে তারা তা ফেরত দেয়। ফেরত আসা সিন্দুকটার মধ্যে দৃষ্টিপাত করার কারণে ঈশ্বর তার প্রিয় জাতির অর্ধ লক্ষ মানুষকে এক মুহুর্তে হত্যা করেন: "বৈৎ-শেমশের লোকেরা তখন উপত্যাকার মধ্যে গম কাটছিল। তারা চোখ তুলে চাইতেই সিন্দুকটি তাদের চোখে পড়ল এবং তারা খুশী হল। ... বৈৎ-শেমশের কিছু লোক মাবুদের সিন্দুকের ভিতরে চেয়ে দেখেছিল বলে মাবুদ তাদের মেরে ফেললেন। তিনি তখন সেখানকার পঞ্চাশ হাজার সত্তর জনকে মেরে ফেলেছিলেন।" (১ শামুয়েল ৬/১৩, ১৯)

পাঠক, কল্পনা করুন! এ ছোট্ট সিন্দুকের মধ্যে এক সাথে কতগুলো মানুষ চেয়ে দেখতে পারে? আর এ কয়েকজন মানুষের অপরাধে ঈশ্বর অর্ধ লক্ষ মানুষ মেরে ফেললেন? তাও তাঁর নিজের ঈমানদার মনোনীত প্রজাদের?

৯. ৩. ১. ৯. নিয়ম সিন্দুকে হাত দেওয়ার কারণে হত্যা

বাদশাহ দাউদ বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে ত্রিশ হাজার মানুষ বাছাই করে তাদের সাথে ঈশ্বরের সিন্দুকটা নিয়ে জেরুজালেমে গমন করেন। একটা গাড়ির উপরে করে সিন্দুকটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অবিনাদবের পুত্র উষ (Uzzah) গাড়িটার পিছে পিছে চলছিল। গানবাজনা করতে করতে এ মহামিছিল চলছিল। "নাখোনের খামারের কাছে আসলে পর গরু দু'টা উচোট খেল; তখন উষ হাত বাড়িয়ে আল্লাহর সিন্দুকটা ধরল। উষের এই ভয়হীন কাজের জন্য তার উপর মাবুদ রাগে জ্বলে উঠলেন। সেজন্য মাবদু তাকে আঘাত করলেন, আর তাতে সে মাবুদের সিন্দুকের পাশে মরে গেল।" (২ শামুয়েল ৬/৬-৭)

৯. ৩. ১. ১০. দাউদের অপরাধে বনি-ইসরাইলের গণহত্যা

ঈশ্বরের অথবা শয়তানের নির্দেশে দাউদ বনি-ইসরাইলের লোকগণনা করেন। ঈশ্বর নির্দেশিত এ কর্মটা করার কারণে ঈশ্বরের ক্রোধ আবারো প্রজ্জ্বলিত হল: মাবুদ রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি দর্শক নবী গাদের মাধ্যমে দাউদকে জানালেন যে, তাঁকে তিনটা শাস্তির একটা বেছে নিতে হবে: (১) সাত/তিন বছরের দুর্ভিক্ষ, (২) তিন মাস শত্রুদের দ্বারা তাড়িত হওয়া এবং (৩) তিন দিনের মহামারি। দাউদ শেষটাই বেছে নেন। ফলে ঈশ্বর দাউদের অপরাধের কারণে ৭০ হাজার বনি-ইসরাইলকে হত্যা করলেন। (২ শমূয়েল ২৪/১-১৫ এবং ১ বংশাবলি ২১/১-১৪)

৯. ৩. ১. ১১. মনোনীত প্রিয় জাতির গণহত্যার প্রতিজ্ঞা

ঈশ্বর তাঁর প্রিয় জাতির পাপাচারের কারণে তাদের বার বার ধ্বংস করেছেন এবং অনেকবারই ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেছেন। ত্রিশ লক্ষ ইসাইলীয়কে নিয়ে মূসা (আ.) মিসর পরিত্যাগ করেন। প্রায় ৭০০ বছর পরে নবী এলিয় বা ইলিয়াস (Elijah) ও নবী ইলীশায় বা আল-ইয়াসা (Elisha)-এর সময়ে তাদের সংখ্যা কয়েক কোটি হওয়ার কথা। সেখানে ঈশ্বর শুধু ৭ হাজার রেখে বাকি সবাইকে ধ্বংসের ঘোষণা দিয়ে নবী এলিয়কে বলেন: "তুমি যে পথে এসেছ সেই পথে ফিরে গিয়ে দামেস্কের মরুভূমিতে যাও। সেখানে পৌঁছে তুমি হসায়েলকে সিরিয়ার বাদশাহর পদে অভিষেক কর। এছাড়া নিম্‌শির নাতি যেহূকে ইসরাইলের বাদশাহর পদে অভিষেক কর, আর তোমার পদে নবী হওয়ার জন্য আবেল-মহোলার শাফটের ছেলে আল-ইয়াসাকে (Elisha) অভিষেক কর। হসায়েলের তালোয়ার যারা এড়িয়ে যাবে যেহূ তাদের হত্যা করবে আর যেহূর তলোয়ার যারা এড়িয়ে যাবে আল-ইয়াসা তাদের হত্যা করবে। তবে ইসরাইলে আমি সাত হাজার লোককে রেখে দিয়েছি যারা বাল দেবতার সামনে হাঁটু পাতেনি এবং তাকে চুম্বনও করেনি।" (১ বাদশাহনামা ১৯/১৫-১৮)

ঈশ্বর আরো বলেন: "সেজন্য আমি আল্লাহ মালিক আমার জীবনের কসম খেয়ে বলছি, তোমার সব বাজে মূর্তি ও জঘন্য কাজকর্মের দ্বারা তুমি আমার ঘর নাপাক করেছ বলে আমি নিজেই আমার দয়া সরিয়ে নেব; আমি তোমার উপর মমতা করে তাকাব না কিংবা তোমাকে রেহাই দেব না। তোমার তিন ভাগের এক ভাগ লোক তোমার মধ্যে হয় মহামারীতে না হয় দুর্ভিক্ষে মারা যাবে; তিন ভাগের এক ভাগ দেয়ালের বাইরে যুদ্ধে মারা পড়বে এবং তিন ভাগের এক ভাগকে আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দেব আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তাড়া করব।" (ইহিস্কেল ৫/১১-১২)

ঈশ্বর বলেন: "তুমি জেরুজালেম শহরের মধ্য দিয়ে যাও এবং তার মধ্যে যে সব জঘন্য কাজ করা হয়েছে সেজন্য যারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কোঁকাচ্ছে তাদের কপালে একটি করে চিহ্ন দাও। ... কোন মায়া-মমতা না দেখিয়ে লোকদের মেরে ফেলতে থাক, কাউকে রেহাই দিয়ো না। বুড়ো, যুবক, যুবতী মেয়ে, স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেমেয়েদের মেরে ফেল, কিন্তু যাদের কপালে চিহ্ন আছে তাদের ছুঁয়ো না...। তোমরা নিহত লোকদের দিয়ে উঠানটা ভরে ফেল ...।" (ইহিস্কেল ৯/৪-১০)

অন্যত্র ঈশ্বর তাঁর প্রিয় প্রজাদের গণহত্যার ঘোষণা দিয়ে বলেন: "সামোরিয়ার লোকেরা তাদের আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বলে দায়ী হবে। তারা যুদ্ধে মারা পড়বে; তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের মাটিতে আছাড় মেরে চুরমার করা হবে এবং তাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পেট চিরে ফেলা হবে।" (হোসিয়া ১৩/১৬। আরো দেখুন: যিরমিয় ১৫/১-৪ ও যিহিস্কেল ৩৫/৭-৯)

ঈশ্বর অন্যত্র ঘোষণা দেন: "ইসরাইল জাতির সমস্ত খারাপ ও জঘন্য কাজের জন্য জোরে জোরে হাহাকার কর, কারণ তারা যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়বে। যে দূরে আছে সে মহামারীতে মরবে এবং যে কাছে আছে সে যুদ্ধে মারা পড়বে, আর যে বেঁচে যাবে সে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে দুর্ভিক্ষে মরবে।... বনি-ইসরাইলরা যেখানেই বাস করুক না কেন আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব এবং

মরুভূমি থেকে দিবলা পর্যন্ত সারা দেশটা জনশূন্য ও ধ্বংসস্থান করব।" (ইহিস্কেল ৬/১১-১৪)

৯. ৩. ১. ১২. সৎ ও অসৎ সবাইকে হত্যা করার ঘোষণা

ঈশ্বরের তরবারি নিষ্কোষিত! তা আর কোষবদ্ধ হবে না! তিনি সৎ ও অসৎ সবাইকে হত্যা করবেন। "আমি খাপ থেকে আমার তলোয়ার বের করে তোমার মধ্য থেকে সৎ ও দুষ্ট সবাইকে মেরে ফেলব। সৎ ও দুষ্ট সবাইকে মেরে ফেলবার জন্য আমার তলোয়ার খাপ থেকে বের হয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সমস্ত লোককে মেরে ফেলবে। তখন সব লোক জানবে যে আমি মাবুদই খাপ থেকে তলোয়ার বের করেছি; তা আর ফিরবে না।" (ইহিস্কেল ২১/৩-৪)

৯. ৩. ১. ১৩. সকল টাকা চার্চে না দেওয়ায় হত্যা

আমরা দেখেছি যে, যীশুর প্রেরিতদের নির্দেশে নতুন খ্রিষ্টানরা তাদের সম্পত্তি বিক্রয় করে চার্চ বা জামাতের কাছে সমর্পণ করতেন। অনিয়ন (Ananias) ও তার স্ত্রী সাফীরা (Sapphira) একটা সম্পত্তি বিক্রয় করে কিছু টাকা নিজেদের কাছে রেখে বাকি টাকা পিতরের নিকট জমা দেন। সব টাকা না দেওয়ার অপরাধে ঈশ্বর (অথবা পিতর?) তৎক্ষণাৎ অনিয়ন ও সাফীরাকে হত্যা করেন। (প্রেরিত ৫/১-১১)

৯. ৩. ২. পরজাতি, বিধর্মী বা শত্রু হত্যা

উপরে আমরা ঈশ্বর কর্তৃক সরাসরি তাঁর প্রিয় জাতির হত্যার বিষয়টা দেখলাম। প্রিয় জাতির সংহারে ঈশ্বর এত তৎপর হলে বিধর্মী ও শত্রু জাতির সংহারে তিনি কত তৎপর হবেন তা সহজেই অনুমেয়। ঈশ্বর বিধর্মীদের হত্যা করেন তাঁর প্রিয় জাতির মাধ্যমে। তবে মাঝে মাঝে তিনি স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিধর্মীদের সংহার করেন। পরবর্তীতে আমরা ঈশ্বরের নির্দেশে যুদ্ধে বা বিনা যুদ্ধে বিধর্মী বা শত্রুদের হত্যার বিবরণ দেখব। আমরা দেখব যে, এ সকল যুদ্ধেও স্বয়ং ঈশ্বর নিজে প্রিয় প্রজাদের পক্ষে যুদ্ধ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও প্রাণি হত্যায় অংশগ্রহণ করেছেন: "বনি-ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।" (ইউসা ১০/৪২) এ ছাড়াও ঈশ্বর কর্তৃক বিধর্মীদের হত্যার অনেক ঘটনা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটা নমুনা এখানে উল্লেখ করছি।

৯. ৩. ২. ১. যিহোশূয়ের পক্ষে গিবিয়োনে সদাপ্রভুর মহাসংহার

"তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা আমি তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছি, তাহাদের কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। ... আর ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়নকালে যখন তাহারা বৈৎ-হেরোণের আরোহণ-পথে ছিল তখন অসেকা পর্যন্ত আকাশ হইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষাইলেন, তাহাতে তাহারা মারা পড়িল; ইস্রায়েল সন্তানগণ যাহাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল, তদপেক্ষা অধিক লোক শিলাপাতে মরিল।" (যিহোশূয় ১০/৮-১১) মো.-০৬: "বনি-ইসরাইলদের সামনে থেকে তারা যখন বৈৎ-হোরোণ ছেড়ে অসেকায় নেমে আসবার পথ ধরে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন মাবুদ আসমান থেকে বড় বড় শিলা তাদের উপরে ফেললেন। ফলে বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে যুদ্ধে যত না লোক মরল তার চেয়ে বেশি মরল এই শিলাতে।"

এ হল বাইবেলীয় ঈশ্বরের যুদ্ধনীতি। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই পলায়নরত অপরাধীকে হত্যা করা নিষেধ। তবে বাইবেলের ঈশ্বর পলায়নরত শত্রু সৈন্য, অযোদ্ধা নারী, পুরুষ ও শিশু সকলকে হত্যা করলেন।

৯. ৩. ২. ২. শমরিয়া দেশীয় ঈশ্বরের বিধান না মানায় সিংহ দিয়ে হত্যা

"আশেরিয়ার (Assyria) বাদশাহ্ ইসরাইলের লোকদের জায়গা পূরণ করবার জন্য ব্যাবিলন, কূথা, অব্বা, হামা ও সফর্বয়িম থেকে লোক আনিয়ে সামেরিয়ার শহর ও গ্রামগুলোতে বসিয়ে দিলেন। ... সেখানে বাস করবার প্রথম দিকে তারা মাবুদের এবাদত করত না; তাই তিনি তাদের মধ্যে সিংহ পাঠিয়ে দিলেন। সেগুলো তাদের কিছু লোককে মেরে ফেলল। ... তারা জানে না সেই দেশের আল্লাহকে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়, তাই আল্লাহ তাদের মধ্যে সিংহ পাঠিয়ে দিয়েছেন আর সেগুলো তাদের মেরে ফেলছে।" (২ বাদশাহনামা ১৭/২৪-২৬)

৯. ৩. ২. ৩. এক রাতে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার বিধর্মী সৈন্য হত্যা

"সেই রাতে মাবুদের ফেরেশতা বের হয়ে আশেরীয়দের ছাউনির এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোককে হত্যা করলেন।" (২ বাদশাহনামা ১৯/৩৫)

৯. ৩. ২. ৪. নিজেকে মাবুদ প্রমাণ করতে ১ লক্ষ ২৭ হাজার হত্যা

সিরিয়ার অরাম রাজার সাথে ইসরাইল রাজ্যের এক যুদ্ধের সময় সিরিয়ার সৈন্যগণ বলাবলি করে যে, পাহাড়ের উপর যুদ্ধ করলে বনি-ইসরাইলের সাথে পারা যাবে না; কারণ বনি-ইসরাইলের দেবতা পাহাড়ের দেবতা, আর আমাদের দেবতাগুলো সমভূমির দেবতা; কাজেই পাহাড়ে যুদ্ধ না করে আমরা তাদের সাথে সমভূমিতেই যুদ্ধ করব (১ বাদশাহনামা ২০/২৩)। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বর প্রায় দেড় লক্ষ বিধর্মী সিরীয়কে হত্যা করেন; শুধু এ উদ্দেশ্যে যেন ইসরাইলীয়গণ জানতে পারে যে, তাদের মাবুদ সকল স্থানেরই মাবুদ। "তখন আল্লাহর একজন বান্দা এসে ইসরাইলের বাদশাহকে বললেন, 'আল্লাহ এই কথা বলেছেন, সিরীয়রা মনে করছে আল্লাহ পাহাড়ের মাবুদ, উপত্যাকার মাবুদ নন; সেজন্য আমি এই বিরাট সৈন্যদলকে তোমার হাতে তুলে দেব, আর এতে তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই আল্লাহ। ... বনি-ইসরাইলরা এক দিনেই এক লক্ষ সিরীয় পদাতিক সৈন্য হত্যা করল। বাদবাকী সৈন্যেরা অফেকে পালিয়ে গেল আর সেখানে তাদের সাতাশ হাজার সৈন্যের উপরে দেয়াল ধ্বসে পড়ল।" (১ বাদশাহনামা ২০/২৮-৩০)

৯. ৩. ২. ৫. ভিমরুল দিয়ে গণহত্যা

বাইবেলে বার বার বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর ধার্মিকদের পক্ষে ভিমরুল পাঠিয়ে গণহত্যা সাধন করেন। একস্থানে বাইবেল বলছে: "হিব্বীয়, কেনানীয় ও হিট্টীয়দের তোমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য আমি তোমাদের আগে আগে ভিমরুল পাঠিয়ে দেব।" (হিজরত/ যাত্রাপুস্তক ২৩/২৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে: "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের হাতের মুঠোয় যে সব জাতি এনে দেবেন তাদের সবাইকে তোমাদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ... এর পরেও তাদের মধ্যে যারা বেঁচে যাবে এবং তোমাদের কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখবে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তাদের মধ্যে ভিমরুল পাঠিয়ে দেবেন আর তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ... তোমাদের মাবুদ আল্লাহই তোমাদের সামনে থেকে ঐ সব জাতিকে আস্তে আস্তে তাড়িয়ে দেবেন। ... তোমাদের মাবুদ আল্লাহ ভীষণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে তোমাদের হাতে তাদের তুলে দেবেন যতক্ষণ না তারা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বাদশাহদেরকে তিনি তোমাদের হাতে তুলে দেবেন তোমরা তাদের নাম দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবে। কেউ তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না; তোমরা তাদের ধ্বংস করে ফেলবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/১৬, ২০-২৪)

৯. ৩. ২. ৬. লক্ষ লক্ষ মানুষকে মন শক্ত করে নিহত হতে বাধ্য করা

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, বনি-ইসরাইল লক্ষ লক্ষ মানুষকে গণহত্যা করে। মূলত ঈশ্বরই হত্যা করার জন্য তাদের মন শক্ত করে দিয়েছিলেন; যেন তারা ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় এবং ধ্বংস হয়: "মাবুদ ঐ সব লোকদের মন কঠিন করে দিয়েছিলেন যাতে তারা বনি-ইসরাইলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর তাতে তারা যেন ধংসের বদদোয়ার অধীন হয় এবং কোন রকম দয়া না পেয়ে মারা যায়।" (ইউসা ১১/২০)

অন্যত্র বাইবেল বলছে: "কিন্তু হিষ্‌বোনের বাদশাহ্ সীহোন তাতে রাজী হলেন না। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর মন কঠিন করেছিলেন ও অন্তর একগুঁয়েমিতে ভরে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তোমাদের হাতে পড়েন, আর এখন তা-ই ঘটেছে। ... এর পর যখন সীহোন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বের হয়ে যহসে আমাদের সংগে যুদ্ধ করতে আসলেন তখন আমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে আমাদের হাতে এনে দিলেন। আমরা তাঁকে, তাঁর সব ছেলেদের এবং তার সৈন্যদলকে ধ্বংস করলাম। সেই সময়ে আমরা তাঁর সমস্ত গ্রাম ও শহর দখল করে নিলাম এবং তাদের পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের একেবারে ধ্বংস কলে ফেললাম; তাদের কাউকেই আমরা বাঁচিয়ে রাখি নি। কিন্তু পশুপাল এবং শহর থেকে লুট করা জিনিসপত্র আমরা নিজেদের জন্য নিয়ে আসলাম।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২/৩০-৩৫)

৯. ৩. ২. ৭. ফেরেশতাদের মাধ্যমে গণহত্যার ব্যবস্থা

যুদ্ধ বিষয়ক নির্দেশ ও যুদ্ধ বাস্তবায়নে বাইবেলীয় আদর্শ প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, ভূমধ্যসাগর থেকে ফুরাত নদী পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী, পুরুষ, শিশু, কিশোর নির্বিশেষে এ অঞ্চলের সকল মানুষ এবং সকল প্রাণি হত্যার নির্দেশ দিয়েছে বাইবেল। আর এ নির্দেশ বাস্তবায়নে কয়েক মিলিয়ন মানুষ ও প্রাণি হত্যা করেন বাইবেল অনুসারীরা। ঈশ্বর বনি-ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এ সকল জাতিকে যুদ্ধে উস্কানি দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করতে, পরাজিত যুদ্ধবন্দি ও নিরস্ত্র মানুষগুলোকে হত্যা করতে এবং তাদের সাথে কোনোরূপ সন্ধি না করতে। উপরন্তু ঈশ্বর নিজেই এ সকল জাতির মানুষদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছেন, যেন তারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করে ও নিহত হয়। এত কিছুতেও তিনি ক্ষান্ত হননি। উপরন্তু নিজের পক্ষ থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে এ সকল জাতির পরাজয় ও হত্যা নিশ্চিত করেছেন:

"আমি তোমাদের শত্রুদের শত্রু হব এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে আমি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব। আমোরীয়, হিট্টীয়, পরিষীয়, কেনানী, হিব্বীয় ও যিবূষীয়রা যে দেশে বাস করে আমার ফেরেশতা তোমাদের আগে আগে থেকে সেই দেশে তোমাদের নিয়ে যাবে। আমি তাদের সকলকেই ধ্বংস করে ফেলব।... তোমরা যে সব জাতির কাছে যাবে তাদের মনে আমার সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব আমি আগেই জাগিয়ে দেব এবং তাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করব।" (হিজরত ২৩/২২-৩৩)

৯. ৩. ২. ৮. ঈশ্বরের আত্মার গণহত্যা

বাইবেলের একটা অতি পরিচিত পরিভাষা পবিত্র আত্মা, পাক রুহ, ঈশ্বরের আত্মা বা মাবুদের রূহ (Holy Spirit, Holy ghost, The Spirit of God, The Spirit of the Lord)। ইহুদিরা এদ্বারা ঈশ্বরের প্রেরণা বা ঈশ্বরের ফেরেশতা বোঝেন। খ্রিষ্টানরা এদ্বারা স্বয়ং ঈশ্বর ও ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে বোঝেন। ঈশ্বরের আত্মা বা পবিত্র আত্মারও অন্যতম কর্ম হত্যা ও গণহত্যা। বিশেষত কেউ যদি পুরাতন নিয়মের সপ্তম পুস্তক বিচারকর্তৃগণ বা কাজীগণ পুস্তকটা পাঠ করেন তবে দেখবেন যে, কাজী বা বিচারকদের নিকট ঈশ্বরের আত্মা এসে তাদেরকে যুদ্ধ ও গণহত্যায় নিয়োজিত করছেন। একটা নমুনা দেখবেন হযরত শামাউন (শিম্‌শোন) প্রসঙ্গে। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, তিনি একজন বাইবেলীয় নবী ও কাজী। বাইবেলের বর্ণনায় পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তিনি বিবাহের

জন্য অস্থির হয়ে পড়েন (কাজীগণ ১৩/২৫ ও ১৪/১-৪)। এ উপলক্ষে তিনি একটা ধাঁধা বলেন। তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় কনে পক্ষের যুবকেরা তাঁর ধাঁধার জবাব বলে দেয়। তখন পাক রূহের প্রেরণায় তিনি বিনা উস্কানিতে ত্রিশ জন নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেন, তাদের সব কিছু লুট করেন এবং তাদের কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে ধাঁধার উত্তরদানকারীদের প্রদান করেন। পাক রূহের রাগ এতই ভয়ঙ্কর যে, হত্যা ও লুটের পরেও তা জ্বলতে থাকে। "এর পর মাবুদের রূহ পূর্ণ শক্তিতে শামাউনের উপর আসলেন। তিনি অস্কিলোনে গিয়ে সেখানকার ত্রিশজন লোককে হত্যা করে তাদের সব কিছু লুটে নিলেন এবং তাদের কাপড় চোপড় নিয়ে যারা তাঁর ধাঁধার জবাব দিয়েছিল তাদের দিলেন। তারপর তিনি রাগে জ্বলতে জ্বলতে তার বাবার বাড়িতে চলে গেলেন।" (কাজীগণ ১৪/১৯)

শামাউনের শ্বশুর ভাবলেন, শামাউন তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এজন্য তাঁর এক বন্ধুর সাথে তাকে বিয়ে দিলেন। পরে শামাউন শ্বশুর বাড়িতে যেয়ে স্ত্রী চাইলে শ্বশুর তার ওজর পেশ করেন এবং তার অন্য মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শামাউন ফিলিস্তিনিদের ক্ষেতের সকল ফসল পুড়িয়ে দেন এবং অনেক মানুষ হত্যা করেন। এরপর পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তিনি এক হাজার মানুষ হত্যা করেন: "তখন মাবুদের রূহ পূর্ণ শক্তিতে তাঁর উপর আসলেন। তাতে তাঁর হাতের দড়িগুলো পুড়ে যাওয়া শনের মত হল এবং তাঁর হাতের বাঁধন খুলে গেল। তখন তিনি সদ্য মরা গাধার একটা চোয়াল পেয়ে সেটা হাতে নিলেন এবং তা দিয়ে এক হাজার লোককে হত্যা করলেন।" (কাজীগণ ১৫/১৪-১৫, কি. মো.-০৬)

বাইবেলীয় ঈশ্বরের বা পাক-রূহের হত্যার নেশা দেখুন। শামাউনের শ্বশুর তার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছেন এ অজুহাতে নির্বিচারে এক হাজার নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত মানুষকে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে হত্যা করলেন!

বাইবেলীয় ঈশ্বরের আত্মা বা পাক-রূহ বড় ভয়ঙ্কর বিষয়। কারো উপর নামলেই সে ভয়ঙ্কর রাগে জ্বলে ওঠে। কেউ পাক-রূহ পেয়েছে কিনা তার প্রমাণ, সে অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ হয়েছে কিনা? ১ শমূয়েল ১১/৬: তালুতের উপর ঈশ্বরের আত্মা আসার সাথে সাথে তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং দুটো গরু নিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করলেন!

৯. ৪. যুদ্ধ ও হত্যা বিষয়ক নির্দেশনা

আমরা বলেছি যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে বাইবেলের প্রতিটা নির্দেশনা চিরন্তন, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয়। কোনোভাবেই তা 'পরিবর্তিত', 'রহিত' বা 'নাসখ' হয় না। এ অধ্যায়ে আলোচিত যুদ্ধ বিষয়ক নির্দেশনাগুলো শুধু অতীত কালের মানুষদের জন্যই ছিল না। এগুলো সকল বাইবেল বিশ্বাসী মানুষের জন্য চিরন্তন নির্দেশনা। বাইবেলের মধ্যে ইবরাহীম/ অবরাহাম, ইয়াকুব/ যাকোব, মূসা/ মোশি, যিহোশূয় /ইউসা, শামুয়েল, দাউদ, শলোমন, ঈসা (আ.) ও অন্যান্য নবী, দর্শক, যাজক বা ইমামের মাধ্যমে ঈশ্বর যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত সকল বাইবেল বিশ্বাসীর জন্যই নির্দেশ। যুদ্ধ বিষয়ক বাইবেলের এ সকল নির্দেশনা আমরা কয়েকটা অনুচ্ছেদে আলোচনা করছি।

৯. ৪. ১. সদাপ্রভু একজন যুদ্ধ-মানব

বাইবেলীয় যুদ্ধের বিষয়ে বিশেষ লক্ষণীয় যে, বাইবেল ঈশ্বরকে একজন যুদ্ধ-মানব বলে চিত্রিত করেছে। "The LORD is a man of war: the LORD is his name." আরবি বাইবেলে 'الرب رجل الحرب' অর্থাৎ "সদাপ্রভু/ মাবদু যুদ্ধের মানুষ (যুদ্ধ-মানব); সদাপ্রভু/ মাবুদ তাঁর নাম।" (যাত্রাপুস্তক/ হিজরত ১৫/৩)

"a man of war" বাক্যাংশের স্বাভাবিক অর্থ যুদ্ধ-মানব বা যুদ্ধের মানুষ। বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে এটার অর্থ করা হয়েছে: 'একজন বড় যোদ্ধা', 'একজন সাহসী বীর ও যোদ্ধা', 'যোদ্ধা', 'বীরযোদ্ধা'

ইত্যাদি। (দেখুন: ইউসা/যিহোশূয় ১৭/১; ১ শামুয়েল ১৬/১৮; ১৭/৩৩; ২ শামুয়েল ১৭/৮; ১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২৮/৩; যিশাইয় ৪২/১৩) কেরির অনুবাদে উপরের শ্লোকটা নিম্নরূপ: "সদাপ্রভু যুদ্ধবীর; সদাপ্রভু তাঁহার নাম।" কি. মো.-০৬ "তাঁর নাম 'মাবুদ'; তিনি বীর যোদ্ধা"। জুবিলী বাইবেল: "প্রভু মহাযোদ্ধা, প্রভুই তো তাঁর নাম।"

এভাবে বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বরের একটা মৌলিক পরিচয় যে তিনি একজন যুদ্ধ-মানব বা বীর যোদ্ধা। কাজেই সদাপ্রভুর বিশ্বাসী সেবক ও ধার্মিক মানুষ কখনোই যুদ্ধ বিমুখ হতে পারে না। বাইবেল বিভিন্ন স্থানে বিষয়টা নিশ্চিত করেছে।

৯.৪.২. ঈশ্বরের তীর ও তলোয়ারের রক্তপান ও মাংসভক্ষণ

বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর তীরগুলো রক্তপানে মাতাল হবে এবং তাঁর তলোয়ার মাংস ভক্ষণ করবে। শুধু নিহতদেরই নয়; বন্দিদেরও রক্তপানে মত্ত হবে তাঁর তীরগুলো। আর শত্রুদের মস্তক ভক্ষণ করবে তাঁর তরবারি: "আমি নিজ বান সকল মত্ত করিব রক্ত পানে: হত ও বন্দি লোকদের রক্ত পানে, আমার খড়্গ মাংস ভক্ষণ করিবে, শত্রু সেনানিগণের মস্তক (খাইবে)।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "মেরে ফেলা আর বন্দি লোকদের রক্ত খাইয়ে আমার তীরগুলোকে আমি মাতাল করে তুলব; আমার তলোয়ার গোশত খাবে, লম্বা-চুলওয়ালা শত্রুর মাথার গোশত খাবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২/৪২)

৯. ৪. ৩. পবিত্র যুদ্ধের ঘোষণা ও অস্ত্র তৈরির নির্দেশ

বাইবেল ধার্মিক বিশ্বাসীদেরকে পবিত্র যুদ্ধের ঘোষণা দিতে এবং অস্ত্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছে: "তোমরা জাতিদের মধ্যে এই কথা ঘোষণা কর: তোমরা পবিত্র যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত কর, বলবান লোকদের ডেকে আন। সব যোদ্ধারা কাছে গিয়ে আক্রমণ করুক। তোমাদের লাংগলের ফলা পিটিয়ে তলোয়ার আর কাস্তে দিয়ে বড়শা তৈরি কর।। দুর্বল লোক বলুক, আমি বলবান। হে চারিদিকের সমস্ত জাতি, তোমরা তাড়াতাড়ি এসে জড়ো হও।" (যোয়েল ৩/৯-১১)

৯. ৪. ৪. যুদ্ধ করাই সাধু ও ধার্মিকদের বৈশিষ্ট্য

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, নেককার সাধু ও ধার্মিকদের মূল কাজ আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সর্বদা দু'-ধারি তরবারী সাথে নিয়ে কাফির-বিধর্মীদের কতল করা ও শাস্তি দেওয়া। বিধর্মীদের হত্যা, বন্দি ও বিচার করাই সাধুদের মূল কর্ম ও মর্যাদা:

"সাধুগণ গৌরবে উল্লাসিত হউক। ... তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, তাহাদের হস্তে দ্বি-ধার খড়্গ থাকুক; যেন তাহারা জাতিগণকে (heathen বিধর্মীদের) প্রতিফল দেয়, লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়; যেন তাহাদের রাজগণকে শৃঙ্খলে, তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করে; যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে; ইহাই সমস্ত সাধুর মর্যাদা।" (গীতসংহিতা ১৪৯/৫-৯)

পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "এই সম্মান লাভ করে ঈশ্বরভক্তেরা/ আল্লাহভক্তেরা আনন্দ করুক... তাদের মুখে ঈশ্বরের/ আল্লাহর গৌরব/ প্রশংসা থাকুক আর হাতে থাকুক দু'দিকে ধার দেওয়া তলোয়ার, যাতে তারা জাতিদের উপরে প্রতিশোধ নিতে পারে আর সেই সব লোকদের শাস্তি দিতে পারে, যাতে শিকল দিয়ে তাদের রাজাদের/ বাদশাহদের বাঁধতে পারে, তাদের উঁচু পদের লোকদের লোহার বেড়ী দিয়ে বাঁধতে পারে, আর তাদের বিরুদ্ধে যে রায় লেখা হয়েছে তা কাজে লাগাতে পারে। এ সমস্তই তাঁর সব ভক্তদের গৌরব।"

ইংরেজিতে heathen অর্থ বিধর্মী, পৌত্তলিক, ম্লেচ্ছ বা কাফির। এভাবে বাইবেল ঢালাওভাবে কাফির বা

বিধর্মীদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে। বাংলা অনুবাদে heathen অর্থ 'জাতিগণকে' লেখা হয়েছে; ফলে মূল অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট হলেও ঈশ্বরের সাধু ও ভক্তদের প্রতি অন্য সকল জাতিকে হত্যা করার নির্দেশ সুস্পষ্ট।

অন্যান্য দেবতা অসার। ইসরাইল বা যাকোবের মাবুদ তেমন নন। বনি-ইসরাইল বা যাকোব-বংশ তাঁর যুদ্ধ-কুঠার, তাঁর যুদ্ধের অস্ত্র এবং সর্বগ্রাসী ধ্বংসের হাতিয়ার: "প্রত্যেক স্বর্ণকার তার মূর্তির দ্বারা লজ্জিত হয় ... সেসব অসার... যিনি ইয়াকুবের অধিকার তিনি সেরকম নন; কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর গঠনকারী এবং ইসরাইল তাঁর অধিকার রূপ বংশ (Israel is the rod of his inheritance ইসরাইল তাঁর অধিকার দণ্ড); তাঁর নাম বাহিনীগণের মাবুদ। তুমি আমার মুদগর (যুদ্ধ-কুড়াল battle axe) ও যুদ্ধের অস্ত্র (weapons of war); তোমাকে দিয়ে আমি জাতিদেরকে চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে রাজ্যগুলো সংহার করবো; তোমাকে দিয়ে ঘোড়া ও তার সওয়ারকে চূর্ণ করবো, তোমাকে দিয়ে রথ ও তার আরোহীকে চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীকে চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে বৃদ্ধ ও বালককে চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে যুবক ও যুবতীকে চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে পালরক্ষক ও তার পাল চূর্ণ করবো; তোমাকে দিয়ে কৃষক ও তার বলদযুগল চূর্ণ করবো; এবং তোমাকে দিয়ে শাসনকর্তা ও রাজ-কর্মচারীদের চূর্ণ করবো।" (যিরমিয় ৫১/১৭-২৩, মো.-১৩)

উল্লেখ্য যে, উপরে উইলিয়াম কেরির অনুসরণে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ সংস্করণের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হল। কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬ ও অন্যান্য অনুবাদে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থ অনেকটা অস্পষ্ট করা হয়েছে।

৯.৪.৫. ঈশ্বর ধার্মিকদেরকে যুদ্ধে প্রশিক্ষিত ও অভ্যস্ত করেন

দেশ দখল, হত্যা ও অন্যান্য ধর্ম নির্মূল করা বাইবেলীয় যুদ্ধের উদ্দেশ্য। তবে ধার্মিকদের জন্য স্থায়ী শান্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। বরং যুদ্ধ চলমান রাখা এবং ধার্মিক মানুষদেরকে যুদ্ধে অভ্যস্ত করাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য: "যে সব ইসরাইলীয়দের কেনান দেশের কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের পরীক্ষায় ফেলে শিক্ষা দেবার জন্য মাবুদ কতগুলো জাতিকে দেশের মধ্যেই রেখে দিয়েছিলেন। বনি-ইসরাইলদের বংশধরের যারা আগে কোন দিন যুদ্ধ করে নি তাদের যুদ্ধের ব্যাপারে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য তিনি তা করেছিলেন।" (কাজীগণ ৩/১-২, কি. মো.-০৬)

বাইবেল অন্যত্র বলছে, ঈশ্বর নিজেই ধার্মিকদেরকে যুদ্ধ শিক্ষা দেন: "মাবুদের প্রশংসা হোক, তিনি আমার আশ্রয়-পাহাড়; তিনি আমার হাতকে যুদ্ধ করতে শিখিয়েছেন, আমার আংগুলগুলোকে শিখিয়েছেন লড়াই করতে।" (জবুর ১৪৪/১)

৯. ৪. ৬. যুদ্ধ ও হত্যায় অনাগ্রহী ধার্মিক অভিশপ্ত

বাইবেলের চেতনায় যুদ্ধ ও হত্যা ঈশ্বরের প্রধান কর্ম। তরবারিকে রক্তাক্ত করা ঈশ্বরের প্রিয় কর্ম। যে ব্যক্তি তরবারি দ্বারা হত্যা ও রক্তপাতে নিরুৎসাহী সে অভিশপ্ত। "শাপগ্রস্ত হউক সেই ব্যক্তি, যে শিথিলভাবে সদাপ্রভুর কাজ করে; শাপগ্রস্ত হউক সেই ব্যক্তি, যে আপন খড়্গকে রক্তপাত করিতে বারণ করে।" মো.-০৬: "আমার কাজে যে লোক ঢিলেমি করে তার উপর বদদোয়া পড়ুক। যে তার তলোয়ারকে রক্তপাত করতে দেয় না তার উপর বদদোয়া পড়ুক।" (যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ৪৮/১০)

পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে আরো নির্দেশনা দেখব। আমরা দেখব, যদি ঈশ্বরের প্রজারা দেশ দখল ও গণহত্যায় ত্রুটি করেন বা মানবতা প্রদর্শন করেন তবে শত্রুদেরর জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রজারাই পাবেন: "তখন আমি তোমাদের প্রতি তা-ই করব যা আমি তাদের প্রতি করব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম।" (শুমারী ৩৩/৫৬)

৯. ৪. ৭. গণহত্যা ঈশ্বরের প্রিয় মানত

গণহত্যা ও নির্বিচার ধ্বংস ঈশ্বরের এত প্রিয় কর্ম যে, এরূপ কর্মের মানত করলে ঈশ্বর মনোবাঞ্ছনা পূরণ করেন: "অরাদের কেনানীয় বাদশাহ নেগেভে বাস করতেন। বনী ইসরাইলরা অথারীমের পথ ধরে আসছে শুনে তিনি তাদের উপর হামলা করে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেলেন। তখন বনি-ইসরাইলরা মাবুদের কাছে মানত করে বলল, 'অরাদের এই লোকদের তুমি যদি আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দাও তবে আমরা তাদের গ্রাম ও শহরগুলো একেবারে ধ্বংস করে ফেলব (utterly destroy their cities)। মাবুদ তাদের এই বিশেষ অনুরোধ শুনলেন এবং সেই কেনানীয়দের তাদের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন। বনি-ইসরাইলরা তাদের এবং তাদের গ্রাম ও শহরগুলো একেবারে ধ্বংস করে ফেলল (they utterly destroyed them and their cities)।" (শুমারী/ গণনাপুস্তক ২১/১-৩)

পাঠক বিবেচনা করুন। শত্রুপক্ষ কয়েকজনকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছে বলে তাদের দেশের নারী, পুরুষ, শিশু ও সকল প্রাণি হত্যা ও সকল গ্রাম ও শহর ধ্বংস করার সিদ্ধান্তে ঈশ্বর কিভাবে প্রীত হলেন এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করলেন!

৯. ৪. ৮. উস্কানি দিয়ে হলেও যুদ্ধে বাধ্য করতে হবে

ইতোপূর্বে ঐশ্বরিক হত্যা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলীয় ঈশ্বর নিজেই বিভিন্ন জাতির জনগণ ও শাসকদের মন কঠিন করে দেন, যেন তারা ঈশ্বরের প্রজা বা বাইবেল অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয় এবং এর পরিণতিতে ঈশ্বরের প্রজারা তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে এবং তাদের দেশ দখল করতে সক্ষম হন। এর পাশাপাশি ঈশ্বর তাঁর মনোনীত প্রজাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, অন্যান্য রাজ্য আক্রমণ, দখল ও উস্কানি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করতে হবে। "তারপর মাবুদ বলেছিলেন, 'তোমরা বের হয়ে পড় এবং অর্ণোব নদী পার হয়ে যাও। দেখ, আমি হিষ্‌বোনের আমোরীয় বাদশাহ সীহোন (Sihon) ও তার দেশ তোমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছি। তোমরা তার দেশটা দখল করতে শুরু করে তাকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য কর।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২/২৪)

৯. ৪. ৯. যুদ্ধজয় ও হত্যার সুযোগই ধার্মিকতার পুরস্কার

বাইবেলের বর্ণনায় হত্যা শুধু ধর্মীয় দায়িত্বই নয়, উপরন্তু তা ধার্মিকতার পুরস্কারও বটে। ঈশ্বরের বিশ্বাসী বান্দারা যদি ঈশ্বরের অনুগত থাকেন তবে ঈশ্বর তাদেরকে প্রাণভরে শত্রু হত্যার সুযোগ করে দেবেন। লেবীয় পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে ঈশ্বর অনুগতদের পুরস্কার প্রসঙ্গে বলেন: "তোমরা তোমাদের শত্রুদের তাড়া করবে এবং শত্রুরা তোমাদের সামনেই (তরবারির আঘাতে) মারা পড়বে (খড়্গে পতিত হইবে: fall before you by the sword)। মাত্র পাঁচজন মিলে তোমরা একশোজন শত্রুকে তাড়া করবে এবং একশোজন মিলে দশ হাজার শত্রুকে তাড়া করবে, আর শত্রুরা তোমাদের সামনে (তরবারির আঘাতে) মারা পড়বে (খড়্গে পতিত হইবে: fall before you by the sword)। (লেবীয় ২৬/৭-৮)

৯. ৪. ১০. চূড়ান্ত নির্দয়তা: দয়া প্রদর্শন নিষিদ্ধ

শত্রুদেশ ও জাতির মানুষদেরকে হত্যা ও নির্মূল করার বিষয়ে কোনোরূপ দয়া প্রদর্শন নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। চূড়ান্ত ও নির্ভেজাল নির্দয়তাই ঈশ্বরের নির্দেশ: "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের হাতের মুঠোয় যে সব জাতি এনে দেবেন তাদের সবাইকে তোমাদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে। তাদের তোমার দয়া দেখাবে না (তোমার চক্ষু তাহাদের প্রতি দয়া না করুক)।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/১৬)

নির্দয়তার নির্দেশনায় বাইবেলে আরো অনেক বক্তব্য বিদ্যমান। কয়েকটা নমুনা দেখুন: যিশাইয় ১৩/১৮; যিরমিয় ১৩/১৪; ২১/৭; যিহিস্কেল ৫/১১; ৭/৪; ৭/৯; ৮/১৮; ৯/৫; ৯/১০; অমোস ১/১১; সখরিয় ১১/৫; ১১/৬।

৯. ৪. ১১. শত্রুদের রক্তের মধ্যে হেটে বেড়ানো

শত্রুদের ও পাপীদের মস্তক চূর্ণ করাই ঈশ্বরের পরিচয় এবং শত্রুদের রক্তের মধ্যে পা ডুবিয়ে হেঁটে বেড়ানোই ঈশ্বরের প্রিয় ঈমানদার ধার্মিকদের কর্ম।

"ঈশ্বর অবশ্যই আপন শত্রুগণের মস্তক ও কুপথগামীর সকেশ-কপাল চূর্ণ করিবেন। প্রভু কহিলেন, আমি বাশন হইতে পুনর্বার আনিব, সমুদ্রের গভীর তল হইতে [তাহাদিগকে] পুনর্বার আনিব, যেন তোমার চরণ রক্তে ডুবাইতে পার, যেন তোমার কুকুরদের জিহ্বা [তোমার শত্রুগণ হইতে অংশ পায়]।" কি. মো.-০৬ "আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাঁর শত্রুদের মাথা চুরমার করে দেবেন; যারা গুনাহে পড়ে থাকে সেই সব লোকদের চুলে ভরা মাথা তিনি চুরমার করে দেবেন। দ্বীন-দুনিয়ার মালিক বললেন, আমি বাশন দেশ থেকে তাদের নিয়ে আসব, সমুদ্রের তলা থেকে তাদের তুলে আনব, যাতে তোমার পা তোমার শত্রুদের রক্ত দলে যায় আর তোমার কুকুরগুলো যেন তা ইচ্ছামত চেটে খেতে পারে।" (গীতসংহিতা/ জবুর ৬৮/২১-২৩)

সুপ্রিয় পাঠক, কেউ যদি এ কথাগুলোকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন তবে তার জন্য শত্রুকে ও পাপীকে এভাবে আঘাত করা ও রক্তে পা ডুবানো আকর্ষণীয় ধর্মীয় কর্মে পরিণত হয়। তিনি সহজেই কাউকে নিজের শত্রু বা ঈশ্বরের শত্রু হিসেবে গণ্য করে তাকে এভাবে আঘাত করতে এবং তার রক্তের মধ্যে পা ডুবাতে পারেন।

৯.৪.১২. দুষ্টদের রক্তে পা ধোয়াই ধার্মিকদের কর্ম ও পুরস্কার

পাপীদের রক্তে পা ডুবিয়ে রাখলেই হবে না; তাদের রক্ত দিয়ে পা ধুয়ে নিতে হবে: "তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হলে ধার্মিকগণ (The righteous আল্লাহভক্তেরা!) খুশী হবে; তারা দুষ্টদের রক্তে পা ধোবে (wash his feet in the blood of the wicked)। তা দেখে লোকে বলবে, ধার্মিকের (আল্লাহভক্তের!) জীবনে সত্যিই পুরস্কার আছে...!" (গীতসংহিতা/জবুর ৫৮/১০-১১)

তাহলে দুষ্ট মানুষকে হত্যা করলেই চলবে না; তার রক্ত দিয়ে পা ধুতে হবে। দুষ্ট লোকদের রক্ত দিয়ে পা ধুতে পারাই ধর্মপালনের মূল পুরস্কার। এ পুরস্কারের লোভেই ধর্মপালন করতে হবে। এটা লাভ করলেই ধার্মিকের পুরস্কার প্রমাণ হয়।

অনেক ভাল খ্রিষ্টান এ সকল বক্তব্যের 'ভাল' ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্য অনেক বিশ্বাসী খ্রিষ্টান এ সকল পবিত্র বক্তব্যকে তাদের সুবিধামতই ব্যবহার করেছেন ও করেন। আর দুষ্টতা বা দুষ্টুমির সংজ্ঞা যেহেতু নির্ধারিত নয়; সেহেতু যে কোনো ধার্মিক মানুষ তার বিরোধীকে, বাইবেলের কোনো আজ্ঞা অমান্যকারীকে এবং যে কোনো অ- খ্রিষ্টানকে 'দুষ্ট' বলে গণ্য করে তাকে হত্যা করে তার রক্ত দিয়ে পা ধুতে পারেন। এটা বাইবেলের অভ্রান্ত, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় পবিত্র নির্দেশ।

৯. ৪. ১৩. দুষ্টদের পুড়িয়ে ফেল!

দুষ্টদের রক্তে পা ধোয়ার পাশাপাশি তাদের পুড়িয়ে ফেলার কথাও বাইবেল বলেছে: "হে মাবুদ, দুষ্টদের মনের ইচ্ছা তুমি পূর্ণ হতে দিয়ো না, ... তাদের উপর জ্বলন্ত কয়লা পড়ুক। আগুনের মধ্যে, গভীর গর্তের মধ্যে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোক; যেন তারা আর কখনও উঠে আসতে না পারে।" (জবুর ১৪০/৮-১০)

৯. ৪. ১৪. শিশু হত্যার মহাসুখ ও মহা আশীর্বাদ

শিশুদের হত্যা করা বিশেষ সুখ ও আশীর্বাদের বিষয় বলে বাইবেল উল্লেখ করেছে। গীতসংহিতার ১৩৭ গীতের ৯ শ্লোকটা ইংরেজিতে নিম্নরূপ: "Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones": "ভাগ্যবান, সুখী, খুশি বা তৃপ্ত সে ব্যক্তি যে তোমার শিশুসন্তানদেরকে নিয়ে পাথরের উপর আছড়ায়।" বিভিন্ন ইংরেজি সংস্করণে 'Happy' শব্দটার পরিবর্তে 'Blessed' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটার অর্থ রহমতপ্রাপ্ত, বরকতপ্রাপ্ত, বরকতময়, সুখী বা সৌভাগ্যবান। বাংলা কেরির অনুবাদ: "ধন্য সেই, যে তোমার শিশুগণকে ধরে, আর শৈলের উপর আছড়ায়।" কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ: "মোবারক সেই লোক যে তোমার শিশুদের ধরে পাথরের উপর আছড়াবে।"

সুপ্রিয় পাঠক, আপনার কোনো খ্রিষ্টান বন্ধু থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন, তার নিজের শিশুকে যদি এভাবে পাথরের উপরে আছড়ানো হয় তাহলে তিনি কী পরিমাণ সুখ ও তৃপ্তি বোধ করবেন? অন্য কারো শিশুকে ধরে এভাবে পাথরে আছড়ে মারতে তিনি কী পরিমাণ সুখ ও তৃপ্তি বোধ করবেন? তিনি কি এ কর্মটা পালন করে বাইবেল নির্দেশিত বরকত ও সৌভাগ্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছেন?

পাঠক, আরো দেখুন যিশাইয় ১৩/১৬ এবং হোশেয় ১৩/১৬।

৯. ৪. ১৫. যুদ্ধের উদ্দেশ্য: দখল, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধর্মনির্মূল

বাইবেল নির্দেশিত যুদ্ধের উদ্দেশ্য অন্যান্য জাতির দেশ দখল করা, তাদেরকে অধীন বা বিতাড়িত করা, অথবা নির্বিচার গণহত্যার মাধ্যমে তাদের নির্মূল করা, তাদের স্ত্রী, সন্তান, পশু ও সম্পদ লুণ্ঠন করা, তাদের কুমারী মেয়েদের ধর্ষণ করা এবং তাদের ধর্মীয় স্থানগুলো ধ্বংস করা। এ বিষয়ে বাইবেলে অনেক নির্দেশনা বিদ্যমান:

৯. ৪. ১৫. ১. হত্যা, ধর্মস্থান ধ্বংস, বিতাড়ন ও দখল

বাইবেলের অন্যতম নির্দেশ, যুদ্ধের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রজাদের মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। যে ভূমিতেই বনি-ইসরাইল পা ফেলবেন সে ভূমিকেই ঈশ্বর তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করবেন। বিশেষত গোটা মধ্যপ্রাচ্যের সকল মানুষ নির্মূল করে সেখানে ইসরাইলী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। নীল থেকে ফুরাত নদ, অর্থাৎ লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান থেকে ইরাক পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা থেকে এতদঞ্চলের মূল অধিবাসীদের হত্যা ও বিতাড়ন করে সেখানে ইসরাইলীয় বাইবেলীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। নতুন ও পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা খ্রিষ্টানধর্ম ও খৃস্টীয় চার্চকে 'নতুন ইসরাইল' বলে বিশ্বাস ও দাবি করেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে কোনো দেশে বা ভূমিতে কোনো খ্রিষ্টান প্রচারক বা খ্রিষ্টান মানুষ পা রাখবেন সেটাকে দখল করাও বাইবেলের এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ একটা নির্দেশ নিম্নরূপ:

"তোমরা যে সব জায়গায় পা ফেলবে (যেখানেই তোমাদের পা পড়বে: Every place that the sole of your foot shall tread upon) তা সবই আমি তোমাদের দেব। মূসার কাছে সেই ওয়াদাই আমি করেছিলাম। তোমাদের দেশ হবে মরুভূমি থেকে লেবানন পর্যন্ত এবং পূর্বে মহানদী ফোরাত ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, অর্থাৎ হিট্টীয়দের গোটা এলাকাটা। (ইউসা ১/৩-৪)

বিভিন্ন দেশের মূল অধিবাসীদের বেদখল করে, তাদের জাতি ও ধর্ম নির্মূল করে তাদের দেশ দখল করাই বাইবেলীয় যুদ্ধের উদ্দেশ্য: "যে সব জাতিদের তোমরা বেদখল করতে যাচ্ছ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের সামনে থেকে তাদের একেবারে ধ্বংস করে দেবেন। ... তাদের বেদখল করবার পর .. তোমরা তাদের দেশে বাস করবে...।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১২/২৯-৩০)

৯. ৪. ১৫. ২. পরধর্ম নির্মূল ও অন্য ধর্মের ধর্মস্থান ধ্বংস

দেশ দখল ও সাম্রাজ্য স্থাপনের পাশাপাশি বাইবেলীয় যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য বিজিত দেশ ও জাতির ধর্ম নির্মূল করা এবং অন্য ধর্মের পবিত্র স্থানগুলো ধ্বংস করা। বনি-ইসরাইলদের জন্য অন্যধর্ম অনুসরণের নিষেধাজ্ঞা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। একমাত্র ঈশ্বরের পূজা-আরাধনার নির্দেশও খুবই স্বাভাবিক। তবে এজন্য অন্যান্য ধর্মের ধর্মস্থান ধ্বংস, নির্মূল বা অবমাননা স্বাভাবিক বিষয় নয়। কিন্তু বাইবেলে এরূপ নির্দেশই আমরা দেখি। অন্য কোনো ধর্ম বা জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তো অনেক দূরের কথা, অন্য জাতি বা ধর্মের সাথে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কোনো অনুমতি বাইবেল দিচ্ছে না। বরং একক অবস্থানের জন্য অন্যদের নির্মূল করতে নির্দেশ দিচ্ছে। হত্যা, বিতাড়ন ও ধ্বংস ঈশ্বর নির্দেশিত পুণ্যকর্ম। পক্ষান্তরে করুণা বা মানবতাবশত কাউকে বাঁচিয়ে রাখা মহাপাপ। এরূপ করুণা বা মানবতা প্রদর্শন করলে ঈশ্বর তাঁর প্রিয় জাতিকেও কঠিন শাস্তি দেবেন ও ধ্বংস করবেন। বাইবেল বলছে:

"সাবধান! যে দেশে তোমরা যাচ্ছ সেই দেশের লোকদের সংগে তোমরা কোন চুক্তি করবে না। তা করলে তারা তোমাদের মধ্যে একটা ফাঁদ হয়ে থাকবে। তোমরা তাদের বেদীগুলো ভেংগে ফেলবে, তাদের পূজার পাথরগুলো টুকরা টুকরা করে ফেলবে আর তাদের পূজার আশেরা-খুঁটিগুলো কেটে ফেলবে।" (হিজরত ৩৪/১২-১৩)

"মাবুদ মূসাকে বনি-ইসরাইলদের এই কথা জানিয়ে দিতে বলেছিলেন, 'তোমরা জর্ডান নদী পার হয়ে কেনান দেশে গিয়ে তোমাদের পথ থেকে দেশের সমস্ত লোকদের তাড়িয়ে বের করে দেবে। তাদের পাথরে খোদাই করা সমস্ত মূর্তি ও ছাঁচে ফেলে তৈরী করা সমস্ত প্রতিমা এবং পাহাড়ের উপরকার সমস্ত কোরবানগাহ্ তোমরা ধ্বংস করে ফেলবে। তারপর তোমরা সেই দেশটা দখল করে নিয়ে সেখানে বাস করবে; কারণ দখল করবার জন্যই দেশটা আমি তোমাদের দিয়েছি। ... কিন্তু যদি ঐ দেশের বাসিন্দাদের দূর করে না দাও তবে যাদের তোমরা থাকতে দেবে তারা তোমাদের চোখে বড়শীর মত এবং পাঁজরে কাঁটার মত হবে। তোমরা ঐ দেশে বাস করবার সময় তারা তোমাদের কষ্ট দেবে। তখন আমি তোমাদের প্রতি তা-ই করব যা আমি তাদের প্রতি করব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম।" (শুমারী ৩৩/৫০-৫৬)

"তোমরা যে সমস্ত জাতিদের বেদখল করতে যাচ্ছ তারা যে সব ছোট-বড় পাহাড়ের উপরে ও ডালপালা ছড়ানো সবুজ গাছের নীচে তাদের দেবদেবীর পূজা করে সেই জায়গাগুলো তোমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে। তাদের বেদীগুলো ভেংগে দেবে, পূজার পাথরগুলো চুরমার করে দেবে, পূজার আশেরা-খুঁটিগুলো পুড়িয়ে দেবে, দেব-দেবীর মূর্তিগুলো ভেংগে ফেলে দেবে এবং এভাবে সেই সব জায়গা থেকে তাদের দেব-দেবীদের নাম মুছে ফেলবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১২/২-৩)

"তোমরা তাদের দেবতাদের পূজা করবে না এবং সেখানকার লোকেরা যা করে তা করবে না। তোমরা তাদের দেব-দেবীর মূর্তিগুলো ভেংগে ফেলবে এবং তাদের পূজার পাথরগুলোও টুকরা টুকরা করে ফেলবে। ... এক দিকে লোহিত সাগর থেকে ফিলিস্তিনিদের দেশের সাগর পর্যন্ত এবং অন্য দিকে মরুভূমি থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত তোমাদের দেশের সীমানা আমি স্থির করে দেব। সেই দেশে যারা বাস করছে তাদের আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব আর তোমাদের সামনে থেকে তোমরা তাদের তাড়িয়ে বের করে দেবে। তাদের সংগে কিংবা তাদের দেবতাদের সংগে কোন চুক্তি করবে না। তোমাদের দেশের মধ্যে তাদের বাস করতে দেবে না। তা করলে তারা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের গুনাহে টেনে নিয়ে যাবে, কারণ যদি তোমরা তাদের দেব-দেবীর পূজা কর তবে নিশ্চয়ই তোমরা তার ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে।" (হিজরত/যাত্রা ২৩/২৪-৩৩)

৯. ৪. ১৫. ৩. অধীনতা অথবা গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ

ঈশ্বর বলছেন: "তোমরা কোন গ্রাম বা শহর আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে সেখানকার লোকদের কাছে বিনা যুদ্ধে অধীনতা মেনে নেবার প্রস্তাব করবে। যদি তারা তাতে রাজী হয়ে তাদের দরজা খুলে দেয় তবে সেখানকার সমস্ত লোকেরা তোমাদের অধীন হবে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু তারা যদি সেই প্রস্তাবে রাজী না হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তবে সেই জায়গা তোমরা আক্রমণ করবে। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ যখন সেই জায়গাটা তোমাদের হাতে তুলে দেবেন তখন সেখানকার সব পুরুষ লোকদের তোমরা হত্যা করবে। তবে স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, পশুপাল এবং সেই জায়গার অন্য সবকিছু তোমরা লুটের জিনিস হিসাবে নিজেদের জন্য নিতে পারবে। শত্রুদের দেশ থেকে লুট করা যে সব জিনিস তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের দেবেন তা তোমরা ভোগ করতে পারবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২০/১০-১৪)

৯. ৪. ১৫. ৪. নারীদের সতীত্ব নষ্ট করা

বাইবেলীয় যুদ্ধ বিষয়ক বক্তব্যাদির মধ্যে 'নারীদের সতীত্ব নষ্ট' করার কথা অনেকবারই বলা হয়েছে। উপরে আমরা এ জাতীয় দু-একটা বক্তব্য দেখেছি। এক স্থানে বাইবেল বলছে: "শহর দখল করা হবে, ঘর-বাড়ী লুটপাট করা হবে ও স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নষ্ট করা হবে।" (জাকারিয়া/ সখরিয় ১৪/২)

অন্যত্র ঈশ্বর বলেন: "শত্রুদের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের তুলে দেবেন আর তোমরা তাদের বন্দী করবে, তখন যদি তাদের মধ্যেকার কোন সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখে তোমাদের কারও তাকে ভাল লাগে তবে সে তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২১/১০-১১)

৯. ৪. ১৫. ৫. কুমারী যুবতী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দিকে হত্যা

যুদ্ধের পর যারা যুদ্ধবন্দি হবে তাদেরকেও হত্যা করতে হবে। বিশেষত পুরুষ, বালক ও পুরুষের পরিচয় পাওয়া নারীদেরকে হত্যা করতেই হবে। শুধু কিশোরী কুমারী মেয়েদেরেকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য জীবিত রাখা যাবে। "তোমরা এখন বালক-বালিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখ।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "এখন তোমরা এই সব ছেলেদের এবং যারা অবিবাহিতা সতী মেয়ে নয় এমন সব স্ত্রীলোকদের হত্যা কর; কিন্তু যারা অবিবাহিতা সতী মেয়ে তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ।" (গণনাপুস্তক/ শুমারী ৩১/ ১৭-১৮)

এ হল যুদ্ধবন্দি বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের চিরন্তন, অভ্রান্ত ও পবিত্র নির্দেশ। এ নির্দেশ বাস্তবায়নে বাইবেলীয় আদর্শ আমরা পরবর্তীতে দেখব।

৯. ৪. ১৫. ৬. ঈশ্বরের জন্য কিছু কুমারীকে বরাদ্দ রাখতে হবে!

ঈশ্বর লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে থেকে তাঁর খাজনা দাবি করেন: "এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন... লুটের মাল সব কিছু দু'ভাগ করে ... সেই সব সৈন্যদের ভাগে যত মানুষ, গরু, গাধা, ভেড়া ও ছাগল পড়বে তার প্রতি পাঁচশো থেকে একটা করে মাবুদের খাজনা হিসেবে আলাদা করে রাখতে হবে।" (শুমারী ৩১/২৫-২৮) "এগুলোর মধ্য থেকে মাবুদের পাওনা খাজনা হল ছ'শো পঁচাত্তরটা ভেড়া ও ছাগল, ছত্রিশ হাজার গরু, ত্রিশ হাজার পাঁচশো গাধা এবং বত্রিশ জন অবিবাহিতা সতী মেয়ে।" (শুমারী ৩১/৩৬-৪০)

আমরা জানি না, ঈশ্বর এ সকল প্রাণি ও কুমারী 'অবিবাহিতা সতী' মেয়েদের নিয়ে কী করেছিলেন? তবে বাইবেলের বিধান অনুসারে ঈশ্বরের প্রাপ্য প্রাণিগুলো 'কোরবানি' করে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পোড়া মাংসের খোশবুতে ঈশ্বর প্রীত হন। তাহলে এ বত্রিশ জন কুমারী মেয়েকেও কি এভাবে 'পোড়ানো কোরবানি' করা হয়েছিল? তাদের পোড়া মাংস ও চর্বির খোশবুতে কি ঈশ্বর প্রীত হয়েছিলেন?

৯. ৪. ১৫. ৭. নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকল 'মানুষ' হত্যা

উপরে আমরা দেখলাম যে, কোনো মেয়ে যদি কুমারী হন তবে তিনি বেঁচে থাকার সুযোগ পাবেন। তবে অন্যান্য স্থানে কুমারী-অকুমারী সকল নারী, শিশু ও সকল মানুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন ঈশ্বর। ইতোপূর্বে ঐশ্বরিক হত্যা ও মন কঠিন করে হত্যা প্রসঙ্গে রাজা সীহোনের দেশের নারী, পুরষ ও শিশুসহ সকল মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার বিবরণ আমরা দেখেছি। এরূপ গণহত্যার একটা নির্দেশ নিম্নরূপ:

"পরে তারা ফিরে বাশনের পথ দিয়ে উঠে গেল। তাতে বাশনের বাদশাহ্ উজ্ (Og, কেরিঃ ওগ) ও তার সমস্ত লোক (কেরিঃ প্রজা) বের হয়ে তাদের সঙ্গে ইদ্রিয়ীতে যুদ্ধ করতে গেল। তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি এতে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি একে, এর সমস্ত লোক ও এর দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি হিষ্‌বোন-বাসী আমোরীয়দের বাদশাহ সীহোনের প্রতি যেমন করেছ, এর প্রতি সেরকম করবে। পরে তারা তাকে, তার পুত্রদের ও তার সমস্ত লোককে আঘাত করলো, আর শেষ পর্যন্ত তাঁর আর কেউ বেঁচে রইল না। তারা তার দেশও অধিকার করে নিল। (গণনাপুস্তক/ শুমারী ২১/৩৩-৩৫, কেরি ও কিতাবুল মোকাদ্দস-১৩)

সকল লোক বা নাগরিককে হত্যা করা অমানবিক কর্ম। সম্ভবত এজন্যই পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ 'all his people: তার সকল লোক/ প্রজা' কথাটার অনুবাদে 'সকল সৈন্য-সামন্ত' লেখেছে: "তখন তারা উজকে এবং তাঁর ছেলেদের ও তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্তদের হত্যা করল।"

৯. ৪. ১৫. ৮. সকল 'মানুষ' ও সকল 'প্রাণি' হত্যা ও নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ

যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাইবেলের মূলনীতি যুদ্ধবন্দি ও পরাজিত নিরস্ত্র সকল মানুষকে হত্যা করতে হবে। কখনো কখনো নারীদেরকে বা কুমারী নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য স্থানে নির্বিচারে সকল মানুষ ও সকল প্রাণিকে হত্যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ কয়েকটা নির্দেশ দেখুন:

ঈশ্বর বলছেন: "তিনি যখন তাদের তোমাদের হাতের মুঠোয় এনে দেবেন এবং তোমরা তাদের হারিয়ে দেবে তখন তোমরা তাদের একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে। তোমরা তাদের সংগে কোন সন্ধি করবে না এবং তাদের প্রতি কোনো দয়া দেখাবে না। (দ্বিতীয় বিবরণ ৭/২)

ঈশ্বর অন্যত্র বলছেন: "পরে তোমার আল্লাহ মাবুদ তা তোমার হস্তগত করলে তুমি তার সমস্ত পুরুষকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও সমস্ত পশু প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য তোমার জন্য লুট হিসেবে গ্রহণ করবে, আর তোমার আল্লাহ মাবুদের দেওয়া দুশমনদের থেকে লুট করে আনা জিনিস ভোগ করবে। এই নিকটবর্তী জাতিদের নগর ছাড়া যেসব নগর তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আছে, তাদেরই প্রতি এরকম করবে। কিন্তু এই সমস্ত জাতির যেসব নগর তোমার আল্লাহ মাবুদ অধিকার হিসেবে তোমাকে দেবেন, সেগুলোর মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাউকেও জীবিত রাখবে না। (thou shalt save alive nothing that breatheth)।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২০/১৩-১৬, কি. মো.-১৩)

পাঠক নিশ্চয়ই এ নির্দেশের নির্মমতা দেখে কষ্ট পাচ্ছেন। শ্বাসবিশিষ্ট কাউকে জীবিত রাখা যাবে না!

শিশু, কিশোর, নারী, কুমারী, অকুমারী সবাইকে হত্যা করতে হবে! এমনকি অবলা পশু, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি শ্বাস নেওয়ার মত প্রাণিদেরও হত্যা করতে হবে! বাহ্যত বাইবেল প্রচারকরাও এ সকল নির্দেশের বর্বরতা অনুধাবন করেন। এজন্য অনুবাদে অনেক সময় কিছু কথা গোপন করা হয়। উপরে কেরির অনুসরণে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩-এর অনুবাদ উল্লেখ করেছি। পবিত্র বাইবেল-২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬ নিম্নরূপ: "সেখানকার কাউকেই তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে না... সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলবে।" এখানে এ নির্দেশের নির্মমতা গোপন করা সম্ভব না হলেও 'শ্বাসবিশিষ্ট' (that breatheth) কথাটা অনুবাদ থেকে বাদ দিয়ে নির্দেশটার বর্বরতা কিছুটা হালকা করা হয়েছে।

বাইবেলে এরূপ গণহত্যা ও ধ্বংসের নির্দেশ অনেক রয়েছে। কয়েকটা দেখুন:

"তুমি মরাথয়িম দেশের বিরুদ্ধে ও পকোদ নিবাসীদের বিরুদ্ধে যাও, তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে তাদের জবেহ কর, নিঃশেষে বিনষ্ট কর (waste and utterly destroy after them)। " (যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ৫০/২১, কি. মো.-১৩)

"তোমরা প্রান্তসীমা থেকে তার বিরুদ্ধে এস, তার শস্যভাণ্ডারগুলো খুলে দাও, রাশির মত তাকে ঢিবি কর, নিঃশেষে বিনষ্ট কর; তার কিছু অবশিষ্ট রেখো না। তার সমস্ত ষাঁড় হত্যা কর ...।" (যিরমিয়/ ইয়ারমিয়া ৫০/২৬-২৭, কি. মো.-১৩)

"তোমরা শহরের মধ্যে ওর পিছনে পিছনে যাও এবং কোন মায়া-মমতা না দেখিয়ে লোকদের মেরে ফেলতে থাক, কাউকে রেহাই দিয়ো না। বুড়ো, যুবক, যুবতী মেয়ে, স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেমেয়েদের মেরে ফেল, কিন্তু যাদের কপালে চিহ্ন আছে তাদের ছুঁয়ো না।" (ইহিস্কেল/ যিহিস্কেল ৯/৫-৬)

বাইবেলে অন্যত্র সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে সকল নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রাণির গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশনায় বলা হয়েছে: "সমস্ত সোনা, রূপা এবং ব্রোঞ্জ ও লোহার জিনিসপত্র মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র; সেগুলো তাঁর ধনভাণ্ডারে যাবে। ... ... তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, গরু, ভেড়া, গাধা ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীদের শেষ করে দিল" (ইউসা ৬/১৯-২১)।

একইরূপ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দেখুন: ইউসা/ যিহোশূয় ৮/১-২।

৯. ৪. ১৫. ৯. যীশুকে রাজা হিসাবে চায় না এমন সকলকে হত্যার নির্দেশ

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, যীশুও নির্বিচার গণহত্যার নির্দেশে দিয়ে বলেছেন: "পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।" কি. মো.-০৬: "আমার শত্রুরা যারা চায়নি আমি বাদশাহ হই, তাদের এখানে নিয়ে এস এবং আমার সামনে মেরে ফেল (But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me)।" (লূক ১৯/২৭)

এটা বাহ্যত একটা কঠিন নির্দেশ। সকল অখ্রিষ্টান নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধই এ নির্দেশের আওতায় পড়েন। সকল নাস্তিক ছাড়াও সকল হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, মুসলিম ও অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের ঢালাওভাবে হত্যার এ নির্দেশ।

৯. ৪. ১৫. ১০. বিজিত দেশ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ

নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকলকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। উপরন্তু বিজিত দেশটাকে পুড়িয়ে দিতে হবে। বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে এটাই ঈশ্বরের নির্দেশ: "তোমরা শহরটা দখল করে নিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেবে। মাবদু যা হুকুম দিয়েছেন তোমরা তা-ই করবে। তোমাদের উপর এই আমার

হুকুম।" (ইউসা ৮/৮)

৯.৪.১৬. শুধু ভেড়ার জন্য যুদ্ধ ও অকারণ ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ

ইসরাইল রাজ্যের অষ্টম রাজা আহাবের বিষয়ে ইতোপূর্বে আমরা কিছু জেনেছি। তাঁর পুত্র যোরাম বা যিহোরাম (Jehoram) ছিলেন এ রাজ্যের দশম রাজা। তিনিও প্রতিমাপূজারী ছিলেন। "তিনি সামেরিয়াতে থেকে বার বছর রাজত্ব করেছিলেন। মাবুদের চোখে যা খারাপ তা-ই তিনি করতেন।" (২ বাদশাহনামা ৩/১-২) তাঁর সমসাময়িক এহুদা বা যুডিয়া রাজ্যের রাজা ছিলেন যিহোশাফট (Jehoshaphat)। তিনি এহুদা/ যিহূদা রাজ্যের চতুর্থ বাদশাহ ছিলেন। তিনি ঈশ্বর-ভক্ত ও ভাল শাসক ছিলেন: "মাবুদের চোখে যা ঠিক তিনি তা-ই করতেন।" (১ বাদশাহনামা ২২/৪৩)

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মাবুদের অন্যতম বিধান প্রতিমাপূজারী ব্যক্তি ও জনপদ হত্যা করা। এমনকি বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি বা জনপদের কেউ প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হলে সেই জনপদের সকলকে হত্যা করা ও ধ্বংস করা ঈশ্বরের অন্যতম নির্দেশ। বাদশাহ যিহোশাফট মাবুদের চোখে যা ভাল তা-ই করলেও মাবুদের এ নির্দেশ পালন করেননি। উপরন্তু প্রতিমাপূজারী ইসরাইলী বাদশাহ যোরামের সাথে সহযোগিতা করে অন্য দেশের মানুষদের হত্যা করতেন।

"মোয়াবের বাদশাহ মেশার অনেক ভেড়া ছিল। তিনি ইসরাইলের বাদশাহকে খাজনা হিসাবে এক লক্ষ ভেড়ার বাচ্চা ও এক লক্ষ ভেড়ার লোম দিতেন। কিন্তু আহাবের মৃত্যুর পর মোয়াবের বাদশাহ ইসরাইলের বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। কাজেই বাদশাহ যোরাম তখন সামেরিয়া থেকে বের হয়ে সমস্ত ইসরাইলীয় সৈন্য জমায়েত করলেন। এছাড়া এহুদার বাদশাহ যিহোশাফটকেও তিনি এই খবর পাঠালেন, মোয়াবের বাদশাহ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আপনি কি আমার সংগে মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবেন? জবাবে তিনি বললেন, 'আমি আপনার সংগে যাব। আমিও যা আপনিও তা, আমার লোক আপনারই লোক, আমার ঘোড়া আপনারই ঘোড়া'।" (২ বাদশাহনামা ৩/৪-৭)

এরপর এক পর্যায়ে তাঁরা এ অভিযানের জন্য ঈশ্বরের অনুমোদন ও সাহায্যের জন্য প্রসিদ্ধ নবী এলিশায় বা আল-ইয়াসাকে আহ্বান করেন।

"আল ইয়াসা বললেন, 'আমি যাঁর এবাদত করি সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম যে, এহুদার বাদশাহ যিহোশাফট যদি এখানে না থাকতেন তবে আমি আপনার দিকে চেয়েও দেখতাম না, খেয়ালও করতাম না। এখন বীণা বাজায় এমন একজন লোককে আমার কাছে নিয়ে আসুন।' লোকটা যখন বীণা বাজাচ্ছিল তখন মাবুদের শক্তি (সদাপ্রভুর হস্ত: that the hand of the LORD) আল ইয়াসার উপর আসল। আল ইয়াসা বললেন, 'মাবুদ আপনাদের এই উপত্যকায় অনেক খাদ তৈরী করতে বলেছেন, কারণ আপনারা বাতাস কিংবা বৃষ্টি দেখতে না পেলেও এই উপত্যকা পানিতে ভরে যাবে আর আপনারা পানি খেতে পাবেন এবং আপনাদের গরু, ভেড়া ও অন্যন্য পশুপাখীও পানি খেতে পাবে। এটা মাবুদের কাছে সহজ কাজ । তাছাড়া তিনি মোয়াব দেশটাও আপনাদের হাতে তুলে দেবেন। **দেয়াল ঘেরা প্রত্যেকটা শহর ও প্রত্যেকটা বড় গ্রাম আপনারা ধ্বংস করে দেবেন। প্রত্যেকটা ভাল গাছ আপনারা কেটে ফেলবেন, পানির সমস্ত ঝর্ণাগুলো বন্ধ করে দেবেন এবং সব ভাল ক্ষেত পাথর দিয়ে নষ্ট করে দেবেন।"**

পরের দিন সকাল বেলার কোরবানীর সময় ইদোম দেশের দিক থেকে পানি বয়ে এসে দেশটা পানিতে ভরে গেল। এর মধ্যে মোয়াবীয়রা শুনেছিল যে, সেই তিন জন বাদশাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন। কাজেই অস্ত্র ধরতে পারে এমন সব ছেলে বুড়ো সবাইকে ডেকে এনে দেশের সীমানায় দাঁড় করানো হল। খুব সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল তখন সূর্য মাথার উপর চকমক করছিল। **মোয়াবীয়দের কাছে পানি রক্তের মত লাল মনে হল। তারা বলল, 'ঐ যে রক্ত! বাদশাহরা যুদ্ধ করে**

নিশ্চয়ই একে অন্যকে হত্যা করেছেন। মোয়াবীয়রা, চল, আমরা গিয়ে লুট করি।' কিন্তু যখন মোয়াবীয়রা ইসরাইলের ছাউনির কাছে গেল তখন বনি-ইসরাইলরা বের হয়ে তাদের আক্রমণ করল আর মোয়াবীয়রা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল। বনি-ইসরাইলরা মোয়াবীয়দের মারতে মারতে তাদের দেশে ঢুকে পড়ল। তারা শহরগুলো ধ্বংস করে ফেলল আর প্রত্যেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সমস্ত ভাল ক্ষেতগুলো ঢেকে ফেলল। তারা পানির সমস্ত ঝর্ণাগুলো বন্ধ করে দিল এবং ভাল ভাল গাছপালা সব কেটে ফেলল।" (২ বাদশাহ নামা ৩/১৪-২৫)

এভাবে একজন পৌত্তলিক প্রতিমাপূজারী বাদশাহকে ঈশ্বর নিজে ও তাঁর নবী আল-ইয়াসা শুধু ভেড়ার লোমের জন্য একটা যুদ্ধের অনুমোদন ও সহযোগিতা করলেন। অলৌকিকভাবে পানি দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করলেন এবং অলৌকিকভাবে পানিকে রক্তের মত দেখিয়ে মোয়াবীয়দের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন। সর্বোপরি যুদ্ধের বা লুটের কোনোরূপ প্রয়োজন ছাড়া, শুধু প্রতিহিংসা ও ধ্বংসের জন্য ধ্বংসের উদ্দীপনায় শহরগুলো ধ্বংস করলেন, ঝর্ণাগুলো বন্ধ করলেন এবং ভাল ক্ষেতগুলোর ফসল নষ্ট করলেন এবং ভাল গাছপালা সব কেটে ফেললেন! সবই বাইবেলের চিরন্তন অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ ও আদর্শ।

৯. ৪. ১৭. পূর্বপুরুষদের অপরাধে গণহত্যার নির্দেশ

বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাইবেলীয় জিহাদ বা যুদ্ধের জন্য যৌক্তিক বা অযৌক্তিক কোনো কারণেরই প্রয়োজন নেই। এরপরও মাঝে মাঝে বাইবেলে বিভিন্ন দেশ দখল ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে গণহত্যার মাধ্যমে নির্মূল করার জন্য কিছু কারণ বা অজুহাত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অন্যতম বিষয় পূর্বপুরুষদের অপরাধ! শত শত বা হাজার হাজার বছর পূর্বে কোনো গোষ্ঠী বা দেশের কিছু মানুষ ঈশ্বরের প্রিয় প্রজা বনি-ইসরাইলের সাথে অসদাচরণ করেছিল এ অজুহাতে সে দেশ বা জাতির সকল মানুষকে কল্পনাতীত নির্মমতার সাথে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে পবিত্র বাইবেল। আর এ সকল নির্দেশ 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের' নামেই বলা হয়েছে।

এরূপ একটা নির্দেশ দেখুন: "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলছেন, 'বনি-ইসরাইলরা মিসর থেকে চলে আসবার পথে আমালেকীয়রা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে আমি তাদের শাস্তি দেব। এখন তুমি গিয়ে আমালেকীয়দের আক্রমণ করবে এবং তাদের যা কিছু আসে সব ধ্বংস করে ফেলবে; তাদের প্রতি কোনো দয়া করবে না। তাদের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, দুধ-খাওয়া শিশু, গরু- ভেড়া, উট, গাধা সব মেরে ফেলবে।" (১ শামুয়েল ১৫/২-৩)

আমরা বলেছি, বাইবেল বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে বাইবেলের প্রতিটা নির্দেশই চিরন্তন। কাজেই অতীতের ন্যায় এখনো বাইবেল অনুসারীদের জন্য এভাবে পূর্বপুরুষদের অপরাধের অযুহাতে বর্তমানের যে কোনো দেশ দখল ও এরূপ গণহত্যা পরিচালনার ধর্মীয় অনুমোদন বিদ্যমান। বরং তা ঈশ্বর নির্দেশিত পুণ্যকর্ম বলে গণ্য।

উপরের বিভিন্ন নির্দেশের মত এখানেও নারী, ছেলে-মেয়ে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও অবলা প্রাণিদের হত্যার বিষয়ে বাইবেলের আগ্রহ লক্ষণীয়! কোনো দয়া করবে না, সব কিছু ধ্বংস করবে, কিছুই বাদ দেবে না ইত্যাদি সুস্পষ্ট নির্দেশনা-ই সর্বাত্মক গণহত্যার জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপরও বাইবেল আবারো বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রাণিদের হত্যার বিষয়টা বিশেষ করে নিশ্চিত করেছে। যেন কেউ ভুল করে মানবতা বা মমতা বশত কোনো নারী, শিশু বা প্রাণিকে বাঁচিয়ে রেখে ঈশ্বরের অভিশাপে নিপতিত না হয়!

আমরা দেখব যে, সর্বাত্মক ধ্বংস ও হত্যার নির্দেশ পালনে সামান্য ব্যতিক্রম করায় তালুত বা শৌল ঈশ্বরের নিকট চিরস্থায়ীভাবে অভিশপ্ত হয়ে যান। কোনো তাওবা ও কাফফরা দিয়েও তিনি আর তার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন নি।

পূর্বপুরুষদের অপরাধে পরবর্তী বংশধরদের ঢালাও হত্যার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র বাইবেল অন্যত্র বলেছে: "Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers: পিতাদের পাপের কারণে সন্তানদের জন্য হত্যাযজ্ঞের আয়োজন কর।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "তাদের পূর্বপুরুষদের গুনাহের দরুন তাদের ছেলেদের হত্যা করবার জন্য একটা জায়গা ঠিক কর।" জুবিলী বাইবেলঃ "তোমরা এখন ওর সন্তানদের হত্যাকাণ্ড প্রস্তুত কর; ওদের পিতার অপরাধের কারণেই তা প্রস্তুত কর।" (যিশাইয়/ ইশাইয়া/ ইসাইয়া ১৪/২১)

৯. ৪. ১৮. হত্যার বিভিন্ন পদ্ধতির নির্দেশনা

উপরে আমরা হত্যা বিষয়ে বাইবেলের কিছু নির্দেশনা দেখলাম। এ সকল নির্দেশ বাস্তবায়নের কিছু পদ্ধতিও বাইবেল শিক্ষা দিয়েছে। কয়েকটা নির্দেশনা দেখুনঃ

৯. ৪. ১৮. ১. শিশুদের পাথরে আছড়ে মারার নির্দেশনা।

আমরা দেখলাম, বাইবেলীয় যুদ্ধের অন্যতম বিষয় নারী, শিশু ও পশু হত্যা। শিশুদের হত্যার ক্ষেত্রে নির্দয়তা, নির্মমতা ও পাথরে আছড়ে মারার পদ্ধতি উল্লেখ করেছে বাইবেলঃ "তাদের চোখের সামনে শিশুদের আছাড় দিয়ে মারা হবে; তাদের ঘর-বাড়ী লুট করা হবে এবং স্ত্রীদের ধর্ষণ করা হবে। ... তারা ধনুক দিয়ে যুবকদের হত্যা করবে; তারা শিশুদের প্রতি কোন দয়া করবে না কিংবা ছেলেমেয়েদের দিকে মমতার চোখে তাকাবে না।" (ইশাইয়া/ যিশাইয় ১৩/১৬-১৮)।

আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে শিশুদেরকে এভাবে আছড়ে মেরে ফেলা ঈশ্বরের এত প্রিয় পুণ্যকর্ম যে, যারা এভাবে শিশুদেরকে আছড়ে আছড়ে মারবে তাদের জন্য বাইবেলে বিশেষভাবে দোআ করা হয়েছেঃ "মোবারক সেই লোক যে তোমার শিশুদের ধরে পাথরের উপর আছড়াবে (ধন্য সেই, যে তোমার শিশুদেরকে ধরে, আর শৈলের উপর আছড়ায়)।" (জবুর/ গীতসংহিতা ১৩৭/৯)

৯. ৪. ১৮. ২. গর্ভবতী মহিলাদের উদর বিদীর্ণ করা

গর্ভবতী মহিলাদের হত্যার ক্ষেত্রে পেট চিরে হত্যার পদ্ধতি উল্লেখ করেছে বাইবেল। বিভিন্ন স্থানে এ জাতীয় নির্দেশনা বিদ্যমান। এক স্থানে বলা হয়েছেঃ "সামেরিয়ার লোকেরা তাদের আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বলে দায়ী হবে। তারা যুদ্ধে মারা পড়বে; তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের মাটিতে আছাড় মেরে চুরমার করা হবে এবং তাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পেট চিরে ফেলা হবে।" (হোসিয়া ১৩/১৬)

৯. ৪. ১৮. ৩. পশুদের পায়ের শিরা কেটে দেওয়ার নির্দেশ

আমরা দেখেছি, গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি 'শ্বাসবিশিষ্ট' সকল প্রাণি হত্যা করা বাইবেলের অন্যতম নির্দেশনা। প্রাণি হত্যার ক্ষেত্রে পায়ের শিরা কেটে হত্যা করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে বাইবেলঃ "তখন মাবুদ ইউসাকে বললেন, 'তুমি তাদের ভয় কোরো না, কারণ কালকে আমি এই সময়ের মধ্যে বনি-ইসরাইলদের সামনে তাদের সবাইকে শেষ করে দেব। তুমি তাদের ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা কেটে দেবে এবং রথগুলো পুড়িয়ে ফেলবে।" (ইউসা ১১/৬)

একটা অবলা প্রাণিকে অকারণে হত্যা করা ভয়ঙ্কর নির্মমতা বলে গণ্য। কিন্তু তাকে জীবিত রেখে পায়ের শিরা কেটে ক্রমান্বয় যন্ত্রণার মাধ্যমে মেরে ফেলা আরো অনেক বেশি নির্মম। কিন্তু বাইবেল এরূপই নির্দেশ দিয়েছে।

৯. ৪. ১৯. আতঙ্ক ও সন্ত্রাস বাইবেলীয় যুদ্ধের একটা লক্ষ্য

নিরুদ্বিগ্ন, নির্বিবাদী দেশ, জাতি বা জনপদকে আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত করা বাইবেলের যুদ্ধের বা বাইবেলীয় ঈশ্বরের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে বাইবেল বলছেঃ "সেই দিন আরামে থাকা ইথিওপিয়াকে ভয়

দেখাবার জন্য সংবাদ বহনকারীরা আমার হুকুমে জাহাজে করে বের হয়ে যাবে।" (ইহিস্কেল ৩০/৯)

ইংরেজি "KJV: to make the careless Ethiopians afraid; RSV: to terrify the unsuspecting Ethiopians: নিরুদ্বিগ্ন ইথিওপীয়দেরকে সন্ত্রস্ত করার জন্য।"

বাইবেল অন্যত্র বলেছে: "অদ্যাবধি আমি সমস্ত আকাশমণ্ডলের নীচে স্থিত জাতিগণের উপরে তোমা হইতে আশঙ্কা ও ভয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করিব; তাহারা তোমার সমাচার পাইবে, ও তোমার ভয়ে কম্পমান ও ব্যথিত হইবে।" কি. মো.-০৬: "আজ থেকে আমি দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদের সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব ও কাঁপুনি ধরাতে শুরু করব। তারা তোমাদের কথা শুনলে কাঁপতে থাকবে এবং তোমাদের দরুন তাদের মনে ভীষণ দুশ্চিন্তা জাগবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২/২৫)

৯. ৪. ২০. নির্বিচার গণহত্যার নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি

বাইবেল থেকে আমরা দেখি যে, ঈশ্বরের নির্দেশ না মানলে তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং বিশ্বাসী ধার্মিককেও শাস্তি দেন। প্রতিমাপূজা, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদির জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে অনেক মানুষকে শাস্তি দিয়েছেন। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং কঠোরতম শাস্তি দিয়েছেন গণহত্যার নির্দেশ পালন না করার কারণে। আমরা দেখি যে, শলোমন নবী প্রতিমাপূজা করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দেননি; তবে তাঁর বংশধরদের রাজত্ব কিছু সংকুচিত করেছেন। দাউদ নবী ব্যভিচার ও হত্যায় লিপ্ত হয়েছেন। তিনি অনুতপ্ত হওয়াতে ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করে তাঁর ব্যভিচার-জাত সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তবে তাঁর বংশধরদের শাস্তি দেননি। কিন্তু ঈশ্বরের নবী ও খ্রিষ্ট তালুত গণহত্যার নির্দেশ প্রায় শতভাগ পালন করার পরেও একজন মানুষ এবং কিছু পশু হত্যা না করার কারণে ঈশ্বর এত বেশি ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি তালুতকেও শাস্তি দেন এবং তাঁর বংশধরদেরকেও শাস্তি দেন। অনুরূপভাবে অন্য এক রাজা 'আহাব' প্রতিমাপূজা, বাল-দেবতার পূজা ও অন্য অনেক অন্যায় করলেও ঈশ্বর তাকে নগদ শাস্তি দেননি। কিন্তু হত্যার নির্দেশ অমান্য করায় তাকে নগদ শাস্তি দিয়েছেন।

৯. ৪. ২০. ১. তালুতের প্রতি গণহত্যার ঐশ্বরিক আদেশ

ঈশ্বরের পক্ষ থেকে নবী শামুয়েল (Samuel) বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর যুবক শৌল (Saul) বা তালুতকে বনি-ইসরাইলের প্রথম রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেন খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ১০২০ সালে। এরপর নবী শামুয়েল ঈশ্বরের খ্রিষ্ট, নবী ও রাজা তালুতকে বলেন: "মাবুদ তাঁর বান্দা বনি-ইসরাইলদের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এখন তুমি মাবুদের কথায় কান দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'বনি-ইসরাইলরা মিসর থেকে চলে আসবার পথে আমালেকীয়রা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে আমি তাদের শাস্তি দেব। এখন তুমি গিয়ে আমালেকীয়দের আক্রমণ করবে এবং **তাদের যা কিছু আছে সব ধ্বংস করে ফেলবে; তাদের প্রতি কোন দয়া করবে না। তাদের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, দুধ খাওয়া শিশু, গরু, ভেড়া, গাধা, সব মেরে ফেলবে**।' (১ শামুয়েল ১৫/১-৩)

৯. ৪. ২০. ২. ঐশ্বরিক নির্দেশ পালনে তালুতের বাধ্যতা ও অবাধ্যতা

"তালুত তখন লোকদের টলামীয় শহরে ডেকে জমায়েত করলেন। তাতে ইসরাইলের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা হল দুই লক্ষ এবং এহুদা গোষ্ঠীর সৈন্যের সংখ্যা হল দশ হাজার। তালুত আমালেকীয়দের শহরের কাছে গিয়ে সেখানকার শুকিয়ে যাওয়া নদীর খাদের মধ্যে ওৎ পেতে রইলেন। তিনি কেনীয়দের বললেন, 'বনি-ইসরাইলরা যখন মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল তখন তোমরা তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলে। তোমরা আমালেকীয়দের মধ্য থেকে অন্য কোথাও চলে যাও, যাতে আমালেকীয়দের সংগে আমি তোমাদেরও ধ্বংস করে না ফেলি।' তখন কেনীয়রা

আমালেকীয়দের মধ্য থেকে চলে গেল। তালুত তখন হবীলা এলাকা থেকে মিসরের পূর্ব দিকে শূর মরুভূমি পর্যন্ত সমস্ত আমালেকীয়দের হারিয়ে দিলেন। **তিনি আমালেকীয়দের বাদশাহ্ অগাগকে জীবিত অবস্থায় ধরলেন এবং অন্য সব লোকদের হত্যা করলেন। কিন্তু তালুত ও তাঁর সৈন্যরা অগাগকে বাঁচিয়ে রাখলেন এবং আমালেকীয়দের ভাল ভাল গরু, ভেড়া, মোটাসোটা বাছুর এবং ভেড়ার বাচ্চা, এক কথায় তাদের যা কিছু ভাল ছিল সেগুলো তারা বাঁচিয়ে রাখলেন। সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে তাঁরা রাজী হলেন না, কিন্তু অকেজো ও রোগাগুলোকে তাঁরা একেবারে শেষ করে দিলেন।**" (১ শামুয়েল ১৫/৪-৯)

আমরা দেখেছি, ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল "তাদের যা কিছু আছে সব ধ্বংস করে ফেলবে; তাদের প্রতি কোন দয়া করবে না।" তালুত যাতে ভুল করে কাউকে বাঁচিয়ে না রাখে তা নিশ্চিত করতে ঈশ্বর এ নির্দেশ আবার ব্যাখ্যা করেছেন: (১) মহিলাদের হত্যা করবে, (২) পুরুষদের হত্যা করবে, (৩) শিশু-কিশোর ছেলে-মেয়েদের হত্যা করবে, (৪) দুগ্ধপোষ্য শিশুদের হত্যা করবে, (৫) গরু, ভেড়া, গাধা সব হত্যা করবে।

তালুত মানুষ হত্যার বিষয়ে সকল নির্দেশ প্রায় শতভাগ মান্য করেছেন। তিনি (১) সকল নারী হত্যা করেছেন, (২) সকল শিশু-কিশোর ছেলে মেয়ে হত্যা করেছেন, (৩) সকল দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যা করেছেন, (৪) একজন বাদে সকল পুরুষকে হত্যা করেছেন। আমরা অনুমানে বলতে পারি যে, তালুত কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র একজন পুরুষকে বাঁচিয়ে রেখে বাকি সকল পুরুষ, নারী, শিশু ও দুধখাওয়া শিশু হত্যা করেন। পশু হত্যার বিষয়ে তালুত আনুমানিক প্রায় শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ পশু নির্বিচারে হত্যা করেন এবং অল্প কিছু পশু বাঁচিয়ে রাখেন। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, এগুলোকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পোড়ানো কোরবানী বা হোমবলি প্রদানের জন্য তিনি এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখেন। অর্থাৎ এগুলোকেও হত্যা করা হবে। তবে হত্যা করে মাঠে ফেলে না দিয়ে ঈশ্বরের বেদির উপর হত্যা করে আগুনে পুড়ানো হবে; যেন পুড়ানো চর্বি ও মাংসের খোশবুতে ঈশ্বর প্রীত হন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ প্রায় শতভাগ পালন করলেও মোশি, ইউসা, শামুয়েল, দাউদ ও অন্যদের মত নির্বিচারে এবং অন্ধভাবে না করে একটু মানবতা ও বুদ্ধিবিচার দেখাতে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অন্যান্য আজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে সকল ভুলভ্রান্তি ঈশ্বর সহ্য করলেও নির্বিচার গণহত্যার নির্দেশের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ঢুকিয়ে সামান্যতম ব্যতিক্রমও ঈশ্বর সহ্য করলেন না। ঈশ্বর অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন, ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং শাস্তিতে কঠোর হলেন।

৯. ৪. ২০. ৩. তালুতের অবাধ্যতায় ঈশ্বরের অনুশোচনা ও ক্রোধ

"তখন মাবুদের এই কালাম শামুয়েলের উপর নাযিল হল, তালুতকে বাদশাহ করাটা আমার দুঃখের কারণ হয়েছে (It repenteth me that I have set up Saul to be king. কেরি ও কি. মো.-১৩: 'আমি শৌলকে/ তালুতকে রাজা করেছি বলে আমার অনুশোচনা হচ্ছে)। কারণ সে আমার কাছ থেকে সরে গেছে এবং আমার হুকুম অমান্য করেছে।' এই কথা শুনে শামুয়েল উত্তেজিত হলেন এবং গোটা রাতটা তিনি মাবুদের কাছে ফরিয়াদ করে কাটালেন। পরদিন খুব ভোরে উঠে শামুয়েল তালুতের সংগে দেখা করতে গেলেন। সেখানে তাকে বলা হল যে, তালুত কর্মিল পাহাড়ে গিয়ে নিজের সম্মানের জন্য সেখানে একটা স্তম্ভ তৈরী করবার পর গিলগলে চলে গেছেন। শামুয়েল তখন তালুতের কাছে গেলেন।

তালুত তাঁকে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম। **মাবুদের হুকুম আমি পালন করেছি**।' শামুয়েল তাকে বললেন, 'তবে ভেড়ার ডাক আমার কানে আসছে কেন? গরুর ডাকই বা আমি শুনতে পাচ্ছি কেন?' জবাবে তালুত বললেন, 'আমালেকীয়দের কাছ থেকে ওগুলো আনা হয়েছে। আপনার মাবুদ আল্লাহর

উদ্দেশ্যে কোরবানী করবার জন্য সৈন্যেরা ভাল ভাল গরু ও ভেড়া রেখে দিয়েছে; তবে বাকী সব কিছু আমরা একেবারে শেষ করে দিয়েছি।' শামুয়েল তখন তালুতকে বললেন, 'চুপ কর। গত রাতে মাবুদ আমাকে যা বলেছে তা আমি তোমাকে বলি।' তালুত বললেন, 'বলুন'। শামুয়েল বললেন, 'একদিন তুমি নিজের চোখে খুবই সামান্য ছিলে, কিন্তু তবুও কি তুমি বনি-ইসরাইলদের সমস্ত গোষ্ঠীর মাথা হও নি? মাবুদই তোমাকে ইসরাইল দেশের উপরে বাদশাহ হিসাবে অভিষেক করেছেন। তিনি তোমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, **'তুমি গিয়ে সেই গুনাহগারদের, অর্থাৎ আমালেকীয়দের একেবারে শেষ করে ফেলবে। তারা একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সংগে যুদ্ধ করবে।'** তুমি মাবুদের হুকুম পালন কর নি কেন? কেন তুমি লুটের জিনিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে এবং মাবুদের চোখে যা খারাপ তা-ই করলে?' (১ শামুয়েল ১৫/১০-১৯)

এখানে শামুয়েল আমালেকীয়দের গণহত্যার নির্দেশটাকে একটা ধর্মীয় রূপ দান করছেন। আমালেকীয়রা যেহেতু গোনাহগার কাজেই তাদের সকলকেই হত্যা করতে হবে! তাদের গোনাহটা কী? প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা বনি-ইসরাইলের সাথে অসদাচরণ করেছিল! আর এজন্য ছেলে, মেয়ে, দুধ-খাওয়া শিশু ও অবলা প্রাণিগুলোও পাপী হয়ে গেল! বাহ্যত তালুত এ ঐশ্বরিক যৌক্তিকতা ভালভাবে বুঝতে পারেন নি। বিশেষ করে প্রাণিগুলোকে মাঠেই হত্যা না করে বেদির উপর ঈশ্বরের জন্য হত্যা করে পুড়িয়ে ফেললে যে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন হয় তা তিনি বুঝতে পারেননি। এজন্যই তিনি দাবি করেন যে, তিনি ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছেন।

৯. ৪. ২০. ৪. একটা মানুষ হত্যা না করায় ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গলেন?

শামুয়েল যখন শৌলকে অভিষিক্ত করেন তখন ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত জানান যে, অভিষেকের মাধ্যমে তালুত অন্য মানুষ হয়ে যাবেন, তালুত নিজেই নবী হবেন, তালুত নিজের সিদ্ধান্ত মতই কাজ করবেন এবং ঈশ্বর সর্বদা তালুতের সাথেই থাকবেন: "তখন সদাপ্রভুর আত্মা সবলে তোমার উপর আসিবেন, তাহাতে তুমিও তাহাদের সহিত ভাবোক্তি (নুবুওয়তি) প্রচার করিবে (thou shalt prophesy with them), এবং অন্য প্রকার মনুষ্য হইয়া উঠিবে। এই সকল চিহ্ন তোমার প্রতি ঘটিলে পর তোমার হস্ত যাহা করিতে পায় তাহা করিও, কেননা ঈশ্বর তোমার সহবর্তী (thou do as occasion serve thee; for God is with thee)।" (১ শামুয়েল ১০/৬-৭)

এখানে ঈশ্বরের নির্দেশ ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ঈশ্বরের নির্দেশ, তালুতের মন যা করতে বলে তাই করবেন; কারণ ঈশ্বরের আত্মাই তাকে দিক নির্দেশনা দেবেন। আর ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি যে, তিনি তালুতের সহবর্তী থাকবেন। ঈশ্বরের আত্মা বা পাক-রূহ প্রাপ্ত তালুত ঈশ্বরের গণহত্যার আদেশ পালনের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি অবাধ্যতার জন্য তা করেননি। ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের লক্ষ্যেই তা করেছিলেন। আর ঈশ্বরের নির্দেশও ছিল তার হস্ত যা পারে তাই করবে। কিন্তু এরপরও ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেলেন! মাত্র একটা মানুষ ও কয়েকটা প্রাণি হত্যা করতে বিলম্ব হওয়ায় ঈশ্বর এমন ক্রোধান্বিত হলেন যে, তিনি চিরতরে তালুতকে পরিত্যাগ করলেন!

৯. ৪. ২০. ৫. তালুতের ওযরখাহি অগ্রাহ্য হল

উপরে আমরা দেখলাম যে, তালুতের অন্যায়টা ছিল একেবারেই অনিচ্ছাকৃত। তিনি অন্তর থেকেই বিশ্বাস করছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের আদেশ পূর্ণরূপে পালন করেছেন। রাজাকে বাঁচিয়ে রাখা বা পোড়ানো-কোরবানির জন্য কিছু পশু বাঁচিয়ে রাখা ঈশ্বরের আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক বলে তিনি মোটেও কল্পনা করেননি। এজন্যই শুরু থেকে তিনি দাবি করছেন যে, তিনি ঈশ্বরের আদেশ পূর্ণ পালন করেছেন। তিনি তার ওযর আরো ব্যাখ্যা করলেন। "তালুত বললেন, **'কিন্তু আমি তো মাবুদের হুকুম পালন করেছি। আমি আমালেকীয়দের একেবারে শেষ করে দিয়েছি এবং তাদের বাদশাহ অগাগকে ধরে নিয়ে**

এসেছি। তবে ধ্বংসের জন্য ঠিক করে রাখা জিনিস থেকে সৈন্যরা কতগুলো ভাল ভাল ভেড়া ও গরু এনেছে, যাতে গিলগলে আপনার মাবুদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেগুলো তারা কোরবানী করতে পারে।'

তখন শামুয়েল বললেন, '**মাবুদের হুকুম পালন করলে তিনি যত খুশী হন, পোড়ানো ও পশু কোরবানী কি তিনি তত খুশী হন? পশু কোরবানীর চেয়ে তাঁর হুকুম পালন করা আর ভেড়ার চর্বির চেয়ে তাঁর কথার বাধ্য হওয়া অনেক ভাল। বিদ্রোহ করা আর গোণাপড়ার কাজ করা একই গুনাহ; অবাধ্যতা আর প্রতিমাপূজা একই অন্যায়।** তুমি মাবুদের হুকুম অগ্রাহ্য করেছ তাই তিনিও তোমাকে বাদশাহ হিসাবে অগ্রাহ্য করেছেন।" (১ শামুয়েল ১৫/২০-২৩)

আমরা দেখছি যে, তালুতের ভুলটা ছিল একান্তই অনিচ্ছাকৃত ও ভুল বুঝার কারণে। এজন্য তিনি বারবারই তার ভুলের জন্য ওযরখাহি করছেন। আমরা বাইবেলে দেখি যে, প্রতিমাপূজা, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুল তো বটেই এমনকি ইচ্ছাকৃত পাপও ঈশ্বর নিজগুণে ক্ষমা করেন। বাইবেল বারবার উল্লেখ করেছে যে, কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে খুন করলে সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে (গণনাপুস্তক/ শুমারী ৩৫/১১-১৫, ২২-২৪; যিহোশূয়/ ইউসা ২০/৩, ৯)। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলক্রমে কাউকে বাঁচিয়ে রাখলে তার শাস্তি ভয়ঙ্কর!

শামুয়েল বলছেন যে, প্রতিমাপূজা ও অবাধ্যতা একই রকমের অপরাধ। কিন্তু বাইবেল তা প্রমাণ করে না। বাইবেল প্রমাণ করে যে, প্রতিমাপূজা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, নিজের কন্যার সাথে ব্যভিচার, নিজের বোনকে ধর্ষণ, পিতার স্ত্রীদেরকে ধর্ষণ, অকারণ মানুষ খুন এবং অন্যান্য অবাধ্যতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ। পক্ষান্তরে হত্যার আদেশ পালনে সামান্যতম অনিচ্ছাকৃত 'অবাধ্যতা'ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আর এজন্যই কোনো ওজরখাহিই ঈশ্বর গ্রহণ করলেন না।

৯. ৪. ২০. ৬. তালুতের পাপ-স্বীকার ও তাওবা অগ্রাহ্য হল

সর্বশেষ তালুত নিজের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন ও তাওবা করলেন। কিন্তু কিছু পশু ও একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার অপরাধ এত ভয়ংকর ছিল যে, কোনো তাওবা ও ক্রন্দনই ঈশ্বরের মন গলাতে পারল না।

"তালুত তখন শামুয়েলকে বললেন, 'আমি গুনাহ করেছি। মাবুদের হুকুম আর আপনার নির্দেশ আমি সত্যিই অমান্য করেছি। এখন আমার প্রতি দয়া করে আমার গুনাহ আপনি মাফ করে দিন, আর আমার সংগে চলুন যাতে আমি মাবুদের এবাদত করতে পারি।' কিন্তু শামুয়েল তাকে বললেন, 'আমি তোমার সংগে যাব না। তুমি মাবুদের হুকুম অগ্রাহ্য করেছ তাই মাবুদও তোমাকে বনি-ইসরাইলদের বাদশাহ হিসাবে অগ্রাহ্য করেছেন।" (১ শামুয়েল ১৫/২৪-২৬)

৯. ৪. ২০. ৭. তালুতের মহাপাপের শাস্তি: দাউদকে অভিষেক

বাইবেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপের জন্য ঈশ্বর তার বংশধরদের শাস্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন। আমরা ইতোপূর্বে অনেক নমুনা দেখেছি। দাউদের ব্যভিচার ও হত্যা, শলোমনের মূর্তিপূজা ও প্রতিমাপূজার ব্যাপক প্রচলন করা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ঈশ্বর বংশধরদের শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু তালুতের বিষয়টা ব্যতিক্রম। নির্বিচার গণহত্যায় সামান্য ত্রুটি করার কারণে ঈশ্বর তালুতকে তাঁর জীবদ্দশাতেই শাস্তি দিলেন এবং তাঁর বংশধরদেরকেও শাস্তি দিলেন। তালুতকে তার অপরাধের কারণে তাৎক্ষণিক তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে দাউদকে অভিষেক করার নির্দেশ দিলেন ঈশ্বর: "পরে মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, 'আমি তালুতকে বনি-ইসরাইলদের বাদশাহ হিসাবে অগ্রাহ্য করেছি, কাজেই তুমি আর কতকাল তার জন্য দুঃখ করবে? এখন তুমি তোমার শিংগায় তেল ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়। আমি তোমাকে বেথেলহেম গ্রামের ইয়াসিরের কাছে পাঠাচ্ছি। আমি তার ছেলেদের মধ্য থেকে আমার নিজের

উদ্দেশ্যে একজনকে বাদশাহ হবার জন্য বেছে রেখেছি।" (১ শামুয়েল ১৬/১) পাঠক ১ শামুয়েল ১৬ অধ্যায় পড়লে দাউদের অভিষেক বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

৯. ৪. ২০. ৮. ঈশ্বর দুষ্ট আত্মা পাঠিয়ে তালুতকে বিপথগামী করলেন

ঈশ্বর এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। বাইবেলের বর্ণনায় জানা যায় যে, তালুত অত্যন্ত বিনয়ী, ঈশ্বর-অনুরক্ত ও ভাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর নিজের পক্ষ থেকে মন্দ আত্মা, অপবিত্র আত্মা বা নাপাক রূহ পাঠিয়ে ইচ্ছার বাইরে তালুতকে বিভিন্ন অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন। আমরা ইতোপূর্বে ঈশ্বর বিষয়ক অশোভনীয়তা প্রসঙ্গে 'বাইবেলীয় ঈশ্বরের মন্দ আত্মা' অনুচ্ছেদে বিষয়টা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, মন্দ আত্মা বা নাপাক রূহের প্রেরণায় বাধ্য হয়ে তালুত দাউদকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা থেকেই ক্রমান্বয়ে তিনি অনেক গণহত্যা করেন এবং নিজেও নির্মমভাবে নিহত হন। ১ শামুয়েল পুস্তকের ১৮ অধ্যায় থেকে ৩১ অধ্যায়, বিশেষত ১৮ ও ৩১ অধ্যায় পড়লে পাঠক বিস্তারিত জানবেন।

৯. ৪. ২০. ৯. একই শাস্তি পেলেন ইসরাইলের রাজা আহাব

ঈশ্বরের নবী, মসীহ ও বাদশাহ তালুত যেমন হত্যা না করার জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তি পেলেন, তেমনি শাস্তি পেয়েছিলেন ইসরাইল রাজ্যের পরবর্তী এক বাদশাহ আহাব। আমরা দেখেছি যে, শলোমনের মৃত্যুর পরে বাইবেলীয় রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত হয়: এহুদা রাজ্য এবং ইসরাইল রাজ্য। ইসরাইল রাজ্যের ৭ম বাদশাহ আহাব (Ahab)। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৮৭০ সালের দিকে রাজা হন এবং বাইশ বছর রাজত্ব করেন। (উইকিপিডিয়া: Ahab প্রবন্ধ)। ইসরাইল ও এহুদা উভয় রাজ্যের অন্যান্য অধিকাংশ বাদশাহের মতই তিনি পরিপূর্ণভাবেই মূর্তিপূজার মধ্যে নিবেদিত ছিলেন। (১ বাদশাহনামা ১৬/২৯-৩৩) এতে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলেও তাকে এজন্য নগদ শাস্তি দেননি। তবে একজন বন্দি রাজাকে হত্যা না করার কারণে তাকে নগদ শাস্তি দিয়েছেন। ১ বাদশাহনামা ১৬ থেকে ২২ অধ্যায় পাঠ করলে পাঠক বাদশাহ আহাবের বিস্তারিত কাহিনী জানতে পারবেন। এখানে শুধু ঐশ্বরিক শাস্তির বিষয় উল্লেখ করছি।

প্রথমত: সিরিয় বাহিনীর উপর আহাবের বিজয় ও সন্ধি

বাদশাহ আহাব একনিষ্ঠ প্রতিমাপূজক ও বাল দেবতার পূজারী হলেও ঈশ্বর তাকে সিরিয়ার বাদশাহ বিনহদদ ও তাঁর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন। "আল্লাহর একজন বান্দা এসে ইসরাইলের বাদশাহকে বললেন, "আল্লাহ এই কথা বলেছেন, 'সিরীয়রা মনে করছে আল্লাহ পাহাড়ের মাবুদ, উপত্যকার মাবুদ নন; সেজন্য আমি বিরাট সৈন্য দলকে তোমার হাতে তুলে দেব, আর এতে তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই আল্লাহ।' যুদ্ধ শুরু হলে বনি-ইসরাইলরা একদিনেই এক লক্ষ সিরীয় পদাতিক সৈন্য হত্যা করল। বাদবাকী সৈন্যরা অফেকে পালিয়ে গেল আর সেখানে তাদের সাতাশ হাজার সৈন্যের উপর দেয়াল ধ্বসে পড়ল। বিনহদদ সেখানে পালিয়ে গিয়ে বাড়ীর ভিতরের একটা কামরায় লুকিয়ে রইলেন। বিনহদদের কর্মচারীরা তাকে বলল, 'দেখুন, আমরা শুনেছি যে, ইসরাইলের বাদশাহরা দয়ালু। চলুন, কোমরে চট পরে আর মাথায় দড়ির বিড়া বেঁধে ইসরাইলের বাদশাহর কাছে যাই। হয়তো তিনি আপনার প্রাণ রক্ষা করবেন।' তাঁরা কোমরে চট পরে ও মাথায় দড়ির বিড়া বেঁধে ইসরাইলের বাদশাহর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার গোলাম বিন্‌হদদ বলছেন যে, 'আপনি যেন দয়া করে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন।' জবাবে বাদশাহ বললেন, 'তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? তিনি আমার ভাই।' সেই লোকেরা এটাকে ভাল লক্ষণ মনে করে তাড়াতাড়ি করে তাঁর কথা ধরে বলল, 'জ্বী, বিন্‌হদদ নিশ্চয় আপনার ভাই।' বাদশাহ বললেন, 'আপনারা গিয়ে তাকে নিয়ে আসুন।' বিনহদদ বের হয়ে আসলে পর আহাব তাকে তাঁর রথে তুলে নিলেন। বিন্‌হদদ বললেন, 'আপনার বাবার কাছ থেকে আমার বাবা যে সব গ্রাম নিয়ে নিয়েছেন আমি সেগুলো আপনাকে ফিরিয়ে দেব। আমার পিতা যেমন

সামেরিয়াতে বাজার বসিয়েছিলেন তেমনি আপনিও দামেস্কের বিভিন্ন জায়গায় বাজার বসাতে পারবেন।' আহাব বললেন, 'একটা সন্ধি করে আপনাকে আমি ছেড়ে দেব।' এই বলে তিনি বিন্‌হদদের সংগে একটা সন্ধি করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।" (১ বাদশাহনামা ২০/২৮-৩৪)

দ্বিতীয়ত: আহাবের অপরাধ ও শাস্তির ঘোষণা

তালুত শত্রু বাদশাহকে হত্যা না করে বাঁচিয়ে বন্দি করে রেখেছিলেন। পরে তাকে হত্যা করেন। কিন্তু প্রথমেই হত্যা না করার কারণে ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিলেন। আর আহাব শত্রু বাদশাহকে হত্যা না করে সন্ধি করে ছেড়ে দিলেন। স্বভাবতই আহাবের অপরাধ আরো বড়। আর এর শাস্তিও ভয়ঙ্কর:

"তারপর সেই নবী রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাদশাহর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি তার মাথার উপর কাপড় বেধে তা চোখের উপর নামিয়ে এনে নিজের পরিচয় গোপন করলেন। বাদশাহ ঐ পথে যাওয়ার সময় সেই নবী তাঁকে ডেকে বললেন, "আপনার গোলাম আমি যুদ্ধের মাঝখানে গিয়েছিলাম। তখন একজন লোক একজন বন্দীকে আমার কাছে এনে বলল, 'এই লোকটাকে পাহারা দিয়ে রাখ। যদি সে হারিয়ে যায় তবে তার প্রাণের বদলে তোমার প্রাণ নেওয়া হবে, আর তা না হলে উনচল্লিশ কেজি রুপা জরিমানা দিতে হবে।' কিন্তু আপনার গোলাম যখন কাজে ব্যস্ত ছিল তখন সে কোথায় চলে গেছে।' তখন ইসরাইলের বাদশাহ্ বললেন, 'ঐ শাস্তিই তোমার হবে। তুমি নিজের মুখেই তা বলেছ।' তখন সেই নবী তাড়াতাড়ি চোখের উপর থেকে মাথার কাপড়টা সরিয়ে ফেললেন আর ইসরাইলের বাদশাহ্ তাকে নবীদের একজন বলে চিনতে পারলেন। সেই নবী বাদশাহকে বললেন, 'মাবুদ এই কথা বলেছেন, 'আমি যাকে ধ্বংসের বদদোয়ার অধীন করেছিলাম তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছ। কাজেই তার প্রাণের বদলে তোমার প্রাণ আর তার লোকদের বদলে তোমার লোকদের প্রাণ যাবে।' এতে ইসরাইলের বাদশাহ মুখ কালো করে ও বিরক্ত হয়ে সামেরিয়ায় তাঁর রাজবাড়ীতে চলে গেল।" (১ বাদশাহনামা ২০/৩৮-৪৩)

তৃতীয়ত: আহাবের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাবাদী আত্মা

১ বাদশাহনামা ২২ অধ্যায় বলছে, আহাবের বিরুদ্ধে ঈশ্বর ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। শুরু হল দুষ্ট আত্মা বা মিথ্যাবাদী আত্মার খেলা। তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে ডেকে বললেন, ষড়যন্ত্র করে আহাবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যেতে পারবে কে? একজন এগিয়ে এলেন এবং তার ষড়যন্ত্র ঈশ্বরের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। ঈশ্বর ষড়যন্ত্রটা অনুমোদন করলে মিথ্যাবাদী আত্মা তা কার্যকর করলেন।

আহাবের নেতৃত্বে বনি-ইসরাইল শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করেন। এ বিষয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ জানার জন্য তিনি নবীদের নিকট পরামর্শ চান। চার শত নবী এক যোগে বলেন যে, যুদ্ধে যাওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। যুদ্ধে গেলে বিজয় সুনিশ্চিত। "কাজেই ইসরাইলের বাদশাহ্ নবীদের ডেকে একত্র করলেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার'শো। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে কি আমি যুদ্ধ করতে যাব, না যাব না?' তারা বলল, 'যান, কারণ দ্বীন-দুনিয়ার মালিক ওটা বাদশাহর হাতে তুলে দেবেন।" (১ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ২২/৫-৬) পরে 'মিকায়' নামক অন্য নবী রাজাকে জানান যে, ঈশ্বর আহাবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মিথ্যাবাদী আত্মা পাঠিয়েছেন।" (১ রাজাবলি/ বাদশাহনামা ২২/১৯-২৩। পুনশ্চ: ২ বংশাবলি/ খান্দাননামা ১৮/৪-৫ ও ২১-২২)

চতুর্থত: মিথ্যাবাদী আত্মার সফলতা ও আহাবের মৃত্যু

"এর পরে ইসরাইলের বাদশাহ্ ও এহুদার বাদশাহ্ যিহোশাফট রামোৎ-গিলিয়দ হামলা করতে গেলেন। আহাব যিহোশাফটকে বললেন, 'আমাকে যাতে লোকেরা চিনতে না পারে সেজন্য আমি অন্য

পোশাক পরে যুদ্ধে যোগ দেব, কিন্তু আপনি আপনার রাজপোশাকই পরে নিন।' এই বলে ইসরাইলের বাদশাহ্ অন্য পোশাক পরে যুদ্ধ করতে গেলেন। সিরিয়ার বাদশাহ্ তাঁর রথগুলোর বত্রিশজন সেনাপতিকে এই হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, 'একমাত্র ইসরাইলের বাদশাহ্ ছাড়া আপনারা ছোট কি বড় আর কারও সংগে যুদ্ধ করবেন না।' রথের সেনাপতিরা যিহোশাফটকে দেখে ভেবেছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই ইসরাইলের বাদশাহ। কাজেই তাঁরা ফিরে তাকে আক্রমণ করতে গেলেন কিন্তু যিহোশাফট চেঁচিয়ে উঠলেন। এতে সেনাপতিরা বুঝলেন যে, তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্ নন সেজন্য তাঁরা আর তার পিছনে তাড়া করলেন না। কিন্তু একজন লোক লক্ষ্য স্থির না করেই তাঁর ধনুকে টান দিয়ে ইসরাইলের বাদশাহ্র বুক ও পেটের বর্মের মাঝামাঝি ফাঁকে আঘাত করে বসল। তখন বাদশাহ্ তাঁর রথ চালককে বললেন, 'রথ ঘুরিয়ে তুমি যুদ্ধের জায়গা থেকে আমাকে বাইরে নিয়ে যাও। আমি আঘাত পেয়েছি।' সারা দিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলল আর বাদশাহ্কে সিরীয়দের মুখোমুখি করে রথের মধ্যে বসিয়ে রাখা হল।

তাঁর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে রথের মেঝের উপর পড়তে লাগল আর বিকালের দিকে তিনি মারা গেলেন। সূর্য ডুবে যাবার সময় সৈন্যদলের মধ্যে এই কথা ঘোষণা করা হল, 'তোমরা প্রত্যেকেই যে যার গ্রামে ও বাড়ীতে ফিরে যাও।' এভাবে ইসরাইলের বাদশাহ্ (আহাব) মারা গেলেন এবং তাঁকে সামেরিয়াতে আনা হল। লোকেরা তাঁকে সেখানেই দাফন করল। সামেরিয়ার পুকুরে তাঁর রথটা ধোয়া হল এবং মাবুদের ঘোষণা অনুসারে কুকুরেরা সেখানে তাঁর রক্ত চেটে খেল আর বেশ্যারা সেই পুকুরে গোসল করল।" (১ বাদশাহনামা ২২/২৯-৩৮)

পঞ্চমত: হত্যার পাপ ক্ষমা হয় তবে বাঁচিয়ে রাখার পাপ ক্ষমার অযোগ্য

বাদশাহ আহাব আরো অনেক ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম মূর্তিপূজা এবং একজন নিরপরাধকে হত্যা করে তার সম্পত্তি দখল করা। ঈশ্বর এজন্য তাঁর শাস্তির ঘোষণা দেন। কিন্তু আহাব অনুতপ্ত হওয়াতে ঈশ্বর সে শাস্তি মওকুফ করেন। কিন্তু যুদ্ধবন্দি রাজাকে হত্যা না করে সন্ধির মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে যে শাস্তি তা মওকুফ হয়নি। বাইবেলের বর্ণনা দেখুন:

"এর পরে যিষ্রিয়েলীয় নাবোতার আংগুর খেত নিয়ে একটা ঘটনা ঘটে গেল। এই আংগুর ক্ষেতটা ছিল যিষ্রিয়েলে সামেরিয়ার বাদশাহ আহাবের রাজবাড়ীর কাছেই। আহাব নাবোৎকে বললেন, 'সবজীর বাগান করবার জন্য তোমার আংগুর ক্ষেতটা আমাকে দিয়ে দাও, কারণ ওটা আমার রাজবাড়ীর কাছেই। এর বদলে আমি তোমাকে আরও ভাল একটা আংগুর ক্ষেত দেব কিংবা যদি চাও তার উচিত মূল্যও তোমাকে দেব।' কিন্তু নাবোৎ বলল, 'আমার বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি যে আমি আপনাকে দিয়ে দিই মাবুদ যেন তা হতে না দেন।' 'আমার বাপ দাদার সম্পত্তি আপনাকে দেব না', যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের এই কথার জন্য আহাব মুখ কালো করে ও বিরক্ত হয়ে বাড়ী চলে গেলেন। তিনি বিছানায় শুয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন, খেতে চাইলেন না। এ দেখে তাঁর স্ত্রী ঈষেবল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন তুমি মন খারাপ করে আছ? কেন খেতে চাইছ না?' জবাবে বাদশাহ তাকে বললেন, 'আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎকে বলেছিলাম তার আংগুর ক্ষেতটা আমার কাছে বিক্রি দিতে কিংবা সে চাইলে তার বদলে তাকে আমি আরেকটা আংগুর ক্ষেতও দিতে চেয়েছিলাম, কিন্ত সে বলল যে, সে তার আংগুর ক্ষেতটা আমাকে দেবে না।'

তখন তাঁর স্ত্রী ঈষেবল তাকে বললেন, 'তুমি না ইসরাইলের বাদশাহ? ওঠো, খাওয়া দাওয়া কর, আনন্দিত হও। যিষ্রিয়েলের নাবোতের আংগুর ক্ষেত আমি তোমাকে দেব।' ঈষেবল তখন আহাবের নাম করে কতগুলো চিঠি লিখে সেগুলোর উপর আহাবের সীলমোহর দিলেন এবং নাবোতের শহরে বাসকারী বৃদ্ধ নেতা ও গণ্যমান্য লোকদের কাছে চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিলেন। সেই চিঠিগুলোতে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনারা রোজা রাখবার কথা ঘোষণা করুন এবং লোকদের মধ্যে নাবোৎকে একটা বিশেষ স্থান দিন।

তার সামনে দুটা আসনে দু'জন খারাপ লোককে বসান। তারা এই বলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিক যে, সে আল্লাহ ও বাদশাহ্র বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলেছে। তারপর তাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করুন। কাজেই নাবোতের শহরে বাসকারী বৃদ্ধ নেতারা ও গণ্যমান্য লোকেরা ঈষেবলের চিঠিতে লেখা নির্দেশ মত কাজ করল। তাঁরা রোজা রাখবার কথা ঘোষণা করে নাবোৎকে লোকদের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দিলেন। তারপর দু'জন খারাপ লোক এসে নাবোতের সামনে বসে লোকদের কাছে তার বিরুদ্ধে এই সাক্ষি দিল যে, সে আল্লাহ ও বাদশাহ্র বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলেছে। তারপর লোকেরা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করল।

এরপর সেই নেতারা ঈষেবলের কাছে খবর পাঠালেন যে, নাবোৎকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে। নাবোৎকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে শুনেই ঈষেবল আহাবকে বললেন, 'যাও যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎ যে আংগুর ক্ষেতটা তোমার কাছে বিক্রি করতে চায়নি তার দখল নাও। সে আর বেঁচে নেই, মরে গেছে।' নাবোৎ মারা গেছে শুনে আহাব নাবোতের আংগুর ক্ষেতের দখল নিতে গেলেন।

তখন তিশবীয় ইলিয়াসের উপর মাবুদের এই কালাম নাযিল হল, 'সামেরিয়াতে ইসরাইলের বাদশাহ আহাবের সংগে দেখা করতে যাও। সে এখন নাবোতের আংগুর ক্ষেতে আছে। সে ওটার দখল নেবার জন্য সেখানে গেছে। তুমি তাকে বল যে, মাবুদ বলেছেন, 'তুমি কি একজন লোককে হত্যা করে তার সম্পত্তি দখল করনি? তারপর তাকে বল যে, মাবুদ বলেছেন, 'কুকুরেরা যেখানে নাবোতের রক্ত চেটে খেয়েছে সেখানে তারা তোমার রক্ত, স্ত্রী, তোমারই রক্ত চেটে খাবে।' ... সে জন্য মাবুদ বলেছেন, 'আমি তোমার উপর বিপদ নিয়ে আসব । তোমাকে আমি একেবারে ধ্বংস করব। গোলাম ও স্বাধীন হোক তোমার বংশের প্রতিটি পুরুষ লোককে আমি শেষ করে দেব। ... এছাড়া ঈষেবলের সম্বন্ধেও আমি বলছি যে, যিষ্রিয়েলের দেয়ালের কাছে কুকুরেরা তাকে খেয়ে ফেলবে। তোমার যে সব লোক শহরে মরবে তাদের খাবে কুকুরে আর যারা মাঠের মধ্যে মরবে তাদের খাবে পাখীতে।' ....

স্ত্রীর উস্কানিতে মাবুদের চোখে যা খারাপ আহাব তাই করবার জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মত আর কেউ এই রকম কাজ করে নি। বনি-ইসরাইলদের সামনে থেকে মাবুদ যে আমোরীয়দের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মত মূর্তিপূজা করে তিনি জঘন্য কাজ করতেন। আহাব মাবুদের কথা শুনে নিজের কাপড় ছিঁড়ে চট পরলেন এবং রোজা রাখলেন। তিনি চট পরেই শুয়ে থাকতেন এবং নম্রভাবে চলাফেরা করতে লাগলেন। তখন মাবুদ তিশবীয় ইলিয়াসকে বললেন, 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ আহাব আমার সামনে নিজেকে কেমন নত করেছে? সে নিজেকে নত করেছে বলে এই বিপদ আমি তাঁর জীবনকালে আনব না, কিন্তু তাঁর ছেলের জীবনকালে তার বংশের উপরে আনব।" (১ বাদশাহনামা ২১/১-২৯)

এখানেও আমরা দেখছি যে, বাইবেলীয় ধার্মিকতায় সকল অপরাধের চেয়ে বড় অপরাধ হত্যা না করা। আহাব মূর্তিপূজা করতেন। এরপর তার স্ত্রী তারই সমর্থনে একজন মানুষকে এভাবে ভয়ঙ্কর প্রতারণার মাধ্যমে খুন করলেন। এর জন্য আহাব এবং তার স্ত্রীর পাশাপাশি তার বংশধরের শাস্তির ঘোষণা দিলেন ঈশ্বর। নম্র হওয়ার কারণে ঈশ্বর আহাবের শাস্তি মূলতই মওকুফ করলেন। যা কিছু শাস্তি হল সবই তার মৃত্যুর পরে: তাঁর মৃতদেহকে শাস্তি দেওয়া হল! পরবর্তীতে 'ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা' প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, আহাবের অপরাধের শাস্তি হিসেবে আহাবের মৃত্যুর পরে তাঁর বংশধর, বন্ধুবান্ধব, ইমাম ও শুভাকাঙ্খীদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একজনের অপরাধে অন্যকে এভাবে হত্যা করার যৌক্তিকতা ও নৈতিকতা আমরা বুঝতে পারি না। তবে কারো জীবদ্দশায় যদি তার সামনে তার আপনজনদের হত্যা করা হয় তবে সে কিছু কষ্ট পায়। আহাবের ক্ষেত্রে সে কষ্টটুকুও ঈশ্বর মাফ করে দিলেন! যুদ্ধবন্দি রাজাকে ছেড়ে দেওয়ার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড তিনি পেলেন। ঈশ্বরই সে মৃত্যুর ব্যবস্থা করলেন। অন্যান্য অপরাধের সকল শাস্তিই ক্ষমা হল।

৯. ৫. যুদ্ধ বাস্তবায়নে বাইবেলীয় আদর্শ

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা যুদ্ধ বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশনা আলোচনা করেছি। বাইবেল থেকে আমরা দেখি যে, বাইবেলীয় নবীরা ও ধার্মিক প্রজারা পরিপূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এ সকল নির্দেশ পালন করেছেন। কখনো কেউ গণহত্যা ও নির্বিচার হত্যার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে ঈশ্বর তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। বাইবেলীয় সকল যুদ্ধই বাইবেলীয় ঈশ্বরের নির্দেশিত ও অনুমোদিত এবং বাইবেল অনুসারীদের জন্য আদর্শ ধার্মিকতা ও মানবতা বলে গণ্য। কারণ:

প্রথমত: ইহুদি ও খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস অনুসারে পবিত্র বাইবেল বনি-ইসরাইলের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ইতিহাস নয়; এটা একটা ধর্মগ্রন্থ, যা ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী। ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা যা রচনা করেছেন। কাজেই এ গ্রন্থে যা বলা হয়েছে সবই ঐশ্বরিক ও ঈশ্বর অনুমোদিত। বাইবেলের মধ্যে কোনো পাপের কথা উল্লেখ করা হলে বলা হয়েছে যে, এগুলো ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল। বনি-ইসরাইলের মূর্তি পূজা ও অন্যান্য অনেক অনাচারের কথা উল্লেখ করে বাইবেল বলেছে যে, এগুলো ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল। কিন্তু যুদ্ধের নামে গণহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, প্রতারণামূলক হত্যা, অযোদ্ধা পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু ও নারী হত্যা, অবলা পশু-প্রাণি হত্যা, শত শত জনপদে অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি কর্মকে বাইবেলে অন্যায় বলে উল্লেখ করা হয়নি। কোথাও এরূপ কর্ম করতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও এগুলোকে ঈশ্বরের মনোনীত জাতির কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঐশ্বরিক অনুমোদন বলে গণ্য।

দ্বিতীয়ত: বাইবেল পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রিয় ও মনোনীত প্রজাদের ভুল, অন্যায় ও পাপের জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তি দিচ্ছেন। বাইবেল নামক পুস্তকটা মূলত ঈশ্বরের প্রজাদের বারবার অবাধ্যতা ও বারবার শাস্তির বিবরণ। মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন, ঈশ্বরের নির্দেশ লঙ্ঘন ইত্যাদি বিভিন্ন পাপের জন্য ঈশ্বর বনি-ইসরাইলের নেতা, রাজা, ইমাম, মাসীহ, নবী ও অন্যান্যদের শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলো আমরা যুদ্ধ নামীয় যেসব গণহত্যার আলোচনা করব সেগুলোর জন্য ঈশ্বর তাঁর প্রিয় জাতিকে কখনো শাস্তি দেননি।

তৃতীয়ত: বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর বহু বার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য অপরাধের কারণে তাঁর প্রিয় মনোনীত প্রজাদের শাস্তি দিলেও এ সকল মহাপাপে লিপ্ত অবস্থাতেই যুদ্ধ ও হত্যার ক্ষেত্রে প্রজাদেরকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করেছেন। এ বিষয়ক কিছু নমুনা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব। একটা নমুনা দেখুন। ইসরাইল রাজ্যের বাদশাহ যিহোয়াশ (Jehoash) সম্পর্কে বাইবেল বলছে: "মাবুদের চোখে যা খারাপ তিনি তা-ই করতেন এবং নবাটের ছেলে ইয়ারাবিম ইসরাইলকে দিয়ে যে সব গুনাহ করিয়েছিলেন যিহোয়াশ তা-ই করতে থাকলেন। তা থেকে ফিরলেন না।" (২ বাদশাহনামা ১৩/১১) কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের মহা-অলৌকিক ক্ষমতাধারী মহা-ভাববাদী বা নবী ইলিশায় বা আল-ইয়াসা শত্রু হত্যায় তার বিজয়ের জন্য অলৌকিক দুআ করলেন এবং ঈশ্বরও তা বাস্তবায়ন করলেন: "তিনি (আল-ইয়াসা/ ইলিশায়) মারা যাওয়ার আগে ইসরাইলের বাদশাহ যিহোয়াশ তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা, আমার পিতা, রথ আর ঘোড়সওয়ারদের মত আপনি ইসরাইলের রক্ষাকারী। সেই সময় আল-ইয়াসা তাঁকে বললেন, 'আপনি তীর-ধনুক নিয়ে আসুন।' তিনি তা আনলে পর আল-ইয়াসা বললেন, 'ধনুক হাতে নিন'। তাতে তিনি তা হাতে নিলেন। পরে আল-ইয়াসা বাদশাহ্‌র হাতের উপর তাঁর হাত রেখে বললেন, 'পূর্ব দিকের জানালাটা খুলে দিন।' তিনি খুললেন। তারপর আল-ইয়াসা বললেন, 'তীর ছুঁড়ুন।' যিহোয়াশ জানালা খুলে তীর ছুঁড়লেন। তখন আল-ইয়াসা ঘোষণা করলেন, 'এটা হল মাবুদের জয়লাভের তীর, সিরিয়ার উপর জয়লাভের তীর। আপনি অফেকে সিরীয়দের হারিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবেন।' তারপর আল-ইয়াসা বললেন, 'আপনি তীরগুলো হাতে নিন।' বাদশাহ সেগুলো হাতে নিলে পর আল-ইয়াসা বললেন, 'মাটিতে আঘাত করুন।' বাদশাহ তিনবার আঘাত করে থামলেন। তখন আল্লাহর বান্দা রাগ

করে বললেন, 'পাঁচ বা ছয়বার মাটিতে আঘাত করা আপনার উচিত ছিল; তাহলে আপনি সিরীয়দের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারতেন। কিন্তু এখন আপনি মাত্র তিনবার তাদের হারিয়ে দিতে পারবেন।" (২ বাদশাহনামা ১৩/১৪-১৯)

এভাবে আমরা দেখছি যে, মূর্তিপূজা, ব্যভিচার ও পাপাচার অব্যাহত থাকার কারণে বিরক্ত হলেও যুদ্ধ ও হত্যার ক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের পাশেই থেকেছেন।

চতুর্থত: পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর নিজেই তাঁর পবিত্র পুস্তকে যুদ্ধের নামে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও আমরা দেখব যে, অধিকাংশ যুদ্ধের সময় বনি-ইসরাইল ঈশ্বরের সাথে পরামর্শ করেই যুদ্ধ করতেন। নবীদের মাধ্যমে বা যোগাযোগ-কোরবানির মাধ্যমে তাঁরা ঈশ্বরের নিকট থেকে যুদ্ধের অনুমতি ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতেন।

পঞ্চমত: যে সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বর যুদ্ধ অপছন্দ করতেন সে সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজেই তাঁর প্রিয় প্রজাদেরকে নিষেধ করতেন এবং প্রজারা যুদ্ধ বর্জন করতেন। একটা নমুনা দেখুন: "জেরুজালেমে পৌঁছে রহবিয়াম এহুদা ও বিনইয়ামীন-গোষ্ঠীর সমস্ত লোককে যুদ্ধের জন্য জমায়েত করলেন। তাতে এক লক্ষ আশি হাজার সৈন্য হল। এটা করা হল যাতে ইসরাইলীয়দের সংগে যুদ্ধ করে রাজ্যটা আবার সোলায়মানের ছেলে রহবিয়ামের হাতে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু আল্লাহর বান্দা শময়িয়ের উপর আল্লাহর এই কালাম নাজেল হল, 'তুমি এহুদার বাদশাহ সোলায়মানের ছেলে রহবিয়ামকে, এহুদা ও বিনইয়ামীন-গোষ্ঠীর সমস্ত লোককে এবং বাকী সব লোকদের বল যে, মাবুদ বলছেন, তারা যেন নিজের ভাই বনি-ইসরাইলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে না যায়। তারা প্রত্যেকে যেন বাড়ি ফিরে যায়, কারণ এটা মাবুদেরই কাজ।' কাজেই তারা মাবুদের কথা মেনে নিয়ে মাবুদের হুকুম মত বাড়ি ফিরে গেল।" (১ বাদশাহনামা ১২/২১-২৪)

এ থেকে জানা যায় যে, নিম্নে আলোচিত সকল যুদ্ধই ঈশ্বর অনুমোদিত; ঈশ্বর এগুলো নিষেধ করেননি; বরং পবিত্র পুস্তকে চিরন্তন বিধান হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন।

৯. ৬. মনোনীত প্রজাদের পারস্পরিক যুদ্ধের আদর্শ

বাইবেলীয় যুদ্ধগুলো আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি: (ক) বাইবেল অনুসারীদের বা ঈশ্বরের মনোনীত প্রজা বনি-ইসরাইলদের পরস্পর যুদ্ধ এবং (খ) বিধর্মীদের বা পরজাতিদের সাথে বনি-ইসরাইলদের যুদ্ধ। প্রথমে আমরা ঈশ্বরের মনোনীত প্রজাদের পারস্পরিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাইবেলীয় আদর্শ আলোচনা করব।

৯. ৬. ১. মন্দিরে আগুন ধরিয়ে সহস্রাধিক নারী-পুরুষ হত্যা

বাইবেলীয় ঈশ্বরের একজন প্রিয় বীর, বনি-ইসরাইলের শাসনকর্তা ও সাধু গিদিয়োন (Gideon/ Gedeon), যার উপাধি যিরুব্বাল (Jerubbaal)। বাইবেলে তাঁকে মহান নবীদের তালিকায় রাখা হয়েছে (কাজীগণ/ বিচারকর্তৃগণ ৬ থেকে ৮ অধ্যায় এবং ইব্রীয়/ইবরানী ১১/৩২)। তিনি মনঃশি/মানশা (Manasseh) গোষ্ঠীর ছিলেন। (বিচারকর্তৃগণ ৬/১৫) খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা গিদিয়োনকে খ্রিষ্টধর্ম ও ধার্মিকতার 'আদর্শ' হিসেবে গণ্য করেন। এজন্য তাঁরা গিদিয়োনের নামে আন্তর্জাতিক ধর্মপ্রচার সংস্থা স্থাপন করেছেন। পাঠক ইন্টারনেটে 'The Gideon Society' বা 'Gideons International' অনুসন্ধান করলেই বিষয়টা জানতে পারবেন। এ মহান ধার্মিক ও সাধুপুরুষ বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের বিচারকর্তৃগণ বা কাজীগণ পুস্তকের ৬, ৭, ৮ ও ৯ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এ সকল বিবরণ থেকে তাঁর যে মহান আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য আমরা জানতে পারি তা নিম্নরূপ:

(ক) তিনি যুদ্ধের নামে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ হত্যা করেন।

(খ) তিনি বিধর্মী হওয়ার কারণে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেন।

(গ) তাঁকে সহযোগিতা না করার কারণে তিনি অযোদ্ধা জাতিদেরকেও নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করেন এবং হত্যা করেন।

(ঘ) সর্বোপরি, তিনি একজন মহান পুত্র রেখে যান, যে পুত্র পিতার মতই মহা হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন। এখানে এ বিষয়ক বাইবেলীয় বিবরণ দেখুন।

ঈশ্বরের এ প্রিয় সাধু, বীর ও শাসনকর্তার অনেকগুলো স্ত্রী ও ৭১ জন পুত্র সন্তান ছিল। "তাঁর অনেকগুলো স্ত্রী ছিল বলে তাঁর নিজেরই সত্তরজন ছেলে ছিল। শিখিমে তাঁর একজন উপস্ত্রী ছিল। তার ঘরেও তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল। গিদিয়োন তাঁর নাম দিয়েছিলেন আবিমালেক (Abimelech)।" (কাজীগণ ৮/৩০)

গিদিয়োনের মৃত্যুর পর আবিমালেক তার ৭০ ভাইকে হত্যা করে রাজা হয়। এরপর তার নেতৃত্বে বনি-ইসরাইল পরস্পর হত্যাযজ্ঞ চালায়: "যিরুব্বালের ছেলে আবিমালেক শিখিমে তাঁর মামাদের কাছে গিয়ে তাদের এবং তাঁর মায়ের বংশের অন্য সবাইকে বললেন, 'শিখিমের সমস্ত বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করুন কোন্‌টা তাদের পক্ষে ভাল যিরুব্বালের সত্তরজন ছেলে তাদের শাসনকর্তা হবে, নাকি একজন লোক হবে? ভুলে যাবেন না আমি আপনাদেরই রক্ত-মাংস।' আবিমালেকের মামারা শিখিমের লোকদের এইসব কথা বলবার পরে তাদের মধ্যে আবিমালেকের পক্ষে থাকার একট ঝোঁক দেখা গেল। তারা বলল যে, আবিমালেক তাদের আত্মীয়। তারা বাল-বরীতের মন্দির থেকে তাঁকে সত্তর টুকরা রুপা দিল। আবিমালেক তা দিয়ে কতগুলো বাজে দুঃসাহসী লোক ভাড়া করলেন। এরা তাঁর সংগী হল। অফ্রাতে তিনি তাঁর বাবার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সত্তর ভাইদের প্রত্যেককে, অর্থাৎ যিরুব্বালের ছেলেদের প্রত্যেককে একই পাথরের উপর হত্যা করল। কিন্তু যিরুব্বালের সব চেয়ে ছোট ছেলে যোথম লুকিয়ে থেকে বেঁচে গেল। তারপর শিখিম ও বৈৎ-মিল্লোর সমস্ত লোক একত্র হয়ে শিখিমের থামের কাছে এলোন গাছটার পাশে গিয়ে আবিমালেককে বাদশাহ্ করল। আবিমালেক তিন বছর বনি-ইসরাইলদের শাসন করলেন। ...

তারপর আল্লাহ আবিমালেক ও শিখিমের লোকদের মধ্যে একটি খারাপ রুহু পাঠিয়ে দিলেন। তাতে শিখিমের লোকেরা আবিমালেকের সাথে বেঈমানী করল। আল্লাহ এটা করলেন যাতে যিরুব্বালের সত্তরজন ছেলের উপর রক্তপাতের যে অন্যায় করা হয়েছে তার দরুন তাদের ভাই আবিমালেকের উপর এবং তাদের হত্যা করবার কাজে তাঁর ও তাঁর সাহায্যকারী শিখিমের লোকদের উপর প্রতিশোধ নেয়া হয়। শিখিমের লোকেরা আবিমালেকের বিরুদ্ধে পাহাড়ের উপরে কিছু লোক রাখল, আর তারা লুকিয়ে থেকে সেই পথে যারা যেত তাদের লুটপাট করত। কথাটা আবিমালেককে জানানো হল। কাজেই আবিমালেক ও তাঁর সমস্ত সৈন্যদল রাতের বেলায় বের হয়ে চার দলে ভাগ হয়ে শিখিমের কাছে লুকিয়ে রইল। শহর থেকে বেরিয়ে এবদের ছেলে গাল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় আবিমালেক ও তাঁর সৈন্যরা তাদের লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে আসল। ...

তখন গাল শিখিমের লোকদের পরিচালনা করে নিয়ে গিয়ে আবিমালেকের সাথে যুদ্ধ করল। আবিমালেক গালকে তাড়া করলেন, তাতে সে পালিয়ে গেল। পালাবার পথে তার দলের অনেকেই আঘাত পেয়ে শহরের দরজা পর্যন্ত সারা পথে পড়ে রইল। ... পরের দিন শিখিমের লোকেরা বের হয়ে মাঠে যাচ্ছিল, আর সেই খবর আবিমালেককে জানানো হল। তখন আবিমালেক তাঁর লোকদের তিন দলে ভাগ করলেন এবং তারা মাঠে ওত পেতে রইল। শহর থেকে লোকদের বের হয়ে আসতে দেখে তিনি তাদের আক্রমণ করলেন। আবিমালেক ও তাঁর দলের লোকেরা সামনের দিকে ছুটে গিয়ে শহরে ঢুকবার পথে দাঁড়াল। মাঠের মধ্যে যারা ছিল অন্য দু'দল সৈন্য তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করল। সারাদিন ধরে

আক্রমণ চালিয়ে আবিমালেক শহরটা অধিকার করে নিয়ে সেখানকার লোকদের হত্যা করলেন। তারপর শহরটা ধ্বংস করে তার উপর তিনি লবণ ছিটিয়ে দিলেন। এই খবর শুনে শিখিমের কেল্লার লোকেরা এল-বরীৎ দেবতার মন্দিরের ভিতরের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আবিমালেক যখন শুনলেন যে, লোকেরা সেখানে গিয়ে জমায়েত হয়েছে তখন তাঁর লোকদের নিয়ে তিনি সলমোন পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। তিনি কুড়াল নিলেন এবং গাছ থেকে একটি ডাল কেটে নিয়ে কাঁধের উপরে তুললেন। তারপর তিনি তাঁর লোকদের হুকুম দিলেন, 'তোমরা আমাকে যা করতে দেখলে তোমরাও তাড়াতাড়ি তা-ই কর।' কাজেই সকলে গাছ থেকে ডাল কেটে নিয়ে আবিমালেকের পিছনে পিছনে চলল। তারপর তারা সেই ভিতরের ঘরের উপরে সেগুলো জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এতে শিখিমের কেল্লার সমস্ত লোক পুড়ে মারা গেল। সেখানে প্রায় একহাজর পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছিল। এরপর আবিমালেক তেবেসে গিয়ে তা ঘেরাও করে দখল করে নিলেন। শহরের মধ্যে ছিল একটা শক্ত কেল্লা; শহরের সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোক সেখানে পালিয়ে গেল। তারা কেল্লায় ঢুকে সেখানকার দরজা বন্ধ করে ছাদে গিয়ে উঠল। আবিমালেক সেই কেল্লার কাছে গিয়ে সেটা হামলা করলেন; কিন্তু কেল্লাটাতে আগুন লাগাবার জন্য যখন তিনি কেল্লার দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একজন স্ত্রীলোক জাঁতার উপরের পাথরটা আবিমালেকের মাথার উপর ফেলে তাঁর মাথাটা ফাটিয়ে দিল। আবিমালেক তাড়াতাড়ি তাঁর অস্ত্রবহনকারী যুবককে বললেন, 'তোমার তলোয়ার বের করে আমাকে মেরে ফেল যাতে ওরা বলতে না পারে, একজন স্ত্রীলোকের হাতে সে মারা পড়েছে।' কাজেই সেই যুবক তাকে তলোয়ার দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল আর তিনি মারা গেলেন। আবিমালেক মারা গেছে দেখে বনি-ইসরাইলরা বাড়ী ফিরে গেল। সত্তরজন ভাইকে হত্যা করে আবিমালেক তাঁর বাবার প্রতি যে অন্যায় করেছিলেন আল্লাহ এভাবেই তার পাওনা শাস্তি দিলেন। শিখিমের লোকেরা যে সব অন্যায় করেছিল তার পাওনা শাস্তি আল্লাহ তাদেরকেও দিলেন।" (কাজীগণ ৯/১-৫৭)

সুপ্রিয় পাঠক, ঈশ্বরের প্রিয় মনোনীত জাতির এ হত্যাকাণ্ডের বর্বরতা ও অমানবিকতা লক্ষ্য করুন। মাঠে হাজার হাজার মানুষ হত্যায় তৃপ্ত না হয়ে মন্দিরের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণকারীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা। আরো লক্ষণীয় বাইবেলীয় ঈশ্বরের বিচারপদ্ধতি। ৭০ জন ভাই হত্যা করতে যারা আবিমালেককে সাহায্য করেছিল শুধু তাদেরকেই শাস্তি দেননি। বরং অপরাধীদের সাথে নিরপরাধ নারী, পুরুষ, শিশু ও কিশোরের নির্মম হত্যাযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন।

৯. ৬. ২. আফরাহীম গোষ্ঠীর ৪২ হাজার মানুষ হত্যা

আমরা দেখেছি যে, যাকোব বা ইসরাইলের বার ছেলের নামে বনি-ইসরাইলের ১২ গোষ্ঠী। ইউসুফ (আ.) বা যোশেফ গোষ্ঠী তাঁর দু' ছেলের নামে দু'টা গোষ্ঠীতে বিভক্তঃ ইফ্রয়িম বা আফরাহীম (Ephraim) ও মনঃশি বা মানশা (Manasseh)। মিসরের হেলিওপলিস শহরের পৌত্তলিক পুরোহিত পোটিফেরের (Potipherah) মেয়ে আসনতের (Asenath) গর্ভে যোশেফের এ দু' পুত্রের জন্ম (আদিপুস্তক ৪১/৫০-৫২)।

ঈশ্বরের একজন মনোনীত বীর ও শাসনকর্তা যিপ্তহ। তিনি এক বেশ্যার অবৈধ সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গিলিয়দ। পিতার ঔরসে বেশ্যার ঘরে অবৈধ জন্মের কারণে গিলিয়দের ছেলেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। (কাজীগণ ১১/১-২)। তিনি মনশি (Manasseh) গোষ্ঠীর মানুষ। কারো মতে তিনি গাদ (Gad) গোষ্ঠীর ছিলেন।[৬]

বাইবেল বলছে, জারজ সন্তান সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যিপ্তহের ক্ষেত্রে সদাপ্রভু

---

[৬] http://en.wikipedia.org/wiki/Jephthah

এ বিধান ভঙ্গ করেন। তিনি যিপ্তহকে সদাপ্রভুর সমাজের প্রধান ও ঈশ্বরের মনোনীত প্রজা বনি-ইসরাইলের শাসনকর্তা মনোনীত করেন। যিপ্তহ মাবুদের রূহ বা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হন। (কাজীগণ ১১/২৯)। তিনি পবিত্র আত্মার নির্দেশে ও শক্তিতে বনি-ইসরাইলদের শত্রুদের ধ্বংস করেন। রাজা যিপ্তহের এ বিজয়ে আফরাহীম গোষ্ঠী ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তাদের অভিযোগ ছিল, যিপ্তহ কেন যুদ্ধের সময় আফরাহীমদের সাথে নিলেন না!

"পরে আফরাহীম গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সৈন্যদের ডেকে নিয়ে নদী পার হয়ে সাফোনে গেল। সেখানে তারা যিপ্তহকে বলল, 'অম্মোনীয়দের সংগে যুদ্ধ করতে তোমার সংগে যাবার জন্য কেন তুমি আমাদের ডাকনি? আমরা তোমাকে সুদ্ধ তোমার বাড়ী পুড়িয়ে দেব। জবাবে যিপ্তহ বললেন, 'আমি আমার লোকদের নিয়ে অম্মোনীয়দের সংগে ভীষণ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। আমি তোমাদের ডেকেছিলাম, কিন্তু তোমরা তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করনি। আমি যখন দেখলাম তোমরা আমাকে সাহায্য করবে না তখন আমি আমার প্রাণ হাতে করে অম্মোনীয়দের সংগে যুদ্ধ করতে গেলাম আর মাবুদও আমাকে তাদের উপর জয়ী করলেন। এখন কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছ?' যিপ্তহ তখন গিলিয়দের সব লোকদের ডেকে জমায়েত করে নিয়ে আফরাহীমের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, কারণ আফরাহীম গোষ্ঠীর লোকেরা বলেছিল, ওহে গিলিয়দীয়রা, তোমরা তো আফরাহীম ও মানশা গোষ্ঠীর দল ত্যাগ করে আসা লোক।' সেই যুদ্ধে গিলিয়দীয়রা তাদের হারিয়ে দিল। জর্ডান নদীর যে জায়গাগুলো হেঁটে পার হয়ে আফরাহীম এলাকার দিকে যাওয়া যায় সেই জায়গাগুলো গিলিয়দীয়রা দখল করে নিল। আফরাহীম-গোষ্ঠীর বেঁচে থাকা কোন লোক যখন বলত, 'আমাকে পার হতে দাও', তখন গিলিয়দের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কি আফরাহীমীয়?' জবাবে সে যদি বলত 'না', তবে তারা বলত, খুব ভাল, তাহলে বল দেখি, 'শিব্বোলেৎ'। কথাটা ঠিক করে উচ্চারণ করতে না পেরে যদি সে বলত 'ছিব্বোলেৎ' তবে তারা তাকে ধরে জর্ডান নদীর ঐ হেঁটে পার হওয়ার জায়গাতেই হত্যা করত। এভাবে সেই সময় বিয়াল্লিশ হাজার আফরাহীমীয়কে হত্যা করা হয়েছিল। গিলিয়দীয় যিপ্তহ ছয় বছর বনি-ইসরাইলদের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে পর তাঁকে গিলিয়দের একটা গ্রামে দাফন করা হয়।" (কাজীগণ ১২/১-৭)

ঈশ্বরের প্রিয় মনোনীত বান্দাদের মানসিকতা ও বাইবেলীয় যুদ্ধের নৈতিকতা লক্ষণীয়! যুদ্ধের সময় না ডাকার অভিযোগে ঈশ্বরের মনোনীত শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! যুদ্ধের পরে পরাজিত পক্ষের মানুষদের ধরে ধরে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা!! আর এভাবে মাত্র বিয়াল্লিশ হাজার মানুষ হত্যা! এরা সকলেই ঈশ্বরের মনোনীত বান্দা!! ঈশ্বরের মনোনীত বিয়াল্লিশ হাজার মানুষ হত্যার কারণেই কি ঈশ্বর খুশি হয়ে যিপ্তহকে ছয় বছর বনি-ইসরাইলের উপর রাজত্ব করার সুযোগ দিলেন?

৯.৬.৩. বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর কয়েক লক্ষ মানুষকে গণহত্যা

বনি-ইসরাইলের ১২ গোষ্ঠীর একটা বিনইয়ামীন (Benjamin) গোষ্ঠী। এরা ইয়াকুব (আ.) বা ইসরাইলের ছোট ছেলে বিনইয়ামীন (Benjamin)-এর বংশধর। বাইবেলের বর্ণনায় বনি-ইসরাইলের মানুষেরা এ গোষ্ঠীর সকল নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেন। শুধু ৬০০ মানুষ পালিয়ে বাঁচতে পারে। কয়েক মাস পরে পলাতক এ মানুষগুলো ফিরে আসলে তাদের বিবাহ দেওয়ার জন্য বনি-ইসরাইলরা অবশিষ্ট বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেন। বাইবেলীয় এ গল্প থেকে পাঠক বাইবেলের দৃষ্টিতে পাপ, পুণ্য, ধার্মিকতা, যৌক্তিকতা ও মানবতার অনেক বিষয় জানতে পারবেন। এ হত্যাযজ্ঞ পুরোটাই বাইবেলীয় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয়।

৯. ৬. ৩. ১. ঘটনার প্রেক্ষাপট

একজন লেবীয় ইহুদি তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তার উপস্ত্রীকে নিয়ে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে রাত্রি

যাপনের জন্য বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর এলাকায় এক বৃদ্ধের বাড়িতে ওঠেন। "তখন শহরে কয়েকজন দুষ্ট লোক এসে বাড়িটা ঘেরাও করল। তারা দরজায় আঘাত করতে করতে বাড়ীর মালিক অর্থাৎ সেই বুড়ো লোকটিকে বলল, 'যে লোকটি তোমার বাড়িতে এসেছে তাকে বের করে দাও। আমরা তার সংগে জেনা করব।' তখন বাড়ির মালিক তাদেরকে বের হয়ে বলল,"না, না, আমার ভাইয়েরা; মিনতি করি, এমন জঘন্য কাজ তোমরা করো না। ঐ লোকটি আমার মেহমান; এই খারাপ কাজ তোমরা করো না। আমার অবিবাহিত মেয়ে এবং লোকটির উপস্ত্রী এখানে রয়েছে। আমি এখনই তাদের তোমাদের কাছে বের করে আনছি। তোমরা তাদের ইজ্জত নষ্ট কর এবং তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই তাদের প্রতি কর, কিন্তু এই লোকের উপর এই খারাপ কাজ করো না।' তবুও তারা তার কথা শুনতে রাজী হল না।

তখন সেই লোকটি তার উপস্ত্রীকে ধরে বাইরে তাদের কাছে বের করে দিল। তারা সারারাত ধরে জোর করে তার সংগে জেনা করল এবং তার শরীরের উপর অত্যাচার করল। তারপর তারা ভোরের দিকে তাকে ছেড়ে দিল। অন্ধকার যখন কেটে যাচ্ছিল তখন সেই স্ত্রীলোকটি ফিরে গিয়ে তার স্বামী যেখানে ছিল সেই বুড়ো লোকের বাড়ির দরজার সামনে পড়ে গেল। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত সে সেখানেই পড়ে রইল। সকাল বেলায় তার স্বামী উঠে যাত্রা করবার জন্য যখন ঘরের দরজা খুলে বের হল তখন দেখতে পেল যে, তার উপস্ত্রী ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর হাত রেখে পড়ে আছে। সে তাকে বলল, 'ওঠো, চল আমরা যাই', কিন্তু কোন জবাব পেল না। তখন লোকটি তাকে তার গাধার উপর তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল। বাড়ী পৌঁছে সে একটা ছুরি নিয়ে তার হাড় দেখে দেখে তাকে কেটে বার টুকরা করল এবং বনী ইসরাইলদের সমস্ত এলাকায় সেগুলো পাঠিয়ে দিল।" (কাজীগণ ১৯/২২-৩০)

৯. ৬. ৩. ২. উভয় পক্ষের ৬৫ হাজার যোদ্ধা হত্যার ব্যবস্থা করলেন ঈশ্বর

এ ঘটনায় বনি-ইসরাইলরা বিনইয়ামীনদের কাছে অপরাধীদের সমর্পণ ও শাস্তির দাবি করেন। কিন্তু বিনইয়ামীন গোষ্ঠী তাতে রাজি না হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর ২৬ হাজার সৈন্য ও অন্যান্য গোষ্ঠীর চার লক্ষ সৈন্য জমায়েত হয় (কাজীগণ ২০/১-১৭) বনি-ইসরাইল ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ শুরু করে।

"তারা বেথেল গিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে জানতে চাইল বিনইয়ামীনীয়দের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য তাদের মধ্যে কে আগে যাবে? জবাবে মাবুদ জানালেন যে, এহুদা গোষ্ঠী আগে যাবে। পরের দিন সকালে উঠে বনি-ইসরাইলরা গিবিয়ার কাছে ছাউনি ফেলল। তারপর তারা বিনইয়ামীনীয়দের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য বের হয়ে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সাজাল। বিনইয়ামীনীয়রা গিবিয়া থেকে বের হয়ে আসল এবং সেই দিন বাইশ হাজার ইসরাইলীয়কে হত্যা করল। তখন বনি-ইসরাইলরা গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে বলল, আমরা কি আমাদের ভাই বিনইয়ামীনীয়দের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করতে যাব? জবাবে মাবুদ বললেন, "যাও। এতে ইসরাইলীয় সৈন্যরা সাহসে বুক বেঁধে প্রথম দিন যে জায়গায় যুদ্ধ করেছিল আবার সেখানে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হল। দ্বিতীয় দিনে তারা বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর লোকদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল। এইবার বিনইয়ামীনীয়রা তাদের বাঁধা দেবার জন্য গিবিয়া থেকে বের হয়ে এসে আরও আঠারো হাজার ইসরাইলীয়কে হত্যা করল। তারা সবাই ছিল তলোয়ারধারী সৈন্য।

তখন বনি-ইসরাইলদের সমস্ত লোক বেথেল গিয়ে মাবুদের সামনে বসে কাঁদতে লাগল। তারা সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রাখল এবং মাবুদের উদ্দেশ্যে পোড়ানো ও যোগাযোগ-কোরবানী দিল। সেই সময় আল্লাহর শরীয়ত-সিন্দুক বেথেলেই ছিল, আর হারুনের নাতি, অর্থাৎ ইলিয়াসের ছেলে পীনহস তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ইমামের কাজ করতেন। সেজন্য বনি-ইসরাইলরা সেখানে মাবুদের ইচ্ছা জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করতে যাব কি যাব না?' মাবুদ জবাব দিলেন 'যাও, কারণ কালকে আমি তোমাদের হাতে তাদের তুলে দিতে যাচ্ছি।' ......

বনি-ইসরাইলদের বাধা দেবার জন্য বিনইয়ামীনীয়রা বেরিয়ে এসে শহর থেকে দূরে গেল। তারা আগের মতই বনি-ইসরাইলদের হত্যা করতে লাগল। ... প্রায় ত্রিশজন লোক মারা পড়ল। ... মাবুদ সেই দিন বনি-ইসরাইলদের কাছে বিনইয়ামীন গোষ্ঠীকে হার মানালেন এবং তারা পঁচিশ হাজার একশো বিনইয়ামীনীয় লোককে হত্যা করল। তারা সবাই ছিল তলোয়ারধারী সৈন্য। .... অন্যান্য বনি-ইসরাইলরা শহর ও গ্রাম থেকে বের হয়ে এসে সেখানেই তাদের হত্যা করল। তারা বিনইয়ামীনীয়দের তাড়া করে ঘিরে ফেলল এবং গিবিয়ার পূর্ব দিকে তাদের বিশ্রামের জায়গায় তাদের শেষ করে দিল। এতে আঠার হাজার বিনিইয়ামীনীয় মারা পড়ল; তারা সবাই ছিল শক্তিশালী যোদ্ধা।

যখন বাকী বিনইয়ামীনীয়রা ঘুরে মরুভূমির রিম্মোণ পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন বনি-ইসরাইলরা পথের মধ্যেই তাদের পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করল। তার পরেও তারা গিদোম পর্যন্ত বিনইয়ামীনীয়দের তাড়া করে নিয়ে গেল এবং আরও দুই হাজার লোককে হত্যা করল। সেই দিন মোট পঁচিশ হাজার বিনইয়ামীনীয় সৈন্য মারা পড়ল। তারা সবাই ছিল ভাল যোদ্ধা। কিন্তু বিনইয়ামীনীয়দের ছ'শ লোক ঘুরে মরুভূমির রিম্মোণ পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে চার মাস সেখানে রইল।" (কাজীগণ ২০/১৮-৪৭)

৯. ৬. ৩. ৩. অযোদ্ধা পুরুষ, নারী, শিশু ও পশু হত্যা ও শহর পোড়ানো

ঈশ্বরের প্রিয় প্রজারা তাঁদের ভাইদের মধ্য থেকে সৈন্যদেরকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা অযোদ্ধা ভ্রাতা, ভগিনী, ভাবী, ভাতিজা-ভাতিজিদেরকে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলোকেও হত্যা করলেন। উপরন্তু তাঁরা তাঁদের ভাইদের গ্রাম ও শহরগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। "এর মধ্যে বনি-ইসরাইলরা ফিরে বিনইয়ামীনীয়দের বাকী লোকদের সবাইকে হত্যা করল এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে পশু আর অন্যান্য যাদেরকে পেল সবাইকে শেষ করে দিল। তারা যে সব শহর ও গ্রামে গেল তার সবগুলোই আগুন লাগিয়ে দিল।" (কাজীগণ ২০/৪৮)

বনি-ইসরাইলরা কতজন অযোদ্ধা ভাই-ভাবী ও ভাতিজা-ভাতিজী হত্যা করলেন তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে আমরা দেখেছি যে, ইউসুফের (আ) সময়ে তাঁর পিতা ও পুরো পরিবারের ৭০ জন মানুষ মিসরে প্রবেশ করেন। মাত্র ২০০ বছরে ৪ প্রজন্মে তাঁদের সংখ্যা হয় ত্রিশ লক্ষ। মূসা (আ.)-এর সাথে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বনি-ইসরাইল মিসর পরিত্যাগ করেন। অর্থাৎ প্রতি গোষ্ঠীতে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ। মূসা (আ.)-এর প্রায় শতবর্ষ পরে একেক গোষ্ঠীতে ৪/৫ লক্ষ মানুষ থাকার কথা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধে সক্ষম মানুষ বিনইয়ামীনদের মধ্যে আরো অনেক ছিল এবং এ সকল পুরুষসহ বনি-ইসরাইলরা ৪/৫ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিলেন।

ন্যূনতম হিসাবে নিহত অযোদ্ধাদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কম হবে না। কারণ আমরা দেখেছি যে, বনি-ইসরাইলদের একেক জনের কয়েক ডজন স্ত্রী এবং অর্ধশত সন্তান থাকত। যদি ছাব্বিশ হাজার তলোয়ারধারী সৈন্যের প্রত্যেকের জন্য একজন স্ত্রী, দুজন বৃদ্ধ পিতামাতা ও দুজন শিশু-কিশোর অযোদ্ধা সন্তান ধরা হয় তবে প্রত্যেক যোদ্ধার বিপরীতে কমপক্ষে ৫ জন অযোদ্ধা মানুষ হয়। তাহলে ঈশ্বরের প্রিয় প্রজারা কমপক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, মহিলা ও শিশু হত্যা করে। কৃষি ও পশুপালন নির্ভর এ সকল মানুষের প্রতিটা পরিবারের জন্য কমপক্ষে ৪টা গৃহপালিত পশু ধরা হলেও তারা লক্ষাধিক অবলা প্রাণিকে হত্যা করে বলে আমরা নিশ্চিত হই। এ সবই ঘটে ঈশ্বরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায়।

৯.৬.৪. যাবেশ-গিলিয়দের বনি-ইসরাইলদেরকে গণহত্যা

আমরা দেখলাম, বনি-ইসরাইলরা তাদের ভাই বিনইয়ামীনীয়দের নির্মূল করতে এত কঠোর প্রতিজ্ঞবদ্ধ ছিলেন যে, যোদ্ধাদের নির্মূল করার পর অযোদ্ধাদেরও নির্মূল করলেন। পুরো গোষ্ঠীর দু লক্ষাধিক

মানুষের মধ্যে শুধু ছয় শত যোদ্ধা পালিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হলেন। বনি-ইসরাইলরা এদের হত্যা করতে পাগল ছিলেন। তাঁদের হাতে পড়লে অবশ্যই এদের মরতে হত। কিন্তু পালিয়ে বাঁচার পরে তাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে পড়লেন ঘাতক ভাইয়েরা। আর এজন্য এবার তারা বনি-ইসরাইলদের কয়েক হাজার পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকাকে হত্যা করলেন!

ধর্ষকদের শাস্তির জন্য বনি-ইসরাইলের ১১ গোষ্ঠীর যোদ্ধারা মিস্পা (Mizpeh) নামক স্থানে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাদের কোনো মেয়েকে বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ দেবেন না। তাঁরা আরো কসম খেয়েছিলেন যে, বনি-ইসরাইলদের মধ্যে যারা মিস্পাতে মাবুদের সামনে উপস্থিত না হবে তাদের হত্যা করতে হবে। এখন ঈশ্বরের প্রজারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন: (ক) বেঁচে যাওয়া ৬০০ পুরুষকে যদি বিবাহ দেওয়া না যায় তবে বিনইয়ামীন গোষ্ঠী লুপ্ত হয়ে যাবে। (খ) আবার কসম ভেঙ্গে নিজেদের মেয়েদেরকে বিনইয়ামীনীয়দের সাথে বিবাহ দিলে মহাপাপ হবে।

প্রায় দু লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে তাঁরা কাঁদেননি; তবে ৬০০ মানুষের বিবাহ ব্যবস্থার জন্য তাঁরা ঈশ্বরের কাছে কাঁদাকাটি করলেন। তখন ঈশ্বর পাপমুক্ত থেকে বিনইয়ামীন গোষ্ঠীকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার একটাই উপায় বের করে দিলেন: মিস্পাতে যারা উপস্থিত হয়নি তাদেরকে, তাদের স্ত্রীদেরকে, তাদের শিশু-কিশোর বালক-বালিকাদেরকে হত্যা করতে হবে। শুধু তাদের কুমারী মেয়েদের ধরে বেঁচে যাওয়া ৬০০ পুরুষের সাথে জোর করে বিবাহ দিতে হবে। এতে পাপ থেকেও রক্ষা পাওয়া গেল আবার গোষ্ঠীটাও টিকে থাকল!

"বনি-ইসরাইলরা আগে মিস্পাতে কসম খেয়ে বলেছিল যে, তাদের মধ্যে কেউ বিন্‌ইয়ামীন-গোষ্ঠীর কোন লোকের সংগে মেয়ের বিয়ে দেবে না। তাই এবার তারা বেথেলে গিয়ে মাবুদের সামনে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুব জোরে জোরে কেঁদে তাঁর কাছে বলতে লাগল, "হে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ, বনি-ইসরাইলদের মধ্যে কেন এটা ঘটল? কেন আজ বনি-ইসরাইলদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী হারিয়ে গেল? পরের দিন ভোরবেলায় লোকেরা একটা কোরবানগাহ তৈরী করে পোড়ানো আর যোগাযোগ-কোরবানী দিল। মিস্পাতে তারা এই বলে একটা কঠিন কসম খেয়েছিল যে, কেউ যদি মিস্পাতে মাবুদের সামনে উপস্থিত না হয় তবে তাকে নিশ্চয়ই হত্যা করা হবে। ... তারা তাদের ভাই বিনইয়ামীনীয়দের জন্য দুঃখ করে বলল, "ইসরাইলীয়দের মধ্য থেকে আজ একটা গোষ্ঠীকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু যারা রয়ে গেছে কিভাবে আমরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করব? আমরা তো আল্লাহর কসম খেয়েছি যে, আমাদের কোন মেয়েকে তাদের সংগে বিয়ে দেব না।" তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করল, "ইসরাইলীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কি এমন কোন লোক আছে, যে মিস্পাতে মাবুদের সামনে উপস্থিত হয় নি?" তখন তারা জানতে পারল, যাবেশ-গিলিয়দ থেকে কেউই সেখানে যায় নি, কারণ লোক গণনা করার সময় তারা দেখছিল যে, যাবেশ-গিলিয়দের কোন লোকই সেখানে ছিল না। কাজেই তারা তাদের শক্তিশালী যোদ্ধাদের মধ্য থেকে বারো হাজার লোক পাঠিয়ে দিল যেন তারা যাবেশ-গিলিয়দে গিয়ে ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোক সুদ্ধ সেখানকার সব লোকদের হত্যা করে। তারা বলল, 'তোমরা প্রত্যেকটি পুরুষ এবং অবিবাহিত নয় এমন প্রত্যেকটি স্ত্রীলোককে মেরে ফেলবে।' সেই যোদ্ধারা যাবেশ-গিলিয়দের বাসিন্দাদের মধ্যে চারশ যুবতী অবিবাহিতা মেয়ে পেল; তারা সেই মেয়েদের কেনান দেশের শীলোর ছাউনিতে নিয়ে গেল। এরপর সেই জমায়েত হওয়া বনি-ইসরাইলরা রিম্মোন পাহাড়ে লোক পাঠিয়ে বিনইয়ামীনীয়দের সংগে কথা বলল এবং শান্তি ঘোষণা করল। এতে বিনইয়ামীনীয়রা ফিরে আসল। যাবেশ-গিলিয়দের বাঁচিয়ে রাখা মেয়েদের সংগে তাদের বিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু মেয়েরা সংখ্যায় কম পড়ে গেল।"

অবশিষ্ট ২০০ পুরুষের জন্য তারা ভিন্নভাবে কুমারী মেয়ে যোগাড় করলেন। তারা এ দু'শ জনকে বনি-

ইসরাইলের ঈদে আগত ইহুদি কুমারীদের জোর করে ধরে নিয়ে বিয়ে করতে শেখালেন। "তারপর তারা বলল, 'প্রতি বছর শীলোতে মাবুদের উদ্দেশ্যে একটা ঈদ হয়।' ... তারা বিনইয়ামীনীয়দের এই পরামর্শ দিল, 'তোমরা গিয়ে শীলোর আংগুর খেতে লুকিয়ে থাক এবং নজর রাখ। যখন সেখানকার মেয়েরা নাচে যোগ দেবার জন্য বেরিয়ে আসবে তখন তোমরা প্রত্যেক আংগুর ক্ষেত থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে নিয়ে বিনইয়ামীন এলাকায় চলে যাবে। যখন তাদের বাবা কিংবা ভাইয়েরা আমাদের কাছে নালিশ করতে আসবে আমরা তখন তাদের বলব, তোমরা এই সব মেয়েদের দান করে আমাদের পক্ষে তাদের প্রতি দয়া দেখাও। যুদ্ধের সময়ে আমরা তাদের জন্য যথেষ্ট মেয়ে পাইনি। এই ব্যাপারে তোমাদের কোন দোষ নেই, কারণ তোমরা নিজেরা তো তোমাদের মেয়েদের তাদের দাওনি।' কাজেই বিনইয়ামীনীয়রা তাই করল। মেয়েরা যখন নাচছিল তখন তারা প্রত্যেকে বিয়ে করবার জন্য একজন করে মেয়ে ধরে নিয়ে গেল। তারপর তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে গিয়ে শহর ও গ্রামগুলোর ঘর-বাড়ী আবার তৈরী করে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগল।" (কাজীগণ ২১/১-২৩)

সুপ্রিয় পাঠক, পবিত্র বাইবেলের ধার্মিকতা ও নৈতিকতা লক্ষ্য করুন। হত্যা, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ এগুলো কিছুই পাপ নয়; তবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপ! মিস্পাতে মাবুদের নিকট উপস্থিত না হওয়ার জন্য হত্যার প্রতিজ্ঞাও বড় অদ্ভুত ধার্মিকতা। হত্যা কি এতই সহজ পুণ্য! এরপরও বাইবেলীয় ধার্মিকতা ও নৈতিকতায় না হয় মেনে নেওয়া যায় যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা পুণ্যকর্ম। তবে অসহায় নারী ও শিশু হত্যা!! পুরুষদের হত্যা করার পর তাদের বিধবা স্ত্রীদের বাঁচিয়ে রাখাও চলবে না। তাদের মেয়ে ও ছেলে শিশু সন্তানদের হত্যা করতে হবে! অথচ তাদেরই কুমারী মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখাতে প্রতিজ্ঞা নষ্ট হল না। ধার্মিকতার এ নমুনা অনুধাবন ও হজম করা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর!

সবচেয়ে অবাক ধার্মিকতা বিবাহের জন্য কুমারী মেয়ের বাধ্যবাধকতা! এমনকি পুরুষকে হত্যা করে বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করলেও চলবে না। শুধু অবিবাহিত হলেই চলবে না, কুমারী (virgin) হতেই হবে! কুমারিত্ব প্রমাণের পদ্ধতি কী ছিল? আবার জোর করে ধরে ঘরে নিলেই বিয়ে হলে গেল? মেয়েটার মতামত কিছুই নয়?

৯. ৬. ৫. নবী ও মসীহ তালুত কর্তৃক ইমামদের গণহত্যা

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ঈশ্বরের মনোনীত প্রজাদের প্রথম বাদশাহ তালুত ও দ্বিতীয় বাদশাহ দাউদ উভয়েই বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বরের মসীহ ও নবী ছিলেন। তালুত ছিলেন বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর এবং দাউদ ছিলেন এহুদা বা যিহূদা গোষ্ঠীর। তালুত মাসীহত্ব, রাজত্ব ও নবীত্ব লাভের পরেও ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে সর্বাত্মক গণহত্যা না করে একজন মানুষ ও কিছু পশু বাঁচিয়ে রাখার কারণে ঈশ্বর অনুশোচনা ও অনুতাপ করে তালুতকে বাতিল করে দাউদকে মনোনীত করেন। ঈশ্বর স্বয়ং দুষ্ট আত্মা পাঠিয়ে এ দু' মাসীহ, রাজা ও নবীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেন। এ শত্রুতার জের হিসেবে ঈশ্বরের পবিত্র ও মনোনীত প্রজাদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চলে। এক ঘটনায় তালুত বনি-ইসরাইলের ৮৫ ইমামকে হত্যা করেন। এরপর তাদের পরিবারের নারী, পুরুষ, শিশু ও পশু সব কিছু হত্যা করেন।

৯. ৬. ৫. ১. মসীহ দাউদ মিথ্যা বলে প্রতারণা করলেন

তালুতের ভয়ে নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ দাউদ যখন মহা-ইমাম অহীমেলকের নিকট গমন করেন তখন মহা-ইমাম তালুত ও দাউদের শত্রুতার বিষয় জানতেন না। তিনি দাউদকে রাজা তালুতের জামাতা ও প্রধান সেনাপতি হিসেবেই সমাদর করেন। আর দাউদ মিথ্যা কথা বলে তার এ সমাদর সংরক্ষণ করেন। নিম্নের উদ্ধৃতিতে দাউদ যা কিছু বলেছেন সবই ডাহা মিথ্যা কথা। সরলপ্রাণ ইমাম সবই বিশ্বাস করেছেন:

"এরপর দাউদ নোব গ্রামে ইমাম অহীমেলকের কাছে গেলেন। অহীমেলক তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে দাউদের সামনে আসলেন। তিনি দাউদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি একা কেন? কেন আপনার সংগে আর কেউ নেই?' জবাবে দাউদ ইমাম অহীমেলককে বললেন, 'বাদশাহ্ আমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে বলেছেন, তিনি যে কাজের হুকুম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তার কিছুই যেন আর কেউ জানতে না পারে। সেজন্য আমার লোকদের আমি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছি। আপনার কাছে কি আছে? পাঁচখানা রুটি আমাকে দিন, কিংবা যা আছে তাই দিন।' ইমাম জবাবে দাউদকে বললেন, 'আমার কাছে কোন সাধারণ রুটি নেই, তবে পবিত্র রুটি আছে। যদি আপনার লোকেরা কোন স্ত্রীলোকের কাছে না গিয়ে থাকে তাহলে খেতে পারবে।' দাউদ বললেন, 'আমাদের নিয়ম মত আমরা সত্যিই কোন স্ত্রীলোকের কাছে যাইনি। সৈন্যদের নিয়ে আমি যখন কোন সাধারণ কাজে বের হই তখনও আমার সৈন্যরা পাক সাফ থাকে। তবে আজ তারা কত না বেশী পাক সাফ আছে।' কাজেই ইমাম দাউদকে সেই পবিত্র রুটি দিলেন, কারণ সেই রুটি ছাড়া আর অন্য কোন রুটি তাঁর কাছে ছিল না। ঐদিনই সেই রুটি মাবুদের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় গরম রুটি রাখা হয়েছিল। ... দাউদ অহীমেলককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে আপনার কাছে কোন বর্শা বা তলোয়ার নেই? বাদশাহ্র কাজ জরুরী ছিল বলে আমি নিজের তলোয়ার বা অন্য কোন অস্ত্র সংগে আনতে পারিনি।' ইমাম বললেন, 'এলো উপত্যকায় আপনি যে ফিলিস্তিনি জালুতকে মেরে ফেলেছিলেন তার তলোয়ারখানা এখানে আছে। ওটা এফোদের পিছনে কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। ইচ্ছা করলে ওটা আপনি নিতে পারেন। ওটা ছাড়া আর কোন তলোয়ার এখানে নেই।' দাউদ বললেন, 'ওটার মত তলোয়ার আর কোথায় আছে? ওটাই আমাকে দিন'।" (১ শামুয়েল ২১/১-৯)

৯. ৬. ৫. ২. মসীহ তালুত নারী, শিশু, পশু ও ইমামদেরকে হত্যা করলেন

এভাবেই ঈশ্বরের মসীহ দাউদ মিথ্যা বলে প্রতারণা করলেন ঈশ্বরের ইমামকে। ঈশ্বরের আরেক মসীহ এ প্রতারিত ইমাম ও তার লোকদের নির্দয়ভাবে হত্যা করলেন:

"ইদোমীয় দোয়েগ সে সময় তালুতের কর্মচারীদের পাশেই ছিল। সে বলল, "আমি ইয়াসিরের ছেলেকে নোব গ্রামে অহীটূবের ছেলে অহীমেলকের কাছে যেতে দেখেছি। তার সম্বন্ধে মাবুদের ইচ্ছা কি অহীমেলক তা মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তাকে খাবার-দাবার দিয়েছেন আর ফিলিস্তিনি জালুতের তলোয়ারটাও দিয়েছেন।" এই কথা শুনে বাদশাহ্ তালুত অহীটূরের ছেলে ইমাম অহীমেলককে ও তাঁর পিতার বংশের লোকদের অর্থাৎ নোবের সমস্ত ইমামদের ডেকে পাঠাবার জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা সবাই বাদশাহর কাছে আসলেন। তখন তালুত বললেন, 'শোন, অহীটূরের ছেলে।' তিনি বললেন, 'বলুন, মহারাজ।' তালুত তাঁকে বললেন, 'তুমি ও ইয়াসিরের ছেলে কেন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ? সে যাতে আজ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে এবং ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে সেজন্য তুমি তাকে রুটি দিয়েছ, তলোয়ার দিয়েছ আর তার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা কি জিজ্ঞাসা করেছ।' এর জবাবে অহীমেলক বাদশাহকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে আপনার জামাই দাউদের মত বিশ্বস্ত কে? তিনি আপনার দেহরক্ষী সৈন্যদের নেতা এবং আপনার পরিবারেরর মধ্যে একজন সম্মানিত লোক। আমি কি সেই দিনই প্রথমবার তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহর ইচ্ছা কি জিজ্ঞাসা করেছি? কখনও না। মহারাজ, আপনার এই গোলামকে কিংবা তার পিতার বংশের লোকদের কাউকে দোষ দেবেন না। এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার এই গোলাম কিছুই জানে না।'

কিন্তু বাদশাহ বললেন, 'অহীমেলক, তুমি ও তোমার পিতার বংশের লোকদের অবশ্যই মরতে হবে।' তারপর বাদশাহ তাঁর পাশে দাঁড়ানো সৈন্যদের বললেন, 'তোমরা গিয়ে মাবুদের এই সব ইমামদের মেরে ফেল। এরা দাউদের পক্ষে গেছে। এরা জানত যে, দাউদ পালাচ্ছে, তবুও তারা সেই কথা আমাকে জানায়নি।'

কিন্তু বাদশাহর কর্মচারীরা মাবুদের ইমামদের গায়ে হাত তুলতে রাজি হল না। তখন বাদশাহ দোয়েগকে বললেন, 'তবে তুমিই গিয়ে ইমামদের মেরে ফেল।' ইদোমীয় দোয়েগ সেই দিন পঁচাশি জন ইমামকে হত্যা করল। ইমামদের সকলের গায়ে ছিল মসীনার এফোদ। তারপর সে ইমামদের গ্রাম নোবের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে-শিশু, গরু-গাধা-ভেড়া সব শেষ করে দিল। অহীটূরের নাতি, অর্থাৎ অহীমেলকের একটা ছেলে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে দাউদের কাছে পালিয়ে গেলেন। তাঁর নাম ছিল অবিয়াথর।" (১ শামুয়েল ২২/৬-২০)

৯.৬.৬. নাবল ও তার লোকদের গণহত্যায় দাউদের শপথ

নবী শামুয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বরের মসীহ হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পরে দাউদ তালুতের হত্যা প্রচেষ্টা থেকে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। এ সময়ে নাবল নামে একজন ইসরাইলীয়র কাছে তিনি লোক পাঠিয়ে কিছু সহযোগিতা বা 'চাঁদা' দাবি করেন। নাবল চাঁদা দিতে অস্বীকার করে দাউদের বিষয়ে অবজ্ঞাসূচক কথা বলেন। এতে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দাউদ শপথ করেন যে, তিনি নাবল ও তার সকল মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করবেন। এ সময়ে নাবলের স্ত্রী বিপদ অনুধাবন করে অনেক উপহার নিয়ে দাউদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং দাউদের অনেক গুণকীর্তন করেন। এ নারীর গুণকীর্তনে মুগ্ধ হয়ে দাউদ হত্যা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরপরও দাউদের মন থেকে অপমানের জ্বালা ও প্রতিহিংসা দূর হয় না। দশ দিন পরে নাবাল মৃত্যু বরণ করলে দাউদ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। এরপর নাবলের স্ত্রীকে বিবাহ করেন। বাইবেলের বর্ণনা দেখুন:

"তখন মায়োন গ্রামে একজন খুব ধনী লোক ছিল। তার কাজকারবার ছিল কর্মিল গ্রামে। ... লোকটির নাম ছিল নাবল আর তা স্ত্রীর নাম ছিল অবীগল। স্ত্রীলোকটি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামীর ব্যবহার ছিল কর্কশ ও খারাপ। সে ছিল কালুত বংশের লোক। দাউদ সেই মরুভূমিতে থাকতেই খবর পেলেন যে, নাবল তার ভেড়ার লোম ছাটাই করছে। দাউদ তার কাছে দশজন যুবককে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কর্মিলে নাবলের কাছে যাবে এবং আমার হয়ে তাকে সালাম জানাবে এবং বলবে, 'আপনার, আপনার পরিবারের লোকদের এবং আপনার সবকিছুর ভাল হোক। তারপর তাঁকে বলবে যে, আমি এখন শুনতে পেলাম তাঁর ওখানে লোম ছাঁটাইয়ের কাজ চলছে। তাঁর রাখালেরা যত দিন আমাদের সংগে ছিল আমরা তাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করি নি এবং যতদিন তারা কর্মিলে ছিল তাদের কোন কিছু চুরি যায় নি। তাঁর কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করলেই তিনি সেই কথা জানতে পারবেন। কাজেই তিনি যেন আমার এই যুবকদের সুনজরে দেখেন, কারণ তারা তাঁর আনন্দের দিনেই তাঁর কাছে এসেছে। সেজন্য তিনি যাই পারেন তা-ই যেন তাঁর এই গোলামদের ও তাঁর সন্তান দাউদকে দান করেন।' দাউদের লোকেরা গিয়ে দাউদের নাম বলে নাবলকে ঐসব কথা বলে অপেক্ষা করতে লাগল। জবাবে নাবল দাউদের লোকদের বলল, 'কে এই দাউদ? আর ইয়াসিরের ছেলেই বা কে? আজকাল অনেক গোলাম তাদের মালিক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যারা আমার ভেড়ার লোম ছাঁটাই করছে তাদের জন্য আমি যে খাবার ও পানি রেখেছি এবং পশু জবাই করেছি তা নিয়ে কি আমি এমন লোকদের দেব যাদের সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই?'

এই কথা শুনে দাউদের লোকেরা ফিরে গিয়ে সমস্ত কথা দাউদকে জানাল। দাউদ তাঁর লোকদেরকে বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে কোমরে তলোয়ার বেঁধে নাও।' এতে তারা প্রত্যেকে কোমরে তলোয়ার বেঁধে নিল আর দাউদও তাই করলেন। তারপর প্রায় চারশো লোক দাউদের সাথে গেল আর দু'শো লোক রইল মালপত্র পাহারা দেবার জন্য.... দাউদ বলেছিলেন, মিথ্যাই আমি এই লোকটার সবকিছু সেই মরুভূমিতে পাহারা দিয়ে মরেছি, যাতে তার কোন কিছু চুরি না হয়। আমি তার উপকার করেছি, কিন্তু সে তার বদলে আমার অপকার করেছে। আল্লাহ যেমন দাউদের শত্রুদের নিশ্চয়ই ভীষণভাবে শাস্তি দেবেন তেমনি আমিও নিশ্চয়ই কাল সকাল পর্যন্ত নাবলের বাড়ীর একটি পুরুষ লোককেও বাঁচিয়ে রাখব

না।” (১ শামুয়েল ২৫/২-২২)

কিন্তু যখন নাবলের স্ত্রী অনেক হাদিয়া তোহফা দিল এবং দাউদের গুণকীর্তন করল তখন দাউদ সিদ্ধান্ত পাল্টালেন: “দাউদ তখন অবীগলকে বললেন, ‘ইসরাইলীয়দের মাবুদ আল্লাহর প্রশংসা হোক, কারণ তিনি আজ আমার সংগে দেখা করবার জন্য তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন। মোবারক তোমার বিচারবুদ্ধি, মোবারক তুমি, কারণ তুমি আজ আমাকে রক্তপাত করতে আর নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে বাধা দিলে। তোমার ক্ষতি করা থেকে যিনি আমাকে দূরে রেখেছেন সেই বনি-ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহর কসম যে, তুমি যদি তাড়াতাড়ি এসে আমার সাথে দেখা না করতে তাহলে সকাল পর্যন্ত নাবলের বাড়ীর কোন পুরুষ লোক বেঁচে থাকত না।

... এর প্রায় দশদিন পর মাবুদের শাস্তি নাবলের উপর নেমে আসলে সে মারা গেল। নাবলের মৃত্যুর খবর পেয়ে দাউদ বললেন, ‘মাবুদের প্রশংসা হোক। তিনি নাবলের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, কারণ নাবল আমাকে অপমান করেছিল। অন্যায় করা থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন আর নাবলের অন্যায়কে নাবলের উপর ফিরিয়ে দিয়েছেন। পরে দাউদ অবীগলকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন। দাউদের লোকেরা কর্মিলে অবীগলের কাছে গিয়ে বলল, “দাউদ আপনাকে বিয়ে করতে চান, সেজন্য তিনি আপনার কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। এই কথা শুনে অবীগল মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে দাউদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘আমি আপনার বাঁদী; আপনার লোকদের সেবা করবার ও পা ধোয়াবার জন্য প্রস্তুত আছি।’ এই কথা বলে অবীগল তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হলেন এবং গাধায় চড়ে পাঁচজন বাঁদী নিয়ে দাউদের পাঠানো লোকদের সংগে গেলেন। সেখানে গেলে পর দাউদের সংগে তার বিয়ে হল। এর আগে দাউদ যিষ্রিয়েল গ্রামের অহীনোয়মকে বিয়ে করেছিলেন। অহীনোয়ম ও অবীগল দু'জনেই তাঁর স্ত্রী হলেন।” (১ শামুয়েল ২৫ অধ্যায়, বিশেষত: ২৫/৩২-৪৩)

সুপ্রিয় পাঠক, হত্যা কি এতই সহজ বিষয়! সামান্য অপমানের শাস্তি কি এরূপ গণহত্যা? ঈশ্বরের অভিষিক্ত খ্রিষ্ট বা মসীহ দাউদ কি ঈশ্বরের বিধান ও নির্দেশ মত এ হত্যাযজ্ঞের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? তাহলে একজন নারীর প্রশংসা ও উপহারে মজে গিয়ে সে সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন কেন? আবার স্ত্রী লোকটা তাকে অন্যায় থেকে বিরত রেখেছে বলে প্রশংসা করলেন কেন? তিনি কি সচেতন ছিলেন যে এ কর্মটি পাপ? তার পরও তিনি প্রতিহিংসা বশত এরূপ করছিলেন? এটাই কি বাইবেলীয় ধার্মিকতা যে ধার্মিকতার জন্য ঈশ্বর বার বার দাউদের প্রশংসা করেছেন?

৯. ৬. ৭. তালুত-পুত্র ও দাউদ বাহিনীর মধ্যে হত্যাকাণ্ড

তালুতের মৃত্যুর পর খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে এহুদা গোষ্ঠীর মানুষেরা দাউদকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করে। এর বিরুদ্ধে বনি-ইসরাইলের অবশিষ্ট মানুষেরা তালুতের পুত্র ইশবাল বা ঈশ্‌বোশত্‌ (Ishbaal/ Ish-bosheth)-কে রাজা হিসেবে অভিষেক করে। ঈশ্বরের প্রিয় ধার্মিক প্রজারা ক্ষমতার জন্য লড়াই শুরু করেন। ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, প্রথম পুত্র, ঈশ্বরের মসীহ ও ঈশ্বরের নবী দাউদ ঈশ্বরের প্রিয় জাতির ভাইদেরকে হত্যা করে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করতে থাকেন।

“গিবিয়োনের পুকুরের কাছে এই দুই দল সামনাসামনি হল। ... তখন (ঈশবোশতের সেনাপতি) অবনের (দাউদের সেনাপতি) যোয়াবকে বললেন, ‘দু’ দলের কয়েকজন যুবক উঠে আমাদের সামনে যুদ্ধ করুক। যোয়াব বললেন, ‘ভাল, তা-ই হোক।’ বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর ও তালুতের ছেলে ঈশবোশতের পক্ষ থেকে বারোজনকে আর দাউদের পক্ষ থেকে বারোজনকে যুদ্ধ করবার জন্য বেছে নেওয়া হল। তখন দুই দলের লোকেরা প্রত্যেকেই একে অন্যের মাথা ধরে পাঁজরে ছোরা ঢুকিয়ে দিল এবং একসংগে মাটিতে পড়ে মারা গেল। ... সেই দিন এক ভীষণ যুদ্ধ হল আর তাতে অবনের ও ইসরাইলের লোকেরা দাউদের লোকদের কাছে হেরে গেল। .... যোয়াব অবনেরের পিছনে তাড়া করা

বাদ দিয়ে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর লোকদের জমায়েত করলে পর দেখা গেল অসাহেল নেই আর দাউদের ঊনিশজন লোক নেই। তবে যে বিনইয়ামীনীয়রা অবনেরের সংগে ছিল দাউদের লোকেরা তাদের তিনশো ষাটজনকে হত্যা করেছিল। তালুত ও দাউদের সৈন্যদলের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। দাউদ শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন আর তালুতের সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।" (২ শামুয়েল ২/১৩-৩১ ও ৩/১)

এভাবে দাউদ তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করতে থাকেন। প্রথম দু বছর তিনি মূলত শুধু এহুদা গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন। বাকি এগারো গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন ইশবোশত। দু বছর পর ইশবোশতের মৃত্যুর পর অন্যান্য গোষ্ঠীও দাউদকে রাজা হিসেবে মেনে নেন। এর পরেও পাঁচ বছর কেটে যায় ক্ষমতা সুসংহত করতে। "দাউদ যখন বাদশাহ হলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর; তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি হেবরনে থেকে এহুদা দেশের উপরে সাড়ে সাত বছর আর জেরুজালেমে থেকে সমস্ত ইসরাইল ও এহুদার উপরে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।" (২ শামুয়েল ৫/৪-৫)

৯. ৬. ৮. দাউদ-বাহিনী ও দাউদ-পুত্রের বাহিনীর মধ্যে হত্যাযজ্ঞ

এখানে বাইবেল বলছে যে, তেত্রিশ বছর দাউদ সমস্ত বনি-ইসরাইলের উপর রাজত্ব করেছেন। তবে বাস্তবে এ তেত্রিশ বছরের মধ্যেও ক্ষমতার জন্য দাউদ পরিবার আরো হাজার হাজার বনি-ইসরাইলের রক্তপাত করেন। সমস্ত বনি-ইসরাইল দাউদের বিরুদ্ধে তার পুত্র অবশালোমকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করে এবং ইসরাইলী বাহিনীর সাথে দাউদ বাহিনীর যুদ্ধে হাজার হাজার বনি-ইসরাইলের রক্তপাত হয়।

আমরা দেখেছি যে, দাউদের পুত্র অম্মোন তার বৈমাত্রেয় বোন তামরকে ধর্ষণ করেন। দাউদ অম্মোনের কোনো বিচার করেননি। দু'বছর পর তামরের ভাই অবশালোম অম্মোনকে হত্যা করেন। এক পর্যায়ে অবশালোম নিজেই রাজা হন এবং তার পিতা দাউদের স্ত্রীদেরকে সকলের সামনে ধর্ষণ করেন। এ সময়ে বনি-ইসরাইলের অধিকাংশ মানুষ অবশালোমের পক্ষে ছিলেন। ২ শামুয়েল ১৩ অধ্যায় থেকে ১৯ অধ্যায় পর্যন্ত পড়লে পাঠক দেখবেন, পবিত্র বাইবেল মানুষদের মধ্যে যে ধার্মিকতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানসিকতা তৈরি করে তার মধ্যে এবং বাইবেলীয় ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বর-পৌত্রদের ধার্মিকতার মধ্যে আত্মহত্যা, পিতৃহত্যা, গণহত্যা, ষড়যন্ত্র, ও অশালীনতার স্থান কতটুকু। এখানে শুধু একটা যুদ্ধের কথা উল্লেখ করছি:

"বনি-ইসরাইলদের (অবশালোমের বাহিনীর) সংগে যুদ্ধ করবার জন্য (দাউদের) সৈন্যদল বের হয়ে গেল। আফরাহীমের বনে যুদ্ধ হল। সেখানে দাউদের লোকদের কাছে ইসরাইলের সৈন্যদল হেরে গেল। সেই দিন ভীষণ যুদ্ধ হল এবং বিশ হাজার লোক মারা পড়ল। যুদ্ধটা সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল এবং যুদ্ধে যত না লোক মরল তার চেয়ে বেশী মরল বনের মধ্যে।" (২ শামুয়েল ১৮/৬-৮)

সবচেয়ে অবাক বিষয়, দাউদ ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য বিশাল বাহিনী পাঠাচ্ছেন অবশালোম বাহিনীকে হত্যা করতে। কিন্তু তিনি সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, অবশালোমকে হত্যা না করতে: "আমার মুখ চেয়ে তোমরা সেই যুবক অবশালোমের সংগে নরম ব্যবহার কোরো।" (২ শামুয়েল ১৮/৫)

বিরোধী ইসরাইলীয় বাহিনীর হাজার বা লক্ষ মানুষ মরলে দাউদের দুঃখ নেই; তবে সকল সংঘাত ও হত্যাকাণ্ডের গুরু ও দাউদের স্ত্রীদের ধর্ষক দাউদ-পুত্র অবশালোমকে যে কোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রাখতে দাউদের আকুতি বড়ই উৎকট!

এরপর বিরোধী বাহিনীর হাজার হাজার বনি-ইসরাইলের মৃত্যুর সংবাদে দাউদ কষ্ট পেলেন না কিন্তু

বিদ্রোহের নায়ক নিজ পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর! "হায়, আমার ছেলে অবশালোম, আমার ছেলে, আমার ছেলে অবশালোম! তোমার বদলে যদি আমি মরতে পারতাম! হায় অবশালোম, আমার ছেলে, আমার ছেলে!... সেই জয়ের দিনটা সৈন্যদলের কাছে একটা শোকের দিন হয়ে উঠল ... বাদশাহ তাঁর মুখ ঢেকে এই বলে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন, 'হায়, আমার ছেলে অবশালোম! হায়, অবশালোম, আমার ছেলে, আমার ছেলে!" (২ শামুয়েল ১৮/৩৩, ১৯/২-৪)

এটা কি ঈশ্বর-প্রেম? প্রজা-প্রেম? ঈশ্বরের শরীয়ত পালন! প্রজা পালন! ঐশ্বরিক রাজত্ব বা মসীহী রাজত্বের প্রজাপ্রেম? না দ্বিমুখিতা? মুনাফিকী? বাইবেলীয় মসীহ, নবী, রাজা, ইবনুল্লাহ বা ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরের প্রথমপুত্রদের ধার্মিকতা অনুধাবন করা আমাদের জন্য অসম্ভব!

৯. ৬. ৯. এক যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ বনি-ইসরাইলের হত্যাযজ্ঞ

আধুনিক গবেষকরা অনুমান করেন যে, শলোমন খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭১ থেকে ৯৩১ সাল পর্যন্ত ৪০ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র রহবিয়াম (Rehoboam/ Roboam) রাজা হন। তাঁর রাজত্ব গ্রহণের দশ মাসের মধ্যে ইহুদিদের রাজ্য দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এহুদা ও বিনইয়ামীন গোষ্ঠীকে নিয়ে দক্ষিণের ছোট অংশ এহুদা, যিহূদা বা যুডিয়া রাজ্য (Judah)। এ ছোট রাজ্যের রাজা থাকলেন রহবিয়াম। অবশিষ্ট দশ গোষ্ঠীকে নিয়ে উত্তরের ইসরাইল রাজ্য (Israel)। এ রাজ্য শমরীয়া (Samaria) ও আফরাহীম বা ইফ্রমিয় (Ephraim) নামেও পরিচিত। এ রাজ্যের রাজা হলেন যারবিয়াম বা ইয়ারাবিম (Jeroboam)। রহবিয়ম ১৭ বছর এবং ইয়ারাবিম ২২ বছর রাজত্ব করেন। পরবর্তী কয়েকশ বছরের বাইবেলীয় বর্ণনা ঈশ্বরের প্রিয় প্রজাদের মূর্তিপূজা, অনাচার ও পারস্পরিক যুদ্ধের বর্ণনা।

রহবিয়ামের এহুদা রাজ্যের সাথে ইয়ারাবিয়ামের ইসরাইল রাজ্যের যুদ্ধাবস্থা ছিল। তবে ঈশ্বর নিষেধ করার কারণে রহবিয়াম যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন (২ খান্দাননামা ১১/১-৪)। যুদ্ধের পরিবর্তে এহুদা রাজ্যের সংরক্ষণে মনোযোগ দেন এবং মাবুদের ধর্ম পরিত্যাগ করেন। (২ খান্দাননামা ১২ অধ্যায়)।

রহবিয়াম ১৭ বছর (খ্রি. পূ. ৯৩২-৯১৫) রাজত্ব করে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র অবিয় (Abijam/ Abiam/ Abijah/ Abia) এহুদা রাজ্যের রাজা হয়ে তিন বছর রাজত্ব করেন (খ্রি. পূ ৯১৫-৯১২)। রাজত্ব গ্রহণ করেই তিনি ক্ষমতার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাঁর পিতা রহবিয়ামের যুদ্ধ ঈশ্বরের অপছন্দ হওয়ায় তিনি তা নিষেধ করেছিলেন। পক্ষান্তরে অবিয় রাজার যুদ্ধ ঈশ্বরের অনুমোদন ও পছন্দ অনুসারে হওয়ার কারণে তিনি তা নিষেধ করেননি। অবিয়র এহুদা রাজ্যের সাথে ইয়ারাবিম/ যারবিয়ামের ইসরাইল রাজ্যের এক যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ ইসরাইলী যোদ্ধা নিহত হন।

"অবিয় চার লক্ষ বাছাইকৃত যুদ্ধবীরের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করলেন এবং ইয়ারাবিম আট লক্ষ বাছাইকৃত বলবান বীরের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করলেন। ...পরে এহুদার লোকেরা রণনাদ করে উঠলো ... আল্লাহ অবিয়ের ও এহুদার সম্মুখে ইয়ারাবিম ও সমস্ত ইসরাইলকে আঘাত করলেন। তখন বনি-ইসরাইল এহুদার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল এবং আল্লাহ ওদেরকে এহুদার হাতে তুলে দিলেন। আর অবিয় ও তাঁর লোকেরা মহাবিক্রমে ওদেরকে সংহার করলেন; বস্তুত ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়লো।" (২ খান্দাননামা ১৩/৩, ১৫-১৭, কি. মো.-১৩)

এক দিনের যুদ্ধে এক পক্ষেরই ৫ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু! বিশেষভাবে লক্ষণীয় পলায়নপর প্রিয় প্রজা ইসরাইলীয়দের তাদের ভাই এহুদার হাতে তুলে দিতে ঈশ্বরের আগ্রহ এবং পলায়নপর ভাইদের হত্যা করতে ঈশ্বরের প্রিয় ধার্মিক প্রজাদের তৎপরতা!

৯.৬.১০. হত্যাযজ্ঞ ও গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে ফেলা

ইসরাইল রাজ্যের ১৬শ বাদশাহ শল্লুম (Shallum) এবং ১৭শ বাদশাহ মেনাহেম বা মনহেম (Menahem)। শল্লুমকে হত্যা করে মনহেম বাদশাহ হয়ে বনি-ইসরাইলের কয়েকটা শহর আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। তবে তাঁর এ ধ্বংসযজ্ঞের একটা বৈশিষ্ট্য গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পেট চিরে দেওয়া: "পরে মনহেম তির্সা থেকে বের হয়ে তিপসহ শহর এবং সেখানকার সব বাসিন্দা ও তার আশেপাশের এলাকার সবাইকে আক্রমণ করলেন (ধ্বংস ও হত্যা করলেনঃ smote/ killed), কারণ তারা তাদের শহর-দরজা খুলে দিতে রাজী হয় নি। সেজন্য তিনি তিপ্‌সহ ধ্বংস করলেন এবং সমস্ত গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পেট চিরে দিলেন।" (২ বাদশাহনামা ১৫/১৬)

সুপ্রিয় পাঠক, বাইবেলের মধ্যে, বিশেষ করে ১ ও ২ শামুয়েল, ১ ও ২ রাজাবলি এবং ১ ও ২ বংশাবলির মধ্যে এ জাতীয় হত্যা, গণহত্যা ও যুদ্ধের আরো অনেক নমুনা দেখবেন। সকল ক্ষেত্রেই কল্পনাতীত নির্মমতা, অকারণ হত্যা, গণহত্যা ও মৃতদেহের প্রতি অবমাননা লক্ষণীয়। আমরা ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা প্রসঙ্গে আরো কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করব বলে আশা করছি।

৯.৭. অন্যান্য জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদর্শ

যুদ্ধ বিষয়ক ঐশ্বরিক নির্দেশাবলি পালনে বাইবেলীয় নবী, রাজা ও প্রজাদেরর আদর্শ আচরণ আলোচনার শুরুতে আমরা ঈশ্বরের মনোনীত প্রজাদেরর আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কিছু নমুনা আলোচনা করেছি। এটা বাইবেলীয় যুদ্ধের ক্ষুদ্র একটা অংশ। এবার আমরা বিধর্মী জাতি বা পরজাতির সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাইবেলীয় নবীদের ও ধার্মিক প্রজাদের আচরণ ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করতে চাই।

৯. ৭. ১. ইসরাইল ও তাঁর পুত্রদের গণহত্যা ও লুটতরাজ

বাইবেলের বিবরণ অনুসারে ইসরাইল বা যাকোব (ইয়াকুব আ.) তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার শিখিম (Shechem) শহরে এসে বাস করতে শুরু করলেন। এ সময়ে তাঁর মেয়ে দীণাকে তথাকার এক যুবক হরণ করে এবং ভ্রষ্ট করে। যুবক দীণাকে বিবাহের প্রস্তাব করলে যাকোব ও তাঁর পুত্ররা প্রতারণাপূর্বক উক্ত শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করেন এবং সকল নারী, শিশু, পশু ও দ্রব্যাদি লুট করেন:

"আর লেয়ার কন্যা দীণা, যাকে তিনি ইয়াকুবের জন্য প্রসব করেছিলেন, সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেল। আর হিব্বীয় হমোর নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম তাকে দেখতে পেল এবং তাকে অপহরণ করে, তার সঙ্গে শয়ন করে তার ইজ্জত নষ্ট করলো। আর ইয়াকুবের কন্যা দীণার প্রতি শিখিম অনুরক্ত হওয়াতে তাকে মহব্বত করলো ও মিষ্ট কথা বললো। পরে শিখিম তাঁর পিতা হমোরকে বললো, তুমি আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য এই কন্যাকে গ্রহণ কর। ... পরে শিখিমের পিতা হমোর ইয়াকুবের সঙ্গে কতাবার্তা বলার জন্য আসল।

... ইয়াকুবের পুত্ররা ছলপূবর্ক আলাপ করে শিখিমকে ও তার পিতা হমোরকে উত্তর দিল; তারা তাদেরকে বললো, খৎনা করানো হয় নি এমন লোককে যে আমাদের বোন দিই, এমন কাজ আমরা করতে পারি না; করলে আমাদের দুর্নাম হবে। কেবল এই কাজ করলে আমরা তোমাদের কথায় সম্মত হবো; আমাদের মত তোমরা প্রত্যেক পুরুষের যদি খৎনা করাও ... তখন হমোর ও তার পুত্র শিখিমের কথায় ... তার নগর-দ্বার দিয়ে যে সকল পুরুষ বাইরে যেত তাদের খৎনা করানো হল। .... পরে তৃতীয় দিনে যখন তারা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল দীণার সহোদর শিমিয়োন ও লেবি, ইয়াকুবের এই দুই পুত্র নিজ নিজ তলোয়ার নিয়ে নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করে সমস্ত পুরুষকে হত্যা করলো । তারা হমোর ও তার পুত্র শিখিমকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে শিখিমের বাড়ি থেকে দীণাকে নিয়ে চলে এলো।

ওরা তাদের বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছিল, এজন্য ইয়াকুবের পুত্ররা নিহত লোকদের কাছে গিয়ে নগর লুট করলো। তারা ওদের ভেড়া, গরু ও গাধাগুলো এবং নগরস্থ ও ক্ষেতের যাবতীয় দ্রব্য হরণ করলো; আর ওদের শিশু ও স্ত্রীদেরকে বন্দী করে ওদের সমস্ত ধন ও বাড়ির সর্বস্ব লুট করলো।" (পয়দায়েশ ৩৪/১-২৯, কি. মো.-১৩)

ধর্ষণ নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ। তবে এরূপ অপরাধ বাইবেলীয় নবী, ইবনুল্লাহ ও ধার্মিকরা সর্বদায় করে থাকেন। এরপরও যাকোব-পুত্ররা যা করেছেন তা কোনো বিচারেই গণহত্যা ছাড়া কিছুই নয়। তারা দেশের সকল পুরুষকে বধ করলেন, তাদের শিশু ও স্ত্রীদেরকে বন্দি করলেন এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করলেন।

তবে তথ্য বিচারে বাইবেলের এ গল্পটাই ভিত্তিহীন। কারণ, একজন তরুণের বিবাহের আগ্রহ পূরণ করতে একটা শহরের সকল বয়স্ক মানুষ নিজের লিঙ্গাগ্র ছিন্ন করতে রাজি হবেন বলে কল্পনা করা যায় না। যদি তা বাস্তবে ঘটেও তবে শহরের মানুষগুলো যতই অসুস্থ বা পীড়িত হোক, মাত্র দু জন মানুষ পুরো একটা শহরের সকল পুরুষকে হত্যা করে ফেলবে এ কথা কল্পনা করা যায় না। তলোয়ার দিয়ে একটা শহরের প্রতিটা বাড়িতে যেয়ে পুরুষদের হত্যা করতে কত সময় লাগে? ততক্ষণ অন্যান্য নারী ও পুরুষেরা কি শুয়ে শুয়ে কোরবানী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন? প্রতিরোধ করতে না পারলেও পালানোর কথা কি তাদের মনে উদয় হয়নি?

৯. ৭. ২. মোশির নেতৃত্বে মাদিয়ানীয়দের নির্বিচার গণহত্যা

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাইবেলের অন্যতম নির্দেশনা পরাজিত জাতির মানুষদের মধ্যে নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। যুদ্ধের পরে পরাজিত জাতির যারা জীবিত থাকবে বা বন্দি হবে তাদেরকে নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা করা, তাদের দেশের পশু-প্রাণিকে হত্যা করা এবং তাদের গ্রাম ও শহরগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ আমরা দেখেছি। বাইবেলের নবীরা নিষ্ঠার সাথে এ নির্দেশ পালন করেছেন। বাইবেল অনুসারীরা বাইবেলের অন্যান্য নির্দেশ পালনে অবহেলা করলেও গণহত্যার নির্দেশগুলো আন্তরিকতার সাথেই পালন করেছেন বলে দেখা যায়। এরূপ একটা গণহত্যা মোশির নেতৃত্বে মাদিয়ানীয়দের গণহত্যা।

৯. ৭. ২. ১. মোশির আশ্রয়স্থল ও শ্বশুরালয়

বাইবেলের বর্ণনায় মিসরীয়কে হত্যার পর মোশি পালিয়ে মাদিয়ানীয়দের মধ্যে আশ্রয় নেন। তিনি চল্লিশ বছর তাদের আশ্রয়ে থাকেন। তিনি তথাকার ইমাম যিথ্রো (Jethro/ Reuel)-এর মেয়ে সফূরা (Zipporah)-কে বিবাহ করেন। (যাত্রা/ হিজরত ২/১১-১৫, ২১) কিন্তু মাদিয়ানীয়দের নির্মূলে বাইবেলীয় ঈশ্বর ও তাঁর মহান ভাববাদীর নির্মমতা ছিল খুবই বেশি।

৯. ৭. ২. ২. গণহত্যার কারণ কসবীর ব্যভিচার!

বাইবেল বলছেঃ কতিপয় মাদিয়ানীয় নারীর কারণে কতিপয় বনি-ইসারইল পুরুষ বিপথগামী হয়েছিল, এজন্য সকল মাদিয়ানীয়কে হত্যা করতেই হবে!

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মোশির নেতৃত্বে যাত্রাপথে বনি-ইসরাইলরা মোয়াবীয়-মাদিয়ানীয় স্ত্রীলোকদের সাথে জেনা শুরু করে এবং তাদের দেবতাদের পূজা করতে শুরু করে। এতে মহামারি দিয়ে ঈশ্বর বনি-ইসরাইলের ২৪ হাজার লোককে হত্যা করেন। এসময়ে মহাযাজক পীনহস একজন ইসরাইলীয় পুরুষ ও তার মাদিয়ানীয় স্ত্রীকে বর্শা দিয়ে হত্যা করেন। এতে মহামারি দূর হয়। পীনহস কর্তৃক নিহত ইসরাইলীয় লোকটার নাম ছিল সিম্রি তার পিতার নাম সালূ (Zimri, the son of Salu) এবং নিহত মাদিয়ানীয় মহিলার নাম ছিল কস্‌বী, তার পিতার নাম সূর (Cozbi, the

daughter of Zur)। (শুমারী/ গণনাপুস্তক ২৫/১-১৪)

পীনহসের এ হত্যায় ঈশ্বর অত্যন্ত খুশি হন এবং দুটো প্রতিক্রিয়া জানান:

(১) পীনহস ও তাঁর বংশধরকে চিরস্থায়ীভাবে তাঁর মহাযাজক পদ প্রদান করেন (শুমারী/ গণনা ২৫/১০-১৩)

(২) মাদিয়ানীয় মহিলার কারণে চিরস্থায়ীভাবে মাদিয়ানীয়দের আঘাত ও হত্যার নির্দেশ দেন: "মাদিয়ানীয়দের তোমরা শত্রু হিসেবে দেখবে এবং তাদের হত্যা করবে, কারণ পিয়োরের দেবতার পূজা এবং কসবীর ব্যাপার নিয়ে কৌশল খাটিয়ে তোমাদের ভুল পথে নিয়ে গিয়ে তারা তোমাদের শত্রু হয়েছে।" (শুমারী ২৫/১৭-১৮)

এখানে বাইবেলীয় লজিক বা যুক্তি খুবই বিস্ময়কর। নারী-পুরুষের বৈধ বা অবৈধ সম্পর্কে উভয়েরই দায়ভার থাকে। আর এরূপ দায় সংশ্লিষ্ট মানুষদের থাকে। অথচ এখানে এ অবৈধ সম্পর্কের মহিলাকেই দায়ী করা হল! অথচ যে কোনো বিচারে এরূপ ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের দায়ভার বেশি থাকে!! এরপরও সংশ্লিষ্ট মহিলা বা অন্য কোনো মানুষ যদি শতভাগ দায়ী হয় তবে তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। তবে এ মহিলার বা সংশ্লিষ্ট আরো কিছু মানুষের অপরাধের কারণে সে যুগের এবং আগত সকল যুগের সকল মাদিয়ানীয় মানুষদের হত্যার ঢালাও নির্দেশ দেওয়া হল!

৯. ৭. ২. ৩. বাউরের পুত্র বালাম

পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, এ গণহত্যার জন্য মোশি আরেকটা কারণ উল্লেখ করেছেন: "পিয়োর পাহাড়ের ঘটনায় এরাই তো বালামের পরামর্শে বনি-ইসরাইলদের মাবুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল" (শুমারী ৩১/১৬)।

পাঠক যদি গণনাপুস্তক ২২, ২৩ ও ২৪ অধ্যায় পাঠ করেন তবে দেখবেন যে, বাউরের পুত্র বালাম ঈশ্বরের একজন পুরোহিত ও নবী ছিলেন। মোশির নেতৃত্বে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বনি-ইসরাইল যখন বৃহত্তর ফিলিস্তিন-সিরিয়ার অনেকগুলো রাজ্য দখল করলেন এবং তথাকার বাসিন্দারে নির্মম গণহত্যার মাধ্যমে নির্মূল করলেন তখন মোয়াববাসীরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। আগ্রাসী বনি-ইসরাইল বাহিনীর সামনে নিজেদের 'সামরিক' দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে তারা 'ঐশ্বরিক' ভাবে 'বদদোআ'র মাধ্যমে বনি-ইসরাইলদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা শুরু করেন।

মোয়াবের রাজা বালাক নবী বালামকে বনি ইসলাইলদের বিরুদ্ধে বদদোআ করতে অনুরোধ করেন। বালাম বলেন, ঈশ্বর আমার মুখ দিয়ে যা বের করবেন তার বাইরে আমি কিছু বলতে পারব না। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বালাম বারবার তাদের জন্য দোয়া করেন। এরপরও যদি বালামের কোনো অপরাধ থাকে তবে তিনিই শাস্তি পাবেন। তার বদদোয়া বা পরামর্শের জন্য কি পুরো একটা জনগোষ্ঠীর নারী, পুরুষ ও শিশু সুদ্ধ সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে?

৯. ৭. ২. ৪. গণহত্যার পুনরাদেশ

বাইবেলের বর্ণনায় যারা ৪০ বছরের জন্য মোশিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাদের কন্যা বিবাহ দিয়েছিলেন তাদেরকে নির্মমভাবে নির্মূল করাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ দায়িত্ব: "মাবুদ মূসাকে বললেন, 'তুমি বনি-ইসরাইলদের পক্ষ থেকে মাদিয়ানীয়দের অন্যায়ের জন্য তাদের পাওনা শাস্তি দাও। তারপর তোমাকে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে হবে। তখন মূসা বনি-ইসরাইলদের বললেন, 'মাদিয়ানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে নাও, যাতে তারা মাবুদের হয়ে মাদিয়ানীয়দের পাওনা শাস্তি দিতে পারে। বনি-ইসরাইলদের

প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে এক হাজার করে লোক নিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও।" (শুমারী ৩১/১-৪)

এ ছিল কিছু বনি-ইসরাইলকে বিপথগামী করার কারণে সকল মাদিয়ানীয়কে শাস্তি দেওয়ার ঐশ্বরিক নির্দেশ ও মূসার দিক নির্দেশনা। এ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, মাদিয়ানীয়রা খুবই নিরীহ বা দুর্বল ছিলেন। কারণ বনি- ইসরাইলের ছয় লক্ষ যোদ্ধা সৈনিকের মধ্য থেকে মাত্র বার হাজার সৈন্য তাদের হত্যার জন্য পাঠানো হল। বাইবেল বলেছে যে, মাদিয়ানীয়দের সকলকে হত্যা করা হলেও বনি-ইসরাইলের একজন সৈন্যও মারা যায় নি (শুমারী ৩১/৪৮-৪৯)। আমরা দেখব যে, এ আক্রমনে কয়েক লক্ষ মাদিয়ানীয়কে হত্যা করা হয়। কিন্তু একজন ইসরাইলীয়ও মরেনি। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মাদিয়ানীয়রা শান্তিপ্রিয় অযোদ্ধা মানুষ ছিলেন। বনি-ইসরাইল কোনো উস্কানি ছাড়াই তাদের গণহত্যা করে।

৯. ৭. ২. ৫. নারী-শিশুদের বাঁচিয়ে রেখে সকল পুরুষ হত্যা

এবার ইসরাইলী যোদ্ধারা কিভাবে এ নির্দেশ পালন করলেন তা দেখি: "মূসাকে দেওয়া মাবুদের হুকুম মতই তারা মাদিয়ানীয়দের সংগে যুদ্ধ করে সমস্ত পুরুষ লোকদের হত্যা করল। ... বনি-ইসরাইলরা বাউরের ছেলে বালামকেও হত্যা করল। তারা মাদিয়ানীয়দের ছেলে-মেয়েদের বন্দী করল আর তাদের সমস্ত গরু, ছাগল ও ভেড়ার পাল এবং জিনিসপত্র লুট করে নিল। মাদিয়ানীয়রা যে সব শহরে বাস করত সেই সব শহরগুলো এবং শহরের বাইরে তাম্বু খাটিয়ে বাস করবার জায়গাগুলো তারা পুড়িয়ে দিল। তারপর তারা মূসা, ইমাম ইলিয়াসর ও সমস্ত বনি-ইসরাইলদের কাছে যাবার জন্য তাদের লুট করা জিনিসপত্র, মানুষ এবং পশুপাল নিয়ে ছাউনির দিকে এগিয়ে চলল।" (শুমারী ৩১/৭-১২)

৯. ৭. ২. ৬. মোশির ক্রোধ ও কুমারী ছাড়া সকল নারী-শিশুকে হত্যা

নারী-শিশুদের বাঁচিয়ে রাখাতে মোশি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। যে দেশের কিছু মানুষের কারণে বনি-ইসরাইলের কিছু ক্ষতি হয়েছিল তাদের বিবাহিত নারী ও অবুঝ শিশুদেরকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না! শুধু কুমারী মেয়েদের 'নিজেদের জন্য' বাঁচাতে হবে! "যে সব সেনাপতি, অর্থাৎ যে সব হাজারপতি ও শতপতি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিলেন মূসা তাদের উপর রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তাহলে সমস্ত স্ত্রীলোকদের বাঁচিয়ে রেখেছ! পিয়োর পাহাড়ের ঘটনায় এরাই তো বালামের পরামর্শে বনি-ইসরাইলদের মাবুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে মাবুদের বান্দাদের মধ্যে মহামারী দেখা দিয়েছিল। এখন তোমরা এই সব ছেলেদের এবং যারা অবিবাহিতা সতী (কুমারী) মেয়ে নয় এমন সব স্ত্রীলোকদের হত্যা কর; কিন্তু যারা অবিবাহিতা সতী (কুমারী) মেয়ে তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ।" (শুমারী ৩১/১৩-১৮)

এভাবেই বাইবেলের ঈশ্বর ও তাঁর ভাববাদী যুদ্ধবন্দি নারীদের মধ্য থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশু ও দুগ্ধদানকারী মাতাসহ সকল শিশু ও নারীকে হত্যার নির্দেশ দিলেন! বাইবেলীয় ঈশ্বর ও নবীদের নিকট 'অবিবাহিত সতী' বা কুমারী মেয়েদের মূল্য খুবই বেশি! তবে দুগ্ধদানকারী মাতা ও শিশুদের হত্যায় কোনো অসুবিধা নেই!!

৯. ৭. ২. ৭. বত্রিশ হাজার কুমারী মেয়ে

ঈশ্বর ও তাঁর ভাববাদীর এ নির্দেশ অনুসারে 'কুমারী' বা 'অবিবাহিত সতী মেয়ে' ছাড়া সকল নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়। অবিবাহিতা মেয়েটা 'সতী' কি 'অসতী' তা নিশ্চিত করার জন্য কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল তা বাইবেল উল্লেখ করেনি। তবে বাইবেল বলছে যে, ৩২ হাজার 'অবিবাহিতা' মেয়ে সতী বা কুমারী ছিলেন বলে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে 'নিজেদের জন্য' বাঁচিয়ে রেখেছিলেন: "সৈন্যদের লুট থেকে যা বাকী রইল তা হল ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ভেড়া ও ছাগল,

বাহাত্তর হাজার গরু, একষট্টি হাজার গাধা এবং বত্রিশ হাজার অবিবাহিত সতী (কুমারী) মেয়ে।" (শুমারী ৩১/৩২-৩৫)

সুপ্রিয় পাঠক, তৎকালীন সমাজে ছোট বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। এজন্য অবিবাহিত কুমারী মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকত। প্রশ্ন হল, মাদিয়ানীয়দের যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে কুমারীর সংখ্যাই যদি হয় ৩২ হাজার তবে যুদ্ধবন্দি বিবাহিত, বিধবা ও বৃদ্ধা নারীদের সংখ্যা কত ছিল? নিঃসন্দেহে লক্ষাধিক! প্রত্যেক বিবাহিত নারীর জন্য একটা শিশু-কিশোর সন্তান ধরলে নিহত শিশু কিশোরদের সংখ্যাও ছিল লক্ষাধিক। এদের সকলকেই ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। প্রায় দু' লক্ষ নারী ও শিশু কোরবানি! আর যুদ্ধবন্দি শিশু ও নারীর সংখ্যা যদি দু'লক্ষ হয় তবে অবিবাহিত যুবক ও বিবাহিত পুরুষ মিলিয়ে নিহত পুরুষদের সংখ্যাও লাখ দুয়েক ছিল। এভাবে আমরা দেখছি যে, ১২ হাজার বনি-ইসরাইল মাদিয়ানীয়দের উপর আক্রমণ করে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ হত্যা করল। তাদের মধ্যে নিরস্ত্র নিরীহ প্রায় দু' লক্ষ নারী ও শিশু যুদ্ধবন্দি!

কেন ঘটল এ মহা হত্যাযজ্ঞ? মাদিয়ানীয়রা কি আক্রমণ করেছিল বনি-ইসরাইলদের? যুদ্ধের হুমকি বা উস্কানি দিয়েছিল? বাইবেল বলছে, এ জাতীয় কোনো কিছুই ঘটে নি। শুধু তাদের কতিপয় মানুষের কারণে বনি-ইসরাইলের কিছু ক্ষতি হয়েছিল। আর এর শাস্তি হিসেবে ৪ লাখ নিরপরাধ এবং বাহ্যত নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হল!

৯. ৭. ২. ৮. ঈশ্বরের পুরোহিতদের জন্য বরাদ্দকৃত কুমারী মেয়েরা

যুদ্ধবন্দি বত্রিশ হাজার কুমারীকে 'ভোগ' করলেন ঈশ্বরের প্রজারা। তবে ঈশ্বরের পুরোহিত, যাজক বা ইমামরা বঞ্চিত হলেন না: "বনি-ইসরাইলরা যে অর্ধেক ভাগ পেল তার মধ্য থেকে মূসা প্রতি পঞ্চাশজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে থেকে একজন করে এবং প্রতি পঞ্চাশটা পশু থেকে একটা করে নিয়ে মাবুদের হুকুম মত লেবীয়দের দিলেন, যাদের উপর মাবুদের আবাস-তাম্বু দেখাশোনার ভার ছিল।" (শুমারী ৩১/৪৭)

৯. ৭. ২. ৯. ঈশ্বরের জন্য বরাদ্দকৃত কুমারী মেয়েরা

ঈশ্বরের প্রিয় প্রজারা ঈশ্বরকেও বঞ্চিত করলেন না। ঈশ্বরের একার জন্যই বরাদ্দ করা হল বত্রিশ জন কুমারীকে "এগুলোর মধ্য থেকে মাবুদের পাওনা খাজনা হল ছ'শো পঁচাত্তরটা ভেড়া ও ছাগল, ছত্রিশ হাজার গরু, ত্রিশ হাজার পাঁচশো গাধা এবং বত্রিশ জন অবিবাহিতা সতী মেয়ে।" (শুমারী/ গণনা ৩১/৩৬-৪০)

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, ঈশ্বরের জন্য বরাদ্দকৃত পশুগুলো 'পোড়ানো কুরবানী' করতে হয়; অর্থাৎ জবাই করে বা গলা ছিড়ে মেরে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। পোড়া মাংসের খোশবুতে ঈশ্বর প্রীত হন। তাহলে এ বত্রিশ জন কুমারী মেয়েকেও কি এভাবে 'পোড়ানো-কোরবানী' করা হয়েছিল? তাদের পোড়া মাংস ও চর্বির খোশবুতে কি ঈশ্বর প্রীত হয়েছিলেন?

৯. ৭. ২. ১০. যীশুর পবিত্রতা রক্ষায় এ গণহত্যা ঈশ্বরের প্রেমের প্রকাশ!

পাঠক একে কী বলে গণ্য করবেন? সভ্যতা? ধার্মিকতা? যৌক্তিকতা? বর্বরতা? নির্মমতা? আপনি যাই বলুন না কেন, খ্রিষ্টান প্রচারকরা একে ঐশ্বরিক করুণা ও প্রেমের প্রকাশ বলেই দাবি করছেন! Christian Apologetics & Research Ministry (CARM) এর ওয়েবসাইট এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"Why was God so harsh with those in idolatry? We must understand that God dealt very harshly because it was through the people of Israel that the Messiah would later come. Satan, in his perpetual effort to oppose God, sought to have the people of God fall into false worship and through intermarriage with other people to destroy the messianic line and make not only the promises of God null and void but also destroy means by which the Messiah could be born. If this could be accomplished, then none would have any hope of deliverance from sin. Therefore, we see in the Old Testament God being very harsh and strict according to the Law."

"ঈশ্বর কেন মূর্তিপূজারকদের প্রতি এত কঠোর ছিলেন? আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ঈশ্বর অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এদের সাথে আচরণ করেছেন, কারণ বনি-ইসরাইলের মধ্যেই পরবর্তীকালে মসীহ আসবেন। শয়তান সর্বদাই ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। সে চেয়েছিল যে, ঈশ্বরের প্রজারা যেন মিথ্যা পূজায় লিপ্ত হয় এবং ভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে বিবাহের মাধ্যমে মসীহের বংশধারা নষ্ট করে দেয়। এর মাধ্যমে শয়তান ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিকে বাতিল করবে এবং মাসীহের জন্মের পথটাই সে ধ্বংস করে দেবে। আর এটা ঘটে গেলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আর কারোই কোনো আশা থাকত না। এজন্যই আমরা দেখি যে, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর শরীয়ত অনুসারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কঠোর।"[৭]

খ্রিষ্টান প্রচারকদের এ ব্যাখ্যার মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

(১) মসীহের জন্ম না হলে কোনো মানুষের পাপমুক্তির কোনো আশা-ই থাকত না। ঈশ্বর কোনোভাবেই কোনো মানুষকে মুক্তি দিতে সক্ষম হতেন না।

(২) বনি-ইসরাইল প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হলে এবং অন্য বংশের সাথে বিবাহের মাধ্যমে বনি-ইসরাইলের বংশীয় বিশুদ্ধতা নষ্ট হলে ঈশ্বর আর মসীহকে প্রেরণ করতে পারতেন না। বনি-ইসরাইল মূর্তিপূজা ও ভিন্ন বংশে বিবাহ করলে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হতেন।

(৩) এভাবে নির্মমভাবে মাদিয়ানীয় সকল পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করে শুধু মাদিয়ানীয় কুমারী মেয়েদের সাথে বনি-ইসরাইলের বিবাহ বা ভোগের ব্যবস্থা করে ঈশ্বর বনি-ইসরাইলকে মূর্তিপূজা ও ভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে বিবাহ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন। আর এ মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই এত নিষ্ঠুরতা!

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি কি এ যুক্তিগুলোর সাথে একমত? কেউ যদি এ যুক্তি বা অজুহাতকে মূল গণহত্যার চেয়েও অধিক বর্বর ও অশোভন বলে দাবি করেন তবে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মসীহের জন্মের মাধ্যম ছাড়া মানুষদের ক্ষমা করতে পারেন না? এতই অক্ষম তিনি? বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান স্রষ্টা প্রতিটা মানুষের সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির সাথে তার মমতার সম্পর্ক মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের চেয়েও লক্ষকোটি গুণ বেশি। কোনো মায়ের মমতা, করুণা বা ক্ষমা লাভের জন্য সন্তানের কি কোনো মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয়? স্রষ্টার লক্ষকোটি সৃষ্টির মধ্যে যারা মাসীহের নাম শুনেননি, অথবা শুনলেও তাঁর বিষয়ে সঠিক তথ্য না জানার কারণে বিশ্বাস করতে পারেন নি তারা কেউ মুক্তি পাবেন না? যদি এটা সত্য হয় তবে তা কি ঈশ্বরের করুণা না

[৭] https://carm.org/bible-difficulties/genesis-deuteronomy/why-were-only-virgins-left-alive-among-midianites

নির্মমতা? আমরা দেখব যে, যীশু খ্রিষ্টের দাদীদের একজন 'বেশ্যা রাহব'। কী বিশ্বাসে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন?

(খ) ঈশ্বর কি বনি-ইসরাইলকে শিক্ষা দিয়ে ও প্রয়োজনে শাস্তি দিয়ে তাদের ধার্মিকতা ও বংশীয় বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারতেন না? বনি-ইসরাইলকে মূর্তিপূজা ও অন্য বংশের মেয়ে বিবাহ করা থেকে বিরত রাখতে বনি-ইসরাইলকে শিক্ষা ও শাস্তি দিতে হবে? না অন্য দেশ ও জাতির নিরপরাধ যুদ্ধবন্দি মানুষগুলোকে হত্যা করতে হবে? এ-ই কি বাইবেলীয় ঈশ্বরের বা পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও মমতার প্রকাশ? খ্রিষ্টান প্রচারকদের এ দাবি কি ঈশ্বরের নামে জঘন্য পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ নয়?

(গ) এরূপ নির্মমতা বা বর্বরতার সাথে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দিকে হত্যা না করলে কি বনি-ইসরাইলের কোনো মানুষই পবিত্র থাকত না? বনি-ইসরাইল কি এতই খারাপ জাতি যে, তাদের মধ্যে মসীহ পাঠানোর মত একজন ভাল মানুষও মিলত না?

(ঘ) বনি-ইসরাইলের সকল মানুষ মূর্তিপূজা করলে ও অন্য বংশে বিবাহ করলে ঈশ্বর মসীহকে পাঠাতে অক্ষম হতেন? মসীহের জন্মের জন্য তাঁর বংশধারার সকলের বিশ্বাস ও বংশধারার বিশুদ্ধতা জরুরী? পূর্বপুরুষদের পাপ বা অন্য বংশে বিবাহের কারণে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা দায়ী হবেন? এতে তাদের পবিত্রতা নষ্ট হবে?

(ঙ) বনি-ইসরাইলের ধার্মিকতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য মাদিয়ানীয় কয়েক লক্ষ নারী পুরুষকে জবাই করে এবং ৩২ হাজার কুমারী মেয়েকে ধর্ষণের ব্যবস্থা করে ঈশ্বর কি বনি-ইসরাইলকে পবিত্র রাখতে পেরেছিলেন? বাইবেল পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, এর পরেও বনি-ইসরাইলের মূর্তিপূজা কখনোই থামেনি। যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল, রাজাবলি, বংশাবলি, যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিস্কেল ইত্যাদি পুস্তকগুলো বনি-ইসরাইলের রাজা, নবী, ইমাম ও অন্যান্য সকল মানুষের মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, অনাচার, মাতলামি ইত্যাদি পাপাচারের বিবরণে ভরপুর।

(চ) সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ বর্বরতম নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে কি ঈশ্বর যীশু খ্রিষ্টের বংশধারা ধার্মিক ও বিশুদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন? বাইবেল প্রমাণ করে যে, তিনি তাতে সক্ষম হননি। মসীহের বংশধারায় মূর্তিপূজারী যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন ভিন্ন বংশের অপবিত্র নারীরা। কয়েকটা তথ্য উল্লেখ করছিঃ

৯. ৭. ২. ১১. যীশু বংশের পবিত্রতার কয়েকটা তথ্য

(১) নতুন নিয়মের প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে যীশু খ্রিষ্টের বংশ তালিকায় মূলত পুরুষদেরই নাম লেখা। সামান্য কয়েকজন সৌভাগ্যবান নারীর নাম এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। নতুন নিয়মের মধ্যে প্রথম যে মহিয়সী সৌভাগ্যবান নারীর নামটা স্থান পেয়েছে তিনি 'তামর': "এহুদার ছেলে পেরস ও সেরহ– তাদের মা ছিলেন তামর।" (মথি ১/৩)। এ নারীর বিষয়ে দুটো বিষয় লক্ষণীয়ঃ (১) তিনি বনি-ইসরাইল বংশের ছিলেন না এবং (২) তিনি তাঁর শশুর এহুদার সাথে ব্যভিচারের মাধ্যমে পেরস ও সেরহ নামক দুটো ছেলে লাভ করেন । আর এ ব্যভিচারী মহিলা তামর ও ব্যভিচারী পুরুষ এহুদা এবং ব্যভিচার-জাত যারজ সন্তান পেরস যীশু খ্রিষ্টের পূর্বপুরুষ। (পয়দায়েশ/ আদিপুস্তক ৩৮ অধ্যায়)। যিহূদা/ এহুদা নিজে বেশ্যাগমন করেছেন এবং নিজের পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করেছেন। তিনি কখনো এ পাপ থেকে তাওবা করেননি এবং এ পাপের ঐশ্বরিক শাস্তি ভোগ করেননি। তামর বেশ্যা সেজে শ্বশুরের সাথে ব্যভিচার করেছেন। তিনি কখনো এ পাপ থেকে তাওবা করেননি এবং এ পাপের জন্য নির্ধারিত ঐশ্বরিক শাস্তি গ্রহণ করেননি।

(২) নতুন নিয়মের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় যে মহিয়সী নারীর নাম আমরা দেখতে পাই তিনি 'রাহব':

"সলমোনের ছেলে বোয়াস, তাঁর মা ছিলেন রাহব" (মথি ১/৫)। রাহব ভিন্ন গোষ্ঠীর নারী ও প্রতিমাপূজারী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন পেশাদার পতিতা, বেশ্যা বা যৌনকর্মী (harlot, prostitute, hooker)। যিহোশূয় বা ইউশার নেতৃত্বে বনি-ইসরাইল ফিলিস্তিনের জেরিকো শহরটাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন এবং তথাকার সকল মানুষ ও জীব-জানোয়ার হত্যা করেন। যিহোশূয় জেরিকো শহর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়াব জন্য দুজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। যেহেতু একজন বেশ্যার বাড়িতে যে কোনো পুরুষের প্রবেশের অধিকার থাকে, সেহেতু জেরিকো পৌছে তাঁরা খরিদ্দার হিসেবে বেশ্যা রাহবের বাড়িতে প্রবেশ করেন। বেশ্যা রাহব নিজ দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বনি-ইসরাইলকে তাদের দেশে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সাহায্য করেন। এ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে বনি-ইসরাইলরা রাহব ও তাঁর পিতামাতার পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে। (ইউশা/ যিহোশূয় ২য় ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তথ্য অনুসারে দুজন গুপ্তচরের একজন ছিলেন শলমোন (Salmon), যিনি খরিদ্দার হিসেবে রাহবের নিকট গমন করেছিলেন। পরবর্তীতে শলমোনের ঔরসেই দাউদের দাদা বোয়াসের জন্ম হয় বলে মথি নিশ্চিত করেছেন। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম উভয় নিয়মেই বার বার রাহবকে দেহব্যবসায়িনী, পতিতা বা বেশ্যা (harlot/prostitute) বলে নিশ্চিত করা হয়েছে (যিহোশূয়/ ইউশা ২/১; ৬/১৭; ৬/২২; ৬/২৫; ইব্রীয় ১১/৩১; যাকোব ২/২৫)। হিব্রুতে তার উপাধি (zoonah) জুনাহ বা জিনাকারিণী। গ্রিক বাইবেলে তার উপাধি (porne) 'পর্ন', অর্থাৎ অশ্লীল। এ শব্দ থেকেই ইংরেজি পর্নোগ্রাফি (pornography) শব্দটা গৃহীত। বিস্তারিত জানতে উইকিপিডিয়ায় 'রাহব' (Rahab) প্রবন্ধটি পড়ুন।[৮] এছাড়া বাইবেল গেটওয়ে ওয়েবসাইটে 'All the Women of the Bible – Rahab' প্রবন্ধ পড়ুন।[৯]

বেশ্যা রাহব কখনো নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন অথবা পাপ থেকে তাওবা করেছেন বলে বাইবেলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বাইবেলে কোথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বিশ্বাসের কারণে এবং কোথাও বলা হয়েছে যে, তিনি কর্মের কারণে জোরিকোবাসীর সাথে নিহত হননি। সাধু পল বলেন: "By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace: বিশ্বাসের কারণেই বেশ্যা রাহব অবিশ্বাসীদের সাথে ধ্বংস হলেন না; যখন তিনি শান্তির সাথে গুপ্তচরদের অভ্যর্থনা করলেন।" কি. মো.-০৬: "ঈমানের জন্যই রাহব বেশ্যা জেরিকো শহরে বসবাসকারী অবাধ্য লোকদের সংগে ধ্বংস হননি, কারণ তিনি সেই গোয়েন্দাদের বন্ধুর মত গ্রহণ করেছিলেন।" (ইব্রীয়/ ইবরানী ১১/৩১)

পক্ষান্তরে যাকোব দাবি করেছেন যে, রাহব বিশ্বাসে বাঁচেন নি; বরং কর্মে বেঁচেছেন: "Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?: বেশ্যা রাহবও কি একইভাবে কর্ম দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হননি, যখন তিনি দূতদের অভ্যর্থনা করলেন এবং অন্য পথে বের করে দিলেন?" কেরি? "রাহব বেশ্যাও কি সেই প্রকারে কর্ম হেতু ধার্মিক গণিতা হইল না? সে ত দূতগণকে অতিথি করিয়াছিল এবং অন্য পথ দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিল।" (যাকোব ২/২৫)

উভয় বক্তব্যেই আমরা দেখছি যে, রাহবের বিশ্বাস ও কর্ম একটাই ছিল: ইউসার গোয়েন্দা বা গুপ্তচরদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ও তাঁদের পলায়নের ব্যবস্থা করা। আর রাহবের বিশ্বাসের বিবরণ নিম্নরূপ: জেরিকো শহর সম্পর্কে খোঁজ নিতে ইউসা দুজন গোয়েন্দা প্রেরণ করেন। তারা রাহব

---

[৮] http://en.wikipedia.org/wiki/Rahab

[৯] https://www.biblegateway.com/resources/all-women-bible/Rahab

বেশ্যার খরিদ্দার হয়। বেশ্যা তাদেরকে জানায় যে, বনি-ইসরাইলরা যেভাবে বিভিন্ন দেশ ধ্বংস করেছে তা জেনে জেরিকোবাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কিত। তাদের সাহস হারিয়ে গেছে। যদি গোয়েন্দারা রাহব ও তার পরিবারের নিরাপত্তা দেন তবে তিনি তাদেরকে সহযোগিতা করবেন (ইউসা ২/১-১৪)। "এই সব শুনে আমাদের দিলের সব আশা-ভরসা ফুরিয়ে গেছে এবং আপনাদের ভয়ে সবাই সাহস হারিয়ে ফেলেছে। আপনাদের মাবুদ আল্লাহই বেহেশতের এবং দুনিয়ার আল্লাহ।" (ইউসা ২/১১)

এ-ই তাঁর বিশ্বাস। তিনি বনি-ইসরাইলদের বিজয় থেকে অনুভব করেছেন যে, বনি-ইসরাইলের ঈশ্বর আসমান-যমিনের ঈশ্বর। এরূপ বিশ্বাসের সাথেই বনি-ইসরাইলরা মূর্তিপূজা এবং সকল পাপাচারে লিপ্ত হতেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, বনি-ইসরাইলদের ভয়ে নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং নির্মমতম গণহত্যায় সহযোগিতা করাই বেশ্যা রাহবের একমাত্র পুণ্যকর্ম। রাহব বেশ্যাবৃত্তি, মুর্তিপূজা বা নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন বলে বাইবেলে বলা হয়নি। রাহবের এ পুণ্যকর্মের অনেক পরেও নবী ইউসা তাকে বেশ্যা হিসেবে উল্লেখ করেই বলেছেন: "কেবল বেশ্যা রাহব ও তার ঘরে যে সব লোক রয়েছে তারা বেঁচে থাকবে, কারণ আমাদের পাঠানো লোকদের সে লুকিয়ে রেখেছিল।" (ইউসা ৬/১৭)।

তাহলে মূর্তিপূজারী ও বেশ্যা হওয়া সত্ত্বেও শুধু বনি-ইসরাইলের চর দুজনকে লুকিয়ে রাখার পুণ্যকর্মের জন্যই সে বেঁচে গেল। শুধু বাঁচলই না; ঈশ্বরের পুত্র বা ইবনুল্লাহদের দাদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করল। আমরা দেখেছি দাউদ, শলোমন ও যীশু তিনজনকেই বাইবেলে বার বার 'ইবনুল্লাহ' বা ঈশ্বরের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দাউদ ও যীশুকে 'মসীহ' বলা হয়েছে এবং বিশেষ করে দাউদকে প্রথম পুত্র বা 'ইবনুল্লাহ আওয়াল' এবং ঈশ্বরের জাত বা একজাত পুত্র বলা হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে যীশুই স্বয়ং ঈশ্বর। আর এ সকল ইবনুল্লাহ, মাসীহ, প্রথমপুত্র, জাত পুত্র এবং স্বয়ং ঈশ্বর সকলেরই দাদী বেশ্যা রাহব।

(৩) নতুন নিয়মের মধ্যে স্থান পাওয়া তৃতীয় সৌভাগ্যবান মহিলা 'রূত': "বোয়াসের ছেলে ওবেদ, তার মা ছিলেন রূত; ওবেদের ছেলে ইয়াসি, ইয়াসিরের ছেলে বাদশাহ দাউদ।" (মথি ১/৫-৬) এ মহিয়সী নারীর বিষয়ে দুটো বিষয় লক্ষণীয়: (ক) তিনি ভিন্ন বংশের নারী ছিলেন এবং (খ) তিনি জারজ বংশের নারী ছিলেন।

ইতোপূর্বে আমরা লোটের সাথে তার দুই মেয়ের ঘৃণ্য ব্যভিচারের কথা জেনেছি। এ ঘৃণ্য ও অবৈধ সম্পর্কের ফসল যে জারজ সন্তান, তাঁরই বংশধর ছিলেন রূত। লোটের সাথে ব্যভিচারের ফলে বড় মেয়ে যে পুত্র সন্তান লাভ করলেন তার নাম রাখা হয় 'মোয়াব', যার অর্থ পিতার কাছ থেকে। অর্থাৎ যে পুত্রের পিতা ও নানা একই ব্যক্তি। (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১৯/৩৭) এ মোয়াবের বংশেরই একজন নারী 'রূত'। বাদশাহ দাউদের দাদা ওবেদের মা ছিলেন তিনি। বিস্তারিত জানতে পুরাতন নিয়মের অষ্টম পুস্তক 'রূত' পড়ুন। বিশেষত ৪র্থ অধ্যায় পড়ুন। আর এভাবে ভিন্ন বংশের এবং অবৈধ সম্পর্কজাত বংশের মেয়ে হয়েও তিনি 'ইবনুল্লাহ'দের বা ঈশ্বরের পুত্রদের ও ঈশ্বরের দাদী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

(৪) ইঞ্জিল শরীফের প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাওয়া চতুর্থ সৌভাগ্যবান নারী 'উরিয়ার বিধবা স্ত্রী' (মথি ১/৬)। তাঁর নাম ছিল বৎসেবা। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, তিনি ছিলেন দাউদের প্রতিবেশী উরিয়ার স্ত্রী। দাউদ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে ব্যভিচার করেন। এরপর উরিয়াকে হত্যা করে তাকে বিবাহ করেন। দাউদের আরো অনেক স্ত্রী ছিলেন যাদের সাথে দাউদের সম্পর্ক বৈধতার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। পক্ষান্তরে বেৎশেবার সাথে তাঁর সম্পর্ক ব্যভিচার দিয়েই শুরু। তবে ঈশ্বর অন্য সকল বৈধ স্ত্রীকে বাদ দিয়ে ব্যভিচার দিয়ে শুরু করা এ স্ত্রীকেই বাছাই করলেন 'ইবনুল্লাহ'দের ও মাসীহের দাদী হওয়ার জন্য।

(৫) যীশু খ্রিষ্টের পূর্ব পুরুষ শলোমন। আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি নিজে মূর্তিপূজা করতেন, মূর্তিপূজারী অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর স্ত্রীদের জন্য মূর্তি পূজার ব্যবস্থা করেন, ঈশ্বরের প্রজাদের রাজ্যের মধ্যে মূর্তি পূজা ও মূর্তির জন্য কোরবানির উদ্দেশ্যে অনেক মন্দির ও বেদি নির্মাণ করেন।

(৬) যীশুর পরবর্তী পূর্বপুরুষ শলোমন-পুত্র রহবিয়াম। "তাঁর মায়ের নাম ছিল নয়মা; তিনি জাতিতে একজন অম্মোনীয়" (১ বাদশাহনামা ১৪/২১, ৩১)। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, রহবিয়াম ও তার রাজ্যের মানুষেরা প্রতিমাপূজক ও পাপাচারী ছিলেন (১ বাদশাহনামা ১৪/২১-৩০ ও ১৫/১-৪)। আর তাঁর মাতার অম্মোনীয় ধর্ম ছিল প্রতিমাপূজা নির্ভর। বাদশাহ শলোমন তাদের জন্য প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করেন।

আমরা আরো দেখছি যে, এ মহিলা ভিন্ন জাতির। লোটের সাথে ব্যভিচারের মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় মেয়েটা যে পুত্র সন্তান লাভ করে তার নাম ছিল 'বিন-অম্মি'। তাঁর বংশধরদেকেই অম্মোনীয় বলা হয়। (আদিপুস্তক ১৯/৩৮)। তাহলে যীশু খ্রিষ্টের এ দাদীর ক্ষেত্রে তিনটা বিষয় লক্ষণীয়ঃ (১) তিনি ভিন্ন বংশের মহিলা, (২) তিনি জারজ বংশের মহিলা এবং (৩) তিনি প্রতিমাপূজারি। শলোমনের এক হাজার স্ত্রী ছিল। এরপরও ঈশ্বর অম্মোনীয় নারীকে যীশুর দাদী হওয়ার জন্য নির্বাচন করলেন।

বাইবেল বলেছেঃ "কোন অম্মোনীয় কিংবা মোয়াবীয় মাবুদের বান্দাদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না; তার চৌদ্দ পুরুষেও কেউ তা কখনো করতে পারবে না।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/৩, কি. মো.-০৬) কিন্তু এরপরও আমরা দেখছি যে, অম্মোনীয় ও মোয়াবীয় উভয় বংশের সন্তান হওয়ার পরেও দাউদ, শলোমন ও যীশু মাবুদের সমাজে প্রবেশ করেছেন, উপরন্তু মাবুদের সমাজের নেতা হয়েছেন। শুধু তাই নয়; মোয়াবীয় রূত এবং অম্মোনীয় নয়মার বংশে স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্ররা (ইবনুল্লাহরা) জন্মগ্রহণ করেছেন।

এভাবে বাইবেল প্রমাণ করছে যে, ভিন্ন বংশের নারীর সাথে বিবাহের মাধ্যমে রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়া এবং পূর্বপুরুষদের মূর্তিপূজা ও ব্যভিচার উভয় বিষয়ই যীশুর বংশধারায় বিদ্যমান। তাহলে বাইবেলের এ নির্মম গণহত্যাকে ঈশ্বরের করুণা বলা বা এ গণহত্যার পক্ষে ওকালতি করা কি গণহত্যার চেয়েও অধিক অমানবিক নয়?

৯. ৭. ২. ১২. মার্ক টোয়েনের 'লেটারস ফরম দি আর্থ'

'টম সয়্যার' এবং 'হাকলবেরি ফিনের' মত জনপ্রিয় কিশোর রোমঞ্চ উপন্যাসের রচয়িতা মার্ক টোয়েন (Mark Twain) নামে খ্যাত আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্যামুয়েল ল্যাংহরন ক্লীমেন্স (Samuel Langhorne Clemens: 1835-1910 AD)। তার অনেক বইই বাংলায় অনুদিত হয়েছে। তার লেখা একটা বই 'Letters from the Earth' 'লেটারস ফ্রম দি আর্থ' বা 'পৃথিবীর চিঠি'। এ বইটা রচনা করে তিনি তা তার মৃত্যুর পরে প্রকাশের নির্দেশ দেন। তার মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ১৯৬২ সালে তাঁর মেয়ে ক্লারা (Clara) সেটা প্রকাশ করেন। বইটার দশম পত্রে মার্ক টোয়েন এ গণহত্যা বিষয়ে লেখেছেন। একজন বাইবেল বিশ্বাসী, বাইবেল অনুসারী বাইবেলের এ কাহিনী পড়ে কী ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছেন তা অনুধাবনের জন্য চিঠিটির একটা দীর্ঘ অংশ পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

"Human history in all ages is red with blood, and bitter with hate, and stained with cruelties; but not since Biblical times have these features been without a limit of some kind. Even the Church, which is credited with having spilt more innocent blood, since the beginning of its supremacy, than all the political wars put together

have spilt, has observed a limit. A sort of limit. But you notice that when the Lord God of Heaven and Earth, adored Father of Man, goes to war, there is no limit.

He is totally without mercy -- he, who is called the Fountain of Mercy. He slays, slays, slays! All the men, all the beasts, all the boys, all the babies; also all the women and all the girls, except those that have not been deflowered. He makes no distinction between innocent and guilty. The babies were innocent, the beasts were innocent, many of the men, many of the women, many of the boys, many of the girls were innocent, yet they had to suffer with the guilty. What the insane Father required was blood and misery; he was indifferent as to who furnished it.

The heaviest punishment of all was melted out to persons who could not have deserved so horrible a fate - the 32,000 virgins. Their naked privacies were probed, to make sure that they still possessed the hymen unruptured. They were then sold into the shamefulest slavery, the slavery of prostitution to satisfy any buyer with their bodies, be he a gentleman or a course and filthy ruffian. It was the Father that inflicted this ferocious and undeserved punishment upon those bereaved and friendless virgins, whose parents and kindred he had slaughtered before their eyes. And were they praying to him for pity and rescue, meantime? Without a doubt of it. These virgins were 'spoil' plunder, booty. He claimed his share and got it. What use had he for virgins? Examine his later history and you will know.

His priests got a share of the virgins, too. What use could priests make of virgins? The private history of the Roman Catholic confessional can answer that question for you. The confessional's chief amusement has been seduction -- in all the ages of the Church. Père Hyacinth testifies that of a hundred priests confessed by him, ninety-nine had used the confessional effectively for the seduction of married women and young girls. One priest confessed that of nine hundred girls and women whom he had served as father and confessor in his time, none had escaped his lecherous embrace but the elderly and the homely. The official list of questions which the priest is required to ask will overmasteringly excite any woman who is not a paralytic.

There is nothing in either savage or civilized history that is more utterly complete, more remorselessly sweeping than the Father of Mercy's campaign among the Midianites. The official report does not furnish the incidents, episodes, and minor details, it deals only in information in masses: all the virgins, all the men, all the babies, all "creatures that breathe," all houses, all cities ...."

"সকল যুগেই মানব ইতিহাস রক্তে রঞ্জিত, বিদ্বেষে তিক্ত এবং নির্মমতায় কলঙ্কিত। তবে বাইবেলীয় যুগ থেকেই এ সবই কোনো না কোনো একটা সীমার মধ্যে থেকেছে, একেবারে সীমালঙ্ঘন করেনি। সকল রাজনৈতিক যুদ্ধ একত্রে যত রক্তপাত করেছে খ্রিষ্টধর্মীয় চার্চ (ঈসায়ী জামাত) ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে

একাই তার থেকে বেশি নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত করেছে। সে চার্চ বা জামাতও একটা সীমা রক্ষা করেছে। কোনো রকমের একটা সীমা। কিন্তু আপনি দেখবেন যে, বিশ্বজগতের প্রভু সদাপ্রভু ঈশ্বর, মানুষের ভক্তিপূত ভালবাসাসিক্ত পিতা ঈশ্বর যখন যুদ্ধে গমন করেন তখন আর কোনো সীমারেখা থাকে না। যাকে করুণার উৎস ও ঝর্ণা বলা হয় তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্দয় হয়ে যান। তিনি শুধু হত্যা করেন, হত্যা করেন এবং হত্যা করেন। সকল মানুষ, সকল প্রাণি, সকল বালক, সকল শিশু, এবং সকল নারী এবং সকল বালিকাও, শুধু যে সকল বালিকার কুমারিত্ব বা সতীত্ব বিনষ্ট হয়নি তারা বাদে।

অপরাধী ও নিরপরাধের মধ্যে ঈশ্বর কোনোই পার্থক্য করেন না। শিশুরা ছিল নিরপরাধ, পশুগুলো ছিল নিরপরাধ, অনেক পুরুষ, অনেক নারী, অনেক বালক ও অনেক বালিকাও ছিল নিরপরাধ। এরপরও তাদেরকে অপরাধীদের সাথে শাস্তি ভোগ করতে হল। কী উন্মাদ পিতা ঈশ্বর! রক্ত ও যন্ত্রণার প্রয়োজন হল তাঁর! এ রক্ত ও যন্ত্রণা কে সরবরাহ করল তা নিয়ে তাঁর কোনোই মাথাব্যাথা নেই। বত্রিশ হাজার কুমারীকে যে শাস্তি দেওয়া হল সম্ভবত এ বীভৎস পরিণতি তাদের পাওনা ছিল না! এ শাস্তির কাছে নির্মমতম শাস্তিও হার মেনে গেল! তাদের সতীচ্ছদ অক্ষত আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের ব্যক্তিগত অঙ্গ অনাবৃত করে পরীক্ষা করা হল। এরপর তাদেরকে লজ্জাজনক দাসত্বে বিক্রয় করে দেওয়া হল। বেশ্যাবৃত্তির দাসত্বে তাদের বিক্রয় করা হলো। তাদের দায়িত্ব হল গ্রাহককে তৃপ্ত করা। গ্রাহক ভদ্রলোক হউন অথবা ঘৃণ্য নোংরা গুণ্ডা হোক, সকলকেই তৃপ্ত করতে হবে।

পিতা-ঈশ্বরই এ হিংস্র শাস্তি প্রদান করলেন। এ শাস্তি তো পাওনা ছিল না। তিনি এ শাস্তি চাপিয়ে দিলেন সেই সব শোকার্ত ও বান্ধবহীন কুমারীদের উপরে যাদের পিতামাতা ও আপনজনদেরকে তাদেরই চোখের সামনে জবাই করা হয়েছিল। এ সময়ে কি তারা ঈশ্বরের কাছে করুণা ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছিল? নিঃসন্দেহে তারা তা করছিল। এ কুমারীরা ছিল লুটের মাল! ঈশ্বর এ থেকে তাঁর নিজের পাওনা দাবি করলেন! তিনি তাঁর পাওনা পেয়েও গেলেন। তিনি এ সকল কুমারীদের কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন? তার পরবর্তী ইতিহাস পাঠ করলেই আপনি তা জানতে পারবেন।

ঈশ্বরের পাদরি-যাজকরাও কুমারীদের একটা অংশ পেয়ে গেলেন। পাদরি-যাজকরা কুমারীদের কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন? রোমান ক্যাথলিক চার্চের পাপের স্বীকারোক্তি শোনার ব্যক্তিগত ইতিহাস আপনাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।[১০] ঈসায়ী জামাত বা খ্রিষ্টীয় চার্চের সকল যুগেই পাপ স্বীকারোক্তির মূল আকর্ষণ প্রলুব্ধকরণ। পিয়ের হাইসিন্থ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি যে সকল পাদরির পাপ-স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি একশত পাদরির মধ্যে নিরানব্বই জনই বলেছেন যে, তাঁরা তাঁদের পাপ-স্বীকারোক্তি গ্রহণের কর্মটাকে বিবাহিত মহিলা ও যুবতী মেয়েদেরকে তাদের দিকে প্রলুব্ধ করার জন্য ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করেছেন। একজন পাদরি স্বীকার করেছেন যে, তিনি তার কার্যকালে নয় শত যুবতী এবং মহিলাকে পিতা হিসেবে পাপ-স্বীকারোক্তি করিয়েছেন। এদের মধ্যে কেউই তার কামুক আলিঙ্গন থেকে রক্ষা পায়নি। শুধু একান্ত বৃদ্ধরা বাদে। চার্চ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবেই একটা প্রশ্নমালা প্রদান করেন, পাদরিকে পাপ-স্বীকারোক্তির জন্য যে প্রশ্নগুলো করতে হয়। আর একমাত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত মহিলা ছাড়া অন্য যে কোনো নারীকে এ প্রশ্নগুলো অত্যন্ত কার্যকরিতার সাথে উত্তেজিত ও সক্রিয় করে তুলে।

পিতা ঈশ্বর মাদিয়ানীয়দের মধ্যে যে করুণা-তৎপরতা চালালেন, তার চেয়ে নিরেট পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ বিবেক-দংশনমুক্ত ও অনুশোচনা-বিহীন ও সর্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞ পৃথিবীর বর্বর ও সভ্য কোনো

---

[১০] কোনো খ্রিষ্টান পাপ করলে তিনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন না। গীর্জায় যেয়ে পাদরি বা ফাদারের কাছে পাপের স্বীকারোক্তি করলে ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন। এজন্য পাপ-স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা পাদরিদের মূল দায়িত্ব। আর পাপ-স্বীকারোক্তির নামে তাঁরা কি করেন তা লেখক বলছেন।

ইতিহাসেই নেই। বাইবেলের আনুষ্ঠানিক বিবরণীতে ঘটনাবলি, অন্তর্গত উপাখ্যান এবং খুঁটিনাটি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। এতে শুধু সামগ্রিক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে: সকল কুমারী, সকল পুরুষ, সকল শিশু, শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণকারী সকল প্রাণি, সকল বাড়িঘর, সকল নগর... ।"[১১]

৯. ৭. ৩. সকল মানুষ ও প্রাণি হত্যা ও অগ্নিসংযোগ

উপরে আমরা বাইবেলীয় পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদের একটা চিত্র দেখলাম। ঈশ্বরের সরাসারি নির্দেশে এবং ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভাববাদী মোশির তত্ত্বাবধানে যে জিহাদ সংঘটিত হয়েছে। বাইবেলীয় যুদ্ধ বা জিহাদের মূলনীতিগুলো সবই এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই। এছাড়াও আরো অনেক জিহাদের চিত্র বাইবেলে বিদ্যমান। বাইবেলীয় জিহাদ বা যুদ্ধগুলোকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি:

(ক) সর্বাত্মক গণহত্যা, যোদ্ধা-অযোদ্ধা, যুদ্ধবন্দি ও নিরস্ত্র নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ বা সকল মানুষ হত্যা, সকল প্রাণি হত্যা, নগরসমূহে অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস করা। শুধু সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্য লুট করা।
(খ) নারী, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল অযোদ্ধা, যুদ্ধবন্দি ও নিরস্ত্র মানুষ হত্যা। পশু হত্যা না করে লুট করা। স্বভাবতই সোনা-রূপা লুটের মধ্যে থাকবে।
(গ) কুমারী নারী বাদে সকল নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করা।
(ঘ) শুধু পুরুষদের হত্যা করা এবং নারী, শিশু ও পশুপাল লুট করা।
প্রথম প্রকারের কিছু বাইবেলীয় জিহাদের বিবরণ এখানে উল্লেখ করছি:

৯. ৭. ৩. ১. রাজা অরাদ, তার প্রজারা ও সকল গ্রাম নিঃশেষে ধ্বংস

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে মোশির নেতৃত্বে বনি-ইসরাইল অরাদের বাদশাহ এবং তার দেশের সকল মানুষকে এভাবে হত্যা করেন। "অরাদের কেনানীয় বাদশাহ (king Arad the Canaanite) নেগেভে বাস করতেন। বনি-ইসরাইলরা অথারীমের পথ ধরে আসছে শুনে তিনি তাদের উপর হামলা করে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেলেন। তখন বনি-ইসরাইলরা মাবুদের কাছে মানত করে বলল, 'অরাদের এই লোকদের তুমি যদি আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দাও, তবে আমরা তাদের গ্রাম ও শহরগুলো একেবারে ধ্বংস করে ফেলব।' মাবদু তাদের এই বিশেষ অনুরোধ শুনলেন এবং সেই কেনানীয়দের তাদের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন। বনি-ইসরাইলরা তাদের এবং তাদের গ্রাম ও শহরগুলো একেবারে ধ্বংস করে ফেলল।" (শুমারী ২১/১-৩)

৯. ৭. ৩. ২. অসহায় জেরিকো ও ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা

সুপ্রিয় পাঠক, উইকিপিডিয়ায় জেরিকো (Jericho) প্রবন্ধ থেকে জানতে পারবেন যে, বিশ্বের প্রাচীনতম মানব-বসতির অন্যতম ফিলিস্তিনের জেরিকো (কেরির অনুবাদে: যিরিহো) শহর। আর বাইবেলীয় ঈশ্বরের নির্দেশে ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্মমতম গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে এ শহরকে ধ্বংস করা হয়।

আমরা দেখেছি ও দেখব যে, বাইবেলের বিভিন্ন গণহত্যায় কিছু অযৌক্তিক ও খোঁড়া অজুহাত পেশ করেছে বাইবেল। মাদিয়ানীয়দের গণহত্যার অজুহাত তাদের কিছু মানুষ বনি-ইসরাইলের কিছু মানুষকে মূর্তিপূজায় উস্কানি দিয়েছিল। অরাদের রাজত্বে গণহত্যার কারণ তিনি কয়েকজন বনি-ইসরাইলীয়কে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা সীহোনের রাজ্যে গণহত্যার কারণ স্বয়ং ঈশ্বর তার মন শক্ত করে দেন ফলে তিনি মোশির প্রস্তাবে রাজি হলেন না; কাজেই তার রাজ্যের সকলকে হত্যা করা

---

১১ http://www.online-literature.com/twain/letters-from-the-earth/12/

হল। বাশান দেশের গণহত্যার কারণ রাজা ওজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হয়েছিলেন। হিটলার যে যুক্তি দিয়ে ৭০ লক্ষ ইহুদি হত্যা করেছিলেন তার চেয়ে বাইবেলের এ অজুহাতগুলো মোটেও জোরালো নয়।

মজার বিষয় যে, জেরিকো শহরের গণহত্যার বিষয়ে বাইবেল এরূপ কোনো খোঁড়া অজুহাতও পেশ করেনি। কোনো কারণ ছাড়াই একটা ভীত-সন্ত্রস্ত জনপদকে ইতিহাসের বর্বরতম নির্মমতায় ধ্বংস করা হয়েছে। বাইবেলের বর্ণনা দেখুন:

"জেরিকোর কাছাকাছি গেলে পর ইউসা খোলা তলোয়ার হাতে একজন লোককে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। ইউসা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কার পক্ষের লোক– আমাদের, না আমাদের শত্রুদের?' জবাবে তিনি বললেন, 'আমি কারও পক্ষের লোক নই। আমি মাবুদের সৈন্যদলের সেনাপতি, এখন আমি এখানে এসেছি।' এই কথা শুনে ইউসা মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন (did worship: তাঁকে সেজদা করলেন) এবং বললেন: আমার প্রভু তাঁর গোলামকে কি কিছু বলতে চান?.... মাবুদ তখন ইউসাকে বললেন: দেখ, আমি জেরিকো শহরটা, তার বাদশাহ এবং তার সমস্ত বীর যোদ্ধাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। ....যখন তোমরা শুনবে সেই ইমামেরা সিংগায় একটানা আওয়াজ তুলছে তখন সব লোকেরা খুব জোরে চিৎকার করে উঠবে। তাতে শহরের দেয়াল ধ্বসে যাবে আর তখন বনি-ইসরাইলার তার উপর দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে যাবে।' .... সপ্তম বার ঘুরবার সময় যখন ইমামেরা শিংগাতে একটানা আওয়াজ তুললেন তখন ইউসা লোকদের হুকুম দিলেন, 'তোমরা খুব জোরে চিৎকার কর, কারণ মাবুদ শহরটা তোমাদের দিয়েছেন। শহর ও তার মধ্যেকার সব কিছু মাবুদের দেওয়া ধ্বংসের বদদোয়ার অধীন। ... সমস্ত সোনা, রূপা এবং ব্রোঞ্জ ও লোহার জিনিসপত্র মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র; সেজন্য সেগুলো তাঁর ধনভাণ্ডারে যাবে। শিংগা বেজে উঠবার সংগে সংগে লোকের খুব জোরে চিৎকার করে উঠল। শিংগার আওয়াজে যখন লোকেরা ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠল তখন জেরিকো শহরের দেয়াল ধ্বসে পড়ে গেল। তাতে সমস্ত লোক শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং তা দখল করে নিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, গরু, ভেড়া, গাধা ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীদের শেষ করে দিল। ... তারপর তারা গোটা শহরটা এবং তার মধ্যেকার সব কিছু পুড়িয়ে দিল, কিন্তু সোনা, রূপা এবং ব্রোঞ্জ ও লোহার জিনিসপত্র মাবুদের ঘরের ধনভাণ্ডারে জমা দিল।" (ইউসা ৫/১৩-১৪, ৬/২-৫, ১৫-২৪)

সুপ্রিয় পাঠক, বিশ্বের বর্বর বা সভ্য কোনো ইতিহাসে এরূপ নির্মম দখলদার বাহিনীর নির্দয় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা কি আপনার জানা আছে?

৯. ৭. ৩. ৩. অনেকগুলো রাজ্য দখল ও শ্বাসগ্রহণের মত সকল প্রাণি হত্যা

"ইউসা সেই দিনই মক্কেদা অধিকার করে নিলেন। তিনি সেই শহরের বাদশাহ ও সমস্ত লোককে হত্যা করলেন এবং সেখানকার সব প্রাণীদের শেষ করে দিলেন, কাউকেই বাঁচিয়ে রাখলেন না। তিনি জেরিকোর বাদশাহর যে অবস্থা করেছিলেন মক্কেদার বাদশাহর অবস্থাও তা-ই করলেন। পরে ইউসা বনি-ইসরাইলদের সকলকে নিয়ে মক্কেদা থেকে লিবনার দিকে এগিয়ে গিয়ে তা আক্রমণ করলেন। মাবুদ সেই শহর ও সেখানকার বাদশাহকে বনি-ইসরাইলদের হাতে তুলে দিলেন। ইউসা সেই শহরের লোকদের ও সব প্রাণীদের মেরে ফেললেন, কাউকেই বাঁচিয়ে রাখলেন না। তিনি জেরিকোর বাদশাহর যে অবস্থা করেছিলেন সেখানকার বাদশাহর অবস্থাও তা-ই করলেন। এরপর ইউসা বনি-ইসরাইলদের সবাইকে নিয়ে লিবনা থেকে লাখীশের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি লাখীশ ঘেরাও করে তা আক্রমণ করলেন। মাবুদ লাখীশ বনি-ইসরাইলদের হাতে তুলে দিলেন। দ্বিতীয় দিনে ইউসা সেটা দখল করে নিলেন। ইউসা লিবনা শহরে যেমন করেছিলেন সেভাবে লাখীশের লোকদের ও সব প্রাণীদের মেরে ফেললেন। ... শেষ পর্যন্ত আর কেউই বেঁচে রইল না।

তারপর ইউসা বনী ইসরাইলদের সবাইকে নিয়ে লাখীশ থেকে ইগ্লোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারা ইগ্লোন ঘেরাও করে তা আক্রমণ করল। সেই দিনই তারা ইগ্লোন অধিকার করে নিল এবং সেখানকার লোকদের হত্যা করল। লাখীশে ইউসা যেমন করেছিলেন সেভাবেই তিনি ইগ্লোনের সব প্রাণীদের একেবারে শেষ করে দিলেন। এরপর ইউসা বনি-ইসরাইলদের সবাইকে নিয়ে ইগ্লোন থেকে হেবরনে গিয়ে শহরটা আক্রমণ করলেন। তারা শহরটা অধিকার করে নিয়ে সেখানকার লোকদের, তাদের বাদশাহকে, তার আশেপাশের গ্রামগুলোর সমস্ত লোকদের, হেবরনের সব প্রাণীদের মেরে ফেলল। ইউসা ইগ্লোনে যেমন করেছিলেন তেমনি সেখানে কাউকেই বাঁচিয়ে রাখলেন না; তিনি হেবরন ও তার সমস্ত লোকদের একেবারে শেষ করে দিলেন। পরে ইউসা বনি-ইসরাইলদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে দবীর শহর আক্রমণ করলেন। তারা সেই শহর, সেখানকার বাদশাহ্ এবং তার গ্রামগুলো অধিকার করে নিয়ে সেখানকার সবাইকে হত্যা করল। তারা সেখানকার সব প্রাণীদের একেবারে শেষ করে দিল। ইউসা কাউকেই বাঁচিয়ে রাখলেন না। তিনি লিবনা ও তার বাদশাহ এবং হেবরনের অবস্থা যা করেছিলেন দবীর ও তার বাদশাহর অবস্থাও তা-ই করলেন।

এভাবে ইউসা সমস্ত এলাকাটা জয় করে নিলেন। তার মধ্যে ছিল উঁচু পাহাড়ী এলাকা, নেগেভ, নীচু পাহাড়ী এলাকা ও পাহাড়ের গায়ের ঢালু জায়গা। তিনি সেই এলাকার বাদশাহদেরও হারিয়ে দিলেন এবং সেখানকার কাউকেই বাঁচিয়ে রাখলেন না। বনি-ইসরাইলদের মাবুদ আল্লাহ যেমন হুকুম দিয়েছিলেন সেভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীদের একেবারে শেষ করে দিয়েছিলেন।" (ইউসা ১০/২৮-৪১)

পরবর্তী অধ্যায়ে ঈশ্বর বলছেন: "তারপর ইউসা ফিরে গিয়ে হাৎসোর অধিকার করে নিলেন এবং সেখানকার বাদশাহকে হত্যা করলেন। হাৎসোর ছিল সব রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধান। বনি-ইসরাইলরা হাৎসোরের সবাইকে একেবারে ধ্বংস করে দিল, একটা প্রাণীও বাঁচিয়ে রাখল না (there was not any left to breathe)। এরপর ইউসা শহরটা পুড়িয়ে ফেললেন।" (ইউসা ১১/১০-১১)

তাহলে সকল মানুষ ও সকল প্রাণিকে নির্বিচারে হত্যা করার এবং কাউকে বাঁচিয়ে না রাখার বিষয়ে বনি-ইসরাইলের মাবুদের আগ্রহ ও নির্দেশ লক্ষ্য করুন! আরো লক্ষ্য করুন সে হুকুম পালনে বাইবেলীয় নবী ও ধার্মিকদের আন্তরিকতা। সর্বোপরি যুদ্ধ নামের এ সকল চাপিয়ে দেওয়া গণহত্যায় সকল মানুষ, সকল প্রাণিকে নির্বিশেষে হত্যা করা এবং কাউকে বাঁচিয়ে না রাখার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাইবেল প্রণেতা ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মার (পাক-রূহের) আগ্রহও দেখুন। ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা এক বার নয়, প্রতিটা ক্ষেত্রে বার বার পুনরুক্তি করছেন যে, সকলকে তরবারি দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হল, সকল প্রাণিকে মারা হল, কাউকে বাঁচতে দেওয়া হল না, এবং জেরিকো... ইত্যাদি শহরের মতই করা হল, সকল শ্বাসগ্রহণকারীকে চূড়ান্তরূপে নির্মূল করা হল, ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ (as the LORD God of Israel commanded)।

ঈশ্বর কী উদ্দেশ্যে এ বিষয়টা এত গুরুত্ব দিয়ে বার বার বললেন? যেন বাইবেল অনুসারীরা সকল যুগে এরূপ গণহত্যাকে নাজাতের পথ হিসেবে বিশ্বাস করেন? পরদেশ দখল এবং ভিন্ন ধর্ম নির্মূলে তাদের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন? সকল যুদ্ধের ক্ষেত্রে সর্বদা যেন তারা এ আদর্শ সঠিকভাবে 'ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের আদেশ সেভাবে' পালন করতে পারেন? এরূপ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের সময়ে তাদের মধ্যে পাপবোধ বা দ্বিধা যেন কখনোই না আসে?

৯. ৭. ৩. ৪. লক্ষলক্ষ নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা ও পায়ের শিরা কেটে হত্যা

ঈশ্বর নিজের কৌশলে আরো অনেক দেশের রাজাদের মন শক্ত করে দিলেন, যেন যুদ্ধের অজুহাতে তাঁর প্রিয় নবী ও বাইবেলীয় সেনাবাহিনী এ সকল দেশ দখল করে, সৈন্যদের হত্যা করে, নিরস্ত্র, অসহায় বন্দি নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা করে এবং তাদের সকল সম্পদ লুট করতে পারে।

সাগর পাড়ের বালুকণার ন্যায় অসংখ্য সৈন্যের অগণিত ঘোড়াগুলোর পায়ের রগ কেটে হত্যারও ব্যবস্থা করলেন। পবিত্র বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা স্বয়ং তা সগৌরবে বর্ণনা করছেন:

"হাৎসোরের বাদশাহ যাবীন এই সব শুনে মাদোনের বাদশাহ যোবব এবং শিম্রোনের ও অকষফের বাদশাহদের কাছে খবর পাঠালেন। এছাড়া তিনি উত্তর দিকে যেসব বাদশাহ ছিলেন তাঁদের কাছেও খবর পাঠালেন। সেই রাজ্যগুলো ছিল উঁচু পাহাড়ী এলকায়, কিন্নেরতের দক্ষিণে আরবা সমভূমিতে, নীচু পাহাড়ী এলাকায় এবং পশ্চিমে দোরের পাহাড়ী জায়গায়। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কেনানীয়দের কাছে এবং পাহাড়ী এলাকার আমোরীয়, হিট্টীয়, পরিষীয় ও যিবূষীয়দের কাছে হর্মোণ পাহাড়ের নীচে মিস্পা এলাকার হিব্বীয়দের কাছেও খবর পাঠালেন। এই সব বাদশাহরা তাদের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে বের হয়ে আসলেন। তাতে সাগরের কিনারার বালুকণার মত অনেক সৈন্যের একটা মস্তবড় দল হল। তাঁদের সংগে ছিল অনেক ঘোড়া এবং রথ। ... তখন মাবুদ ইউসাকে বললেন, "তুমি তাদের ভয় করো না, কারণ কালকে আমি এই সময়ের মধ্যে বনি-ইসরাইলদের সামনে তাদের সবাইকে শেষ করে দেব। তুমি তাদের ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা কেটে দেবে এবং রথগুলে পুড়িয়ে ফেলবে।"

তখন ইউসা তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে মেরোম ঝর্ণার কাছে তাদের বিরুদ্ধে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালালেন। মাবুদ বনি-ইসরাইলদের হাতে তাদের তুলে দিলেন। বনিইসরাইলরা মিস্রফোৎ-ময়িম এবং পূর্ব দিকে মিস্পী উপত্যকা পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আর কেউ বেঁচে রইল না। মাবুদ ইউসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইউসা শত্রুদের প্রতি তা-ই করলেন। তিনি তাদের ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা কেটে দিলেন এবং রথগুলো পুড়িয়ে ফেললেন। তারপর ইউসা ফিরে গিয়ে হাৎসোর অধিকার করে নিলেন এবং সেখানকার বাদশাহকে হত্যা করলেন। হাৎসোর ছিল সব রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধান। বনি-ইসরাইলরা হাৎসোরের সবাইকে একেবারে ধ্বংস করে দিল, একটা প্রাণীও বাঁচিয়ে রাখল না (there was not any left to breathe)। এরপর ইউসা শহরটা পুড়িয়ে ফেললেন। ইউসা ঐসব বাদশাহদের শহরগুলো দখল করে নিয়ে সেখানকার বাদশাহদের বন্দি করলেন। তিনি সেই বাদশাহদের ও সেখানকার লোকদের হত্যা করলেন। মাবুদের গোলাম মূসার হুকুমে তিনি তাদের একেবারে ধ্বংস করে দিলেন। ... এই শহরগুলো থেকে যে সব জিনিসপত্র ও পশুপাল লুট করা হয়েছিল সেগুলো বনি-ইসরাইলরা নিজেদের জন্য নিয়ে গেল; কিন্তু সমস্ত লোককে তারা একেবারে শেষ করে দিল, একটা প্রাণীকেও তারা বাঁচিয়ে রাখল না। মাবুদ তাঁর গোলাম মূসাকে যে সব হুকুম দিয়েছিলেন মূসা ইউসাকে তা জানিয়েছিলেন, আর ইউসা সেই সব হুকুম পালন করেছিলেন। মাবুদ মূসাকে যে সব হুকুম দিয়েছিলেন ইউসা তার একটাও অমান্য করেননি। এভাবে ইউসা গোটা দেশটাই দখল করে নিলেন। ... মাবুদ ঐ সব লোকদের মন কঠিন করে দিয়েছিলেন যাতে তারা বনি-ইসরাইলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর তাতে যেন তারা ধ্বংসের বদদোয়ার অধীন হয় এবং কোন রকম দয়া না পেয়ে মারা যায়। এই হুকুমই মাবুদ মূসাকে দিয়েছিলেন। এরপর ইউসা গিয়ে পাহাড়ী এলাকার অনাকীয়দেরও হত্যা করলেন। এই এলাকার মধ্যে ছিল হেবরন, দবীর ও অনাব শহর এবং এহুদা ও ইসরাইলের সমস্ত জায়গাগুলো। তিনি অনাকীয়দের এবং তাদের শহর ও গ্রামগুলো একেবারে ধ্বংস করে দিলেন। ... মাবুদ মূসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অনুসারে ইউসা গোটা দেশটা দখল করে নিলেন এবং গোষ্ঠী অনুসারে সম্পত্তি হিসাবে তা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। দেশে তখনকার মত যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল।" (ইউসা ১১/১-২৩)

এখানেও আমরা দেখছি যে, ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা বাইবেলের মধ্যে কয়েকটা বিষয় বার বার বলছেন: (১) এ সকল যুদ্ধে সৈন্য ছাড়াও নিরস্ত্র, যুদ্ধবন্দি নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকল মানুষ এবং সকল প্রাণিকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, শ্বাস নেওয়ার মত কেউ থাকে নি (they smote all the

souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them: there was not any left to breathe), (২) শহর ও গ্রামগুলো একেবারে ধ্বংস করা হয়েছে এবং আগুন দিয়ে পুড়ানো হয়েছে, (৩) এ সকল হত্যাকাণ্ড সবই ঈশ্বরের নির্দেশমত হয়েছে, যে নির্দেশ তিনি মোশিকে দিয়েছিলেন, (৪) ইউসা গণহত্যার নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এ কথাগুলো ঈশ্বর স্বল্প পরিসরের মধ্যেও বার বার বললেন কেন? যেন কোনো বাইবেলে বিশ্বাসী ঈমানদার ইহুদি বা খ্রিষ্টান পরদেশ দখল বা পরধর্ম নির্মূলের ক্ষেত্রে এরূপ গণহত্যা বাস্তবায়নে ত্রুটি না করে? কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান যেন এরূপ গণহত্যাকে মানবতা বিরোধী বলে মনে করে বেঈমান না হয়?

৯. ৭. ৩. ৫. আরো অনেক গণহত্যা ও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে হত্যা

"ইউসার ইন্তেকালের পর বনি-ইসরাইলরা মাবুদকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের হয়ে কেনানীয়দের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য প্রথমে কে যাবে?' জবাবে মাবুদ বললেন, 'প্রথমে যাবে এহুদা গোষ্ঠীর লোকেরা; আমি তাদের হাতেই দেশটা তুলে দিয়েছি।' এই কথা শুনে এহুদা গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ভাই শিমিয়ন গোষ্ঠীর লোকদের বলল, 'যে জায়গাটা আমাদের ভাগে পড়েছে সেখানকার কেনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তোমরা আমাদের সংগে চল, আর আমরাও তোমাদের জায়গা দখলের জন্য তোমাদের সাথে যাব।' এতে শিমিয়ন গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সাথে গেল। এহুদা গোষ্ঠীর লোকেরা আক্রমণ করলে পর মাবুদ তাদের হাতে কেনানীয় ও পরিষীয়দের তুলে দিলেন। তাদের দশ হাজার লোককে তারা বেষক শহরে হত্যা করল। সেখানে তারা অদোনী-বেষককে দেখতে পেয়ে তাঁর সংগে যুদ্ধ করল এবং কেনানীয় ও পরিষীয়দের হারিয়ে দিল। অদোনী-বেষক যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা তাঁকে তাড়া করে ধরে তাঁর হাত ও পায়ের বুড়ো আংগুল কেটে ফেলল। এতে অদোনী- বেষক বললেন, "আমি সত্তরজন বাদশাহর হাত ও পায়ের বুড়ো আংগুল কেটে ফেলেছিলাম। তারা আমার টেবিলের তলা থেকে এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে খেত। আমি তাদের প্রতি যা করেছিলাম আল্লাহও আমার প্রতি তা-ই করলেন।" পরে তারা অদোনী-বেষককে জেরুজালেম নিয়ে গেলে পর তিনি সেখানে মারা গেলেন। এহুদা গোষ্ঠীর লোকেরা জেরুজালেম আক্রমণ করে তা অধিকার করে নিল। তারা শহরের লোকদের হত্যা করে শহরটাতে আগুন লাগিয়ে দিল।" (কাজীগণ ১/১-৮)

৯. ৭. ৩. ৬. বিশটা গ্রাম অতি মহাসংহারে সংহার করা

বনি-ইসরাইলের একজন ত্রাণকর্তা শাসনকর্তা যিপ্তহ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তিনি ঈশ্বরের আত্মা বা মাবুদের রূহের প্রেরণায় তিনি ২০টি শহর ও গ্রাম সম্পূর্ণভাবে নির্মূল ও ধ্বংস করেন: "তখন মাবুদের রুহ যিপ্তহের উপরে আসলেন। তাতে যিপ্তহ গিলিয়দ ও মানশা এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়ে গিলিয়দের মিস্পাতে আসলেন এবং সেখান থেকে অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন। ... এরপর যিপ্তহ অম্মোনীয়দের সংগে যুদ্ধ করতে গেলেন আর মাবুদ তাঁর হাতে অম্মোনীয়দের তুলে দিলেন। তিনি আরোয়ের থেকে মিন্নীতের কাছাকাছি আবেল-করামীম পর্যন্ত বিশটা শহর ও গ্রামের লোকদের ভীষণভাবে আঘাত করে হত্যা করলেন (he smote them .. with a very great slaughter: কেরি: অতি মহাসংহারে তাহাদের সংহার করিলেন)। (কাজীগণ ১১/২৯-৩২)

৯. ৭. ৪. নারী-শিশু নির্বিশেষে সকল মানুষ হত্যা এবং পশু লুট

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বাইবেলীয় ঈশ্বর এবং বাইবেলীয় ভাববাদী ও ধার্মিকরা সকল মানুষ হত্যা করলেও পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। পশুদেরকে হত্যা না করে তারা সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের সাথে পশু লুট করেছেন।

৯. ৭. ৪. ১. আমোরীয়দের সকল নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর হত্যা

মোশি বা মূসা (আ.)-এর সময়ে আমোরীয়দের বাদশাহ ছিলেন সীহোন। "আমোরীয়দের বাদশাহ সীহোন (Sihon king of the Amorites) ... হিষবোন (Heshbon) ছিল আমোরীয়দের বাদশাহ সীহোনের রাজধানী। তিনি মোয়াব (Moab) দেশের আগেকার বাদশাহর সংগে যুদ্ধ করে তাঁর কাছ থেকে অর্ণোব (Arnon) নদী পর্যন্ত সমস্ত দেশ দখল করে নিয়েছিলেন। (শুমারী ২১/২১, ২৬)

এ বিশাল দেশের রাজা, জনগণ ও নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকল মানুষকে হত্যা করেন মোশি। স্বয়ং ঈশ্বর বাদশাহ সীহোনের মন শক্ত করে এ গণহত্যার ব্যবস্থা করেন। "কিন্তু হিষ্‌বোনের বাদশাহ সীহোন তাতে রাজী হলেন না। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তাঁর মন কঠিন করেছিলেন ও অন্তর একগুঁয়েমিতে ভরে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তোমাদের হাতে পড়েন, আর এখন তা-ই ঘটেছে। ... এর পর যখন সীহোন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বের হয়ে যহসে আমাদের সংগে যুদ্ধ করতে আসলেন তখন আমাদের মাবুদ আল্লাহ তাঁকে আমাদের হাতে এনে দিলেন। আমরা তাঁকে, তাঁর সব ছেলেদের এবং তাঁর সৈন্যদলকে ধ্বংস করলাম। সেই সময়ে আমরা তাঁর সমস্ত গ্রাম ও শহর দখল করে নিলাম এবং তাদের পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের একেবারে ধ্বংস করে ফেললাম; তাদের কাউকেই আমরা বাঁচিয়ে রাখিনি। কিন্তু পশুপাল এবং শহর থেকে লুট করা জিনিসপত্র আমরা নিজেদের জন্য নিয়ে আসলাম।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২/৩০-৩৫। পুনশ্চ: গণনাপুস্তক ২১/২১-৩১)

৯. ৭. ৪. ২. নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে বাশন দেশের সকল মানুষ হত্যা

একইভাবে মোশি বাশন দেশের বাদশাহ উজ ও দেশের সকল মানুষকে হত্যা করেন। এ বিশাল রাজ্যের ষাটটা প্রাচীর বেষ্টিত উন্নত শহর এবং আরো অনেকগুলো অরক্ষিত গ্রাম তারা সম্পূর্ণ নির্মূল করেন। তারা তথাকার নারী, পুরুষ, শিশু, কিশোর সকলকেই হত্যা করেন। একজন মানুষকেও বাঁচতে দেননি।

"মূসা যাসের শহরে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দেবার পর বনি-ইসরাইলরা সেই শহরের আশেপাশের গ্রামগুলো দখল করে নিল এবং সেখানকার আমোরীয়দের তাড়িয়ে দিল। তারপর তারা ঘুরে বাশন দেশের রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। তখন বাশনের বাদশাহ উজ (Og the king of Bashan) তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হয়ে তাদের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য ইদ্রিয়ী শহরে উপস্থিত হলেন। তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, 'বাদশাহ উজকে ভয় কোরো না, কারণ আমি তার দেশ এবং তাকে ও তার সমস্ত সৈন্য-সামন্তকে তোমার হাতের মুঠোয় দিয়ে দিয়েছি। অমোরীয়দের বাদশাহ সীহোন, যে হিষবোনে রাজত্ব করত, তুমি তার অবস্থা যা করেছ এর অবস্থাও তা-ই করবে। তখন তারা উজকে এবং তাঁর ছেলেদের ও তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্তদের হত্যা করল। শেষ পর্যন্ত তাঁর আর কেউ বেঁচে রইল না। তারা তাঁর দেশটা অধিকার করে নিল।" (শুমারী ২১/৩৫)

এ গণহত্যা নিশ্চিত করে বাইবেল অন্যত্র মোশির যবানীতেই বলছে: "এভাবে আমাদের মাবুদ আল্লাহ বাশনের বাদশাহ উজ ও তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্তকে আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা তাদের সবাইকে হত্যা করেছিলাম; কাউকেই বাঁচিয়ে রাখিনি। সেই সময় আমরা তাঁর সব গ্রাম ও শহরগুলো নিয়ে নিয়েছিলাম। তাঁর ষাটটা শহরের সবগুলোই আমরা দখল করে নিয়েছিলাম; একটাও বাদ রাখিনি। গোটা অর্ণোব এলাকাটা, অর্থাৎ বাশনের মধ্যে উজের গোটা রাজ্যটা আমরা দখল করে নিয়েছিলাম। এই সব শহরগুলো উঁচু উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল আর তাতে ছিল দরজা আর হুড়কা। অনেকগুলো দেয়ালছাড়া গ্রামও সেখানে ছিল। আমরা সেই সব গ্রাম ও শহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। হিষবোনের বাদশাহ সীহোনের প্রতি আমরা যেমন করেছিলাম তেমনি করে তাদের পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে এবং প্রত্যেকটা গ্রাম ও শহর আমরা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু সেখান থেকে সমস্ত পশুপাল এবং লুট করে আনা জিনিসপত্র আমরা নিজেদের জন্য নিয়ে এসেছিলাম।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩/৩-৭)

সুপ্রিয় পাঠক, এভাবেই বাইবেলীয় ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সেনাবাহিনীকে দিয়ে কোনোরূপ পাপ, অপরাধ বা কারণ ছাড়াই এ সকল জনপদের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করালেন। মাদিয়ানীয়দের ক্ষেত্রে ৩২ হাজার কুমারী মেয়ে বেঁচে থেকে যৌনদাসী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কিন্তু এ সকল জনপদের কুমারীদেরকেও বাঁচানো হল না। অসহায়, নিরস্ত্র বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সবাইকে হত্যা করা হল। পরাজিত একটা জাতির সকল মানুষকে পারমাণবিক বোমা মেরে হত্যা করা কি বাইবেলীয় এ গণহত্যার আধুনিক রূপ? বাইবেলকে অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাসকারী কি এরূপ গণহত্যার নিন্দা করতে পারবেন? বাইবেল কি এরূপ গণহত্যা শিক্ষা দিচ্ছে না?

৯. ৭. ৪. ৩. অয় শহরের গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ

ঈশ্বরের সরাসরি নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ইউসার নেতৃত্বে আরেকটা নির্মম গণহত্যা ঘটল অয় (Ai) নগরে: "পরে মাবুদ ইউসাকে বললেন, 'তুমি ভয় কোরো না এবং নিরাশ হোয়ো না। তোমার সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে তুমি অয় শহরটা আবার আক্রমণ করতে যাও। অয় শহরের বাদশাহ্, তার লোকজন, তার শহর এবং দেশটা আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। জেরিকো শহর এবং তার বাদশাহ্‌র প্রতি তুমি যা করেছিলে অয় শহর ও তার বাদশাহর প্রতিও তা-ই করবে। তবে সেখানকার লুটের জিনিসপত্র ও পশুর পাল তোমরা নিজেদের জন্য নিতে পারবে।... তোমরা শহরটা দখল করে নিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেবে। মাবুদ যা হুকুম দিয়েছেন তোমরা তা-ই করবে। তোমাদের উপর এই আমার হুকুম। .... ইউসা এবং সমস্ত বনি-ইসরাইলরা যখন দেখল যে, তাদের লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা শহরটা দখল করে নিয়েছে এবং শহর থেকে ধোঁয়া উঠছে তখন তারা অয় শহরের লোকদের আক্রমণ করল। লুকিয়ে থাকা সৈন্যরাও অয়ের লোকদের আক্রমণ করবার জন্য শহর থেকে বের হয়ে আসল। তাতে অয়ের লোকেরা দু'টা ইসরাইলীয় দলের মাঝে আটকা পড়ে গেল।

বনি-ইসরাইলরা তাদের সবাইকে হত্যা করল, কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না যেতেও দিল না। তবে অয় শহরের বাদশাহকে তারা জীবন্ত অবস্থায় ধরে ইউসার কাছে নিয়ে গেল। যে মাঠে, অর্থাৎ যে মরুভূমিতে অয় শহরের লোকেরা বনি-ইসরাইলদের তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে অয়ের লোকদের সবাইকে হত্যা করবার পর সমস্ত ইসরাইলীয় অয় শহরে ফিরে আসল এবং শহরের মধ্যে যারা ছিল তারা তাদেরকেও হত্যা করল। সেই দিন শহরের সমস্ত লোক, অর্থাৎ বারো হাজার স্ত্রী-পুরুষ মারা পড়ল। অয় শহরে যারা ছিল তারা সবাই শেষ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ইউসা তলোয়ার-সুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে রাখলেন। মাবুদ ইউসাকে যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই মতই বনি-ইসরাইলরা সেই শহরের পশুপাল এবং লুট করা জিনিস নিজেদের জন্য নিয়ে গেল। এভাবে ইউসা অয় শহরটা পুড়িয়ে দিয়ে সেটাকে চিরকালের জন্য একটা ধ্বংস স্তূপ করে রাখলেন; আজও সেটা একটা পোড়ো জায়গা হয়ে আছে। তিনি অয় শহরের বাদশাহকে হত্যা করে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছে টাংগিয়ে রাখলেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁর লাশটা গাছ থেকে নামিয়ে শহরের সদর দরজায় ঢুকবার পথে ছুঁড়ে ফেলবার হুকুম দিলেন। লোকেরা তাঁর উপর পাথর দিয়ে একটা বড় স্তূপ করে রাখল। সেটা আজও রয়েছে।" (ইউসা/ যিহোশূয় ৮/১-২৯)

৯. ৭. ৫. সাধারণ কিছু নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ বা প্রতারণামূলক হত্যা

৯. ৭. ৫. ১. এক লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য ও অযোদ্ধাদের হত্যা

"সেবহ ও সলমুন্ন প্রায় পনেরো হাজার সৈন্যের একটা দল নিয়ে কর্কোরে ছিলেন। পূর্ব দেশের সৈন্যদের মধ্যে কেবল এরাই তখন বাকী ছিল এবং এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য মারা পড়েছিল।

নোবহ ও যগবিহের পূর্ব দিকে তাম্বুবাসী লোকদের পথ ধরে গিদিয়োন হঠাৎ গিয়ে সেই সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন তারা নিশ্চিন্ত মনে ছিল। সেবহ ও সলমুন্ন নামে মাদিয়ানীয়দের সেই দু'জন বাদশাহ পালিয়ে গেলেন। কিন্তু গিদিয়োন তাড়া করে গিয়ে তাঁদের ধরে ফেললেন, আর তাঁদের গোটা সৈন্যদল গিদিয়োনের দরুন ভয় পেল। তিনি পনূয়েলের কেল্লাটা ভেংগে দিলেন এবং সেখানকার লোকদের হত্যা করলেন।" (কাজীগণ ৮/১০-১৭)

৯. ৭. ৫. ২. মহিলা নবী, মহিলা ঘাতক এবং মিথ্যা ও প্রতারণা

ঈশ্বরের প্রিয় প্রজাদেরর মধ্যে মহিলা নবীরাও যুদ্ধ ও হত্যায় পারঙ্গম ছিলেন। এরূপ একটা বিবরণ দেখুন: "এহূদ ইন্তেকাল করবার পরে বনি-ইসরাইলরা আবার মাবুদের চোখে যা খারাপ তা-ই করতে লাগল। কাজেই মাবুদ যাবীন নামে একজন কেনানীয় বাদশাহর হাতে তাদের তুলে দিলেন। যাবীন হাৎসোরে থেকে রাজত্ব করতেন। তাঁর সেনাপতির নাম ছিল সীষরা। তিনি হরোশৎ-হগোয়িম নামে একটা জায়গায় বাস করতেন। যাবীনের ন'শো লোহার রথ ছিল এবং তিনি বিশ বছর ধরে বনি-ইসরাইলদের উপর ভীষণ ভাবে জুলুম করে আসছিলেন। সেই জন্য বনি-ইসরাইলরা মাবুদের কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ জানাতে লাগল।

সেই সময় লপ্পীদোতের স্ত্রী দবোরা একজন মহিলা নবী ছিলেন। তিনিই তখন বনি-ইসরাইলদের শাসন করতেন। আফরাহীমের পাহাড়ী এলাকার রামা ও বেথেলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দবোরা তাঁর খেজুর গাছের তলায় বসতেন আর বনি-ইসরাইলরা নিজেদের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁর কাছ আসত। তিনি নপ্তালি দেশের কেদশ শহর থেকে অবীনোয়মের ছেলে বারককে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বললেন, 'ইসরাইলীয়দের মাবুদ আল্লাহ আপনাকে এই হুকুম দিচ্ছেন, 'তুমি নপ্তালি আর সবূলূন গোষ্ঠী থেকে দশ হাজার লোক সংগে নাও এবং তাবোর পাহাড়ের দিকে তাদের নিয়ে যাও। আমি যাবীনের সেনাপতি সীষরাকে তার সৈন্যদল ও রথসুদ্ধ কীশোন নদীর কাছে নিয়ে যাব এবং তোমার হাতে তাদের তুলে দেব।'

বারক দবোরাকে বললেন, 'আপনি যদি আমার সংগে যান তবেই আমি যাব, তা না হলে আমি যাব না।' দবোরা বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আপনার সংগে যাব, কিন্তু এই যুদ্ধে জয়ের গৌরব আপনি পাবেন না, কারণ মাবুদ একজন স্ত্রীলোকের হাতে সীষরাকে তুলে দেবেন।' এই কথা বলে দবোরা বারকের সাথে কেদশে গেলেন। বারক সেখানে সবূলূন ও নপ্তালি বংশের লোকেদের ডাকলেন। তাতে দশ হাজার লোক তাঁর সংগে গেল। আর দবোরাও তাঁর সংগে গেলেন। এর আগেই হেবর নামে এক কেনীয় (Heber the Kenite) অন্যান্য কেনীয়দের, অর্থাৎ মূসার শ্বশুর শোয়াইবের (Hobab) বংশধরদের ছেড়ে কেদশের কাছে সানন্নীমের এলোন গাছের পাশে তাঁর তাম্বু ফেলেছিলেন। যখন সীষরা এই খবর পেলেন যে, অবীনোয়মের ছেলে বারক তাবোর পাহাড়ে উঠে গেছে তখন তিনি তাঁর ন'শো লোহার রথ আর তাঁর সমস্ত লোকদের জমায়েত করে নিয়ে হরোশৎ-হগোয়িম থেকে কীশোন নদীর ধারে গেলেন।

তখন দবোরা বারককে বললেন, "আপনি এগিয়ে যান, মাবুদ আজকেই সীষরাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। মাবুদ তো আপনার আগে আগে গেছেন।" তখন বারক তাবোর পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেলেন। ... বারব যখন হামলা করলেন তখন তাঁর সামনে মাবুদ সীষরা ও তাঁর সমস্ত রথ ও সৈন্য সামন্তকে বিশৃঙ্খল করে দিলেন। তখন সীষরা তাঁর রথ ফেলে পালিয়ে গেলেন। বারক কিন্তু হরোশৎ-হগোয়িম পর্যন্ত তাদের রথ ও সৈন্যদলের পিছনে তাড়া করে গেলেন। সীষরার সমস্ত সৈন্যদের হত্যা করা হল, একজনও বাকী রইল না।

সীষরা দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে কেনীয় হেবরের স্ত্রী যায়েলের তাম্বুতে গিয়ে উঠলেন, কারণ হাৎসোরের বাদশাহ যাবীন এবং কেনীয় হেবরের বংশের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সীষরাকে ডেকে আনবার জন্য যায়েল

তাম্বু থেকে বের হয়ে তাঁকে বলল, "হে আমার প্রভু, আসুন, ভিতরে আসুন; আপনি ভয় পাবেন না।" কাজেই সীষরা তার তাম্বুতে ঢুকলেন আর যায়েল তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখল। সীষরা বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে, আমাকে একটু পানি দাও।" যায়েল দুধ রাখবার চামড়ার থলি খুলে তাঁকে দুধ খেতে দিল ও তারপর আবার তাকে ঢেকে রাখল। তারপর সীষরা তাকে বললেন, "তুমি তাম্বুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে ভিতরে কেউ আছে কি না তবে তাকে বলবে, 'নেই।' পরে সীষরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় যায়েল তাম্বুর একটা গোঁজ আর হাতুড়ী নিল। তারপর চুপিচুপি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কপালের একপাশ দিয়ে গোঁজটা এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল যে, সেটা মাটিতে গেঁথে গেল। তাতে সীষরা মারা গেলেন। বারক সীষরাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তখন যায়েল তাঁকে ডেকে আনবার জন্য বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, "আসুন, আপনি যাকে তালাশ করছেন আমি তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" বারক তার সংগে ভিতরে গিয়ে দেখলেন সীষরা মরে পড়ে আছেন আর তাঁর কপালে তাম্বুর গোঁজটা ঢুকে আছে।" (কাজীগণ ৪/১-২২)

যদিও যায়েল প্রতারণার মাধ্যমে আশ্রিতকে হত্যা করেছেন, বাইবেলে তাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করা হয়েছে: "মোবারক (হোক) কেনীয় হেবরের স্ত্রী যায়েল, মোবারক সে স্ত্রীলোকদের মধ্যে; সে তাম্বুবাসী স্ত্রীলোকদের মধ্যে মোবারক। সীষরা পানি চাইলে সে তাকে এনে দিল দুধ ... পরে সে হাতে নিল তাম্বু বাঁধার গোঁজ, আর ডান হাতে ধরল কামারের হাতুড়ী; সে সীষরাকে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দিল আর কপালে বিঁধিয়ে দিল সেই গোঁজখানা। ....।" (কাজীগণ ৫/২৪-২৬)

৯. ৭. ৫. ৩. হযরত শামাউনের নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বাইবেলের একজন প্রসিদ্ধ ভাববাদী, ত্রাণকর্তা ও বীর শাসনকর্তা ছিলেন শিমশোন বা হযরত শামাউন (Samson)। জন্মের পূর্বেই ঈশ্বরের দূতরা তাঁর পিতামাতাকে এ ত্রাণকর্তার জন্মের সুসংবাদ দেন। জন্ম থেকেই তাঁর পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য মদ এবং আংগুর রসের তৈরি সকল পানীয় পান নিষিদ্ধ করা হয়। (কাজীগণ ১৩ অধ্যায়)। তবে আমরা দেখেছি যে, বেশ্যাগমন ও ব্যভিচার তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল না (কাজীগণ ১৬/১-৪)।

ঈশ্বরের আত্মায়, মাবুদের রূহে বা পাক রূহে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর মানুষ খুনের কথা আমরা বলেছি। এখানে তাঁর হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখুন:

প্রথমত: যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট

"পরে শামাউন তিম্নায় গেলেন, সেখানে একটা ফিলিস্তিনি যুবতী তাঁর নজরে পড়ল। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর মা-বাবাকে বললেন, 'তিম্নাতে একটা ফিলিস্তিনি মেয়ে দেখে এসেছি; তোমরা তার সংগে আমার বিয়ে দাও।' জবাবে তাঁর মা-বাবা বললেন, 'তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কিংবা আমাদের সমস্ত জাতির মধ্যে কি কোন মেয়ে নেই যে, বিয়ের জন্য তোমাকে খৎনা-না-করানো ফিলিস্তিনিদের কাছে যেতে হবে?' কিন্তু শামাউন তাঁর বাবাকে বললেন, 'না, আমার জন্য তাকেই তোমরা নিয়ে এস। তাকেই আমার পছন্দ।' তাঁর মা-বাবা বুঝতে পারেন নি যে, এটা মাবুদ থেকেই হয়েছে, কারণ তিনি ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার একটা কারণ খুঁজছিলেন। সেই সময় ফিলিস্তিনীরা বনি-ইসরাইলদের শাসন করছিল।" (কাজীগণ ১৪/১-৪)

এখানে বাইবেল আমাদেরকে নতুন একটা বিষয় জানাচ্ছে, তা হল, যুদ্ধের জন্য ঈশ্বরের বা বাইবেল অনুসারীদের কোনো 'কারণ' বা অজুহাত লাগে! আমরা তো বহুবার দেখেছি যে, কোনো প্রকারের সামান্য কারণ, উস্কানি, ঘোষণা বা প্রেক্ষাপট ছাড়াই ঈশ্বরের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ঈশ্বরের মনোনীত প্রজারা লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র, নিরপরাধ নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রাণি হত্যা করছেন! ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রজারা একটা দেশ দখল করার বা কিছু মানুষ হত্যা করার ইচ্ছা করেছেন এটাই কি কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়?

বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্য থেকে তো আমরা তা-ই জানলাম।

সর্বাবস্থায়, ঐশ্বরিক হত্যা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, শামাউন উক্ত ফিলিস্তিনি মেয়েটাকে বিবাহ করেন। তিনি সহযাত্রী ত্রিশজন ফিলিস্তিনি যুবককে এ উপলক্ষে একটা ধাঁধা বলেন। তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় কনে পক্ষের যুবকেরা তাঁর ধাঁধার জবাব বলে দেয়। তখন পাক রূহের প্রেরণায় তিনি বিনা উস্কানিতে ত্রিশ জন নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেন, তাদের সব কিছু লুট করেন এবং তাদের কাপড় চোপড়গুলো নিয়ে ধাঁধার উত্তরদানকারীদের প্রদান করেন। তারপর তিনি রাগে জ্বলতে জ্বলতে তাঁর বাবার বাড়িতে চলে গেলেন। (কাজীগণ ১৪/৮-১৯)

শামাউনের শ্বশুর ভাবলেন, শামাউন তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এজন্য তাঁর এক বন্ধুর সাথে তাকে বিয়ে দিলেন। পরে শামাউন শ্বশুর বাড়িতে যেয়ে স্ত্রী চাইলে শ্বশুর তার ওজর পেশ করেন এবং তার অন্য মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। "পরে গম কাটবার সময় শামাউন একটা ছাগলের বাচ্চা নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সংগে দেখা করতে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমি ভিতরে আমার স্ত্রীর ঘরে যাচ্ছি।' কিন্তু মেয়েটার পিতা তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দিল না। তার পিতা বলল, 'আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে, তার প্রতি তোমার খুব ঘৃণা জন্মেছে, সেজন্য আমি তাকে তোমার বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছি। তার ছোট বোন তার চেয়েও সুন্দরী; তার বদলে তুমি তার ছোট বোনকে নাও।' তখন শামাউন তাদের বললেন, 'এবার আমি ফিলিস্তিনীদের ক্ষতি করতে পারব, আর তাতে আমার কোন দোষ হবে না।' (কাজীগণ ১৫/১-৩)

দ্বিতীয়ত: তিনশো শেয়াল এবং ক্ষেত-ফসল পুড়িয়ে ধ্বংস করা

"এই বলে তিনি বেরিয়ে গিয়ে তিনশো শেয়াল ধরলেন এবং তাদের প্রতি জোড়ার লেজে লেজে জুড়ে তার মাঝখানে একটা করে মশাল বেঁধে দিলেন। তারপর মশালে আগুন ধরিয়ে ফিলিস্তিনীদের ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ফসলের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিলেন। এভাবে তিনি তাদের বাঁধা আটি ও দাঁড়িয়ে থাকা ফসল এবং তাদের জলপাইয়ের বাগান পুড়িয়ে দিলেন।" (কাজীগণ ১৫/৪-৫)

এখানেও বাইবেলের যৌক্তিকতা ও নৈতিকতা লক্ষণীয়। ফিলিস্তিনিদের ক্ষতি করার জন্য 'কারণ' খুঁজে পেলেন শামাউন। পাঠক নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) শামাউনের ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি চলে যাওয়া থেকে তাঁর শ্বশুর বুঝলেন যে, শামাউন তার মেয়েকে ঘৃণা করে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। এজন্য তিনি তাঁর এক বন্ধুর সাথে তাকে বিয়ে দিলেন। এ ভুল স্বীকার করে অন্য মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহের প্রস্তাবও দিলেন। এরপরও যদি এক্ষেত্রে অপরাধ হয়ে থাকে তবে অপরাধী শামাউনের শ্বশুর, তাঁর স্ত্রী ও বন্ধু। কিন্তু বাইবেলের ঈশ্বর, ভাববাদী শামাউন এবং বাইবেলের লেখক পবিত্র আত্মা সকলেই এ ভুল বা অপরাধকে ফিলিস্তিনিদের ক্ষতি করার বৈধ কারণ হিসেবে গণ্য করলেন।

(খ) ফিলিস্তিনিদের ক্ষতি করার জন্য ঈশ্বর, ঈশ্বরের ভাববাদী বা পবিত্র আত্মা তিনশত শেয়াল পুড়িয়ে মারলেন! ফিলিস্তিনিদের ক্ষতি করার জন্য এ নিরীহ প্রাণিগুলোকে পুড়িয়ে হত্যা না করলে কি হত না?

(গ) ফিলিস্তিনিদের ক্ষতি করার বাইবেলীয় পদ্ধতি তাদের ক্ষেত-খামার ও ফল-ফসল পুড়িয়ে দেওয়া। বর্তমানে যুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন, জেনেভা কনভেনশন ও সভ্য দেশগুলো এরূপ পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা কি অনুমোদন করে? মহাশক্তিধর শামাউন সিংহ মারতেন, গাধার চোয়াল দিয়ে এক হাজার মানুষ মারতেন! তিনি কি শেয়ালগুলো এবং ক্ষেতখামার না পুড়িয়ে অপরাধী ও যোদ্ধাদের হত্যা করে ফিলিস্তিনিদের ক্ষতি করতে পারতেন না?

৯. ৭. ৬. দখল ও হত্যার ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো কারণ জরুরি নয়

শামাউন প্রসঙ্গে আমরা যুদ্ধ, হত্যা বা ক্ষতি করার জন্য 'কারণ'-এর প্রয়োজন বলে জানছি। কিন্তু পূর্বের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে বাইবেল বারবারই নিশ্চিত করছে যে, ঈশ্বরের, তাঁর প্রজাদের বা বাইবেলের অনুসারীদের যুদ্ধ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কর্মের জন্য কোনো যৌক্তিক বা অযৌক্তিক কারণের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর বা তাঁর অনুসারীরা কোনো জনপদ দেখে পছন্দ করেছেন এবং তা দখল বা ধ্বংস করতে এবং তথাকার মানুষদের হত্যা করতে ইচ্ছা করেছেন– এটাই যথেষ্ট। ঈশ্বরের প্রজারা কখনো এরূপ কোনো শখ করলে ঈশ্বর তা অনুমোদন করেন।

কখনো ঈশ্বর দেশবাসীর মন শক্ত করে তাদেরকে বনি-ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেন, যেন তাদের হত্যা করা ও দেশটা দখল করা যায়। তবে এরূপ অজুহাতও নিষ্প্রয়োজন। জেরিকোর মানুষেরা বনি-ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি, বরং বনি-ইসরাইলের গণহত্যাগুলোর খবর জেনে মহা আতঙ্কিত হয়ে নগরের দরজা বন্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাতে কোনোই লাভ হয়নি তাদের। মূল বিষয় হল অন্যের দেশ দখল করতে হবে এবং দখলের পরে তাদের সাথে বসবাস করা যাবে না। তাদের সবাইকে পরিপূর্ণ নির্মমতার সাথে হত্যা করতে হবে। তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেও চলবে না। হত্যাই একমাত্র নির্দেশ। তারা যুদ্ধ করতে না চাইলে উস্কানি দিয়ে যুদ্ধ করাতে হবে। তাতেও রাজি না হলে কোনো কারণ ছাড়াই তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের দেশ দখল করতে হবে এবং দখলের পরে অসহায় নাগরিকদের সবাইকে হত্যা করতে হবে।

৯. ৭. ৬. ১. কোনো 'কারণ' ছাড়াই একটা দেশের সবাইকে হত্যা ও দখল

বাইবেলের মধ্যে এ জাতীয় আরো অনেক ঘটনা বিদ্যমান যা প্রমাণ করে যে, দখল ও হত্যা-ই মূল নির্দেশ: কোনো অজুহাত থাক বা না থাক। এরূপ একটা ঘটনা:

"দান-গোষ্ঠী তাদের ভাগের জায়গাটার সবটুকুর দখল নেয়নি বলে তাদের পক্ষে জায়গাটা ছোট হয়েছিল। সেই জন্য তারা লেশম শহরটা আক্রমণ করে সেখানকার লোকদের হারিয়ে দিল এবং সবাইকে হত্যা করে তা দখল করল। তারা লেশমে বাস করতে লাগল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের নাম অনুসারেই সেই জায়গাটার নাম রাখল 'দান'।" (ইউসা ১৯/৪৭)

৯. ৭. ৬. ২. নিরীহ নির্বিরোধী অসহায় একটা জনপদ হত্যা ও ধ্বংস

কাজীগণ ১৮ অধ্যায়ে এ জাতীয় আরেকটা ঘটনা আমরা দেখি। কোনোরূপ 'কারণ' বা 'অজুহাত' ছাড়াই শুধুই দখলের জন্য একটা নিরাশ্রয়, নিরাপদ, শান্তিপ্রিয় জনপদ আক্রমণ করা, আক্রমণের পর তাদেরকে সেখানে বসবাসের সুযোগ বা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করা এবং শহরটি পুড়িয়ে দেওয়ার কাহিনী। এ কাহিনী পড়ে বিশ্বাসী খ্রিষ্টানরা কষ্ট পান কিনা তা জানি না, তবে আমাদের খুবই কষ্ট লেগেছে। বাইবেল বলছে, এ সকল অসহায় শান্তিপ্রিয় অযোদ্ধা শিশু, কিশোর ও নারী-পুরুষের স্রষ্টা ঈশ্বরই নাকি তাদেরকে এভাবে হত্যা করার অনুমোদন দিলেন। আবার ঈশ্বর বা তাঁর পাক রূহ সগৌরবে উপভোগ্যভাবেই এ নির্মমতার বর্ণনা দিচ্ছেন কাজীগণ ১৮ অধ্যায়ে:

(ক) শুধুই দখলের জন্য গণহত্যায় ঐশ্বরিক অনুমোদন

"সেই সময় বনি-ইসরাইলদের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিল না। ইসরাইলীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দান গোষ্ঠীর লোকেরা তখনও কোন সম্পত্তি দখল করে নিতে পারে নি। কাজেই তারা বসবাস করার উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্য একটা জায়গার খোঁজ করছিল। সেজন্য দানীয়রা সরা ও ইষ্টায়োল থেকে তাদের পাঁচজন যোদ্ধাকে খোঁজ-খবর করার জন্য পাঠিয়ে দিল যাতে তারা দেশটাকে ভাল করে দেখে

আসতে পারে। ... তাতে লোকেরা আফরাহীমের পাহাড়ী এলাকায় ঢুকল এবং রাতে মিকাহর বাড়ির কাছে রইল। সেই সময় তারা সেই লেবীয় যুবকের গলার আওয়াজ চিনতে পারল। সেজন্য তারা ভিতরে ঢুকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে এখানে কে এনেছে? এখানে তুমি কি করছ? আর কেনই বা এখানে এসেছে?' সে বলল, 'মিকাহ আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন। তিনি আমাকে বেতন দিয়ে রেখেছেন এবং আমি তাঁর ইমাম।' তারা তাকে বলল, **'দয়া করে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে জেনে নাও আমাদের যাত্রা সফল হবে কি না।' জবাবে ইমাম তাদের বলল, 'তোমরা শান্তিতে যাও; মাবুদের ইচ্ছা অনুসারে তোমরা যাচ্ছ।'**

(খ) শক্তিশালীর সাথে যুদ্ধ নয়; অসহায় শান্তিপ্রিয়কে হত্যা কর

সেই পাঁচজন লোক তখন সেখান থেকে লয়ীশে গেল। তারা দেখল সেখানকার লোকেরা সিডনীয়দের মত **নির্ভয়ে, শান্তিতে এবং নিরাপদে বাস করছে। সেই জায়গায় এমন কেউ নেই যে, তাদের উপর জুলুম করতে পারে।** এছাড়া তারা সিডনীয়দের থেকে অনেক দূরে বাস করছে এবং অন্য কারও সংগে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। সেই পাঁচজন যখন সরা ও ইষ্টায়োলে ফিরে আসল তখন তাদের লোকেরা তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি দেখলে?' জবাবে তারা বলল, **'আমরা যে জায়গা দেখে এসেছি তা চমৎকার। চল, আমরা তাদের হামলা করি । তোমরা কি চুপ করে বসে থাকবে? সেখানে গিয়ে জায়গাটা দখল করে নিতে দেরী করো না। তোমরা সেখানে গেলে দেখতে পাবে যে, সেখানকার লোকেরা একটা মস্ত বড় জায়গায় নিরাপদে বাস করছে। আল্লাহ্ তোমাদের হাতে জায়গাটা দিয়ে রেখেছেন। দুনিয়ার কোন জিনিসের অভাব সেখানে নেই।**

(গ) শান্তিপ্রিয় বিধর্মীর চেয়ে মূর্তিপূজক বনি-ইসরাইল ঈশ্বরের বেশি প্রিয়

এই কথা শুনে দান গোষ্ঠীর ছ'শো লোক যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরা আর ইষ্টায়োল থেকে যাত্রা শুরু করল। ... সেখান থেকে তারা আফরাহীমের পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে মিকাহর বাড়ীতে গেল। যে পাঁচজন লোক লয়ীশে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছিল তারা তাদের লোকদের বলল, 'তোমরা কি জান যে, এই ঘরগুলোর একটাতে একখানা এফোদ, কতগুলো দেবমূর্তি, একটা খোদাই করা মূর্তি ও একটা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা আছে? এখন তোমাদের কি করতে হবে তা তোমরা ভেবে দেখ।' এই কথা শুনে তারা মিকাহর বাড়ীর সেই যুবকের ঘরে গেল এবং তার ভালমন্দের খবরাখবর নিল। দান-গোষ্ঠীর সেই ছ'শো লোক যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ীতে ঢুকবার পথে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ইমামও সেই ছ'শো লোকের সংগে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন দেশটার খোঁজখবর নিয়ে যারা এসেছিল সেই পাঁচজন লোক ভিতরে ঢুকে খোদাই করা মূর্তিটা, এফোদটা, দেবমূর্তিগুলো এবং ছাঁচে ঢালা প্রতিমাটা নিয়ে নিল। এই লোকেরা যখন মিকাহর ঘর থেকে সেগুলো নিয়ে আসছিল তখন সেই ইমাম তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি করছ?' জবাবে তারা তাকে বলল, 'চুপ, মুখে হাত চাপা দিয়ে তুমি আমাদের সংগে এস; আমাদের ইমাম হয়ে পিতার মত হও। একজন পরিবারের ইমাম হওয়ার চেয়ে কি বনি-ইসরাইলদের একটি গোষ্ঠীর ইমাম হওয়া ভাল নয়?' এই কথা শুনে সেই ইমাম খুব খুশী হল। সে নিজেই সেই এফোদ, দেবমূর্তিগুলো এবং খোদাই করা মূর্তিটা নিয়ে সেই লোকদের সংগে গেল। লোকেরা তাদের ছোট ছেলেমেয়ে, পশুপাল এবং তাদের অন্যান্য জিনিসপত্র দলের সামনের দিকে রেখে সেখান থেকে চলে গেল। ... মিকাহর তৈরী করা সব মূর্তি এবং তার ইমামকে নিয়ে তারা লয়ীশে গেল।

(ঘ) নিরাপদ নিরস্ত্র অসহায়দের গণহত্যার সগৌরব ঐশ্বরিক বিবরণ

"**সেখানকার শান্তিতে এবং নিরাপদে থাকা লোকদের তারা আক্রমণ করে হত্যা করল এবং তাদের শহরটা পুড়িয়ে দিল। লয়ীশের লোকদের রক্ষা করবার মত কেউ ছিল না,** কারণ তাদের শহরটা সিডন

থেকে অনেক দূরে ছিল এবং অন্য কোন লোকদের সংগে তাদের সম্বন্ধ ছিল না। ... দান-গোষ্ঠীর লোকেরা শহরটা আবার তৈরী করে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগল। ... দান-গোষ্ঠীর লোকেরা সেখানে নিজেদের জন্য সেই খোদাই করা প্রতিমাটা স্থাপন করল।" (কাজীগণ ১৮/১-৩১)

৯. ৭. ৭. শুধু হত্যার জন্যই হত্যা

আমরা দেখলাম যে, ঈশ্বর বা তাঁর মনোনীত প্রিয় প্রজারা যদি কোনো দেশ দখলের সিদ্ধান্ত নেন তবে কোনো কারণ, অজুহাত, উস্কানি বা অপরাধ ছাড়াই সে দেশটা দখল করা এবং নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে তথাকার সকল মানুষ হত্যা করা বাইবেলের নির্দেশনায় বৈধ ও অনুমোদিত কর্ম বা পুণ্যকর্ম। অন্যত্র আমরা দেখি যে, দখলের কোনো প্রয়োজন বা ইচ্ছা ছাড়াও গণহত্যা বাইবেল অনুমোদন করে।

৯. ৭. ৭. ১. ঈশ্বরের পুত্র, খ্রিষ্ট ও নবী দাউদের অকারণ হত্যা

বাইবেলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দাউদ। সামগ্রিক বিচারে পবিত্র বাইবেলের তৃতীয় ব্যক্তি দাউদ। ইহুদি বাইবেলে তিনি দ্বিতীয়, মোশির পরেই তাঁর মর্যাদার জয়গান করে বাইবেল। আর খ্রিষ্টান বাইবেলে মূলত যীশুর পরেই তাঁর স্থান। নতুন নিয়মে পুরাতন নিয়মের নবীদের মধ্যে দাউদের মর্যাদার কথাই বেশি এসেছে। বাইবেলের বক্তব্যের বিচারে তিনিই প্রথম। তাঁর বিষয়ে এমন কিছু মর্যাদাময় কথা বাইবেল বলেছে যা আর কারো বিষয়ে বলেনি। এমনকি যীশুর বিষয়েও নয়। আমরা দেখেছি, বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে যীশু ঈশ্বরের পুত্র ও মসীহ। কিন্তু দাউদ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের প্রথম পুত্র, ঈশ্বরের জন্মদেওয়া বা জাত পুত্র, ঈশ্বরের মসীহ এবং ঈশ্বরের রাজা। মোশি ও যীশুকে বাদ দিলে তিনিই বাইবেলের মূল চরিত্র। বাইবেল তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। দাউদের বিষয়ে বাইবেল বলছে: "এই পর্যন্ত আপনার মধ্যে কোনো খারাপী দেখা যায়নি আর যাবেও না।" (১ শামুয়েল ২৫/২৮)

বাইবেলে ঈশ্বর বার বার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, দাউদ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর সকল বিধান পালন করতেন। ঈশ্বরের পূর্ণতম পবিত্র মানুষ হওয়ার তিনিই আদর্শ। "দাউদ আমার হুকুম মেনে চলত এবং মনে প্রাণে আমার বাধ্য ছিল। আমার চোখে যা ঠিক সে কেবল তা-ই করত" (১ বাদশাহনামা ১৪/৮)। "আমার গোলাম দাউদের মত আমার নিয়ম ও হুকুম পালন করে আমার চোখে যা ঠিক তা-ই কর তবে আমি তোমার সংগে থাকব" (১ বাদশাহনামা ১১/৩৮)।

বাইবেল আরো নিশ্চিত করেছে যে, দাউদের সকল অভিযানে ও হত্যাকাণ্ডে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সাথেই থেকেছেন: "তুমি যে সব জায়গায় গিয়েছ আমি সেখানে তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুদের শেষ করে দিয়েছি। আমি তোমার নাম দুনিয়ার মহান লোকদের নামের মত বিখ্যাত করব।" (২ শামুয়েল ৭/৯)

ঈশ্বরের এ মহান পুত্র (ইবনুল্লাহ), খ্রিষ্ট (মাসীহুল্লাহ) ও নবী দাউদ আজীবন যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছেন। যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া এবং বোধগম্য কোনো কারণ ছাড়াও তিনি অনেক মানুষ হত্যা করেছেন বলে বাইবেল জানাচ্ছে। এরূপ একটা হত্যাকাণ্ড ছিল লুটপাটের জন্য নিম্নের হত্যাকাণ্ড।

ঈশ্বরের মসীহ ও নবী তালুত যখন ঈশ্বরের দুষ্ট আত্মা বা খারাপ রূহের প্রভাবে ঈশ্বরের দ্বিতীয় মসীহ দাউদকে হত্যার জন্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন তখন দাউদ একজন ফিলিস্তিনি বাদশাহের কাছে যেয়ে আশ্রয় নিলেন। ফিলিস্তিনি বাদশাহ মানবতা ও সরলতার ভিত্তিতে তাকে আশ্রয় প্রদান করলেন। ফিলিস্তিনি বাদশাহ দাউদকে একটা গ্রাম প্রদান করেন বসবাসের জন্য। দাউদ সেখানে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারতেন। কারণ ফিলিস্তিনি রাজ্যে যেয়ে তালুত তাকে আর বিরক্ত করতে

পারতেন না। কিন্তু দাউদ লুটপাট শুরু করেন। তিনি গশূরীয়, গির্ষীয়, আমালেকীয় ইত্যাদি দেশে লুটপাট ও নির্বিচার গণহত্যা চালাতেন। এরপর ফিলিস্তিনি বাদশাহের প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য তাকে মিথ্যা বলতেন যে, তিনি বনি-ইসরাইলদের এলাকায় লুটপাট করেছেন। এ অকারণ লুটপাট, গণহত্যা ও মিথ্যাচারের কথা ঈশ্বর বাইবেলে সগৌরবে বর্ণনা করেছেন:

"দাউদ মনে মনে ভাবলেন, 'এই তালুতের হাতেই আমাকে একদিন মারা পড়তে হবে, তাই ফিলিস্তিনীদের দেশে পালিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে। তাহলে ইসরাইল দেশের মধ্যে তিনি আর আমাকে খুঁজে বেড়াবেন না, আর আমিও তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাব।' এই ভেবে দাউদ তাঁর সংগের ছ'শো লোক নিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে মায়োকের ছেলে আখীশের কাছে গেলেন। আখীশ ছিলেন গাতের বাদশাহ। দাউদ ও তাঁর লোকেরা গাতে আখীশের কাছে বাস করতে লাগলেন। তাঁর লোকদের প্রত্যেকের সংগে ছিল তাদের পরিবার, আর দাউদের সংগে ছিলেন তাঁর দুই স্ত্রী, যিষ্রীয়েল গ্রামের অহীনোয়ম এবং কর্মিল গ্রামের অবীগল। অবীগল ছিলেন নাবলের বিধবা স্ত্রী। তালুত যখন জানতে পারলেন যে, দাউদ গাতে পালিয়ে গেছেন তখন তিনি তাঁর খোঁজ করা বন্ধ করে দিলেন। একদিন দাউদ আখীশকে বললেন, 'আপনি যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে এই দেশের কোন একটা গ্রামে আমাকে কিছু জায়গা দিন যাতে আমি সেখানে গিয়ে বাস করতে পারি। আপনার এই গোলাম কেন রাজধানীতে আপনার সাথে বাস করবে?'

তখন আখীশ সিক্লগ শহরটা দাউদকে দান করলেন। সেই থেকে আজও সিক্লগ এহুদার বাদশাহদের অধিকারে আছে। দাউদ ফিলিস্তিনীদের দেশে এক বছর চার মাস ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর লোকদের নিয়ে গশূরীয়, গির্ষীয় ও আমালেকীয়দের দেশে লুটপাট করতে গিয়েছিলেন। এই সব জাতির লোকেরা অনেক কাল আগে শূর থেকে মিসর পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটায় বাস করত। **দাউদ যখন কোন এলাকায় আক্রমণ করতেন তখন সেখানকার স্ত্রী পুরুষ সবাইকে হত্যা করতেন এবং তাদের ভেড়া, গরু, গাধা, উট, আর কাপড় চোপড় নিয়ে আসতেন।** যখন তিনি আখীশের কাছে ফিরে আসতেন তখন আখীশ জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজ কোথায় লুটপাট করতে গিয়েছিলে?' জবাবে দাউদ বলতেন যে, তিনি নেগেভে এহুদা এলাকায় কিংবা যিরহমেলীয়দের এলাকায় কিংবা কেনীয়দের এলাকায় গিয়েছিলেন।'

দাউদ কোন স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষকে গাতে নিয়ে আসবার জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন না, কারণ তিনি মনে করতেন, তারা তাদের বিষয় সব কথা জানিয়ে দিয়ে বলবে যে, দাউদ এই কাজ করেছে। ফিলিস্তিনীয়দের দেশে আসবার পর থেকে দাউদ বরাবরই এই রকম করতেন। কিন্তু আখীশ দাউদকে বিশ্বাস করতেন আর ভাবতেন দাউদ এই সব কাজ করে তাঁর নিজের জাতি বনি-ইসরাইলদের কাছে নিজেকে খুব ঘৃণার পাত্র করে তুলছে আর তাতে চিরকাল সে তার গোলাম হয়ে থাকবে। (১ শামুয়েল ২৭/১-১২)

পাঠক, মানবতা, সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততার বিচারে আপনি কাকে মহান বলবেন? ঈশ্বরের পুত্র দাউদকে? না ফিলিস্তিনি রাজা আখীশকে? নিম্নের বিষয়গুলে দেখুন:

(ক) বাইবেল দাউদের গণহত্যার কারণ উল্লেখ করেছে: (১) লুটপাট করা, (২) ফিলিস্তিনি বাদশাহকে প্রতারণাপূর্বক জানানো যে, তিনি বনি-ইসরাইলদের মধ্যে লুটপাট করেছেন, যাতে তিনি মনে করেন যে, দাউদ আর কখনো বনি-ইসরাইলদের মধ্যে ফিরে যাবেন না, (৩) লুটের কোনো সাক্ষী যেন না থাকে সেজন্য সকলকে হত্যা করা!

(খ) দাউদ নারী-পুরুষ সবাইকে হত্যা করতেন। অর্থাৎ শিশু, দুগ্ধপোষ্য, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকল মানুষ তিনি হত্যা করতেন।

(গ) ফিলিস্তিনি রাজার আশ্রয়ে এক বছর চার মাস ধরে এভাবে নিয়মিত লুটপাট ও নির্বিচার গণহত্যা

চালিয়েছেন। ১৬ মাসে কতবার তিনি লুটতরাজ ও গণহত্যায় বেরিয়েছিলেন? কমপক্ষে ১৬ বার? ১৬টা হামলায় কত হাজার মানুষ মেরেছিলেন? প্রতিবারে ১০ হাজার হলে মোট ১,৬০,০০০? কত সম্পদ লুট করেছিলেন?

(ঘ) কেন এত নির্মম ও নির্বিচার গণহত্যা? বাইবেলের বর্ণনা থেকে আমরা নিশ্চিত যে, দাউদ নিজের গ্রামে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারতেন। ফিলিস্তিনি বাদশাহ তাঁকে লুটপাটের দায়িত্ব দেননি, এমনকি বনি-ইসরাইলদের মধ্যে লুটপাটেরও কোনো দায়িত্ব দেননি। একটা মানুষ হত্যারও তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধুই লুটপাটের জন্য তিনি বেরোতেন। তাঁর এ লুটপাট যুদ্ধের প্রয়োজনে ছিল না। তিনি তাঁর কোনো শত্রু জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরোতেন না। শুধু লুটপাটের জন্যই লুটপাট। আর লুটপাট করেই ক্ষান্ত হননি তিনি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটা মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন। মামলার সাক্ষ্য গোপনের জন্য সাক্ষীকে হত্যা করা!

দাউদ যখন ফিলিস্তিনি রাজার হেফাযতে বাস করে আমালেকীয় এলাকায় লুট ও গণহত্যা চালাতেন তখন একবার আমালেকীয়রা তাঁর এলাকায় আক্রমণ করে লুট করে এবং সকল মহিলাকে বন্দি করে নিয়ে যায়: "তারা সিক্লগ আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়ে সেখানকার সমস্ত স্ত্রীলোকদের এবং ছোট-বড় সবাইকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য কাউকেই তারা হত্যা করে নি, কেবল ফিরে যাবার সময় তাদের সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল।" (১ শামুয়েল ৩০/১-২)

পাঠক, এখানে দাউদের লূটপাট ও আমালেকীয়দের লুটপাটের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন। দাউদ লুটপাটের সময় সকল নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করতেন। পক্ষান্তরে আমালেকীয়রা লুটের সাথে হত্যা করত না। কেবল বন্দি করে নিয়ে যেত! দাউদ এ সকল বন্দিকে ছাড়াতে আমালেকীয়দের আক্রমণ করলেন। তবে তিনি কাউকে বন্দি করার দিকে গেলেন না। তিনি শুধু হত্যা করলেন: "দাউদ সেই দিন বিকালবেলা থেকে শুরু করে পর দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সংগে যুদ্ধ করলেন। তাদের মধ্যে কেউই রক্ষা পেল না, কেবল চারশো যুবক উটের পিঠে করে পালিয়ে গেল।" (১ শামুয়েল ৩০/১৭)

আমরা দেখেছি, ঈশ্বর বার বারই বলেছেন যে, দাউদ মনে-প্রাণে ঈশ্বরের হুকুম মেনে চলতেন এবং ঈশ্বরের চোখে যা ঠিক দাউদ শুধু তা-ই করতেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত যে, দাউদের এ হত্যাকাণ্ড ঈশ্বরের চোখে পুরোপুরিই ঠিক ছিল।

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি কি বাইবেলীয় ঈশ্বরের সাথে একমত হতে পারছেন?

৯. ৭. ৭. ২. ঈশ্বরের পুত্র, খ্রিষ্ট ও নবী দাউদের সকারণ হত্যা

আমরা আগেই বলেছি, এ সামান্য কিছু অকারণ গণহত্যা দাউদের হত্যাকাণ্ডের অতি সামান্য অংশ। মূলত তাঁর মূল হত্যাকাণ্ডগুলো ছিল যুদ্ধ কেন্দ্রিক। রাষ্ট্র থাকলেই যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে। আর যুদ্ধ হলেই কিছু হতাহত হতেই পারে। তবে ঈশ্বরের পুত্র (ইবনুল্লাহ), প্রথম পুত্র, একজাত পুত্র, মাসীহ, নবী ও রাজা দাউদের জীবনের যুদ্ধগুলো বাইবেলের অন্যান্য নবী, শাসক ও বীরদের যুদ্ধের মতই হত্যার মহোৎসব। এখানে যুদ্ধের প্রয়োজনে হত্যার চেয়ে হত্যার প্রয়োজনে যুদ্ধের চিত্রই ভেসে ওঠে। সামান্য কয়েকটা নমুনা লক্ষ্য করুন:

(ক) অযুত অযুত হত্যা

তালুতের সৈন্য হিসেবে দাউদ যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে তিনি হত্যা করতেন লক্ষ লক্ষ শত্রু। বাইবেলের বর্ণনায় তিনি হয়ে গেলেন 'কিলিং মেশিন' বা 'হত্যা যন্ত্র'। তাঁর শত্রু হত্যা তালুতের রাজ্যে প্রবাদে পরিণত হল। বাইবেল বলছে: "দাউদ সেই ফিলিস্তিনী জালুতকে হত্যা করবার পর লোকেরা যখন

বাড়ী ফিরে আসছিল তখন ইসরাইলের সমস্ত গ্রাম ও শহর থেকে মেয়েরা নেচে নেচে আনন্দের গান গেয়ে এবং খঞ্জনী ও তিনতারা বাজাতে বাজাতে বাদশাহ তালুতকে সালাম জানাতে বের হয়ে আসল। তারা নাচতে নাচতে এই গান গাইছিল, 'তালুত মারলেন হাজার হাজার আর দাউদ মারলেন অযুত অযুত।" (১ শামুয়েল ১৮/৬)

(খ) বাইশ হাজার হত্যা

রাজা হওয়ার পর দাউদ শুধু যুদ্ধ করতেন ও হত্যা করতেনঃ "দামেস্কের সিরীয়রা যখন সোবার বাদশাহ হদদেষরকে সাহায্য করতে আসল তখন দাউদ তাদের বাইশ হাজার লোককে হত্যা করলেন।" (২ শামুয়েল ৮/৫)

(গ) আঠারো হাজার হত্যা

"দাউদ লবণ-উপত্যকার আঠার হাজার সিরীয়কে হত্যা করে ফিরে আসলে পর চারিদিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল।" (২ শামুয়েল ৮/১৩)

(ঘ) চল্লিশ হাজার সাত শত হত্যা

অম্মোনীয়দের সাথে যুদ্ধে তিনি হত্যা করলেন ৪০,৭০০: "কিন্তু বনি-ইসরাইলদের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। তখন দাউদ তাদের সাতশো রথচালক ও চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারকে হত্যা করলেন।" (২ শামুয়েল ১০/১৮)

(ঙ) সাতচল্লিশ হাজার হত্যা

দাউদ ৪৭,০০০ সৈন্য হত্যা করলেনঃ "কিন্তু বনি-ইসরাইলদের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। তখন দাউদ তাদের সাত হাজার রথ চালক এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য হত্যা করলেন।" (১ খান্দাননামা ১৯/১৮)

৯. ৭. ৭. যুদ্ধবন্দির প্রতি আচরণের বাইবেলীয় আদর্শ

সুপ্রিয় পাঠক, উপরের আলোচনা থেকে নিরস্ত্র নাগরিক ও যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশনা জানতে পেরেছেন। মূল নির্দেশ সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে। পরাজিত জাতির পলায়নপর যোদ্ধা, অযোদ্ধা, নারী, পুরুষ সবাইকে হত্যা, যুদ্ধের পরে বেঁচে থাকা যুদ্ধবন্দি সৈন্যদের ছাড়াও অযোদ্ধা ও নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা। হত্যার ক্ষেত্রে সম্মানজনক মৃত্যুর কোনো সুযোগ নেই। হত্যার পরেও সম্মানজনক সৎকারের সুযোগ নেই। যুদ্ধবন্দি সৈন্য, নাগরিক, সেনাপতি ও রাজাদের বিষয়ে বাইবেলীয় নির্দেশনা পায়ের আঙুল কেটে, গলায় পা রেখে, নির্মমভাবে কেটে টুকরো করে... হত্যা কর, গাছে ঝুলাও এবং ছুঁড়ে ফেল! মৃতদেহের প্রতি ন্যূনতম সম্মানপ্রদর্শনও নেই। হত্যার সময়েও ন্যূনতম মানবতা প্রদশন করা যাবে না। বাইবেলের সর্বত্রই এ নির্দেশ, নির্দেশনা ও আদর্শ। কয়েকটা নমুনা দেখুনঃ

৯. ৭. ৭. ১. যুদ্ধবন্দি রাজাকে হত্যা করে গাছে টাঙিয়ে রাখা

"বনি-ইসরাইলরা তাদের সবাইকে হত্যা করল, কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না যেতেও দিল না। তবে অয় শহরের বাদশাহকে তারা জীবন্ত অবস্থায় ধরে ইউসার কাছে নিয়ে গেল। ... তিনি অয় শহরের বাদশাহকে হত্যা করে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছে টাংগিয়ে রাখলেন। সন্ধ্যা বেলায় তিনি তাঁর লাশটা গাছ থেকে নামিয়ে শহরের সদর দরজায় ঢুকবার পথে ছুঁড়ে ফেলবার হুকুম দিলেন। লোকেরা তাঁর উপর পাথর দিয়ে একটা বড় স্তূপ করে রাখল। সেটা আজও রয়েছে।" (ইউসা/ যিহোশূয় ৮/১-২৯)

৯. ৭. ৭. ২. যুদ্ধবন্দি রাজাদের ঘাড়ে পা রেখে হত্যা করে টাঙিয়ে রাখা

বনি-ইসরাইলের এ নির্মম গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদে বিচলিত হয়ে জেরুজালেম (Jerusalem), হেবরন (Hebron), যর্মূত (Jarmuth), লাখীশ (Lachish) ও ইগ্লোন (Eglon) পাঁচটা রাজ্যের বাদশাহ একত্রিত হয়ে তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। ইউসা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ধ্বংস করেন।

"গিলগল থেকে বেরিয়ে সারা রাত হাঁটবার পর ইউসা হঠাৎ তাদের আক্রমণ করলেন। ... মাবুদ গিবিয়োনে বনি-ইসরাইলদের দিয়ে তাদের অনেককে হত্যা করলেন। ... সেই পাঁচজন আমোরীয় বাদশাহ পালিয়ে গিয়ে মক্কেদা শহরের কাছে একটা গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। সেই গুহাতে লুকানো অবস্থায় সেই পাঁচজন বাদশাহকে খুঁজে পাবার খবর যখন ইউসাকে জানানো হল তখন তিনি বললেন, 'গুহাটার মুখে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দাও এবং সেটা পাহারা দেবার জন্য কয়েকজন লোক দাঁড় করিয়ে রাখ।' কিন্তু তোমরা থেমো না; তোমাদের শত্রুদের তাড়া করে নিয়ে যাও, পিছন দিক থেকে আক্রমণ কর এবং তাদের নিজেদের শহরে ফিরে যেতে দিয়ো না। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের তুলে দিয়েছেন। এভাবে ইউসা ও বনি-ইসরাইলরা আমোরীয়দের ধ্বংস করে ফেলল। ... তারপর ইউসা বললেন, 'গুহার মুখ খুলে ঐ পাঁচজন বাদশাহকে বের করে আমার কাছে নিয়ে এস।' তাতে সেই গুহা থেকে সেই পাঁচজন বাদশাহকে তারা বের করে নিয়ে আসল। এঁরা ছিলেন জেরুজালেম, হেবরন, যর্মূত, লাখীশ ও ইগ্লোনের বাদশাহ। তারা যখন সেই বাদশাহদের ইউসার কাছে নিয়ে আসল তখন তিনি সমস্ত বনি-ইসরাইলদের ডাকলেন এবং তাঁর সংগে যে সেনাপতিরা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের বললেন, 'তোমরা এখানে এসে ঐ বাদশাহদের ঘাড়ে তোমাদের পা রাখ।" এতে তারা এগিয়ে গিয়ে ঐ বাদশাহদের ঘাড়ের উপর তাদের পা রাখল। ইউসা তাদের বললেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, হতাশ হয়ো না। তোমরা শক্তিশালী হও ও মনে সাহস আন। তোমরা যে সব শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে তাদের সকলের অবস্থা মাবুদ এই রকম করবেন।' তারপর ইউসা সেই বাদশাহদের হত্যা করে পাঁচটা গাছে তাদের টাংগিয়ে দিলেন। বিকাল পর্যন্ত তাদের লাশ গাছে টাংগানোই রইল। সূর্য ডুবে যাবার সময়ে ইউসার হুকুমে লোকেরা গাছ থেকে তাদের লাশগুলো নামিয়ে ফেলল এবং যে গুহাতে তারা লুকিয়ে ছিলেন তার মধ্যে সেই দেহগুলো ছুঁড়ে ফেলল। গুহার মুখটা তারা বড় বড় পাথর দিয়ে ঢেকে দিল। সেগুলো আজও সেখানে রয়েছে। (ইউসা ১০/৯-১০, ১৬-২৭)

৯. ৭. ৭. ৩. হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে মাথা নিয়ে যাওয়া

"তিনশো শিংগা বেজে উঠবার সময় মাবুদ এমন করলেন যার ফলে ছাউনির ভিতরকার সমস্ত লোকেরা একজন অন্যজনকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করল। .... তারা ওরেব ও সেব নামে দু'জন মাদিয়ানীয় নেতাকে ধরল এবং ওরেবকে ওরেবের পাথরের কাছে এবং সেবকে সেবের আংগুর মাড়াই করবার জায়গাতে হত্যা করল। তারা মাদিয়ানীয়দের তাড়া করে নিয়ে গেল এবং ওরেব ও সেবের মাথা জর্ডানের ওপারে গিদিয়োনের কাছে নিয়ে গেল।" (কাজীগণ ৭/২২-২৫)

৯. ৭. ৭. ৪. যুদ্ধবন্দিকে টুকরো টুকরো করে মাবুদের সামনে বলি দেওয়া

বাইবেলের অন্যতম প্রসিদ্ধ নবী শামুয়েল এবং তাঁরই হাতে অভিষিক্ত ঈশ্বরের মাসীহ, নবী ও রাজা তালুত। ঈশ্বর তালুতকে আদেশ দেন আমালেক জাতিকে আক্রমণ করে সবাইকে হত্যা করতে। তালুত সবাইকে হত্যা করে রাজাকে জীবিত বন্দি করেন। তখন নবী শামুয়েল নিজে হাতে বন্দি রাজাকে কেটে টুকরো টুকরো করেন: "পরে শামুয়েল বললেন, 'আমালেকীয়দের বাদশাহ অগাগকে আমার কাছে নিয়ে এস।' এই কথা শুনে অগাগ তাঁর মোটা শরীর নিয়ে হেলে-দুলে শামুয়েলের কাছে আসলেন। তিনি

ভাবলেন মৃত্যুর যন্ত্রণা এখন আর নেই। কিন্তু শামুয়েল বললেন, 'তোমার তলোয়ারে অনেক স্ত্রীলোক যেমন সন্তানহারা হয়েছে, তেমনি স্ত্রীলোকদের মধ্যে তোমার মা-ও সন্তানহারা হবে। এই কথা বলে শামুয়েল গিলগলে মাবুদের সামনে অগাগকে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেললেন।" (১ শামুয়েল ১৫/৩২-৩৩)

সুপ্রিয় পাঠক, নবী শামুয়েল তাঁর এ কর্মটির পক্ষে একটা কারণ পেশ করেছেন। এ কারণটিকে কার্যকর বা অকাট্য (Valid) বলে গ্রহণ করা হলে যাকোব, রুবেন, মোশি, ইউসা, শামাউন, তালুত, দাউদ প্রমুখ বাইবেলীয় নবী, কাজী, মাসীহ ও ঈশ্বরের পুত্ররা সকলেই এ বিধানের আওতায় পড়বেন। কারণ তাঁরা সকলেই নিজে বা আদেশের মাধ্যমে অনেক নিরপরাধ মাতাকে সন্তানহীন, সন্তানকে মাতৃহীন, স্বামীকে স্ত্রীহীন ও স্ত্রীকে স্বামীহীন করেছেন।

৯. ৭. ৭. ৫. অসহায় বন্দিদেরকে পাশাপাশি শুইয়ে হত্যা করা

ঈশ্বরের পুত্র (ইবনুল্লাহ) দাউদ অসহায় বন্দিদেরকে পাশাপাশি মাটিতে শুইয়ে দিয়ে নির্বিচারে দুই-তৃতীয়াংশ বন্দিকে হত্যা করেন: "দাউদ মোয়াবীয়দেরও হারিয়ে দিলেন। তিনি মোয়াবীয়দের মাটিতে পাশাপাশি শুইয়ে একপাশ থেকে শুরু করে তাদের শেষ পর্যন্ত দড়ি দিয়ে মাপলেন। প্রথম দুই দড়ির মাপের লোকদের হত্যা করা হল এবং তারপরের এক দড়ির লোকদের বাঁচিয়ে রাখা হল।" (২ শামুয়েল ৮/২)

৯. ৭. ৭. ৬. করাত, লোহার মই, লোহার কুড়ালি ও ইটভাটার মধ্যে হত্যা

বিজিত দেশের যুদ্ধবন্দি বা সাধারণ নাগরিকদের বিষয়ে ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম পুত্র, জাত পুত্র, খ্রিষ্ট, নবী ও রাজা দাউদের নিয়ম ছিল নিম্নরূপ: "And he brought out the people that were in it, and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon." "আর তিনি তথাকার লোকদের বাহির করিয়া আনিয়া করাতের দ্বারা, লৌহের মই দ্বারা এবং কুড়ালের দ্বারা ছেদন করিলেন। দাউদ অম্মোন-সন্তানদের সমস্ত নগরের প্রতি এইরূপ করিলেন।" (১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ২০/৩) কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "তিনি শহরের লোকদের বের করে আনলেন এবং করাত, লোহার খন্তা ও কুড়াল দিয়ে তাদের কেটে ফেললেন।"

তাহলে দাউদ অম্মোনীয়দের সকল শহরেই এভাবে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করতেন। পাঠক কল্পনা করুন! বিভিন্ন শহরের হাজার হাজার অসহায় নিরস্ত্র নাগরিক বা যুদ্ধবন্দি নারী, পুরুষ ও শিশুকে করাত, লোহার খন্তা ও কুড়াল দিয়ে কাটা হচ্ছে!

অন্যত্র ইটের ভাটার কথাও বলা হয়েছে: "আর দাউদ তথাকার লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাতের, লৌহের মইর ও লৌহের কুড়ালির মুখে রাখিলেন এবং ইটের পাঁজার মধ্য দিয়া গমন করাইলেন। তিনি অম্মোন-সন্তানদের সমস্ত নগরের প্রতি এইরূপ করিলেন।" (২ শমূয়েল ১২/৩১)

সুপ্রিয় পাঠক, কোন গণহত্যাটা (holocaust/genocide) বর্বরতর বা নির্মমতর: হিটলারের গ্যাসচেম্বারের গণহত্যা? না রাজা দাউদের খন্তা, কুড়াল ও করাতের গণহত্যা?

৯. ৭. ৭. ৭. বন্দি এক হাজার ছয়শ' ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে হত্যা

অবলা প্রাণিকে কষ্ট দিয়ে হত্যার বিষয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ ও নবীদের কর্ম আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এ বিষয়ে ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম পুত্র, জাত পুত্র, খ্রিষ্ট ও নবী রাজা দাউদের কর্মও লক্ষণীয়। তিনি যুদ্ধে বন্দি করা এক হাজার ছয় শত ঘোড়াকে পায়ের শিরা কেটে হত্যা করেন: "দাউদ তাঁর এক হাজার সাতশো

ঘোড়সওয়ার এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আটক করলেন। তাদের একশোটা রথের ঘোড়া রেখে তিনি বাকী সব ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে দিলেন।" (২ শামুয়েল ৮/৪)

৯. ৭. ৭. ৮. বন্দি ছয় হাজার নয় শত ঘোড়াকে পায়ের রগ কেটে হত্যা

অন্যত্র তিনি ছয় হাজার নয় শত ঘোড়াকে অমানবিক কষ্ট দিয়ে হত্যা করেন: "পরে সোবার বাদশাহ হদদেষর যখন ফোরাত নদী বরাবর তাঁর জায়গাগুলোতে আবার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে গেলেন তখন দাউদ তাঁর সংগে যুদ্ধ করতে হামা পর্যন্ত গেলেন। দাউদ তাঁর এক হাজার রথ, সাত হাজার গোড়সওয়ার এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আটক করলেন। তাদের একশোটা রথের ঘোড়া রেখে তিনি বাকী সব ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে দিলেন।" (১ খান্দাননামা ১৮/৩-৪)

৯. ৭. ৮. গুপ্তহত্যা ও আত্মহত্যায় বাইবেলীয় আদর্শ

৯. ৭. ৮. ১. যুদ্ধের ঘোষণা ছাড়াই গুপ্তহত্যা

ঈশ্বরের প্রিয় প্রজা বনি-ইসরাইলরা প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হন। এজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বর তাদেরকে ফিলিস্তিনের মূল অধিবাসী বিভিন্ন রাজার অধীন করে দেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ফিলিস্তিনিরা বনি-ইসরাইলদের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য ও মানবিক ছিল। তারা বনি-ইসরাইলদের অধীন করলেও তাদেরকে গণহারে হত্যা করেনি, তাদের দেশগুলোতে অগ্নিসংযোগ করেনি, তাদের কুমারী মেয়েগুলো ছাড়া বাকিদের হত্যা করেনি বা নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করেনি। বরং তাদেরকে অধীন করে খাজনা নিয়েছে বা মাঝে মাঝে লুটতরাজ করেছে। বাইবেলীয় গণহত্যার তুলনায় এগুলো ছিল অনেক বেশি মানবিক। তারপরও বনি-ইসরাইল ঈশ্বরের কাছে স্বাধীনতা চেয়েছে এবং ঈশ্বর তাদেরকে ত্রাণকর্তা দান করেছেন।

ত্রাণকর্তা বুঝাতে ইংরেজি বাইবেলগুলোতে ডেলিভারার, সেভিয়র বা মাশিয়া/ মাসীহ লেখা হয়েছে। KJV (কিং জেমস ভার্শন) ও কিছু ভার্শনে: a deliverer; ASV, CJV, DARBY, DRA, JUB, MSG, NOG, NABRE, WEB, WYC, YLT ও অন্যান্য ভার্শনে: a saviour এবং OJB (Orthodox Jewish Bible: অর্থোডক্স জুইশ বাইবেল)-এ: a Moshi'a লেখা হয়েছে।[১২]

এরূপ একজন ত্রাণকর্তা (saviour) বা মসীহ ছিলেন এহূদ (Ehud)। এ সময়ে বনি-ইসরাইল মোয়াবের বাদশাহর অধীন ছিল এবং তাকে খাজনা দিত। এহূদ খাজনা দেওয়ার ছলে যেয়ে মোয়াবের বাদশাহকে গুপ্ত হত্যা করেন:

"পরে মাবুদের চোখে যা খারাপ বনি-ইসরাইলরা আবার তাই করতে শুরু করল। কাজেই মাবুদ মোয়াবের বাদশাহ ইগ্লোনকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তুললেন। অম্মোনীয় ও আমালেকীয়দের সংগে নিয়ে ইগ্লোন বনি-ইসরাইলদের হামলা করলেন এবং জেরিকো অধিকার করে নিলেন। বনি-ইসরাইলরা আঠারো বছর মোয়াবের বাদশাহ ইগ্লোনের অধীনে রইল। এরপর বনি-ইসরাইলরা আবার মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে লাগল, আর তিনি তাদের জন্য এহূদ নামে একজন উদ্ধারকর্তা (a deliverer/ a saviour/ a Moshi'a) দাঁড় করালেন। তিনি ছিলেন বিনইয়ামীন গোষ্ঠীর গেরার ছেলে। তিনি বাঁ হাতে কাজ করতেন।

মোয়াবের বাদশাহ ইগ্লোনকে খাজনা দেবার জন্য বনি-ইসরাইলরা তাকে পাঠিয়ে দিল। তিনি একহাত লম্বা দু'দিকে ধার দেওয়া ছোরা বানিয়ে তার কাপড়ের নিচে ডান উরুর সংগে বেঁধে নিলেন। তিনি গিয়ে মোয়াবের বাদশাহ ইগ্লোনকে সেই খাজনা দিলেন। বাদশাহ ইগ্লোন ছিলেন খুব মোটা। খাজনা

[১২] https://www.biblegateway.com/verse/en/Judges%203:15

দেবার পর যারা খাজনা বয়ে এনেছিল এহূদ তাদের বিদায় করে দিলেন, কিন্তু তিনি নিজে গিলগলের কাছে খোদাই করা পাথরগুলো পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনাকে আমার একটা গোপন খবর দেবার আছে।' বাদশাহ তাঁর লোকদের বললেন, 'তোমরা চুপ কর'; এতে তাঁর লোকেরা তাঁর কাছে থেকে চলে গেল। তখন বাদশাহ তাঁর ছাদের ঠাণ্ডা ঘরে একা বসে ছিলেন, আর এহূদ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনাকে আমার একটা খবর দেবার আছে; খবরটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।'

এই কথা শুনে বাদশাহ উঠে দাঁড়ালেন, আর এহূদ বাঁ হাত দিয়ে তাঁর ডান দিকের উরু থেকে ছোরাটা টেনে বের করে নিয়ে বাদশাহর পেটে সেটা ঢুকিয়ে দিলেন। বাঁট সুদ্ধ ছোরাটা পেটে ঢুকে গিয়ে চর্বিতে ঢাকা পড়ে গেল, কারণ এহূদ ছোরাটা টেরে বের করে নেননি। ছোরাটা পিছনের দিকে খানিকটা বের হয়ে ছিল। তারপর এহূদ বারান্দায় বের হয়ে এসে ঘরের দরজা টেনে দিয়ে তালা বন্ধ করে দিলেন। (কেরি: কবাট বন্ধ করিয়া কুলুপ লাগাইয়া দিলেন)। এহূদ চলে যাবার পর চাকরেরা এসে দেখল উপরের ঘরের দরজা তালা দেওয়া (কবাট বন্ধ)। তারা বলল, 'নিশ্চয় তিনি ভিতরের ঘরে পায়খানায় গেছেন।' তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করল, কিন্তু তবুও তিনি দরজা খুলছেন না দেখে তারা লজ্জা ভেংগে চাবি এনে দরজা খুলে ফেলল। তারা দেখল তাদের মালিক মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন।

চাকরেরা অপেক্ষা করবার সময় এহূদ পালিয়ে গিয়ে খোদাইকরা পাথরগুলো পিছনে ফেলে সিয়ীরাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আফরাহীমের পাহাড়ী এলাকায় তিনি সিংগা বাজালে বনি-ইসরাইলরা তাঁর সংগে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসে তাঁর পিছনে পিছনে চলল, কারণ তিনি তাদের হুকুম দিয়েছিলেন, 'আমার পিছনে পিছনে এস; মাবুদ তোমাদের শত্রু মোয়াবীয়দের তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।' কাজেই তারা তাঁর পিছনে পিছনে নেমে গিয়ে মোয়াবের কাছে জর্ডান নদীর যে জায়গাগুলো হেঁটে পার হওয়া যায় সেগুলো দখল করে নিল। তারা কাউকে সেই সব জায়গা দিয়ে পার হতে দিল না। সেই সময় তারা দশ হাজার মোয়াবীয়কে হত্যা করল। এই মোয়াবীয়রা সবাই স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তাদের একজন লোকও পালিয়ে যেতে পারেনি।" (কাজীগণ ৩/১২-২৯)

সুপ্রিয় পাঠক, এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) যীশু খ্রিষ্টই একমাত্র ত্রাণকর্তা নন! বাইবেলে আমরা এরূপ আরো অনেক ত্রাণকর্তা বা মাসীহের সন্ধান পাই।

(খ) বাইবেলীয় মসীহ বা ত্রাণকর্তারা কারো পরকালীন ত্রাণ করেন না। তাঁরা মূলত ঈশ্বরের প্রিয় প্রজাদেরকে জাগতিক পরাধীনতা বা কষ্ট থেকে ত্রাণ করেন।

(গ) ঈশ্বরের নির্বাচিত মসীহ বা ত্রাণকর্তা অকাতরে মিথ্যা বলছেন: "মহারাজ, আপনাকে আমার একটা গোপন খবর দেবার আছে।"

(ঘ) তিনি অকাতরে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলছেন: "আপনাকে আমার একটা খবর দেবার আছে; খবরটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।"

(ঙ) যুদ্ধাবস্থা ছাড়াই তিনি একজন মানুষকে এভাবে গুপ্তহত্যা করছেন।

(চ) বাদশাহ ইগ্লোন কিভাবে ভিন্ন ধর্মের এক দেবতা বা মাবুদের কথা শোনার জন্য এত পাগল হলেন যে, শত্রু জাতির একজনের কাছ থেকে তা শোনার জন্য তাঁর দেহরক্ষীদের পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন?

(ছ) এহুদ কিভাবে বাইরে অপেক্ষারত দেহরক্ষীদের অতিক্রম করলেন? এছাড়া বাহ্যত এহূদ ভিতর থেকে

দরজাটা বন্ধ করেছিলেন। এজন্যই রাজার দেহরক্ষীরা ভাবল যে, রাজা ভিতরের ঘরে পায়খানায় গেছেন! বাইরে থেকে তালা দেখলে তো তারা তড়িৎ প্রতিক্রিয়া দেখাত। ভিতর থেকে ঘর তালা বন্ধ করার পর এহূদ বেরোলেন কিভাবে? তিনি কি উড়ে গেলেন?

(জ) এহুদ আঠারো ইঞ্চি লম্বা একটা ছুরি তার উরুর সাথে কাপড়ের মধ্যে করে রাজার কাছাকাছি যেতে পারলেন কিভাবে? রাজার রক্ষীরা তাকে তল্লাশী করার সময় এই আকারের একটা ছুরি খুজে পেল না?

৯. ৭. ৮. ২. আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী শত্রু-হত্যা

বাইবেলীয় ত্রাণকর্তা, ভাববাদী ও শাসনকর্তা শামাউন বা শিমশোনের কথা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তিনি দলীলা নামের একজন ফিলিস্তিনি মেয়েকে দেখে প্রেমে পড়েন এবং তাঁর কাছেই পড়ে থাকতে শুরু করেন। ফিলিস্তিনিদের অনুরোধে দলীলা তাঁকে প্রেমের ফাঁদে বেঁধে তাঁর শক্তির উৎস ও তাঁকে পরাজিত করার কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। শিমশোন তিনবার তাকে মিথ্যা বলেন। এরপর প্রেমিকার অনুরোধে তিনি প্রকৃত সত্য তাকে বলেন: "আমার মাথায় কখনও ক্ষুর উঠেনি, কেননা মায়ের গর্ভ থেকে আমি আল্লাহর উদ্দেশে নাসরীয়; ক্ষৌরি হলে আমার বল আমাকে ছেড়ে যাবে এবং আমি দুর্বল হয়ে অন্য সব লোকের সমান হয়ে পড়ব।" (কাজীগণ ১৬/৪-১৭, কি. মো.-১৩)

যখন দলীলা বুঝতে পারল যে, শিমশোন সঠিক তথ্য তাকে প্রদান করেছেন, তখন সে ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দকে খবর দেয়। সে প্রেম করে শিমশোনকে নিজ জানুর উপরে ঘুম পাড়ায়। এরপর এক জনকে ডেকে তাঁর মস্তকের সাত গুচ্ছ চুল ক্ষৌরি করায়। এতে তাঁর শক্তি তাঁকে ছেড়ে যায়। তখন ফিলিস্তিনিরা তাঁকে বন্দি করে, তাঁর দু' চোখ উৎপাটন করে এবং তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে অত্যাচার করতে থাকে। কারাগারে চুল ওঠার সাথে সাথে তাঁর শক্তি ফিরতে থাকে। সুযোগ পেয়ে শামাউন আত্মহত্যার মাধ্যমে কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেন:

"তখন ফিলিস্তিনীরা তাঁকে ধরে তাঁর চোখ দু'টা তুলে ফেলল এবং তাঁকে গাজা শহরে নিয়ে গেল। তারা তাঁকে ব্রোঞ্জের শিকল দিয়ে বাঁধল এবং জেলখানার মধ্যে তাঁকে দিয়ে জাঁতা ঘুরাবার কাজ করাতে লাগল। কিন্তু তাঁর মাথার চুল কামিয়ে ফেলবার পর আবার তা গজাতে লাগল। এরপর ফিলিস্তিনী শাসনকর্তারা তাঁদের দেবতা দাগোনের কাছে একটা মস্ত বড় উৎসর্গ করে আনন্দ করবার জন্য একজায়গায় জমায়েত হলেন। ... তারপর তারা আনন্দে মেতে উঠে এই বলে চিৎকার করল, 'শামাউনকে বের করে আনা হোক; আমরা তামাশা দেখব।' কাজেই তারা জেলখানা থেকে শামাউনকে বের করে আনল আর শামাউন তাদের তামাশা দেখাতে লাগলেন। তারা শামাউনকে থামগুলোর মাঝখানে দাঁড় করাল। যে ছেলেটি তাঁর হাত ধরেছিল শামাউন তাকে বললেন, 'যে থামগুলোর উপর মন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো আমাকে ছুঁতে দাও যাতে আমি হেলান দিতে পারি।'

সেই মন্দিরে অনেক পুরুষ স্ত্রীলোক জমা হয়েছিল, আর ফিলিস্তিনীদের সমস্ত শাসনকর্তাও সেখানে ছিলেন। ছাদের উপর থেকে প্রায় তিন হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোক শামাউনের তামাশা দেখছিল। তখন শামাউন মাবুদের কাছে মুনাজাত করে বললেন, 'হে আল্লাহ মালিক, আমার কথা একবার মনে কর। হে আল্লাহ, দয়া করে আর একটিবার মাত্র আমাকে শক্তি দাও যাতে আমার দু'টা চোখের জন্য একবারেই আমি ফিলিস্তিনীদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারি।' মাঝখানে যে দু'টা থামের উপর মন্দিরটা দাঁড়িয়ে ছিল শামাউন সেই দু'টা আঁকড়ে ধরলেন। তিনি ডান হাতটা একটা থামের উপর এবং বাঁ হাতটা অন্য থামের উপর রেখে নিজের ভার থামগুলোর উপর দিলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, "ফিলিস্তিনীদের সাথে আমারও মৃত্যু হোক!" এই বলে তিনি নীচু হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে থাম দু'টা টান দিলেন। তাতে সব শাসনকর্তা ও ভিতরকার লোকদের উপর মন্দিরটা ভেংগে পড়ল। এভাবে তিনি জীবিত থাকতে যত না

লোক হত্যা করেছিলেন তার চেয়েও বেশী মারলেন তাঁর মৃত্যুর সময়ে।" (কাজীগণ ১৬/১৮-৩০)

এভাবেই ঈশ্বর শামাউনকে প্রতিশোধের জন্য আত্মহত্যা ও হাজার হাজার নারী ও শিশুকে হত্যা করার শক্তি দিলেন। বাইবেল লেখক ঈশ্বর বা পাক রূহ সগৌরবে এ হত্যাকাণ্ডের কথা বর্ণনা করেছেন। তবে এ হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং অপরাধীর সাথে নিরপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা ছাড়া বনি-ইসরাইলের, ঈশ্বরের পবিত্র ধর্মের বা মানবতার কোনো উপকার হয়েছে বলে বাইবেল থেকে জানা যায় না। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ আধুনিক বাইবেল গবেষক একমত যে, এ কাহিনীটা কাল্পনিক এবং সূর্যোপাসক পৌত্তলিক জাতিদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে ধার করা।[১৩]

আধুনিক কোনো কোনো গবেষক শামাউনের আত্মহত্যার সাথে যীশুর আত্মহত্যার তুলনা করেছেন। যীশু সব জেনেও নিজেকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করেছেন। এজন্য তাদের মতে যীশু প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাইবেল সমালোচক গ্যারি ডেভানি লেখেছেন:

"Samson murdered many? Yes! But, didn't Samson, like Jesus, also commit suicide? Was Samson, with his murderous, lying, whoring character consecrated from the womb to serve God in this manner?"

"শামাউন অনেক মানুষ মারলেন? হাঁ। তবে শামাউন কি যীশুর মতই আত্মহত্যা করলেন না? শামাউন তাঁর খুনি, মিথ্যাচারী, বেশ্যাগামী প্রকৃতি নিয়েই কি মায়ের পেট থেকে ঈশ্বরের জন্য পবিত্রকৃত ও উৎসর্গকৃত হয়ে জন্মেছিলেন? এ পদ্ধতিতেই কি তিনি ঈশ্বরের সেবা করলেন?"[১৪]

৯. ৮. ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা

পবিত্র বাইবেলে যুদ্ধ বিষয়ক উপরে আলোচিত নির্দেশনা ছাড়াও ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার অনেক শিক্ষা বিদ্যমান। এখানে এরূপ কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করছি।

৯.৮.১. নবী এলিয় ১০২ জন ঈশ্বরের প্রজা হত্যা করলেন

বাইবেলে অধ্যয়ন করলে পাঠক দেখবেন যে, অলৌকিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে যীশু খ্রিষ্টের পরেই নবী এলিয়, এলিজাহ বা ইলিয়াস (Elijah/Elias)-এর নাম চলে আসে। এ মহান নবীও অনেক মানুষ হত্যা করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু হত্যা একেবারেই অকারণ ও ঠাণ্ডা মাথায় বলে প্রতীয়মান হয়। একটা বর্ণনা দেখুন।

নবী এলিয়ের সমসাময়িক ইসরাইল রাজ্যের নবম বাদশাহ অহসিয় (Ahaziah)। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৮৭০ থেকে ৮৫০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বাল দেবতার পূজারী ছিলেন। নবী এলিয় বাদশাহর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বাদশাহ কিছু সৈন্যকে নির্দেশ দেন তাকে ডেকে নিয়ে যেতে। তখন অলৌকিক ক্ষমতাবলে নবী এলিয় ১০২ জন সৈন্যকে হত্যা করেন।

"এর পর বাদশাহ একজন সেনাপতি ও তাঁর পঞ্চাশজন সৈন্যকে ইলিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইলিয়াস তখন একটা পাহাড়ের উপর বসে ছিলেন। সেই সেনাপতি ইলিয়াসের কাছে উঠে গিয়ে বললেন, ' হে আল্লাহর বান্দা (man of God কেরিঃ হে ঈশ্বরের লোক), বাদশাহ আপনাকে নেমে আসতে বলেছেন। জবাবে ইলিয়াস সেই সেনাপতিকে বললেন, 'আমি যদি আল্লাহরই বান্দা (ঈশ্বরের মানুষ) হই তবে আসমান থেকে আগুন নেমে এসে যেন তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশজন সৈন্যকে পুড়িয়ে ফেলে।' তখন আসমান থেকে আগুন পড়ে সেই সেনাপতি ও তাঁর পঞ্চাশজন সৈন্যকে পুড়িয়ে

---

[১৩] "Samson." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

[১৪] Judges and Samson: http://www.thegodmurders.com/id44.html

ফেলল। এই কথা শুনে বাদশাহ্ আর একজন সেনাপতি ও তাঁর পঞ্চাশজন সৈন্যকে ইলিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সেনাপতি ইলিয়াসকে বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, বাদশাহ্ আপনাকে এখনই নেমে আসতে বলেছেন। জবাবে ইলিয়াস বললেন, 'আমি যদি আল্লাহরই বান্দা (ঈশ্বরের মানুষ) হই তবে আসমান থেকে আগুন নেমে এসে যেন তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশজন সৈন্যকে পুড়িয়ে ফেলে।' তখন আসমান থেকে আল্লাহর আগুন পড়ে সেই সেনাপতি ও তাঁর পঞ্চাশজন সৈন্যকে পুড়িয়ে ফেলল।

এর পর বাদশাহ আর একজন সেনাপতি ও তাঁর পঞ্চাশজন সৈন্যকে পাঠিয়ে দিলেন। এই তৃতীয় সেনাপতি উপরে উঠে গিয়ে ইলিয়াসের সামনে হাঁটু পেতে মিনতি করে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা (ঈশ্বরের মানুষ), আপনি দয়া করে আমার ও আপনার এই পঞ্চাশজন গোলামের প্রাণ রক্ষা করুন। দেখুন, আসমান থেকে আগুন পড়ে প্রথম দু'জন সেনাপতি ও তাঁদের সব সৈন্যদের পুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু এবার আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করুন। তখন মাবুদের ফেরেশতা ইলিয়াসকে বললেন, 'তুমি ওর সংগে নেমে যাও, ওকে ভয় কোরো না।' কাজেই ইলিয়াস তাঁর সংগে নেমে বাদশাহর কাছে গেলেন।" (২ বাদশাহনামা ১/৯-১৫)

সুপ্রিয় পাঠক, নবী ইলিয়াস কি ঠাণ্ডা মাথায় অকারণে এতগুলো মানুষ হত্যা করলেন না? অনর্থক এতগুলো মানুষ হত্যার মাধ্যমে তিনি কিছুই অর্জন করেননি। বাদশাহর প্রতিমাপূজা বন্ধ করা বা অন্য কোনো ধর্মীয় কল্যাণ এ হত্যা থেকে ইলিয়াস অর্জন করেননি। বিশেষত এ সকল সৈন্য হুকুমের চাকর। তারা বাদশাহের হুকুম মত নবীকে ডাকতে এসেছিল। অলৌকিক ক্ষমতাধারী নবী তো মূল অপরাধী বাদশাহকে এভাবে কয়েকবার মারতে ও জীবিত করতে পারতেন। বিশেষত নবী এলিয় মৃতকে জীবিত করতেন (১ বাদশাহনামা ১৭/১৭-২৪)। অথবা উড়ে যেয়ে, অদৃশ্য হয়ে বা হত্যা ছাড়া অন্য কোনো অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে কি তিনি বাদশাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারতেন না? জালিমের উপর কারামতি দেখাতে ১০২ জন বনি-ইসরাইল বা ঈশ্বরের মনোনীত প্রজাকে হত্যা করলেন নবী এলিয়। মানুষ হত্যা কি এতই সহজ বিষয়?

৯. ৮. ২. নবী এলিয় ৪৫০ জন বিধর্মী নবী জবাই করলেন

অন্য ঘটনায় নবী এলিয় বা ইলিয়াস ঠাণ্ডা মাথায় ভিন্ন ধর্মের ৪৫০ জন নবীকে নিজে হাতে জবাই করেন। বাইবেল থেকে ঘটনাটার বর্ণনা দেখুন:

"তখন ওবদিয় আহাবের সংগে দেখা করে কথাটা তাঁকে বললেন আর আহাব ইলিয়াসের সংগে দেখা করতে গেলেন। ইলিয়াসকে দেখে আহাব বললেন, "হে ইসরাইলের কাঁটা, এ কি তুমি?' জবাবে ইলিয়াস বললেন, "আমি কাঁটা নই কিন্তু আপনি ও আপনার পিতার বংশের লোকেরাই ইসরাইলের কাঁটা। আপনারা মাবুদের হুকুম ত্যাগ করে বাল-দেবতাদের পিছনে গিয়েছেন। এখন লোক পাঠিয়ে ইসরাইলের সবাইকে কর্মিল পাহাড়ে (Mount Carmel) আমার কাছে জমায়েত করুন। ঈষেবলের টেবিলে বাল-দেবতার যে চারশো পঞ্চাশ জন নবী (the prophets of Baal) ও আশেরার (the prophets of the groves) চারশো জন নবী খাওয়া দাওয়া করে তাদের নিয়ে আসেন।' তখন আহাব ইসরাইলের সব জায়গায় খরব পাঠিয়ে দিলেন এবং কর্মিল পাহাড়ে ঐ নবীদের জমায়েত করলেন।

ইলিয়াস লোকদের সামনে গিয়ে বললেন, 'আর কত দিন তোমরা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে? যদি আল্লাহই মাবুদ হন তবে তাঁর এবাদত কর, আর যদি বাল-দেবতাই মাবুদ হয় তবে তার এবাদত কর।' কিন্তু লোকেরা কোন জবাব দিল না। তখন ইলিয়াস তাদের বললেন, 'মাবুদের নবীদের মধ্যে কেবল আমিই বাকী আছি, কিন্তু বাল-দেবতার নবী রয়েছে সাড়ে চারশো জন। এখন আমাদের জন্য দু'টা ষাঁড়

নিয়ে আসা হোক। ওরা নিজেদের জন্য একটা ষাঁড় বেছে নিয়ে জবাই করে টুকরা টুকরা করে কাঠের উপর রাখুক, কিন্তু তাতে আগুন না দিক। আমি অন্য ষাঁড়টা নিয়ে জবাই করে প্রস্তুত করে কাঠের উপর রাখব কিন্তু তাতে আগুন দেব না। তারপর ওরা ওদের দেবতাকে ডাকবে আর আমি ডাকব আল্লাহকে। যিনি আগুন পাঠিয়ে এর জবাব দেবেন তিনিই মাবুদ।' এই কথা শুনে সবাই বলল, আপনি ভালই বলেছেন।'

ইলিয়াস বাল-দেবতার নবীদের বললেন, 'তোমরা একটা ষাঁড় বেছে নিয়ে প্রথমে সেটা জবাই করে প্রস্তুত করে নাও, কারণ তোমরা সংখ্যায় অনেক। তারপর তোমরা তোমাদের দেবতাকে ডাক, কিন্তু আগুন দেবে না। যে ষাঁড়টা তাদের দেওয়া হল তারা সেটা জবাই করে প্রস্তুত করে নিল। তারপর তারা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাল-দেবতাকে ডাকতে লাগল। তারা জোরে জোরে বলতে লাগল, 'হে বালদেব, আমাদের জবাব দাও'। কিন্তু কোন সাড়া মিলল না, কেউ জবাব দিল না। যে বেদী তারা তৈরী করেছিল তার চারপাশে তারা নাচতে লাগল। দুপুর বেলায় ইলিয়াস তাদের ঠাট্টা করে বললেন, 'জোরে চিৎকার কর, সে তো দেবতা। হয়ত সে গভীর চিন্তা করছে, না হয় পায়খানায় গেছে, না হয় পথে চলেছে। হয়তো সে ঘুমাচ্ছে তাকে জাগাতে হবে।' কাজেই তারা আরো চিৎকার করতে লাগল এবং তাদের নিয়ম অনুসারে শরীরে রক্তের ধারা বয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছোরা ও কাঁটা দিয়ে নিজেদের আঘাত করতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে গেল আর বিকেল বেলার পশু কোরবানীর সময় পর্যন্ত ভাবে-ধরা লোকের মত তারা আবোল-তাবোল বলতেই লাগল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কেউ জবাব দিল না, কেউ মনোযোগও দিল না।

তখন ইলিয়াস সমস্ত লোকদের বললেন, 'তোমরা আমার কাছে এস।' তারা তাঁর কাছে গেল। ইলিয়াস মাবুদের ভেংগে পড়া কোরবানগাহ মেরামত করে নিলেন। তিনি ইয়াকুবের ছেলেদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য একটা করে বারোটা পাথর নিলেন। ... সেই পাথরগুলো দিয়ে ইলিয়াস মাবুদের উদ্দেশ্যে একটা কোরবানগাহ তৈরী করলেন এবং তার চারপাশে এমন নালা কাটলেন যার মধ্যে বারো কেজি বীজ ভরা একটা থলি বসানো যায়। তারপর তিনি কোরবানগাহের উপরে কাঠ সাজিয়ে ষাঁড়টা টুকরা টুকরা করে সেই কাঠের উপর রাখলেন এবং তাদের বললেন, 'তোমরা চারটা কলসী পানিতে ভরে এই পোড়ানো-কোরবানীর গোশত ও কাঠের উপর ঢেলে দাও।' তারপর তিনি বললেন, 'আবার কর।' লোকেরা তাই করল। তিনি হুকুম দিলেন, 'তৃতীয় বার কর।' তারা তৃতীয়বার তাই করল। তখন কোরবানগাহের উপর দিয়ে পানি গড়িয়ে নালা ভরতি হয়ে গেল।

বিকালের কোরবানীর সময় হলে পর নবী ইলিয়াস সামনে এগিয়ে এসে মোনাজাত করলেন, 'হে আল্লাহ, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইসরাইলের মাবুদ, আজকে তুমি জানিয়ে দাও যে, ইসরাইলের মধ্যে তুমিই মাবুদ এবং আমি তোমার গোলাম, আর তোমার হুকুমেই আমি এই সব করছি। হে আল্লাহ, আমাকে জবাব দাও, জবাব দাও, যাতে এই সব লোকেরা জানতে পারে যে, হে আল্লাহ, তুমিই মাবুদ আর তুমিই তাদের মন ফিরিয়ে এনেছ।' তখন উপর থেকে আল্লাহর আগুন পড়ে কোরবানীর গোশত, কাঠ, পাথর ও মাটি পুড়িয়ে ফেলল এবং নালার পানিও চুষে নিল। এ দেখে লোকেরা সবাই মাটিতে উবুড় হয়ে চিৎকার করে বলল, 'আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহই মাবুদ।' তখন ইলিয়াস তাদের এই হুকুম দিলেন, 'বাল দেবতার নবীদের ধর। তাদের একজনকেও পালিয়ে যেতে দিওনা।' তখন লোকেরা তাদের ধরে ফেলল। ইলিয়াস তাদের কীশোন উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের হত্যা করলেন। (১ বাদশাহনামা ১৮/১৬-৪০)।

৯. ৮. ৩. ঈশ্বরের অভিষিক্ত বাদশাহ যেহুর বর্বর হত্যাযজ্ঞ

ইসরাইল রাজ্যের একাদশ বাদশাহ যেহু (Jehu)। যেহু ছিলেন দশম বাদশাহ যিহোরাম বা যোরাম (Jehoram/ Joram)-এর একজন সেনাপতি। যিহোরাম ছিলেন অষ্টম রাজা আহাবের (Ahab) ছেলে ও নবম রাজা আহসির (Ahaziah) ভাই। ঈশ্বর তাঁর মহা-অলৌকিক ক্ষমতাধর নবী ইলিয়াসের মাধ্যমে

যেহুকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করে তার মালিক বাদশাহ আহাব ও তাঁর বংশধরদের নির্মূল করার দায়িত্ব প্রদান করেন। "ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ এই কথা বলেছেন, 'মাবুদের বান্দাদের (সদাপ্রভুর প্রজাবৃন্দের: the people of the LORD) উপরে, অর্থাৎ ইসরাইলের উপরে বাদশাহ হিসাবে তোমাকে অভিষেক করলাম। তোমার মালিক আহাবের বংশকে তুমি ধ্বংস করবে। (বাদশাহ আহাবের স্ত্রী, যিহোরামের মা) ঈষেবল (Jezebel) আমার গোলামদের, অর্থাৎ নবীদের যে রক্তপাত করেছে তার প্রতিশোধ আমি নেব। আহাবের বংশের সবাই ধ্বংস হবে। গোলাম হোক বা স্বাধীন হোক, আহাবের বংশের প্রত্যেকটা পুরুষকে আমি হত্যা করব।" (২ বাদশাহনামা ৯/৬-৮)

বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, বাদশাহ যেহু পৌত্তলিকতা বাদ দেননি এবং মাবুদের শরীয়ত মানতে আগ্রহী হননি (২ বাদশাহনামা ১০/২৮-৩১)। তবে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ তিনি আগ্রহের সাথেই পালন করেছেন। আর এ নির্দেশ পালন এতই নির্মম যে, কোনো খ্রিষ্টানও তার সন্তানদের এ কাহিনীগুলো পড়তে দিতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না। নিচে এ কাহিনীর সার-সংক্ষেপ প্রদান করছি:

৯. ৮. ৩. ১. নিজের প্রভু ইসরাইলের রাজাকে হত্যা

ঈশ্বরের পক্ষ থেকে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েই ঈশ্বরের দেওয়া হত্যাযজ্ঞের দায়িত্ব পালন শুরু করলেন যেহু। "তারপর যিহোশাফটের ছেলে, অর্থাৎ নিম্‌শির নাতি যেহু যোরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেন।" (২ বাদশাহনামা ৯/১৪)

তিনি যুদ্ধের সংবাদ প্রদানের জন্য দেখা করার ছলে তার মালিক বাদশাহ যোরামের কাছে গমন করে তাকে হত্যা করলেন: "যেহুকে দেখিবামাত্র যোরাম কহিলেন, যেহু, মঙ্গল তো? তিনি উত্তর করিলেন, যে পর্যন্ত তোমার মাতা ঈষেবলের এত ব্যভিচার ও মায়াবিত্ব থাকে, সে পর্যন্ত মঙ্গল কোথায়? (What peace, so long as the whoredoms of thy mother Jezebel and her witchcrafts are so many?)[১৫] এই কথা শুনে যোরাম ঘুরে পালাবার সময় অহসিয়কে ডেকে বললেন, 'অহসিয়, এ বেঈমানী।' তখন যেহূ সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের ধনুকে টান দিয়ে যোরামের দুই কাঁধের মাঝখানে তীর ছুড়লেন। তীর গিয়ে তার হৃদপিণ্ডে বিঁধল এবং তিনি রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। তখন যেহূ তাঁর সংগের সেনাপতি বিদকরকে বললেন, 'ওকে তুলে নিয়ে যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের জমিতে ফেলে দাও।..." (২ বাদশাহনামা ৯/২২-২৬)

৯. ৮. ৩. ২. এহুদা রাজ্যের বাদশাহকে হত্যা

"যা ঘটেছে তা দেখে এহুদার বাদশাহ অহসিয় বৈৎ-হাগগানের পথ ধরে পালিয়ে গেলেন। যেহূ তাঁর পিছনে তাড়া করে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন, 'ওকেও মেরে ফেল। তখন লোকেরা যিবলিয়মের কাছে গূর নামে উঠবার পথে অহসিয়কে তার রথের মধ্যে আঘাত করল, কিন্তু তিনি মগিদ্দোতে পালিয়ে গেলেন আর সেখানেই মারা গেলেন।" (২ বাদশাহনামা ৯/২৭)

৯. ৮. ৩. ৩. ইসরাইল-রাজার মাতা ঈষেবলকে নির্মমভাবে হত্যা

নিহত রাজা যোরামের মাতা ছিলেন পূর্ববর্তী রাজা আহাবের স্ত্রী ঈষেবল বা জিযবল (Jezebel)। উপরে বাইবেল তার দুটো অপাধের কথা বলেছে: বেশ্যাবৃত্তি (whoredoms) ও যাদুবিদ্যা চর্চা (witchcrafts)। বাইবেলে অন্যত্র তার আরো অপরাধের কথা লেখা হয়েছে। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একজন নিরপরাধকে হত্যা করেন এবং তার সম্পদ দখল করেন। (১ বাদশাহনামা ২১ অধ্যায়)। আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর যেহূকে রাজপদে অভিষিক্ত করে মূল দায়িত্ব দেন আহাবের

---

[১৫] ইংরেজি whore অর্থ বেশ্যা ও whoredom অর্থ বেশ্যাগিরি। বাংলা কিতুবুল মোকাদ্দসে 'whoredom' শব্দটার অর্থ পরিবর্তন করে প্রতিমাপূজা লেখা হয়েছে: "আপনার মা ঈষেবলের প্রতিমাপূজা ও যাদুবিদ্যার কাজ যখন এত বেশী করে চলছে তখন আমার আসবার উদ্দেশ্য কেমন করে ভাল হতে পারে?"

পরিবারকে হত্যা করতে। এ ধারায় যেহু ঈষেবলকেও হত্যা করেন। তবে হত্যা প্রক্রিয়াটা খুবই নির্মম: "এরপর যেহূ যিষ্রিয়েলে গেলেন। ঈষেবল সেই কথা শুনে চোখে কাজল দিয়ে ও সুন্দর করে চুল বেঁধে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলেন। যেহূ যখন দরজা দিয়ে ঢুকছিলেন তখন ঈষেবল তাকে বললেন, 'ওহে সিম্রির মত খুনী, নিজের মালিকের হত্যাকারী! তোমার আসার উদ্দেশ্য কি ভাল?' যেহূ তখন উপরে জানালার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার পক্ষে কে আছে? কে আছে?' তখন দুই-তিনজন খোজা উপর থেকে তাঁর দিকে চেয়ে দেখল। যেহূ বললেন, 'ওকে নিচে ফেলে দাও।' তখন তারা ঈষেবলকে নিচে ফেলে দিল আর যেহূর রথের ঘোড়াগুলো তাঁকে পায়ে মাড়িয়ে গেল। তাতে তাঁর রক্ত ছিটকে গিয়ে দেয়ালে আর ঘোড়ার গায়ে লাগল। তারপর যেহূ ভিতরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করলেন। পরে তিনি বললেন, তোমরা ঐ বদদোয়া প্রাপ্ত স্ত্রীলোকটিকে দাফন করবার ব্যবস্থা কর, কারণ সে একজন রাজকন্যা ছিল।' কিন্তু লোকেরা যখন তাঁকে দাফন করবার জন্য বাইরে গেল তখন তার মাথার খুলি, হাত ও পা ছাড়া আর কিছুই পেল না।" (২ বাদশাহনামা ৯/৩০-৩৫)

৯. ৮. ৩. ৪. আহাব বংশের নিরস্ত্র অসহায় মানুষদেরকে হত্যা

এরপর সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায়, কোনো অপরাধ ছাড়া, শুধু ঈশ্বরের নির্দেশ মত ঈশ্বরের অভিষিক্ত বাদশাহ যেহু আহাবের বংশধরদের হত্যা করেন।

"সামেরিয়াতে আহাবের সত্তরজন বংশধর ছিল। যেহূ চিঠি লিখে সামেরিয়াতে যিষ্রিয়েলের শাসনকর্তাদের কাছে, বৃদ্ধ নেতাদের কাছে এবং আহাবের বংশধরদের রক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আপনাদের মালিকের বংশধরেরা আপনাদের কাছে আছে এবং রথ, ঘোড়া, দেয়াল-ঘেরা শহর আর অস্ত্রশস্ত্রও আছে। কাজেই এই চিঠি পাওয়া মাত্র আপনাদের মালিকের সব চেয়ে ভাল ও যোগ্য বংশধরকে বেছে নিয়ে আহাবের সিংহাসনে বসান, তারপর মালিকের বংশের জন্য যুদ্ধ করুন।'

কিন্তু তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বললেন, 'দু'জন বাদশাহ যখন যেহূর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না তখন আমরা কি করে পারব?' কাজেই রাজবাড়ীর পরিচালক, শহরের শাসনকর্তা, বৃদ্ধ নেতারা এবং আহাবের বংশধরদের রক্ষকেরা যেহূকে এই কথা বলে পাঠালেন, 'আমরা আপনার গোলাম। আপনি যা বলবেন আমরা তা-ই করব। আমরা কাউকেই বাদশাহ করব না; আপনি যা ভাল মনে করেন তা-ই করুন।' তখন যেহূ তাদের কাছে এই বলে দ্বিতীয় চিঠি পাঠালেন, 'আপনারা যদি আমার পক্ষে থাকেন এবং আমার হুকুম পালন করতে চান তবে আপনাদের মালিকের বংশধরদের মাথাগুলো কেটে নিয়ে আগামীকাল এই সময়ে যিষ্রিয়েলে আমার কাছে চলে আসুন।'

আহাবের সেই সত্তরজন বংশধর তখন শহরের প্রধান লোকদের কাছে ছিল। তাঁরা তাদের দেখাশোনা করতেন। যেহূর চিঠিটা পৌঁছাবার পর সেই লোকেরা সেই সত্তর জনের সবাইকে ধরে হত্যা করলেন। তারপর টুকরিতে করে মাথাগুলো যিষ্রিয়েলে যেহূর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।" (২ বাদশাহনামা ১০/১-৭)

৯. ৮. ৩. ৫. নিহতদের মাথাগুলো গাদা করে শহর-দরজায় রেখে দেওয়া

বাইবেলীয় ধার্মিকতার অন্যতম বিষয় মৃতদেহের অবমাননা। আমরা ইতোপূর্বে মৃতদেহ গাছে টাঙিয়ে রাখা, কেটে টুকরো টুকরো করা ইত্যাদি বিষয় দেখেছি। ঈশ্বরের অভিষিক্ত ও নির্দেশপ্রাপ্ত বাদশাহ যেহু অসহায় নিরস্ত্র এ সকল মানুষকে হত্যা করেই তৃপ্ত হননি। তিনি এদের কর্তিত মস্তকগুলো শহরের প্রবেশ পথের মুখে ফেলে রাখার নির্দেশ দিলেন: "তখন একজন লোক এসে যেহূকে বলল, 'ওরা তাদের মাথা নিয়ে এসেছে।' তখন যেহূ হুকুম দিলেন, 'ওগুলা দু'টো গাদা করে শহর-দরজায় ঢুকবার পথে সকাল পর্যন্ত রেখে দাও।' পরের দিন সকালে যেহূ বাইরে গেলেন। তিনি সমস্ত লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের কোন দোষ নেই। আমিই আমার মালিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে

হত্যা করেছি। কিন্তু এদের সবাইকে হত্যা করল কে? আপনারা জেনে রাখুন, আহাবের বংশের বিরুদ্ধে মাবুদের বলা একটা কথাও মিথ্যা হবে না। মাবুদ তাঁর গোলাম ইলিয়াসের মধ্য দিয়ে যা করবার কথা বলেছিলেন তাই করেছেন।" (২ বাদশাহনামা ১০/৮-১০)

পাঠক, কল্পনা করুন! আপনার শহরের প্রবেশ পথের মাথায় রাস্তার দুপাশে ৭০ জন মানুষের কর্তিত মস্তক ছড়িয়ে আছে! আপনার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আপনি সে অপূর্ব ও অনুপম দৃশ্য উপভোগ করছেন!

৯. ৮. ৩. ৬. আহাবের বন্ধু, ইমাম ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের হত্যা

"পরে যেহূ যিষ্রিয়েলে আহাবের বংশের বাকী লোকদের, তাঁর সমস্ত গণ্যমান্য লোকদের, তাঁর বিশেষ বন্ধুদের এবং তাঁর ইমামদের হত্যা করলেন। তাঁদের আর কেউ বেঁচে রইলেন না। এরপর যেহূ বের হয়ে সামেরিয়ার দিকে চললেন। পথে রাখালদের গ্রাম বৈৎ-একদে এহুদার বাদশাহ অহসিয়ের বংশের কয়েকজন লোকের সংগে তাঁর দেখা হল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কারা?' তারা বলল, 'আমরা অহসিয়ের বংশের লোক। আমরা রাণী ঈষেবলের সন্তানদের ও রাজ পরিবারের সবাইকে সালাম জানাতে এসেছি।' তখন যেহূ হুকুম দিলেন, 'ওদের জীবন্ত ধর।' লোকেরা তাদের জীবন্তই ধরল এবং সেখানকার কূয়ার কাছে তাদেরকে হত্যা করল। তারা সংখ্যায় ছিল বিয়াল্লিশ জন। তাদের মধ্যে একজনকেও তিনি বাঁচিয়ে রাখলেন না। ... যেহূ সামেরিয়াতে এসে আহাবের বংশের বাদবাকী সব লোকদের হত্যা করলেন। মাবুদ ইলিয়াসকে যেমন বলেছিলেন সেই অনুসারেই যেহূ তাদের ধ্বংস করলেন।" (২ বাদশাহনামা ১০/১১-১৪, ১৭)

৯. ৮. ৩. ৭. প্রতারণামূলকভাবে বাল-পূজারীদের হত্যা

যেহু নিজে প্রতিমাপূজা বাদ না দিলেও আহাবের প্রতিপক্ষ হিসেবে বাল দেবতার নবীদের, পূজারীদের ও পুরোহিতদেরকে হত্যা করেন। তিনি প্রতারণাপূর্বক তাদের একত্রিত করেন। তিনি বলেন, তিনি নিজে বাল দেবতার পূজার মহোৎসব করবেন, যদি কেউ তাতে অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে হত্যা করা হবে। বাহ্যত এরূপ ঘোষণায় বাল দেবতার ভক্তরা ছাড়াও সাধারণ দুর্বল ঈমানের ভাল মানুষেরাও রাজার ভয়ে জমা হয়েছিলেন। এরপর কোনোরূপ অনুতাপ, অনুশোচনা, পাপ-স্বীকার, আত্মপক্ষসমর্থন বা তাওবার সুযোগ না দিয়ে সকলকে তিনি হত্যা করেন।

"তারপর যেহূ সমস্ত লোকদের জমায়েত করে তাদেরকে বললেন, 'আহাব বাল দেবতার পূজা সামান্যই করেছেন, কিন্তু যেহূ তার পূজা করবে অনেক বেশী। এখন বাল দেবতার সব নবী, পূজাকারী ও পুরোহিতদের আপনারা ডেকে আনুন। দেখবেন যেন কেউ বাদ না পড়ে, কারণ বাল দেবতার উদ্দেশ্যে আমি একটা মস্তবড় পশুবলির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। এতে কেউ যদি না আসে তাকে হত্যা করা হবে।' কিন্তু আসলে যেহূ বাল দেবতার পূজাকারীদের ধ্বংস করবার জন্যই এই ছলনা করেছিলেন। যেহূ বললেন, 'বাল দেবতার উদ্দেশ্যে একটা সভা ডাকা হোক'। কাজেই সেই কথা লোকেরা ঘোষণা করে দিল। যেহূ তখন ইসরাইলের সব জায়গায় খবর পাঠালেন। তাতে বাল দেবতার সমস্ত পূজাকারীরা এসে হাজির হল, কেউই অনুপস্থিত রইল না। তারা বাল দেবতার মন্দিরে ঢুকলে পর এমন ভীড় হল যে, মন্দিরের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত লোকেরা ভরে গেল। তখন যেহূ পোশাক- রক্ষককে বললেন, 'বাল দেবতার পূজাকারী সকলের জন্য পোশাক নিয়ে আসুন'। তাতে সে তাদের জন্য পোশাক বের করে আনল। তারপর যেহূ ও রেখবের ছেলে যিহোনাদব বাল দেবতার মন্দিরে ঢুকলেন। যেহূ বাল দেবতার পূজাকারীদের বললেন, 'আপনারা ভাল করে খুঁজে দেখুন যাতে মাবুদের গোলামদের মধ্যে কেউ এখানে আপনাদের মধ্যে না থাকে, শুধু বাল দেবতার পূজাকারীরাই থাকবে।'

তখন তারা পশুবলি ও পোড়ানো-উৎসর্গ করতে গেলেন। যেহূ আশিজন লোককে এই বলে সাবধান করে দিয়ে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, 'আমি তোমাদের হাতে যাদের ভার দিচ্ছি তাদের একজনকেও কেউ যদি পালিয়ে যেতে দেয় তবে পালিয়ে যাওয়া লোকের বদলে তার প্রাণ যাবে।' যেহূ পোড়ানো-উৎসর্গ শেষ করবার সংগে সংগে পাহারাদার ও সেনাপতিদের হুকুম দিলেন, 'তোমরা ভিতরে ঢুকে ওদের হত্যা কর; একজনও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।' তখন তারা তলোয়ার দিয়ে তাদের কেটে ফেলল। পাহারাদার ও সেনাপতিরা লাশগুলো মন্দিরের বাইর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভিতরের ঘরে গেল।' বাল দেবতার মন্দির থেকে পূজার পাথরগুলো তারা বের করে এনে পুড়িয়ে দিল। তারপর তারা বাল দেবতার পূজার পাথরটা চুরমার করে দিল এবং মন্দিরটা ভেঙে ফেলল। লোকেরা তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেটাকে পায়খানা-ঘর হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।" (২ বাদশাহনামা ১০/১৮-২৭)

আধুনিক সমালোচকরা এটাকে ভিন্নধর্ম, ভিন্নধর্মের ধর্মস্থান ও ভিন্নধর্মের অনুসারীদের প্রতি বাইবেলীয় ধার্মিকতার আদর্শ বলে গণ্য করেন।

৯. ৮. ৩. ৮. উপরের সকল হত্যাকাণ্ড ঈশ্বরের চোখে সঠিক

বাইবেল বলছে যে, ঈশ্বরের অভিষিক্ত বাদশাহ যেহূ হত্যার বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালনে যেরূপ আগ্রহী ও সক্রিয় ছিলেন, ঈশ্বরের অন্যান্য বিধান পালনে সেরূপ আন্তরিক ছিলেন না। তিনি প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করলেন না। এরপরও উপরে আলোচিত হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পাদন করার কারণে ঈশ্বর তার প্রতি খুশি হন। তিনি তাঁর পাক কিতাবেই ঘোষণা দেন যে, বন্দিদের হত্যা করা, সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও অসম্পৃক্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের হত্যা করা, বন্ধুবান্ধবদের হত্যা করা, তাওবার সুযোগ না দিয়ে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করা, হত্যার পরে লাশগুলো ছুড়ে ফেলে দেওয়া, মাথাগুলো কেটে নগর দরজায় ফেলে রাখা ইত্যাদি সকল কর্মই ঈশ্বরের চোখে সঠিক এবং এজন্য ঈশ্বর যেহূকে পুরস্কার প্রদান করবেন। যেহূর প্রতিমাপূজা ও অন্যান্য বিধান পালনে অনাগ্রহ এ পুরস্কারের জন্য কোনো বাধা নয়:

"এভাবে যেহূ ইসরাইলের মধ্যে বাল দেবতার পূজা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু নবাটের ছেলে ইয়ারাবিম ইসরাইলকে দিয়ে যেসব গুনাহ করিয়েছিলেন তা থেকে তিনি সরে আসেন নি। সেটা হল বেথেল ও দানে সোনার বাছুরের পূজা করা। মাবুদ যেহূকে বললেন, 'আমার চোখে যা ন্যায্য তা করে তুমি ভাল করেছ এবং আহাবের বংশের প্রতি আমি যা করতে চেয়েছি তুমি তা-ই করেছ, সেজন্য চতুর্থপুরুষ পর্যন্ত তোমার বংশধরেরা সিংহাসনে বসতে পারবে।' তবুও যেহূ সমস্ত দিল দিয়ে ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহর শরীয়ত মেনে চলবার দিকে সতর্ক হলেন না। ইয়ারাবিম ইসরাইলকে দিয়ে যে সব গুনাহ করিয়েছিলেন তা থেকে তিনি সরে আসলেন না।" (২ বাদশাহনামা ১০/২৮-৩২)

সুপ্রিয় পাঠক,

উপরে আমরা পবিত্র বাইবেলের হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ বিষয়ক বিধান, নির্দেশ ও আদর্শ আলোচনা করলাম। আমরা জানি, হত্যা সকলের নিকটই ঘৃণ্য কর্ম। এরপরও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ অথবা আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অনেক সময় দেশের সরকার বা প্রশাসন বিচার বিভাগীয় মৃত্যুদণ্ড প্রদানে বা যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে, ধর্ম, ধার্মিকতা, সভ্যতা ও মানবতার দাবি যথাসম্ভব কম হত্যা এবং শুধু অপরাধীর হত্যার মাধ্যমে অন্যদের প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এর বিপরীতে যুদ্ধের নামে যথাসম্ভব বেশি মানুষ হত্যা, নিরপরাধকে হত্যা, ক্ষেতখামার, বাড়িঘর, পশু-প্রাণি বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংস করা অসভ্যতা, বর্বরতা, অধার্মিকতা ও মানবতাবিরোধী বলে গণ্য। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে আমরা এর বিপরীত বিষয়টাই দেখতে পাই।

সুপ্রিয় পাঠক, বিশ্বাসী পাঠক তার ধর্মগ্রন্থের প্রতিটা শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য দ্বারাই প্রভাবিত হন। বিশেষত যে সকল ধার্মিক বিশ্বাসী ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করেন তাদের শব্দ-চয়ন, বাক্য-ব্যবহার, আচরণ ও মন-মানসিকতার সকল ক্ষেত্রে তা ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ইবাদত-বন্দেগি, আচার-আচরণ, সেবা-ত্যাগ, পাপ, পূণ্য, হত্যা-যুদ্ধ সকল বিষয়ই এরূপ। ধর্মগ্রন্থে যে কারণে, প্রেক্ষাপটে ও পদ্ধতিতে হত্যার কথা বলা হয় বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা যে কারণে ও পদ্ধতিতে হত্যা করেছেন বলে ধর্মগ্রন্থ উল্লেখ করে ধার্মিক মানুষ সচেতন বা অবচেতন কোনোভবেই সে পদ্ধতিকে ঘৃণা করতে পারেন না। বরং এরূপ কর্ম তার কাছে স্বাভাবিক ও পূণ্যকর্ম বলেই গণ্য হয়। আর এজন্যই পরবর্তী যুগগুলোর খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও ধার্মিকদের মধ্যে বিদ্যমান ভয়ঙ্কর নৃশংসতার জন্য আধুনিক সমালোচকরা বাইবেলকেই দায়ী করেন। আমরা এখানে ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রচারকদের নৃশংসতার একটা চিত্র শুধু পাঠকদের জন্য উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শেষ করছি।

আমেরিকান ধর্মগুরু রেভারেন্ড রেমন্ড ডাবাক (Rev. Raymond Dubuque) এ প্রসঙ্গে বলেন:

“For a perfect example of the way ‘Christians’ have used the worst features of the bible to guide their behavior, see the way the Pilgrims justified their crimes against the Native Americans. And here's the way the Roman Catholics used their bibles to "convert" the Native Americans of Central America: The price paid for not embracing ‘the One True Faith’:

They built a long gibbet, low enough for the toes to touch the ground and prevent strangling, and hanged thirteen [natives] at a time in honor of Christ Our Saviour and the twelve Apostles. When the Indians were thus still alive and hanging, the Spaniards tested their strength and their blades against them, ripping chests open with one blow and exposing entrails, and there were those who did worse. Then, straw was wrapped around their torn bodies and they were burned alive. Millions of Native Americans were put to death for not accepting ‘the true god’.”

“খ্রিষ্টানরা বাইবেলের এ সকল নিকৃষ্ট বিষয় কিভাবে তাদের আচরণ গঠনে ব্যবহার করেছে তার একটা নিখুঁত উদাহরণ জানতে ‘আমেরিকার মূল বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে অপরাধগুলোর বৈধতা প্রমাণে অভিবাসীরা কী পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন’ শীর্ষক প্রবন্ধটা পড়ুন। রোমান ক্যাথলিকরা তাদের বাইবেলকে কিভাবে আমেরকির মূল বাসিন্দাদের ধর্মান্তর করতে ব্যবহার করেছিলেন এবং ‘একমাত্র সত্য ধর্ম’ গ্রহণ না করার জন্য তাদেরকে কী মূল্য দিতে হয়েছিল তার বর্ণনা নিম্নরূপ:

তারা দীর্ঘ কিন্তু অনুচ্চ ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মান করে যেন পায়ের আঙুল মটি স্পর্শ করতে পারে এবং শ্বাসরূদ্ধ হতে বাধা দেয়। আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু ও তাঁর দ্বাদশ প্রেরিতের সম্মানে প্রতিবারে তারা ১৩ জন আদিবাসী আমেরিকান (রেড ইন্ডিয়ান)-কে ফাঁসি দিতেন। রেড ইন্ডিয়ানরা ঝুলন্ত ও জীবন্ত থাকা অবস্থাতেই তাদের উপরে স্পেনীয়রা তাদের শক্তি ও তাদের তরবারির ধার পরীক্ষা করতেন। তারা এক পোঁচে তাদের বুকপেট চিরে তাদের নাড়িভুড়ি বের করতেন। অনেকে এর চেয়েও খারাপ কিছু করতেন। এরপর তাদের দেহের চারিপাশে খড় জড়িয়ে জীবন্ত অবস্থাতেই তাদের পুড়িয়ে ফেলা হত। ‘একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে’ গ্রহণ না করার কারণে মিলিয়ন মিলিয়ন আদিবাসী আমেরিকানকে হত্যা করা হয়।”[১৬]

---

[১৬] http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html

দশম অধ্যায়

পবিত্র বাইবেল ও মুহাম্মাদ (ﷺ)

ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, বিশ্বের বুকে সংঘঠিত অনেক ঘটনার বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের মধ্যে লিখিত আছে। কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক কোনো ভবিষ্যদ্বাণী এতে নেই। এর বিপরীতে মুসলিম গবেষকরা, বিশেষত ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, বাইবেলের মধ্যে মানবীয় বিকৃতির সাথে বেশ কিছু ঐশ্বরিক বাণীও সংমিশ্রিত রয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক কিছু ভবিষ্যদ্বাণীও বিদ্যমান। তারা বাইবেলের যে সকল বক্তব্যকে তাদের মতের পক্ষে পেশ করেন ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা সেগুলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন।

বিষয়টা যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে ইহুদি-খ্রিষ্টান বিরোধের মতই। খ্রিষ্টানরা দাবি করেন যে, পুরাতন নিয়মের মধ্যে যীশু বিষয়ক অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। ইহুদি পণ্ডিতরা বিষয়টা পুরোপুরিই অস্বীকার করেন। ইঞ্জিল লেখক বা খ্রিষ্টান প্রচারকদের দাবি-দাওয়াকে তারা বাইবেলের অপব্যাখ্যা বা বিকৃতি বলে দাবি করেন। ইহুদিরা বলেন, খ্রিষ্টান প্রচারকরা বাইবেলের কিছু বক্তব্য পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং কখনো অর্থ পরিবর্তন করে অপ্রাসঙ্গিকভাবে যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে দাবি করেন। এ বিষয়ক কিছু নমুনা আমরা দেখেছি। ইহুদি পণ্ডিত রাব্বি স্টুয়ার্ট ফেডেরো (Rabbi Stuart Federow) পরিচালিত what jews believe নামক ওয়েবসাইটের 'খ্রিষ্টীয় প্রমাণাদি এবং ইহুদীয় প্রত্যুত্তর (Christian Prooftexts and the Jewish Response) প্রবন্ধ থেকে (http://www.whatjewsbelieve.org/prooftext.html) পাঠক এ বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন।

অনুধাবনের জন্য একটা ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা যায়। আমরা দেখেছি, যিশাইয় ৭/১৪ নিম্নরূপ: "অতএব প্রভু নিজে তোমাদেরকে একটি চিহ্ন দেবেন; দেখ, এক জন কুমারী কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম ইম্মানূয়েল রাখবে" (মো.-১৩)। এ বক্তব্যটাকে যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে দাবি করে মথি লেখেছেন: "এ সব ঘটলো, যেন নবীর মধ্য দিয়ে প্রভুর এই যে কালাম নাজেল হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়, 'দেখ সেই কন্যা গর্ভবতী হবে এবং পুত্র প্রসব করবে, আর তার নাম ইম্মানূয়েল রাখা হবে।" (মথি ১/২২-২৩, মো.-১৩)

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা যিশাইয়ের বক্তব্যের অর্থ পরিবর্তন বিষয়টা দেখেছি। আমরা আরো দেখেছি যে, যিশাইয় পুস্তকে এ ভবিষ্যদ্বাণীটা মসীহ প্রসঙ্গে বলা হয়নি, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ঘটনার আলামত হিসেবে বলা হয়েছে। সর্বোপরি যীশুর নাম কেউ কখনো 'ইম্মানুয়েল' রাখেননি। ইম্মানুয়েল শব্দটার অর্থ 'আমাদের সাথে ঈশ্বর'। আমরা জানি যে, যীশু নিজে কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি, তবে খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে যীশু ঈশ্বর। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খ্রিষ্টানরা এ ভবিষ্যদ্বাণীকে যীশুর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বলে দাবি করেছেন।

উইকিপিডিয়ায় 'Muhammad in the Bible' প্রবন্ধের আলোকে বাইবেলের এ বিষয়ক কিছু বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করছি (https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_the_Bible)।

(১) আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ১৭/২০

বাইবেলের প্রথম পুস্তক Genesis। বাংলায় আদিপুস্তক বা পয়দায়েশ। এ পুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকের বর্ণনায় ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেন:

"আর ইসমাইলের বিষয়েও তোমার মুনাজাত শুনলাম; দেখ, আমি তাকে দোয়া করলাম (KJV: I have blessed him, RSV: I will bless him) এবং তাকে ফলবান করে তার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করব (will multiply him exceedingly); তা থেকে বার জন বাদশাহ উৎপন্ন হবে ও আমি তাকে বড় জাতি করব (I will make him a great nation)।" (মো.-১৩)

মুসলিম পণ্ডিতরা তৌরাতের এ বক্তব্যকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেন। হিব্রু ভাষায় 'বড় জাতি' বোঝাতে 'লুগাই গাদূল' এবং 'অতিশয়' বলতে 'বিমাদমাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় শব্দের সাংখ্যিক মান 'মুহাম্মাদ' শব্দের সাংখ্যিক মানের সমান। ইহুদী পন্ডিতরা পুরাতন নিয়মের অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ অক্ষরগুলোর সাংখ্যিক মান দিয়ে নির্ণয় করতেন। এজন্য অনেক ইহূদী পন্ডিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে জানিয়েছেন যে, তাওরাতের এ কথাটা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে তাঁরা নিশ্চিত জানতেন। স্যামুয়েল (Samau'al al-Maghribi) বা সামাওআল বিন ইয়াহিয়া (৫৭০ হি/ ১১৭৫ খ্রি) ছিলেন ৬ষ্ঠ হিজরী/ দ্বাদশ খ্রিষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ইহুদি বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ (https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Samawal_al-Maghribi)। তিনি তাঁর রচিত 'ইফহামুল ইয়াহুদ' নামক পুস্তকে বিষয়টা আলোচনা করেছেন।[১]

উপরের বিষয়টা বাদ দিলেও আক্ষরিকভাবেই বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্য মুহাম্মাদ (ﷺ) -এর আগমনের সুসংবাদ। কারণ এখানে ইসমাঈলের (আ) প্রশংসা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে অতিশয় বৃদ্ধি করবেন এবং বড় জাতি করবেন। এদ্বারা কখনোই স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বোঝানো হয়নি। কারণ স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধিতে কোনো মর্যাদা নেই। সকল মানুষেরই বংশবৃদ্ধি হয়। নিঃসন্দেহে এখানে বিশেষ মর্যাদাময় বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ইসমাঈল (আ)-এর উত্তরপুরুষ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগে ইসমাঈলের বংশধর ইতিহাসে বা মানব সভ্যতায় কোনো বিশেষ বৃদ্ধি বা 'বড় জাতি' হিসেবে প্রসার লাভ করেননি। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমেই এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমেই ইসমাঈলের (আ) বংশ 'অতিশয় বৃদ্ধি' পেয়েছে এবং বিশ্ব সভ্যতায় 'বড় জাতি' (great nation) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

(২) আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ৪৯/১০

আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ে ইয়াকুব (যাকোব) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রদেরকে একত্রিত করে তাদের জন্য দুআ করেন এবং ভবিষ্যতে তাদের প্রতি কি ঘটবে তা বলেন। এ প্রসঙ্গে ৪৯/১০ শ্লোকে তিনি বলেনঃ "এহুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, তার চরণযুগলের মধ্য থেকে বিচারদণ্ড যাবে না, যে পর্যন্ত শীলো (Shiloh) না আসেন; সমস্ত জাতি তাঁরই অধীনতা স্বীকার করবে।" (মো.-১৩)

উইকলিফ বাইবেল (WYC: Wycliffe Bible)-এর শ্লোকটা নিম্নরূপঃ "The sceptre shall not be taken away from Judah, and a duke (out) of his hip (nor a ruler from between his hips, or out of his loins), till he come that shall be sent, and he shall be the abiding of heathen men." অর্থঃ "এহুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, এবং তার চরণযুগলের মধ্য থেকে একজন শাসক, যে পর্যন্ত তিনি না আসেন যিনি প্রেরিত হবেন, এবং অ-ইহুদি/ অখ্রিষ্টান বা অবিশ্বাসীদের অবস্থানস্থল-মান্যবর হবেন তিনিই।"[২]

এ থেকে জানা যায় যে, শীলোহের আগমনের পর অ-ইহুদি সকল জাতি তাঁর আনুগত্য করবে এবং

[১] সামাওয়াল মাগরিবী, ইফহামুল ইহাহূদ (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৯০), পৃষ্ঠা ১১৫-১১৭।

[২] https://www.biblegateway.com/verse/en/Genesis%2049:10

এর মাধ্যমে এহুদার মর্যাদার পরিসমাপ্তি ঘটবে। মুসলিম পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, এটা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। উপরের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসমাইল বিষয়ক যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এখানে সেটাই পরিস্ফুটিত হয়েছে। অর্থাৎ শীলোহের আগমনের মাধ্যমে ইসমাইলের বংশধর মহাজাতিতে পরিণত হবে এবং অ-ইহুদি সকল জাতি তাঁর অধীনতা গ্রহণ করবে।

প্রফেসর রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামিন (Rev. David Benjamin Keldani) আরমেনীয়ার একজন বিশপ ছিলেন। তিনি খৃস্টধর্মের উপরে সর্বোচ্চ লেখাপড়া করেন এবং গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়ান, আরামাইক, হিব্রু, কালডীয়ান ইত্যাদি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আব্দুল আহাদ দাউদ (Abdu'l Ahad Dawud) নাম গ্রহণ করেন । তাঁর রচিত একটা পুস্তক (Muhammad in the Bibble)। এ পুস্তকে তিনি বাইবেল ও হিব্রু ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, শীলোহ বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কেই বোঝানো হয়েছে।[৩]

এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া 'Muhammad in the Bible' প্রবন্ধে লেখেছে:

"This prophecy is often read in the light of Qur'an 3:81 as a prophecy of Muhammad. Some writers, like David Benjamin, believe that the Hebrew word Shiloh is actually a distortion of the Hebrew word 'Shaluh' which means 'Apostle/Messenger/ One to be sent' or of the Hebrew word 'Shiluah' which means 'Apostle of God'. The Latin Vulgate also translates the word to 'He ... that is to be sent'."

"এ ভবিষ্যদ্বাণীকে অনেক সময় কুরআনের ৩য় সূরার ৮১ আয়াতের আলোকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে পড়া হয়। ডেভিড বেঞ্জামিনের মত কতিপয় লেখক বিশ্বাস করেন যে, হিব্রু 'শীলোহ' শব্দটা প্রকৃতপক্ষে হিব্রু 'শালূহ' শব্দের বিকৃত রূপ, যার অর্থ 'রাসূল, প্রেরিত/ যাকে প্রেরণ করা হবে'। অথবা 'শীলোহ' শব্দটা হিব্রু 'শীলুআহ' শব্দ থেকে বিকৃত হয়েছে, যার অর্থ 'রাসূলুল্লাহ'। ল্যাটিন বাইবেলে শীলোহ অর্থ লেখা হয়েছে; "তিনি... যিনি প্রেরিত হবেন।"

(৩) দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৭-২০

বাইবেলের পঞ্চম পুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৭-২০ বলছে:

"তখন মাবুদ আমাকে বললেন, 'ওরা ভালই বলেছে। আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক জন নবী (a Prophet from among their brethren, like unto thee) উৎপন্ন করব। ও তার মুখে আমার কালাম দেব; আর আমি তাঁকে যা যা হুকুম করব তা তিনি ওদেরকে বলবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সব কালাম বলবেন, আমার সেই কথা যদি কেউ না শোনে তবে আমি সেই লোককে দায়ী করব। কিন্তু আমি যে কালাম বলতে হুকুম করিনি, আমার নামে যে কোন নবী দুঃসাহসপূর্বক তা বলে কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেউ কথা বলে সেই নবীকে মরতে হবে। (মো.-১৩)

মুসলিম পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, এখানে বনি-ইসরাইলের ভাতৃগণ বনি-ইসমাইল বা ইসমাইল বংশে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মূসা (আ)-এর মত একজন নবী হিসেবে প্রেরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা এ দাবি অস্বীকার করেন। কোনো কোনো ইহুদি পণ্ডিত দাবি করেন যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীতে মূসা (আ)-এর পরবর্তী নবী ইউসাকে বোঝানো হয়েছে। আর খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা দাবি

[৩] Dawud, Abdul Ahad (Keldani, David Benjamin), 1992, *Muhammad in the Bible,* Abul Qasim Publishing House, Jeddah. P-41-47

করেন যে, এখানে যীশু খ্রিষ্টকে বোঝানো হয়েছে। খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে তিনি নিজেই ঈশ্বর ছিলেন, ঈশ্বরের পুত্রও ছিলেন, ঈশ্বরের নবীও ছিলেন এবং ঈশ্বরের মসীহও ছিলেন।

মুসলিম পণ্ডিতরা বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা ইহুদি ও খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের দাবি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। যোহন বা ইউহোন্না তাঁর ইঞ্জিলের প্রথম অধ্যায়ে লেখেছেন: "আর ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য এই- যখন ইহুদীরা কয়েক জন ইমাম ও লেবীয়কে দিয়ে জেরুসালেম থেকে তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালো, 'ধাপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না, তিনি স্বীকার করে বললেন, 'আমি সেই মসীহ নই।' তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বললেন, আমি নই। আপনি কি সেই নবী? জবাবে তিনি বললেন, না। ... তারা তাঁকে জিজ্ঞসা করলো, আপনি যদি সেই মসীহ্ নন, ইলিয়াসও নন, সেই নবীও নন, তবে বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন কেন?" (ইউহোন্না ১/১৯-২৫, মো.-১৩)

এ বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ইহুদিরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিশ্রুত নবীর আগমন তখনো হয়নি এবং 'সেই নবী' ও 'মসীহ' দু' ব্যক্তি হবেন, এক ব্যক্তি নন। ইউহোন্না অন্যত্র লেখেছেন: "সে সব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, ইনি সত্যিই সেই নবী। আর কেউ কেউ বলল, ইনি সেই মসীহ।" (ইউহোন্না ৭/৪০-৪১)। এ থেকেও জানা যায় যে, 'মসীহ' ও 'সেই নবী' পৃথক ব্যক্তি হবেন।

মুসলিম পণ্ডিতরা আরো দাবি করেন যে, উপরের ভবিষ্যদ্বাণীর বক্তবও প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদই (ﷺ) প্রতিশ্রুত নবী। কারণ তিনি মূসার মত বা সদৃশ (like unto thee) ছিলেন। যেমন তাঁরা উভয়ে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, পিতা-মাতার সন্তান, বিবাহিত ও সন্তান-সন্ততির পিতা, উভয়েই নতুন শরীয়ত দিয়েছেন, উভয়ের শরীয়তেই রাষ্ট্র, সমাজ, জিহাদ, যুদ্ধ, বিচার, শাস্তি ইত্যাদি বিধান বিদ্যমান, উভয়েই ত্রিত্ববাদ মুক্ত বিশুদ্ধ তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা ও নির্দেশ দিয়েছেন, উভয়েই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা কেউ অনুসারীদের জন্য শাপগ্রস্ত হননি ইত্যাদি। তাঁদের উভয়ের জীবন ও ধর্ম-ব্যবস্থা (শরীয়ত) তুলনা করলে এরূপ আরো অনেক সাদৃশ্য ও মিল আমরা দেখতে পাই। এ সকল কোনো বিষয়েই ঈসা মাসীহের সাথে মূসার (আ) কোনো মিল নেই। তিনি কোনোভাবেই মূসার সদৃশ ছিলেন না। এছাড়া বাইবেল বলছে: "মূসার মত কোন নবী ইসরাইলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয়নি।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪/১০, মো.-১৩)

এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া 'Muhammad in the Bible' প্রবন্ধে লেখেছে:

"Samau'al al-Maghribi, a Jewish mathematician who converted to Islam, pointed to Deuteronomy 18:18 in his book Convincing the Jews as a prophecy fulfilled by Muhammad. Samau'al argued in his book that since the children of Esau are described in Deuteronomy 2:4-6 [and in Numbers 20:14 as well] as the brethren of the children of Israel, the children of Ishmael can also be described the same way.... Some Muslim writers... interpreted Qur'an 46:10 as a reference to Deuteronomy 18:18. The witness from among the Children of Israel is thought to be Moses, and the one like him is believed to be Muhammad. Qur'an 73:15 was also interpreted by some Muslim writers... as a reference to Deuteronomy 18:18. Similarly, Qur'an 53:3-4, where it has been stated that "Nor does he (Muhammad) speak of his own desire. It is but an Inspiration that is inspired [unto him]", was further interpreted by Muslim writers, as a reference to Deuteronomy 18:18. John 1:20-21 was also cited by Muslims as a proof from

the canonical gospels that Deuteronomy 18:18 is not a prophecy of the Christ."

"ইহুদি গণিতবিদ সামাওয়াল মাগরিবী যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তার 'ইহুদিদেরকে বোঝানো' নামক পুস্তকে দ্বিতীয় বিবরণকে ১৮/১৮ মুহাম্মাদের (ﷺ) আগমনের মাধ্যমে পূর্ণতার ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে ইঙ্গিত করেছেন। সামাওয়াল যুক্তি দিয়েছেন যে, দ্বিতীয় বিবরণ ২/৪-৬ (এবং গণনা ২০/১৪) শ্লোকে ইস-এর বংশধরদেরকে বনি-ইসরাইলের 'ভ্রাতৃগণ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এজন্য ইসমাইলের বংশধরগণও একইভাবে বনি-ইসরাইলের 'ভ্রাতৃগণ' বলে আখ্যায়িত হতে পারেন। ... কোনো কোনো মুসলিম লেখক কুরআনের ৪৬ সূরার (আহকাফ) ১০ আয়াতকে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৮ উদ্ধৃতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ আয়াতে বনি-ইসরাইলের সাক্ষী বলতে মূসা (আ) এবং 'তাঁর মত একজনের' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বোঝানো হয়েছে। কুরআনের ৭৩ সূরার (মুযাম্মিল) ১৫ আয়াতকেও কোনো কোনো মুসলিম লেখক দ্বিতীয় বিবরণের এ বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত বলে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে কুরআনের ৫৩ সূরা (নাজম) ৩-৪ আয়াত বলছে: "তিনি (মুহাম্মাদ) নিজের ইচ্ছা থেকে কথা বলেন না, তাঁর কথা ওহী ভিন্ন কিছুই নয়, যা তাকে প্রত্যাদেশ করা হয়।" এ বক্তব্যকেও কোনো কোনো মুসলিম লেখক দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৮-এর উল্লেখ বলে গণ্য করেছেন। মুসলিমগণ স্বীকৃত ইঞ্জিল যোহন ১/২০-১২ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৮ খ্রিষ্টের আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী নয়।"

(৪) দ্বিতীয় বিবরণ ৩২/২১

বনি-ইসরাইলদের মুর্তিপূজা, অনাচার ইত্যাদির কারণে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে বাইবেল বলছে: "যারা আল্লাহ্ নয় এমন দেবতার দ্বারা ওরা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মালো, নিজ নিজ অসার বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করলো; আমিও ন-জাতি (those which are not a people) দ্বারা ওদের অন্তর্জ্বালা জন্মাবো, মূঢ় জাতি (a foolish nation) দ্বারা ওদেরকে অসন্তুষ্ট করবো। (মো.-১৩)

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "আল্লাহ নয় এমন দেবতার পূজা করে তারা আমার পাওনা এবাদতের আগ্রহে আগুন লাগিয়েছে; অসার মূর্তির পূজা করে তারা আমার রাগ জাগিয়ে তুলেছে। জাতিই নয় এমন জাতির হাতে ফেলে আমিও তাদের অন্তরে আগুন জ্বালাব; একটা অবুঝ জাতির হাতে ফেলে তাদের রাগ জাগাব।"

এ ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম আরো সুস্পষ্ট হয় যিশাইয় ৬৫/১-৬ শ্লোক দ্বারা: "যারা জিজ্ঞাসা করেনি, আমি তাদেরকে আমার সন্ধান করতে দিয়েছি; যারা আমার খোঁজ করেনি, আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশ পেতে দিয়েছি; যে জাতি আমার নামে আখ্যাত হয়নি, তাকে আমি বললাম, 'দেখ, এই আমি, দেখ এই আমি'। আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী লোকবৃন্দের (কেরি: প্রজাবৃন্দের) প্রতি আমার দু'হাত বাড়িয়েই রয়েছি; তারা নিজ নিজ কল্পনার অনুসরণ করে কুপথে গমন করে। সেই লোকেরা আমার সাক্ষাতে অনবরত আমাকে অসন্তুষ্ট করে, বাগানের মধ্যে কোরবানী করে, ইটের উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়। তারা কবরস্থানে বসে, গুপ্ত স্থানে রাত যাপন করে; তারা শুকরের গোশ্‌ত ভোজন করে ও তাদের পাত্রে ঘৃণিত মাংসের ঝোল থাকে; তারা বলে, স্বস্থানে থাক, আমার কাছে এসো না, কেননা তোমার চেয়ে আমি পবিত্র। এরা আমার নাসিকার ধোঁয়া, সমস্ত দিন জ্বলতে থাকা আগুন। দেখ, আমার সম্মুখে এই কথা লেখা আছে; আমি নীরব থাকব না, প্রতিফল দেব; এদের কোলেই প্রতিফল দেব।" ইশাইয়া ৬৫/১-৬ (মো.-১৩)

মুসলিম পণ্ডিতরা এ বক্তব্যটাকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেন। এখানে মূঢ় (আরবী বাইবেলে: জাহিল) জাতি বলতে আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে উম্মী বা নিরক্ষর ও জাহিল বা মূঢ় বলা হতো। দাসী হাজেরার পুত্র ইসমাইলের বংশধর হওয়ার কারণে এবং ধর্মবিষয়ক

অজ্ঞতার কারণে ইহূদিরা তাদেরকে ঘৃণা করতেন। ইহূদীরা ইবরাহীমের স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান, আল্লাহর আশীর্বাদ-প্রাপ্ত, নবীদের বংশধর, আসমানী কিতাব ও শরীয়তের অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে উন্নত জাতি বলে মনে করতেন। কিন্তু তারা প্রতিমা পূজা ও বহুবিধ শিরক ও পাপাচারে লিপ্ত হন। শাস্তি হিসেবে মহান আল্লাহ তাদের নিয়ামত ও মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের কাছে ঘৃণিত ও জাতি হিসেবে 'অগণ্য' আরব জাতি বা বনি-ইসমাইলকে প্রদান করে বনি-ইসরাইলের জন্য চিরস্থায়ী মনোকষ্টের ব্যবস্থা করেন।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অধ্যয়ন করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, ঈশ্বরের একত্ববাদ বা একমাত্র ঈশ্বরের ইবাদত করা ও অন্য কোনো মানুষ, দেবতা, প্রতিমা বা বস্তুর ইবাদত না করাই বাইবেলের মূল নির্দেশ। ইহূদীরা একত্ববাদ বিনষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। এর বিপরীতে একটা মূঢ় জাতিকে প্রকৃত একত্ববাদ প্রদান করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইহূদীদেরকে অসন্তুষ্ট করেন। আর এজন্যই মুসলিমদের প্রতি ইহূদীদের অন্তর্জ্বালা ও অসন্তুষ্টি চিরন্তন। তাত্ত্বিকভাবে তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, খ্রীষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি অত্যন্ত বিকৃত, ঘৃণ্য ও ঈশ্বরের অবমাননাকর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী একত্ববাদ, মুর্তিপূজার বিরোধিতা, ইবাদত-বন্দেগি, শুচিতা-অশুচিতা ইত্যাদি সবই বিশুদ্ধ একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইহূদী ধর্ম-ব্যবস্থার কাছাকাছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি এতই বেশি ও চিরস্থায়ী যে, এদের বিরুদ্ধে তারা যে কোনো মুর্তিপূজক, ত্রিত্ববাদী বা বহু-ঈশ্বরবাদী জাতির সাথে জোটবদ্ধ হতে প্রস্তুত।

যে সকল জাতি দ্বারা আল্লাহ ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেছেন তাদের অন্যতম ব্যাবিলনীয় জাতি, গ্রীক-রোমান জাতি ও আরব জাতি। এদের মধ্যে আরবরাই ছিল মূঢ় বা জাহিল হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্যরা শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-দর্শনে ইস্রায়েলীদের সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও অধিক উন্নত ছিল। কোনো প্রাজ্ঞ গবেষকই দাবি বা স্বীকার করবেন না যে, ব্যাবিলনীয়রা বা গ্রীকরা মুর্খ জাতি বা তারা আরব বা ইহূদীদের তুলনায় মুর্খ ছিল। খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আরবরা ছাড়া অন্য কোনো জাতি এরূপ মূঢ় বা জাহিলী জাতি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীটা আক্ষরিকভাবে আরব জাতির মধ্যে এক মহান নবীর আবির্ভাবের কথা বলেছে, যার আবির্ভাব পৌত্তলিকতা, প্রতিমাপূজা, শূকরের মাংস ভক্ষণ ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত ইহূদী জাতির স্থায়ী মনোকষ্ট ও অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করবে।

এছাড়া আমরা দেখেছি যে, অসন্তুষ্টির মূল বিষয় অসার দেবদেবীর উপাসনা বনাম প্রকৃত একত্ববাদ লাভ। এ দিক থেকে মুসলিমগণ ছাড়া অন্য কোনো জাতি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে নি। সর্বোপরি এরূপ চিরন্তন অসন্তুষ্টি আর কোনো জাতির প্রতি তাদের নেই। খৃস্টানগণ তো বনি-ইসরাইলেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কাজেই তাদেরকে ভিন্ন জাতি বা মূঢ় জাতি বলে গণ্য করার কোনো উপায় নেই।

এছাড়া ইহূদীদের অন্তর্জ্বালার সবচেয়ে বড় বিষয় ফিলিস্তিন অধিকার। এখানেও আল্লাহ আরবজাতিকে তাদের স্থায়ী অন্তর্জ্বালার উৎস বানিয়েছেন। ইতিহাসের যে কোনো পাঠক জানেন যে, বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ইহূদীরা ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতে অত্যাচারিত হয়েছেন এবং একমাত্র আরব ও মুসলিম দেশগুলোতেই পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তিতে অবস্থান করেছেন। কিন্তু ইহূদীদেরকে প্রশ্ন করলে দেখবেন, তাদের অন্তর্জ্বালা অত্যাচারীদের প্রতি তত নয়, যতটা আরব ও মুসলিমদের প্রতি।

(৫) দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩/২

মূসা (আ) মৃত্যুর পূর্বে বনি-ইসরাইলের জন্য যে দুআ করেন তাতে বলেন: "মাবুদ সিনাই (Sinai) থেকে আসলেন, সেয়ীর (Seir) থেকে তাদের প্রতি উদিত হলেন; পারণ পর্বত (mount Paran)

থেকে তাঁর তেজ প্রকাশ করলেন, ওযুত ওযুত পবিত্র লোকদের কাছ থেকে আসলেন (মূল ইংরেজি: and he came with ten thousands of saints: এবং তিনি দশ হাজার সাধু পুরুষের সাথে আগমন করলেন); তাদের জন্য তাঁর ডান হাতে অগ্নিময় শরীয়ত (a fiery law) ছিল।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩/১-২, মো.-১৩)

মুসলিমরা দাবি করেন যে, এখানে 'সীনয় হইতে আগমনের' অর্থ মূসা (আ)-কে তাওরাত প্রদান করা এবং 'সেয়ীর হইতে উদিত হওয়ার' অর্থ যীশুকে ইনজীল প্রদান করা। আর পারণ পর্বত থেকে আপন তেজ প্রকাশ করার অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ 'পারণ পর্বত' মক্কার একটা পর্বত। আদিপুস্তক ২১/২১ শ্লোকে ইসমাঈল (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে: "সে পারণ মরুপ্রান্তরে বাস করতে লাগল (in the wilderness of Paran)।"

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তিসহ (with ten thousands of saints) আগমন এবং দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় শরীয়ত (from his right hand went a fiery law for them) মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি দশ সহস্র সাথী সহ মক্কায় আগমন করেন।

(৬) গীতসংহিতা ৪৫/১-১৭

বাইবেলের অন্যতম পুস্তক Psalms, বাংলায় গীতসংহিতা, সামসঙ্গীত বা জবুর। এটা ইহুদি বাইবেলে ২৭ নং প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে ১৯ নং এবং ক্যাথলিক বাইবেলে ২৩ নং পুস্তক। এ পুস্তকের ৪৫ গীতের শুরুতে দাউদ বলেন: "আমার হৃদয়ে শুভকথা উথলে উঠছে; আমি বাদশাহ্‌র বিষয়ে আমার রচনা বিবৃত করবো; আমার জিহ্বা দক্ষ লেখকের লেখনীস্বরূপ।" (জবুর ৪৫/১)। অনেক মুসলিম গবেষক দাবি করেন যে, দাউদের এ বর্ণনা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। বাদশাহ দাউদের মুখের এ ভবিষ্যদ্বাণী মুহাম্মাদ (ﷺ) ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। উইকিপিডিয়া এ প্রসঙ্গে লেখেছে: "Psalm 45:1-17 is a prophecy and a song of praise for the king. Several Muslim writers raised the argument that it is describing no one other than Muhammad for the following reasons..."

"জবুর ৪৫/১-১৭ একটা ভবিষ্যদ্বাণী ও বাদশাহের প্রশংসার একটা গীত। অনেক মুসলিম লেখক যুক্তি প্রদান করেছেন যে, এ গীতে যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ) ছাড়া আর কেউ নন। তাদের যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:....

(ক) বাদশাহর প্রশংসায় সৌন্দর্য ও রহমতের সমন্বয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "তুমি মানুষের চেয়ে পরম সুন্দর; তোমার ওষ্ঠাধর থেকে রহমত ঝরে পড়ে। এজন্য আল্লাহ্‌ চিরকালের জন্য তোমাকে দোয়া করেছেন।" (জবুর ৪৫/২, মো.-১৩)। লক্ষণীয় যে, নবী ও ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদের অনুসারীরাই সর্বদা তাঁর নামের সাথে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', অর্থাৎ 'আল্লাহর দোয়া ও শান্তি তাঁর উপর' বলেন। এভাবে তাঁর জন্য আল্লাহ চিরস্থায়ী দোয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

(খ) এরপর জিহাদ, ধার্মিকতা ও বিনম্রতার সমন্বয় বিষয়ে বলা হয়েছে: "হে বীর, তোমার তলোয়ার কোমরে বাঁধ, তোমার গৌরব ও মহিমা গ্রহণ কর। আর স্বীয় প্রতাপে কৃতকার্য হও, বাহনে চড়ে যাও, সত্যের ও ধার্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে, তাতে তোমার ডান হাত তোমাকে ভয়াবহ কাজ শেখাবে। তোমার সমস্ত তীর ধারালো, জাতিরা তোমার পদতলে পতিত হয়, বাদাশাহ্‌র দুশমনদের অন্তর বিদ্ধ হয়।" (জবুর ৪৫/৩-৫, মো.-১৩)

(গ) বাদশাহর অনেক স্ত্রী থাকবেন এবং তাদের মধ্যে শাহজাদীরা থাকবেন: "তোমার মহিলারত্নদের

মধ্যে শাহ্‌জাদীরা আছেন, তোমার ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছেন রাণী, ওফীরের সোনা দিয়ে সেজে আছেন" (জবুর ৪৫/৯, মো.-১৩)।

আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) ছিলেন পরবর্তী দু বাদশাহ আবু বকর (রা) ও উমারের (রা) কন্যা। আর সাফিয়্যাহ বিনত হুআই (রা) ছিলেন খাইবারের ইহুদি শাসক হুআই ইবন আখতাবের কন্যা।

(ঘ) বাদশাহ দাউদ এ গীতে তাঁর নিজের কন্যাকে সম্বোধন করে যা বলেছেন তা খাইবারের ইহুদি শাসক হুআই ইবনু আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাহর ক্ষেত্রে হুবহু প্রযোজ্যঃ "বৎস, শোন, দেখ, কান দাও; তোমার জাতি ও তোমার পিতৃকুল ভুলে যাও। তাতে বাদশাহ্‌ তোমার সৌন্দর্য বাসনা করবেন; কেননা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁর কাছে সেজ্‌দা কর।" (জবুর ৪৫/১০-১১, মো.-১৩)।

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদঃ "হে কন্যা, শোন, মন দাও, কান খাড়া কর। তোমার লোকদের তুমি ভুলে যাও, ভুলে যাও তোমার পিতার বাড়ির কথা। তাহলে বাদশাহ তোমার সৌন্দর্যে ধরা দেবেন, তিনিই তোমার প্রভু, তাঁকে পায়ে ধরে সালাম কর।"

(ঙ) দাউদ বলেছেন যে, এ বাদশাহকে দূরের বাদশাহ হাদিয়া পাঠাবেনঃ "টায়ার-কন্যা উপঢৌকন নিয়ে আসবেন, ধনী লোকেরা তোমার কাছে ফরিয়াদ করবেন।" (জবুর ৪৫/১২, মো.-১৩)। মিসরের শাসক মুকাওকিস মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে উপহার প্রেরণ করেছিলেন।

(চ) গীতটার শেষে বলা হয়েছে যে, তিনি 'মহা-প্রশংসিত' হবেনঃ "আমি তোমার নাম সমস্ত বংশ পরম্পরায় স্মরণ করাব, এজন্য জাতিরা যুগে যুগে চিরকাল তোমার প্রশংসা করবে।" (জবুর ৪৫/১৭, মো.-১৩)। এটি সুস্পষ্টভাবে 'মুহাম্মাদ' নামের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যার অর্থ 'অতি-প্রশংসিত' বা 'মহা-প্রশংসিত'।

(৭) জবুর ৭২/৮-১৫

"তিনি এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী থেকে দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করবেন। তাঁর সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হবে, তাঁর দুশমনেরা ধুলা চাটবে। তর্শীশ ও দ্বীপগুলোর বাদশাহরা নৈবেদ্য আনবেন। সবা ও সবা দেশের বাদশাহরা (Kings of Sheba and Seba) উপহার দেবেন। হ্যাঁ, সমস্ত বাদশাহ তাঁর কাছে মাথা নত করবেন। সমস্ত জাতি তাঁর গোলাম হবে। কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে, এবং দুঃখী ও অসহায়কে উদ্ধার করবেন। তিনি দীনহীন ও দরিদ্রর প্রতি রহম করবেন, তিনি দরিদ্রদের প্রাণ নিস্তার করবেন। তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম থেকে তাদের প্রান মুক্ত করবেন, তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত বহুমূল্য হবে। আর তারা জীবিত থাকবে ও তাঁকে সাবা দেশের সোনা দান করা যাবে, লোকে তাঁর জন্য নিরন্তর মুনাজাত করবে, সমস্ত দিন তাঁর শুকরিয়া করবে (তার জন্য নিয়মিত দুআ করা হবে এবং প্রতিদিন তিনি প্রশংসিত হবেনঃ prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised)।" (গীতসংহিতা/ জবুর ৭২/ ৮-১৫, মো-১৩)

এ কথাও বাহ্যত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি নিজে জীবিত থাকতেই লোহিত সাগর থেকে পারস্য সাগর ও আরব সাগর পর্যন্ত, মধ্যপ্রাচ্যের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি নিজে কর্তৃত্ব করেন। এরপর তাঁর উম্মাত সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ও পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব লাভ করেন। একমাত্র তাঁর সামনেই মরুনিবাসীরা নত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা বশ্যতা স্বীকার করে। তিনিই দরিদ্র ও অসহায়দের রক্ষার জন্য সর্বজনীন আইন প্রদান করেন ও কল্যাণমুখি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মেই নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর উপর সালাত-সালাম পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি তিনি 'প্রশংসিত': মুহাম্মাদ (ﷺ)।

(৮) জবুর ১১০/১

"A Psalm of David. The LORD said to my lord: "Sit at My right, Until I make thine enemies thy footstool." "হযরত দাউদের কাওয়ালী। মাবুদ আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার ডান দিকে বস, যতদিন আমি তোমার দুশমনদেরকে তোমার পাদপীঠ না করি।" (মো.-১৩)

কতিপয় গবেষক এ বক্তব্যটাকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন ও মিরাজের পরে ক্রমান্বয়ে তাঁর শত্রুদের পতনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উইকিপিডিয়া 'Muhammad in the Bible' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে:

"Several Muslim writers, like Afzal-ur-Rahman and David Benjamin Keldani, raised the argument that Psalm 110:1 is also a prophecy of Muhammad and his ascension to the Throne of God during the journey of al-Isra and al-Miraj."

"আফযালুর রহমান, ডেভিড বেনজামিন কেলদানী ও অনুরূপ কতিপয় মুসলিম লেখক যুক্তি পেশ করেছেন যে, জবুর ১১০/১ মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং ইসরা ও মিরাজের মাধ্যমে তাঁর আল্লাহর আরশে গমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী।"

(৯) পরমগীত/ সোলায়মানের গজল ৫/১৬

ইহুদি বাইবেলের ৩০ নং পুস্তক, প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ২২ নং এবং ক্যাথলিক বাইবেলের ২৬ নং পুস্তক 'Song of Songs' বা 'Song of Solomon'। বাংলায় পরমগীত বা সোলায়মানের গজল। এ পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোক নিম্নরূপ: "তাঁর কথা অতীব মধুর; হ্যা, তিনি সর্বোতভাবে মনোহর (KSV: he is altogether lovely; RSV: he is altogether desirable)। অয়ি জেরুশালেমর কন্যারা! এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।" (মো.-১৩)

মুসলিমরা দাবি করেন যে, এ শ্লোকটা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। এ শ্লোকে 'সর্বোতভাবে মনোহর' কথাটা ইংরেজিতে 'altogether lovely' বা 'altogether desirable'। হিব্রুতে এ শব্দটা 'মেহমাদিম' বা 'মুহাম্মাদ'। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে: "তাঁর কথা অতীব মধুর, তিনি মুহাম্মাদ, ... তিনিই আমার প্রিয় এবং তিনিই আমার বন্ধু।" এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয় লেখেছে:

"The Hebrew word מחמדים (Mhmdim, read as Mehmadim) appears once in the Hebrew Bible, at Song of Songs 5:16, where it is translated into English as 'altogether desirable' or 'altogether lovely'. The word 'mehmadim' means: 'delights' or 'pleasuring' in Hebrew. Some Muslim scholars treat this verse as a prophecy of the coming of Muhammed. Muslims including Zakir Naik claim that "In the Hebrew language im is added for respect. Similarely im is added after the name of Muhammad to make it Muhammadim. In English translation they have even translated the name of Muhammad as 'altogether lovely', but in the Old Testament in Hebrew, the name of Muhammad is yet present."

"হিব্রু (מחמדים) শব্দটা ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে 'Mhmdim', যা হিব্রু উচ্চারণে 'মেহমাদিম' পড়া হয়। শব্দটা হিব্রু বাইবেলে মাত্র একটা স্থানে বিদ্যমান: সেলাইমানের গজল বা পরমগীত ৫/১৬। ইংরেজিতে শব্দটার অর্থ লেখা হয়েছে: 'সর্বোতভাবে আকাঙ্খানীয়' বা 'সর্বোতভাবে প্রেমযোগ্য' বা 'সর্বোতভাবে মনোহর'। হিব্রু ভাষায় 'মেহমাদিম' শব্দটার অর্থ ফুর্তি বা আনন্দদায়ক। কতিপয়

মুসলিম গবেষক এ শ্লোকটাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য করেন। জাকির নায়েক ও অন্যান্য মুসলিম দাবি করেন যে, 'হিব্রু ভাষায় সম্মান বোঝানোর জন্য শব্দের শেষে 'ইম' সংযোগ করা হয়। এ কারণেই 'মুহাম্মাদ' নামের সাথে 'ইম' সংযুক্ত কর হয়েছে ফলে শব্দটা 'মেহমাদিম' বা 'মুহাম্মাদিম'-এ পরিণত হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদে অনুবাদকরা মুহাম্মাদ নামটার অনুবাদ করেছেন 'সর্বোতভাবে মনোহর'। কিন্তু হিব্রু ভাষার পুরাতন নিয়মে 'মুহাম্মাদ' শব্দ এভাবে এখনো বিদ্যমান।"

(১০) যিশাইয়/ ইশাইয়া ৫/২৬

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে ২৩ নং, ক্যাথলিক বাইবেলে ২৯ নং ও ইহুদি বাইবেলে ১২ নং পুস্তক যিশাইয় বা ইশাইয়া (Isaiah)। এ পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক: "তিনি দূরবর্তী জাতিদের প্রতি নিশান তুলবেন, আর দুনিয়ার প্রান্তবাসীদের জন্য শিস্ দিবেন; আর দেখ, তারা অতি দ্রুত আসবে।" (মো.-১৩) কোন কোন গবেষক দাবি করেন যে, এখানে হজ্জের বিষয়ে বলা হয়েছে। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জাতির মানুষের আগমনের আর কোনো বাস্তব চিত্র দেখা যায় না।

(১১) যিশাইয় ২১/১৩-১৭

"আরব বিষয়ক দৈববাণী (The burden upon Arabia)। হে দদানীয় (Dedanim) পথিকদলগুলো, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত যাপন করবে। তোমরা পিপাসিত লোকদের কাছে পানি আন; হে টেমা (Tema)-দেশবাসীরা, তোমরা খাদ্য নিয়ে পলাতকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। কেননা তারা তলোয়ারের সম্মুখ থেকে, খোলা তলোয়ারের, বাঁকানো ধনুকের ও প্রচণ্ড যুদ্ধের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল। বস্তুত প্রভু আমাকে এই কথা বললেন, বেতনজীবীর বছরের মত আর এক বছরের মধ্যে কায়দারের (কেদরেরঃ Kedar) সমস্ত প্রতাপ শেষ হয়ে যাবে; আর কায়দার (Kedar)-বংশীয় বীরদের মধ্যে অল্প তীরন্দাজ মাত্র অবশিষ্ট থাকবে, কারণ মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ, এই কথা বলেছেন।" (ইশাইয়া ২১/১৩-১৭, মো.-১৩)

কায়দার বা কেদর (Kedar) ইসমাঈলের (আ) দ্বিতীয় পুত্র। (আদিপুস্তক ২৫/১৩)। বাইবেলে বারংবার ইসমাঈল-বংশ এবং আরবদেরকে 'কায়দার' বা 'কেদর' (Kedar) বলা হয়েছে। (আদিপুস্তক ২৫/১২-১৩; ১ বংশাবলি ১/২৯; গীতসংহিতা ১২০/৫; পরমগীত ১/৫; যিশাইয় ৪২/১১, ৬০/৭; যিরমিয় ২/১০, ৪৯/২৮; যিহিষ্কেল ২৭/২১)। সুস্পষ্টতই Tema বলতে 'তিহামা' বোঝানো হয়েছে। মক্কা, জিদ্দা, মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে প্রাচীনকাল থেকে তিহামা বলা হয়।

'টেমা' শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যায় ইসটোন'স বাইবেল ডিকশনারি বলছেঃ

"south; desert, one of the sons of Ishmael, and father of a tribe so called (Gen. 25:15; 1 Chr. 1:30; Job 6:19; Isa. 21:14; Jer. 25:23) which settled at a place to which he gave his name, some 250 miles south-east of Edom, on the route between Damascus and Mecca, in the northern part of the Arabian peninsula, toward the Syrian desert; the modern Teyma'."

"দক্ষিণ; মরুভূমি, ইসমাইলের এক পুত্রের (নবম পুত্রের) নাম, এ নামে পরিচিত একটি গোত্রের নাম (আদিপুস্তক/ পয়দায়েশ ২৫/১৫, ১ বংশাবলি/ খান্দাননামা ১/৩০; ইয়োব/ আইউব ৬/১৯; যিশাইয় ২১/১৪; যিরমিয় ২৫/২৩)। এ গোত্রের মানুষেরা যেখানে বসবাস করত সে স্থানটাকে এ নাম দেওয়া হয়। ইদোমের আনুমানিক ২৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, দামেশক থেকে মক্কা যাওয়ার পথে, আরব

উপদ্বীপের উত্তর অংশে, সিরীয় মরুভূমির দিকে; আধুনিক তাইমা।"[৪]

একটা ভবিষ্যদ্বাণী যতটুকু স্পষ্ট হওয়া সম্ভব ততটাই স্পষ্ট এই ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে স্পষ্টভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) উন্মুক্ত নিষ্কোষিত তরবারীর সম্মুখ থেকে হিজরত করেন। তিহামা, মদীনাবাসী বা আরব উপদ্বীপের উত্তরের বাসিন্দাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো তাদের সাহায্য করার জন্য। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কায়দারের বা কুরাইশের প্রতাপ লুপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এ যুদ্ধে নিহত হয়।

(১২) যিশাইয় ২৯/১২

"আবার যে লেখা পড়া জানে না, তাকে যদি সে তা দিয়ে বলে, মেহেরবানী করে এটি পাঠ কর, তবে সে জবাবে বলবে, আমি পড়তে জানি না।" (মো.-১৩)

কোন কোন দাবি করেন যে, এটাও মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক একটা ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ তাঁর ক্ষেত্রে এ বিষয়টা অবিকল ঘটেছে। হেরা গুহায় জিবরাইল (আ) যখন তাকে পড়তে বলেন তখন তিনি বলেন, "আমি পড়তে জানি না।"

(১৩) যিশাইয় ৪০/৩

"The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God." অর্থাৎ: মরুভূমিতে যিনি ঘোষণা করছেন তার কণ্ঠস্বর, তোমরা মাবুদের পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের আল্লাহর জন্য রাজপথ সরল কর।"

মোকাদ্দস-১৩: "একজনের কণ্ঠস্বর, যে ঘোষণা করছে, তোমরা মরুভূমিতে মাবুদের পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের আল্লাহর জন্য রাজপথ সরল কর।"

খ্রিষ্টানরা এটাকে যোহন বাপ্তাইজক বা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন। তবে কোনো কোনো মুসলিম গবেষক এ কথাটাকে মুহাম্মাদের (ﷺ) আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা সূরা ফাতিহার সরল পথের দুআকে এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন বলে গণ্য করেছেন।

(১৪) যিশাইয় ৪২/১-৪

"ঐ দেখ, আমার গোলাম (my servant), আমি তাঁকে ধারণ করি (whom I uphold); তিনি আমার মনোনীত (KJV: elect; RSV: chosen), আমার প্রাণ তাঁতে প্রীত, আমি তাঁর উপরে নিজের রূহ্ (my spirit) স্থাপন করলাম; তিনি জাতিদের (Gentiles পরজাতিদের/ অ-ইহুদিদের) কাছে ন্যায়বিচার উপস্থিত করবেন। তিনি চিৎকার করবেন না, উচ্চশব্দ করবেন না, পথে তাঁর স্বর শোনাবেন না। তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গবেন না; ধোঁয়াযুক্ত সলতে নিভিয়ে ফেলবেন না; সত্যে তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করবেন। তিনি নিস্তেজ হবেন না, নিরুৎসাহ হবেন না, যে পর্যন্ত না দুনিয়াতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন; আর উপকূলগুলো তাঁর ব্যবস্থার (law শরীয়তের) অপেক্ষায় থাকবে।" (মো.-১৩)

"মাবুদ বলছেন, দেখ, আমার গোলাম, যাকে আমি সাহায্য করি; আমার বাছাই করা বান্দা, যার উপর

---

[৪] https://www.biblegateway.com/resources/eastons-bible-dictionary/Tema

আমি সন্তুষ্ট। আমি তাঁর উপরে আমার রূহ দেব আর তিনি জাতিদের (পরজাতিদের/ অ-ইহুদিদের) কাছে ন্যায় বিচার নিয়ে আসবেন। তিনি চিৎকার করবেন না বা জোরে কথা বলবেন না; তিনি রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলার স্বর শোনাবেন না। তিনি থেঁৎলে যাওয়া নল ভাঙ্গবেন না আর মিটমিট করে জ্বলতে থাকা সলতে নিভাবেন না। তিনি সততার সাথে ন্যায়বিচার করবেন। দুনিয়াতে ন্যায়বিচার স্থাপন না করা পর্যন্ত তিনি দুর্বল হবেন না বা ভেঙ্গে পড়বেন না। দূরের লোকের তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে।" (মো.-০৬)

মুসলিম পন্ডিতরা যিশাইয় পুস্তকের এ বক্তব্যটাকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন। মমতাপূর্ণ আচরণ, চিৎকার না করা, জোরে কথা না বলা, সততার সাথে ন্যায়বিচার করা, দুনিয়াতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত দুর্বল না হওয়া, বিশেষত অ-ইহুদিদ, পরজাতি বা উম্মীদের মধ্যে ন্যায় বিচার নিয়ে আসার বিষয়টা মুহাম্মাদ (ﷺ) ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"Isaiah 42 is among the earliest and the most common prophecies referred to by Muslims. Since the time of Muhammad, Muslims believed that it was fulfilled by no one other than him. The Hebrew word which was translated to 'whom I uphold' is "אתמך"(Atmc). This word never appears anywhere in the entire Bible except here. Muslim authors, pointing to the similarity between the writing of "אתמך"(Atmc) and the writing of "אחמד" which is the name Ahmad, suggested that an intended distortion might had been done by the scribes of Scripture in the first verse of this chapter in order to hide the name of the Chosen Servant of God which is "אחמד"(Ahmad). Muhammad is believed by Muslims to be the Chosen Servant of God and his Light, while Christians believe that Jesus was God, begotten of God, not the servant of God. Thus, some Muslim writers argue Christians have no right to call Isaiah 42 a prophecy of Jesus. Qur'an 3:159, Qur'an 9:128 and Qur'an 68:4 shed a light on the gentle character of Muhammad, and from the time they knew him, Muslims looked at Muhammad as the mercy sent by God to all the creation."

"মুসলিমদের মধ্যে প্রাচীন যুগ থেকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর একটা যিশাইয় ৪২। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যুগ থেকেই মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীটা মুহাম্মাদ (ﷺ) দ্বারা পূর্ণ হয়েছে, অন্য কারো দ্বারাই নয়। প্রথম শ্লোক বলছে: "দেখ, আমার গোলাম, যাকে আমি সাহায্য করি/ আমি তাঁকে ধারণ করি; আমার বাছাই করা বান্দা...।" "আমি তাঁকে ধারণ করি" কথাটির হিব্রু (אתמך: Atmc)। পুরো বাইবেলের মধ্যে এই একটা স্থান ছাড়া আর কোথাও এ শব্দটা নেই। মুসলিম লেখকরা বলেন, হিব্রু লেখনিতে এ শব্দের মতই লেখা হয় আরেকটা শব্দ: (אחמד), যা হচ্ছে 'আহমদ' নাম। এ থেকে তারা দাবি করেন যে, সম্ভবত বাইবেলের লিপিকাররা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের লেখনিতে সামান্য পরিবর্তন করেছেন। 'আল্লাহর মনোনীত বাছাইকৃত বান্দা'-র নাম যে 'আহমদ' তা গোপন করার উদ্দেশ্যে তারা তা করেছেন।

মুসলিম বিশ্বাসে মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত বান্দা বা গোলাম এবং তাঁর আলো। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের জন্ম দেওয়া বা জাত পুত্র। তিনি ঈশ্বরের বান্দা বা গোলাম নন। এজন্য কোনো কোনো মুসলিম লেখক যুক্তি প্রদান করেন যে, যিশাইয় ৪২ অধ্যায়ের

ভবিষ্যদ্বাণীকে যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে দাবি করার কোনো অধিকার খ্রিষ্টানদের নেই। কুরআন ৩: ১৫৯, কুরআন ৯: ১২৮ এবং কুরআন ৬৪: 8 আলোকপাত করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) বিনম্র ব্যবহার ও আচরণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর সাথে পরিচয়ের শুরু থেকেই মুসলিমরা তাকে সকল সৃষ্টির জন্য করুণা ও মমতা হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত বলেই বিশ্বাস করতেন।"

(১৫) যিশাইয় ৪২/১০-১৩

"হে সমুদ্রগামীরা এবং সাগরস্থ সকলে, হে উপকূলগুলো (the isles দ্বীপগুলো) ও সেখানকার অধিবাসীরা, তোমরা মাবুদের উদ্দেশ্যে নতুন গজল গাও (Sing unto the Lord a new song), দুনিয়ার প্রান্ত থেকে তাঁর প্রশংসায় গান কর। মরুভূমি ও সেখানকার সমস্ত নগর উচ্চৈঃস্বর করুক, কায়দারের (Kedar) বসতি গ্রামগুলো তা করুক, শেলা (Sela)-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক, পর্বতমালার চূড়া থেকে আনন্দ চিৎকার করুক। তারা মাবুদের গৌরব স্বীকার করুক, উপকূলগুলোর (islands দ্বীপগুলো) মধ্যে তাঁর প্রশংসা প্রচার করুক। মাবুদ বীরের মত (like a man of war) যাত্রা করবেন, যোদ্ধার মত তাঁর উদ্যোগকে উত্তেজিত করবেন; তিনি জয়ধ্বনী করবেন, হ্যাঁ, মহানাদ করবেন; তিনি দুশমনের বিরুদ্ধে পরাক্রম দেখাবেন...।" (মো.-১৩)

মুসলিম পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, এ শ্লোকগুলোতেও মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। মাবুদের উদ্দেশ্যে নতুন গান আরবী ভাষায় কুরআন ও আজান পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে উচ্চারিত। আমরা দেখেছি ইসমাইল পুত্র কায়দার আরব জাতির পূর্বপুরুষ। আর মদীনার মূল পাহাড়ের নাম 'জাবাল সালআ' বা সেলা পাহাড়। সর্বোপরি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমেই মাবুদ তাঁর পরাক্রম দেখিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"Isaiah 42:13 is believed to be a prophecy of the Muslim conquests. 'the new song' is often interpreted as a reference to the Arabic Qur'an or to the Adhan 'the Islamic call to prayer'. The Islands could be a reference to Indonesia and Malaysia. The mention of Mount Sela (Arabic: جبل سلع, Hebrew: הר סלע) 'the mountain of Medina' and the mention of Kedar "the forefather of Muhammad", in verse 11, is also considered by Muslims to be a proof. A map of the Battle of the Trench shows 'Mount Sela' ... which is located in the middle of Medina."

"যিশাইয় ৪২/১৩ মুসলিম বিজয়ের একটা ভবিষ্যদ্বাণী বলে বিশ্বাস করা হয়। নতুন গান/ নতুন গজল বা নতুন কাওয়ালির ব্যাখ্যায় সাধারণত আরবি কুরআন অথবা আযানের কথা বলা হয়। উপকূল বা দ্বীপগুলো বলতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকে বোঝানো সম্ভব। এ বক্তব্যে ১১ নং শ্লোকে 'সেলা পাহাড়' উল্লেখ করা হয়েছে (আরবী جبل سلع 'জাবাল সেলা' ও হিব্রু הר סלע)। এটা মদীনার পাহাড়। এছাড়া এতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূর্বপুরুষ কায়দার-এর উল্লেখ রয়েছে। মুসলিমরা এ বিষয়টাকে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেন। খন্দকের যুদ্ধের এক মানচিত্রে সেলা পাহাড় দেখানো হয়েছে . . . . যা মদিনার মধ্যস্থলে অবস্থিত।"

(১৬) যিশাইয় ৫৪/১-৩

"মাবুদ বলছেন, 'হে বন্ধ্যা স্ত্রীলোক, যার কখনও সন্তান হয়নি, তুমি আনন্দে গান কর; তুমি, যার কখনও প্রসববেদনা হয়নি, তুমি গানে ফেটে পড়, আনন্দে চিৎকার কর; কারণ যার স্বামী আছে তার (মূল ইংরেজি: married wife বিবাহিত স্ত্রীর) চেয়ে যার কেউ নেই (মূল ইংরেজি: desolate :

পরিত্যক্ত বা নিঃসঙ্গ যিনি) তার সন্তান অনেক বেশী হবে। তোমার তাম্বুর জায়গা আরও বাড়াও; তোমার তাম্বুর পর্দা আরও চওড়া কর, কৃপণতা কোরো না। তোমার তাম্বুর দড়িগুলো লম্বা করা আর গোঁজগুলো শক্ত কর, কারণ তুমি ডানে ও বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তোমার বংশধরেরা অন্যান্য জাতিদের (Gentiles পরজাতিদের) দেশ দখল করবে আর তাদের লোকজনহীন শহরগুলোতে বাস করবে।" (মো.-২০০৬)

এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"Muslim writers argue that the 'barren one' refers to Mecca, since no prophet came from it before Muhammad. ... 'have not labored with child' means 'haven't received a prophet'. ... the 'desolate woman' refers to Hagar, and the 'married woman' refers to Sarah.... This passage is believed to be a prophecy of the Muslim conquests."

"মুসলিম লেখকরা দাবি করেন যে, 'বন্ধ্যা' বলতে 'মক্কা' বোঝানো হয়েছে, কারণ সেখানে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূর্বে কোনো নবী আগমন করেননি। ... 'যার কখনও প্রসববেদনা হয়নি' অর্থ সেখানে কোনো নবীর আগমন হয়নি। ... 'পরিত্যক্ত, 'নিঃসঙ্গ' নারী বা 'যার কেউ নেই' বলতে হাজেরাকে বোঝানো হয়েছে এবং 'বিবাহিতা স্ত্রী' বলতে সারাকে বোঝানো হয়েছে। .... পরের বক্তব্য মুসলিম বিজয়ের একটা ভবিষ্যদ্বাণী বলে বিশ্বাস করা হয়।"

(১৭) যিশাইয়/ ইশাইয়া ৬০/১-৭

"উঠ, আলেকিত হও, কেননা তোমার আলো উপস্থিত, মাবুদের মহিমা তোমার উপরে উদিত হল। কেননা, দেখ, অন্ধকার দুনিয়াকে, ঘোর অন্ধকার জাতিদেরকে আচ্ছন্ন করছে, কিন্তু তোমার উপরে মাবুদ উদিত হবেন এবং তাঁর মহিমা তোমার উপরে দৃষ্ট হবে। আর জাতিরা (Gentiles: অ-ইহুদিরা) তোমার আলোর কাছে আগমন করবে, বাদশাহরা তোমার অরুণোদয়ের আলোর কাছে আসবে। কিন্তু চারদিকে চোখ তুলে দেখ, ওরা সকলে একত্র হয়ে তোমার কাছে আসছে; তোমার পুত্ররা দূর থেকে আসবে, তোমরা কন্যাদের কোলে করে আনা হবে। তখন তুমি তা দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হবে, তোমার অন্তর স্পন্দিত ও বিকশিত হবে; কেননা সমুদ্রের দ্রব্যরাশি তোমার দিকে ফিরিয়ে আনা যাবে, জাতিদের ঐশ্বর্য তোমার কাছে আসবে। তোমাকে আবৃত করবে উটের বহর, মাদিয়ান (Midian) ও ঐফার (Ephah) দ্রুতগামী সমস্ত উট; সাবা দেশ থেকে সকলেই আসবে; তারা সোনা ও কুন্দুরু আনবে এবং মাবুদের প্রশংসার সুসংবাদ তবলিগ করবে। কায়দারের (Kedar) সমস্ত ভেড়ার পাল তোমার কাছে একত্রীকৃত হবে, নবায়োতের (Nebaioth) ভেড়াগুলো তোমার পরিচর্যা করবে। আমার কোরবানগাহর উপরে কোরবানী হিসেবে তাদের কবুল করা হবে, আর আমি নিজের ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত করবো (I will glorify the house of my glory)।" (মো.-১৩)

এ বক্তব্যটাও বাহ্যত মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে বাহ্যত মক্কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আরব দেশ, বিশেষত মক্কার পবিত্র ঘরের বিশ্বব্যাপী মর্যাদা লাভ ও বিশ্বের সর্বত্র থেকে মানুষের হজ্জে আগমনের কথা বলা হয়েছে। ইসমাইল (আ)-এর প্রথম পুত্র নবায়োত ও দ্বিতীয় পুত্র কায়দারের উল্লেখের মাধ্যমে ইসমাইল বংশের সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীটার সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমনের পরে এভাবেই পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে সম্পদ ও উপহার মক্কা-মদীনায় আগমন করেছে। একমাত্র মক্কার 'আপনার ভূষণস্বরূপ গ্রহ' পবিত্র কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও কায়দারের বা কেদরের, অর্থাৎ আরব জাতির সমস্ত মেষপাল একত্রীকৃত হয়নি। যিরূশালেমের ধর্মধামেও না, খৃস্টানদের মহাচার্চ, ভ্যাটিকান বা অন্য

কোথাও নয়। মজার ব্যাপার হলো, নবায়োত ও কায়দারের মেষপাল, অর্থাৎ আরব উপদ্বীপের মানুষেরা কখনোই ইহুদি বা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে শলোমনের মন্দির বা ভ্যাটিকানের চার্চে একত্রিত হয়নি।

(১৮) দানিয়েল ৭ অধ্যায়

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ২৭ নং, ক্যাথলিক বাইবেলের ৩৪ নং ও ইহুদি বাইবেলের ৩৫ নং পুস্তক দানিয়েল। এ পুস্তকে দানিয়েল নবীর অনেক রূপক ও অস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান, যেগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এ পুস্তকের কিছু ভবিষ্যদ্বাণীকে মুসলিম গবেষকরা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক বলে দাবি করেছেন, বিশেষত দানিয়েল পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের কয়েকটা ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করতে অনেক পরিসরের প্রয়োজন। এজন্য এখানে সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করছি।

দানিয়েল পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে দানিয়েল চারটা জন্তু দেখেন (দানিয়েল ৭/৩) এবং এ চারটা জন্তু চারজন বিরাট বাদশাহ, রাজত্ব বা সাম্রাজ্য বলে ব্যাখ্যা দেন (দানিয়েল ৭/১৭)। দানিয়েল চতুর্থ জন্তুটার দশটা শিং দেখেন (দানিয়েল ৭/৭)। এরপর একাদশ শিং উঠতে দেখেন, যেটা তিনটা শিং বিনষ্ট করে (দানিয়েল ৭/৮)।

এরপর তিনি সাদা চুলের একজন বৃদ্ধকে দেখলেন যার সিংহাসনটা ছিল আগুনের শিখার মত: "আমি দেখতে না দেখতে কয়েকটি সিংহাসন স্থাপিত হল এবং অনেক দিনের বৃদ্ধ উপবিষ্ট হলেন, তাঁর পরিচ্ছদ হিমানীর মত শুক্লবর্ণ এবং তাঁর মাথার চুল বিশুদ্ধ ভেড়ার লোমের মত; তাঁর সিংহাসন আগুনের শিখার মত, তার চাকাগুলো যেন জ্বলন্ত আগুন।" (দানিয়েল ৭/৯, মো.-১৩)

এরপর তিনি মানব-সন্তানের মত একজনকে দেখেন: "আমি রাতের বেলায় দর্শনে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, আসমানের মেঘ সহকারে ইবনুল-ইনসানের (ইংরেজি: the Son of man কেরি: মনুষ্যপুত্রের, মো.-০৬: ইবনে আদমের) মত এক পুরুষ আসলেন, তিনি সেই বৃদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন, তাঁর সম্মুখে তাঁকে আনা হল। আর তাঁকে কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দেওয়া হল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁর সেবা করতে হবে; তাঁর কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব, তা লোপ পাবে না এবং তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হবে না।" (দানিয়েল ৭/১৩-১৪, মো.-১৩)

চতুর্থ জন্তু ও শিংগুলোর ব্যাখ্যায় দানিয়েল লেখেছেন: "তিনি এরকম কথা বললেন, ঐ চতুর্থ জন্তু দুনিয়ার চতুর্থ রাজ্য; সেই রাজ্য অন্য সকল রাজ্য থেকে ভিন্ন হবে এবং সমস্ত দুনিয়াকে গ্রাস, মাড়াই ও চূর্ণ করবে। আর তার দশটি শিংএর তাৎপর্য; ঐ রাজ্য থেকে দশজন বাদশাহ উৎপন্ন হবে। তাদের পরে আর একজন উঠবে, সে পূর্ববর্তী বাদশাহদের থেকে ভিন্ন হবে এবং তিন বাদশাহকে নিপাত করবে। সে সর্বশক্তিমানের বিপরীতে কথা বলবে, সর্বশক্তিমানের পবিত্রগণের উপর জুলুম করবে এবং নিরূপিত কাল ও শরীয়তের পরিবর্তন করতে মনস্থ করবে এবং এক কাল, দুই কাল ও অর্ধেক কাল পর্যন্ত তাদের তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। পরে বিচার বসবে, তার কর্তৃত্ব তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, শেষ পর্যন্ত তার ক্ষয় ও বিনাশ করা যাবে। আর রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও সমস্ত আসমানের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা সর্বশক্তিমানের পবিত্র লোকদের দেওয়া হবে; তার রাজ্য অনন্তকাল স্থায়ী রাজ্য এবং সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর সেবা করবে ও তাঁর বাধ্য হবে।" (দানিয়েল ৭/২৩-২৭, মো.-১৩)

মুসলিম গবেষকরা চতুর্থ সাম্রাজ্য হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যকে চিহ্নিত করেছেন। তার দশটা শিং দশজন রোমান সম্রাট যারা যীশু খ্রিষ্টের অনুসারীদের নির্যাতনের জন্য ঐতিহাসিকদের নিকট প্রসিদ্ধ। তারা হলেন: নিরো (Nero), ডোমিটিয়ান (Domitian), ট্রাজন (Trajan), মারকাস অরেলিয়াস (Marcus Aurelius), সেপ্টিমিয়াস সিভেরাস (Septimius Severus), ম্যাক্সিমিনাস

(Maximinus), ডেসিয়াস (Decius), ভ্যালেরিয়ান (Valerian), অরেলিয়ান (Aurelian) ও ডায়োক্লেটিয়ান (Diocletian)।

একাদশ শিং হলো রোমান সম্রাট প্রথম কন্সটান্টাইন (Constantine I)। একাদশ শিং যে তিনটা শিং বিনষ্ট করে তারা হলেন কন্সটান্টাইন কর্তৃক পরাভূত তিন রোমান সম্রাটঃ লিসিনিয়াস (Licinius), ম্যাক্সেনটিয়াস (Maxentius) ও ম্যাক্সিমিয়ান (Maximian)। কন্সটান্টাইন এদেরকে পরাজিত করেন।

সম্রাট কন্সটান্টাইনের সময়ে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নাইসীন ধর্মবিশ্বাস (Nicene Creed) উদ্ভাবন করা হয় এবং মূসার শরীয়ত ও একত্ববাদী বিশ্বাস পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন শত বছর নাইসীন খ্রিষ্টানরা রোমান সম্রাটদের ছত্রছায়ায় আরিয়ান (Arians) ও অন্যান্য একত্ববাদী খ্রিষ্টানদের উপর নীপিড়ন চালাতে থাকেন। এরপর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন হয় এবং ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

'মানব সন্তান, ইবনুল ইনসান বা ইবনে আদমের মত' যাকে দানিয়েল দেখলেন তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)। মুসলিমরা এটাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মিরাজ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন।[৫]

(১৯) হাবাক্কুক ৩/৩

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ৩৫ নং, ক্যাথলিক বাইবেলের ৪২ নং এবং ইহুদি বাইবেল বা হিব্রু বাইবেলের ২২ নং পুস্তক 'হাবাক্কুক'। এ পুস্তকের ৩/৩ নিম্নরূপঃ

"আল্লাহ তৈমন (Teman) থেকে আসছেন, পারণ পর্বত (mount Paran) থেকে পবিত্রতম আসছেন, আসমান তাঁর প্রভায় সমাচ্ছন্ন, দুনিয়া তাঁর প্রশংসায় (হাম্‌দঃ praise) পরিপূর্ণ।" (মো.-১৩)

এখানে বাহ্যত Teman বলতে 'তিহামা' বোঝানো হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, পারন মক্কার প্রাচীন নাম। এখানে 'পারণের পবিত্রতম' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বোঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' বা 'অতি-প্রশংসিত' তা বোঝানো হয়েছে।

উইকলিফ বাইবেলে (Wycliffe Bible: WYC) তৈমন শব্দের অর্থ লেখেছে দক্ষিণঃ "God shall come from the south": "আল্লাহ দক্ষিণ থেকে আসছেন।"[৬] এখানে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত আরব দেশ থেকে ইসলামের আগমনের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছেঃ

"This prophecy is also commonly cited by Muslims as a prophecy of Muhammad. Since there is no connection between Jesus and Mount Paran 'the Mount of Ishmael', Muslims argue that the 'holy one' in this verse is Muhammad. They often interpret the Coming of God from the south of Palestine as a reference to the cradle of Islam in the western coast of Arabia."

"এ ভবিষ্যদ্বাণীকেও সাধারণভাবে মুসলিমরা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উল্লেখ করেন। ইসমাইলের পর্বত 'পারণ পর্বতের' সাথে যীশু খ্রিষ্টের কোনোই সম্পর্ক নেই, এজন্য মুসলিমরা দাবি করেন যে, এ শ্লোকে 'পবিত্রতম' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বোঝানো হয়েছে। তারা প্রায়শ

---

৫ https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_the_Bible

৬ https://www.biblegateway.com/verse/en/Habakkuk%203:3

বলেন যে, দক্ষিণ দিক থেকে ঈশ্বরের আগমন করার কথা বলে ইসলামের প্রকাশস্থল আরবদেশের পশ্চিম উপকূল এলাকা বোঝানো হয়েছে।

(২০) হগয় ২/৭ ও মালাখি ৩/১

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের ৩৭ ও ৩৯ নং, ক্যাথলিক বাইবেলের ৪৪ ও ৪৬ নং ও হিব্রু বাইবেলের ২৪ ও ২৬ নং পুস্তক হগয় (Haggai) **ও মালাখি** (Malachi)। **হগয় পুস্তকের ২/৬-৯ নিম্নরূপ:**

"কেননা বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, আর একবার, অল্পকালের মধ্যে, আমি আসমান ও জমিনকে এবং সমুদ্র ও শুকনো ভূমিকে কাঁপিয়ে তুলব। আর আমি সর্বজাতিকে কাঁপিয়ে তুলব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসবে (the desire of all nations shall come); আর আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করবো, এ কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। রূপা আমার, সোনাও আমারই, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। এই গৃহের আগের প্রতাপের চেয়ে এর পরের প্রতাপ অনেক বেশি হবে (The glory of this latter house shall be greater than of the former পরবর্তী এ ঘরের মর্যাদা পূর্ববর্তী ঘরের চেয়ে অধিক হবে), এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন; আর এই স্থানে আমি শান্তি নিয়ে আসব (in this place will I give peace), এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।" (হগয় ২/৬-৯, মো.-১৩)

সুপ্রিয় পাঠক, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবনের জন্য আমাদের একটু পিছনে ফিরতে হবে। আমরা ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৌরাতের পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে দেখেছি যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭/৫৮৬ সালের দিকে ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার বা বখত নসর জেরুজালেম ও মাসজিদুল আকসা সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন এবং ইহুদিদের বন্দি করে ব্যবিলনে নিয়ে যান। কয়েক দশক পরে পারস্যের বাদশাহ সাইরাসের সময়ে শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল (zerubbabel the son of shealtiel) খ্রি. পূ. ৫৩৮ থেকে ৫২০ সালের মধ্যে প্রায় ৪২ হাজার ইহুদিকে নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসেন এবং মাসজিদুল আকসা পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত এ মাসজিদকে 'দ্বিতীয় মন্দির' (Second Temple) বলা হয়। নির্বাসন প্রত্যাগত ইহুদিরা এ নতুন মসজিদের কাছে কাঁদাকাটি করতেন। এ সময়েই মাসজিদুল আকসা বা শলোমনের মন্দিরের আগত মর্যাদা বিষয়ে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। আমরা দেখছি যে, এখানে তিনটা বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে: (১) সকল জাতির মনোরঞ্জনের বস্তু এবং প্রভুর দূতের আকস্মিক মাসজিদে আকসায় আগমন এবং (২) সুলায়মান (আ) নির্মিত মাসজিদের চেয়ে সরুব্বাবিল নির্মিত মাসজিদের মর্যাদা অধিক হওয়া এবং (৩) মাসজিদে আকসায় শান্তি প্রতিষ্ঠা।

প্রফেসর রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামিন লেখেছেন, 'desire' বা মনোরঞ্জন বলতে হিব্রু ও আরামাইক পাণ্ডুলিপিতে 'হিমদাহ' (Himdah) এবং 'শান্তি' বোঝাতে শ্যালম (Shalom) শব্দ ব্যবহৃত। তাঁর মতে, এখানে মিরাজের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জেরুজালেম আগমন, তাঁর উম্মাতের মাধ্যমে মাসজিদুল আকসার পুনর্নিমাণ এবং তথায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি বলেন:

Indeed, here is a wonderful prophecy confirmed by the usual biblical formula of the divine oath, 'says the Lord Sabaoth' four times repeated. If this prophecy be taken in the abstract sense of the words himda and shalom as "desire" and "peace," then the prophecy becomes nothing more than an unintelligible aspiration. But if we understand by the term himda a concrete idea, a person and reality, and in the word shalom, not a condition, but a living and active force and a definitely established religion, then this prophecy must be admittedly true and fulfilled in the person of Ahmed and the

establishment of Islam. For himda and shalom - or shlama have precisely the same significance respectively as Ahmed and Islam.

"সত্যিই এখানে একটা আকর্ষণীয় ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। ঐশ্বরিক শপথের জন্য বাইবেলের সুপরিচিত পরিভাষাঃ 'বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন'। এ শপথটা এখানে চারবার উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণীটাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। যদি হিমদা ও শ্যালম শব্দদু'টার আভিধানিক অর্থ মনোরঞ্জন ও শান্তিকে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে এটা একটা অনুধাবন-অযোগ্য আকাঙ্খা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরা যদি 'হিমদা' শব্দ থেকে একটা স্পর্শগ্রাহ্য ধারণা, একটা ব্যক্তি ও বাস্তবতা বুঝি, এবং শ্যালম শব্দ থেকে একটা অবস্থা না বুঝে একটা প্রাণবন্ত ও কার্যকর শক্তি এবং সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা ধর্ম বুঝি তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীটা আহমদের ব্যক্তিত্বে এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্য ও পরিপূর্ণ হয়েছে। কারণ হিমদা ও শ্যালম বা শ্লামা অবিকল আহমদ ও ইসলাম-এর অর্থই বহন করে।"[৭]

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হিব্রু শ্যালম ও আরবী ইসলাম একই মূল থেকে আগত। আর হিব্রু হিমদা অর্থ প্রবল আকাঙ্খা বা লোভ এবং আরবী হামদ অর্থ প্রশংসা। আর যার আকাঙ্খা বা লোভ করা হয় তারই প্রশংসা করা হয়। আর আহমদ বা মনোরঞ্জনের জেরুজালেমের মাসজিদে আগমন অনুধাবনের জন্য মালাখির ভবিষ্যদ্বাণীটা পড়তে হবে। মালাখি পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের ১ম শ্লোক নিম্নরূপঃ

"দেখ, আমি আমার দূতকে (ইংরেজিঃ my messenger; আরবী বাইবেলঃ রাসূলী) প্রেরণ করবো, সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; এবং তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছো, তিনি অকস্মাৎ তাঁর এবাদতখানায় (his temple, তাঁর মন্দিরে, মো.-০৬ঃ তার ঘরে) আসবেন; নিয়মের সেই দূত (মো.-০৬ঃ ব্যবস্থা কাজে পরিণতকারী সেই সংবাদদাতা), যাতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসছেন, এই কথা বাহিনীগণে মাবুদ বলেন।" (মালাখি ৩/১, মো.-১৩)

এর সাথে কুরআনের সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতটা পড়তে হবেঃ "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের মাধ্যমে ভ্রমন করালেন আল-মাসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা-১৭ বনি ইসরাইলঃ আয়াত ১)

তিনি বলেন, উপরের দু'টা বাইবেলীয় উদ্ধৃতিতে আকাঙ্খিত ব্যক্তির হঠাৎ করে মন্দিরে আগমন করার ভবিষ্যদ্বাণী করে নবী মুহাম্মাদের (ﷺ) আগমনের কথা বলা হয়েছে, নবী ঈসার (আ) আগমনের কথা বলা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি অনেকগুলো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১. ভাষাতাত্ত্বিকভাবে হিমদা ও আহমদের মধ্যকার সম্পর্ক ও মিল সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করে যে, 'সকল জাতির হিমদা আগমন করবেন' বলতে 'আহমদ' বোঝানো হয়েছে। যীশু (Jesus), খ্রিষ্ট (Christ), ত্রাণকর্তা (Savior) ইত্যাদি নামের সাথে হিমদা শব্দটার একটা ব্যঞ্জনবর্ণেরও কোনো মিল নেই।

২. যদি হিমদা (Hmdh/himdah) শব্দের বিমূর্ত বাস্তব অর্থ- আকাঙ্খা, লোভ বা প্রশংসা- গ্রহণ করা হয় তবে এ অর্থের সাথে 'আহমদ' শব্দের অর্থের পুরোপুরি মিল রয়েছে, ঈসা বা যীশু অর্থের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই।

---

[৭] Dawud, Abdul Ahad (Keldani, David Benjamin), 1992, *Muhammad in the Bible,* Abul Qasim Publishing House, Jeddah. P-21-22

৩. এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, সরুব্বাবিল নির্মিত দ্বিতীয় মন্দির শলোমন নির্মিত প্রথম মন্দিরের চেয়ে অধিক মর্যাদাময় হবে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে মালাখি বলছেন, নিয়ম বা শরীয়তের প্রভু- অর্থাৎ শরীয়ত প্রচারকারী সকল নবী ও রাসূলের নেতা- হঠাৎ করেই তথায় আগমন করবেন। ঠিক এ ঘটনাটাই ঘটেছিল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অলৌকিক আগমনের মাধ্যমে।

সরুব্বাবিল নির্মিত দ্বিতীয় মন্দির (মাসজিদে আকসা বা বাইতুল মোকাদ্দস) রাজা হেরোদ পুর্ননির্মাণ করেন এবং যীশু কয়েকবারই তথায় গমন করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্যান্য নবীর আগমনের ন্যায় নবী ঈসা মাসীহের আগমনেও মন্দিরটা মর্যাদাময় হয়েছে। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা অনুসারে যীশু মাসজিদে আকসায় (বাইতুল মোকাদ্দসে) প্রবেশ করে কখনো শান্তিপূর্ণ আলোচনা বা শিক্ষাদান করতে পারেননি। বাইতুল মোকাদ্দসে তাঁর আগমন তিক্ত ঝগড়া-বিতর্কের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছিল।

৪. উপরের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, আকাঙ্খিত এ ব্যক্তির আগমনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ যীশু পৃথিবীতে বা বাইতুল মোকাদ্দসে কোথাও শান্তি আনয়ন করেননি। বরং তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, তিনি শান্তি প্রদানের জন্য আগমন করেননি। (মথি ১০/৩৪)। সর্বোপরি তিনি বাইতুল মোকাদ্দসের শান্তি বা মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করে বাইতুল মোকাদ্দসের ধ্বংস ও নির্মূলের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (মথি ২৪ অধ্যায়, মার্ক ১৩ অধ্যায় ও লূক ২১ অধ্যায়)।

(৫) খ্রিষ্টান প্রচারকরা দাবি করেন যে, যীশুর দ্বিতীয়বার আগমনের পর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। নতুন নিয়মের বক্তব্য এ দাবি মোটেও সমর্থন করে না। নতুন নিয়ম থেকে জানা যায় যে, যীশুর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে কিয়ামতের সময় বা কিয়ামতের দিনে। তাঁর আগমনের পরে আর বাইতুল মোকাদ্দসের মর্যাদা বৃদ্ধি বা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগই থাকবে না। বরং মৃতরা পুনরুত্থিত হবে এবং সকলেই ঈশ্বরের কাছে চলে যাবে। জেরুজালেম, বাইতুল মোকাদ্দস ও মাসজিদে আকসা সবই ধ্বংস হবে: একটা পাথরের উপরে আর একটা পাথর থাকবে না; সমস্তই ভেংগে ফেলা হবে.... সেই সময়কার কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না, তারাগুলো আসমান থেকে খসে পড়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্য-তারা আর স্থির থাকবে না। এমন সময় আসমানে ইবনে-আদমের চিহ্ন দেখা দেবে...।" (মথি ২৪/২, ২৯-৩০। বিস্তারিত দেখুন মথি ২৪ অধ্যায়, মার্ক ১৩ অধ্যায় ও লূক ২১ অধ্যায়)

যীশুর পুনরাগমন হবে কিয়ামতের বিচারের জন্য, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়: "কেননা ইবনুল-ইনসান (মানুষের সন্তান) তাঁর ফেরেশতাদের সঙ্গে তাঁর পিতার প্রতাপে আসবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুসারে প্রতিফল দেবেন। আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত ইবনুল-ইনসানকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখবে।" (মথি ১৬/২৭-২৮, মো.-১৩)

পল লেখেছেন: "কেননা আমরা প্রভুর কালাম দ্বারা তোমাদেরকে এই কথা ঘোষণা করছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকব, আমরা কোনক্রমে সেই মৃত লোকদের আগে যাব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনিসহ, প্রধান ফেরেশতার স্বরসহ এবং আল্লাহ্‌র তূরীবাদ্যসহ বেহেশত থেকে নেমে আসবেন, আর যারা মসীহে মৃত্যুবরণ করেছে, তারা প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। পরে আমরা যারা জীবিত আছি, যারা অবশিষ্ট থাকব, আসমানে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে একত্রে আমাদেরও মেঘযোগে তুলে নেওয়া হবে। আর আমরা এভাবে সব সময় প্রভুর সঙ্গে থাকব।" (১ থিষলনীকীয় ৪/১৫-১৭, মো.-১৩)

৬. মুহাম্মাদ (ﷺ) মিরাজের রাত্রিতে 'হঠাৎ' করেই মসজিদুল আকসা বা বাইতুল মোকাদ্দসের

বরকতময় স্থানটিতে আগমন করেন এবং পূর্ববর্তী সকল নবীকে নিয়ে সেখানে সালাত আদায় করেন। বাইবেল থেকে আমরা দেখি যে, ঈসা মাসীহের নূরানী চেহারা গ্রহণের পর্বতের (the mount of transfiguration) উপরে মূসা (আ) ও ইলিয়াস (আ) সশরীরে যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও কথা বলেন (মথি ১৭/১-৩; মার্ক ৯/২-৪; লূক ৯/২৮-৩০)। কাজেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মিরাজের রাত্রিতে পূর্ববর্তী নবীদের বাইতুল মোকাদ্দসের স্থানে একত্রিত হওয়া কোনো অবাস্তব বিষয় নয়। আর এভাবেই আল্লাহ তাঁর ঘরটাকে মর্যাদাময় করেন।

৭. মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পিতামাতা ও পিতামহ সকলেই ইসলামের আগমনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরা বাইবেল, ইহুদিধর্ম ও হিব্রু ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আরবদের মধ্যেও আহমদ ও মুহাম্মাদ নাম পরিচিত বা প্রসিদ্ধ ছিল না। এমতাবস্থায় তাঁরা এ এতিম নবজাতকের নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ'। তাঁরা তাঁকে ডাকলেন 'আহমদ' বলে। মানব ইতিহাসে প্রথম এ নামটা ব্যবহার করা হলো। আদম সন্তানদের মধ্যে মুহাম্মাদের (ﷺ) আগে আর কাউকে এই নামে নামকরণ না করাটা এক অলৌকিক ঘটনাই বটে। তাঁর আগমনের মাধ্যমে বাইতুল মোকাদ্দসের মর্যাদা পূর্ণ হলো। এরপর দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) দ্বিতীয় মন্দির বা মাসজিদুল আকসা পুনর্নির্মাণ করেন। এখনো পর্যন্ত তা পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহ ইবরাহিম ও ইসমাইলের সাথে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম স্থাপন করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৫/১৭) । আর এভাবেই এ নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা পায়।

(২১) যাকারিয়া ৯/৯

প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে ৩৮ নং, ক্যাথলিক বাইবেলে ৪৫ নং ও ইহুদি বাইবেলে ২৫ নং পুস্তক সখরিয় বা জাকারিয়া (Zechariah)। সখরিয় ৯/৯ বলছেঃ

"হে সিয়োন-কন্যা, অতিশয় উল্লাস কর; হে জেরুশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার বাদশাহ তোমার কাছে আসছেন; তিনি ধর্মময় ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে (RSV তিনি বিজয়দৃপ্ত এবং বিজয়ীঃ triumphant and victorious is he; CJB: তিনি ন্যায়নিষ্ঠ এবং তিনি বিজয়দৃপ্তঃ He is righteous, and he is victorious)। তিনি নম্র ও গাধার উপর উপবিষ্ট, গাধার বাচ্চার উপর উপবিষ্ট।" (মো.-১৩)

বাইবেলের এ বক্তব্যকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা যীশু খ্রিষ্টের জেরুজালেম আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন। তিনি গাধার পিঠে বসে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু অনেক গবেষক এ বক্তব্যকে দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) জেরুজালেম আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, যীশু বিজয়দৃপ্তভাবে জেরুজালেমে প্রবেশ করেননি এবং তিনি জেরুজালেম নিবাসীদেরকে উদ্ধার করেননি। কিন্তু উমার (রা) গাধার পিঠে চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেন, তিনি বিজয়দৃপ্তভাবে সেখানে গমন করেন এবং তাঁর এ বিজয়ের মাধ্যমে ইহুদিরা বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর নিপীড়ন থেকে উদ্ধার লাভ করেন। বস্তুত জেরুজালেমের ইতিহাসে উমার (রা) ছাড়া কোনো প্রকৃত রাজাই এভাবে বিজয় ও বিনয় একত্রিত করে জেরুজালেমে প্রবেশ করেননি।

প্রথম খ্রিষ্টীয় শতক থেকেই ইহুদি জাতির উপরে রোমান শাসকদের নিপীড়ন প্রচণ্ড হয়। ৭০-৭২ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম ও মাসজিদুল আকসাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। লক্ষলক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্ট ইহুদিদেরকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৩৬ সালের যুদ্ধের পর সম্রাট হার্ডিয়ান (Hadrian) ইহুদিদের জন্য জেরুজালেমে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন। শুধু বছরে একদিন ক্রন্দনের জন্য তারা সেখানে আসতে পারতেন। রোমান শাসকদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহনের পরেও এ নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়ন অব্যাহত থাকে। এ অবস্থাতে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে উমারের (রা) হাতে জেরুজালেম মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহুদিদের উপর থেকে সকল নিপীড়ন প্রত্যাহার করা

হয়। তারা ধর্মপালন ও অন্যান্য স্বাধীনতা লাভ করেন।[৮]

৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে উমার (রা) যখন জেরুজালেম আগমন করেন তখন তথাকার খ্রিষ্টান মহাযাজক ছিলেন সফরনিয়াস (Sophronius)। তিনিই খলীফার সাথে আত্মসমর্পনের চুক্তি করেন।[৯] মুসলিম ঐতিহাসিক ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন যে, সফরনিয়াস ও তার সহকর্মীগণ উমারকে বাইবেলে উল্লেখকৃত উদ্ধারকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১০]

উল্লেখ্য যে, পরবর্তী ১৪ শ্লোক বলছে: "আর মাবুদ তাদের উপরে দর্শন দেবেন ও তাঁর তীর বিদ্যুতের মত বের হবে; এবং সার্বভৌম মাবুদ তূরী বাজাবেন, আর দক্ষিণের ঘূর্ণিবাতাস সহকারে গমন করবেন।" (জাকারিয়া ৯/১৪, মো.-১৩)

এখানে 'দক্ষিণের ঘুণিবাতাস' বলতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়।[১১]

(২২) মথি ২১/৩৩-৪৪

আল্লাহর রাজ্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনায় যীশু বলেন: "আর একটি দৃষ্টান্ত শোন; এক জন গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি আঙ্গুরের ক্ষেত প্রস্তুত করে তার চারিদিকে বেড়া দিলেন ও তার মধ্যে আঙ্গুর-কুণ্ড খনন করলেন এবং উঁচু পাহারা-ঘর নির্মাণ করলেন; পরে কৃষকদেরকে তা জমা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। আর ফলের সময় সন্নিকট হলে তিনি নিজের ফল গ্রহণ করার জন্য কৃষকদের কাছে তাঁর গোলামদেরকে প্রেরণ করলেন। তখন কৃষকরা তার গোলামদেরকে ধরে এক জনকে প্রহার করল, অন্য এক জনকে খুন করলো, আরেকজনকে পাথর মারলো। আবার তিনি প্রথম বারের চেয়ে আরও বেশী গোলাম প্রেরণ করলেন; তাদের প্রতিও তারা সেই মত ব্যবহার করলো। অবশেষে তিনি তাঁর পুত্রকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন, বললেন, তারা আমার পুত্রকে দেখে সম্মান করবে। কিন্তু কৃষকরা পুত্রকে দেখে পরস্পর বললো, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, এসো, আমরা একে হত্যা করে এর অধিকার হস্তগত করি। পরে তারা তাঁকে ধরে আঙ্গুর-ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলো। অতএব আঙ্গুর-ক্ষেতের মালিক যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদেরকে কি করবেন? তারা তাঁকে বললো, সেই দুষ্টদেরকে নিদারুণভাবে বিনষ্ট করবেন এবং সেই ক্ষেত এমন অন্য কৃষকদেরকে জমা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবেন। ঈসা তাদেরকে বললেন, তোমরা কি কখনও পাক-কিতাবে পাঠ করনি, "যে পাথরটি রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করেছে তা-ই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো; তা প্রভু থেকেই হয়েছে আর তা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে"? এজন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর রাজ্য কেড়ে নেওয়া যাবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তার ফল দেবে। আর এই পাথরের উপরে যে পড়বে, সে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু এই পাথর যার উপরে পড়বে, তাকে চুরমার করে ফেলবে।" (মো.-১৩; আরো দেখুন: মার্ক ১২/১-১২, লূক ২০/৯-১৮।

মুসলিম লেখকরা এ 'আল্লাহর রাজ্য' স্থানান্তরের এ দৃষ্টান্তকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন। দৃষ্টান্তটার বিবরণ নিম্নরূপ: (১) আঙুর ক্ষেত: আল্লাহর রাজ্য, (২) কৃষকগণ: আল্লাহর প্রজা বনি-ইসরাইলগণ, (৩) গোলামগণ: আল্লাহর বান্দা নবীগণ, (৪) পুত্র: ঈসা মাসীহ।

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে ধার্মিকতা ও সততার পথে নেতৃত্ব দিতে বা আল্লাহর রাজ্য পরিচালনা করে ফল প্রদান করতে বনি-ইসরাইলকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তাদের নেতৃত্বকে ফলদায়ক করার

---

[৮] https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_the_Bible
[৯] https://en.wikipedia.org/wiki/Sophronius_of_Jerusalem
[১০] ওয়াকিদী, ফুতুহুল বুলদান, ১ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা।
[১১] https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_the_Bible

জন্য তিনি তাদের কাছে তাঁর বান্দা ও গোলাম নবীদেরকে প্রেরণ করেন। বনি-ইসরাইলরা নবীদেরকে হত্যা ও নির্যাতন করে। এরপর আল্লাহ ঈসা মাসীহকে প্রেরণ করেন। আমরা দেখেছি হিব্রু পরিভাষায় বিশেষ বান্দা হিসেবে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হত। কিন্তু বনি-ইসরাইলরা তাঁকেও হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। যীশু জানালেন যে, এ পর্যায়ে 'আল্লাহর রাজ্য' বনি-ইসরাইলদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতিকে প্রদান করা হবে যারা মানব সভ্যতাকে মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে আল্লাহর রাজ্যকে ফলদায়ক করবে। আর এ জাতিই বনি-ইসমাইল বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জাতি।

এ নতুন জাতির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে যীশু বললেন: "যে পাথরটি রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করেছে তা-ই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো"। অর্থাৎ ইবরাহিম (আ)-এর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য পাওয়া আশীর্বাদ ও ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রায় দু হাজার বছর ধরে তাঁর ছোট ছেলে ইসহাকের বংশের মধ্যেই ছিল। তাঁর বড় ছেলে ইসমাইল (আ) নবুওয়াত ও আশীর্বদের এ ধারা থেকে এতদিন অগ্রাহ্য হয়ে ছিলেন। ঈসা মাসীহের প্রতি অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলের প্রতি আশীর্বাদ এবার কেড়ে নিয়ে বনি-ইসমাইলের উপর অর্পিত হলো।

খ্রিষ্টানরা দাবি করেন যে, যীশু এখানে বনি-ইসরাইলগণ কর্তৃক যীশুকে অস্বীকার করার কথা বলছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, যীশুকে তো অগ্রাহ্য করেছিল কৃষকরা বা বনি-ইসরাইলরা, রাজমিস্ত্রিরা নয়।

অগ্রাহ্য থাকা এ পাথরটার বিশেষণে যীশু বলেছেন: "তা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "তা আমাদের চোখে খুব আশ্চার্য লাগে।" ইংরেজিতে 'wonderful/ marvelous'।

আমরা জানি, যীশু খ্রিষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের ভাষা ছিল হিব্রু-আরামাইক, কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো প্রায় শতবর্ষ বা তারও পরে গ্রীক ভাষায় রচিত। এখানে যীশু হিব্রু বা আরামাইকে কী বলেছিলেন তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে এখানে মূল গ্রীক শব্দটা হল: (θαυμαστὴ), উচ্চারণ: 'থমাসটস' (Thaumastos)। নতুন নিয়মের গ্রীক অভিধান: কিং জেমস ভারশন (the New Testament Greek Lexicon - King James Version) শব্দটার অনুবাদে লেখেছে: 'worthy of pious admiration', অর্থাৎ 'পবিত্র প্রশংসার যোগ্য'।[১২] আমরা জানি যে, মুহাম্মাদ অর্থ 'বিশেষভাবে প্রশংশিত বা প্রশংসাযোগ্য। এভাবে আমরা দেখছি যে, এ শব্দটা 'মুহাম্মাদ' শব্দটার সমার্থক।

আমরা আগেই বলেছি মুহাম্মাদ ও আহমদ নাম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূর্বে কেউ রেখেছেন বলে জানা যায় না। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন ইহুদি ধর্ম, হিব্রু ভাষা ও বাইবেলের জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। নতুন নবীর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর কিছুই তাঁরা জানতেন না। একান্তই অলৌকিকভাবে এ নামটা তাঁরা রেখেছিলেন। এ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ করার জন্যই এ নামটাকে আল্লাহ সংরক্ষণ করেন। অলৌকিক প্রেরণার মাধ্যমেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাতা ও দাদা তাঁর জন্য এ নামটি নির্বাচন করেন।[১৩]

(২৩) মার্ক ১২/৩৫-৩৭ (মথি ২২/৪২-৪৬ ও লূক ২০/৪১-৪৪)

মার্ক লেখেছেন: "আর বায়তুল মোকাদ্দসে উপদেশ দেবার সময়ে ঈসা জিজ্ঞাসা করে বললেন, আলেমেরা কেমন করে বলে যে, মসীহ দাউদের সন্তান? দাউদ নিজেই তো পাক-রূহের আবেশে এই কথা বলেছেন, 'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডান দিকে বস, যতদিন তোমার দুশমনদেরকে তোমার পায়ের তলায় না রাখি।' দাউদ নিজেই তো তাঁকে প্রভু বলেন, তবে তিনি

---

[১২] http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/thaumastos.html

[১৩] Dawud, Abdul Ahad (Keldani, David Benjamin), 1992, *Muhammad in the Bible,* Abul Qasim Publishing House, Jeddah. P-117

কিভাবে তাঁর সন্তান হলেন? আর সাধারণ লোকে আনন্দপূর্বক তাঁর কথা শুনতো।" (মার্ক ১২/৩৫-৩৭, মো.-১৩। একই বক্তব্য দেখুন: মথি ২২/৪২-৪৬ ও লূক ২০/৪১-৪৪)

মার্গারেট এস. কিং একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ (anthropologist)। বাইবেল বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ২০১২ সালে প্রকাশিত তার একটা পুস্তক 'Unveiling The Messiah in the Dead Sea Scrolls' : 'মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি থেকে মসীহের উন্মোচন'।[১৪] এ পুস্তকে তিনি মার্কের এ উদ্ধৃতিকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া লেখেছে:

"These scrolls predict the coming of two messiahs. These two messiahs are referred to as a priestly messiah from the lineage of Aaron and a kingly messiah from the lineage of David. The priestly messiah of Aaron is identified as Jesus son of Mary in the light of Qur'an 19:28 which says that Mary "the mother of Jesus" came from the lineage of Aaron. The kingly messiah is identified as Muhammad in the light of the gospel of Barnabas, Mark 12:35-37, Luke 20:41-44 and Matthew 22:42-46 which all assert that the coming messiah 'the kingly messiah' is not going to be from the lineage of David. Margaret S. King argues, in Chapter 12 of her book 'Unveiling The Messiah in the Dead Sea Scrolls', that the Jews were informed by the son of Mary that the kingly messiah whom they were expecting would come from the lineage of Ishmael."

"এ পাণ্ডুলিপিগুলো দুজন মসীহের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছে। এ দুজন মসীহের একজনকে বলা হয়েছে 'যাজকীয় মসীহ', যিনি হারুনের বংশধর হবেন এবং আরেকজন 'রাজকীয় মসীহ' যিনি দাউদের বংশধর হবেন। হারুন বংশের যাজকীয় মসীহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মরিয়মের পুত্র যীশুকে। কুরআনের ১৯ সূরার (সূরা মরিয়ম) ২৮ আয়াতের আলোকে এ দাবি করা হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, যীশুর মাতা মরিয়ম হারুনের বংশধারার ছিলেন। আর রাজকীয় মসীহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে। বার্নাবাসের ইঞ্জিল, মার্ক ১২/৩৫-৩৭, লূক ২০/৪১-৪৪ এবং মথি ২২/৪২-৪৬-এর আলোকে এ দাবি করা হয়। এ সকল বক্তব্য সবগুলোই নিশ্চিত করছে যে, রাজকীয় মসীহ দাউদের বংশ থেকে আগমন করবেন না। (প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ) মার্গারেট এস. কিং তাঁর রচিত মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি থেকে মসীহের প্রকাশ' গ্রন্থের ১২ পরিচ্ছেদে প্রমাণ করেছেন যে, মরিয়মের পুত্র (যীশু) ইহুদিদেরকে জানিয়েছেন যে, যে রাজকীয় মসীহের জন্য তারা অপেক্ষা করছে তিনি ইসমাইলের বংশধারা থেকে আগমন করবেন।"[১৫]

(২৪) যোহন/ ইউহোন্না ১৬/৭-১৫

নতুন নিয়মের ৪র্থ পুস্তক ইউহোন্না বা যোহন লিখিত সুসমাচার। এ পুস্তকটাতে যীশুর পরে একজন সহায় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। এ জাতীয় একটা বক্তব্য নিম্নরূপ:

---

[১৪] ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অবস্থিত মৃত সাগর বা লবন সাগর: (Dead Sea/ Salt Sea)। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এর পার্শবর্তী কয়েকটা গুহার ভিতরে পবিত্র বাইবেলের প্রাচীনতম কিছু পাণ্ডুলিপি ও প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের লেখা কতিপয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এ পাণ্ডুলিপিগুলো মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি (Dead Sea Scrolls) বা কুমরান গুহার পাণ্ডুলিপি (Qumran Caves Scrolls) নামে পরিচিত। দেখুন: https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls.

[১৫] https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_the_Bible

"তবুও আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। আর তিনি এসে গুনাহ্‌র সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করবেন। গুনাহ্‌র সম্বন্ধে, কেননা তারা আমার উপর ঈমান আনে না; ধার্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ও তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না; বিচারের সম্বন্ধে, কেননা এই দুনিয়ার অধিপতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তোমাদেরকে বলবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সব সহ্য করতে পার না। যখন তিনি, সত্যের রূহ্ আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন, তাই বলবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন। তিনি আমাকে মহামান্বিত করবেন; কেননা যা আমার, তা-ই তিনি তোমাদেরকে জানাবেন। পিতার যা যা আছে, সকলই আমার; এজন্য বললাম, যা আমার, তিনি তা-ই তোমাদেরকে জানাবেন।" (মো.-১৩) পুনশ্চঃ ইউহোন্না ১৪/১৫-১৭, ২৬-২৯, ১৫/২৬-২৭।

আমরা দেখেছি যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলো গ্রীক ভাষায় রচিত। গ্রীক ইঞ্জিলে এখানে 'পারাক্লীত' (Paraclete) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, বাংলায় যা 'সহায়' অনুবাদ করা হয়েছে। আমরা আরো দেখেছি যে, যীশু তাঁর সাহাবীদের ভাষা ছিল হিব্রু-আরামাইক। এ কথাগুলোও যীশু তাঁর ভাষায় বলেছিলেন। প্রশ্ন হলো, তিনি এ সকল বক্তব্যে 'সহায়' বোঝাতে যীশু হিব্রু বা আরামাইক ভাষায় কী বলেছিলেন? জানার কোনো উপায় নেই। আমরা শুধু হিব্রু শব্দটার গ্রীক অনুবাদ জানতে পারছি।

এখানে দু'টো গ্রীক শব্দ বিবেচ্য। পারাক্লীটোস (Paracletos) এবং পেরিক্লীটোস (Periclytos)। প্রথম শব্দের অর্থ সান্তনাদানকারী, সাহায্যকারী বা উকিল। আর দ্বিতীয় শব্দটার অর্থ প্রশংসিত বা প্রশংসাকারী, যা 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমদ' শব্দের সমার্থক। গ্রীক ভাষায় দু'টা শব্দের বানান ও লিখন পদ্ধতি প্রায় একই। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে একটার স্থানে আরেকটা শব্দ লেখা খুবই স্বাভাবিক।

যীশু তাঁর মাতৃভাষায় কোন্ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা জানতে পারছি না। গ্রীক অনুবাদের মূল শব্দটা যদি পেরিক্লীটোস (Periclytos) হয়ে থাকে বোঝা যায় যে, তিনি হিব্রুতে আহমদ বা মুহাম্মাদ বা এ অর্থে কোনো শব্দ বলেছিলেন; কারণ আরবী ও হিব্রু ভাষার মূল একই। আর পারাক্লীটোস (Paracletos) হলেও সমস্যা নেই। তিনি হয়ত নাম না বলে তাঁর বিশেষণ বলেছিলেন। মূল শব্দ যাই হোক না কেন, উপরের বক্তব্যটা সুস্পষ্টভাবেই পরবর্তী একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। মুসলিমরা দাবি করেন যে, এটা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। তিনিই সত্যের আত্মা বা আল-আমীন ছিলেন এবং তিনিই ঈসা মাসীহের পরে এসে তার বিষয়ে ইহুদি ও ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানদের মিথ্যাচার দূর করে তাকে মহিমান্বিত করেছেন। ঈসা মাসীহ যা বলে যেতে পারেননি সে সকল কথা তিনি বলে ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতা প্রদান করেছেন। তিনি নিজের থেকে কিছুই বলেননি; ওহীর মাধ্যমে যা পেয়েছেন তাই বলেছেন।

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে এখানে যীশু পবিত্র আত্মার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যীশুর তিরোধানের পর পঞ্চাশত্তমীর দিন তাঁর শিষ্যরা একত্রিত হন এবং তখন পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর অবতীর্ণ হন (প্রেরিতঃ ২ অধ্যায়)। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু পবিত্র আত্মার এ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বিশেষত ইঞ্জিলের মধ্যেই কোথাও কোথাও পারাক্লীতের ব্যাখ্যায় 'পবিত্র আত্মা' বলা হয়েছে।

মুসলিম লেখকরা বিভিন্নভাবে এ দাবি খণ্ডনের চেষ্টা করেন। তারা বলেন, পরাক্লীতের ব্যাখ্যায় পবিত্র আত্মা কথাটা বাহ্যত ইঞ্জিল লেখকদের সংযোজিত ব্যাখ্যা। এছাড়া পবিত্র আত্মা বলতে বাইবেলে পবিত্র মানুষদেরকেও বোঝানো হয়েছে। যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্ট যে, তিনি সতন্ত্র সত্তাময় একজন

মানুষের আগমনের কথা বলছেন।

পারাক্লীত বিষয়ে যীশু বলেছেন, "আর এখন, ঘটবার আগে, আমি তোমাদেরকে বললাম, যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস কর" (ইউহোন্না ১৪/২৯, মো.-১৩)। এ থেকে জানা যায় যে, ফারাক্লীত বলতে পৃথক একজন মানুষের কথা বলা হয়েছে পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়নি। কারণ, পবিত্র আত্মার অবতরণের সময় শিষ্যরা তা অবিশ্বাস করবেন বলে ধারণা করার কোনো উপায় নেই। কারো উপর পাক রূহ বা পবিত্র আত্মা অবতরণ করবেন অথচ তা তিনি অবিশ্বাস করবেন এ কথা কি কল্পনা করা যায়? পক্ষান্তরে ফারাক্লীত বলতে যদি একজন নবীকে বোঝানো হয় তবে এ কথাটা সার্থক ও যথাযথ বলে গণ্য হয়। উপরন্তু নতুন নবীকে অবিশ্বাস করার প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করলে এ কথাটা অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য হয়।

এছাড়া যীশু বলেছেন: "আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেব।" এতে প্রমাণিত হয় যে, ফারাক্লীত বলতে কখনোই পবিত্র-আত্মাকে বোঝানো হয়নি। কারণ পবিত্র আত্মার আগমনের জন্য যীশুর তিরোধান কখনোই পূর্বশর্ত ছিল না। আমরা দেখেছি যে, যীশু বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই পবিত্র আত্মা তাদের কাছে এসেছেন (মথি ৩:১৩)। ফারাক্লীত বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার সাথে প্রেরিতরা যীশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে পরিচিত হননি বা যীশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি কোনোভাবে পৃথিবীতে আসেননি। তাঁর আগমনের পূর্বশর্ত ছিল যীশুর প্রস্থান।

এছাড়া যীশু বলেছেন, "কারণ তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন, তা-ই বলবেন।" এ থেকেও জানা যায় যে, ফারাক্লীত এমন ব্যক্তি হবেন, যার কথাকে নিজের বানোয়াট কথা মনে করে তাকে মিথ্যাবাদী বা ভন্ড বলে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে। এজন্য যীশুকে তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হলো। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা কল্পনা করা যায় না। এছাড়া খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস অনুসারে 'পবিত্র-আত্মা'ই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি, এরা তিনজন মিলে এক ঈশ্বর। তাহলে কি কল্পনা করা যায় যে, পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বরের অনুমতি বা সম্মতির বাইরে নিজে বানিয়ে কিছু বলতে পারেন বা বলার সম্ভাবনা তার ক্ষেত্রে থাকে? তিনিই যেহেতু ঈশ্বর তাহলে তিনি কার কাছ থেকে শুনে শুনে এসে বলবেন? তিনি কী ঈশ্বরের কথার বাইরে নিজের থেকে বানোয়াট কথা বলতে পারেন? তিনি যেহেতু ঈশ্বর সেহেতু তার নিজের কথাও কি ঈশ্বরের কথা নয়? তাহলে যীশুর এ কথার অর্থ বা প্রয়োজনীয়তা কী?

এতে প্রতীয়মান যে, যীশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কথাই এখানে বলেছেন। তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর কথাকে মনগড়া বলে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ ছিল। আর তিনি ঈশ্বর ছিলেন না বা ঈশ্বরের অংশ ছিলেন না কাজেই তাকে কিছু বলতে হলে ঈশ্বরের নিকট থেকে শ্রবণ করার দরকার ছিল। আর তিনি ওহীর মাধ্যমে 'যাহা যাহা শুনিতেন তাহাই বলিতেন'। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন: "তিনি মনগড়া কথা বলেন না। (সে যা বলে) তা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা নাজম: ৩-৪ আয়াত)

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক পূর্ববর্তী এক ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, সেখানে বলা হয়েছে: "তার মুখে আমার কালাম দেব; আর আমি তাঁকে যা যা হুকুম করব তা তিনি ওদেরকে বলবেন।" আর এখানে বলা হয়েছে, "কারণ তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন, তা-ই বলবেন।" উভয় কথার অর্থ একই। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাবুদ মূসা (আ)-এর কাছে যে নবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরই আগমন বার্তা শুনিয়েছেন ঈসা (আ)।

(২৫) কুরআনের আলোকে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী

পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে যে, তাওরাত-ইঞ্জিলের মধ্যে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়

ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। এ জাতীয় একটা বক্তব্য নিম্নরূপ:

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ' ও সিজ্দায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজ্দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটা চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরুস্কারের।" (সূরা-৪৮: আল-ফাতহ: আয়াত ২৯)

(ক) রুকু-সাজদা ও প্রার্থনা

এখানে কুরআন উল্লেখ করেছে যে, রুকু ও সাজদার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর সাথীদের বৈশিষ্ট এবং বিষয়টা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান। মুসলিমরা দাবি করেন যে, যদিও খ্রিষ্টধর্মে রুকু ও সাজদার মাধ্যমে প্রার্থনার ব্যবস্থা নেই, বাইবেল প্রমাণ করে যে, এরূপ প্রার্থনাই প্রকৃত নবী ও ধার্মিকদের বৈশিষ্ট্য।

এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা 'worship' অনুবাদের হেরফের প্রসঙ্গে এ বিষয়ক অনেক নমুনা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, worship, bow down, fell on his face, fell on the ground ইত্যাদি সকল পরিভাষাই 'সাজদা' করা বোঝায়, তবে বাংলা অনুবাদ অনেক স্থানে তা অস্পষ্ট। বাইবেলীয় নবীদের রুকু ও সাজদা বিষয়ক কয়েকটা উদ্ধৃতি দেখুন:

(১) ইবরাহিমের সাজদা: "And Abram fell on his face: and God talked with him..." "এতে ইব্রাম সেজদায় পড়লেন, আর আল্লাহ তাঁর সংগে কথা বলতে লাগলেন।" (আদিপুস্তক ১৭/৩, মো.-০৬) "তখন ইব্রাম উপুড় হয়ে সেজদা করলেন; আল্লাহ তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বললেন...।" (মো.-১৩)

(২) মূসা ও হারুনের সাজদা: "And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces" "এতে মূসা ও হারুন তাদের কাছ থেকে মিলন-তাম্বুর দরজার কাছে গিয়ে সেজদায় পড়লেন।" (গণনাপুস্তক ২০/৬, মো.-০৬)

"মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, তোমরা অন্য সমস্ত লোক থেকে আলাদা হয়ে যাও, যাতে আমি তাদের এই মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু মূসা ও হারুন সেজদায় পড়ে (fell upon their faces) বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি সমস্ত মানুষের জীবনদাতা। কেবল একজন মানুষ গুনাহ্ করেছে বলে কি তুমি গোটা ইসরাইলীয় সমাজের উপর তোমার গজব নাজেল করবে?" (গণনাপুস্তক ১৬/২০-২২, মো.-০৬)

(৩) দাউদের সাজদা: "Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker": "এস, আমরা সেজদা করে তাঁর ইবাদত করি; আমাদের সৃষ্টিকর্তা মাবুদের সামনে হাঁটু পাতি।" (জবুর ৯৫/৬, মো.-০৬)

(৪) উযাইরের সাজদা: "তখন উযায়ের মাবুদ আল্লাহ তা'লার প্রশংসা করলেন, আর সমস্ত লোক তাদের হাত তুলে বলল, 'আমিন, আমিন'। তারপর তারা সেজদা করে মাবুদের এবাদত করল।" (নহিমিয়া ৮/৬, মো.-০৬)

(৫) বনি-ইসরাইলের সাজদা: "আগুন নেমে আসতে দেখে ও বাইতুল মোকাদ্দসের উপরে মাবুদের মহিমা দেখতে পেয়ে সমস্ত বনি-ইসরাইল পাথরে বাঁধানো উঠানে উবুড় হয়ে পড়ে মাবুদকে সেজদা করল (they bowed themselves with their faces to the ground) ও এই বলে তাঁর প্রশংসা করল, 'তিনি মেহেরবান; তাঁর মহব্বত চিরকাল স্থায়ী'। (২ খান্দাননামা ৭/৩)

(৬) ইসা মাসীহের সাজদা: "And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt." "পরে তিনি (যীশু) কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং মুনাজাত করে বললেন, 'আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে, এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূরে যাক। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামতই হোক।" (মথি ২৬/৩৯, মো.-০৬)

পাঠক দেখছেন যে, উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে বাংলা অনুবাদে সেজদা লেখা হলেও এখানে সেজদা না লেখে 'উপুড় হয়ে পড়া' লেখা হয়েছে, যদিও মূল ইংরেজিতে উপরের উদ্ধৃতিগুলোর মতই এখানে 'fell on his face' বলা হয়েছে।

সর্বাবস্থায়, মুসলিম গবেষকরা দাবি করেন যে, রুকু ও সাজদার মাধ্যমে প্রার্থনা বাইবেলীয় নবী ও ধার্মিকদের বৈশিষ্ট্য, যা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর অনুসারীদের অন্যতম পরিচয়।

(খ) চারাগাছের দৃষ্টান্ত

এখানে কুরআন বলেছে: "তাদের দৃষ্টান্ত একটা চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ঠ হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক।"

মুসলিম গবেষকরা বলেন, এ দৃষ্টান্তটাও বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান। মার্ক লেখেছেন: "আমরা কিসের সঙ্গে আল্লাহর রাজ্যের তুলনা করবো? কোন দৃষ্টান্ত দ্বারাই বা তা ব্যক্ত করবো? তা একটা সরিষা-দানার মত; সেই বীজ ভূমিতে বোনার সময়ে ভূমির সকল বীজের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বপন করা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাক-সবজি থেকেও বড় হয়ে উঠে এবং বড় বড় ডাল বের হয়; তাতে আসমানের পাখিগুলো তার ছায়ার নিচে বাসা বাঁধতে পারে।" (মার্ক ৪/৩০-৩২, মো.-১৩)

(২৬) বার্নাবাসের ইঞ্জিল ও মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

উপরের ২৫টা অনুচ্ছেদে আমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট স্বীকৃত (canonical) বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করেছি, যেগুলোকে মুসলিম লেখকরা মুহাম্মাদ (ﷺ) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করেছেন। সর্বশেষ একটা অস্বীকৃত ইঞ্জিলের বক্তব্য উদ্ধৃত করেই আমাদের আলোচনা শেষ করব।

বার্নাবাস (Barnabas) যীশুর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। আমরা ইতোপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি যে, তাঁর নামে তিনটা কর্ম বাইবেলের অস্বীকৃত পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) বার্নাবাসের পত্র (the Epistle of Barnabas) (২) বার্নাবাসের কার্যবিবরণী (Acts of Barnabas) ও (৩) বার্নাবাসের ইঞ্জিল (Gospel of Barnabas)। উইকিপিডিয়ার ভাষ্য থেকে এ ইঞ্জিলটার প্রাচীন দু'টো পাণ্ডুলিপির বিদ্যমানতার কথা জানা যায়, যেগুলো ১৬শ শতাব্দীতে ইটালি ও স্পেনীয় ভাষায় লিখিত। অষ্টাদশ শতকে প্রসিদ্ধ পাদরি ও প্রাচ্যবিদ জর্জ সেল এবং অক্সফোর্ডের প্রফেসর ড. মেনকহাউসর মাধ্যমে সুসমাচারটার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। ১৯০৭ সালে ইংরেজি অনুবাদটা প্রকাশ করা হয়।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, কোনো মুসলিম এই গসপেলটা লেখে 'বার্নাবাসের' নামে চালিয়েছে।

তবে লক্ষণীয় যে, বার্নাবাসের ইঞ্জিলে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইহূদী রীতিনীতি ও যীশুর সমসাময়িক বিষয়াবলির যে সকল বিবরণ রয়েছে তা প্রমাণ করে যে, ইঞ্জিলটার লেখক অত্যন্ত প্রাজ্ঞ পুরতান নিয়মের গভীর জ্ঞানধারী ইহূদী ছিলেন। এছাড়া এর ভাষা, পরিভাষা ও বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তা প্রথম খৃস্টীয় শতকে লিখিত। সর্বোপরি কোনো মুসলিম পন্ডিত যদি এ গ্রন্থটার রচনার সাথে জড়িত থাকতেন তবে অবশ্যই তা মুসলিমদেরক সাহায্য করার জন্যই করতেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি বইটার বিষয়ে মুসলিমদেরকে জানাতেন এবং এর বিষয়বস্তুকে খৃস্টানদের বিরূদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে কোনো মুসলিম আলিম বইটার কথা জানতেনই না। ৭ম/৮ম খৃস্টীয় শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত শতশত মুসলিম পন্ডিত খৃস্টধর্মের আলোচনা, সমালোচনা ও বাইবেলের আলোকে মুহাম্মাদ (ﷺ) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেউই কখনো 'বার্নাবাসের ইঞ্জিলের' উদ্ধৃতি দেননি বা এর বিষয়বস্তুও উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মুসলিম এটার রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

বার্ণাবাসের ইঞ্জিলে বিভিন্ন স্থানে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এক স্থানে ঈসা মাসীহ্ বলেন: "হে বার্নাবাস, জেনে রাখ যে, পাপ ছোট হলেও ঈশ্বর তার প্রতিফল দান করেন। কারণ ঈশ্বর পাপের প্রতি সন্তুষ্ট নন। যেহেতু আমার মাতা ও আমার শিষ্যগণ আমাকে জাগতিক কারণে ভালবেসেছে একারণে ঈশ্বর তাদের উপরে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কারণে সিদ্ধান্ত নেন যে, এই অন্যায় বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে এই জগতে শাস্তি দান করবেন। যেন সেই জগতে তাদেরকে নরকের অগ্নিতে শাস্তিভোগ থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং তাদেরকে তথায় কষ্ট পেতে না হয়। আর আমি নিরপরাধ হলেও কিছু মানুষ আমার বিষয়ে বলেছে যে, তিনিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর এই কথা অপছন্দ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করেছেন যে, পুনরুত্থানের দিনে শয়তানগণ যেন আমাকে নিয়ে উপহাস করতে বা হাসাহাসি করতে না পারে। এজন্য তিনি করুণা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যিহূদার মৃত্যুর মাধ্যমে যেন এই উপহাস ও হাসাহাসি আমি এই জগতে লাভ করি; কারণ সকল মানুষই ধারণা করেছে যে, আমিই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরেছি। তবে এই উপহাস ও হাসাহাসি ঈশ্বরের ভাববাদী মুহাম্মাদের (ﷺ) আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন সকল বিশ্বাসীকে এই ভুলটা বুঝিয়ে দিবেন; ফলে মানুষের হৃদয় থেকে এই বিভ্রান্তি অপসারিত হবে।"[১৬]

---

[১৬] বার্নাবাসের সুসমাচার (The Gospel of Barnabas) ২২০ অধ্যায়। এছাড়া এ ইঞ্জিলের আরো কয়েকটা স্থানে যীশু 'মুহাম্মাদ' (ﷺ) -এর নাম উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দেখুন: ১১২, ১৩৬ ও ১৬৩ অধ্যায়।

উপসংহার: বাইবেল বনাম বাইবেলীয় ধর্মবিশ্বাস

সুপ্রিয় পাঠক, পবিত্র বাইবেলের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি না। তবে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, পবিত্র বাইবেল ইহুদি ও খ্রিষ্টান দু'টা বৃহৎ ধর্মের গ্রন্থ। উভয় ধর্মের বিশ্বাসই বাইবেল থেকে গৃহীত, কিন্তু সাংঘর্ষিক। বাইবেল দিয়ে খ্রিষ্টানরা যে বিশ্বাস প্রমাণ করেন ইহুদিরা বাইবেল দ্বারাই তা কুফরী বলে প্রমাণ করেন। পাঠক এ বিষয়ে ইহুদি পণ্ডিত রাব্বি স্টুয়ার্ট ফেডেরো (Rabbi Stuart Federow) পরিচালিত 'ইহুদিরা কী বিশ্বাস করেন?' (what jews believe) নামক ওয়েবসাইট (http://whatjewsbelieve.org/index.html) থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

মানুষের পাপের জন্য যীশুর রক্তপাত, আদিপাপ, ঈশ্বরের ত্রিত্ব, যীশুর ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বাইবেলের আলোকে ভুল প্রমাণ করে রাব্বি ফেডেরো বলেন:

"Jews Believe That: One person cannot die for the sins of another... Jesus was not the messiah, G-d hates human sacrifices, People are born pure and without original sin. Gd is one and indivisible... Gd does not become human and humans do not become Gd..." "ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, এক ব্যক্তি অন্যের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে না। ... যীশু মসীহ ছিলেন না, ঈশ্বর নরবলি ঘৃণা করেন, মানুষ আদিপাপ-মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ... ঈশ্বর এক এবং অবিভাজ্য। ... ঈশ্বর মানবীয় রূপ নেন না এবং মানুষ ঈশ্বর হতে পারে না।"

তার বিস্তারিত আলোচনার কয়েকটা বিষয়ের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(১) এক ব্যক্তি অন্যের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে না

খ্রিষ্টানরা যীশুকে মসীহ বলে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তিনি সকল মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। মসীহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা আমাদের বাইবেলের মধ্যে পাওয়া যায় না। বরং বাইবেল আমাদেরকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এবং অবিরতভাবে শিক্ষা দিচ্ছে যে, একজন মানুষ অন্যের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারেন না। বনি-ইসরাইলরা যখন বাছুর পুজা করে তখন মূসা তাদের পাপের জন্য নিজেকে কাফ্‌ফারা হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঈশ্বর তা অগ্রাহ্য করেন:

"পরদিন মূসা লোকদের বললেন, তোমরা মহাগুনাহ্ করলে, এখন আমি মাবুদের কাছে উঠে যাচ্ছি; যদি সম্ভব হয়, তোমাদের গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা দেবো। পরে মূসা মাবুদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, হায় হায়, এই লোকেরা মহাগুনাহ্ করেছে, নিজেদের জন্য সোনার দেবমূর্তি তৈরি করেছে। আহা! এখন যদি এদের গুনাহ মাফ করতে চাও তবে মাফ কর। আর যদি না কর তবে আমি বিনয় করছি, তোমার লেখা কিতাব থেকে আমার নাম কেটে ফেল। তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছে, তারই নাম আমি আমার কিতাব থেকে কেটে ফেলব। ... মাবুদ লোকদের আঘাত করলেন, কেননা লোকেরা হারুনের কৃত সেই বাছুর তৈরি করেছিল।" (হিজরত ৩২/৩০-৩৫, মো.-১৩)

বাইবেলের এ বক্তব্য দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত করছে যে, যে পাপ করবে সেই শুধু মরবে, অন্য কেউ শাস্তি গ্রহণ বা ঈশ্বরের জীবন-কিতাব থেকে নাম কেটে মৃত্যু গ্রহণ করে তার পাপ মোচন করতে পারে না। বাইবেল অন্যত্রও এ বিষয় নিশ্চিত করেছে: "সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাবে না; প্রত্যেক জন নিজ নিজ গুনাহ্‌র জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪/১৬, মো.-১৩)

যিহিষ্কেল ১৮ অধ্যায় পুরোটাই এ মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছে। এ অধ্যায় নিশ্চিত করেছে যে, গুনাহ্‌র মাফ

পেতে আমাদের দায়িত্ব অন্যায় কর্ম থেকে বিরত হওয়া এবং ভাল কর্ম করতে শুরু করা। কোথাও বলা হয়নি যে, গুনাহর মাফ পেতে রক্তপাত করতে হবে। (বিশেষত দেখুন যিহিষ্কেল ১৮/১-৪, ২০-২৪, ২৬-২৭)

ঈশ্বর আরো বলেছেন যে, একের পাপে অন্যের মৃত্যু অথবা একের মৃত্যুতে অন্যের পাপমোচন হওয়ার কথা যে উদ্ভট ও বিভ্রান্তি তা এক সময় মানুষ বুঝবে এবং এরূপ মত পরিত্যাগ করবে: "সেই সময় লোকে আর বলবে না, পিতারা আঙ্গুর ফল খেয়েছিলেন, তাই সন্তানের দাঁত টকেছে। কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ অপরাধের দরুন মরবে; যে ব্যক্তি আঙ্গুর ফল খাবে তারই দাঁত টকে যাবে।" (ইয়ারমিয়া ৩১/২৯-৩০)

বাইবেলের নির্দেশনা অনুসারে ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, অন্যের পাপের কাফফরা হিসেবে কেউ মরতে পারেন না। যীশুর মৃত্যুর মধ্যে কোনো পাপমোচনের ক্ষমতা আছে বলে ইহুদিরা বিশ্বাস করেন না। এরূপ বিশ্বাস বাইবেল-বিরোধী (unbiblical)। বাহ্যত যীশুর ক্রুশে মৃত্যু হওয়ার পরে এ মৃত্যুকে অর্থবহ বলে পেশ করার জন্যই 'মানুষের পাপ মোচনের জন্য যীশুর মৃত্যু' বিশ্বাসটার উদ্ভাবন করা হয়।

খ্রিষ্টানরা বাইবেলের অন্য কিছু বক্তব্যকে উপরের বাইবেলীয় বক্তব্যের বিপরীতে পেশ করে প্রমাণ করতে চান যে, একের পাপের জন্য অন্যের মৃত্যু হওয়া সম্ভব। তাদের বক্তব্য সঠিক হলে স্বীকার করতে হবে যে, ঈশ্বর তাঁর মন পরিবর্তন করেন। কিন্তু বাইবেল নিশ্চিত করেছে যে, ঈশ্বরের পরিবর্তন হয় না (মালাখি ৩/৬)।[১]

(২) ইহুদিরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু মসীহ ছিলেন না

খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু ছিলেন মসীহ (Messiah)। মসীহ বিষয়ক খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসকে ইহুদিরা বাইবেলে বিরোধী মনে করেন। মসীহ বিষয়ক খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস বাইবেলীয় নয়, বরং পৌত্তলিক। পৌত্তলিকরা মসীহ বা অভিষিক্ত ত্রাণকর্তা বলতে যা বুঝেন খ্রিষ্টানরা মসীহ বলতে ঠিক তাই বুঝেন, তা হলো তাদের মৃত্যুবরণকারী ত্রাণকর্তা মানুষ-ঈশ্বর ও বীরেরা। প্রাচীন যুগে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পারস্যের মিত্রা বা মিহির (Mithra/ mihr/ mher), গ্রীক-রোমান এডোনিস (Adonis), ডায়োনিসিস (Dionysis/ Dionysus/ Dionysos), অটিস (Attis), মিসরীয় রা (Ra) এবং আরো অনেক প্রাচীন এরূপ ত্রাণকর্তার কথা জানা যায় তারা সকলেই শীতকালে জন্মগ্রহণ করেন, বসন্তকালে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হন।

এ সকল ত্রাণকর্তা দেবতার অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন যে, তাদের দেবতা তাদের পাপের জন্য জীবন দান করেছেন, এজন্য তাঁর অনুসারীরা অনন্ত জীবন লাভ করবেন। পৌত্তলিক জগতে এমন অনেক দেবতা রয়েছেন যারা মানুষ মাতা ও দেবতা পিতার সন্তান। গ্রীক-রোমান দেবতা হেরাক্লিস (Heracles)-এর পিতা দেবরাজ জিউস (Zeus) এবং মাতা আলকমিনি (Alcmene) নামক মানবী। দেবতা ডায়োনিসিসের মাতা সেমেলি (Semele) এবং পিতা দেবরাজ জিউস (Zeus)। ডায়োনিসিসকে একজন ত্রাণকর্তা দেবতা বলে বিশ্বাস করা হতো। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে এ সকল পৌত্তলিক বিশ্বাসের মিল খুবই সুস্পষ্ট। প্রাচীন যুগ থেকেই ইহুদিরা খ্রিষ্টান ধর্মকে পৌত্তলিক ধর্ম হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাদেরকে সিনাগগ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমরা ইহুদিরা মসীহ বলতে বাইবেল থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো বুঝি:

(১) মসীহ হবেন মানুষ পিতা ও মাতার সন্তান। ইহুদি বিশ্বাসে তিনি ঈশ্বরের পুত্র হবেন না। ঈশ্বরের

---

[১] http://www.whatjewsbelieve.org/explanation1.html

পুত্র হওয়ার বিষয়টা একেবারেই পৌত্তলিক বিশ্বাস।

(২) মানবীয় পিতার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে তিনি রাজা দাউদের বংশধর হবেন। (যিশাইয় ১১/১, ১০, যিরমিয় ২৩/৫; যিহিষ্কেল ৩৪/২৩-২৪, ৩৭/২১-২৮; যিরমিয় ৩০/৭-১০, ৩৩/১৪-১৬; হোশেয় ৩/৪-৫)। খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাস অনুসারে যীশুর পিতা ঈশ্বর। এজন্য তিনি তাঁর মানুষ পিতা যোষেফের ঔরসে দাউদের বংশধর নন।

(৩) মসীহ শলোমনের বংশধর হবেন (২ শমূয়েল ৭/১২-১৭; ১ বংশাবলি ২২/৯-১০)। কিন্তু লূক ৩/৩১ অনুসারে যীশু শলোমনের বংশধর নন; বরং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নাথনের বংশধর। এদিক থেকেও তিনি মসীহ হওয়ার অযোগ্য।

(৪) মসীহ যিহোয়াকীম, যিকনিয় বা শল্টীয়েলের বংশধর হবেন না। কারণ এ বংশধারা অভিশপ্ত (১ বংশাবলি ৩/১৫-১৭; যিরমিয় ২২/১৮, ৩০)। কিন্তু মথি ১/১১-১২ এবং লূক ৩/২৭ অনুসারে যীশু শল্টীয়েলের বংশধর।

(৫) মসীহের আগমনের পূর্বে ইলিয়াস আসবেন এবং তাঁরা দুজনে সকল পরিবার একত্রিত করবেন (মালাখি ৪/৫-৬)। যীশু নিজেই এর বিপরীত কথা বলেছেন (মথি ১০/৩৪-৩৭)

(৬) বাইবেলের বক্তব্যের ভিত্তিতে ইহুদিরা বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব দুনিয়ায় মসীহ ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করবেন, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপ:

(ক) নিজ বংশধরদের মাধ্যমে মসীহ বাদশাহ দাউদের রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন (দানিয়েল ৭/১৩-১৪)। কিন্তু যীশুর কোনো সন্তান ছিল না।

(খ) মসীহ সকল জাতির ও সকল মানুষের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন (যিশাইয় ২/২-৪; মীখা ৪/১-৪; যিহিষ্কেল ৩৯/৯)। যীশুর মাধ্যমে কোনো শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। উপরন্তু যীশু নিজেই বলেছেন যে, তিনি শান্তি দিতে আসেননি, বরং তরবারী দিতে এসেছেন (মথি ১০/৩৪)।

(গ) মসীহ বিশ্বের সকল মানুষকে নৈতিক একেশ্বরবাদের (Ethical Monotheism) মধ্যে নিয়ে আসবেন (যিরমিয় ৩১/৩১-৩৪; সখরিয় ৮/২৩, ১৪/৯, ১৬; যিশাইয় ১১/৯)। মসীহ প্রতিমা পূজার অবসান ঘটাবেন (সখরিয় ১৩/২)। ঈশ্বরই ঈশ্বর– ইহুদিদের এ বিশ্বাসকে মসীহ বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করবেন (যিশাইয় ১১/৯)। মসীহের মাধ্যমে পৃথিবী নিরামিষ ভোজী হবে (যিশাইয় ১১/৬-৯)।

(ঘ) বনি-ইসরাইলের বার গোত্রের সকল মানুষকে মসীহ ইসরাইল রাজ্যে একত্রিত করবেন (যিহিষ্কেল ৩৬/২৪)। মসীহ শলোমনের মন্দির বা ধর্মধাম (বাইতুল মোকাদ্দস) পুনর্নির্মাণ করবেন (যিশাইয় ২/২; যিহিষ্কেল ৩৭/২৬-২৮)।

(ঙ) মসীহের আগমনের পরে আর কখনো দুর্ভিক্ষ হবে না (যিহিষ্কেল ৩৬/২৯-৩০)। মসীহের আগমনের পরে মৃত্যু থেমে যাবে (যিশাইয় ২৫/৮)। অবশেষে মৃতরা পুনরুত্থিত হবে (যিশাইয় ২৬/১৯; দানিয়েল ১২/২; যিহিষ্কেল ৩৭/১২-১৩; যিশাইয় ৪৩/৫-৬)। পৃথিবীর জাতিগুলো জাগতিকভাবে ইহুদিদেরকে সাহায্য করবে (যিশাইয় ৬০/৫-৬, ৬০/১০-১২)। আত্মিক নেতৃত্বের জন্য ইহুদিদেরকে খোঁজা হবে (জাকারিয়া ৮/২৩)। সকল অস্ত্র ধ্বংস করা হবে (যিহিষ্কেল ৩৯/৯, ১২)।

(চ) নীল নদ শুকিয়ে যাবে (যিশাইয় ১১/১৫)। ইসরাইল দেশের গাছগুলো মাসে মাসে ফল দেবে (যিহিষ্কেল ৪৭/১২) বনি-ইসরাইলের প্রত্যেক বংশ ফিলিস্তিন দেশে বাইবেল নির্ধারিত তাদের দেশগুলো দখলে পেয়ে যাবে (যিহিষ্কেল ৪৭/১৩-২৩)

(ছ) পৃথিবীর সকল জাতি স্বীকার করবে যে, তারা ভুলের মধ্যে ছিল এবং শুধু ইহুদিরাই সর্বদা সঠিক

কর্মে ছিল। তারা স্বীকার করে নেবে যে, পরজাতিদের পাপ, তাদের অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডসমূহ ইহুদিরা বহন করেছে (যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়)।

বাইবেল অনুসারে এ সকল পরিবর্তন হবে বাস্তব ও দৃশ্যমান। আর খ্রিষ্টানরা যীশুর মাধ্যমে যে পরিবর্তনের দাবি করেন তা দৃশ্যমান নয়; বরং বিশ্বাস নির্ভর। বিশ্বাস ছাড়া আর কোনোভাবেই তা প্রমাণ করা যায় না। যীশু মানুষদের পাপের জন্য জীবন দিয়েছেন, এ দাবিটা একমাত্র বিশ্বাস করা ছাড়া কিভাবে প্রমাণ করা যায়? ইহুদি বিশ্বাসে মসীহ যে সকল পরিবর্তন আনবেন তা প্রমাণযোগ্য। কিন্তু খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে মসীহ যে সকল পরিবর্তন এনেছেন তা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু প্রমাণ করা যায় না।

সর্বোপরি খ্রিষ্টানরাও স্বীকার করেন যে, বাইবেল ও ইহুদি বিশ্বাস অনুসারে মসীহ যে পরিবর্তনগুলো করবেন তা এখনো সাধিত হয়নি। আর এ সমস্যার সমাধানের জন্যই খ্রিষ্টানরা যীশুর দ্বিতীয় আগমনের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃত মসীহকে এ সকল পরিবর্তন সাধন করতে দ্বিতীয়বার আগমন করতে হবে না। মসীহ হতে হলে তাকে অবশ্যই প্রথমবারে এসেই বাস্তব বিশ্বে প্রকৃতভাবে এ সকল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তাহলেই শুধু তিনি প্রকৃত মসীহ বলে গণ্য হবেন।[২]

(৩) ঈশ্বর নরবলি ঘৃণা করেন

মসীহ বিষয়ে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস যে, সকল মানুষকে তাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যে রক্তপাত প্রয়োজনীয় ছিল যীশুই ছিলেন সেই রক্তবলি। কিন্তু ক্রুশের উপরে প্রকৃতপক্ষে কে মরলেন? যদি ঈশ্বর যীশু (Jesus-the-god) ক্রুশে মরেন তবে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর মরণশীল! কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে মরবেন? আর যদি মানুষ-যীশু (Jesus-the-human) ক্রুশের উপরে মরেন তবে খ্রিষ্টানদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, এখানে একজন মানুষকে কোরবানি দেওয়া হলো গুনাহর কাফফারা হিসেবে।

কিন্তু বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের বলছেন, নরবলি ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ। পৌত্তলিক জাতিগুলো নরবলি করে, কাজেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা তা করবে না (দ্বিতীয় বিবরণ ১২/৩০-৩১; যিরমিয় ১৯/৪-৬; গীতসংহিতা ১০৬/৩৭-৩৮; যিহিস্কেল ১৬/২০)।

ইহুদিরা কখনোই বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বর নিজে নরবলি নিষিদ্ধ করার পরে নিজেই তাঁর মন পরিবর্তন করে নিজেই তা করার সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তাঁর নিজের মানুষ পুত্রকে কোরবানি করবেন এবং বলবেন, ঠিক আছে, পৌত্তলিকরা যেভাবে নরবলিতে বিশ্বাস করে, ঠিক তেমনি এখন থেকে তোমরা মানুষ কোরবানিতে বিশ্বাস কর। এরূপ হতে পারে না; কারণ ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় (মালাখি ৩/৬)।[৩]

(৪) ইহুদিরা আদিপাপে বিশ্বাস করেন না

খ্রিষ্টধর্মে 'আদিপাপ' (Original Sin) বিশ্বাসটা নিম্নরূপ: এদেনের বাগানে আদম ও হাওয়া পাপ করেন, এজন্য মানব সন্তান শুধু পাপের প্রবণতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে তা নয়, বরং প্রত্যেক মানব সন্তান আদম ও হাওয়ার পাপের অপরাধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আদম ও হাওয়া তাদের পাপের কারণে পৃথিবীতে মৃত্যু আনয়ন করেন এবং এ পাপের কারণেই সকল মানুষকে মরতে হয়। (দেখুন ১ করিন্থীয় ১৫/২১-২২)।

খ্রিষ্টধর্মের এ বিশ্বাসটা পুরোপুরিভাবেই বাইবেলবিরোধী (unbiblical)। বাইবেলের বক্তব্য এ কথা বলে না যে, পাপের কারণে আদম ও হাওয়াকে এদেনের বাগান থেকে বের করা হয়। লক্ষণীয় যে,আদম-হাওয়ার ফল ভক্ষণকে বাইবেল 'পাপ' (sin) বলে আখ্যায়িত করেনি। বাইবেল পাপ বা গুনাহ (sin) শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছে হাবিলের প্রতি কাবিলের ঈর্ষার আলোচনায়। (আদিপুস্তক ৪/৭)। পাপের

---

[২] http://www.whatjewsbelieve.org/explanation3.html
[৩] http://whatjewsbelieve.org/explanation4.html

কারণে নয়, বরং 'জীবন-গাছ' (Tree of Life) নামক অন্য গাছের ফল খাওয়া থেকে বিরত রাখতেই আদম ও হাওয়াকে এদেনের বাগান থেকে বের করা হয়। আদম ও হাওয়াকে তো মরণশীল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই মৃত্যু তাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা যেন মরণশীলই থাকেন, জীবন-বৃক্ষের ফল খেয়ে অমর না হয়ে যান সেজন্যই তাদেরকে এদেনের বাগান থেকে বের করা হয়। আদিপুস্তক ৩/২২-২৪ শ্লোকের বক্তব্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। মানুষ পাপের কারণে মরে না; বরং মানুষ মরে কারণ স্রষ্টা তাকে মরণশীল করে সৃষ্টি করেছেন।[৪]

(৫) ঈশ্বর মানুষ হন না এবং মানুষ ঈশ্বর হতে পারে না

ইহুদিরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঈশ্বরই এবং মানুষ মানুষই। ঈশ্বর মানুষ হন না বা মানুষ রূপ গ্রহণ করেন না এবং মানুষ ঈশ্বর বা দেবতা হতে পারে না।

সকল পৌত্তলিক-প্রতিমাপূজারী বিশ্বাসের ভিত্তি হল ঈশ্বরের সাথে মানুষকে গুলিয়ে ফেলাঃ ঈশ্বর মানুষ রূপে প্রকাশিত অথবা মানুষ ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব লাভ করতে পারে বলে মনে করা। পৌত্তলিক বিশ্বাসের বিপরীতে বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর ও মানুষ কখনো সংমিশ্রিত হতে পারে না। ঈশ্বর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেনঃ "আমি আল্লাহ, মানুষ নই।" (হোশেয় ১১/৯)।

ঈশ্বর মানুষ হলে বা কোনো মানুষ ঈশ্বরত্ব পেলে তাকে মানবীয় প্রকৃতির কারণে মিথ্যা বলতে হত বা অনুশোচনা করতে হত। ঈশ্বর মানুষ নন বলেই তিনি মিথ্যা বলেন না এবং অনুশোচনা করেন নাঃ "আল্লাহ মানুষ নন যে মিথ্যা বলবেন, তিনি মানুষের-সন্তান (the Son of Man মনুষ্যপুত্র/ ইবনে আদম/ ইবনুল ইনসান) নন যে অনুশোচনা করবেন।" (শুমারী ২৩/১৯, মো.-১৩)

ইবরাহিম, ইসহাক, যাকোব, সারা রেবেকা, রাহেল, ইউসুফ, মূসা, দাউদ ও ইহুদি বাইবেলের অন্যান্য সকল মহান ইহুদি ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে, ঐশ্বরিক বা দেবতা হিসেবে দেখান হয়নি। বাইবেল এবং ইহুদি জাতির মূল বিশ্বাস হল মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্যে বিশ্বাস করা। আর মূলধারার খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু ঈশ্বরের 'আক্ষরিক' পুত্র, উপরন্তু তিনিই ঈশ্বর। এ বিশ্বাস বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক।[৫]

---

[৪] http://whatjewsbelieve.org/explanation5.html

[৫] http://whatjewsbelieve.org/explanation8.html

গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

প্রথমত: মুদ্রিত পুস্তকসমূহ

1. Brown, D. L. The Birth of the Messiah: A commentary on the Infancy Marratives in the Gospels of Matthew and Luke (1993), Doubleday; New York
2. Claud Dennis McKinsey, The Encyclopedia of Biblical Errancy, Prometheus Books; USA, 1995.
3. Claud Dennis McKinsey, Biblical Errancy: A Reference Guide, Prometheus Books; USA, 1995.
4. Dr. Maurice Bucaile, The Bible, the Qur'an and the Science
5. E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (1995) Penguin Books, England.
6. Ehrman, B, Misquoting Jesus:Story Behind Who Changed the Bible and Why, HarperSanFrancisco, New York, 2007
7. Ehrman, B. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why (2007), Harper San Francisco, New York
8. Encyclopædia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite. Chicago; Encyclopædia Britannica, 2009.
9. Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History
10. Gerd Theissen & Annette Merz, Historical Jesus: A Comprehensive Guide (1999) SCM Press, London
11. Microsoft ® Encarta ® 2008, English Dictionary. © 1993-2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
12. Microsoft Encarta: Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.
13. Miller, R. J. Born Divine: The Births of Jesus and Other Sons of God, Polebridge Press, California (2003).
14. Rhys, J. Shaken Creeds: The Virgin Birth Doctrine, R. A. Kessinger Publishing, Montana (2003)
15. Sanders, E. P. The Historical Figure of Jesus, Penguin Books, England (1995).
16. The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition,
17. Hyam Maccoby, The Mythmaker- Paul and the Invention of Christianity, Harpercollins (1987)
18. Jean Carmignac, "Studies in the Hebrew Background of the Synoptic Gospels", Annual of the Swedish Theological Institute (1968-69)
19. Louy Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus, (2009), Islamic Book Trust, Malayasia.
20. The Holy Bible, Authorized Version/King James Version, reprinted and published by Bible Society of South Africa, 1988.
21. The Holy Bible (Revised Standard Version, published by CollinsBible for The Bible Locieties, 1952, 1971, Printed in Great Briten.

২২. পবিত্র বাইবেল, আরবী বাইবেল: আল-কিতাবুল মোকাদ্দস, দারুল কিতাবিল মুকাদ্দাস ফিস শারকিল আউসাত, Printed in GreatArabic Bible 43 Series, 1992.

২৩. পবিত্র বাইবেল, উইলিয়াম কেরি অনূদিত (বি. বি. এস.: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত, রয়াল প্রিন্টিং প্রেস, হংকং-এ মুদ্রিত)

২৪. পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম): Printed in Great Holy Bible Bangla Common Langusga, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ২০০০

২৫. পবিত্র বাইবেল: জুবিলী বাইবেল, সাধু বেনেডিক্ট মঠের অনুবাদ, বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০০৬

২৬. কিতাবুল মোকাদ্দস: Holy Bible A Translation of the Holy Bible "KITABUL MOKADDOS in Bangla Common Language: বি. বি. এস. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০০
২৭. কিতাবুল মোকাদ্দস: বি. বি. এস. ২০০৬।
২৮. কিতাবুল মোকাদ্দস: The Kitabul Mokaddos (The Holy Bible), বাচিব (Biblical Aids for Churches and Instiitutions in Bangladesh: BACIB), ঢাকা, ২০১৩।
২৯. আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.), ইযহারুল হক (ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

দ্বিতীয়ত: ওয়েবসাইটসমূহ

30. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml
31. http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html
32. http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/absurd.html
33. http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/atrocity.html
34. http://infidels.org/library/modern/donald_morgan/flaws.html
35. http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html
36. http://liberalslikechrist.org/LLC_MasterMenu.php
37. http://liberalslikechrist.org/about/biblestats.html
38. http://liberalslikechrist.org/about/PaulvsAll.html
39. http://LiberalsLikeChrist.Org/inerrancy.html
40. http://nospank.net/floggers.htm
41. http://www.bible.ca/canon.htm
42. http://www.bible.ca/b-canon-orthodox-catholic-christian-bible-books.htm
43. http://www.Biblegateway.com
44. https://www.biblegateway.com/passage/?search
45. https://www.biblegateway.com/resources/all-women-bible/Rahab
46. http://www.biblestudytools.com/
47. http://www.bidstrup.com/bible2.htm
48. http://www.cracked.com/article_15699_the-9-most-badass-bible-verses.html
49. http://www.cracked.com/article_16546_the-6-raunchiest-most-depraved-sex-acts-from-bible.html
50. http://www.cracked.com/article_16546_the-6-raunchiest-most-depraved-sex-acts-from-bible_p2.html
51. http://www.easysurf.cc/christ.htm
52. http://www.godward.org
53. http://www.jesusneverexisted.com
54. http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html
55. http://www.jesusneverexisted.com/galilee.html#sthash.tjJBU3yn.dpuf
56. http://www.jesuswordsonly.com
57. http://www.newadvent.org/cathen/05010a.htm
58. http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible6.htm
59. www.adolfhitler.ws/
60. http://www.online-literature.com/twain/letters-from-the-earth/12/
61. http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/what-language-did-jesus-speak-why-does-it-matter/
62. http://www.protomartyr.org/first.html
63. http://www.rejectionofpascalswager.net/markauthor.html
64. http://www.rejectionofpascalswager.net/numerical.html

65. http://www.rejectionofpascalswager.net/prophecies.html
66. http://www.rejectionofpascalswager.net/versions.html|
67. http://www.rotten.com/library/religion/bible/historical-construction/ catholic-distortions/
68. http://www.scrollpublishing.com/ store/Luther-Sin-Boldly.html
69. http://www.skeptic.ca/Billy_Graham.htm;
70. http://www.slideshare.net/dralamin/vulgarities-in-the-bible-proves-its-distortion.
71. http://www.stewartsynopsis.com
72. http://www.tentmaker.org/articles/Hell_is_Leaving_the_Bible_Forever.html
73. http://www.thegodmurders.com/
74. http://www.thegodmurders.com/id29.html
75. http://www.thegodmurders.com/id34.html
76. http://www.thegodmurders.com/id40.html
77. http://www.thegodmurders.com/id44.html
78. http://www.thegodmurders.com/id45.html
79. http://www.thegodmurders.com/id49.html
80. http://www.thegodmurders.com/id58.html
81. http://www.thegodmurders.com/id90.html
82. http://www.thegodmurders.com/id91.html
83. http://www.thegodmurders.com/id118.html
84. http://www.thegodmurders.com/id119.html
85. http://www.thegodmurders.com/id129.html
86. http://www.thegodmurders.com/id134.html
87. http://www.thegodmurders.com/id188. html
88. http://www.thegodmurders.com/id191.html
89. http://www.truthbeknown.com/historicaljc.htm
90. https://carm.org/bible-difficulties/genesis-deuteronomy/why-were-only-virgins-left-alive-among-midianites (carm.org)
91. https://en.wikipedia.org/wiki/
92. https://sites.google.com/site/kitkirja/sin-boldly.
93. http://www.interfaith.org/christianity/
94. http://biblelight.net/
95. www.members.cox.net/galatians/tension.htm
96. tentmaker.org
97. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7651105.stm
98. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/magazine/7651105.stm
99. http://www. stewartsynopsis.com/theology_tethers.htm
100. http://www.callingchristians.com/
101. http://www.jesusneverlived.com/
102. http://sacred-texts.com/
103. http://whatjewsbelieve.org/index.html
104. http://www.whatjewsbelieve.org/explanation1.html
105. http://www.whatjewsbelieve.org/explanation2.html
106. http://www.whatjewsbelieve.org/explanation3.html
107. http://www.whatjewsbelieve.org/explanation4.html
108. http://www.whatjewsbelieve.org/explanation5.html
109. http://whatjewsbelieve.org/explanation8.html

গ্রন্থস্বত্ব

লেখকের প্রকাশিত কয়েকটি বই

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ 'আতের বিসর্জন
৩. রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিকির ও ওযীফা
৪. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৫. ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষনাত্মক পর্যালোচনা
৬. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
৭. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুয়ার খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
৮. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৯. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
১০. ইমাম আবু হানিফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১১. সিয়াম নির্দেশিকা
১২. ইসলামে পর্দা
১৩. মুসলমানী নেসাব: আরাকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল সা.
১৪. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
১৫. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৬. আল্লাহর পথে দাওয়াত
১৭. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবেবরাত: ফযীলত ও আমল
১৮ সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান
১৯. মুনাজাত ও নামায
২০. বুহুসুন ফী উলূমিল হাদীস: আরবি ভাষায় রচিত
২১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক ও ইসলামী পোশাকের বিধান
২২. তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ
২৩. কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম
২৪. পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা
২৫. মুসনাদ আহমাদ (ইমাম আহমাদ রচিত) বঙ্গানুবাদ, (আংশিক)
২৬. ইযাহারুল হক্ক বা সত্যের বিজয় (আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত), বঙ্গানুবাদ
২৭. ইসলামের তিন মূলনীতি: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বঙ্গানুবাদ)
২৮. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতি আমীমুল ইহসান রচিত হাদীস ভিত্তিক ফিকহ গ্রন্থ), বঙ্গানুবাদ

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৬৮
dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust
www.assunnahtrust.com